সূচী

বইটিতে সর্বোচ্চ অধিনায়ক ই. ভ. স্তালিনের কাজের পদ্ধতি সম্পর্কেও আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি; স্তালিনের সঙ্গে রকস্‌সভস্কির সাক্ষাৎ হয়েছিল অনেকবার, তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে সর্বদাই তিনি যোগাযোগ রাখতেন।

যুদ্ধ সমাসন্ন

১৯৪০-এর বসন্তকালে, কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী সোচিতে সপরিবারে ছুটি কাটানোর পর মার্শাল সেমিওন তিমোশেঙ্কোর (১) কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলাম। প্রতিরক্ষা বিষয়ক জন-কমিসার আমায় আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন।

তাঁকে আবার এইভাবে দেখে আমার মনে পড়ে গেল ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকের কথা, তিমোশেঙ্কোর ৩য় অশ্বারোহী কোরের কথা, যে কোরে ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েতের সম্মানে নামকরণ-করা ৭ম সামারা অশ্বারোহী ডিভিশনের আমি অধিনায়কত্ব করেছিলাম। আমাদের কোরের অধিনায়ক পেয়েছিলেন সমস্ত সৈনিকেরই শ্রদ্ধা — শুধু শ্রদ্ধাই নয়, ভালোবাসাও। আর এখন, তাঁর বর্তমান উঁচু পদেও তিনি আচরণের সেই পুরনো সারল্য ও বন্ধুর মতো সান্নিধ্যলাভের অবকাশ বজায় রেখেছেন।

মার্শাল তিমোশেঙ্কো আমাকে বললেন ১৯৩৬-১৯৩৭ সালে আমি যে ৫ম অশ্বারোহী কোরের অধিনায়কত্ব করেছিলাম, আবার তার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করতে। কোরটি ইউক্রেনে যাওয়ার পথে, ইতিমধ্যে আমাকে থাকতে হবে কিয়েভ বিশেষ সামরিক জেলার তৎকালীন অধিনায়ক জেনারেল গেওর্গি জুকভের (২) নির্দেশাধীনে। তিমোশেঙ্কো তখনই জেনারেল জুকভকে টেলিফোন করে আমাকে নিযুক্ত করার কথা জানিয়ে দিলেন।

কিন্তু সেই সময়ে বেশিদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করি নি। কিছুদিনের মধ্যেই জুকভ মস্কো চলে গেলেন, সেখানে তিনি জেনারেল স্টাফের প্রধান নিযুক্ত হলেন, আর আমি গ্রহণ করলাম এই কোরের অধিনায়কত্ব।

১৯৪০ সালের শেষের দিকে নিযুক্ত হলাম নতুন কাজে। আমাকে পাঠানো হল ৯ম মেকানাইজড কোরের অধিনায়কত্ব করতে, সেই কোরটিকে

অবশ্য তখনও চালু করা বাকি। আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল একেবারেই বিস্ময়কর। কেননা, সাতাশ বছর ধরে আমি অশ্বারোহী সৈনিক। আমার সৈনিক জীবন শুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালের অগস্ট মাসে পুরনো রুশ সেনাবাহিনীর ৫ম কার্গোপোল ড্র্যাগুন রেজিমেণ্টে। ১ম বিশ্বযুদ্ধের গোটা সময়টাই আমি ছিলাম অশ্বারোহী বাহিনীতে, এবং ১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লবের পরে লাল ফৌজের অশ্বারোহী বাহিনীতে কাজ করে গেছি।

সংক্ষেপে, অশ্বারোহী বাহিনী ছিল আমার অস্থিমজ্জায়, তার প্রতি আমার ছিল সস্নেহ ভালোবাসা এবং যুদ্ধ ও শান্তি—দু-রকম সময়েই আমি উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি চমৎকার এক শিক্ষালয়ের মধ্য দিয়ে। অশ্বারোহী বাহিনীতেই আমি অধিনায়ক পদের সিঁড়ি বেয়ে স্কোয়াড্রনের অধিনায়ক পদ থেকে উঠে এসেছি কোর অধিনায়কের পদে। অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারদের বিশেষ মেজাজ সম্পর্কে আমার ভালোই ধারণা ছিল, আমার কাজে তা আমাকে আস্থা যোগাত।

তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই, নতুন একটা শাখায় কাজের ভার নেওয়ার সময়ে আমার উদ্বেগ ছিল। মেকানাইজড ফৌজে একটা কোরের অধিনায়কের কর্তব্য পালন করতে পারব তো? অন্য দিকে, আমার প্রতি যে আস্থা দেখানো হয়েছিল, এবং ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়ি বাহিনীর ব্যাপারে আমার যে আগ্রহ ছিল তাতে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, এই ট্যাঙ্ক বাহিনীর সামনে পড়েছিল বিপুল ভবিষ্যৎ। মোটের উপরে, আমার মনোবল ছিল তুঙ্গে, এবং 'পাত্র তৈরি করতে ভগবানকে দরকার হয় না' আমাদের এই প্রবাদটি মনে রেখে নতুন কাজে লেগে গেলাম দৃঢ়পণে; বুঝেছিলাম যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোরটিকে সক্রিয় করে তুলতে হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন দ্রুত-অগ্নিবর্ষী কামান, ট্যাঙ্ক ও বিমানের সমর্থন নিয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র (মেশিন-গান) সহ বিরাট বিরাট সেনাবাহিনী ময়দানে নেমেছিল এবং সারা রণাঙ্গন বরাবর মোতায়েন করা হয়েছিল, অশ্বারোহী ফৌজের গুরুত্ব নষ্ট হতে শুরু করেছিল তখনই। ধারাবাহিক রণাঙ্গন সংগঠিত হয়েছিল। সৈন্যরা মাটি খুঁড়ে তার মধ্যে থাকায় এবং কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে রক্ষিত হওয়ায়, ঘোড়সওয়ার ব্যূহবিন্যাসে অশ্বারোহী বাহিনীর সফল কোনো তৎপরতা চালানো সম্ভব ছিল না। তাই অশ্বারোহী ইউনিটগুলি ট্রেঞ্চে-ট্রেঞ্চে পদাতিক সৈনিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, ঘোড়াগুলো হয়ে গিয়েছিল প্রধানত মালবহনের উপায়। রাশিয়ার গৃহযুদ্ধ অশ্বারোহী বাহিনীর একটা ক্ষণস্থায়ী পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিল বিশেষ পরিস্থিতির

দরুন, মুখ্যত রণক্ষেত্রগুলিতে ধারাবাহিক কোনো রণাঙ্গন না থাকার দরুন। সবচেয়ে চলিষ্ণু শাখা বলে অশ্বারোহী ছিল প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায়। তার উপরে, দেশে তখনও ঘোড়ার সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। তালিম-পাওয়া অশ্বারোহী সৈন্যরাও ছিল। 'প্রলেতারীয়রা, অশ্বারোহী বাহিনীতে যোগ দাও!' কমিউনিস্ট পার্টির এই স্লোগান খুব তাড়াতাড়ি কাজে পরিণত করা হয়েছিল এবং লাল অশ্বারোহী বাহিনী শ্বেত-রক্ষী প্রতিবিপ্লবী আর বিদেশী হস্তক্ষেপকারীদের পরাস্ত করার কাজে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল।

গৃহযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে শিল্প বিকাশের ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিকে ধরে-ফেলে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পার্টির স্লোগানকে রূপায়িত করার জন্য সারা জাতি কাজ করেছিল। সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরগুলি সেনাবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করার উপায় যুগিয়েছিল। বিকাশ ঘটেছিল সামরিক চিন্তারও এবং সোভিয়েত সমর-বিজ্ঞান ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের তুলনায় অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমে যেসব তত্ত্ব খুব চালু ছিল তার মধ্যে ছিল ডুয়ে ও ফুলারের তত্ত্ব। প্রথমটিতে বলা হত এক সর্বজয়ী বিমান বাহিনীর কথা, তা নাকি নিজে থেকেই একটা যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করে দিতে পারে; অন্য তত্ত্বটিতে বলা হত ট্যাঙ্ক বাহিনীর সীমাহীন সুযোগের কথা। আমাদের সামরিক নেতারা যথাযথ মর্যাদা দিয়েছিলেন প্রতিটি শাখাকে — ট্যাঙ্ক বাহিনী, বিমান বাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী ও পদাতিক বাহিনীকে, তথাকথিত 'গভীরে লড়াই করার রণকৌশলে' (৩) যেভাবে সূত্রায়িত হয়েছিল সেইভাবে সব কটি শাখার সমন্বয়বিধানের উপরে তাঁরা জোর দিয়েছিলেন; এই রণকৌশলের বিকাশ ম. ন. তুখাচেভস্কি (৪), ভ ক. ত্রিয়ান্দাফিল্লভের (৫) নামের সঙ্গে জড়িত।

অবশ্য, গোঁড়া অশ্বারোহী সৈনিকরাও ছিলেন, অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য যাঁদের পুরনো উৎসাহ অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তাঁরা কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। বস্তুতপক্ষে, প্রথম ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলি গঠিত হয়েছিল অশ্বারোহী ইউনিটগুলিকে প্রতিস্থাপিত করার জন্যই।

ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনীতে বেশ কয়েকটি স্ট্র্যাটেজিকাল মেকানাইজড কোর গঠিত হয়ে গিয়েছিল।

লাল ফৌজ সংগঠন এবং সৈন্যদের জঙ্গী প্রস্তুতাবস্থা একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সামনেকার কাজের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মানানসই ছিল। তার সর্বস্তরে ছিলেন দক্ষ অধিনায়কত্বদায়ক কর্মিবৃন্দ। তা ছাড়া,

অধিকাংশ অধিনায়ক ও রাজনৈতিক অফিসারেরই ছিল ১ম বিশ্বযুদ্ধ আর গৃহযুদ্ধে লাভ করা লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা। আমাদের আক্রমণ করতে দুঃসাহসী যে কোনো শত্রুকেই চূড়ান্ত আঘাত হানতে সমর্থ ছিল আমাদের সশস্ত্র বাহিনী।

এ কথা সত্যি যে ত্রিশের দশকের শেষ দিকে কিছু কিছু গুরুতর ভুলভ্রান্তি হয়েছিল। আমাদের নিয়মিত সেনাবাহিনীর কর্মীরাও তার ভুক্তভোগী হয়েছিলেন এবং আমাদের সেনাবাহিনীর সংগঠন ও সৈনিকদের প্রশিক্ষণের উপরে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছিল।

পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নাৎসি জার্মানির আক্রমণ সংখ্যাগরিষ্ঠ অফিসার ও সৈনিকদের বীরত্ব সত্ত্বেও পোলিশ বাহিনীর দ্রুত পরাজয়বরণ এবং ফ্রান্সে যুদ্ধের আরও মর্মান্তিক পরিণতি প্রমাণ করেছিল যে শক্তিশালী ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত ইউনিটগুলি এবং একটা কার্যকর বিমান বাহিনী সৃষ্টির ক্ষেত্রে জার্মানি সুবিধাজনক অবস্থা লাভ করেছে।

তখন থেকে আমাদের সেনাবাহিনী নতুন শক্তি নিয়ে মেকানাইজড কোর (৬) গড়ে তোলার কাজে অগ্রসর হয় এবং সেই সঙ্গে অশ্বারোহী বাহিনীকে অনেকখানি কমিয়ে আনা হয়। নিশ্চিতভাবেই সন্তোষের বিষয় যে অবশেষে সঠিক অভিমতেরই জয় হল এবং আধুনিক যুদ্ধে প্রতিরক্ষা ও জয়ের পক্ষে যা অত্যাবশ্যক, সেই বড় বড় ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজড ইউনিট আবার আমরা গড়ে তুলতে লাগলাম। আমার পালা যখন এল, তখন এই সাংগঠনিক ব্যবস্থাগুলি ছিল একেবারে তুঙ্গে, তাই, অশ্বারোহী বাহিনীকে বিদায় জানিয়ে আমি হয়ে গেলাম ট্যাঙ্ক-সৈনিক।

৯ম মেকানাইজড কোরে ছিল তিনটি ডিভিশন: কর্নেল ন. ভ. কালিনিনের অধীনস্থ ১৩১তম মোটরবাহিত পদাতিক ডিভিশন, মেজর-জেনারেল ন. আ. নভিকভের অধীনস্থ ৩৫তম ট্যাঙ্ক ডিভিশন ও কর্নেল ম. ইয়ে. কাতুকভের (৭) অধীনস্থ ২০শ ট্যাঙ্ক ডিভিশন (তাঁর অসুস্থতার দরুন, যুদ্ধের একেবারে প্রথম দিনগুলিতে ২০শ ডিভিশনকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁর সহকারী, কর্নেল ভ. ম. চের্নিয়ায়েভ)।

এই কোর ছিল সরাসরি কিয়েভ বিশেষ সামরিক জেলার (৮) অধীনস্থ।

যে বিবেচনা-বোধ আমাদের চালিত করেছিল, সেটা ছিল খুবই সরল: কোরকে আমরা যত তাড়াতাড়ি লড়াই করার মতো শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারব, জাতি ও পার্টির প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারব তত ভালোভাবে। সৈন্যদলে যারা ভর্তি হয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল

একেবারে কাঁচা, তাই সক্রিয় করে তোলার কাজ যখন সবেমাত্র চলছে তারই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইউনিটে ও অংশে এবং সামগ্রিকভাবে বাহিনীর মধ্যে আমরা একটা সর্বাত্মক সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করলাম। কোরের অধিনায়ক হিসেবে আমি সৌভাগ্যক্রমে আমার সহকারী হিসেবে পেয়েছিলাম শিক্ষিত ও উৎসর্গিত-প্রাণ সৈনিকদের, যাঁরা জানতেন যুদ্ধে অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের যা জানা দরকার তাদের সেসব ঠিকমতো শেখাতে। আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই আমার স্টাফের প্রধান, উনচল্লিশ বছর বয়স্ক মেজর-জেনারেল আলেক্সেই মাসলভের কথা। তখনকার ভাষায়, তিনি ছিলেন 'আকাদেমিশিয়ান' (অর্থাৎ, ফ্রুঞ্জে আকাদেমির স্নাতক)। কোরের সদরদপ্তর চালিয়েছিলেন কড়া হাতে এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছিলেন নিচের ধাপের সদরদপ্তরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিয়মশৃঙ্খলা গড়ে তোলা এবং তাদের স্বাধীন চিন্তার গুরুত্ব শেখানোর কাজে। তাঁর কাজের শৈলী আমার ভালো লেগেছিল, তাতে ছিল একসঙ্গে উচ্চমান, তাঁর অধীনস্থদের অভিমত-উদ্যোগের বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ সমাদর এবং যত বেশি সম্ভব সৈন্যদের সঙ্গে থাকার স্বভাবসিদ্ধ ইচ্ছা। আসন্ন পরীক্ষার জন্য কোরকে প্রস্তুত করার কাজে আমার অস্ত্রসজ্জা বিভাগীয় সহকারী কর্নেল ভ্নুকভ ও রাজনৈতিক বিষয়ক সহকারী কামেনেভও অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন।

সময় নষ্ট করার উপায় ছিল না। পশ্চিমে সাফল্যলাভে মত্ত নাৎসি জার্মানি এবারে নজর ফিরিয়েছিল বল্কান দেশগুলির দিকে, দখল করে নিচ্ছিল একটির পর একটি দেশ। সেনাবাহিনীতে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে সেই সময়টা এগিয়ে আসছে যখন, আমরা পছন্দ করি বা না-ই করি, সোভিয়েত দেশও জড়িয়ে পড়বে যুদ্ধের আবর্তে।

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা কেউই বিশ্বাস করতাম না যে জার্মানি ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তার স্বাক্ষরিত অনাক্রমণ বিষয়ক চুক্তিকে বেশিদিন মর্যাদা দেবে এবং আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে আজ হোক বা কাল হোক সে আমাদের আক্রমণ করবে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্ত করার জন্য যে সময়টা আমাদের নিতান্তই দরকারি ছিল, এই চুক্তি আমাদের সেই সময় দিয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদীদের একটা সোভিয়েতবিরোধী যুক্তফ্রন্ট সৃষ্টির আশাকে ধূলিসাৎ করেছিল।

এই 'সাময়িক রেহাই' কতদিন স্থায়ী হবে তা কোর স্তরে আমাদের জানার উপায় ছিল না। কিন্তু আমরা সময় নষ্ট করি নি, প্রথমত অফিসার

ও কর্মী প্রশিক্ষণের দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিলাম। যোগাযোগ রক্ষাকারী ও প্রতীকী সৈন্যদের নিয়ে আমরা রণক্ষেত্রে অধিনায়ক ও কর্মীদের মহড়া চালালাম, মানচিত্রের উপরে নকল যুদ্ধ চালালাম এবং হঠাৎ লড়াই বেধে গেলে কোরকে যে সম্ভাব্য পথ ধরে চলাফেরা করতে হবে সেই সমস্ত পথ বরাবর রণক্ষেত্র পর্যবেক্ষণের মহড়া চালালাম। সমস্ত অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হল তাঁরা যেন তাঁদের ইউনিটগুলির শক্তি নির্বিচারে সেগুলিকে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় রাখেন।

পাঠক পরে দেখতে পাবেন, যুদ্ধে বেশিদিন আমি ৯ম মেকানাইজড কোরের অধিনায়কত্বে থাকতে পারি নি; কিন্তু তার অফিসাররা তাঁদের অধিনায়কের প্রতি যে সহমর্মিতা দেখিয়েছিলেন এবং অচিরেই যুদ্ধ বাধার প্রত্যাশা থেকে উদ্বুদ্ধ আমাদের প্রস্তুতির গুরুত্ব সম্পর্কে যে গভীর উপলব্ধি দেখিয়েছিলেন, তার জন্য তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। সেই দিনগুলি অপচিত হয় নি, এবং তার সুফল ফলেছিল জুন ১৯৪১-এ। আমার তরফে, অধিনায়কত্বদায়ক কর্মি-প্রশিক্ষণের জন্য আমার ব্যবস্থার আসল জিনিসটি ছিল প্রতিটি অফিসারের মধ্যে স্বাধীন, দৃঢ়পণ ও সাহসিক তৎপরতার প্রবণতা গড়ে তোলা। একমাত্র এই গুণগুলির অধিকারী হওয়ার পরেই একজন অফিসার রণক্ষেত্রে লড়াইয়ের অবস্থায় প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা গ্রহণের দক্ষতা দেখানোর আশা করতে পারে।

এই লক্ষ্য আমরা দিনের পর দিন অনুসরণ করেছি আমাদের অফিসারদের উপরে সম্পূর্ণ আস্থা নিয়ে, তাঁরাও সাড়া দিয়েছেন উদ্যোগী, স্বাবলম্বী কাজের সঙ্গে। আমরা সৃষ্টি করেছিলাম সতর্ক প্রত্যাশার একটা পরিবেশ, এবং সেই পরিবেশ আমরা রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আমি জানতাম যে অন্যান্য কোরও যত্ন ও উদ্বেগের সঙ্গে যে কোনো ঘটনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

কিয়েভ বিশেষ সামরিক জেলার কর্মভার জুকভের কাছ থেকে যিনি গ্রহণ করেছিলেন, সেই জেনারেল ম. প. কিরপোনস (৯) মে ১৯৪১-এ সেনাবাহিনীর একটি গোষ্ঠী-স্তরে রণক্ষেত্র পরিদর্শনের নির্দেশ দেন। আমাদের মেকানাইজড কোরও তাতে অংশগ্রহণ করে, রোভনো — লুৎস্ক — কোভেল ক্ষেত্রে ৫ম ফিল্ড বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে।

রণক্ষেত্র পরিদর্শনের সময়ে সীমান্ত এলাকার ক্ষেত্রগুলিতে কোরের সম্ভাব্য তৎপরতার দিকগুলি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রও ভালো করে লক্ষ করলাম। দীর্ঘ আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত এলাকা নির্মাণের কাজ সবেমাত্র শুরু হচ্ছিল।

উ'চুতলার রাজনৈতিক দিকগুলি নিয়ে তখনও আলোচনা করি নি,

এখনও করব না। আমি বলছি একজন অধিনায়ক হিসেবে, যে ১৯৪১ সালের মধ্যে লড়াইয়ের প্রচুর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং রণকৌশল ও রণনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিল।

বিভিন্ন সূত্র থেকে অতি সামান্য যেটুকু খবর সংগ্রহ করতে পারলাম, পোল্যান্ড ও ফ্রান্সে জার্মান ফৌজের তৎপরতা থেকে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত টানার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল। আমাদের গভীরে লড়াইয়ের কৌশল জার্মানরা হুবহু নকল করেছিল। আক্রমণাভিযানে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজড ইউনিটগুলি এবং বোমারু বিমান; প্রধান সৈন্যবলকে কেন্দ্রীভূত করে উদ্যত রাখা হয়েছিল শত্রুকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে; সমকেন্দ্রাভিমুখী বিভিন্ন দিকে খুব তাড়াতাড়ি শক্তিশালী কীলক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল আকস্মিকতার উপরে।

আমাদের বারুদ শুকনো রাখতে হবে।

১৯২১-১৯৩৫ সালে দূর প্রাচ্য সামুদ্র ও ট্রান্স-বৈকাল অঞ্চলে আমার কাজের কথা মনে পড়ে গেল। সেই সময়ে, সীমান্তের ওপারে সক্রিয়তা ও সৈন্য চলাচলের সামান্যতম ইঙ্গিত পেলেই আমাদের সৈন্যদের হুঁশিয়ার করে রাখা হত এবং আমাদের 'প্রতিবেশীর' দিক থেকে যে কোনো হামলার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য তারা সব সময়েই প্রস্তুত থাকত। সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকার বাহিনী ও ইউনিটগুলি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় থাকত। লড়াইয়ের সময়ে প্রধান সৈন্যবলকে রক্ষা ও মোতায়েন করার পরিষ্কার একটা পরিকল্পনা আমাদের ছিল, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সাধারণ পরিস্থিতির যেমন-যেমন পরিবর্তন ঘটত, সেই পরিকল্পনাও তদনুযায়ী বদলানো হত।

আমার বিচারে কিয়েভ বিশেষ সামরিক জেলার এই জিনিসটিরই অভাব ছিল।

জেলার রণক্ষেত্রের মহড়ার সময়ে আমি এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলাম কয়েকজন উচ্চতর অফিসারের সঙ্গে, বিশেষ করে জেনারেল ই. ই. ফেদিউনিনস্কি (১০), স. ম. কোন্দ্রুসেভ ও ফ. ভ. কামকভের (১১) (যথাক্রমে পদাতিক, মেকানাইজড ও অশ্বারোহী কোরের অধিনায়ক) সঙ্গে এবং তাঁরাও আমার সঙ্গে একমত ছিলেন যে আমরা হিটলার জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধের দ্বারমপ্রান্তে রয়েছি। জেনারেল ফেদিউনিনস্কির সঙ্গে কোভেলে একটা রাত কাটিয়েছিলাম, দেখা গেল তিনি বেশ অতিথিবৎসল গৃহকর্তা।

আমাদের কথাবার্তা আবার একই বিষয়ে ফিরে এল: কোনো কোনো মহলে বড্ড বেশি গা-ছাড়া ভাব। আমাদের ইউনিটগুলির মধ্যে সহযোগিতার ব্যাপারে একমত হলাম এবং যা কিছু করা দরকার তা নিয়ে পর্যালোচনা করলাম, যাতে লড়াইয়ের সময় এলে অপ্রস্তুত অবস্থায় না-পড়ি।

লোকলস্কর জড়ো করার দলিলপত্র তৈরির উপরে নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে, আমাদের সম্ভাবনা ও অধিকারের সীমার মধ্যে যা কিছু করার সে সবই আমরা করলাম। বিশেষ করে, কোরের জন্য নির্ধারিত অসামরিক মোটর পরিবহনের একটা তালিকা স্থির করলাম আমরা। অসামরিক লোকেরা এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ দেখায় নি, এবং পরবর্তীকালে যা ঘটেছিল, একটু এগিয়ে গিয়ে সে সম্পর্কে বলতে পারি সে সীমান্ত এলাকায় ২২ জুনের এলোমেলো অবস্থায় ৯ম মেকানাইজড কোর লোকলস্কর সমাবেশের পরিকল্পনা অনুযায়ী তার জন্য ধার্য একটিও লরি পায় নি; প্রসঙ্গত, কোরগুলি যখন লড়াইয়ের ময়দানে নামছিল শুধু তখনই সমাবেশের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল।

সবচেয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থা ছিল এই যে মে মাস শেষ হয়ে জুন মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল অথচ তখনও আমরা যথেষ্ট সামরিক সাজসরঞ্জাম পাই নি। ক্ষয়ক্ষতির দরুন আমাদের প্রশিক্ষণের ট্যাঙ্কগুলির অবস্থা শোচনীয়, ইঞ্জিনগুলোর আয়ু প্রায় নিঃশেষিত। যুদ্ধের সময়ে হয়তো দেখা যাবে আমাদের কাছে লড়াই করার মতো ট্যাঙ্কই নেই, এই ভয়ে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ট্যাঙ্ক ব্যবহার সীমাবদ্ধ করতে হয়েছিল।

২১ জুন তারিখে, কোরের অধিনায়কবৃন্দ ও কর্মীদের এক নৈশ মহড়া বিশ্লেষণ করেছিলাম। পরে, ডিভিশনগুলির অধিনায়কদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম পরের দিন, রবিবার ভোর বেলায় মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সেদিনই বিকেলে আমাদের কর্মীদের মধ্যে একজন সীমান্ত বাহিনীর কাছ থেকে রিপোর্ট পেল যে একজন দলত্যাগী সৈনিক একটি সীমান্ত চৌকি পেরিয়ে এপারে চলে এসেছে; জার্মান বাহিনীর এই পোলিশ সৈনিকটি জানিয়েছে যে জার্মানরা ২২ জুন তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

আমাদের মাছ ধরার অভিযান বাতিল করে দিয়ে ডিভিশনের অধিনায়কদের ডেকে পাঠালাম এবং খবরটা জানালাম। কোরের সদরদপ্তরে এ বিষয়ে আলোচনা করে সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় রাখতে সিদ্ধান্ত নিলাম।

লড়াই শুরু

২২ জুন ভোরবেলা প্রায় ৪টার সময়ে ডিউটি অফিসার ৫ম সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর থেকে একটি টেলিফোন বার্তা নিয়ে এলেন আমার নামে। তাতে আমাকে অতি-গোপন সামরিক তৎপরতার নির্দেশ-সংবলিত লেফাফাটি খুলে দেখতে বলা হয়েছে।

নিয়ম অনুযায়ী এই লেফাফা আমরা খুলতে পারি একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের জন-কমিসারিয়েতের সভাপতি অথবা প্রতিরক্ষা বিষয়ক জন-কমিসারের নির্দেশে। এই টেলিফোন বার্তার তলায় স্বাক্ষর ছিল ৫ম সেনাবাহিনীর স্টাফের সামরিক তৎপরতা বিষয়ক সহকারী প্রধানের। ডিউটি অফিসারকে বললাম জেলা সদরদপ্তর, সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক জন-কমিসারিয়েতে এই বার্তার প্রামাণিকতা যাচাই করে দেখতে; ইতিমধ্যে আমার স্টাফের প্রধান, রাজনৈতিক বিভাগে আমার ডেপুটি ও বিশেষ বিভাগীয় প্রধানকে ডেকে পাঠালাম।

শিগ্‌গিরই ডিউটি অফিসার জানালেন যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে, মস্কো, কিয়েভ বা লুৎস্ক, কোনো জায়গার সঙ্গেই তিনি যোগাযোগ করতে পারেন নি।

দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে লেফাফাটা খোলা ছাড়া আর কিছু করার থাকল না।

নির্দেশে বলা ছিল: অবিলম্বে বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় রাখো এবং রোভনো — লুৎস্ক — কোভেল অভিমুখে অগ্রসর হও। ঠিক চারটার সময়ে লড়াইয়ের সংকেতধ্বনি বাজানোর আদেশ দিলাম এবং ডিভিশনের অধিনায়ক নভিকভ, কালিনিন ও চের্নিয়ায়েভকে জানালাম এখনই আমার কম্যান্ড পোস্টে আমার কাছে আসতে।

সৈন্যরা যখন প্রারম্ভিকভাবে সমবেত হচ্ছিল, ডিভিশনের অধিনায়কদের

তখন পথ ও যাত্রার সময় সম্পর্কে প্রাথমিক নির্দেশাদি দিলাম। কোরের সদরদপ্তর তখন 'দিবসের কর্মাদেশ' লিখছিল।

প্রস্তুতি এগিয়ে চলল দ্রুত, কিন্তু শান্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে। প্রত্যেকে তার পালনীয় ভূমিকা জানত এবং নিজের নিজের কর্তব্য ঠিকভাবেই পালন করল।

একমাত্র অসুবিধা ছিল সামরিক সাজরঞ্জাম সরবরাহের ব্যাপারে। আমাদের লরি ছিল খুবই কম, যথেষ্ট জ্বালানিও ছিল না এবং গোলাবারুদের মজুত ছিল খুবই সীমিত। কোথায় কী পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে উপর থেকে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করার সময় ছিল না। কাছাকাছি ছিল একটি কেন্দ্রীয় গোলাবারুদের গুদাম এবং গ্যারিসন মোটর ডিপো। সুবিবেচিতভাবে কর্তৃত্বক্ষমতা, অনুনয়-বিনয় আর যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত রসিদের সাহায্যে কোয়ার্টারমাস্টারদের প্রতিরোধ কাটিয়ে সেই গুদাম খোলার আদেশ দিলাম। আমার মনে হয় সারা জীবনে যত রসিদ আমি সই করেছি তার চাইতে বেশি রসিদ সই করেছিলাম সেদিন।

জেনারেল মাসলভ ভোরবেলা থেকে চেষ্টা করছিলেন কম্যান্ডের বিভিন্ন ধাপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। শেষ পর্যন্ত বেলা দশটায় তিনি কোনমতে কয়েক মিনিটের জন্য লুৎস্কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলেন। সেনাবাহিনীর একজন স্টাফ অফিসার তাঁকে তাড়াহুড়ো করে জানালেন যে শহরের উপরে দ্বিতীয়বার বোমাবর্ষণ চলছে, যোগাযোগ বিপর্যস্ত এবং রণাঙ্গনের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না।

প্রায় একই সময়ে খবর পেলাম জার্মানরা কিয়েভের উপরে বোমা ফেলেছে, তার পরেই আবার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল।

সরাসরি যে জেলা কম্যান্ডের অধীনস্থ ছিলাম আমরা, তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি নি, এবং ২২ জুনের সারাদিন তাদের কাছ থেকে একটিও আদেশ ও পরামর্শ পাই নি।

বেলা এগারোটা নাগাদ কুড়িটার মতো জার্মান বোমারু বিমান অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে গেল এবং আমাদের বিমানবিধ্বংসী কামান সেগুলির উপরে গোলা চালাল।

এই সমস্ত ঘটনাই আমার এই প্রত্যয়কে সুদৃঢ় করে তুলল যে আমি ঠিক কাজই করেছি। এতে উৎসাহবোধ করলাম এবং পুরোপুরি মনোনিবেশ করলাম সৈন্যদের প্রস্তুত করার দিকে।

জ্বালানি, গোলাবারুদ, শহরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সৈন্যরা চলে যাওয়ার

পর অবশিষ্ট যুদ্ধোপকরণ রক্ষা, অফিসারদের পরিবারগুলির দেখাশোনা, ইউনিটের প্রস্তুতাবস্থা যাচাই করা, সব অফিসার ও সৈনিকদের সভা সংগঠিত করা — এ সবই করা দরকার হয়েছিল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। সেই সঙ্গে, আমার সকল চিন্তায় আমি ইতিমধ্যেই যেন চলে গিয়েছিলাম একেবারে লড়াইয়ের মধ্যে। সেনাবাহিনীতে আমার বহু বছরের কাজে আমি দেখেছিলাম যুদ্ধ কী জিনিস, শব্দটির সম্পূর্ণতম অর্থে আমি তার মর্মোপলব্ধি করেছিলাম; তাই স্বাভাবিকভাবেই আমার চিন্তা হচ্ছিল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে আমাদের অনভিজ্ঞ সৈনিকদের অবস্থা কী দাঁড়াবে, কীভাবে তারা কাজ করবে।

ছোট একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করছি; এই রকম হঠাৎ একটা যুদ্ধের প্রথম দিনে একটি কোরের অধিনায়কের চিন্তার গতিপ্রকৃতি কী রকম হয়েছিল সেটা বুঝতে তরুণতার প্রজন্মের পাঠককে তা সাহায্য করতে পারে। যাত্রা শুরু করার জন্য তৈরি হওয়ার সময়ে আমি অফিসারদের ও নন কমিশন্ড অফিসারদের নির্দেশ দিলাম তাঁরা যেন খাকি কলারের চিহ্ন আর পদমর্যাদার তক্‌মা না লাগান। একজন অফিসার রণব্যূহে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে থাকবেন, সৈন্যরা যাতে তাঁকে দেখতে পায় এবং তিনি নিজেও অনুভব করবেন যে তাঁকে দেখা হচ্ছে এবং লক্ষ করা হচ্ছে, বস্তুতপক্ষে, তাঁকেই গণ্য করা হচ্ছে।

২২ জুন বেলা ২টোর সময়ে কোর যাত্রা শুরু করল তিনটি পথ ধরে একটি সাধারণ লক্ষ্য -- নোভোগ্রাদ-ভলিনস্কি, রোভনো, লুৎস্ক অভিমুখে। সময়সূচি অনুযায়ী, প্রাক্তন অশ্বারোহী সৈনিক ও পোড়-খাওয়া অধিনায়ক কর্নেল ন. ভ. কালিনিনের অধীনে ১৩১তম মোটরবাহিত পদাতিক ডিভিশন ডান পাশে একটা বড় সড়ক ধরে অনেকটা এগিয়ে গেল। কালিনিন ঠাসাঠাসি করে সমস্ত সৈন্যকে লরি আর ট্যাঙ্কে বসাতে চেষ্টা করছিলেন, শেষ মুহূর্তে আমরা তাঁর জন্য কয়েকটা লরি জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

কেন্দ্রস্থলে এল অভিজ্ঞ ট্যাঙ্ক-সৈনিক মেজর-জেনারেল ন. আ. নভিকভের ৩৫তম ট্যাঙ্ক ডিভিশন, বাঁ দিকে পশ্চাদ্ভাগে ২০শ ট্যাঙ্ক ডিভিশন। বিশেষ যত্ন নিয়ে সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংগঠিত করেছিলাম আমরা।

বিপদ সংকেতের মুহূর্ত থেকে এবং যাত্রাপথে আকাশে আমাদের একটিও বিমান আমরা দেখতে পাই নি (১২)। জার্মান বিমানগুলো বেশ

ঘন ঘনই দেখা দিচ্ছিল, প্রধানত বোমারু বিমান, উড়ে যাচ্ছিল অনেক উঁচু দিয়ে, কোনো কারণে সহগামী রক্ষী জঙ্গী বিমান ছাড়াই।

কারণটা আবিষ্কার করলাম পরে, যখন সীমান্ত এলাকায় অবিচক্ষণভাবে জড়ো করে রাখা আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত বিমানগুলি দেখতে পেলাম।

যুদ্ধ যখন শুরু হয় তার মধ্যেই ৯ম মেকানাইজড কোরের জনবল প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমাদের অভাব ছিল অস্ত্রের এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও আমরা সমাপ্ত করি নি। তবুও, সেই পরিস্থিতিতে আমরা লড়াইয়ের পক্ষে উপযুক্তই ছিলাম।

রূঢ় বাস্তব ছিল এই যে বাহিনী মেকানাইজড ছিল শুধু নামেই; বিষণ্ণমনে লক্ষ করতে লাগলাম কীভাবে আমাদের সেকেলে ত-২৬ আর ব.ত.-৫ ট্যাঙ্কগুলো এবং কয়েকটি ব.ত.-৭ (১৩) ট্যাঙ্ক এগিয়ে চলেছে, বুঝতে পারছিলাম এগুলো লড়াইয়ে বেশিক্ষণ টিকবে না। নিয়ম অনুযায়ী যতগুলো ট্যাঙ্ক পাওয়ার কথা আমাদের যে তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশের মতো ছিল, সে ঘটনা সম্পর্কে আর কিছু বলছি না। আর, দুটি ট্যাঙ্ক ডিভিশনের মোটরবাহিত পদাতিক সৈনিকদের কোনো ট্রাক ছিল না, ছিল না একটিও টানা-গাড়ি, একটিও ঘোড়া।

কিন্তু আমরা বিষণ্ণতার শিকার হই নি এবং আমাদের সৈন্যবলকে একটা লড়াকু ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং যাতে তারা তাদের সৈনিকের কর্তব্য সামর্থ্য মতো পালন করতে পারে সেইভাবে তাদের সংগঠিত করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য আমরা করেছিলাম। আজ পিছন দিকে তাকিয়ে এই কথাটা বলতেই হবে যে সক্রিয় করে তোলার স্তরের মাঝখানে যখন সাজসরঞ্জাম আর পরিবহণের অভাব থাকে তখন যদি বাহিনীকে লড়াইয়ে নামতে হত, সেক্ষেত্রে কী করণীয় সে বিষয়ে জেনারেল স্টাফের নির্দেশে কিছু বলা ছিল না। অথচ সেটা হিসাবে ধরা উচিত ছিল। নির্দেশটা ছিল পুরোপুরি সক্রিয় একটি মেকানাইজড ইউনিটের জন্য, যার হাতে রয়েছে যে কোনো লড়াইয়ের কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু।

একেবারে শুরু থেকেই ঘটনাবলী আমাদের বাধ্য করেছিল কিছু কিছু সংশোধন ঘটাতে। কোরের সৈন্যদের বড় অংশটা প্রথম দিনেই পায়ে হেঁটে ৫০ কিলোমিটার অতিক্রম করেছিল। আজও আমি একে সৈনিকের সহ্যশক্তি ও নিষ্ঠার একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখি। যাই হোক, সৈন্যরা সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। পাড়ি যখন শেষ হল আমি তাদের

দেখেছিলাম। আবহাওয়া ছিল ভয়ানক গরম এবং তাদের কাঁধে বইতে হয়েছিল নিজের নিজের সাজসরঞ্জাম ছাড়াও, হাল্কা ও ভারী মেশিন-গান, ম্যাগাজিন ও সেগুলোর জন্য কার্তুজ-ভর্তি বেল্ট, এবং তদুপরি ৫০ মিলিমিটার ও ৮২ মিলিমিটার মর্টার ও গোলাবারুদও।

রাতে নভিকভ ও চের্নিয়ায়েভের সঙ্গে প্রথম দিনের ফলাফল আলোচনা করে যাত্রাপথ কমিয়ে ৩০-৩৫ কিলোমিটার করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের তথাকথিত ট্যাঙ্ক ডিভিশনগুলির জন্য পথে-চলার এক নতুন ব্যূহবিন্যাস তৈরি করলাম, ট্যাঙ্কগুলো বহন করল ট্যাঙ্ক-বাহিত সৈন্যদের এবং কামানের একটা অংশ থাকল প্রথম সারিতে। দলটা দফায়-দফায় এক লাইন থেকে আরেক লাইনে এগোতে লাগল, পদাতিকদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে আবার তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল যাতে তারা এসে ধরে ফেলতে পারে। বেশির ভাগ সৈন্য ও কামান এগোতে লাগল দ্বিতীয় সারিতে, প্রথাগত পদাতিক ব্যূহবিন্যাসে।

২২ জুনের দিনাবসানে মোটরবাহিত পদাতিক ডিভিশন — তাদের কাছে লরি ছিল — রোভনো এলাকায় পৌঁছে সেখানে এসে থামল ১০০ কিলোমিটার পাড়ি দেওয়ার পর। এর মধ্যে কোরের সদরদপ্তর ও সমস্ত ইউনিটের মধ্যে যোগাযোগ স্থিতিশীল হয়ে গিয়েছিল এবং আশঙ্কার কোনো কারণ ছিল না।

২৩ জুন সকালে কর্নেল কার্লিনিন জানালেন যে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ম. ই. পোতাপভ সাময়িকভাবে ডিভিশনকে তাঁর অধিনায়কত্বাধীনে রেখেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন স্তির নদীর কাছে এগিয়ে গিয়ে দিন শেষ হওয়ার মধ্যে তার পূর্ব তীরে জিদিচি — লুৎস্ক — স্লিনভ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করতে, এবং জার্মানদের পূর্ব দিকে ঢোকা বন্ধ করতে। এটা করা হয়েছিল কোরের অধিনায়কের মাথা টপ্‌কে।

এক্টা প্রতিবেদন ও অন্যান্য উৎস থেকে লুৎস্ক ক্ষেত্রের ঘটনাবলীর একটা অস্পষ্ট ছবি পাওয়া যাচ্ছিল। যাই হোক, বোঝা গেল যে শত্রু সীমান্ত অঞ্চল ভেদ করে আমাদের ভূখণ্ডের অনেক ভিতরে ঢুকে পড়তে সমর্থ হয়েছে।

২৩ জুন সারা দিন ধরে কোরের প্রধান সৈন্যবল পথে-চলার একই ব্যূহবিন্যাসে এবং পরিকল্পিত পথ ধরে অগ্রগমন চালিয়ে গেল দু পাশে সন্ধানী-পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরালো করে।

কালিনিন রণাঙ্গনে চলে গিয়েছিলেন বলে আমরা স্থির করলাম কম্যান্ড পোস্টটিকে ৩৫তম ট্যাঙ্ক ডিভিশনের পথে সরিয়ে আনা হবে। মাসলভ ট্রাক-বাহিত ইঞ্জিনিয়ারদের একটি প্লাটুনকে সামনে পাঠিয়ে দিলেন আর আমরা জেনারেল নভিকভের সৈন্যদের রোভনোর দক্ষিণদিকস্থ গোরিন নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করার অভিপ্রায় নিয়ে গাড়ি চড়ে এগিয়ে গেলাম।

খেয়া নির্ধারিত সময়ে ডিভিশনকে ওপারে নিয়ে যেতে পারল না, তাই আমরা গোশ্চা গ্রামের সেতুটি ব্যবহার করার আদেশ দিলাম। তার পর আমাদের সদরদপ্তর এগিয়ে চলল। দরকার হলেও হতে পারে মনে করে আমি ৮৫ মিলিমিটার কামান-সহ একটা গোলন্দাজ ব্যাটারি সঙ্গে নিলাম।

দিন শেষ হয়ার দিকে জ্‌দোলবুনোভের পূর্ব দিকে প্রায় তিওন কিলোমিটার দূরে একটা ছোট বনের ভিতর থেকে পাঁচটি জার্মান ট্যাঙ্ক আর তিন ট্রাক-ভর্তি আবির্ভূত হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সদরদপ্তর লড়াইয়ের জন্য তৈরি হল। গোলন্দাজ ব্যাটারি মোতায়েন করা হল সরাসরি গোলাবর্ষণের আদেশ পেয়ে। জার্মানরা আমাদের দেখতে পেয়ে চটপট লড়াইয়ে যোগ না দিয়ে বনের মধ্যে পিছিয়ে গেল।

কম্যান্ড পোস্ট স্থাপন করতে হয়েছিল আরও কিছুটা উত্তর দিকে।

এখন জরুরী ছিল পরিস্থিতিটা বোঝা, যাতে বাধ্য হয়ে মার্চ করার শ্রান্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য সৈন্যদের অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে দেওয়ার পর লড়াইয়ে নামা যায়।

আমি জানতাম যে সামনে অথবা দু-পাশের দিকে কোথাও জেনারেল ন. ভ. ফেকলেঙ্কো ও স. ম. কন্দ্রুসেভের ১৯শ ও ২২শ মেকানাইজড কোরের সৈন্যদের থাকার কথা। কোরের স্টাফ অফিসারদের অধীনে পর্যবেক্ষণ ও সন্ধানী দলগুলিকে পাঠানো হল তাদের খোঁজে। কোরের স্টাফের প্রধান একটি দলের সঙ্গে গেলেন তাঁর মোটরসাইকেলে চড়ে। অচিরেই জানতে পারলাম যে কন্দ্রুসেভ কোভেল অভিমুখে এগিয়ে চলছেন এবং তাঁর অগ্রবর্তী সৈন্যরা ইতিমধ্যেই লুৎস্কের উত্তরে শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে। ফেকলেঙ্কোর কোর গিয়েছে দুবনো অভিমুখে।

মাসলভ ফিরে এসে জানালেন যে তিনি রণাঙ্গনের স্টাফ প্রধান, জেনারেল ম. আ. পুরকায়েভের সঙ্গে সামান্য কিছুক্ষণ যোগাযোগ করতে পেরেছেন, পুরকায়েভ (১৪) তাঁকে বলেছেন যে কোরকে ৫ম সেনাবাহিনীর

অধীনস্থ করা হচ্ছে এবং আমাদের জড়ো হতে হবে ওলিকা ও ক্লেভানের এলাকায়।

আমাদের ইউনিটগুলি এগিয়ে চলল। উল্টো দিক দিয়ে লুৎস্ক-রোভনো সড়ক ধরে অসামরিক শরণার্থীদের একটা বিশৃঙ্খল স্রোত চলেছিল পূর্ব দিকে। জার্মান বিমান অনবরত উড়ে আসছিল মাথার উপরে, বোমাবর্ষণ করছিল সৈন্য আর শরণার্থীদের উপরে সমানভাবে।

২৪ জুন তারিখে ৯ম মেকানাইজড কোর কেন্দ্রীভবনের এলাকায় পেঁছে শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হল।

পাঁয়ে হেঁটে অগভীর স্তির নদী পেরিয়ে এগিয়ে-আসা শত্রু সৈন্যদের ১৩১তম মোটরবাহিত ডিভিশন পিছনে ঠেলে দিল এবং লুৎস্ক লাইনে ও দক্ষিণ দিকে লড়াই করতে লাগল, নদীর পূর্ব তীর আবার পেরিয়ে আসার জন্য শত্রুর চেষ্টাকে প্রতিহত করে চলল।

৩৫তম ট্যাঙ্ক ডিভিশন ক্লেভানের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে লড়াই করছিল ১৩শ জার্মান প্যানজার ডিভিশনের বিরুদ্ধে।

২৪ তারিখ ভোরবেলায় ২০শ ট্যাঙ্ক ডিভিশনের অগ্রবর্তী রেজিমেণ্ট পথিমধ্যে ওলিকার কাছে অবস্থানরত ১৩শ প্যানজার ডিভিশনের মোটরবাহিত সৈন্যদের উপরে আক্রমণ চালিয়ে অনেককে হতাহত ও বন্দী করে এবং প্রচুর সাজসরঞ্জাম দখল করে নেয়। কর্নেল চের্নিয়ায়েভ সেদিন সত্যিকার সামরিক বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। শক্তি সংহত করার পর তাঁর সৈন্যরা সারাদিন শত্রুর ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলির আক্রমণ প্রতিহত করেছিল সাফল্যের সঙ্গে।

কোরের কম্যান্ড পোস্ট স্থাপন করা হল ক্লেভানের নিকটবর্তী জায়গায়। পরের দিন লুৎস্ক, ওলিকা লাইনে, ক্লেভানের দক্ষিণে দুটি জার্মান ডিভিশনের (১৪শ ও ১৩শ) মোটরবাহিত পদাতিক সৈন্য ও ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আত্মরক্ষামূলক লড়াই চলল; শত্রু সেখানে চেষ্টা করে চলছিল রোভনো—লুৎস্ক পথ অতিক্রম করে লুৎস্ক দখল করতে। সৈন্যদের বীরত্ব, অফিসারদের সাহস ও দক্ষতার কল্যাণে আমাদের ফৌজ এই সমস্ত প্রচেষ্টা প্রতিহত করেছিল। সন্ধ্যার দিকে লড়াই মন্দীভূত হয়ে এল: সেই সময়ে জার্মানরা রাতে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করত না। সূর্য অস্ত গেলে তারা বিশ্রামের জন্য থামত, রণাঙ্গনের সীমারেখা চিহ্নিত করত জ্বলন্ত গ্রামগুলির আগুনের শিখা দিয়ে।

২৬ জুন তারিখে, সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পোতাপভের আদেশে কোর

দুবনো রণক্ষেত্রে (১৫) পাল্টা আক্রমণ চালাল বাঁ দিকে ১৯শ মেকানাইজড কোর ও ডান দিকে জেনারেল কন্দ্রুসেভকে নিয়ে। কিন্তু তিনটি কোরের তৎপরতাকে সমন্বিত করার ভার কারও উপরে দেওয়া হয় নি। তাদের তৎপরতায় নামানো হয়েছিল পৃথক পৃথকভাবে, সোজাসুজি মার্চ-করে আসা অবস্থা থেকে, পুরো দু-দিন ধরে যারা শক্তিশালী শত্রু সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করে চলেছিল তাদের অবস্থা গণ্য করা হয় নি, সম্ভাব্য রণক্ষেত্র থেকে দূরত্বের কথাও বিবেচনা করা হয় নি।

সময়টা ছিল অস্থিরতায় ভরা, অসুবিধাগুলি ছিল অসাধারণ আর আমাদের জন্য চমক অপেক্ষা করছিল পদে পদে। রণাঙ্গনের সদরদপ্তর থেকে এ ধরনের একটি আদেশই বিবেচনা করে দেখুন: 'শত্রুর সাঁড়াশির পাশের দিকে জোরালো পাল্টা আঘাত হানো, তাকে ধ্বংস করে পরিস্থিতি আগেকার অবস্থায় ফিরিয়ে আনো।' এই আদেশ থেকে এই এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়; জার্মান সৈন্যরা যেখানে প্রধান আঘাত হানছিল সেই জিতোমির, ভ্লাদিমির-ভলিনস্কি ও রোভনো এলাকায় ২৬ জুন নাগাদ যে সামগ্রিক পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল তার কথা তো বলাই বাহুল্য। আমার ধারণা হয়েছিল যে রণাঙ্গনের অধিনায়ক এবং তাঁর স্টাফ জেনারেল স্টাফের নির্দেশ হুবহু পুনরাবৃত্তি করছিল: জেনারেল স্টাফের তো আসল পরিস্থিতি জানার কথা নয়। ঠিক কাজটি হত কাঁধে দায়িত্ব নেওয়া এবং জেনারেল স্টাফের নির্দেশ যে সময়ে পাওয়া গিয়েছিল সেই সময়কার আসল পরিস্থিতি অনুযায়ী সৈন্যদের কাজের দায়িত্ব দেওয়া।

শত্রুর যে সাঁজোয়া ও মোটরবাহিত ফৌজ ইতিমধ্যেই পদাতিক ডিভিশনগুলি সহ লড়াই করছিল, নতুন করে তার শক্তিবৃদ্ধি হওয়ায় চাপ ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল; তা সত্ত্বেও আমাদের কোরগুলি শত্রুর সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল। পাল্টা আক্রমণের চেষ্টার জন্য আমাদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল।

আমাদের পার্শ্ববর্তী সৈন্যদলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ মাঝে মাঝেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কোনমতে জানতে পারলাম যে বিপুলসংখ্যক শত্রু সৈন্য ২২শ মেকানাইজড কোরকে আক্রমণ করেছে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং পিছিয়ে এসেছে লুৎস্কের উত্তর-পূর্ব দিকে। শুরুতেই জেনারেল কন্দ্রুসেভ নিহত হয়েছেন এবং স্টাফ প্রধান ভ. স. তামরুচি অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছেন। আমাদের বাঁ দিকের সৈন্যরা — ১৯শ কোর যখন পাল্টা

আক্রমণ চালাতে উদ্যত হয়েছিল ঠিক তখনই দুবনো এলাকা থেকে আক্রান্ত হয়েছে এবং পিছু হঠে চলে এসেছে রোভনোতে, সেখানে তারা আত্মরক্ষামূলক লড়াই চালাচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ২২শ মেকানাইজড কোরের ট্যাঙ্ক ডিভিশনের অধিনায়ক আমাদের কাছে এলেন। তাঁর বাহু ব্যাণ্ডেজ করা এবং তিনি রীতিমত বিচলিত। যেভাবে তিনি তাঁর রিপোর্ট দিলেন তাতে আমাকে বাধ্য হয়েই কিছু তীক্ষ্ন কথা ব্যবহার করতে হল।

'কোরটা ধ্বংস হয়ে গেছে বলে চেঁচামেচি বন্ধ করুন!' তীব্রস্বরে বললাম আমি। '২২তম কোর লড়াই করছে, এইমাত্র আমি কথা বলেছি তামরুচির সঙ্গে। আপনার ইউনিটগুলোকে খুঁজে বার করে তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিন।'

একদল স্টাফ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে আমি ২০শ ট্যাঙ্ক ডিভিশনের লড়াইয়ের এলাকায় একটা উঁচু জায়গায় এলাম গাড়িতে করে। দেখতে পেলাম শত্রুর লরি, ট্যাঙ্ক আর কামানের একটা অন্তহীন সারি দুবনো থেকে চলেছে রোভনোর দিকে। দক্ষিণ দিক থেকে আমাদের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রটির দিকে এগিয়ে আসছে নতুন নতুন সারি।

ট্যাঙ্ক খুব অল্প থাকায়, কামানের উপরেই নির্ভর করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। সেই সমস্ত অবিশ্বাস্য, অসম্ভব কঠিন লড়াইয়ে একটি চমৎকার ঘটনা সন্তোষের সঙ্গে স্মরণ না করে পারছি না।

আমরা পাল্টা আক্রমণ করার আরেকটি আদেশ পেয়েছিলাম, কিন্তু শত্রুর সৈন্যবল আমাদের চাইতে এত বেশি ছিল যে আক্রমণ করার বদলে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থায় শত্রুর মোকাবিলা করার দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম। সেই সব বনময় ও জলাভূমিতে ভরা জায়গায় জার্মানরা অগ্রসর হত শুধু বড় বড় পথ ধরে। আমি নভিকভের ডিভিশনকে আদেশ দিয়েছিলাম লুৎস্ক — রোভনো সড়ক বরাবর সৈন্য মোতায়েন করতে এবং আধুনিকতম ৮৫ মিলিমিটার কামানসহ গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট সমেত ২০শ ট্যাঙ্ক ডিভিশনকে বাঁ দিক থেকে স্থানান্তরিত করে নিয়ে এসেছিলাম তার শক্তিবৃদ্ধি করতে। এই সামরিক কলাকৌশল স্টাফ প্রধান সংগঠিত করেছিলেন এবং চের্নিয়ায়েভ তা কার্যকর করেছিলেন অতি দ্রুত ও তৎপরতার সঙ্গে।

কামানগুলিকে বসানো হয়েছিল পথের খানাখন্দে, সড়কের দিকে মুখ করে উঁচু-উঁচু জায়গায় এবং পথের মাঝখানে।

জার্মানরা এগিয়ে এসেছিল একটা বড় হীরকাকৃতি ব্যূহ রচনা করে: সামনে মোটরসাইকেল, তার পিছনে সাঁজোয়া গাড়ি আর ট্যাঙ্ক।

বিপুলসংখ্যক শত্রু সৈন্যকে সবেগে এগিয়ে আসতে দেখলাম ২০শ ডিভিশনের দিকে, তার পরেই দেখলাম তাদের ভাগ্যে কী ঘটল। গোলন্দাজরা জার্মানদের খুব কাছে চলে আসতে দিল, তার পরে শুরু করল গোলাবর্ষণ। সড়কের উপরে পড়ে থাকল রাশীকৃত মোটরসাইকেল, বিধ্বস্ত সাঁজোয়া গাড়ি আর জার্মানদের মৃতদেহ। অগ্রসরমান সৈন্যদের গতিবেগ আমাদের কামানগুলিকে যুগিয়েছিল নতুন নতুন শিকার।

শত্রুর প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছিল, তাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল পিছনে, জেনারেল নভিকভ চের্নিয়ায়েভের চমৎকার সাফল্যের সদ্ব্যবহার করে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং আমাদের দরকারি উঁচু জায়গাগুলি দখল করতে পেরেছিলেন।

কর্নেল কালিনিন জনৈক বন্দী জার্মান কর্নেলের দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কোরের সদরদপ্তরে: অন্যান্য জিনিস ছাড়াও সে বলেছিল:

'আপনাদের গোলন্দাজরা চমৎকার, আপনাদের কামান শক্তিশালী এবং রুশ সৈনিকের মনোবল উঁচু।'

সেই সমস্ত দিনের মাপকাঠি অনুযায়ী, শত্রুকে আমরা রীতিমত দীর্ঘকাল ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু এ কথা স্পষ্ট ছিল যে এই ধরনের 'স্পর্ধা'-র শাস্তি পেতেই হবে। ঠিকই, অচিরেই 'ইউঙ্কার্স' বোমারু বিমানগুলি দেখা দিল ন-টি বিমানের এক-একটি দলে, পালা করে আক্রমণ চালাল এবং আমাদের উপরে বোমাবর্ষণ করে চলল নির্দয়ভাবে — যদিও তার ফল হয়েছিল সামান্যই। আমাদের সৈন্যরা আশ্রয় নিয়েছিল জঙ্গলে, কামান আর ট্যাঙ্কগুলিকে মাটির মধ্যে খুঁড়ে রাখা হয়েছিল।

রণাঙ্গনের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো খবর না পাওয়ায় আমার খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। শুধু যে লড়াইয়ের ময়দানে সাধারণ সৈনিকদেরই সমর্থন পাওয়ার একটা অনুভূতি দরকার হয় তাই নয়। ব্যাপকতর অর্থে, এই অনুভূতিটা যুদ্ধরত সৈন্যদের উচ্চতর অধিনায়কত্বের পক্ষেও সমান অত্যাবশ্যক। এটা না থাকলে সৃষ্টিশীল চিন্তা অবশ্যম্ভাবীরূপেই শৃঙ্খলিত হয়ে যায়।

প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়ার জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয়েছিল নিজেদেরই উপরে। মাঝে মাঝে যাকে মনে হচ্ছিল অসম্ভব পরিস্থিতি,

আমাদের স্টাফ তার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিল, যে সব ঘটনা ঘটছে তার যুক্তি-পরম্পরা বোঝা এবং সৈন্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তথ্য যোগানোর জন্য দরকারি খবরের খোঁজে জেনারেল মাসলভ চারিদিক তোলপাড় করে ফেলেছিলেন। অনেক স্টাফ অফিসার তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবন দিয়েছিলেন।

টুকরো-টুকরো খবর থেকে আমরা আমাদের ক্ষেত্রের ঘটনার মোটামুটি একটি আন্দাজ করতে পারলাম বটে, কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের অন্যান্য সেনাবাহিনীর এলাকায় পরিস্থিতি কী, সে সম্পর্কে রীতিমত অনবহিতই থেকে গেলাম। জেনারেল পোতাপভের স্টাফের অবস্থাও নিশ্চয়ই আমাদের চাইতে কিছু ভালো ছিল না এবং আমি যতদিন ৯ম মেকানাইজড কোরের অধিনায়কত্বে ছিলাম ততদিন তারা আমাদের কোনো সাহায্যেই আসে নি। বেশির ভাগ সময়েই তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগই ছিল না।

আমাদের ডিভিশনগুলি অফিসার ও অন্যান্য পদের যে কয়েকশো সৈন্যকে বন্দী করেছিল তাদের কাছ থেকে, এবং সেই সঙ্গে চের্নিয়ায়েভের গোলন্দাজ সৈনিকরা মূল্যবান দলিল ও মানচিত্র সহ যে কর্নেলটিকে বন্দী করেছিল তার কাছ থেকে আমরা কিছু কিছু দরকারি খবর পেলাম।

পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। জার্মানরা বিরাট সৈন্যবল জড়ো করেছিল, এবং হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে আমাদের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সেনাবাহিনীর মধ্যেকার সীমানা ভেদ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রাথমিক সাফল্যটাকে কাজে লাগানোর জন্য এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জিতোমিরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত ইউনিটগুলি ঢুকে পড়তে শুরু করেছিল সেই ফাটলটার মধ্যে।

শত্রুর আসল প্রচেষ্টাটা চালিত ছিল আমাদের দক্ষিণ দিকে। লুৎস্ক ক্ষেত্রে আমার অধিনায়কত্বাধীন সৈন্যরা যে সাহস ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল তার জন্য আমি যথার্থই গর্ববোধ করি, কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কি, আক্রমণের প্রধান জায়গাটায় থাকলে আমাদের কৃতিত্ব কী রকম হত, সে বিষয়ে হলফ করে কিছু বলতে রাজী নই।

তাহলেও, স্বস্তিতে ছিলাম না আমরা। আমাদের অনমনীয়তা নিশ্চয়ই জার্মান কম্যান্ডকে তিক্তবিরক্ত করে তুলছিল, তাদের পরিকল্পনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিল। ১৩১তম মোটরবাহিত ডিভিশনের অধিনায়ক খবর দিলেন যে শত্রুর পদাতিক ও ট্যাঙ্ক সৈন্যরা স্তির নদী রক্ষাকারী তাঁর রেজিমেন্টগুলিকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে এবং একটা বিস্তীর্ণ রণাঙ্গন জুড়ে

নদী পার হয়েছে। বোঝা গেল, শত্রু আমাদের ক্ষেত্রে সৈন্যবল বাড়িয়ে তুলছে এবং আগেকার চাইতে আরও অনেক প্রবল ট্যাঙ্ক বাহিনীর আক্রমণ আমরা প্রত্যাশা করতে পারি।

ডিভিশনগুলির সৈন্যসংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল, কিন্তু আমাদের সদ্য-সংগৃহীত নতুন সৈনিকরা ইতিমধ্যে লড়াইয়ে পোড়-খেয়েছে, শত্রুর টক্কর নেওয়ার স্বাদ তারা পেয়েছে এবং নিজেরাই দেখতে পেয়েছে যে, ৩৫তম ট্যাঙ্ক ডিভিশনের একজন ট্যাঙ্ক-সৈনিকের মন্তব্য অনুযায়ী, 'জার্মানদের আমরা হারিয়ে দিতে পারব, ঠিক যেমন জাপানীদের পেরেছি'। (আমি জানতে চেয়েছিলাম জাপানীরা আবার কোথা থেকে এল, তাতে দেখা গেল যে সেই সৈনিকটি মঙ্গোলিয়ায় খালখিন-গোল-এর লড়াইয়ে উপস্থিত ছিলেন)। সংক্ষেপে, আমাদের লোকবল অপেক্ষাকৃত কম থাকলেও, তারা ছিল অপেক্ষাকৃত ভালো যোদ্ধা।

এই প্রচণ্ড লড়াই চলাকালে আমরা জনবলের একটা নতুন উৎস আবিষ্কার করলাম: ক্লেভানের আশপাশের জঙ্গল আক্ষরিকভাবেই ছেয়ে গিয়েছিল নিজেদের ইউনিটগুলির খোঁজে ঘুরে-বেড়ানো একাকী এবং গোষ্ঠীবদ্ধ দলছাড়া সব সৈনিকে। আমরা তাদের একত্র করে পাঠিয়ে দিলাম আমাদের পদাতিক রেজিমেন্টগুলিতে। এরা বেশির ভাগ পরে লড়াইয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দেখিয়েছিল।

৯ম মেকানাইজড কোরের বিরুদ্ধে জার্মানরা নতুন সৈন্যবল হাজির করে চলল, ঘোরতর লড়াই চলল ২৯ জুন পর্যন্ত। শত্রু ক্লেভানের দিকে রোভনো — লুৎস্ক পথ অতিক্রম করতে পারে নি, সাধারণভাবে ৫ম সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষাও ভেদ করতেও সক্ষম হয় নি। নতুন সৈন্যসামন্ত নিয়ে আসার পরই তারা কোভেল — লুৎস্ক ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর ডান পাশকে ঠেলে দিয়ে স্তির নদী পার হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ৫ম সেনাবাহিনী ও তার সঙ্গে যুক্ত মেকানাইজড কোরগুলি উত্তর দিক থেকে জিতোমির অভিমুখে অগ্রসরমান প্রধান জার্মান দলটির একটা পাশকে বিপন্ন করে চলেছিল। জার্মান কম্যাণ্ডের পক্ষে এটা ছিল যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ, তাই তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা বারবার আঘাত হানছিল।

৩০ জুন তারিখে জিতোমির — কিয়েভের দিকে গুরুতর অসুবিধা দেখা দিল, ৫ম সেনাবাহিনী তাই বাধ্য হল আমাদের পুরনো ঘাঁটি-গাড়া এলাকাগুলিতে ফিরে আসা শুরু করতে। ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করলাম,

সেগুলোর বিন্দুমাত্রও উন্নতি ঘটানো হয় নি, তাই পশ্চাৎভাগে 'চলমান প্রতিরক্ষার' লড়াই চালাতে চালাতে কোরের ইউনিটগুলি এক লাইন থেকে আরেক লাইনে পিছু হঠতে লাগল।

নোভোগ্রাদ-ভলিনস্কিতে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে কোর জিতোমির যাওয়ার পথ ডিঙিয়ে এসে স্লুচ নদী বরাবর প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করল।

জার্মান ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত ফৌজের সাঁজোয়া অস্ত্রবল আমাদের সেকেলে ত-২৬ আর ব.ত. মডেলের ট্যাঙ্কের চাইতে অনেক বেশি প্রবল ছিল।

তা ছাড়া, কষ্টকর পথ-চলা এবং দশ দিন লড়াইয়ের পর আমাদের হাতে এমন কি সেগুলির মধ্যেও অবশিষ্ট ছিল অতি সামান্যই, এবং আমি যতদূর জানতাম, ১৯তম ও ২২তম মেকানাইজড কোরেও অবস্থা এর চাইতে কিছু ভালো ছিল না। তবুও, এইসব এবং লড়াইয়ে ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও, কোর তখনও লড়াই করতে সক্ষম ছিল এবং তার দুরূহ কাজ বীরত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছিল।

সেই প্রথম লড়াইগুলিতে ডিভিশনের অধিনায়করা — কর্নেল ন. ভ. কালিনিন, জেনারেল ন. আ. নভিকভ ও কর্নেল ভ. ম. চের্নিয়ায়েভ তাঁদের যোগ্যতার পরিপূর্ণ পরিচয় দিয়েছিলেন, সবচেয়ে গুরুতর পরিস্থিতিতেও তাঁদের কর্তব্য পালন করেছিলেন চমৎকারভাবে। তাঁদের বৃত্তি সম্পর্কে পুঙখানুপুঙখ জ্ঞান, তাঁদের সৃষ্টিশীল উদ্যোগ, দৃঢ়পণ এবং পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনশীল চাহিদা অনুযায়ী নির্দ্বিধভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতার দরুনই তাঁরা তা পেরেছিলেন। এই রকম চমৎকার অফিসারদের সঙ্গে কাজ করা সহজ, যদিও 'সহজ' কথাটা সেই দিনগুলির ক্ষেত্রে আদৌ প্রয়োগ করা যায় না।

কোর যখন ক্লেভান এলাকায় লড়াই করছিল এবং জার্মানদের বড় সড়ক বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা রোধ করেছিল, সেই সময়ে একবার আমরা সবাই — কোরের কম্যান্ড আর ডিভিশনগুলির অধিনায়করা — একত্র হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, লড়াই শুরু হয়ে যাওয়ার পর সেই সর্বপ্রথম। আমরা বেঁচে আছি এবং লড়াই করছি, শুধু সেই আনন্দেই আমরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়েছিলাম। দুঃখের বিষয় আমার কয়েকজন সহযোদ্ধার সঙ্গে এই সাক্ষাতই ছিল শেষ সাক্ষাত। কর্নেল চের্নিয়ায়েভ ক্লেভানে বীরত্বের সঙ্গে

লড়াই করেছিলেন, কিন্তু শিগগিরই আমরা তাঁকে হারালাম। তাঁর পায়ে আঘাত লেগেছিল। সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সতর্কতার সঙ্গে রণক্ষেত্র থেকে আমরা তাঁকে নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু খারকভের একটি হাসপাতালে তিনি মারা যান গ্যাংগ্রিন হয়ে। ৯ম মেকানাইজড কোরে তাঁর সহযোদ্ধারা তাঁকে মনে রেখেছেন একজন বীর হিসেবে।

সাঁজোয়া অস্ত্রবলে শত্রুর প্রচন্ড শক্তিপ্রাবল্য, কিংবা ব্যাপকভাবে বিমান ব্যবহার, বিশেষত আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থলে আমাদের যুদ্ধেরব্যূহবিন্যাসের উপরে অব্যাবহতভাবে বিমানাক্রমণ, কোনোটাই কোরের সহ্যশক্তিকে ভাঙতে পারে নি। নাৎসিরা তাদের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয় নি। যেটুকু তারা পেরেছিল তা হল বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে আমাদের সৈন্যদের ঠেলে পিছিয়ে দেওয়া।

আমরা পদাতিক, গোলন্দাজ এবং যেটুকু সাঁজোয়া অস্ত্রবল আমাদের ছিল — এই সবের প্রচেষ্টা একসঙ্গে মিলিয়ে শত্রুর গুরুতর ক্ষতি করতে চেয়েছিলাম, এবং সে কাজে আমরা সফল হয়েছিলাম লুৎস্ক এবং নোভোগ্রাদ-ভলিনস্কির লড়াইয়ে। কোরের সমস্ত ডিভিশন অধিনায়ক, বহু রেজিমেণ্টাল অধিনায়ক ও রাজনৈতিক অফিসার এই সব যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য সম্মানে ভূষিত হন। আমাদের অক্লান্ত স্টাফ প্রধানকে একটি অর্ডার দেওয়া হয়, আমি পাই আমার চতুর্থ 'লাল নিশান অর্ডার'।

নোভোগ্রাদ-ভলিনস্কিতে লড়াই যখন তুঙ্গে, জার্মানরা যখন কোরকে উত্তর-পূর্ব দিকে হঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, তখন সাধারণ সদরদপ্তর থেকে একটা আদেশ এল — তাতে পশ্চিম রণাঙ্গনে আমাকে একটি সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়েছে এবং অবিলম্বে আমাকে মস্কোয় গিয়ে হাজিরা জানাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জেনারেল আ. গ. মাসলভের কাছে কোরের অধিনায়কত্ব হস্তান্তরিত করে আমি ১৪ জুলাই গাড়িতে কিয়েভের উদ্দেশে যাত্রা করলাম, এবং সেখানে গিয়ে পেঁছিলাম রাতে। প্রধান রাস্তা ক্রেশ্চাতিক (১৬) এই সময়ে সাধারণত লোকজনে গিজ্‌গিজ্‌ করে, কিন্তু তখন সেটা ছিল জনহীন, অন্ধকার এবং নিঃশব্দ।

রণাঙ্গনের কম্যান্ড পোস্ট খুঁজে পেলাম নীপার নদীর পূর্ব তীরে, ব্রোভারিতে। সকালে উঠে প্রথমেই যাতে বিমানে মস্কো যেতে পারি সেই বন্দোবস্ত করার পর বাকি রাতটুকু সেখানেই কাটালাম।

সকালে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের অধিনায়ক কর্নেল-জেনারেল ম. প.

কিরপোনসের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করলাম। স্পষ্টতই তিনি একটু মন-মরা অবস্থায় ছিলেন, যদিও চেষ্টা করছিলেন এমন ভাব দেখাতে যেন কিছুই হয় নি। ৫ম সেনাবাহিনীর এলাকায় পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা দরকার বলে মনে হল আমার। তিনি আমার কথা শুনলেন অন্যমনস্কভাবে, আমাকে একাধিকবার কথা থামাতে হল তিনি তাঁর স্টাফকে টেলিফোনে এক-একবার আদেশ জানাচ্ছিলেন বলে। একটি কিংবা দুটি ডিভিশনের পক্ষ থেকে 'চূড়ান্ত পাল্টা আক্রমণ'-এর কথা বলছিলেন কিরপোনস, কিন্তু আমি লক্ষ করলাম ডিভিশনগুলো পাল্টা আক্রমণ চালাতে সক্ষম কি না সে কথা তিনি একবারও জিজ্ঞাসা করলেন না। আমার এই ধারণা হল যে তিনি বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি হতে নারাজ।

আর বাস্তব ঘটনা ছিল এই যে জার্মানরা দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে একেবারে কেন্দ্রস্থলে ফাটল ধরাচ্ছিল এবং দ্রুত এগিয়ে আসছিল কিয়েভের দিকে। ৬ষ্ঠ, ২৬তম ও ১২শ সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলার উপক্রম করছিল।

পশ্চিম রণাঙ্গনেও পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে এবং জার্মানরা স্মোলেন্স্কের দিকে এগিয়ে আসছে — এই খবর শোনার পর ১৫ জুলাই তারিখে আমি কিয়েভ ত্যাগ করলাম।

যুদ্ধের পূর্বলগ্নে এবং লড়াইয়ের প্রথম সপ্তাহগুলিতে যা কিছু আমি দেখেছি, শিখেছি এবং যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, মস্কো যাওয়ার পথে সেসবই স্মরণ করতে লাগলাম। আমাদের সৈনিকদের অতুলনীয় বীরত্বের অনেক দৃষ্টান্ত এর মধ্যেই আমি দেখেছি। ব্রেস্ত্ (১৭), লিবাভার (১৮) গ্যারিসন বীরত্বের কীর্তি স্থাপন করেছিল। ছোটবড় বহু ইউনিট সীমাহীন সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছিল। তবুও এ কথা স্পষ্ট যে সীমান্তের লড়াইয়ে আমরা হেরে গেছি। বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত রণাঙ্গনে বিচ্ছিন্ন কিছু ইউনিট আর খণ্ডবাহিনী পাঠিয়ে শত্রুর গতিরোধ করার আশা আমরা আর করতে পারি না; আমাদের ভূখণ্ডের একেবারে ভিতরের দিকে একটা পরাক্রান্ত সৈন্যবল গড়ে তোলা দরকার, সেই সৈন্যবল যে শুধু শত্রুর ভয়ঙ্কর সমরযন্ত্রের বিরোধিতা করতে পারবে তাই নয়, তাকে চূর্ণ করতেও পারবে।

প্রথম কাজ ছিল শত্রুর গতিরোধ করা। জাতির পক্ষে তা ছিল জীবন-মরণের প্রশ্ন।

স্মোলেন্স্কের লড়াই (১৯) তখন ছিল একেবারে তুঙ্গে, সেই লড়াইয়ের অন্তিম পর্বে অংশগ্রহণ করার গৌরব আমি লাভ করেছিলাম।

ইয়াৎ'সেভোতে

মস্কোয় সাধারণ সদরদপ্তরে (২০) কয়েক ঘণ্টা কাটালাম। আমাকে বলা হল যে ইয়াৎ'সেভোর কাছে বিপুলসংখ্যক শত্রু ছত্রীসৈন্য নামার ফলে স্মোলেন্স্ক এলাকায় একটা 'শূন্যাবস্থা' দেখা দিয়েছে। এখন কাজ হল সেই দিকটায় অস্ত্র উদ্যত রেখে জার্মানদের ভিয়াজমায় এগিয়ে আসার গতি আটকানো।

আমাকে এও বলা হল যে নীপার লাইনের গুরুত্বহেতু, সাধারণ সদরদপ্তর ও পশ্চিম রণাঙ্গনের কম্যান্ড ইয়াৎ'সেভো এলাকায় দুটি বা তিনটি ট্যাঙ্ক ডিভিশন ও একটি পদাতিক ডিভিশনের একটা শক্তিশালী সচল 'টাস্ক ফোর্স' সংগঠিত করেছে। আশা করা যায় যে ১৬শ ও ২০শ সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির মদত নিয়ে এটির আক্রমণাত্মক তৎপরতা সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে এবং স্মোলেন্স্ককে নিরাপদ রাখবে। আমাকে এই বাহিনীর অধিনায়কত্বে রাখা হচ্ছে। আমি জানতে চাইলাম আমার হাতে কোন সৈন্যরা থাকবে। কয়েকগুলি ডিভিশন আর রেজিমেণ্টের নাম করা হল, সেই সঙ্গে এই নির্দেশটাও যোগ করে দেওয়া হল যে মস্কো থেকে ইয়াৎ'সেভো যাওয়ার পথে দেখা-পাওয়া যে কোনো সৈন্যের উপরেই আমাকে অধিনায়কত্ব গ্রহণ করতে হবে।

আরও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাবে রণাঙ্গনের সদরদপ্তরে।

জেনারেল স্টাফ আমাকে দিল দুটি ট্রাকে-লাগানো চারটি করে বিমানবিধ্বংসী মেশিন-গান ও তার সঙ্গে তার চালক-কর্মীদের, একটি রেডিও স্টেশন এবং ছোট একদল অফিসার।

সেই দিনই বিকেলের দিকে আমার সদ্য ডানা-গজানো ইউনিটটি রণাঙ্গনে এসে পোঁছল।

মার্শাল তিমোশেঙ্কোর কম্যান্ড পোস্ট ছিল কাসনিয়ায়, আমি চটপট

সেখানে গেলাম রিপোর্ট করতে এবং আমার কর্তব্যকর্মের খুঁটিনাটি স্থির করে নিতে। মার্শাল আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং পরিচয় করিয়ে দিলেন রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদের সদস্য ন. আ. বুলগানিন (২১) এবং রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান দ. আ. লেস্তেভের সঙ্গে।

সার্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে রণাঙ্গনের কম্যান্ডের একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল: শত্রুর সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় দলটি বড় বড় ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজড ইউনিটকে ব্যবহার করে এগিয়েই চলেছে; এবং কোনো কোনো জায়গায় আমাদের ব্যূহ ভেদ করেছে এবং স্মোলেন্স্কের কাছে আমাদের ফৌজকে ঘিরে ফেলে বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ছে। লাল ফৌজের যথেষ্ট শক্তিক্ষয় হয়েছে, মস্কোয় যাওয়ার রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন দিকটিতে তারা প্রবল প্রতিরোধ খাড়া করতে পারবে না — এই কথা ধরে নিয়ে নাৎসি কম্যান্ড এখানকার শেষ বাধাটিকে একটিমাত্র আঘাতে অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ৯ম ও ২য় ফিল্ড আর্মির আসার অপেক্ষা না করেই ২য় ও ৩য় প্যানজার গ্রুপ আমাদের পশ্চিম রণাঙ্গনের ফৌজকে অনেকগুলি জায়গায় ভেদ করে স্মোলেন্স্ক এলাকায় আমাদের প্রধান সৈন্যবলকে ঘিরে ফেলবে এবং ধ্বংস করবে, তার পরে মস্কোয় যাওয়ার পথ উন্মুক্ত করবে, এই রকমই স্থির করা হয়েছিল।

আমাদের সংখ্যাল্প সৈন্যবলের সামরিক কর্ম-তৎপরতা সংগঠিত করা হল অবস্থানুযায়ী।

জেনারেল প. আ. কুরোচকিনের (২২) ২০শ সেনাবাহিনী ও জেনারেল ই. স. কোনেভের (২৩) ১৯শ সেনাবাহিনী স্মোলেন্স্ক ও ভিতেব্স্ক ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী সারিগুলিতে তৎপরতা চালাচ্ছিল।

রণাঙ্গনের অধিনায়ক বললেন যে কুরোচকিনের উপরে খুব চাপ পড়েছে। তাঁর সৈন্যরা অনেক প্রবল এক শত্রুর বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ধরে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে নিযুক্ত। মাঝে মাঝে ২০শ সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করছিল ১৬শ সেনাবাহিনী থেকে এসে পেঁছনো ইউনিটগুলি। তাই ই. প. আলেক্সেয়েঙ্কোর ৫ম মেকানাইজড কোর — বিক্ষিপ্তভাবে — লিপ্ত ছিল যুদ্ধে।

কোনেভ তাঁর সৈন্যরা ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করেছিলেন ভিতেবস্ক — যেখানে ইতিমধ্যে শত্রু প্রবেশ করেছিল — দখল করে নিতে, কিন্তু তিনি অকৃতকার্য হন। আক্রমণমুখী ইউনিটগুলির উপরে জার্মান

বিমানের ব্যাপক আক্রমণ এই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিল, তারা বাধ্য হল পশ্চাদপসরণ করতে।

জেনারেল লুকিন (২৪) তখনও স্মোলেন্স্ক আগলে রেখেছিলেন, এবং তিমোশেঙ্কোও আস্থাশীল ছিলেন যে তিনি স্থানচ্যুত হবেন না, যদিও শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার সময়ে ১৬শ সেনাবাহিনীর অধিনায়কের হাতে ছিল মাত্র দুটি পদাতিক ডিভিশন। এরা অবশ্য ছিল চমৎকার ডিভিশন — ট্রান্স-বৈকাল জেলা থেকে আসা নিয়মিত সৈনিক, যাদের অভিজ্ঞতা আর রেওয়াজের গুরুত্ব খাটো করা যায় না। তিমোশেঙ্কোর কথাগুলি আমার মনে ছিল — 'লুকিন একটা গহ্বরে রয়েছেন বটে, তবে পশ্চাদপসরণের কোনো অভিপ্রায় তাঁর নেই।' জার্মানরা চেষ্টা করেছিল গহ্বরটি নীপার নদী দিয়ে সলোভিয়োভো ও রাত্‌চিনোভো এলাকায় পাড়ির কাছে বন্ধ করে দিতে। তাদের ঠেকিয়ে রেখেছিল কর্নেল আ. ই. লিজিউকভের (২৫) অধীনে এক মিলিত ইউনিট। কাজটির গুরুত্বহেতু রণাঙ্গনের অধিনায়ক ব্যক্তিগতভাবে কর্নেল লিজিউকভকে স্মোলেন্‌স্কে যুদ্ধরত সৈন্যদের সব প্রয়োজনীয় (ও দরকার হলে, পশ্চাদপসরণ) পথ নিরাপদ রাখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

'লিজিউকভ নির্ভরযোগ্য অধিনায়ক,' মন্তব্য করলেন মার্শাল তিমোশেঙ্কো। 'সম্প্রতি আমি লেভ দোভাতোরকে (২৬) সেখানকার পরিস্থিতি অনুসন্ধান করতে পাঠিয়েছিলাম, তিনি একটি উৎসাহব্যঞ্জক রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। এমন কি এই প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে লিজিউকভকে সম্মানে ভূষিত করা হোক; আর দোভাতোরকে আমি বিশ্বাস করি।'

সেই সর্বপ্রথম আমি জেনারেল দোভাতোরের নাম শুনলাম, তিনি তখন ছিলেন রণাঙ্গণের অধিনায়কের সঙ্গে যুক্ত সংরক্ষিত অফিসার গোষ্ঠীতে। অল্প কিছুকাল পরেই তাঁর অধীনে একটি অশ্বারোহী কোরকে দেওয়া হয়েছিল এবং শুরু হয়েছিল দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধে তাঁর শৌর্যময় পথ।

রণাঙ্গনের সদরদপ্তরে আমাকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে অধুনাতম খবরাখবর জানানো হল। এ কথা সত্যি, স্টাফ অফিসাররা তাঁদের তথ্যাদি প্রকৃত পরিস্থিতির সঙ্গে ঠিক-ঠিক মেলে কি না সে বিষয়ে আদৌ নিশ্চিত ছিলেন না, কারণ কোনো কোনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে, বিশেষত ১৯শ ও ২২তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। খবর

এল যে শত্রুর অনির্দিষ্ট বিরাট বিরাট ট্যাঙ্ক ইউনিট ইয়েল্‌নিয়া ক্ষেত্রে এসে পড়েছে। অসমর্থিত খবরে বলা হল বিমানবাহিত ফৌজ অবতরণ করছে ইয়ার্ৎসেভোতে।

সেই রাতেই আমি ইয়ার্ৎসেভোর উদ্দেশে যাত্রা করলাম। বিদায়বেলায় রণাঙ্গণের অধিনায়ক বললেন:

'শক্তিবৃদ্ধির জন্য নিয়মিত লোকলস্কর এসে পে'ছলেই আপনাকে আমি দুটি কি তিনটি ডিভিশন দিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ইয়ার্ৎসেভো লাইনের উপরে প্রতিরোধ সংগঠিত করার জন্য দরকারমতো যেকোনো ইউনিটের উপরে অধিনায়কত্ব গ্রহণ করুন।'

সে কাজে আমি লেগে গেলাম সঙ্গে সঙ্গেই। ইয়ার্ৎসেভো যাওয়ার পথে, লড়াইয়ে কাজে লাগার উপযোগী সবাইকেই আমি সংগ্রহ করলাম।

অল্প সময়ের মধ্যেই পদাতিক, গোলন্দাজ, সিগন্যালার, ইঞ্জিনিয়ার, মেশিন-গান চালানো ও মর্টার ছোঁড়ার লোকজন ও চিকিৎসা কর্মীদের নিয়ে রীতিমত বড়সড় একটা বাহিনী আমি জড়ো করে ফেললাম। বেশ কিছু লরিও যোগাড় করলাম আমরা, সেগুলি খুবই কাজে লেগেছিল।

এইভাবেই আসল লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করল সেই ইউনিটটি, পরবর্তীকালে সরকারিভাবে যেটি পরিচিত হয়েছিল 'জেনারেল রকস্‌সভস্কি গ্রুপ' (২৭) নামে।

আমার সদরদপ্তর গড়ে তোলা হয়েছিল আক্ষরিকভাবে পথ চলতে চলতে। তাতে ছিলেন পনের থেকে আঠার জনের মতো অফিসার, তাঁদের মধ্যে দশজন ফ্রুঞ্জে আকাদেমির স্নাতক। এ'রা সবাই তাঁদের নতুন-পাওয়া কাজের দায়িত্বে খুবই উৎসাহী ছিলেন। লড়াইয়ের ময়দানে সৈন্যদের সঙ্গে দুরূহতম অবস্থায় নিজের যোগ্যতা ও জ্ঞান প্রয়োগ করা — এর চাইতে ভালো কিছুর কামনা একজন প্রকৃত অফিসার করতে পারেন না। এই অফিসারদের মধ্যে ছিলেন লেফটেনান্ট-কর্নেল সের্গেই তারাসভ, ইনি আমাদের উপস্থিতমতো তৈরি স্টাফের প্রধান হয়েছিলেন এবং সামরিক তৎপরতাতেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বলতে গেলে সব (সামরিক) কাজেরই কাজী এই লোকটি ছিলেন সংযতবাক্‌, শক্তসমর্থ ও মল্লক্রীড়াবিদসুলভ — এই গুণগুলি একাধিকবার তাঁর সহায় হয়েছিল। লড়াইয়ের গণ্ডগোলের মধ্যে একজন স্টাফ অফিসারের যে রকম ঠাণ্ডা মাথা আর যুক্তিবাদী মন খুবই দরকার, তাঁর সেই গুণটা সব সময়েই তিনি বজায় রাখতে পারতেন। একজন স্টাফ প্রধানের কিছুটা শান্ত পরিবেশ দরকার, কিন্তু আমাদের

সদরদপ্তর কাজ করছিল শত্রুর আক্রমণের মধ্যে, পরিস্থিতি যেখানে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে হচ্ছিল ঠিক সেই সব জায়গাতেই, স্টাফের কাজ চালানোর একেবারেই অনুপযুক্ত পরিস্থিতিতে।

একটি চলমান সদরদপ্তর, চাকার উপরে চাপানো: আটটি মোটের গাড়ি, একটি রেডিও স্টেশন এবং মস্কোয় আমি যে বিমানবিধ্বংসী মেশিন-গান লাগানোর ব্যবস্থাসহ দুটি ট্রাক পেয়েছিলাম সেই দুটি। ইয়ার্ৎসেভোর এলাকায় পৌঁছে আমাদের স্টাফ চটপট আত্মস্থ হয়ে গেল, পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে নিল, এলাকার ইউনিটগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে প্রতিরক্ষা সংগঠিত করতে লেগে গেল। মাঝে মাঝেই স্টাফ প্রধান ফেটে পড়ছিলেন:

'দূর ছাই, সব কিছুই ওলটপালট অবস্থায়!' ত্যক্তবিরক্ত হয়ে তিনি বলে উঠছিলেন। 'আমাদের সমস্ত তালিম কিসের জন্য দেওয়া হয়েছিল কে জানে! যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার কথা ওপর থেকে নিচে ধাপে ধাপে, অথচ এখানে ইউনিটগুলোর কাছে কাকুতিমিনতি করতে হচ্ছে অধিনায়কের কম্যান্ড পোস্ট পর্যন্ত একটা লাইন পাতার জন্য...'

জিনিসপত্রের কম্‌তির দরুন আমরা বাধ্য হয়েছিলাম লড়াইয়ের এলাকার একেবারে সামনের লাইন বরাবরই টেলিফোনের তার পাততে। তার ফলে ঘন ঘনই লাইন নষ্ট হয়ে যেতে লাগল এবং আমাদের 'চক্রবাহিত অফিসাররা' আমাদের উদ্ধার করতে লাগলেন। বস্তুতপক্ষে, বার্তাবহ মারফৎ যোগাযোগই ছিল চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত প্রথম দশ দিন।

সদরদপ্তরের সমস্ত অফিসারেরই কৃতিত্বের বিষয় যে তাঁরা তাঁদের কাজের গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, এমন সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন যা প্রায়শই ছিল আত্ম-বিসর্জনের পর্যায়ে, দেখিয়েছিলেন জটিলতম পরিস্থিতি চটপট আয়ত্ত করার যোগ্যতা আর উদ্যোগ। যে ফ্রুঞ্জে আকাদেমি এই সৈনিকদের গড়ে তুলেছিল, বার বারই তার কথা আমি ভাবতাম আন্তরিকতার সঙ্গে।

স্পষ্টতই, গ্রুপ অধিনায়ককেও কাজ করতে হয়েছিল অগ্রবর্তী এলাকায়, সব সময়েই গাড়িতে অনবরত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে।

ইয়ার্ৎসেভোর পূর্বদিকে প্রথম যে বড় ইউনিটটির দেখা পেলাম আমরা, সেটি ছিল বয়স্ক ও পোড়-খাওয়া সৈনিক কর্নেল ম. গ. কিরিল্লভের অধীনস্থ ৩৮তম পদাতিক ডিভিশন। এটি ছিল ১৯শ সেনাবাহিনীর

অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু পশ্চাদপসরণের সময়ে সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়েছিল। জার্মানরা যখন ইয়াৎসেভোতে চাপ বাড়িয়ে তুলেছিল, কিরিল্লভ তখন তাঁর যথাসাধ্য প্রতিরক্ষা সংগঠিত করেছিলেন। কোনেভের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না, তাই ইতিমধ্যেই শত্রু-কবলিত ইয়াৎসেভোতে শত্রুকে ঠেকাবার জন্য ৩৮তম ডিভিশনকে ব্যবহার করেছিলাম।

ডিভিশন অধিনায়ক যখন দেখলেন যে তিনি আর একা নন, তখন কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। পথে সংগ্রহ করা লোকজনকে দিয়ে আমরা তাঁর রেজিমেণ্টগুলির সৈন্যবল বাড়ালাম। দলছুট সৈনিকরা যেই জানতে পারল যে ইয়াৎসেভোর এলাকায় এবং ভপ নদীর পূর্বতীর বরাবর কতগুলি ইউনিট এখনও জার্মানদের প্রতিরোধ করছে, তারা ক্রমেই বেশি সংখ্যায় দলে দলে এসে আমাদের কাছে জড়ো হতে লাগল, কখনও কখনও অফিসারদের নেতৃত্বে এক-একটি ইউনিটে অথবা গ্রুপে।

সেই সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশী হিসেবে আমি এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। অনেক ইউনিটই গিয়েছিল অতি কষ্টকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে; শত্রুর ট্যাঙ্ক আর বিমানের আক্রমণে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল, একক নেতৃত্ব হারিয়েছিল, তবুও তারা দৃঢ়সংবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা সন্ধান করে চলেছিল, তারা লড়তে চাইছিল। মনের গভীরে এই মনোভাব থাকার জন্যই আমরা আমাদের সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় সফল হতে পেরেছিলাম।

অচিরেই আরও একটি বড় ইউনিট আমরা পেয়ে গেলাম কর্নেল গ.ম. মিখাইলভের ১০১তম ট্যাঙ্ক ডিভিশনের রূপে। সত্যি বলতে কি, তাতে লোকাভাব ছিল এবং ছিল মাত্র দুর্বল বর্মের প্রায় আশিটি পুরনো ট্যাঙ্ক আর সাতটি নতুন ভারী ট্যাঙ্ক, তা হলেও তা আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল অনেকখানি।

অধিনায়ক ছিলেন একজন স্থিরসংকল্প অফিসার, খালখিন-গোল-এ (২৮) তিনি 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' খেতাব লাভ করেছিলেন। মুশকিলটা ছিল এই যে তিনি ছোট ছোট ইউনিট নিয়ে কাজ চালাতে অভ্যস্ত ছিলেন, অথচ এখন এই পদ্ধতির ফলে ঘটছিল বিপর্যয় আর অযথা লোকক্ষয়। তাতে তিনি উত্তেজিত-বিরক্ত হচ্ছিলেন, কিন্তু উত্তেজনা আর বিরক্তি কোনো পদের অধিনায়কেরই পক্ষে ভালো গুণ নয়।

১৮ বা ১৯ জুলাই তারিখে তারাসভ আর আমি গেলাম কিরিল্লভের

পর্যবেক্ষণ চৌকিতে। তিনি একরোখা লড়াই চালাচ্ছিলেন শত্রুর পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে। লড়াইয়ে তখন ভাঁটা পড়েছে। বেশ কয়েকজন অফিসার একটা গাড়িতে করে এলেন, তাঁদের মধ্যে হঠাৎ আমার চোখে পড়ল একটি চেনা মুখ।

'কামেরা! তুমি!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

সত্যি সে-ই বটে, চৈনিক পূর্ব রেলওয়েতে (২৯) লড়াইয়ের সময়কার পুরনো সাথী, সেখানে আমি নেতৃত্ব দিয়েছিলাম ৫ম পৃথক কুবান অশ্বারোহী ব্রিগেডের, আর তাতে তিনি অধিনায়কত্ব করেছিলেন গোলন্দাজ ব্যাটেলিয়নের।

খুব ভালো অফিসার, একনিষ্ঠ বলশেভিক (গৃহযুদ্ধে একজন কমিসার ছিলেন), এবং চমৎকার সহযোদ্ধা।

এই সাক্ষাৎ সময়োপযোগী হয়েছিল। কামেরা যখন আমাকে বললেন যে তিনি ১৯শ সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান, এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে, তখন আমি প্রস্তাব করলাম যে তিনি আমাদের গ্রুপের গোলন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব করুন এবং আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করতে আমাদের সাহায্য করুন। ইভান কামেরা এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন এবং সোৎসাহে কাজে লাগলেন। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, কারণ ইয়ার্ৎসেভোর এলাকায়, লুৎস্কের এলাকায় লড়াইয়ের বেলায় যেমন হয়েছিল, আমাদের সামনে যখন ট্যাঙ্ক রয়েছে, তখন গোলন্দাজরাই আমাদের প্রধান ভরসা।

পশ্চিম রণাঙ্গনের সদরদপ্তরের অফিসাররা যতটা ভেবেছিলেন, এই ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল তার চাইতে বেশি গুরুতর। প্রথম লড়াইতেই আমরা আবিষ্কার করলাম যে বিমান থেকে নামানো সৈন্যদের চাইতেও অনেক বেশি সৈন্যবল ইয়ার্ৎসেভোতে জার্মানদের ছিল: ৭ম প্যানজার ডিভিশন স্মোলেন্স্কের উত্তরে মোড় ঘুরে ব্যূহভেদ করে ইয়ার্ৎসেভোতে ঢুকে পড়েছে। পরিদর্শন-পরিক্রমা আর যুদ্ধবন্দীদের জবানবন্দী থেকে স্মোলেন্স্ক এলাকায় শত্রুর প্যানজার গ্রুপের মোটরবাহিত ইউনিটগুলি এসে পৌঁছনোর ইঙ্গিতও পাওয়া গেল।

আগেই বলেছি, ইয়ার্ৎসেভো ছিল শত্রুর হাতে; তারা ভপ নদী পাড়ি দিয়ে পূর্ব তীরে এক আক্রমণের পাদভূমি দখল করেছিল এবং চেষ্টা করছিল — তখনও অতি সন্তর্পণে — ভিয়াজমার দিকে বড় সড়ক ধরে অগ্রসর হতে। ১৬শ ও ২০শ সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের সারিগুলিতে নদী

পার হওয়ার দিকে দক্ষিণ পার্শ্বদেশেও শত্রুর গতিবিধি আমরা লক্ষ করেছিলাম।

পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করার পর শত্রুর মতলব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আমি করে নিলাম। মতলবটা এই: স্মোলেন্স্ক এলাকায় যুদ্ধরত আমাদের সৈন্যদের চারপাশের বেষ্টনীটিকে আঁট করে ধরা — বোঝা যাচ্ছিল, এই মতলব তারা হাসিল করতে চায় ভপ নদীর রেখা ধরে এবং দক্ষিণ দিকে, নীপার নদীবরাবর — এবং প্রধান সড়ক ধরে মস্কোয় ঢোকার মুখগুলিতে ব্যূহভেদ করে ঢুকে পড়ার অনুকূল অবস্থা তৈরি করা। আমাদের দুটি ডিভিশনের সামনে রয়েছে এই মতলব বানচাল করার দুরূহ কাজ।

আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোনো দ্বিতীয় সারি ছিল না। সংরক্ষিত সৈন্যবল বলতে আমার ছিল শুধু ১০১তম ট্যাঙ্ক ডিভিশনের দুটি রেজিমেণ্ট, বাঁ পার্শ্বদেশের সামান্য একটু পশ্চাদ্ভাগে মোতায়েন রাখা। ডিভিশনের মোটরবাহিত পদাতিক রেজিমেণ্ট রক্ষা করছিল ডান দিকে দুবরোভো এবং বাঁ দিকে গোরদক আর লাগি; এই ক্ষেত্রে রাখা ছিল ট্যাঙ্কবিধ্বংসী একটি গোলন্দাজ বাহিনী। ২৪০তম হাওইৎসার রেজিমেণ্ট রাখা ছিল জামোশিয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দক্ষিণ পার্শ্বদেশে। এইভাবে সড়ক আর রেলপথে ছিল ট্যাঙ্কবিধ্বংসী নির্ভরযোগ্য একটা রক্ষণব্যবস্থা, এবং সেই অবস্থায় সেটুকুই অনেকখানি। ৩৮তম পদাতিক ডিভিশন ছিল ভপ নদীর তীরে ইয়ার্ৎসেভোর (৩০) পূর্বদিক প্রতিরক্ষার জন্য। ১০১তম ট্যাঙ্ক ডিভিশনের ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টগুলি জার্মানরা সড়ক ধরে ঢুকে পড়লে পাল্টা আক্রমণ চালাবার পক্ষে অনুকূল অবস্থানে ছিল।

রণাঙ্গনের অধিনায়ককে পরিস্থিতি জানালাম, এবং তার সঙ্গে যোগ করলাম যে ফ্রণ্টের আদেশক্রমে ইয়ার্ৎসেভো ক্ষেত্রে যেসব ডিভিশন এসে পৌঁছচ্ছে, সেগুলির নামজ্ঞাপক সংখ্যার চাইতে সৈন্যসংখ্যা সামান্য কিছু বেশি ছিল: একটিতে ছিল ২৬০ জন সক্রিয় সৈন্য, অন্যটিতে আরও কম।

সারাক্ষণ লড়াই চলছে এই অবস্থায় আমাদের গ্রুপের সমস্ত কম্যান্ড অফিসারের কষ্টসাধ্য চেষ্টার ফলে আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করতে, পূর্ব দিকে তাদের অগ্রগতি ঠেকাতে সক্ষম হলাম এবং তার পরে সফল হলাম কখনও একটি ক্ষেত্রে, কখনও বা আরেকটি ক্ষেত্রে জার্মানদের উপরে আঘাত হানতে, প্রায়শই লক্ষণীয় রণকৌশলগত সাফল্য অর্জন করতে, সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করতে তা সাহায্য করল, আস্থা যোগাল অফিসার আর সৈনিকদের, তারা দেখল

যে তারা সত্যিই শত্রুকে পরাস্ত করতে পারে। সেই অবস্থায় তা ছিল প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের কার্যকলাপ শত্রুর কম্যান্ডকে স্পষ্টতই ধাঁধায় ফেলেছিল: যেখানে প্রত্যাশিত নয় সেইখানে তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছিল; তারা দেখল যে আমাদের সৈন্যরা শুধুই লড়াই করছিল না, আক্রমণও করছিল (সব সময়ে সফলভাবে না হলেও)। এতে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যবল সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটা অতিরঞ্জিত ধারণা সৃষ্টি হল, শত্রু তার বিরাট শক্তিপ্রাবল্যের সুযোগ নিতে অপারগ হল। নাৎসি কম্যান্ড যেন আমাদের 'অস্তিত্ব' স্বীকার করল। ইয়ার্ৎসেভো এলাকায় তারা আরও বেশি সৈন্য ঢালতে লাগল, আমাদের পারাপারের পথগুলিতে এবং রণব্যূহগুলির উপরে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাল, তার কামান আর মর্টারের গোলাবর্ষণ তীব্র করে তুলল। আমরা আশ্রয় নিলাম জঙ্গলে এবং মাটি খুঁড়ে তার মধ্যে।

ইয়ার্ৎসেভোতে নিরন্তর, দুই যুদ্ধরত পক্ষেরই দুরূহ লড়াইয়ের ফলে জার্মান সৈন্যরা দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়তে পারল না। পশ্চিম রণাঙ্গনের সার্বিক প্রচেষ্টায় এটাই ছিল আমাদের অবদান, সেই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখা, যথাসম্ভব বেশি ক্ষয়ক্ষতি ঘটানো এবং সেই সঙ্গে এই ব্যবস্থা করা যাতে তারা স্মোলেন্স্কে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীগুলিকে ঘিরে ফেলতে না পারে।

১৬শ ও ২০শ সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে নীপার পার হওয়ার জায়গাগুলো যে আ. ই. লিজিউকভের সৈন্যদল রক্ষা করছিল এবং প্রথমে যারা স্বতন্ত্রভাবে তৎপরতা চালাচ্ছিল, ঘটনার গতিতে তারা শেষ পর্যন্ত আমাদেরই গ্রুপের অধীনে এসে গেল।

কর্নেল আলেক্সান্দর লিজিউকভ, দেখা গেল, সত্যিই একজন অসাধারণ অফিসার, যে সমস্ত বিপজ্জনক অতর্কিত ঘটনা তাঁর ক্ষেত্রটিতে অহরহই তাঁর সামনে দেখা দিত, তিনি অবিচল সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত সাহস ছিল অসীম এবং ছোট ছোট সৈন্যবল নিয়ে সুকৌশলে কাজ চালাবার অসামান্য যোগ্যতা তিনি দেখিয়েছিলেন। একবার জার্মানরা প্রকৃতই কয়েক ঘণ্টার জন্য নীপার পার হওয়ার জায়গাগুলিতে ফাঁদটা বন্ধ করে ফেলেছিল, কিন্তু লিজিউকভ তাদের প্রতিহত করেছিলেন, তাঁর ইউনিটগুলি শত্রুর গোটা সৈন্যদলকে নিশ্চিহ্ন করেছিল।

লিজিউকভ নিজে ছিলেন একজন ট্যাঙ্ক-সৈনিক (যুদ্ধের আগে তিনি ছিলেন ৩৭তম ট্যাঙ্ক ডিভিশনের সহকারী অধিনায়ক) এবং তাঁর বাহিনীটি

গঠিত ছিল সেই সমস্ত ট্যাংক-সৈনিককে নিয়ে যারা ৫ম মেকানাইজড কোরের ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত পদাতিক রেজিমেণ্টগুলি থেকে প্রাণে বেঁচে ছিল, আমি আগে এ কথা বলেছি। তাদের ছিল মাত্র পনেরটি ট্যাঙ্ক, কিন্তু রেজিমেণ্টাল অধিনায়ক সাখনো ও শেপেলিউক সমেত সৈনিকরা সবাই ছিলেন চমৎকার, স্থায়ী সৈনিক, লড়াইয়ে পোড়-খাওয়া।

কর্নেল লিজিউকভ বিশেষ প্রশংসার জন্য আলাদা করে বেছে নিলেন মেজর মিখাইল সাখনোকে। তিনি ঘোষণা করলেন, 'মেজর সাখনো সলোভিয়োভো পারাপার-পথের প্রতিরক্ষার সত্যিকার বীর।' (প্রসঙ্গত, একজন অফিসার সম্পর্কে আপনি যদি একটা ধারণা করতে চান, তা হলে তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে তিনি কী বলেন সেটা শুনুন। শত্রুর সঙ্গে কঠিন সংগ্রামে অভিন্ন কর্মব্রতে তাঁর সহযোদ্ধাদের অবদান নির্ণয় করতে পারাটা একজন ভালো অধিনায়কের চরিত্রের অঙ্গ)।

ইয়ার্ৎসেভো ক্ষেত্রে লড়াই চলতে লাগল দিনরাত। আমাদের সৈন্যদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হল, অবশ্য তাদের কাজের গুরুত্বহেতু তার যাথার্থ্য বোঝা যায়। ডিভিশনগুলির শূন্যস্থান পূরণ করতে এবং নতুন নতুন উপাদান ও ইউনিটকে সক্রিয় করে তুলতে অসংখ্য অসুবিধার সম্মুখীন হলাম আমরা। সমাবেশ স্থলে জড়ো হয়েছিল পাঁচমিশেলি লোকের দল, একা-একা এবং ছোট ছোট দলে বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসা দলছুট সৈনিকরা। এই যে সমস্ত লোকজনকে আমরা ইউনিটগুলিতে পাঠাচ্ছিলাম, তাদের দৃঢ়সংবদ্ধ করে একটা সুসংলগ্ন, সুশৃঙ্খল লড়াকু গ্রুপে পরিণত করা দরকার ছিল। সবচেয়ে ভালো অবস্থাতেও কাজটা সহজ ও দ্রুতসাধ্য নয়, সেখানে আমাদের তো সময়াভাব ছিল। সৈনিকরা পরস্পরের গুণাগুণ জানতে পেরেছিল লড়াইয়ে। নবগঠিত ইউনিটগুলিতে আমরা সব সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠন তৈরি করে উঠতে পারি নি, তাই দায়িত্বের বোঝাটা বিশেষভাবে গুরুভার হয়ে পড়েছিল সমস্ত অফিসারের উপরে, প্লাটুন অধিনায়ক থেকে ডিভিশন অধিনায়ক পর্যন্ত সবার উপরে।

একজন অফিসার কী রকম আচরণ করেন তার উপরে অনেকখানি নির্ভর করছিল। তাঁর বড় ইচ্ছাশক্তি, দায়িত্বের বোধ থাকা দরকার, তাঁকে মৃত্যুভয় জয় করতে হয়েছিল এবং তাঁর কর্মব্রতের সাফল্যের জন্য যেখানেই তাঁর উপস্থিতি দরকার সেখানে হাজির হয়ে তাঁর সৈন্যদের মনোবল বাড়িয়ে তুলতে হয়েছিল, যদিও সাধারণত তাঁর যা পদমর্যাদা তাতে সেই সব জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন তাঁর থাকে না।

ইয়াৎ'সেভোতে সত্যিই ভালো ভালো অফিসার পেয়েছিলাম আমরা। তাঁদের প্রতি সৈন্যদের আস্থা ছিল, এবং তাঁরা এমন এক মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিলেন যার ফলে সম্ভব হয়েছিল কঠিনতম কাজের দায়িত্ব পালন করা, শৌর্যকীর্তি স্থাপন করা। তাঁদেরই নেতৃত্বে লোকজন ও ইউনিটগুলি আক্ষরিকভাবেই ঘণ্টায়-ঘণ্টায় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, আক্রমণই হোক, প্রতিরক্ষাই হোক অথবা পশ্চাদ্ভাগের তৎপরতাই হোক, সর্বত্র উদ্দেশ্য আর দৃঢ়পণ নিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেছিল।

আমি বাহাদুরি দেখানো বা অর্থহীন দুঃসাহসিকতার পক্ষপাতী নই। তা কোনো কাজে লাগে না, যে কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অধিনায়কেরই আচরণবিধির সঙ্গে তা বেমানান। তার আসল সাহস ও বাস্তবতাবোধ আর কোনো কোনো সময়ে আরও বড় কিছু থাকা দরকার।

ইয়াৎ'সেভোর পূর্ব দিকে লড়াইয়ের প্রথম দিনগুলিতে আমাদের পর্যবেক্ষণ চৌকি অবস্থিত ছিল একটি বনের কিনারে। প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একটি পদাতিক ইউনিট প্রতিরক্ষাব্যূহ রক্ষা করছিল। শত্রুর কামান মাঝে মাঝে অগ্ন্যুদ্গীরণ করছিল। জেনারেল কামেরা আর আমি স্থির করলাম, পদাতিক সৈনিকরা কীভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে তা দেখব, তাই আমরা ট্রেঞ্চগুলিতে গিয়ে হাজির হলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটনা ঘটতে শুরু করল।

সারে সারে জার্মান সৈন্য প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে উঁচু জায়গাগুলো থেকে নিচে নেমে আসতে লাগল, তাদের পিছনে পিছনে ডজনখানেক ট্যাঙ্ক। তারা আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

আমাদের সৈন্যরা একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেও বিচলিত হয় নি, মেশিন-গান থেকে আক্রমণকারী জার্মানদের উপর গোলাবর্ষণ চালিয়ে গেল; তার পরে চালু হল হাওইটজারগুলি, এবং কামেরা প্রতিশ্রুতি দিলেন যে সরাসরি গোলাবর্ষণের জন্য শিগগিরই একটি ৭৬ মিলিমিটার ব্যাটারি বনের ধারে আসবে। আরম্ভ হিসেবে তা মন্দ ছিল না।

জার্মান পদাতিক সৈন্যরা মাটিতে শুয়ে পড়ল, এমন কি ট্যাঙ্কগুলিও কোনো কারণে থেমে গেল।

কিন্তু তারপরই দেখা দিল শত্রুর বিমানবহর। আমাদের ট্রেঞ্চগুলির উপরে বোমাবর্ষণ হতে থাকল, বিমানের মেশিন-গান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষিত হতে থাকল। বেড়ে গেল শত্রুর কামান আর মর্টারের গোলাবর্ষণ। জার্মান সাবমেশিন-গানধারীরা এগিয়ে আসতে লাগল, তাদের

পিছনে পিছনে ট্যাঙ্কগুলি। মাথার উপরে বিমানগুলি ঝাঁক বেঁধে উড়তে লাগল চক্রাকারে, মাঝে মাঝে ঝাঁক ভেঙে ছোঁ মেরে নেমে এসে আমাদের অবস্থানগুলির উপরে বোমাবর্ষণ আর মেশিন-গানের গুলিবর্ষণ চালাতে লাগল। আমাদের সৈন্যরা এবার বিচলিত হল, তারপরে দৌড়তে শুরু করল জঙ্গলের দিকে, প্রথমে একজন-দুজন করে, তার পরে দলে দলে। সেই দৃশ্য দুঃসহ ও কষ্টকর।

কিন্তু তার পরেই পলায়মান লোকেদের ভিতর থেকে গেল সজোর চীৎকার:

'দাঁড়াও! দৌড়চ্ছ কোথায়? ফিরে চলো! জেনারেলদের দিকে তাকিয়ে দেখো! ওঁরা এখনও ওখানেই রয়েছেন! ফিরে চলো!..'

ইভান কামেরা আর আমি সত্যিই ট্রেঞ্চের মধ্যে পুরো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, উপলব্ধি করেছিলাম যে অবস্থা সামাল দেওয়ার সম্ভবত সেটাই একমাত্র উপায়।

সৈন্যদের নিজেদের কণ্ঠস্বর এবং আমাদের আত্মসংযম যেন জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করল। পলায়মান সৈন্যরা নিজেদের অবস্থানে ফিরে এসে গুলি চালাতে শুরু করল, শত্রুর পদাতিক সৈন্যদের আবার বাধ্য করল মাটিতে শুয়ে পড়তে।

এর মধ্যে ৭৬ মিলিমিটার কামানটি বসানো হয়ে গিয়েছিল, সেটি ট্যাঙ্কের উপর সরাসরি অগ্নিবর্ষণ শুরু করল এবং বেশ কয়েকটি ট্যাঙ্ককে আঘাত করল। বাকিগুলো ফিরে চলে গেল। আক্রমণ প্রতিহত হল।

কাহিনীটা কে বলেছিলেন আমার মনে নেই, খুব সম্ভবত লড়াইয়ের পর ধূমপান করতে-করতে গল্পগুজব করার সময়ে একজন সৈনিক। একজন পলায়মান সৈনিক, একজন বয়স্ক, গোঁফওয়ালা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রবীণ সৈনিকই দুরবস্থাটা সামলেছিলেন।

'এখন আদেশ চাই!.. কে আদেশ দেবে?.. আমাদের দরকার আদেশ!..' তিনি মাঝে মাঝে এই বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, তারপরে নিজের মনেই একটা সিদ্ধান্ত করে নিয়ে চীৎকার করে বলেছিলেন, 'থামো! আড়াল নিয়ে পাল্টা গুলি চালাও!'

আরেকটি দৃষ্টান্ত, এটিও ইয়ার্ৎসেভো থেকে, এবং আমি নিজে সেটি প্রত্যক্ষ করেছি। তখন খণ্ডযুদ্ধ চলছিল, শত্রু এগিয়ে আসছিল আর আমাদের সৈন্যরা অতি কষ্টে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করছিল। আমাদের

সৈন্যদের মদত দিচ্ছিল গোলন্দাজরা। এমন সময়ে জার্মান বিমান একটি হাওইটজার ব্যাটারির উপরে আঘাত হানল।

কিন্তু সেটি গোলাবর্ষণ চালিয়ে যেতে লাগল। প্রতিটি আদেশ পালিত হয়েছিল যথাযথভাবে। ব্যাটারি অধিনায়ক আকাশের দিকে তীক্ষ্ম নজর রাখছিলেন। ব্যাটারির অবস্থানগুলোর দিকে বোমা পড়তে চলেছে দেখলেই তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠছিলেন, 'আড়াল নাও!'

আর বিস্ফোরণের ধোঁয়া কেটে যেতে না যেতেই আবার চেঁচিয়ে উঠছিলেন, 'কামানগুলোর কাছে চলে এস!..'

ব্যাটারি গোলাবর্ষণ চালিয়ে গেল।

ভালো নেতৃত্বের অধীনে সৈন্যরা কী সাহস দেখাতে পারে, এটা তার একটা দৃষ্টান্ত। দুর্ভাগ্যবশত সেই ব্যাটারি কম্যাণ্ডারের নাম আমার মনে নেই: সময় অনেক স্মৃতিই মুছে দেয়।

ব্যাটারির কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল একটি কামান, কিন্তু কামান যারা চালিয়েছিল তারা তাদের কাজ সম্পন্ন করেছিল গৌরবের সঙ্গে।

গোটা এক একটা ইউনিট আর রেজিমেণ্টের সাহস ও বীরত্বের এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত আমি উল্লেখ করতে পারি। আমাদের গ্রুপের ফৌজের মধ্যে বিখ্যাত ছিল লেফটেন্যাণ্ট-কর্নেল ভরোবিওভের অধীনস্থ মোটরবাহিত পদাতিক রেজিমেণ্ট। সেটি মস্কো — মিনস্ক প্রধান সড়ক রক্ষা করছিল, আর তাঁর অধিনায়কের উপরে আমাদের ছিল প্রগাঢ়তম আস্থা।

লড়াইয়ের এলাকাটা বেড়ে চলছিল দিনের পর দিন। শত্রু নতুন নতুন সৈন্যবল নিয়ে আসছিল ক্রমাগত, আমরাও পাচ্ছিলাম শূন্যস্থান পূরণ করার মতো নতুন লোকজন। ফৌজ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা ক্রমেই আরও বেশি দুষ্কর হয়ে উঠছিল। আমাদের চলমান কম্যাণ্ড পোস্ট অগ্রবর্তী লাইন আঁকড়ে ছিল: আমাদের ক্ষীয়মাণ স্টাফ নিয়ে যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার সেটাই ছিল একমাত্র উপায়, কারণ দশ দিনের মধ্যে অর্ধেকের বেশি স্টাফ অফিসার হয় নিহত না হয় গুরুতর আহত হয়েছিলেন। একবার তো আমার স্টাফ প্রধানকেই চিরতরে হারাতে চলেছিলাম। জরুরী কাজে তাঁর ফ্রণ্ট কম্যাণ্ড পোস্টে যাওয়া দরকার হয়েছিল, আর আমি না ভেবেচিন্তেই তাঁকে 'জিপ' গাড়ির বদলে অপেক্ষাকৃত বেশি চোখে পড়ার মতো 'জিস্-১০১' সিড্যান গাড়িটা নিয়ে যেতে বলেছিলাম, যদিও নাৎসি বৈমানিকরা কম্যাণ্ডের গাড়ি অনুসরণ করত, তার জন্য সময়, বুলেট বা

বোমার পরোয়া করত না। লেফটেন্যান্ট-কর্নেল তারাসভ নিজেই এই রকম একটা 'শিকারের' লক্ষ্যবস্তু হয়ে গিয়েছিলেন। পথের ধারের একটি চালাঘরে তিনি লাফ দিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন। জার্মানরা সেটার চালের উপরে মেশিন-গান চালিয়ে তার পরে এক প্যাকেট আগুনে-বোমা ফেলেছিল। চালাঘরটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর আগুনের শিখায় ছেয়ে গিয়েছিল ও ভেঙে পড়েছিল। মল্লক্রীড়াবিদসুলভ অসাধারণ শারীরিক ক্ষমতা না থাকলে স্টাফ প্রধান সেদিন জ্বলন্ত খড় আর কাঠের সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন না। কিছুটা ছ্যাঁকা-লাগা আর বিরক্ত অবস্থায় তিনি ফিরে এসেছিলেন এবং আবার নিজের কাজে লেগে গিয়েছিলেন, যেন কিছুই হয় নি (পরবর্তীকালে এই চমৎকার সৈনিকটি একটি ডিভিশনের অধিনায়কত্ব করেন এবং মেজর-জেনারেলের পদে উন্নীত হন)।

এক দিন ভোরবেলায় — তখন জুলাই মাসের শেষ দিক — আমাকে ঘুম থেকে তুলে খবর দেওয়া হল যে একজন জেনারেল এসেছেন, তিনি রিপোর্ট করার অনুমতি চাইছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। তিনি ছিলেন জেনারেল ভ. ই. ভিনোগ্রাদভ, ৭ম মেকানইজড কোরের অধিনায়ক; আমার ইউনিটগুলির সঙ্গে সেই কোরটিকে যুক্ত করা হয়েছে তাঁর সমস্ত স্টাফ সহ, সম্পূর্ণ লোকবল ও চমৎকার সাজসরঞ্জামযুক্ত সদরদপ্তর সহ। তার ছিল একটি রেডিও স্টেশন, কতকগুলি স্টাফ গাড়ি এবং একটা বড় ইউনিট নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে আবশ্যকীয় অন্যান্য জিনিসপত্র। স্টাফ প্রধান ছিলেন কর্নেল ম. স. মালিনিন (৩১)।

প্রাথমিক পরিচয়-বিনিময়াদির পর, মালিনিনকে একটি নতুন কম্যান্ড পোস্টের জন্য জায়গা বেছে নিতে বলে আমি নিজের কাজ করতে লাগলাম।

নতুন স্টাফ প্রধান তারাসভের দিকে ফিরে বললেন:

দলিলপত্র হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারটা কখন করব আমরা?'

'কোন্ দলিলপত্র?' অবাক হয়ে বললেন তারাসভ। তাঁর ম্যাপকেস থেকে একটি লেখার প্যাড বার করলেন তিনি — এই তাঁর সমস্ত কাগজে-কাজ!

অবস্থা বদলাচ্ছিল, তা আমি টের পেলাম পর দিন সকালেই, যখন উর্দি-পরা একটি মেয়ে মোটরসাইকেলে আমার কাছে এসে হাজির হল।

'কী এটা?' জানতে চাইলাম আমি।

'কম্যান্ডিং জেনারেলের জন্য প্রাতরাশ।'

'কোথা থেকে?'

'সদরদপ্তর থেকে।'

এতদিন পর্যন্ত অধিনায়ক বাকি সকলের মতোই ঘুমোতেন পাইন গাছের তলায়, না হয় বড়জোর গাড়ির মধ্যে, আর খাবার খেতেন সৈনিকের মেস-টিন থেকে। কাঁটা আর পরিষ্কার ন্যাপকিন যেন অন্য জগতের জিনিস মনে হল।

প্রথমে আমি একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম এই জন্য যে মালিনিন কম্যান্ড পোস্টটাকে বসিয়েছেন, আমার মতে, অগ্রবর্তী লাইন থেকে অনেক দূরে (আট বা দশ কিলোমিটার)। কিন্তু, আমিই যেহেতু তাঁকে জায়গাটা বেছে নিতে বলেছিলাম, তাই আমার আর কিছুই করার ছিল না। তবুও মন্তব্য না করে পারলাম না।

'আমরা কি রণাঙ্গন থেকে বড্ড বেশি দূরে চলে আসি নি? শিগগিরই ভুলে যাব যে একটা যুদ্ধ চলছে...'

কর্নেল সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু সুশৃঙ্খল নীরবতা রক্ষা করলেন।

আমাদের প্রথম সাক্ষাতের নিরুত্তাপ ভাবটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই কেটে গেল। লড়াই প্রলম্বিত হয়ে চলায় আমি অচিরেই বুঝতে পারলাম যে কম্যান্ড পোস্ট ঠিকভাবেই বসানো হয়েছে। সাধারণভাবে, একেবারে গোড়া থেকেই কর্নেল মালিনিন এই পরিচয় দিয়েছিলেন যে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ, উদ্যোগী সংগঠক। আমাদের সম্পর্ক বেশ ভালোই হয়ে উঠল, এবং পরে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠল এক দৃঢ়, সৈনিকসুলভ বন্ধুত্ব।

এখন অগ্রবর্তী এলাকায় পর্যবেক্ষণ চৌকি এবং সৈন্যদের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগের ব্যবস্থাসহ যথোপযুক্ত কম্যান্ড পোস্ট আমাদের হল। অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই বলা যেতে পারত যে কর্নেল মালিনিন এমন এক সুসংবদ্ধ, সুযোগ্য ও দক্ষ স্টাফের নেতৃত্ব করছেন, যারা পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে দ্রুত নিজেদের মানিয়ে চলছিল। মাঝে মাঝে স্টাফ প্রধানের প্রবল ব্যক্তিত্ব তাঁর অধীনস্থদের উদ্যোগকে বুঝিবা কিছুটা দমিয়ে রাখত, কিন্তু কালক্রমে তা কেটে গিয়েছিল।

ইয়ার্ৎসেভো ক্ষেত্রে লড়াইয়ে জেনারেল ইভান কামেরার অবদান ছিল প্রচুর; তাঁকে মস্কোয় ফিরিয়ে নেওয়া হল, সেখানে তিনি নিযুক্ত হলেন পশ্চিম রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান পদে। শুনে আনন্দিত হলাম

যে তাঁর যোগ্য কাজই তিনি পেয়েছেন। তাঁর স্থান গ্রহণ করলেন ৭ম মেকানাইজড কোরের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান, মেজর-জেনারেল ভাসিলি কাজাকভ (৩২), তিনি যখন আমাদের গোলাবারুদ আর সৈনিকদের অবস্থা বোঝার জন্য গোলাবর্ষণের অবস্থানগুলি ঘুরে দেখে তাঁর কাজ শুরু করলেন, তাঁর সম্পর্কে আমার বেশ ভালোই ধারণা হল।

আমার সহকারী, জেনারেল ভিনোগ্রাদভকেও কিছুকাল পরেই ফিরিয়ে নেওয়া হল।

জুলাইয়ের শেষাশেষি আমাদের গ্রুপের অবস্থা নিশ্চিতভাবেই আরও জোরদার হয়ে উঠল। আমার হাতে পূর্ণশক্তির স্টাফ পেয়ে অনেকটা স্বস্তিবোধ করলাম। অনেকগুলি ট্যাঙ্ক ব্যাটেলিয়ন দিয়ে ফ্রন্ট কম্যান্ড আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করল এবং মস্কো পার্টি সংগঠন পাঠাল একটি কমিউনিস্ট স্বেচ্ছাব্রতী ব্যাটেলিয়ন। ইউনিটকে আমি নিজে স্বাগত জানাতে পেরেছিলাম, কিন্তু মনে হল জার্মান বৈমানিকরা উপলক্ষটা টের পেয়ে গিয়েছিল, তাই আকাশ থেকে তারাও 'সেলাম' জানাল। বোমা পড়তে শুরু করল, সৈনিকদের ছড়িয়ে পড়তে হল জঙ্গলে। বোমাবর্ষণ যখন শেষ হল, সৈনিকদের আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম যে শত্রুর 'অভিনন্দন' কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করার মওকা তারা শিগগিরই পাবে।

ইয়ার্ৎসেভো ক্ষেত্রে আমাদের সাধ্যমতো সব কিছু একত্র করে আমরা আঘাত হানলাম, সেই অতর্কিত আক্রমণে শত্রু পুরোপুরি দিশাহারা হয়ে পড়ল: আগের দিন তারা নিজেরা আক্রমণ করেছিল, প্রতিহতও হয়েছিল, কিন্তু কখনও সন্দেহ করে নি যে এই রকম একটা কঠিন আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের পর পাল্টা আঘাত হানার সামর্থ্য আমাদের হতে পারে। এই অতর্কিততাকেই আমরা কাজে লাগালাম। আমরা আঘাত করলাম ৩৮তম পদাতিক ও ১০১তম ট্যাঙ্ক ডিভিশনের প্রধান সৈন্যবল এবং ট্যাঙ্ক ডিভিশনের সঙ্গে দশটি ভারী ক. ভ. ট্যাঙ্কসহ (৩৩) কামান ও সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে। ফলে, আমাদের সৈন্যরা ইয়ার্ৎসেভো দখল করে নিল, ভপ নদী অতিক্রম করে পশ্চিম তীরে সুবিধাজনক অবস্থানগুলি দখল করল, এবং সেখানে ট্রেঞ্চে ভালো করে নিজেদের ব্যূহবিন্যস্ত করে সমস্ত পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করল।

ভরোবিওভের মোটরবাহিত পদাতিক রেজিমেণ্ট আরও একবার তার শৌর্যের পরিচয় দিল ট্যাঙ্ক বাহিনীর সঙ্গে চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়ে। মস্কো কমিউনিস্ট ব্যাটেলিয়ন পেল অগ্নিদীক্ষা। কমিউনিস্টরা গর্বের সঙ্গে বলতে

লাগল তারা তাদের 'লড়াইয়ের হিসাবের খাতা' খুলেছে, কিন্তু শত্রুর বিমানশক্তির প্রাবল্যে তারা অকপটেই উদ্বিগ্ন বোধ করছিল। ইয়াৎর্সেভোর 'পুরনো, ঝানু লোকেরা' এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু অনভিজ্ঞ নতুন সৈন্যদের কাছে নিশ্চিতভাবেই ব্যাপারটা বেশ উদ্বেগজনক।

ইয়াৎর্সেভো দখলের লড়াইয়ে আমাদের সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছিল বিমান আক্রমণ থেকে। তা সত্ত্বেও, যে সৈন্যদের অতি সম্প্রতিও বলতে গেলে উপযুক্ত কোনো সংগঠনই ছিল না সেই সৈন্যদের সাহস আর বীরত্বের কল্যাণে আমরা সাফল্য অর্জন করেছিলাম।

এই সর্বপ্রথম আমি আমাদের ৩৭ মিলিমিটার বিমানবিধ্বংসী কামানগুলিকে তিনটি ছোঁ-মারা বোমারু বিমান গোলাবিদ্ধ করে নামাতে দেখেছিলাম, ফলে অন্য বিমানগুলি বাধ্য হয়েছিল আরও উপরে উঠে যেতে। এতদিন পর্যন্ত বিমানগুলি সত্যিই একেবারে বেপরোয়া ছিল, এমন কি নিঃসঙ্গ গাড়িগুলোর উপরেও আক্রমণ চালাত। জার্মান বৈমানিকরা প্রায়ই উপর থেকে ফেলত ফুটো-করা খালি পেট্রোল-ড্রাম, সেগুলি নেমে আসার সময়ে তীক্ষ্ন কর্কশ আওয়াজ করত। আমাদের সেটাকে মনে হত একেবারে নির্ভেজাল বজ্জাতি।

ইয়াৎর্সেভো ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দক্ষিণ দিকে, নদী পারাপারের জায়গাগুলিতে পরিস্থিতির উপরে তীক্ষ্ন নজর রেখেছিলাম। পশ্চিম রণাঙ্গনের ২৭ জুলাই তারিখের আদেশ অনুযায়ী আমাদের গ্রুপের উপরে ইয়াৎর্সেভো দখলে রাখা এবং শত্রু যাতে ব্যূহভেদ করে ভিয়াজমার দিকে যেতে না পারে সেই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেওয়া হল। ১০৮তম পদাতিক ডিভিশনের ট্যাঙ্কবিধ্বংসী ব্যাটেলিয়ন ও একটি মেশিন-গান কম্পানি দিয়ে কর্নেল লিজিউকভের শক্তিবৃদ্ধি করতে পারার পর আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। শিগগিরই সেখানে অন্যান্য ইউনিটকেও পাঠালাম, সমগ্র ক্ষেত্রটিকে নিয়ে এলাম ৪৪তম পদাতিক কোরের অধিনায়ক ভ. আ. ইউশকেভিচের (৩৪) অধীনে (তখনও তাঁর ছিল সেই পুরনো পদমর্যাদা—ডিভিশন অধিনায়ক)। এখন আমরা এই দিকটাকে সুরক্ষিত মনে করতে পারি।

স্মোলেন্‌স্ক এলাকার পরিস্থিতি ক্রমেই আরও বেশি ঘোরালো হয়ে উঠছিল, শুধু আমাদের পক্ষেই নয়, শত্রুর পক্ষেও। পরিষ্কার হয়ে উঠছিল যে জার্মানরা শহরটা দখল করার লড়াইয়ে আটকে পড়েছে। ঘটনার

গতিপ্রকৃতি বিচার করে দেখলে, শত্রুর 'ব্লিৎসক্রিগ' পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে, বানচাল হয়ে গেছে যুদ্ধের একেবারে শুরুতেই।

জুলাই মাসের শেষে জার্মান কম্যান্ড আরেকবার আমাদের সেনাবাহিনীগুলিকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। পরিদর্শন-পরিক্রমায় পাওয়া তথ্যাদি এবং ইয়ার্ৎসেভো দখলের লড়াইয়ে ধৃত বন্দীদের জবানবন্দী থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ১৬শ ও ২০শ সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য পশ্চাদপসরণের পথগুলি বিচ্ছিন্ন করে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে একটা নতুন আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। এই উদ্দেশ্য হাসিল করা হবে ইয়ার্ৎসেভোতে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহগুলির বিরুদ্ধে ৭ম ও ২০শ প্যানজার ডিভিশনকে চালিত করে।

এই খবর পাওয়ায় আমরা যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পাল্টা-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এবং শত্রু সাফল্য লাভ করতে পারে নি। ট্যাঙ্ক ও জনবলের দিক দিয়ে শত্রুর প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা আমাদের সৈন্যদের সামান্য কিছুটা পিছনে ঠেলে দিতে সমর্থ হয়েছিল। জুলাইয়ের শেষ দিকে সেই আক্রমণাভিযান একেবারে শেষ হয়ে গেল। এই যুদ্ধে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছিল গোলন্দাজ বাহিনী, তাকে যোগ্যতার সঙ্গে সংগঠিত করেছিলেন জেনারেল ভ. ই. কাজাকভ।

ক. ভ. ট্যাঙ্কগুলি আক্ষরিক অর্থেই শত্রুকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছিল। সেই সময়ে জার্মান প্যানজারদের যে সমস্ত কামান ছিল, সে সবেরই গোলার আঘাত এই ট্যাঙ্কগুলি সহ্য করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ সেরে যখন তারা ফিরে এল তখন তাদের চেহারা হয়েছিল দেখবার মতো। তাদের বর্মের সর্বত্র যেন গুটিকা-চিহ্ন, কামানের নলগুলোর অনেক জায়গাতেই ফুটো হয়ে গেছে। ব. ত.-৭ ট্যাঙ্কগুলিও ভালো কাজ দেখিয়েছিল। সেগুলি ছিল দ্রুতগতি এবং সহজে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চালানোর মতো, শত্রুর পদাতিক সৈন্যদের সেগুলি ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল; কিন্তু এরকম অনেকগুলো ট্যাঙ্ক আমাদের হারাতে হয়েছিল, গোলা এসে লাগলে সেগুলি মশালের মতো দাউ দাউ করে জ্বলত।

এই লড়াইয়ে শুধু আমরাই যে আমাদের ক. ভ. ট্যাঙ্কের আকারে একটা নতুন অস্ত্র দেখিয়েছিলাম তা নয়। জার্মানরা প্রত্যুত্তরে দেখিয়েছিল নতুন ধরনের ট্যাঙ্কবিধ্বংসী রাইফেল, সেগুলি আমাদের পুরনো ট্যাঙ্কগুলির বর্ম ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। দখল-করা একটি রাইফেল দিয়ে পরীক্ষা করার পর দেখা গেল যে তার বিশেষ বুলেটগুলো ত-৩৪ ট্যাঙ্কের (৩৫)

পাশের বর্ম'ও ভেদ করতে পারে। কালবিলম্ব না করে রাইফেলটি আমরা মস্কোয় পাঠিয়ে দিলাম।

লড়াইয়ের একেবারে গোড়ার দিকেই আমি উদ্বেগ বোধ করছিলাম এই জন্য যে আত্মরক্ষার লড়াইয়ে আমাদের পদাতিক সৈন্যরা আক্রমণরত শত্রুর বিরুদ্ধে রাইফেল, হাল্কা মেশিন-গান প্রভৃতি ছোট অস্ত্রের অগ্নিবর্ষণ বড় একটা করে নি। সাধারণত শত্রুকে প্রতিহত করা হয়েছে সংগঠিত গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণে। কিন্তু পদাতিক সৈন্যরা? বেশ কয়েকজন অফিসারকে আমি বলেছিলাম পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে এবং সেই সঙ্গে নিজে ব্যক্তিগতভাবে সক্রিয়তম অংশগুলির একটিতে অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখব বলে স্থির করেছিলাম।

আমাদের প্রাক-যুদ্ধ কর্মবিধিগ্রন্থ ও নিয়মকানুনে প্রতিরক্ষাব্যূহ সংগঠিত করার ব্যবস্থা ছিল 'শিয়ালের গর্ত' প্রথানুযায়ী। দাবি করা হয়েছিল যে 'শিয়ালের গর্তের' মধ্যে শত্রুর গোলাগুলিতে পদাতিক সৈন্যদের ক্ষতি হবে কম। তত্ত্বগতভাবে হয়তো তাই, এবং প্রতিরক্ষাব্যূহরেখাও অতি চমৎকারই দেখায়, কিন্তু হায়, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ধারণাটা ভুল।

আমি হামাগুঁড়ি দিয়ে একটি 'শিয়ালের গর্তে' গিয়ে সেখানে যে সৈনিকটি কাজ করছিল তাকে সরিয়ে তার স্থান গ্রহণ করলাম।

সেখানে একা অবস্থাতেও এই কথাটা মনে রেখেছিলাম যে অন্যরা অনুরূপভাবেই আমার ডাইনে-বাঁয়ে গর্তের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আমি তাদের দেখতেও পাচ্ছিলাম না, তাদের উপস্থিতিও অনুভব করতে পারছিলাম না। আর বিভাগীয় অধিনায়কও আমাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, বস্তুতপক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন না তাঁর লোকজনের কাউকেই। কিন্তু লড়াই চলছিল, কামান আর মর্টারের গোলা ফাটছিল, মাথার উপর দিয়ে বুলেট আর গোলাগুলির টুকরো চলে যাচ্ছিল শাঁ-শাঁ করে, মাঝে মাঝে সশব্দে বিস্ফোরিত হচ্ছিল বোমা।

আমি পুরনো সৈনিক, অনেক লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সেই গর্তের মধ্যে আমি মোটেই স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বস্তি বোধ করছিলাম না। খালি ইচ্ছা করছিল গর্তের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি আমার সাথীরা এখনও নিজের নিজের গর্তে আছে কি না; তারা সেই সব গর্ত ছেড়ে চলে যায় নি তো ময়দানে আমাকে একা ফেলে রেখে? লড়াইয়ের ময়দানে প্রথমে আসা আনকোরা নতুন সৈন্যকে ভয় আর আশঙ্কার

যে অনুভূতি অনবরত পীড়া দেয়, সেটা আমি সহজেই কল্পনা করতে পারলাম।

সৈনিকরা মানুষ তো বটে, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই, বিশেষত বিপদের সময়ে তারা একজন সাথীর সমর্থন অনুভব করতে চায় এবং দেখতে চায় তাদের অধিনায়ককে। অধিকন্তু, বিভাগীয় অধিনায়কের পক্ষেও তাঁর সৈন্যদের দেখতে পাওয়া, একজনকে উৎসাহদান, আরেকজনকে প্রশংসা করতে পারা, তাদের প্রভাবিত করা ও আয়ত্তে রাখা খুবই দরকারি।

আমরা যে ধরনের যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম, 'শিয়ালের গর্ত' প্রথা দেখা গেল তার পক্ষে অনুপযুক্ত। আমার পর্যবেক্ষণলব্ধ ধারণা এবং অন্য যে সমস্ত অফিসার অগ্রবর্তী এলাকায় পদাতিক সৈন্যদের ব্যাপারে সমীক্ষা চালাচ্ছিলেন তাঁদেরও ধারণা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে 'শিয়ালের গর্ত' প্রথা এখনই বর্জন করে তার জায়গায় ট্রেঞ্চের ব্যবস্থা চালু করা উচিত। সেই দিনই সমস্ত ইউনিটে তদনুযায়ী নির্দেশ জানানো হল এবং একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হল পশ্চিম রণাঙ্গনের অধিনায়কের কাছে। স্বাভাবসিদ্ধ দৃঢ়তায় মার্শাল তিমোশেঙ্কো তাঁর সম্মতি জানালেন। তার পর আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহগুলি অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। আমাদের মধ্যে ছিলেন বেশ কয়েকজন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-ফেরৎ প্রবীণ সৈনিক, নন কমিশন্ড অফিসার ও অফিসার, ট্রেঞ্চ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল, তাঁদের সাহায্যে আমরা খুব তাড়াতাড়িই মোটামুটি সরল এই ব্যবস্থাটা আয়ত্ত করে ফেললাম।

অগস্ট মাসের শুরুতে শত্রু স্মোলেন্স্ক দখল করে নিল, শহর থেকে তাদের হঠিয়ে দেওয়ার যে কোনো চেষ্টাই তখন ছিল নিষ্ফল। মার্শাল তিমোশেঙ্কো পশ্চাদপসরণের আদেশ দিলেন। ১৬শ ও ২০শ সেনাবাহিনী নিরাপদেই সলোভিয়োভো ও রাত্চিনোভো পারাপার-স্থলে নদীপারের পূর্বতীরে সরে এল, তাদের ব্যবহার করা হল খোল্ম-জিরকোভস্কি, ইয়ার্ৎসেভো, ইয়েল্নিয়া লাইনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য। আমাদের গ্রুপ ইয়ার্ৎসেভোতে ও আরও দক্ষিণে একটা আক্রমণ চালিয়ে জেনারেল লুকিন আর কুরোচকিনের সৈন্যদের সাহায্য করল।

২য় ও ৯ম সেনাবাহিনী এবং দুটি প্যানজার গ্রুপ নিয়ে গঠিত জার্মান সেনাবাহিনীর গ্রুপ 'কেন্দ্র' সামনে এগিয়ে চলতে থাকায় নাৎসি কম্যান্ড স্থিরনিশ্চিত ছিল যে এই তৎপরতা শেষ হবে স্মোলেন্স্ক এলাকায় পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান সৈন্যবলকে বেষ্টন ও নির্মূল করার মধ্যে। এই

পরিকল্পনা ব্যর্থ হল, এবং তারা যে শূন্যাবস্থা আশা করেছিল তার পরিবর্তে তারা মস্কো স্ট্রাটেজিক দিকে নতুন নতুন জোরালো প্রতিরক্ষাব্যূহের সম্মুখীন হল। সেগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য জার্মানদের দরকার হল অতিরিক্ত সৈন্য এবং সময়।

রণাঙ্গনের অধিনায়ক আমাকে ডেকে পাঠালেন।

'আমরা স্মোলেন্‌স্কের বীরদের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি,' বললেন তিনি, '...আর আপনি নেবেন ১৬শ সেনাবাহিনীর দায়িত্ব।'

প্রথমে আমরা গাড়িতে করে গেলাম ২০শ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, জেনারেল কুরোচকিনের কাছে। জানা গেল, তাঁকে মস্কোয় ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং লুকিনকে নিযুক্ত করা হয়েছে ২০শ সেনাবাহিনীর দায়িত্বে।

সেনাবাহিনীর অধিনায়কের তাঁবু খাটানো হয়েছিল ভাসিলকি গ্রামের কাছে বার্চ গাছের এক বনের মধ্যে। প্রবেশপথের সামনে একটা এবড়ো-খেবড়ো কাঠের টেবিল। মাথার উপরে প্রান্ত নীলাকাশ। চারিদিক নিঃশব্দ, শান্ত। একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল, তার ভিতর থেকে লুকিনকে প্রায় বহন করেই নিয়ে আসা হল। একটা পারাপারের জায়গায় বিমান আক্রমণের সময়ে জেনারেল লোকেদের জীবন রক্ষা করার জন্য সুব্যবস্থা স্থাপন করেছিলেন এবং একটি বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন।

আমরা পরস্পরকে চিনতাম ত্রিশের দশক থেকে, লুকিন যখন লাল ফৌজের কর্মী প্রধান দপ্তরের কম্যান্ড বিভাগের প্রধান ছিলেন তখন থেকে। তিনি একজন প্রবীণ সৈনিক, অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত অধিনায়ক এবং সৎ মানুষ।

এখনু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথমবার যখন আমাদের দেখা হল, তখন তিনি যেন যা কিছু সম্পন্ন করতে পেরেছেন এবং পারেন নি তার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করলেন।

'১৬শ সেনাবাহিনী পরাস্ত হয় নি — টুকরোটুকরো হয়ে ভেঙে গেছে।'

গোলগাল, কৃষকের মতো ধীরস্থির মুখের বেঁটেখাটো, মোটা গোছের একজন ডিভিশন্যাল অধিনায়ক সহজ সাবলীলতায় আহত ব্যক্তিটির দেখাশোনা করছিলেন, তাঁকে সাহায্য করছিলেন একটা চেয়ারে স্বচ্ছন্দভাবে বসে থাকতে।

'লোবাচেভ, সামরিক পরিষদের সদস্য,' লুকিন তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

রণাঙ্গনের অধিনায়ক কমরেড লুকিন, কুরোচকিন ও লোবাচেভকে অভিনন্দন জানালেন লালো নিশান অর্ডারে ভূষিত হওয়ার জন্য। তিনি এই মত প্রকাশ করলেন যে পশ্চিম রণাঙ্গনের সৈন্যরা প্রচণ্ড লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে

শত্রুর আক্রমণাভিযানকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দিয়েছে। তাঁর ইউনিটগুলোর যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাই অন্তত দশ দিন তারা আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালাতে পারবে না। তারপর তিনি সরকারিভাবে আমাদের নেতৃত্বে অদলবদলের কথা জানালেন এবং জানতে চাইলেন আমাদের কোনো অনুরোধ আছে কি না। আমি অনুরোধ করলাম যাতে কর্নেল ম্যালিনিনকে আমার স্টাফ প্রধান নিযুক্ত করা হয়, এবং কাজাকভকে করা হয় গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান, বিশেষ করে কার্যত যখন আমাদের গ্রুপ ১৬শ সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিশে গেছে।

১৬শ সেনাবাহিনীর তখন বেশ জোরালো সৈন্যবল: ছটি ডিভিশন — কর্নেল মিখাইলভের ১০১তম ট্যাঙ্ক ডিভিশন, নবনিযুক্ত কর্নেল লিজিউকভের ১ম মস্কো মোটরবাহিত পদাতিক ডিভিশন, কর্নেল কিরিল্লভের ৩৮তম ডিভিশন, কর্নেল চেরনিশভের ১৫২তম ডিভিশন, কর্নেল গ্রিয়াজনভের ৬৪তম ডিভিশন আর কর্নেল ওরলোভের ১০৮তম ডিভিশন, ফ. ত. রেমিজভের ২৭তম ট্যাঙ্ক ব্রিগেড, একটি ভারী গোলন্দাজ ব্যাটেলিয়ন এবং অন্যান্য ইউনিট।

সেনাবাহিনী তখন স্মোলেন্স্ক — ভিয়াজমা সড়ক ডিঙিয়ে ৫০-কিলোমিটার রণাঙ্গনের লাইন বরাবর একটা প্রতিরক্ষাব্যূহ আগলাচ্ছিল।

অনতিকালের মধ্যেই শত্রু ইয়ার্ৎসেভো ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করেছিল, স্পষ্টতই সেগুলির শক্তি পরীক্ষা করে দেখবে বলে স্থির করেছিল। কিন্তু শত্রুর লাভের মধ্যে হয়েছিল শুধু গুরুতর হতাহত। লড়াই দুদিন ধরে ঘোরতরভাবে চলেছিল, কিন্তু তার পরে আক্রমণ স্তিমিত হয়ে গেল।

এই প্রথমবার আমরা কাজ করতে দেখলাম রকেটবর্ষী কামানের একটা ব্যাটারি, বিখ্যাত 'কাত্যুশা'-কে (৩৬)। অগ্রসরমান জার্মান পদাতিক সৈন্য আর ট্যাঙ্কগুলির উপরে সেগুলি সরাসরি আঘাত করল। আমরা ট্রেঞ্চ থেকে বাইরে উঠে এলাম, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবার মতো দৃশ্য দেখতে লাগলাম। সৈন্যরা ট্রেঞ্চগুলি থেকে যেন উপচে পড়ে বাইরে বেরিয়ে এল, প্রতিটি গোলাবর্ষণে সোৎসাহে বাহবা দিতে লাগল, মহোল্লাসে দেখতে লাগল শত্রুর ঝটিতি পশ্চাদপসরণ।

আক্রমণরত শত্রুর উপরে 'কাত্যুশার' আঘাতের ফলটা হয়েছিল মারাত্মক। ট্রেঞ্চের ভিতরে থাকা পদাতিক সৈন্যদের বিরুদ্ধে তার কাজ ততটা ভালো ছিল না, কারণ ট্রেঞ্চে একমাত্র সরাসরি আঘাত করতে পারলেই তাতে কাজ

হত। 'কাত্যুশা' অভিক্ষিপ্ত অংশগুলি ছড়িয়ে দিত অনেকটা এলাকা জুড়ে। পরে এই বিষয়টা আমরা বিবেচনা করেছিলাম। প্রথমে আরও একটি ব্যাপার আমাদের গণ্য করতে হয়েছিল, তা হল রকেট উৎক্ষেপকগুলিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে চরম সতর্কতা। এই বিষয়ে নির্দেশাবলী এত গোলমেলে ছিল যে তা প্রায় 'কাত্যুশা' ব্যবহার করায় উৎসাহবোধ না করারই সামিল। বেশ কিছু গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক মন্তব্য করেছিলেন যে সেগুলি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়াটা একজন খেয়ালি নারীর আবদার মেটানোর চেষ্টা করার মতো। আমি স্থির করলাম নির্দেশগুলিকে কিছুটা সরল করার দায়িত্ব নিজেই নেব। দক্ষতার সঙ্গে যখন ব্যবহার করা হত, তখন এই রকেটাস্ত্রগুলি খুবই ভালো ফল দিত।

সেনাবাহিনী ক্রমে ক্রমে তার গোলন্দাজ সাজসরঞ্জাম গড়ে তুলছিল, তার ফলে ট্যাঙ্কের দিক দিয়ে শত্রুর শক্তিপ্রাবল্যের মোকাবিলা আমরা করতে পেরেছিলাম আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর শক্তি দিয়ে। লড়াইয়ে সৈন্যদের তা বিরাট সাহায্য করেছিল, তাই কামান-চালানো সৈন্যদের প্রতি পদাতিক সৈন্যদের শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। অধিকন্তু, ট্যাংক ব্যবহারের ব্যাপারে আমরা শত্রুর কৌশল বুঝে গিয়েছিলাম।

জার্মান বিমানবহরকে ঠেকাবার মতো কিছুই আমরা ভেবে বার করতে পারলাম না। তাই আবার আমাদের নির্ভর করতে হল কামানেরই উপরে — ৩৭ মিলিমিটার কামান — কিন্তু সেগুলির পাল্লা ছিল কম উচ্চতার, তার উপরে সংখ্যাতেও খুবই কম।

বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে আসা সৈন্যদের কাছ থেকে আমাদের ইউনিটগুলি নতুন সৈন্যবল পেয়েছিল। কেউ কেউ সীমান্ত থেকে পুরো পথ পায়ে হেঁটে এসেছিল, কেউ বা মিন্স্ক প্রভৃতি জায়গা থেকে। এই বিরাট লোকাগমের ভালোমন্দ দু দিকই ছিল। অনেক অফিসার এক-এক দল সশস্ত্র সৈন্যকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তারা পথ করে নিয়েছিল লড়তে লড়তে, তাদের প্রতি আমার ছিল প্রগাঢ়তম শ্রদ্ধা। কিন্তু নিরস্ত্র অবস্থায় যে কত লোক, অফিসার ও সৈনিক, এসেছিল তার ইয়ত্তা নেই!

তাদের সবাইকে সশস্ত্র করা দরকার। কিন্তু কী দিয়ে? পশ্চাদ্ভাগ থেকে যা যোগান আসছিল তা নিতান্তই বিন্দুবৎ।

কে যেন — মনে হয় আলেক্সেই লোবাচেভই হবেন — প্রস্তাব দিলেন যে সৈন্যরা যদি বেষ্টনী থেকে শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলের মধ্য থেকে গোটা এক একটা দলে রণাঙ্গন অতিক্রম করে আসতে পারে, তা হলে অস্ত্রশস্ত্র

পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে খুঁজে দেখতে শত্রুর ব্যূহের পিছনে স্কাউটদের আমরা পাঠাতে পারব না কেন? আমরা তা চেষ্টা করে দেখলাম এবং বেশ সফলও হলাম, বেশ কিছুকালের জন্য আমাদের যা দরকার ছিল তার অনেকটাই পেলাম একেবারে জার্মানদের নাকের তলা থেকে। নির্ভীক এক-একদল সৈনিক — তাদের মধ্যে ছিল তারাও যারা বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিল এবং সবচেয়ে ভালো পথগুলি চিনত — নিয়ে এল রাইফেল, সাবমেশিন-গান, মেশিন-গান, মর্টার, এমন কি কখনও বা একটা ৪৫ মিলিমিটার কামান, আর গোলাবারুদের কথা তো বলাই বাহুল্য; সেগুলোও আমাদের খুবই দরকার ছিল।

অতএব জীবন চলতে থাকল। সব রকম ধাক্কা আর ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও ১৬শ সেনাবাহিনী এখন রীতিমত একটা দুর্দান্ত শক্তি এবং তার জঙ্গী মনোভাব ক্রমান্বয়ে উন্নত হতে থাকল।

সাম্প্রতিকতম আক্রমণাভিযানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় শত্রু প্রতিরক্ষায় মনোনিবেশ করল। অগস্ট মাসের মাঝামাঝি আমাদের পরিদর্শন-পরিক্রমায় বোঝা গেল যে জার্মানরা ভপ নদীর পশ্চিম তীর বরাবর লাইনটির রক্ষণব্যূহ ব্যস্তসমস্তভাবে জোরদার করে তুলছে। জার্মান ৯ম সেনাবাহিনীর দখল-করা আদেশ ও অন্যান্য দলিল থেকে আমরা জানতে পারলাম যে গোটা প্রতিরক্ষা লাইন বরাবর নিবিড় কাজকর্ম চলছে।

কিছুদিনের মধ্যেই আমরা হয়ে উঠলাম মস্কোর আলোচনার বিষয়। সোভিয়েত সংবাদ ব্যুরোর বার্তাগুলিতে ইয়ার্ৎসেভো গ্রুপের কথা এবং তার পরে ১৬শ সেনাবাহিনীর কথা ঘন ঘন উল্লেখ করা হতে থাকল। মস্কোর কলকারখানা থেকে, পার্টি ও যুব কমিউনিস্ট লিগ (কমসোমল) সংগঠনগুলি থেকে প্রতিনিধিদল এবং সেই সঙ্গে পার্টি কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা, লেখক ও সংবাদদাতারাও আসতে লাগলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে; অভিনেতারা সৈন্যদের জন্য প্রায়ই অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে লাগলেন। এ সবই রণাঙ্গন ও পশ্চাদ্ভাগের মধ্যে দৃঢ় ও কল্যাণকর যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করেছিল।

একবার জেনারেল স্টাফ থেকে আমরা টেলিফোন-বার্তা পেলাম সোভিয়েত জেনারেল স্টাফে ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্বকারী একজন জেনারেলের নেতৃত্বে একটি ব্রিটিশ সামরিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করার জন্য। আমি ছিলাম বাঁ পার্শ্বদেশে, সলোভিয়োভো পারাপারের পথের কাছে, এবং সত্যি বলতে কি দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা করার সময় আমার

ছিল না। আমি মালিনিনকে আদেশ দিলাম অতিথিদের অভ্যর্থনাকারী হতে; তিনি তাঁদের নিয়ে গেলেন কর্নেল কিরিল্লভের ৩৮তম পদাতিক ডিভিশনের কম্যান্ড পোস্টে। সাক্ষাৎকার চলেছিল বেশ শোভন কূটনৈতিক পরিবেশে, এবং পরে মালিনিন ও লোবাচেভ আমাকে বলেছেন, রীতিমত হার্দ্য অবস্থায়। ব্রিটিশ অফিসাররা আমাদের রণক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত 'চমৎকার রুশ ভোদকা'-র র‍্যাশনের অনেকখানিই গলাধঃকরণ করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং লাল ফৌজের প্রশংসায় ও তার প্রতি 'টোস্ট' করার ব্যাপারে একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন।

অগস্টের দ্বিতীয়ার্ধে, আমাদের ডান দিকের সঙ্গী, জেনারেল ই. স. কোনেভের ১৯শ সেনাবাহিনী এক আক্রমণাভিযান শুরু করল। শত্রুর পক্ষে সেটা ছিল অতর্কিত এবং স্থানীয় কিছু সাফল্যও তাতে পাওয়া গেল। কিন্তু জার্মানরা নিজেদের ভালোভাবেই সুরক্ষিত করে রেখেছিল, তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করা গেল না। তার পর আমাদের পশ্চিম রণাঙ্গনের সৈন্যরা আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালিয়েছিল শুধু ইয়েল্নিয়া এলাকায়, সেখানে শত্রুসৈন্যরা তাদের জুলাই মাসের আক্রমণাভিযানে আংশিকভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল।

১৬শ সেনাবাহিনী তার অবস্থানগুলি আগলে রইল, লড়াইয়ের সময় সন্ধানী-পর্যবেক্ষণে ব্যাপৃত থাকল এবং মাঝে মাঝে আক্রমণ চালাল কোনো কোনো ক্ষেত্রের উপরে। আমাদের সামনের শত্রুও অনুরূপ কাজকর্মে লিপ্ত থাকল। আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম যে আমাদের বিপরীত দিকে যে সমস্ত ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত ডিভিশন লড়াই করছিল সেগুলিকে সরিয়ে সেখানে পদাতিক সৈন্যদের আনা হয়েছে।

মালিনিনের চেষ্টার ফলে সেনাবাহিনীর কম্যান্ড পোস্ট আবার নির্মিত হল। তাঁবু থেকে আমরা চলে এলাম মাটির নিচে খোঁড়া জায়গায়, সেগুলো ঘন অরণ্যে বেশ ভালোভাবেই ঢাকা ছিল। আলোবাতাস-ভরা তাঁবুগুলির পরে সেই খোঁড়া জায়গাগুলো সেঁতসেঁতে আর খাঁচার মতো মনে হচ্ছিল বটে, তবে সেগুলির একটা স্থায়ী আর মজবুত ভাব ছিল। স্টাফ অফিসাররা একসঙ্গে বেশ ভালো কাজ করছিলেন, আমি দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম যে নেতাদের একটা আগ্রহজনক ও অত্যন্ত দক্ষ দল ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠছে। সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একজন সামরিক নেতা শান্তির সময়ে যখন তাঁর সৈন্যদের প্রস্তুত করেন, তখন তাঁর কর্মীদের ঝাড়াই-বাছাই করার সময় ও সুযোগ তিনি পান, প্রশিক্ষণ আর শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সময় থাকে,

বিভিন্ন মেজাজ আর চরিত্রের লোকের পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সময়ও থাকে। এখানে সেই মানিয়ে-নেওয়া কাজটা সম্পন্ন করেছিল যুদ্ধ। সামরিক পরিষদ সদস্য আ. আ. লোবাচেভ একাধিকবার মন্তব্য করেছিলেন যে আমরা এত তাড়াতাড়ি একসঙ্গে মিলতে পেরেছি, কারণ আমরা প্রত্যেকেই 'ব্যাপারটার মধ্য দিয়ে গিয়েছি,' জানি ব্যাপারটা কী। ১৬শ সেনাবাহিনীর স্টাফ অফিসাররা জুলাই মাসের শেষ দিক ও অগস্ট মাসের গোড়ার দিকের জটিল ও গতিময় অবস্থাব মধ্যে নিজেদের যোগ্যতা দেখিয়েছিলেন, বিশেষ করে স্টাফ প্রধান ম. স. মালিনিন, গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ভ. ই. কাজাকভ, আমাদের যোগাযোগ-ব্যবস্থার প্রধান প. ইয়া. মাক্সিমেঙ্কো (একজন বর্ষীয়ান কর্নেল, নিজের কাজের নাড়ীনক্ষত্র জানতেন) এবং ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজড ফৌজের প্রধান গ. ন. ওরিওল।

প্রত্যেক নেতার ছিল কাজ করার নিজস্ব ধরন এবং অধীনস্থদের প্রতি আচরণের ধারা। এ রকম একটা সূক্ষ্ম কাজের বিচার করার ধরাবাঁধা কোনো মানদণ্ড নেই। আমরা এমন একটা অনুকূল কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, যেখানে 'যে-আজ্ঞে'-জাতীয় মনোভাবের ভিত্তিতে সম্পর্কের কোনো স্থান থাকবে না, এমন কুণ্ঠার স্থান থাকবে না যাতে লোকে ঊর্ধ্বতন অফিসারের মতের থেকে আলাদা অভিমত প্রকাশ করতে ইতস্তত করে। আমার প্রজন্মের লাল ফৌজের অফিসারদের পার্টি এই মনোভাবেই গড়ে তুলেছিল।

সদরদপ্তরে স্টাফ প্রধান ম. স. মালিনিন, সামরিক পরিষদ সদস্য আ. আ. লোবাচেভ আর আমি থাকতাম একটি ঘরে — সেটিকে আমরা বলতাম স্টাফ-ঘর। তার ফলে গোপন সংবাদ-সংগ্রহ বিভাগের প্রধান, তৎপরতা বা যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধানরা যখন স্টাফ প্রধানের কাছে রিপোর্ট করতেন, তাতে আমি উপস্থিত থাকতে পারতাম। আবার সেনাবিভাগের অধিনায়করা যখন আমার কাছে রিপোর্ট করতেন, এবং নবাগতদের সঙ্গে আর ইউনিট অধিনায়কদের সঙ্গে সামরিক পরিষদ সদস্য যখন আলোচনা করতেন, মালিনিন তাতে যোগ দিতে পারতেন। এই বন্দোবস্তের ফলে আমি পরিস্থিতি সম্পর্কে নাড়ীর খবর রাখতে পারতাম। স্টাফ-ঘরে আমাদের কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আদেশ ও নির্দেশের বক্তব্য ও ভাষা কী হবে তাই নিয়ে আলোচনা করতাম। মোট ফলটা হয়েছিল এই যে আমাদের সমস্ত কাজে তা সাহায্য করত এবং উপযোগী উদ্যোগ গড়ে তুলত। উদ্ভাবনমূলক চিন্তা আর অনুপ্রেরণার ঝলকানি দেখা দিত অনেক বেশি।

স্টাফ প্রধান ছিলেন ধীরস্থির, পণ্ডিত-গোছের লোক, নিজের উপরে ও অধীনস্থদের উপরে তাঁর ছিল গভীর আস্থা। একটা আদেশ যাতে পালিত হয় সে ব্যাপারে তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে কারও সন্দেহ ছিল না। মালিনিনের একটি চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য সম্ভবত বড় একটা সদরদপ্তরের প্রধানের পক্ষে কিছুটা অস্বাভাবিক ছিল। তিনি সব সময়েই ভবিষ্যতের কোনো যুদ্ধক্ষেত্র নিজের চোখে দেখার উপরে খুব জোর দিতেন। এটা নিশ্চয়ই ছিল তাঁর নিজের কাজ পরীক্ষা করে দেখার নিজস্ব পদ্ধতি। তিনি ঘন ঘন রণাঙ্গনের সামনের সারিগুলি দেখতে যেতেন এবং সৈন্যদের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন, সেটা আমাদের সদরদপ্তরের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্য করেছিল।

আমার সহকারীরা শিক্ষিত ছিলেন, নিজেদের কাজ ভালোবাসতেন, সেজন্য আমি আনন্দ বোধ করতাম, কিন্তু তাঁদের মধ্যে যা আমার সবচেয়ে ভালো লাগত তা হল নিজেদের মতামত উপস্থিত করার যোগ্যতা। তার ফলে একটা প্রস্তাব নিয়ে আমাকে দুবার চিন্তা করতে হত, এবং প্রায়ই আমায় শেষ পর্যন্ত বলতে হত, 'আপনারা ঠিকই বলছেন, ব্যাপারটা আমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল।'

আমাদের সদরদপ্তরে একজন অসাধারণ যোগ্য মানুষ ছিলেন জেনারেল ভাসিলি কাজাকভ। আগেই বলেছি, সেই সময়ে গোলন্দাজরাই ছিল আমাদের প্রধান ভরসা। জেনারেল কাজাকভের ছিল গভীর জ্ঞান, উপস্থিত বুদ্ধি এবং একেবারে ব্যাটারি পর্যায় পর্যন্ত নিচের দিকের লোকজনের সঙ্গে কাজ করার যোগ্যতা। সৈন্যরা তাঁকে খুবই ভালোবাসত।

আমরা সাধারণত পদাতিক ডিভিশনের এলাকাগুলিতে অবস্থিত পর্যবেক্ষণ চৌকিগুলিকে ব্যবহার করতাম, কিন্তু আমাদের প্রিয় পর্যবেক্ষণ চৌকি ছিল সেইটি, যেটি গোলন্দাজরা ইয়ার্ৎসেভো মিলের সবচেয়ে উপর-তলায় চিমনির সারিতে স্থাপন করেছিল, সেখান থেকে নিচের জমি চমৎকার দেখতে পাওয়া যেত। শত্রুর ব্যূহগুলি অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যেত, সৈন্যদের সমস্ত গতিবিধি নজরে পড়ত।

একমাত্র অসুবিধা ছিল এই যে সেখানে পেঁছবার জন্য আমাদের প্রায় মাইলখানেক চওড়া একটা চেটালো উপত্যকা দৌড়ে পার হয়ে আসতে হত, আর শত্রু সেই জায়গাটার উপরে ভালো করেই লক্ষ্য শানিয়ে রেখেছিল। উল্লেখযোগ্য কোনো লক্ষ্যবস্তু নজরে পড়লেই জার্মানরা গুলিবর্ষণ শুরু করত, আর সে কী গুলিবর্ষণ!

উপত্যকা দিয়ে ছুটে-চলা নিঃসঙ্গ একটা গাড়ি তো ঠিক এই ধরনেরই লক্ষ্যবস্তু ছিল।

রণাঙ্গনের উভয় দিকে ট্রেঞ্চ-গেড়ে বসা সৈন্যদের পুরোপুরি দৃষ্টির সামনে ছিল সেই উপত্যকাটি, এবং এই ঘটনাটাই আমাদের মধ্যে এক ধরনের জুয়াখেলার মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল, যেটা একজন সেনাবাহিনীর অধিনায়ক আর গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধানের পদমর্যাদার সঙ্গে তেমন একটা মানানসই নয়। যাই হোক, গুলিবর্ষণের মধ্যে সেই মধ্যবর্তী জায়গাটুকু গা-বাঁচিয়ে পার হয়ে চলে যেতে আমাদের বেশ মজা লাগত এবং প্রত্যেক বার পার হয়ে আসতামও।

উপত্যকার ঠিক ওপারেই শুরু হয়েছিল শহরের উপকণ্ঠ। এখানে কিন্তু আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হত, মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হত যাতে আমাদের গোলন্দাজদের পর্যবেক্ষণ চৌকিটির অবস্থিতি শত্রু টের না পায়। শহরে জীবিত বলতে কেউ ছিল না, সব কিছু ছিল একেবারে নিঃশব্দ, সে নৈঃশব্দ্য ভাঙত শুধু কামান আর মর্টারের গোলার বিস্ফোরণে। বিখ্যাত ইয়ার্ৎসেভো সুতাকলটি জার্মান বিমানের আক্রমণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

কম্যাণ্ড পোস্টে আমরা সাধারণত ফিরে আসতাম অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে।

সারা রাত, প্রায় ভোরবেলা পর্যন্ত জার্মান বোমারু বিমানগুলির গুঞ্জন শোনা যেত উপরে, সেগুলি উড়ে যেত মস্কোর দিকে। সেই বিশ্রী একঘেয়ে গুঞ্জন স্নায়ুকে উত্যক্ত করত, জাগাত ক্রোধ আর অসহায়তাবোধ, কারণ রাজধানীর উপরে নৈশ আক্রমণ ঠেকানোর মতো কিছুই করার সাধ্য ছিল না আমাদের। কিন্তু সকালে যখন শুনতাম যে মস্কোর বিমানবিধ্বংসী প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা শত্রুর বোমারু বিমানগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে, কাজ হাসিল করতে দেয় নি, তখন যে কী আনন্দ হত তা বলবার নয়।

নাৎসি বিমান সেই সময়ে আমাদের বিব্রত করে নি, তবে একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছিল এবং তাতে আমরা প্রথমে বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম।

শত্রু বিমান মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে আমাদের অবস্থানগুলির উপরে ছোট ছোট কীটপতঙ্গ-ভর্তি কাগজের ঠোঙা ফেলে যেত। আদেশ দেওয়া হল শত্রুর বিমান চলাচলের উপরে সতর্ক নজর রাখতে এবং সন্দেহজনক দেখতে যে কোনো প্যাকেট সংগ্রহ করে তৎক্ষণাৎ পুড়িয়ে ফেলতে।

যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে আমরা কতকগুলো ঠোঙা মস্কোয় পাঠিয়ে দিলাম পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

মস্কোতেও সবাই শঙ্কিত হয়ে চট্‌পট পরীক্ষা চালাতে লাগল। ইতিমধ্যে আকাশ থেকে ঠোঙাগুলো পড়েই চলল। মাটিতে পড়ার আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ঠোঙা ফেটে গিয়ে ভিতরের পোকাগুলো কিলবিল করে এদিকে-ওদিকে চলে গেল আমাদের রোগবীজাণুনাশের চেষ্টা ব্যর্থ করে।

তার পরে মস্কো থেকে পরীক্ষার ফল এল। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। নাৎসিরা শুধু আমাদের স্নায়ুর উপরে চাপ দিতে চেষ্টা করছিল।

আমরা স্থানীয় লড়াই চালিয়ে গেলাম, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করলাম এবং সৈন্যদের আগামী দিনের যুদ্ধে যেসব দক্ষতা দরকার হবে সে বিষয়ে শিক্ষা দিলাম। মাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত যে সমস্ত সাধারণ সৈনিক লড়াইয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল তাদের জন্য জুনিয়র অফিসারদের মাসিক পাঠক্রমের ব্যবস্থা আমরা চালু করলাম। মার্শাল তিমোশেঙ্কো আন্তরিকভাবে একে স্বাগত জানালেন। আগুনে-বোতল দিয়ে যারা ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছিল তাদের কায়দা ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য পার্টি ও কমসোমল সংস্থাগুলি এক আন্দোলন শুরু করল। যুদ্ধের প্রারম্ভিক স্তরের ধাক্কার রেশটা কেটে যাচ্ছিল। একবার আমাদের মাটির ঘরে ঢোকার সময়ে কানে এল লোবাচেভ আমাদের একটি ডিভিশনের রাজনৈতিক বিভাগের প্রধানের মাথা ঠাণ্ডা করছেন:

'যুদ্ধ আর তার সমস্ত দুঃখকষ্ট একজন সৈনিকের স্বাভাবিক অবস্থা; আর তোমার স্নায়ু বিকল অবস্থায়। এটা বন্ধ করার সময় হয়েছে!'

সেনাবাহিনীর সামরিক পরিষদের সদস্য, জেনারেল আলেক্সেই লোবাচেভের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা একজন সহযোদ্ধা হিসেবে আমার কর্তব্য মনে করি। আমরা একসঙ্গে কাজ করেছিলাম সম্পূর্ণ সম্প্রীতি নিয়ে। সেনাবাহিনীকে লোবাচেভ ভালোবাসতেন, সৈন্যদের চিনতেন, আর আমি সব সময়েই তাঁর কাছ থেকে সর্বাধিক সাহায্য পেতাম। তিনি ছিলেন সেই ধাঁচের মানুষ, যার সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে ইচ্ছে করে। আমরা একই মাটির ঘরে একসঙ্গে থাকতাম, এবং পরে সাধারণত আমরা এমন বাসস্থল বেছে নিতাম যাতে একসঙ্গে থাকা যায়। অন্যান্য সমর সংবাদদাতার মধ্যে যখন ভ্লাদিমির স্তাভস্কি (ইনিও স্থিরসংকল্প কমিউনিস্ট, একজন কৌতূহলোদ্দীপক লেখক, সামরিক বিষয় সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান মোটেই ভাসাভাসা ছিল না) সফর শুরু করতে আসতেন, আমরা তিনজন তখন একই

সঙ্গে থাকতাম। এককালে আমরা পরস্পরের খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।

আমরা যখন একসঙ্গে কাজ শুরু করি, জেনারেল লোবাচেভ তখনই রীতিমত পোড়-খাওয়া উ'চুদরের রাজনৈতিক অফিসার। তাঁর জীবনটা কিন্তু আয়াসহীন ছিল না, যে সময়ে তিনি বে'চে ছিলেন সেই সময়কার প্রধান প্রধান সমস্ত দিকই তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল।

যুদ্ধ সব সময়েই যেকোনো মানুষের পক্ষে একটা কঠিন পরীক্ষা ছিল, সব সময়েই তাই থাকবে। আমাদের ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের অল্পকাল আগে এক বিপুলসংখ্যক অধিনায়ক ও রাজনৈতিক কর্মীকে নিচের ধাপ থেকে সেনাবাহিনীর উ'চু পদগুলিতে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁদের অভাব ছিল অভিজ্ঞতার, জ্ঞানের, আগে যা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন নি এমন পরিসরে নিজেদের মাথা ঠিক রাখার যোগ্যতার। এ সবই অর্জন করতে হয়েছিল লড়াইয়ের মধ্যে। লোবাচেভ আমাকে বলেছিলেন কীভাবে তাঁকে, একজন ঊর্ধ্বতন রাজনৈতিক শিক্ষাদাতাকে*, একমাসের মধ্যে পদোন্নতি ঘটিয়ে ডিভিশনাল কমিসারের পদে তুলে আনা হয়েছিল এবং ১৯৩৯ সালে বসানো হয়েছিল মস্কো সামরিক জেলার রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান পদে। ট্র্যান্স-বৈকাল এলাকায় গঠিত ১৬শ সেনাবাহিনীর সামরিক পরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি যে পুরো ১৯৪০ সাল ধরে কাজ করতে পেরেছিলেন এজন্য নিজেকে তিনি ভাগ্যবান মনে করতেন এবং সেই বাহিনীর অধিনায়কের কথা বলতেন আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। তা হলেও, কাজটা ছিল খুবই কষ্টকর। একমাত্র তীক্ষ্ন মননশক্তি, সাংগঠনিক যোগ্যতা আর জীবন থেকে শেখার বলশেভিকসুলভ ক্ষমতাই তাঁকে কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করেছিল।

সেপ্টেম্বর মাসে, জেনারেল ইভান কোনেভ পশ্চিম রণাঙ্গনের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। জেনারেল ম. ফ. লুকিন তাঁর কাছ থেকে ১৯শ সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন, আর জেনারেল ফ. আ. ইয়েরশাকভ গ্রহণ করেন ২০শ সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব।

এর মধ্যে ইয়েল্‌নিয়ার তৎপরতা (৩৭) সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে, পশ্চিম দিকে শত্রুকে হঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রে, এবং আমাদের পাশের

---

* সিনিয়র লেফটেন্যান্টের সমান পদের একজন কম্পানি রাজনৈতিক অফিসার। — অনুঃ

ক্ষেত্রেও, কোনো পরিবর্তন ঘটে। সেনাবাহিনীর তিনটি সদরদপ্তর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখল এবং তাদের সীমানা বরাবর ভালো সমন্বয় গড়ে তুলল।

সেই সময়েই লুকিনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আরও বেড়ে উঠেছিল। তখনও তাঁর চলাফেরা করতে অসুবিধা হচ্ছিল, তাই লোবাচেভ আর আমি ১৯শ সেনাবাহিনীর কম্যান্ড পোস্টে ঘন ঘন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। আমাদের দুই সেনাবাহিনী সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করতাম, আস্থা বোধ করতাম এই ভেবে যে শত্রু আমাদের ব্যূহ ভেদ করতে পারবে না। সীমানাগুলো সুরক্ষিত ছিল, যেকোনো ক্ষেত্রে শত্রুর অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য পারস্পরিক সাহায্যের ব্যবস্থা ভেবে স্থির করেছিলাম।

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে ১৬শ সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর এক বিশদ আত্মরক্ষার পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। তাতে শত্রুকে অটলভাবে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে আরেক রকম ব্যবস্থাও ছিল, শত্রু যদি আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে পারে তা হলে কী করতে হবে তা বলা হয়েছিল। আমাদের সৈন্যদের কীভাবে শত্রুকে দেরি করিয়ে দেওয়ার মতো লড়াই চালিয়ে শত্রুর মধ্যে সর্বাধিকসংখ্যক হতাহত ঘটিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে হবে, ক্রমানুযায়ী তা বর্ণনা করা হয়েছিল। আমাদের প্রধান বিবেচনাবোধ ছিল এই যে শত্রুর এখনও শক্তিপ্রাবল্য রয়েছে, তার সুকৌশল সৈন্যচালনার ক্ষমতা অনেক বেশি এবং উদ্যোগটা এখনও তাদেরই হাতে: আমাদের তাই সব রকম জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

পরিকল্পনাটি পশ্চিম রণাঙ্গনের অধিনায়ক জেনারেল কোনেভের কাছে পেশ করা হল, তিনি প্রতিরক্ষা বিষয়ক প্রথম অংশটি অনুমোদন করলেন, এবং বাধ্য হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে হলে তার পদ্ধতি যে অংশে বিশদে বর্ণনা করা হয়েছিল সেই দ্বিতীয় অংশটি বাতিল করে দিলেন।

রণাঙ্গনের আমাদের আর দুই পাশের ক্ষেত্রটিতে বিরাজমান শান্ত অবস্থা আমাদের সন্দেহ উদ্রেক করতে শুরু করেছিল। জার্মানরা নিশ্চয়ই একটা কিছুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তাদের মতলব আন্দাজ করার কোনো উপায় আমাদের ছিল না, আর আমাদের নিজেদের সৈন্যবল দিয়ে যে পরিদর্শন-পরিক্রমা আমরা চালিয়েছিলাম তাতে এটাই নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হল যে আমাদের সামনে রয়েছে শুধু পদাতিক বাহিনী। রণাঙ্গনের সদরদপ্তর থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর পাওয়া গেল না।

সাধারণভাবে, সেনাবাহিনীর অধিনায়করা খবরাখবর জানতেন সামান্যই: রণাঙ্গনের ক্ষেত্রটিতে কী ঘটছে সে সম্পর্কে শুধু অস্পষ্ট ধারণা আমাদের ছিল, তার বাইরে কিছুই জানতাম না। এটা ছিল একটা বড় অসুবিধা।

সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরের কাছে একটি পরিষ্কার জায়গায়, হলদে-হয়ে-আসা অরণ্যকে পটভূমি করে মস্কোর একটি বিচিত্রানুষ্ঠান শিল্পীর দল যখন অনুষ্ঠান পরিবেশন করছিল, ঠিক সময়ে মিখাইল লুকিন সঙ্গে একদল অফিসারকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

অনুষ্ঠানটা বেশ ভালো ছিল, শ্রোতারা সোৎসাহে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন, কিন্তু লুকিন আর আমি একপাশে সরে এলাম শত্রুর অদ্ভুত আচরণ আলোচনা করার জন্য। আমরা স্থির করলাম পরদিন লড়াইয়ের সময় পরিদর্শন-পরিক্রমা চালাব।

কাজটা আমরা করেছিলাম, এবং আমরা যাদের বন্দী করতে পেরেছিলাম তারা জানাল যে ইয়ার্ৎসেভো ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাদ্ভাগের সারিগুলিতে ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত ইউনিটগুলো এসে হাজির হয়েছে।

আমরা শক্তিবৃদ্ধির ব্যবস্থা নিলাম, বিশেষ করে প্রধান ভিয়াজমা-স্মোলেন্স্ক সড়ক আগলে-থাকা ডিভিশনগুলিতে।

জেনারেল কাজাকভ পাল্টা গোলাবর্ষণ ব্যবস্থা সংগঠিত করলেন, তাতে একটি 'কাত্যুশা' ব্যাটেলিয়নও অংশগ্রহণ করল।

২ অক্টোবর রাতে সামনের সারির পর্যবেক্ষকরা এবং পরিদর্শন-পরিক্রমা দলগুলি শত্রুর দিকে ট্যাঙ্ক ইঞ্জিনের ঘর্ঘরধ্বনি শোনার কথা জানাল। ভোরবেলায় জার্মানরা আমাদের কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রটির উপরে আক্রমণ চালাল, ঠিক যেখানে আমরা ভেবেছিলাম।

এই প্রথম শত্রু বিমান আমাদের কম্যান্ড পোস্টের উপরে বোমাবর্ষণ করল, যদিও তেমন ক্ষতি করতে পারে নি।

পর্যবেক্ষণ চৌকি থেকে আমরা দেখতে পেলাম জার্মান ট্যাঙ্কগুলি কামান ও মর্টারের গোলাবর্ষণ আরম্ভ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চলতে শুরু করছিল, সেগুলির পিছনে আসছিল পদাতিক সৈন্যরা। আমরা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম আমাদের কামান চালিয়ে। ট্যাঙ্কবিধ্বংসী ব্যাটারিগুলো সরাসরি গোলাবর্ষণ করতে লাগল, আর 'কাত্যুশা'গুলো — এখন গোটা একটা রেজিমেণ্ট — ট্রেঞ্চ থেকে টপ্কে-আসা শত্রু সৈন্যের উপরে অবিশ্রান্ত ধারায় অগ্নিবর্ষণ করে চলল।

আমাদের পদাতিক সৈন্যরা বিচলিত না হয়ে, আক্রমণমুখী ঘননিবদ্ধ

সারিগুলির মোকাবিলা করল ছোট অগ্নেয়াস্ত্রের গুলিবর্ষণ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চলল হাতাহাতি লড়াই।

লড়াই চলল দুপুর পর্যন্ত।

শত্রুর লোকবল ও সাজসরঞ্জামে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হল, কোনো সাফল্য তারা অর্জন করতে পারল না। ১৬শ সেনাবাহিনী তার অবস্থানগুলি আগলে রাখল।

বিকেলে লুকিনের ক্ষেত্রটিতে প্রচণ্ড লড়াই বেধে গেল। তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বদেশে কয়েকটি ইউনিটকে শত্রু পিছনে ঠেলে দিতে সক্ষম হল বটে, কিন্তু লুকিন জানালেন যে তিনি নিজের সৈন্যবল দিয়েই পরিস্থিতি আগেকার মতো করতে পারবেন বলে আশা করছেন।

পর দিন আক্রমণাভিযানের চেষ্টা না-করে শত্রু আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহগুলির উপরে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চালিয়ে গেল। দলে দলে বিমান ব্যাটারি অবস্থানগুলির উপর গোলাবর্ষণ করল এবং ভিয়াজমার দিকে পথগুলি ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করে গেল।

৩ অক্টোবর সন্ধ্যার দিকে ১৯শ সেনাবাহিনীর কাছ থেকে আসা খবরে পাওয়া গেল বিপদসংকেত।

'আমাকে আমার ডানপাশের সৈন্যবলকে পিছনে সরিয়ে এনে উত্তর দিকে নিয়ে যেতে হবে,' টেলিফোনে লুকিন বললেন আমায়। 'পাশের ৩০তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই।'

লুকিন সাহায্য চাইলেন, আমরা পাঠিয়ে দিলাম দুটি পদাতিক ডিভিশন, একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড আর একটি গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট।

আমাদের বাঁ দিকের প্রতিবেশী জেনারেল ইয়েরশাকভ জানালেন — সব শান্ত।

রণাঙ্গনের সদরদপ্তর থেকেও কোনো সতর্কবার্তা পাওয়া গেল না।

অথচ ঝড় ঘনিয়ে আসছিল। অচিরে আমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষ করতে পারব, প্রত্যক্ষ করব একেবারে অচিন্তিতপূর্ব অবস্থায়।

আকস্মিক আদেশ

৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় পশ্চিম রণাঙ্গনের সদরদপ্তর থেকে একটি টেলিগ্রাম পেলাম, তাতে আমাকে এখনই সৈন্যসহ আমার ক্ষেত্রটির ভার জেনারেল ইয়েরশাকভের হাতে তুলে দিয়ে গোটা ১৬শ সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরসহ ৬ অক্টোবর তারিখে ভিয়াজমায় হাজিরা জানিয়ে ইউখনভের দিকে পালটা আক্রমণ সংগঠিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদেশগুলিতে বলা ছিল যে শক্তিবৃদ্ধির উপায় সমেত আমি পাঁচ ডিভিশন পদাতিক সৈন্য পাব।

সব কিছুই অদ্ভুত মনে হল। উত্তরে, বিশেষত জেনারেল লুকিনের ক্ষেত্রটিতে, ঘনিয়ে আসছিল গুরুতর পরিস্থিতি, আর রণাঙ্গনের বাঁ দিকের পার্শ্বদেশে ও দক্ষিণ দিকে ঘটনার গতি প্রকৃতি সম্পর্কেও কোনো খবর ছিল না।...

টেলিগ্রামটা এসে পেঁছনোর সময়ে লোবাচেভ, কাজাকভ, মালিনিন আর ওরিওল সকলেই উপস্থিত ছিলেন, আমার যেমন তাঁদেরও তেমনি সন্দেহ উদ্রেক হয়েছিল।

‘এই রকম সময়ে সৈন্যদের ছেড়ে চলে যাওয়া?’ স্টাফ প্রধান বলে উঠলেন। ‘এ যে অবিশ্বাস্য!’

আমি অনুরোধ জানালাম আদেশটা লিখিতভাবে আরেকবার পাঠানো হোক এবং রণাঙ্গনের অধিনায়ক সেটি নিজে যেন স্বাক্ষর করে দেন।

সেই রাতে একজন বৈমানিক আদেশটি পেঁছে দিলেন, সেটি জেনারেল কোনেভ এবং সামরিক পরিষদ সদস্য ন. আ. বুলগানিন কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত।

সন্দেহ কেটে গেল, কিন্তু সংশয় দূর হল না।

ইতিমধ্যে ২০শ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা এসে পেঁছোলেন দায়িত্ব

বুঝে নেওয়ার জন্য। আমাদের সদরদপ্তর গোছগাছ করে নিয়ে চলল নতুন গন্তব্যস্থলের দিকে। আমাদের সবারই মনে একটা অমঙ্গলাশঙ্কা ছিল, এবং তা বেড়ে গিয়েছিল এই ঘটনার দরুন যে আমাদের না ছিল সৈন্য, না ছিল এমন কোনো আশ্বাস যে আমাদের যেখানে পাঠানো হচ্ছিল সেখানেও কোনো সৈন্য পাব।

রেডিওযোগে রণাঙ্গনের সদরদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম না, নিজেদের মনে হচ্ছিল বোকার মতো অবস্থায় পড়েছি বলে। আমাদের পক্ষেই পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া খুবই দরকার ছিল, বিভিন্ন দিকে স্কাউটদের পাঠিয়ে সে চেষ্টা আমরা করলাম।

ইয়ার্ৎসেভোর পূর্ব দিকে নীপারের কাছে এসে যা দেখলাম তাতে আমাদের আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল: পরিত্যক্ত সব অবস্থান, ট্রেঞ্চগুলিতে কোনো লোক নেই। আমরা জানতাম যে আমাদের পশ্চাদ্ভাগে রিজার্ভ ফ্রন্টের একটা সেনাবাহিনী নীপার নদীর ধারে রাখা হয়েছিল। তার কী হল, এখন সেটা কোথায় তা যে-কেউই অনুমান করে নিতে পারে না।

ভিয়াজমা যাওয়ার পথে ৩০শ ও ২২শ সেনাবাহিনীর চলমান ইউনিটগুলির দেখা পেলাম। তারা সবাই সমস্বরে জানাল যে জার্মান ছত্রীসৈন্যরা তাদের ইউনিটগুলি ভেঙে দিয়েছে, তারা নিজেরা কোনোমতে বেরিয়ে আসতে পেরেছে এবং নিজেদের ইউনিটগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঘোড়ায় টানা গাড়ির উপরে স্তূপীকৃত অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে অনেক শরণার্থীকেও যেতে দেখলাম।

এই সমস্ত বিবরণ এবং তার সঙ্গে সন্ধানী-পর্যবেক্ষণে পাওয়া তথ্যাদি আসল অবস্থার উপরে কিছুটা আলোকপাত করল। বোঝাই গেল যে শত্রুর প্যানজার ও মোটরবাহিত সৈন্যরা ১৯শ ও ৩০শ সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রগুলি ভেদ করে পূর্ব দিকে অনেক গভীরে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়েছে। সিচোভকা, পিগুলিনো, খোল্‌ম-জিরকোভস্কি ও অন্যান্য গ্রামের শরণার্থীরা বলল যে এই সমস্ত গ্রামই দখল করে নিয়েছে বড় বড় জার্মান সৈন্যের বাহিনী, তাদের সঙ্গে ছিল বহু ট্যাঙ্ক আর অন্য সব জিনিসপত্র। এই সমস্ত গ্রামই ইয়ার্ৎসেভো-ভিয়াজমা সড়কের উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল, তাই আপাত সিদ্ধান্ত করা গেল যে এটা হল শত্রুর ঢোকানো একটা কীলক। পরের কাজটা হবে বড় সড়ক বিচ্ছিন্ন করে আমাদের সৈন্যদের ঘিরে ফেলা।

কোনো সংগঠিত ইউনিটের দেখা আমরা পেলাম না, রণাঙ্গনের সদরদপ্তরের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারলাম না। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার অনুভূতিটা

ছিল পীড়াদায়ক। প্রধান সড়কের দক্ষিণ দিকের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা নিয়ে মালিনিন আর আমি একটা খড়ের গাদার পাশে এসে পথ-চলা বন্ধ করে আমাদের স্কাউটদের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলাম। কয়েকজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে লোবাচেভ সামনে এগিয়ে গেলেন। এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে তিনি ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে বসলেন একটা খড়ের গাদার উপরে।

'পথের মোড়ে ভাসিলি সোকলোভ্স্কির (৩৮) সঙ্গে দেখা হল। কাসনিয়ায় কেউই নেই। কিন্তু, তিনি বললেন, আমাদের আদেশ বদলায় নি।'

লোবাচেভের অভিমত ছিল এই যে কী ঘটছে সে সম্পর্কে রণাঙ্গনের স্টাফ প্রধানের নিজেরই ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট।

আমাদের স্কাউটরা তখনও ভিয়াজমা এলাকায় কোনো সৈন্য আবিষ্কার করতে পারল না। কোনেভের আদেশে প্রতিশ্রুত সেই ডিভিশনগুলো কোথায় থাকতে পারে? আমাদের নতুন কম্যাণ্ড পোস্টের দিকে যেতে যেতে এই চিন্তাটাই আমার মাথায় ঘা মারছিল।

দেখতে পেলাম কম্যাণ্ড পোস্ট যুদ্ধ করতে যাওয়ার জন্য প্রায় পুরোপুরি প্রস্তুত। সিগন্যালাররা তাদের রেডিও সেটগুলি চালু করে রেখেছিল, কিন্তু রণাঙ্গনের সদরদপ্তরের কোনো সাড়াশব্দ নেই: হয়তো এখনও পথ-চলা অবস্থায় আছে, এখনও রেডিও স্টেশন স্থাপন করে নি।

ইউনিটগুলির কোনো একটির সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারলাম না আমরা।

সৈন্যরা কোথায় তা বার করার জন্য, এবং রণাঙ্গনের অথবা সাধারণ সদরদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য মালিনিনকে পরামর্শ দিয়ে আমি গাড়িতে লোবাচেভের সঙ্গে ভিয়াজমায় গেলাম।

গ্যারিসন কম্যাণ্ডার, জেনারেল ই. স. নিকিতিন জানালেন:

'ভিয়াজমা বা তার উপকণ্ঠে কোনো সৈন্য নেই। আমার যা আছে, তা হল কেবল মিলিৎসিয়া। শহরে পরিস্থিতি উত্তেজনাময় এবং দক্ষিণ দিক থেকে, এমন কি দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে, ইউখনভ থেকেও জার্মান ট্যাঙ্ক আসছে বলে গুজব ছড়াচ্ছে।'

'স্থানীয় সরকারি আর পার্টির কর্মকর্তারা সব কোথায়?'

'ক্যাথিড্রালের মধ্যে, গোটা প্রদেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।'

ভিয়াজমার প্রান্তে একটা উঁচু টিলার উপরে ক্যাথিড্রালটি দাঁড়িয়ে ছিল প্রাচীন দুর্গপ্রাসাদের মতো। তলকুঠরিতে স্মোলেন্স্ক প্রদেশের পার্টি

কমিটির সম্পাদক দ. ম. পপোভের দেখা পেলাম স্মোলেন্স্ক ও ভিয়াজমা শহর পার্টি কমিটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান, দ. আ. লেস্তেভ; তিনি আমাদের সানন্দে স্বাগত জানালেন।

'সব কিছু ঠিক আছে, কমরেডস্,' চারপাশের অসামরিক ব্যক্তিদের বললেন তিনি। 'পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি -- কম্যান্ডিং জেনারেল...'

দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের হতাশ করতে হল, কারণ আমি ছিলাম এমন অধিনায়ক, কিন্তু অধিনায়কত্ব দেওয়ার মতো কেউ নেই যার। জেনারেল নিকিতিনকে আমি বললাম ভিয়াজমা এলাকায় সৈন্য ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি যা জানেন তা পার্টি কর্তৃপক্ষকে জানাতে। লেস্তেভ দারুণ অবাক হয়ে গেলেন।

'আমি বুঝতে পারছি না,' বললেন তিনি। 'আমি এই সবে রণাঙ্গনের সদরদপ্তর থেকে ফিরে এসেছি, সদরদপ্তর একটা নতুন জায়গায় উঠে যাচ্ছে। ওরা আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে এখানে আপনার জন্য অন্তত পক্ষে পাঁচটি ডিভিশন ১৬শ সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরে এসে পৌঁছনোর অপেক্ষায় রয়েছে।'

সেটা ছিল ৬ অক্টোবরের বিকেল।

সন্ধানী-পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং শহরে ঢোকার পথগুলির উপরে নজর রাখার ব্যাপারে কী করা হচ্ছে, নিকিতিনকে আমি সে প্রশ্ন করার আগেই স্মোলেন্স্কের শহর সোভিয়েতের সভাপতি আ. প. ভাখতেরভ চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এলেন তলকুঠরিতে, 'জার্মান ট্যাংক শহরে ঢুকে পড়েছে!'

'কে খবর দিল?'

'ঘণ্টা-ঘর থেকে আমি নিজের চোখে দেখলাম!'

'কমরেড লোবাচেভ, দয়া করে গাড়িগুলোকে তৈরি রাখুন।'

লেস্তেভ আর পপোভের সঙ্গে আমি চটপট ঘণ্টা-ঘরের চুড়োয় উঠে এলাম। সত্যিই, প্যানজাররা এসে গেছে, শহরের বাইরে পলায়মান গাড়িগুলোর উপরে মেশিন-গান গুলিবর্ষণ করছে।

জার্মান ট্যাংকগুলি তখন ভিয়াজমায় ঢুকছিল, সময় থাকতেই আমাদের বেরিয়ে পড়া দরকার। ঠিক সেই মুহূর্তে শহর রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না।

আমার 'জিস-১০১' সিড্যান গাড়িটা ছিল প্রশস্ত, তার মধ্যে এবং লোবাচেভ আর পপোভের গাড়িদুটোর মধ্যে লোকজনের পুরো দলটাকে

ঠেসে ঢুকিয়ে নিয়ে আমরা শহরের বাইরে চলে এলাম নিরাপদেই। একটা জায়গায় আমরা একটা ট্যাঙ্কের প্রায় সামনা-সামনি পড়ে গিয়েছিলাম, সেটি অগ্নিবর্ষণ করার আগেই আমাদের ড্রাইভার মোড় ঘুরিয়ে গাড়িটাকে পাশের একটা রাস্তায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

কম্যান্ড পোস্ট অবস্থিত ছিল ভিয়াজমার উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে এক কুঞ্জবনের মধ্যে। স্টাফ যেসব খবর সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল প্রথমেই আমরা তা থেকে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে নিলাম। জার্মানরা আঘাত করেছিল তাদের প্রিয় কায়দায় — দু দিকে রণাঙ্গন ভেদ করে এবং ভিতর দিকে গভীরে চালিত কীলকগুলিকে যুক্ত করে একটা ভিতরের বলয়বেষ্টনী গঠন করে, আর ভিয়াজমা ছিল সাঁড়াশির সংযোগস্থল। নিজেদের চোখে দেখে এটুকু আমরা জানতে পেরেছিলাম; সন্ধানী-পর্যবেক্ষণে তা পাকাপাকি বোঝা গেল। এখন প্রশ্নটা হল, বাইরের বলয়বেষ্টনী শত্রু কোথায় স্থাপন করতে চেষ্টা করবে। সেটা আমাদের বার করা দরকার।

৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় রণাঙ্গনের তৎপরতা বিভাগের প্রধান, জেনারেল গ. ক. মালান্দিন (৩৯) আমাদের কম্যান্ড পোস্টে এসে পৌঁছলেন জেনারেল কামেরাকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁরা রণাঙ্গনের সদরদপ্তরের খোঁজ করেছিলেন, পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না। আমরা যেটুকু জানতে পেরেছিলাম সবই তাঁদের জানালাম এবং তাঁদের পরামর্শ দিলাম রাতের অন্ধকারের আড়ালে চেষ্টা করে পূর্ব দিকে পথ করে নিতে, বড় সড়কের উত্তর দিক বরাবর। দুজন জেনারেলের জন্য নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে একদল অফিসারকে সঙ্গে পাঠালাম। তাঁরা জেনারেল দুজনকে নিরাপদে পার করিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু ফেরার পথে পড়ে গেলেন জার্মানদের সামনে। দুজন অফিসার আহত হলেন, গাড়িটি আগুনে পুড়ে গেল, বাকি পথটা তাঁদের আসতে হল পায়ে হেঁটে।

মালিনিন জানালেন যে ভিয়াজমা এলাকায় তিনি কোনো সোভিয়েত ডিভিশন দেখতে পাচ্ছেন না। আমাদের এই অত্যদ্ভুত অবস্থায় আমাদের স্থির করতে হবে কী করব।

আমাদের সৈন্যদের কাছে ফিরে যাব? কিন্তু শত্রু ভিতরের বলয়টি এঁটে ধরছিল বলে সে কাজ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। যদিও, আসল কথাটা ছিল এই যে ১৬শ সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরকে একটা বিশেষ কাজের জন্য

নির্ধারিত করা হয়েছে এবং নিজেদের হাজিরা জানিয়ে কাজটা কী তা জানতে আমরা বাধ্য।

৬ অক্টোবর সন্ধ্যার দিকে আমাদের সদরদপ্তরের ইউনিটটি ভিয়াজমার উত্তর-পূর্ব দিকে ও ভিয়াজমা-মজাইস্ক সড়কের উত্তর দিকে একটা অরণ্যের মধ্যে ঢুকে গেল। আমাদের আগেকার অবস্থানগুলি জার্মান বিমান টের পেয়ে গিয়েছিল।

সারা রাত এবং তার পরের সারাটা দিন স্কাউটদের আমরা বিভিন্ন দিকে ব্যস্ত রাখলাম। তারা জানতে পারল যে ভিয়াজমার পূর্ব দিকের রাস্তা শত্রুর ট্যাঙ্ক বাহিনীতে ছেয়ে রয়েছে; মোটরবাহিত পদাতিক সৈন্যরা ভিয়াজমা দখল করে নিয়েছে; দলে দলে শত্রু সৈন্য স্রোতের মতো চলেছে সিচোভকার দিকে।

তুমানোভো তখনও অধিকৃত হয় নি, সেখানে আমরা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন-কমিসারিয়েতের (৪০) এক অশ্বারোহী স্কোয়াড্রনের দেখা পেলাম, তারা সানন্দে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল।

পশ্চিম দিকে শত্রু সমস্ত রাস্তা আগলে একটি রণাঙ্গন স্থাপন করেছে — এই খবর সত্য বলে প্রতিপন্ন হল।

তুমানোভোর জঙ্গলে এক পরিত্যক্ত মাটির ঘরে আমার ঘনিষ্ঠতম সহযোগীদের সঙ্গে আমি এক যুদ্ধেব পরামর্শ সভা করলাম। সকলেই একমত হলেন যে আমরা আর অপেক্ষা করতে পারি না। পূর্ব দিক থেকে কোনো সৈন্য আসার কোনোই আশা নেই, সুতরাং বেষ্টিত সৈন্যদের সাহায্য করার মতো অবস্থাও আমাদের নেই। আমরা নিজেরাই আটকা পড়ে গেছি ভিতরের আর বাইরের বলয়বেষ্টনীর মাঝানে, সেই বাইরের বেষ্টনী জার্মানরা অতি দ্রুত এঁটে আনছে।

আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল উত্তর-পূর্ব দিকে, শত্রুর ব্যূহগুলি যেখানে সম্ভবত সবচেয়ে পাতলা সেই দিকটা ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া; সেখানে বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসা সোভিয়েত সৈন্যদের দেখা পেলেও পেতে পারি। আমরা যাত্রা শুরু করব ৭ অক্টোবর, অন্ধকার হওয়ার পর।

একটা সময় গিয়েছে যখন আমরা ইতস্তত ছড়ানো অফিসার আর সৈনিকদের একত্র করতাম, তাদের সংগঠিত ও উৎসাহিত করতাম, বলতাম যে একজন অধিনায়ক যখন সততার সঙ্গে কাজ করেন, কমিউনিস্ট আর কমসোমলরা অটল হয়ে থাকে, তখন সাধারণ সৈনিকরা দেশের প্রতি তাদের

কর্তব্য পালন করে কৃতিত্বের সঙ্গে এবং সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে ওঠে। এখন তা আমাদের নিজেদেরই প্রমাণ করার পালা এসেছে।

সমস্ত লোকজনকে কতগুলো ইউনিটে সংগঠিত করা হল; নিযুক্ত করা হল অধিনায়কদের। আমরা চলব তিনটি সারিতে: প্রধান সারিটি আমার অধিনায়কত্বে, ডান দিকের সারিটি জেনারেল কাজাকভের অধীনে, এবং দ্বিতীয় ধাপটি যার মধ্যে ছিল আমাদের সমস্ত মোটরগাড়ি, সেটি কর্নেল ওরিওলের অধীনে। সাঁজোয়া গাড়িগুলি আর ব. ত.-৭ ট্যাঙ্কগুলি প্রধান সারির ঠিক পিছনে-পিছনে চলবে, যাতে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা হলে সেগুলিকে আমি চটপট কাজে লাগাতে পারি। পথ চলার সময়ে আমরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ সংগঠিত করলাম, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন-কমিসারিয়েতের অশ্বারোহী স্কোয়াড্রন, তার অধিকতর গতিশীলতার দরুন, খুবই কাজে লাগল।

ড্রাইভাররা ছাড়া সবাইকেই হেঁটে চলতে হবে।

লোবাচেভ সমস্ত অফিসার, সৈনিকদের আর ড্রাইভারদের সদরদপ্তরের বাস-এর সামনে জড়ো করলেন চূড়ান্ত নির্দেশাদি দেওয়ার জন্য: কোনক্রমেই ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়া চলবে না; চলতে হবে এবং লড়তে হবে একত্রে. সবাই একজনের জন্য আর একজন সবাইয়ের জন্য — সেনাবাহিনীর এই নিয়ম মনে রাখতে হবে; কোনো অবস্থাতেই আহতদের ফেলে আসা চলবে না; নিহতদের সঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে হবে, কিংবা, তা যদি অসম্ভব হয়, কবর দিতে হবে।

সন্ধ্যার আঁধারে সৈনিকদের মুখ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম তারা আমাদের কথা বুঝেছে, আমাদের বিশ্বাস করছে। যুদ্ধ আমাদের অনেক শিক্ষাই দিয়েছে।

সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। প্রবল বর্ষণে গ্রামের পথগুলো পাঁকে-ভরা জলায় পরিণত হয়েছিল।

মাঝে মাঝে আমাদের থামতে হচ্ছিল দলছুট সৈন্যরা যাতে এসে আমাদের ধরে ফেলতে পারে এবং সারিগুলো আবার বিন্যস্ত করা যায়। আমাদের সঙ্গে শ-খানেক গাড়ি আর ট্রাক ছিল, সেগুলি আমাদের প্রচন্ড ভোগাতে লাগল কাদায় আটকে গিয়ে, সেগুলিকে ট্যাঙ্কের সাহায্যে কাদা থেকে টেনে বার করতে হচ্ছিল।

পনের কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামে গিয়ে প্রথমে থামা হবে এই রকম পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সেই গ্রামের কাছাকাছি আমাদের স্কাউটরা,

তার পরে অগ্রবর্তী দলটি জার্মান সাইকালারোহী আর দুটি ট্রাক-ভর্তি পদাতিক সৈনিকদের সামনাসামনি পড়ে গেল। অল্প কিছুক্ষণের জন্য সংঘর্ষ হল, আমাদের সৈন্যরা দুটি ট্যাঙ্কের মদত নিয়ে সহজেই শত্রুকে খতম করল। কয়েকজন মৃত, একটি ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাক আর অনেকগুলি মোটরসাইকেল ফেলে রেখে জার্মানরা পালিয়ে গেল। এই যুদ্ধে আমাদের প্রধান সৈন্যবল অংশগ্রহণ করে নি।

মাঝে-মধ্যে ডান দিকে বা বাঁ দিকে জার্মানদের ছোট ছোট দলের সঙ্গে আমাদের পরিক্রমণকারী পাহারাদারদের গুলি-বিনিময় চলল। এতে সবাই সতর্ক হয়ে উঠল, কিন্তু বিশৃঙ্খলা ঘটল না।

একটি গ্রামে — নামটা আমার মনে নেই — আমরা এসে থামলাম স্বল্পকালের বিশ্রাম ও কিছু আহারের জন্য। (প্রসঙ্গত, অশ্বারোহী স্কোয়াড্রনটি যেখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, সেই তুমানোভোতে বেশ কয়েকটা খাদ্যবাহী ট্রেন স্টেশনে আটকে পড়েছিল; আমাদের ট্রাকগুলোতে যতটা পারি খাবার-দাবার বোঝাই করে বাকিটা আমরা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলাম।)

লোবাচেভ, মালিনিন, অন্য কয়েকজন স্টাফ অফিসার আর আমি একটি বাড়িতে ঢুকলাম। গৃহকর্তারা অবশ্যই ভীত-শঙ্কিত হয়েছিলেন, তবে আমাদের তাঁরা আতিথেয়তার সঙ্গে স্বাগত জানালেন। একটি ছোট ছেলে দৌড়ে ভিতরে এসে ঢুকল।

'কী খবর, ক্ষুদে স্কাউট?'

সে সলজ্জভাবে বলল যে সেদিনই সন্ধ্যায় তিনটি জার্মান ট্যাঙ্ক আর পাঁচ ট্রাক-ভর্তি সৈন্য গ্রামের মধ্য দিয়ে গেছে। আমাদের গৃহকর্ত্রী আরও জানালেন যে পনের কিলোমিটারের মতো উত্তর দিকে নোভো-দুগিনো ও তিয়োসোভো থেকে আসা শরণার্থীরা খবর দিয়েছে যে এলাকাটা শত্রুর সাঁজোয়া গাড়ি আর ট্রাকে একেবারে গিজ্‌গিজ্‌ করছে।

তাঁর কথায় বাধা পড়ল অন্ধকার কোণা থেকে আসা এক পুরুষ কণ্ঠে: 'কমরেড কম্যান্ডার, কী হচ্ছে সব, অ্যাঁ!'

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে কোণায় একটা বিছানার দিকে তাকালাম। পাকা-দাড়ি এক বৃদ্ধ (জানা গেল, মহিলাটির বাবা) সেখানে শুয়ে ছিলেন।

খর-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বেদনা আর তিক্ততায় ভরা গলায় বললেন:

'কমরেড কম্যান্ডার... আপনারা নিজেরা তো সরে পড়ছেন আর আমাদের

ফেলে রেখে যাচ্ছেন। আমাদের যা কিছু ছিল সবই আমরা লাল ফৌজকে সাহায্য করার জন্য দিয়েছি, যদি কাজ হত তো গায়ের শেষ জামাটা পর্যন্ত খুলে দিতাম। আমি নিজে একজন পুরনো সৈনিক, জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়েছি, তাদের রাশিয়ায় ঢুকতে দিই নি। এখন আপনারা কী করছেন?'

সেই কথাগুলো আজও আমার মনে আছে। কথাগুলো যেন মুখে চড় মারার মতো; আমার সঙ্গীরাও মন-মরা হয়ে পড়েছিলেন।

অবশ্য আমরা বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে বিপর্যয়টা সাময়িক, আমরা আবার ফিরে আসব, কিন্তু আমার আদৌ প্রত্যয় হল না যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দুবার আহত আর এখন শয্যাগত সেই প্রবীণ সৈনিককে আমরা আশ্বস্ত করতে পেরেছি।

'আমি যদি সুস্থ থাকতাম,' আমরা চলে আসার সময়ে তিনি বললেন, 'আমি নিজেই লড়তে যেতাম, রাশিয়াকে রক্ষা করতাম।'

সারির সামনে হাঁটতে হাঁটতে সেই বৃদ্ধ চাষী আর তাঁর পরিবারের কথা, তাঁদের সামনের দুঃখকষ্টের কথা ভাবতে লাগলাম। তাঁর ভর্ৎসনার নিশ্চয়ই যাথার্থ্য ছিল। সোভিয়েত জনগণের ভাগ্যে যে দুর্বিপাক নেমে এসেছিল তার জন্য আমার দুঃখ এই চিন্তায় আরও বেড়ে গেল।

আমরা একটা মাঠ পার হয়ে এলাম, প্রধান সারিটা আবার একটি অরণ্যে প্রবেশ করল। আমাদের স্কাউটরা জানাল, ১৮শ পদাতিক ওপলচেনিয়ে (হোম গার্ড) ডিভিশনের সৈন্যরা আমাদের উত্তর দিকে রয়েছে এবং যাচ্ছে পূর্ব দিকে। আমি সেই ডিভিশনকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আদেশ দিলাম, এবং শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার দরকার হলে তার উপরে সম্মিলিত তৎপরতার ভার দিলাম।

এখন আমাদের গ্রুপটা বেশ বড়সড় একটা শক্তি, যে কোনো দিকে ভেদ করে বেরিয়ে যেতে সক্ষম। ওপলচেনিয়ে সৈন্যরা আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে খুব খুশি হল, যদিও এ কথা বলতেই হবে যে কঠিন পরিস্থিতিতেও তারা ঘাবড়ে যায় নি, আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেও লড়াকু মেজাজেই ছিল। তারা ছিল মস্কোবাসী; নিজেদের জন্য, অভিন্ন আদর্শের জন্য তারা রুখে দাঁড়াতে জানত। স্মোলেন্স্ক রক্ষার বীর, অভিজ্ঞ জেনারেল পিওতর চেরনিশভের অধীনে সংক্ষিপ্ত অথচ সুচিন্তিত প্রশিক্ষণের পরে মস্কোর লড়াইয়ে (৪১) ১৮শ ওপলচেনিয়ে ডিভিশনকে যে গার্ডস ডিভিশনের খেতাব দেওয়া হয়েছিল, সেটা অহেতুক নয়।

ভোর হয়ে আসছিল। প্রচন্ড কষ্টকর দুর্গম, কর্দমাক্ত পথে আমরা

অন্তত ত্রিশ কিলোমিটার পার হয়ে এসেছি, এমন সময়ে খবর পেলাম যে একটি উ-২ (৪২) 'ঘাসফড়িং' তিন কিলোমিটার দূরে একটা মাঠে এসে নেমেছে। সেনাবাহিনীর বিমান বাহিনীর প্রধান, কর্নেল বারানচুককে পাঠালাম খোঁজখবর নিতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি উৎসাহদায়ক খবর নিয়ে ফিরে এলেন যে আমাদের সৈন্যরা গজাৎস্ক আগলে রাখছে, ভরোশিলভ (৪৩) আর মোলোতভ (৪৪) তার আগের দিনই সেখানে গিয়েছিলেন।

বারানচুক এতে এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে সঙ্গে করে পাইলটকে নিয়ে আসতে কিংবা তার কাছে আরও বিশদ খবর জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বললাম পাইলটকে ধরে নিয়ে আসতে, কিন্তু বিমানটি তার মধ্যেই উড়াল দিয়েছে, কোনো কারণে পশ্চিম দিকে মুখ করে।

আমাদের লোকজনের মধ্যে খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল, প্রত্যেকেই মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে গজাৎস্কের দিকে যেতে চাইল ট্রাকে করে।

সবাই নিশ্চিতভাবেই পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। ভোরের আলো দেখা দিচ্ছিল, দূর থেকে আমাদের উপস্থিতি টের পাওয়া যেতে পারত, তাই আমি স্থির করলাম আমরা সবাই গাড়িতে করে গজাৎস্কে সেতু পর্যন্ত যাব। আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে আমি দুটি ট্যাঙ্ক আর একটি সাঁজোয়া গাড়ি দিয়ে অগ্রবর্তী ডিটাচমেণ্টটির শক্তিবৃদ্ধি করলাম। অশ্বারোহীদের বলা হল শহরের উত্তর দিকের এলাকায় সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ চালাতে এবং গজাত্ নদী হেঁটে পার হওয়ার মতো অগভীর জায়গাগুলো ও অন্যান্য পারাপারের জায়গা খুঁজে বার করতে। ওপলচেনিয়ে ইউনিটগুলি চলল দ্বিতীয় ধাপে, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে নিরাপত্তা রক্ষা করে।

লোবাচেভ তাঁড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য ছটফট করছিলেন।

'এখনও হয়তো ওখানে ভরোশিলভের দেখা পেতে পারি,' তিনি বললেন।

আমি তাঁকে অগ্রবর্তী ডিটাচমেণ্টের সঙ্গে যোগ দেওয়ার অনুমতি দিলাম, কিন্তু শুধু সাঁজোয়া গাড়ির মধ্যে এবং এই শর্তে যে অনাবশ্যকভাবে তিনি নিজেকে বিপন্ন করবেন না।

স্টাফ ও সদরদপ্তরের ইউনিটগুলি একটা দীর্ঘ সারি বেঁধে পথ দিয়ে চলতে লাগল।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নদী পার হয়ে আমাদের প্রধান সৈন্যবলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার বোধগম্য বাসনায় উদ্দীপ্ত হয়ে সারিটি ক্রমে ক্রমে গতি বাড়িয়ে দিল, শেষ পর্যন্ত সেতুর কাছে আমরা অগ্রবর্তী ডিটাচমেণ্টটির পিছন দিকটা প্রায় ধরে ফেললাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের সামনে গাছগুলোর

মাথার উপরে হঠাৎ দেখা গেল ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী, তারপরেই শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ।

কোন বিবেচনা-বোধ থেকে আমরা চালিত হয়েছিলাম তা বলা কঠিন, কিন্তু সারির মাথায় আমাকে সঙ্গে করে গাড়িগুলো সবেগে সামনে এগিয়ে গেল। ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের উপরে গোলাগুলি বর্ষণ শুরু হয়ে গেল ভারী মেশিন-গান আর ট্যাঙ্কের কামান থেকে।

আমরা ছড়িয়ে পড়লাম। চটপট অবস্থাটা বুঝে নিয়ে আমি সারির কিছু সৈন্যকে আদেশ দিলাম গুজাত্ নদীর পশ্চিম তীরে ইতিমধ্যেই যারা লড়াই করছিল সেই অগ্রবর্তী ডিটাচমেণ্টের শক্তিবৃদ্ধি করতে; ট্রাকগুলোকে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকার ব্যবস্থা করতে বললাম; ১৮শ ডিভিশনকে আদেশ দিলাম একটি রেজিমেণ্ট নিয়ে শত্রুকে আটকে রাখতে এবং তার প্রধান সৈন্যবল নিয়ে আরও উত্তর দিকে বেশ কিছুটা দূরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে।

ঘটনাটা ঘটেছিল এই রকম। অগ্রবর্তী ডিটাচমেণ্টের একটি ব. ত.-৭ (সাঁজোয়া সৈন্যবাহী) এগিয়ে গিয়েছিল এবং গুজাত্ নদীর সেতুর কাছে একটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী মাইনের উপরে এসে পড়েছিল। ডিটাচমেণ্টটি তার পিছনে-পিছনে এসে পৌঁছতেই তার উপরে শুরু হয়েছিল শত্রুর মেশিন-গানের গুলিবর্ষণ। লোবাচেভের সাঁজোয়া গাড়িটি বিদ্ধ হয়েছিল একটি শেল্-এ (পরে আমরা সেটি গাড়ির মধ্যে পেয়েছিলাম)। ডিটাচমেণ্টটি নেমে পড়ে লড়াই শুরু করেছিল। দেখা গিয়েছিল, সেতুটি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঠিক এই সময়ে আমরা এসে পৌঁছলাম --- বোঝা গেল, একেবারে ঠিক মুহূর্তটিতে, কারণ আমাদের সংখ্যাল্পতা দেখে জার্মানরা নদী পার হয়ে আসার চেষ্টা করছিল, সে চেষ্টা আমরা ব্যর্থ করে দিলাম।

উ-২ বিমানের পাইলট আমাদের ভুল খবর দিয়েছিল, যার ফলে আমরা সোজা গিয়ে পড়েছিলাম শত্রুর হাতে; ইচ্ছাকৃতভাবে কি না, জানি না।

যে পথে আমরা আমাদের সৈন্যদের কাছে গিয়ে পৌঁছব বলে আশা করেছিলাম, সে পথ ছিল শত্রু-কবলিত। বিশেষ সাজসরঞ্জাম না নিয়ে গুজাত্ নদী হেঁটে পার পাওয়ার চেষ্টা করে কোনো লাভ ছিল না, দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালিয়ে যাওয়াও ছিল অর্থহীন, কারণ শত্রু প্রবলতর সৈন্যবল কেন্দ্রীভূত করে আমাদের খতম করে দিতে পারত।

কয়েকটি ছোট ছোট সৈন্যদলকে আমাদের আড়াল করার জন্য গুজাৎস্কে কিছুকালের জন্য রেখে দিলাম, আর আমাদের প্রধান সৈন্যবল শত্রুর অলক্ষে

অন্য দিকে ঘুরে তাদের টপ্‌কে উত্তর দিকে চলে গেল। গ্‌জাৎস্ক থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে আসার পরও শহর থেকে বোমার গুম্‌গুম্‌ শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। জার্মান বিমান অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে গেল আমাদের কোনো ক্ষতি না করে।

আমরা এগিয়ে চলতে লাগলাম শত্রুর ছোট ছোট সৈন্যদলকে ঘায়েল করে আর বড় বড় দলকে এড়িয়ে, ভিতরের বেষ্টনী ভেদ করে চলে আসা কাউকে পেলেই সঙ্গে নিয়ে নিচ্ছিলাম; বোঝা গেল ভিতরের বেষ্টনী তখনও খুব একটা আঁটসাঁট নয়, কারণ শত্রু তাদের প্রধান প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করেছিল প্রধান পথগুলিতে।

অবশেষে গ্‌জাত্‌ নদী পায়ে হেঁটে পার হওয়ার জায়গাগুলো আমরা আবিষ্কার করলাম এবং ৯ অক্টোবর খুব সকালে নদী পেরিয়ে নিরাপদে অন্য তীরে এসে পেঁছিলাম। জার্মানদের সঙ্গে যা-যা ঘটেছিল, যত সংঘর্ষ হয়েছিল, কীভাবে পার হওয়ার জায়গাগুলো দখল করে আগলে রাখা হয়েছিল, সে সমস্ত ঘটনা আমি আর বর্ণনা করছি না। পূর্ব দিকে এগিয়ে গিয়ে, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুর বন্ধ-হয়ে-আসা সাঁড়াশি গলে বেরিয়ে এলাম।

উভারোভকার — মজাইস্ক থেকে চল্লিশ কিলোমিটার — উত্তর দিকের জঙ্গলে এসে পেঁছিবার পরেই শেষ পর্যন্ত আমরা রণাঙ্গনের সদরদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম এবং আদেশ পেলাম মজাইস্কের কাছে এক জায়গায় গিয়ে হাজিরা জানাতে।

সেই দিনই দুটি উ-২ বিমান এল আমাকে আর লোবাচেভকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। নতুন জায়গায় সৈন্যদের যাওয়ার ব্যাপারে মালিনিনকে নির্দেশ-পরামর্শাদি নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল, মালিনিন আমার বাহু ধরে আটকালেন।

'বিভাগ আর সৈন্যদের ভার ইয়েরশাকভের হাতে তুলে দেওয়ার আদেশটাও সঙ্গে নিয়ে যান,' বললেন তিনি।

জানতে চাইলাম, কেন।

'কাজে লাগতে পারে। কিছুই বলা যায় না তো...'

রণাঙ্গনের সদরদপ্তর যে কুটিরটিতে ছিল, সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন ভরোশিলভ, মোলোতভ, কোনেভ আর বুলগানিন।

'আপনাদের সদরদপ্তর নিয়ে ভিয়াজমায় এসে হাজির হলেন কী করে — তাও আবার ১৬শ সেনাবাহিনীর সৈন্যদের ছাড়াই?' প্রাথমিক

কুশলবিনিময়াদির পরেই ভরোশিলভ জানতে চাইলেন।

'রণাঙ্গনের অধিনায়ক বলেছিলেন, যে-ইউনিটগুলির দায়িত্ব আমাকে গ্রহণ করতে হবে তারা ওখানে অপেক্ষা করবে।'

'আশ্চর্য...'

কোনেভ আর বুলগানিনের স্বাক্ষরিত আদেশটি আমি মার্শাল ভরোশিলভকে দেখালাম।

মার্শাল, কোনেভ আর বুলগানিনের মধ্যে উত্তপ্ত কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। তারপর তিনি ডেকে পাঠালেন জেনারেল গ. ক. জুকভকে, জুকভ তখনই চলে এলেন।

'ইনি পশ্চিম রণাঙ্গনের নতুন কম্যান্ডার,' আমাদের দিকে ফিরে ভরোশিলভ বললেন। 'ইনিই আপনাদের নতুন কাজের ভার দেবেন।'

ভরোশিলভ আমাদের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট শুনলেন, সরকার ও সর্বোচ্চ কম্যান্ডের পক্ষ থেকে আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে শত্রুকে প্রতিহত করায় সাফল্য কামনা করলেন।

অনতিকাল পরেই আমাকে ডেকে পাঠানো হল জেনারেল জুকভের কাছে। তিনি ছিলেন শান্ত, কঠোর। আর সেই বাইরের শান্তভাবের তলায় প্রবল এক ইচ্ছাশক্তি কাজ করছিল এমন ধারণা করা যায়।

প্রকাণ্ড দায়িত্বের বোঝা তিনি তুলে নিয়েছিলেন। বাস্তব ঘটনাটা ছিল এই যে আমরা যখন মজাইস্কে এসে পেঁছেছিলাম সেই সময়ে পশ্চিম রণাঙ্গনের অধিনায়কের হাতে বলার মতো কোনো সৈন্য ছিল না; শত্রুর মস্কোর দিকে এগিয়ে আসা থামানোর পক্ষে তা নিতান্তই অপ্রতুল।

প্রথমে জুকভ আমাদের মজাইস্ক ক্ষেত্রটির দায়িত্ব নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। সেটা ছিল ১১ অক্টোবরের কথা। তার পরে এল এক নতুন আদেশ, তাতে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হল আমাদের স্টাফ আর ১৮শ ওপলচেনিয়ে পদাতিক ডিভিশন সহ ভলকলামস্ক-এর কাছাকাছি জায়গায় চলে যেতে, সেখানে যাদেরই দেখতে পাব তাদের অধীনস্থ করে উত্তরে মস্কো সাগর (ভলগা তীরে একটি জলাধার) (৪৫) আর দক্ষিণে রুজার মাঝামাঝি জায়গায় প্রতিরক্ষা সংগঠিত করতে।

ঘটনা গড়িয়ে চলছিল দ্রুতগতিতে।

আমরা ভলকলামস্ক-এ এসে পেঁছলাম ১৪ অক্টোবর তারিখে; ১৬ তারিখ জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনী আমাদের সেনাবাহিনীর বাঁ পার্শ্বদেশ আক্রমণ করল।

ভলকলামস্ক

পশ্চিম রণাঙ্গনের সামরিক পরিস্থিতি ১৪ অক্টোবর নাগাদ সত্যিই গুরুতর হয়ে উঠেছিল।

শত্রু এগিয়ে আসছিল মস্কোর দিকে, তাই রাজধানীর উপরে যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল তা দূর করার জন্য পার্টি, সরকার আর সর্বোচ্চ কম্যান্ডের অমানুষিক প্রচেষ্টা দরকার হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় সোভিয়েত জনগণ আরেকবার দেখিয়েছিল দুঃসময়ে তারা কী করতে পারে। শত্রু সৈন্যের পথ রোধ করার জন্য সব কিছুই করা হয়েছিল। সাধারণ সদরদপ্তর মস্কো এলাকা থেকে ইউনিটগুলিকে পাঠিয়েছিল রণক্ষেত্রে; অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে, মধ্য এশিয়া ও সোভিয়েত দূর প্রাচ্য থেকে ডিভিশনগুলিকে চটপট স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

আমরা বুঝতে পেরেছিলাম পশ্চিম রণাঙ্গনের কম্যান্ড আমাদের কাছ থেকেও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আশা করছিল।

ভলকলামস্কে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পেলাম, সেটা জুলাই মাসে ইয়ার্ৎসেভোতে আমি যা দেখেছিলাম প্রায় তারই মতো, একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল। সেই সময়ে আমি একটা বিপন্ন ক্ষেত্রে পৌঁছেছিলাম মুষ্টিমেয় কিছু অফিসারকে নিয়ে, যাদের আমি চিনতামই না বলা চলে; আমাদের হাতে যোগাযোগের উপায় ছিল না, ইত্যাদি। কিন্তু এখন আমার স্টাফ সুসংবদ্ধ, পুরোপুরি সাজসরঞ্জামযুক্ত এবং দ্রুত যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। আমরা যে কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম তাতে আমার স্টাফ অফিসাররা উপকৃত হয়েছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে ভালোভাবে কাজ করতেন, এক কথায় পরস্পরকে বুঝতেন। লোবাচেভ, কাজাকভ, ওরিওল আর আমি বেশির ভাগ সময়ই কাটাতাম

সৈন্যদের সঙ্গে, আমাদের অতিবিস্তৃত প্রতিরক্ষাব্যূহগুলির অগ্রবর্তী পংক্তিতে, পর্যবেক্ষণ করতাম সামনের এলাকা, এবং সেই স্বল্পকালের মধ্যে যতদূর সম্ভব, ডিভিশনগুলিকে আর লোকজনকে। আমি জানতাম স্টাফ প্রধান ও তাঁর অধীনস্থরা এক মিনিট সময়ও নষ্ট করতেন না।

দ. ফ. রোমানভের অধীনস্থ রাজনৈতিক বিভাগের কর্মীরাও কম কার্যকর ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন দৃঢ়পণ, পোড়-খাওয়া বলশেভিক, পার্টি ও কমসোমল সংগঠনকে যে কোনো মহৎ কাজে সমবেত করতে, বীরত্বের কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারতেন।

আমাদের উপরে ন্যস্ত জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ কাজে এ সবই ছিল প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ।

ভলকলামস্কে আমাদের কম্যান্ড পোস্ট স্থাপন করার পরেই আমরা স্টাফের লোকজন আর রাজনৈতিক অফিসারদের চারিদিকে পাঠিয়েছিলাম সেই এলাকায় সমস্ত সৈন্যকে খুঁজে বার করার জন্য এবং বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে-আসা ইউনিট, গ্রুপ আর আলাদা আলাদা সৈনিকদের একত্রে জড়ো করার জন্য।

ভলকলামস্কের উত্তর দিকে বেষ্টনী ভেদ করে প্রথমে যারা বেরিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল জেনারেল লেভ দোভাতোরের ৩য় অশ্বারোহী কোর। সেটিকে রাখা হল ১৬শ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীনে। এই কোরে ছিল দুটি অশ্বারোহী ডিভিশন: জেনারেল ই. আ. প্লিয়েভের (৪৬) ৫০তম ডিভিশন আর ব্রিগেড কম্যান্ডার ক. স. মেলনিকের (৪৭) ৫৩তম ডিভিশন।

আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগে এই অশ্বারোহীরা মেজা নদীর তীরে লড়াই করেছিল। স্থানপূরণ করার জন্য রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবলের দিকে চলে আসার আদেশ পেয়ে তারা যাত্রা করেছিল রুজেভের ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে ওসুগা স্টেশনের দিকে, কিন্তু দেখতে পেয়েছিল যে সব কটি পথই জুড়ে রয়েছে শত্রুর মোটরবাহিত ও প্যানজার ইউনিটগুলি। তারা সেই গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছিল লড়তে লড়তে, শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে তারা যোগ দিয়েছিল ১৩ অক্টোবর তারিখে।

যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও, ৩য় অশ্বারোহী কোর ছিল গণ্য করার মতো একটা শক্তি। তার অফিসার ও সৈন্যরা অনেক লড়াই করেছিলেন, বুলেটের আওয়াজ তাঁদের ভালোই পরিচিত। কম্যান্ড আর রাজনৈতিক কর্মীরা

তাদের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতায় উপকৃত হয়েছিল, জানত অশ্বারোহী সৈন্যরা কী করতে পারে, জানতে শত্রুর জোরালো ও দুর্বল জায়গাগুলিও।

সেই অবস্থায় বিশেষ মূল্যবান ছিল কোরের চলনক্ষমতা, যার ফলে বিপন্ন দিকগুলিতে তাকে দ্রুত চালিত করে কাজে লাগানো সম্ভব ছিল·- অবশ্য, তার সঙ্গে শক্তিবৃদ্ধির উপায় যুগিয়ে, তা না হলে অশ্বারোহীদের শত্রুর ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনো উপায় ছিল না।

তরুণ, হাসিখুশি, এবং সেই সঙ্গে গুরুমনস্ক লেভ দোভাতোরকে আমার বেশ ভালো লাগল; এর আগে মার্শাল তিমোশেঙ্কোর কাছে আমি এঁর কথা শুনেছি। দেখেই বোঝা যেত, নিজের কাজ তিনি ভালোই জানেন। বেষ্টনী ভেদ করে তিনি যে তাঁর কোরকে অক্ষুণ্ণ সংগ্রামী অবস্থায় বার করে নিয়ে আসতে সফলকাম হয়েছিলেন, এই ঘটনাটাই অধিনায়ক হিসেবে তাঁর সাহস ও প্রতিভার পরিচায়ক।

নিশ্চিত হওয়া যেত যে কোরটি তার দায়িত্ব পালন করবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, এবং সে দায়িত্বটাও নিশ্চিতভাবেই ছিল অতি বিরাট। ভলগা জলাধার পর্যন্ত ভলকলামস্কের উত্তরে এক বিস্তীর্ণ সম্মুখভাগ রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল এই কোরের উপরে।

অশ্বারোহী কোরের বাঁ দিকে রাখা হয়েছিল কর্নেল স. ই. ম্লাদেনৎসেভ আর কমিসার আ. ইয়ে. স্লাভকিনের অধীনে এক সম্মিলিত ক্যাডেট রেজিমেণ্টকে; মস্কোর একটি শীর্ষস্থানীয় ক্যাডেট স্কুল, ক্রেমলিন ক্যাডেট স্কুল থেকে এদের নেওয়া হয়েছিল। এই রেজিমেণ্টকে চটপট সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্ক থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল ভলকলামস্কের কাছাকাছি জায়গায়, সেখানে তারা লামা নদীর পূর্বতীর বরাবর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

আলেক্সেই লোবাচেভ যখন শুনতে পেলেন যে ক্রেমলিন ক্যাডেট ইউনিটগুলি (৪৮) আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, তিনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে তখনই তাঁকে তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য ছেড়ে না দিয়ে পারলাম না। সৈনিক হিসেবে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল ক্রেমলিন ক্যাডেট স্কুলে। ১৯২১ সালে তিনি কীভাবে ২৭ নং প্রহরা পোস্টে -- লেনিনের ফ্ল্যাটে — প্রহরা দিতেন, সে কথা বর্ণনা করার সময়ে তাঁর মুখে যে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠত, সেটা ছিল দেখবার মতো।

লোবাচেভ এই খবর নিয়ে ফিরে এলেন যে ক্যাডেটদের মনোবল খুব চমৎকার, তারা কাজে নেমে পড়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছে।

'ভালো, নির্ভরযোগ্য রেজিমেণ্ট,' মন্তব্য করলেন তিনি।

তিনি ঠিকই বলেছিলেন। কর্নেল শ্লাদেনৎসেভ আর তাঁর রেজিমেণ্ট একেবারে প্রথম লড়াইতেই নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে রুজা নদী অবধি ভলকলামস্ককে যে বাম পার্শ্বদেশ রক্ষা করছিল, সেটা আগলে ছিল রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে সদ্য আগত ৩১৬তম পদাতিক ডিভিশন। তার অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল ই. ভ. পানফিলভ (৪৯), কমিসার ছিলেন স. আ. ইয়েগরভ। শক্তি আর সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ দু-দিক দিয়েই এ রকম একটা পূর্ণক্ষমতাসম্পন্ন ডিভিশন আমরা বহুদিন দেখি নি। অধিনায়করা বেশির ভাগই ছিলেন নিয়মিত অফিসার, রাজনৈতিক শিক্ষাদাতাদের বেছে নেওয়া হয়েছিল কাজাখস্তানের নেতৃস্থানীয় পার্টি কর্মী ও স্থানীয় সোভিয়েত কর্মীদের মধ্য থেকে। ডিভিশনটি যখন তৈরি হচ্ছিল তখন কাজাখস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছিল।

১৪ অক্টোবর তারিখে আমি জেনারেল পানফিলভের কম্যাণ্ড পোস্টে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর ডিভিশনের কাজ সম্পর্কে আলোচনা বেশ বুদ্ধিমান অধিনায়ক, যথেষ্ট জ্ঞান আর প্রচুর বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর করলাম। পানফিলভ আমার উপরে গভীর রেখাপাত করলেন, দেখলাম তিনি আছে। তাঁর প্রতিটি প্রস্তাব-পরামর্শ ছিল সুযুক্তিপূর্ণ। তাঁর মুখটি ছিল সাধারণ, খোলামেলা, কিন্তু তাঁর আপাতদর্শন প্রাথমিক লাজুকতায় তাঁর সহজাত প্রাণশক্তি, অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর একটা উদ্দেশ্যের পিছনে অবিচল থাকার মনোভাব ঢাকা পড়ে নি। পানফিলভ তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে কথা বললেন সপ্রশংসভাবে, বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি তাঁদের সত্যিই ভালো করে চেনেন।

একজন মানুষকে একনজরেই বুঝে নেওয়া, তার মূল্য ও সামর্থ্য স্থির করা প্রায়ই কঠিন কাজ। জেনারেল পানফিলভ ছিলেন খোলামেলা, ভালো লাগার মতো লোক। আমার তাঁকে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালো লেগে গেল — এবং আমি ভুল করি নি।

লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে গেলে নিজের অধীনস্থ অধিনায়কদের চরিত্র অধ্যয়ন করা খুবই দরকার। কেন? কারণ এইসব ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র উচ্চতর অধিনায়কের সংরক্ষিত শক্তিও বটে। কাজটা সূক্ষ্ম, তার উপরে আমাদের সময়ও ছিল অত্যন্ত কম।

জেনারেল পানফিলভের শান্ত রসবোধও আমার ভালো লাগল। তাঁর

একটি রেজিমেণ্টের আগলে-রাখা বোলিচেভো থেকে রুজা নদী পর্যন্ত ক্ষেত্রটির পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তিনি মন্তব্য করলেন, 'এখানে আমরা সত্যিই বসে আছি কতগুলো খোঁটার উপরে,' এই কথা বলার সময়ে তাঁর মনে ছিল এই ঘটনাটি যে সৈন্যরা যখন এসে পেঁাছেছিল তখন প্রত্যাশিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জায়গায় দেখতে পেয়েছিল শুধু তার নির্দেশক চিহ্নস্বরূপে কতকগুলো খোঁটাখুটি; নির্মাণকর্মীরা তার বেশি কিছু করে ওঠার সময় পায় নি।

এখন আমরা শত্রুর আক্রমণাভিযান শুরু হওয়ার আগে অন্ততপক্ষে ট্রেঞ্চ ও পরিখা তৈরি করার জন্য সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলাম।

আশপাশের অবস্থান বিচার করে আমরা ভেবে দেখলাম যে শত্রু খুব সম্ভবত তাদের প্রধান প্রচেষ্টা চালিত করবে ৩১৬তম ডিভিশনের বাঁ পার্শ্বদেশের বিরুদ্ধে। জেনারেল পানফিলভের সঙ্গে মিলে আমরা, সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডের লোকেরা, আসল মনোযোগ দিলাম এই ক্ষেত্রটির দিকে, বিশেষত ভিতরের দিকে অনেক গভীরে ট্যাঙ্কবিধ্বংসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করার দিকে।

স্টাফ ও সেনাবিভাগের অধিনায়করা সৈন্যদের কথায় ও কাজে সাহায্য করলেন, অতীতের যুদ্ধে অর্জিত অভিজ্ঞতা তাদের শিখিয়ে দিলেন।

প্রতিটি যুদ্ধেই শত্রু সাঁজোয়া অস্ত্রবলে তার ব্যাপক শক্তিপ্রাবল্যকে কাজে লাগিয়েছিল, তাই আমাদের তার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। শত্রুর সাঁজোয়া অস্ত্রবলের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের সমস্ত কামান ব্যবহার করার পরিকল্পনা করলাম, কিন্তু আমাদের কামানের সংখ্যাল্পতা ছিল বলে আমরা গোলাবর্ষণ ও অবস্থানের অদলবদল দুদিক দিয়েই বিস্তৃত কৌশল অবলম্বনের পরিকল্পনা করলাম সতর্কতার সঙ্গে। বিপন্ন ক্ষেত্রগুলিতে গোলন্দাজদের পুনর্মোতায়েনের ব্যবস্থা রাখলাম, গতিবিধির পথগুলো স্থির করলাম এবং সেগুলো পরিদর্শনাধীন করলাম। যে দিক দিয়েই ট্যাঙ্ক আসুক না কেন, সেগুলির মোকাবিলা করার জন্য 'কাত্যুশা' আর বিমানবিধ্বংসী কামান সহ সামরিক সাজসরঞ্জামের সদ্ব্যবহার সংগঠিত করতে ডিভিশন অধিনায়কদের আর গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসারদের সাহায্য করলেন ভাসিলি কাজাকভ ও তাঁর অফিসাররা।

ট্যাঙ্কের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পদাতিক বা অশ্বহীন অশ্বারোহী সৈন্যদের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ব্যাটারি ও আলাদা কামানকে জার্মান সাবমেশিনগান-ধারীদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ পদাতিক

ইউনিটদের দায়িত্ব দেওয়া হল; যে ব্যাটারি কামান রক্ষার ভার তাদের উপরে ন্যস্ত তারা ছিল সেখানকার অধিনায়কের অধীনস্থ। লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল ১৬শ সেনাবাহিনীতে, এবং তার যাথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয়েছিল।

ট্রাকে বা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে বয়ে-নিয়ে-যাওয়া মাইন আর বিধ্বংসী পদার্থ সহ ইঞ্জিনিয়ারদের কতগুলি চলমান দলও আমরা তৈরি করলাম, তাদের দায়িত্ব ছিল যে সমস্ত দিক থেকে ট্যাঙ্ক আসার বিপদ আছে সেগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া, যাতে ট্যাঙ্কগুলো আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে না পারে।

রেজিমেণ্টাল সীমানাগুলিতে এবং ফাঁকগুলিতে ট্যাঙ্কবিধ্বংসী পরিখা খুঁড়ে মাইন পেতে রাখার ব্যবস্থা করলাম। উল্লেখযোগ্য, পানফিলভের ডিভিশনের ১০৭৫তম রেজিমেণ্ট তার বাঁ পার্শ্বদেশকে রক্ষা করেছিল চার কিলোমিটার লম্বা একটা পরিখা দিয়ে, তাতে পাতা ছিল চার হাজার মাইন।

১৬শ সেনাবাহিনীর প্রায় ১০০ কিলোমিটার সম্মুখভাগের গোটা জায়গাটা জুড়ে চালানো হল প্রতিরক্ষার কাজ।

উপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার পাশাপাশি সৈন্যদের মধ্যে মনোবল সুদৃঢ় করে তোলার জন্যও অনেক কাজ করা হয়েছিল। সে কাজের লক্ষ্য ছিল প্রত্যেকের মনে প্রতিরক্ষাব্যূহ আগলে থাকার এমন এক দৃঢ় সংকল্প জাগিয়ে তোলা যাতে পশ্চাদপসরণের কোনো চিন্তা মাথায় না আসে। আমাকে বলতেই হবে, এই অর্থে অনেকখানিই অর্জন করা গিয়েছিল।

আমাদের উপরে মস্কোয় ঢোকার পথগুলি রক্ষা করার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, এই উপলব্ধিটাই আমাদের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

মস্কোর স্ত্রী-পুরুষরা, যে আত্মত্যাগমূলক নিষ্ঠা নিয়ে কল-কারখানায় মেহনত করছিলেন, আমাদের সৈন্যরা সে বিষয়ে ভালোভাবেই অবহিত ছিল। বিশ্রাম-বিরতিহীনভাবে কাজ করে তাঁরা রাজধানীকে পরিণত করেছিলেন এক অস্ত্রভাণ্ডারে, সে অস্ত্রভাণ্ডার রণাঙ্গনকে যোগাচ্ছিল অস্ত্র আর গোলাবারুদ। মস্কোবাসীরা যে উৎসাহ নিয়ে ট্যাঙ্করোধী প্রতিবন্ধক আর 'ড্রাগনের দাঁত' প্রভৃতি খাড়া করেছিল, তা তো আমরা নিজেরাই দেখেছি। এমন কি সেই প্রচণ্ড চাপ আর কঠিন পরীক্ষার দিনগুলিতেও মস্কোর কারখানার যৌথসংস্থাগুলির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ বজায় রেখেছিলাম।

'মস্কো' শব্দটাই সর্বোচ্চ অধিনায়ক থেকে নিচের তলার সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত আমাদের সকলের কাছে অনেক কিছু বোঝাত; আমরা যা কিছুর জন্য লড়াই করেছি, আমাদের শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র গড়ে তোলার কাজে যা কিছু অর্জন করেছি সে সবই বোঝাত।

মস্কো পার্টি সংগঠন ১৬শ সেনাবাহিনীকে ভলকলামস্ক এলাকার লড়াইয়ে বিপুল সাহায্য করেছিল। মস্কো স্বেচ্ছাব্রতীদের মধ্য থেকে অনেকগুলি বিধ্বংসী কম্পানি আর ব্যাটেলিয়ন (৫০) ময়দানে নেমেছিল; নিরন্তর তীব্র লড়াইয়ে ক্ষয়িতবল সেনাবাহিনীতে এই স্বেচ্ছাব্রতীরা নতুন রক্ত সঞ্চালিত করেছিল।

মস্কো মিলিৎসিয়ার প্রধান ভ. ন. রোমানচেঙ্কো আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন একটা মিলিৎসিয়া ডিটাচমেণ্ট রণাঙ্গনে লড়াইয়ের জন্য আমার কাজে লাগবে কি না, আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই মস্কো মিলিৎসিয়া বাহিনীর স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়ে তৈরি এক বিরাট, চমৎকার সাজসরঞ্জামযুক্ত বাহিনী ভলকলামস্কে এসে পেশছেছিল। তাকে আমরা কাজে লাগিয়েছিলাম শত্রুব্যূহের পিছনের তৎপরতায়, এবং দীর্ঘকাল সেটি আমাদের অমূল্য সাহায্য দিয়েছিল।

আমাদের প্রতিবেশী ছিল জেনারেল ভ. আ. খোমেঙ্কোর ৩০তম সেনাবাহিনী, সেটি মস্কো জলাধারের উত্তর দিকে শত্রুর চাপে পিছনে হটছিল। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় পর্যন্ত আমরা সেই সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি নি। বাঁ দিকে, বোলিচেভোর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, আমাদের প্রতিবেশী ছিল ৫ম সেনাবাহিনী, প্রথমে জেনারেল দ. দ. লেল্যুশেঙ্কোর (৫১) অধীনে, তার পরে জেনারেল ল. আ. গভোরভের (৫২) অধীনে, এই সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

আমাদের সংখ্যাল্পতার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত বড় বড় ইউনিটকে অগ্রবর্তী ধাপটিতে বিন্যস্ত করতে বাধ্য হয়েছিলাম, আর প্রতিটি ইউনিটের উপরে পড়েছিল এক বিস্তীর্ণ সম্মুখভাগ রক্ষা করার ভার।

সংরক্ষিত সৈন্যবল হিসেবে আমাদের ছিল ১২৬তম ডিভিশনের এক পদাতিক রেজিমেণ্ট, বেষ্টনী থেকে সেটি বেরিয়ে এসেছিল অক্ষত অবস্থায়। আমাদের সংযোজন-স্থান থেকে নতুন সৈন্যবল যোগ করে সেটিকে একটি পূর্ণশক্তিসম্পন্ন বাহিনী হিসেবে সক্রিয় করা যাবে এই ভরসা আমাদের ছিল। ১৮শ ওপলচেনিয়ে ডিভিশনকেও শক্তিবৃদ্ধির জন্য সংরক্ষিত

সৈন্যবলের মধ্যে সরিয়ে আনা হয়েছিল। অবশ্য সংরক্ষিত সৈন্যবলের সমস্ত ইউনিটই সব সময়ে সজাগ-সতর্ক থাকত।

সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল দুটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী রেজিমেণ্ট, দুটি ভারী কামান রেজিমেণ্ট, মস্কো গোলন্দাজ স্কুলের দুটি ব্যাটেলিয়ন এবং রকেট উৎক্ষেপকদের দুটি রেজিমেণ্ট ও তিনটি ব্যাটেলিয়ন সংযোজিত হওয়ায়। তখনকার মাপকাঠি অনুযায়ী, আমাদের কামান প্রভৃতি ছিল রীতিমত প্রচুর — কিন্তু আমাদের ১০০-কিলোমিটার সম্মুখভাগের কথাটাও তো মনে রাখতে হবে!

১৬ অক্টোবর সকালে প্যানজার আর মোটরবাহিত ইউনিটগুলি নিয়ে শত্রু আঘাত হানল আমাদের সেনাবাহিনীর বাঁ পার্শ্বদেশে — ঠিক যেখানে তারা আঘাত করতে পারে বলে আমরা ভেবেছিলাম এবং সযত্নতম প্রস্তুতি নিয়েছিলাম।

শুধু এই ক্ষেত্রটিতেই শত্রু জড়ো করেছিল চারটি ডিভিশন — দুটি পদাতিক আর দুটি প্যানজার — মোট ২০০ ট্যাঙ্কেরও বেশি। প্রধান আঘাতটা হানা হয়েছিল পানফিলভের ৩১৬তম ডিভিশনের উপরে, এই ডিভিশনের অগ্রবর্তী লাইন ছিল ভলকলামস্ক সড়ক থেকে ১২ থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে।

নাৎসিরা যুদ্ধে নামিয়েছিল ৩০ থেকে ৫০টি ট্যাঙ্কের এক একটা শক্তিশালী দলকে, তার পিছনে ঘন পংক্তিবদ্ধ পদাতিক সৈন্য, তাদের মদত দিয়েছিল কামানের গোলাবর্ষণ আর বিমান আক্রমণ।

সুসংগঠিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে শত্রু কিছুক্ষণের মতো সরে গিয়ে আবার নতুন করে আক্রমণ চালাল। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় তারা বাধ্য হল নতুন সৈন্যবলকে লড়াইয়ে লাগাতে। ক্রমে ক্রমে লড়াই ছড়িয়ে পড়ল ১৬শ সেনাবাহিনীর গোটা সম্মুখভাগ জুড়ে।

১৭ অক্টোবর, ভলকলামস্কের উত্তর দিকে জেনারেল দোভাতোরের কোর আক্রান্ত হল। সেই দিনই, ৫ম সেনাবাহিনী আর ৩১৬তম ডিভিশনের সীমানায় জার্মানরা ৩১৬তম ডিভিশনের একটি রেজিমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রায় ১০০টি ট্যাঙ্ক নামিয়ে প্রতিরক্ষাকারীদের পিছনে ঠেলে দিয়ে দুটি গ্রাম দখল করে নিতে সমর্থ হল।

এই সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে আরও গভীরে ঢোকার চেষ্টায় জার্মানরা চাপ বাড়িয়ে চলল, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে নিয়ে আসা গোলন্দাজদের কাছ থেকে জবাব পেয়ে প্রতিহত হল। তাদের ট্যাঙ্কের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল।

মাটিতে নেমে লড়াই-করা অশ্বারোহী সৈন্যদের অধিকৃত ক্ষেত্রটিতেও শত্রু সাফল্য লাভ করতে পারল না, তাদের সব আক্রমণ প্রতিহত হল।

১৮ অক্টোবর, যে কোনো মূল্যেই হোক সাফল্যলাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে শত্রু ইগনাত্‌কোভো, জিলিনো, অস্তাশোভোর দিকে ৩১৬তম ডিভিশনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামাল ১৫০টির মতো ট্যাঙ্ক এবং একটি মোটরবাহিত পদাতিক রেজিমেণ্ট। এই লৌহবন্যার মোকাবিলা করার জন্য কালবিলম্ব না করে কাজে লাগানো হল ট্যাঙ্কবিধ্বংসী গোলন্দাজ, কামান ব্যাটারি আর রকেট উৎক্ষেপকদের।

কিন্তু যখন রুজা নদীর দক্ষিণ তীরে জিলিনোর কাছাকাছি শত্রুর আরও শ-খানেক ট্যাঙ্ক দেখা দিল, তখন আমি প্রথমে সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত গোলন্দাজ সৈন্যবলের আশু ব্যবহার্য অংশটিকে, তার পরে সমস্তটাকেই কাজে নামাতে বাধ্য হলাম। গোলন্দাজদের সুকৌশলে কাজে লাগানোর ফলে অবস্থা সামাল দেওয়া গেল।

দু দিনের যুদ্ধের (১৮ ও ১৯ অক্টোবর) ফলে শত্রুর লাভ হয়েছিল শুধু সামান্য কিছুটা ভূখণ্ড, জেনারেল পানফিলভের ডিভিশনকে পিছনে ঠেলে দিয়ে; কিন্তু সেইটুকু লাভের জন্য ট্যাঙ্ক আর লোকবলের দিক দিয়ে তাদের যে অত্যধিক মূল্য দিতে হয়েছিল তাতে তারা আক্রমণ অভিযান বন্ধ রাখতে বাধ্য হল।

আমাদের ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছিল প্রচুর। গোলন্দাজ, পদাতিক, ইঞ্জিনিয়ার ও সিগন্যালাররা সবাই শত্রুকে প্রতিহত করার ব্যাপারে গণ বীরত্বের কীর্তি স্থাপন করেছিল। গোলন্দাজরা ক্ষতিগ্রস্ত কামান থেকে গোলাবর্ষণ চালিয়ে গিয়েছিল। পদাতিক সৈন্যরা ট্যাঙ্কের সঙ্গে লড়াই করেছিল হাত-গ্রেনেড আর আগুনে-বোতল দিয়ে। যে সমস্ত পদাতিক ইউনিট কামানগুলিকে রক্ষা করছিল তারা গোলন্দাজদের অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে চলে না গিয়ে তাদের সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করেছিল। সিগন্যালাররা শত্রুর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্যে যোগাযোগের লাইন স্থাপন করেছিল, মেরামত করে আবার চালু রেখেছিল।

শত্রুকে ট্যাঙ্কের লড়াইয়ে ঘন ঘন কৌশল বদলাতে হয়েছিল। একবার তারা রাস্তার পাশ থেকে ছোট ছোট দলে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমাদের গোলন্দাজদের এর জন্যও সতর্ক করে রাখা হয়েছিল বলে তারা তার মোকাবিলা করতে পেরেছিল।

বিরতিটা দীর্ঘ হল না। শিগগিরই আবার লড়াই শুরু হল, আক্রমণ

আসতে লাগল ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মতো। গোটা রণাঙ্গন জুড়ে লড়াই চালালেও শত্রু ভলকলামস্ক ক্ষেত্রের উপরেই জোর দিয়ে চলল, নিয়ে আসতে আসতে লাগল আরও নতুন নতুন ইউনিট।

প্রচণ্ড শক্তিপ্রাবল্যের সামনে আমাদের সৈন্যরা ক্রমে ক্রমে পিছিয়ে যেতে লাগল। এক ঝাঁক শক্তিশালী প্যানজার সবলে এগিয়ে চলল ভলকলামস্ক সড়কের দিকে। তাদের সমস্ত আক্রমণকে মদত দিয়ে চলল বিমান।

২৫ অক্টোবরের মধ্যে বোলিচেভো ও অস্তাশোভো দখল করে নিয়ে শত্রু রুজা নদী পার হল। ভলকলামস্কের রেল-স্টেশনটি দখল করার লড়াইয়ে তারা ব্যবহার করেছিল ১২৫টি ট্যাঙ্ক।

১৬ থেকে ২৫ অক্টোবর, এই দশ দিনের যুদ্ধে কামান ও গোলন্দাজদের দিক দিয়ে আমাদের সেনাবাহিনীর অনেক ক্ষতি হয়েছিল। পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত গুরুতর।

জেনারেল ভাসিলি কাজাকভ ও তাঁর গোলন্দাজ সৈন্যরা অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সব কিছুরই তো একটা সীমা আছে। এমন একটা সময় এল যখন কাজাকভ জানালেন যে শত্রু ইতিমধ্যেই যেসব কামান আর গোলন্দাজকে লড়াইয়ে নামিয়েছে, এমন কি তার বিরোধিতা করার মতোও যথেষ্ট কামান আর গোলন্দাজ আমাদের নেই — তার উপরে সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ আর যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে বোঝা গেল যে নতুন নতুন প্যানজার ইউনিটও আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। যে করেই হোক কামান আর গোলন্দাজ সৈন্য দিয়ে সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে।

অনিচ্ছুকভাবে আমি রণাঙ্গনের অধিনায়ক, জেনারেল জুকভের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম। আগেই আন্দাজ করেছিলাম যে কথাবার্তাটা একটু অপ্রিয় হবে; দেখা গেল ভুল করি নি। একজন অধিনায়ক হিসেবে আমার কৃত কাজ সম্পর্কে জুকভের যা কিছু বলার ছিল, নির্বিকার নীরবতায় তা শোনার পর আমি আমার অনুরোধ চালিয়ে গেলাম নাছোড়বান্দা হয়ে; ২৬ অক্টোবর সকালে ৩৭ মিলিমিটার বিমানবিধ্বংসী কামানের দুটি রেজিমেণ্ট আমাদের সেনাবাহিনীতে এসে পেঁছল। যা হোক, এটাও অন্তত কিছু তো বটে, তা ছাড়া এ বিষয়েও সন্দেহ ছিল না যে সেই সময়ে জুকভের হাতে নিশ্চয়ই দেওয়ার মতো একটি ব্যাটারিও ছিল না।

দুটি রেজিমেণ্টকেই তৎক্ষণাৎ পানফিলভের হাতে তুলে দেওয়া হল,

তিনি যাতে তাঁর ক্ষেত্রটির ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী প্রতিরক্ষা জোরদার করে তুলতে পারেন।

শত্রু ভলকলামস্কে চাপ বাড়িয়ে যেতে লাগল। ৩১৬তম ডিভিশনের সামনে ছিল পদাতিক সৈন্য ছাড়াও অন্তত দুটি প্যানজার ডিভিশন, তাই সেনাবাহিনীর বাঁ পার্শ্বদেশ জোরদার করার জন্য সীমাবদ্ধভাবে নতুন করে সৈন্য বিন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। জেনারেল দোভাতোরের কোরকে ভলগা জলাধারের অবস্থান থেকে তাড়াতাড়ি এখানে স্থানান্তরিত করা হল, তার অবস্থানটা পূরণ করল আংশিকভাবে শক্তিবৃদ্ধি-করা ১২৬তম ও ১৮শ পদাতিক ডিভিশন।

ইতিমধ্যে মস্কোর উত্তর দিকে শত্রুর অগ্রগতি চলতে লাগল; ১৪ অক্টোবর তারা কালিনিন দখল করে নিল, ৩০তম সেনাবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বদেশের ইউনিটগুলিকে ঠেলে পিছনে সরিয়ে দিয়ে মস্কো জলাধারের উত্তর তীর বরাবর পূর্ব দিকে অনেকখানি ঢুকে পড়ল, বিপন্ন করে তুলল আমার নিজের বাঁ পার্শ্বদেশ। আমার যতদূর মনে হয়, পশ্চিম আর কালিনিন রণাঙ্গনের মধ্যে (শেষোক্তটি তৈরি করা হয়েছিল ১৯ অক্টোবর তারিখে) সীমানা স্থির করার ব্যাপারে জেনারেল স্টাফ হিসাবে ভুল করেছিল: ভলগা জলাধারের মতো একটা বড় ভৌগোলিক নিদর্শন বরাবর সীমানা স্থির না-করে করা হয়েছিল কিছুটা দক্ষিণ দিকে, তার ফলে ৩০তম সেনাবাহিনী জলাধারের দরুন আধআধি হয়ে পড়েছিল।

নাৎসিরা আমাদের অপর প্রতিবেশী, ৫ম সেনাবাহিনীর ডান পার্শ্বদেশও ঠেলে পিছনে সরিয়ে দিতে সক্ষম হল। মজাইস্ক আর রুজা দখল করে তারা পূর্ব দিকে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের সংলগ্ন ক্ষেত্রটির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল এবং দক্ষিণ দিক থেকে ভলকলামস্কের প্রান্ত ঘেঁষে চলে এল।

কয়েক দিনের দুর্দান্ত লড়াইয়ের পর ভলকলামস্কের উত্তর দিকের প্রতিরক্ষাব্যূহগুলি আগলে-থাকা ক্যাডেট রেজিমেণ্ট লামা নদীর লাইন থেকে পূর্ব দিকে পশ্চাদপসরণ করল, ছেড়ে দিল আরেকটা সুবিধাজনক জায়গা। অবশেষে, ২৭ অক্টোবর তারিখে, গোলন্দাজ আর বিমানবহরের সমর্থনপুষ্ট বিশাল বিশাল প্যানজার ও পদাতিক বাহিনীকে যুদ্ধে লাগিয়ে শত্রু ভলকলামস্ক দখল করে নিল। কিন্তু, শহরের পূর্ব দিকে ইস্ত্রায় যাওয়ার পথ কেটে দেওয়ার জন্য যে চেষ্টা তারা করেছিল, তা প্রতিহত হয়েছিল জেনারেল প্লিয়েভের অশ্বারোহী ডিভিশনের চূড়ান্ত তৎপরতার

ফলে; এই ডিভিশনটি গোলন্দাজ বাহিনীর সমর্থন নিয়ে এসে পে'ছিছিল এবং ঠিক যে সময়ে দরকার সেই সময়েই মোতায়েন হয়েছিল।

ভলকলামস্কের এবং তার পূর্ব দিকের এই রক্তক্ষয়ী লড়াইতেই পানফিলভের ডিভিশন ভূষিত হয়েছিল অক্ষয় গৌরবে। তার সৈন্যরা গর্বভরে নিজেদের বলতে লাগল 'পানফিলভাইট', আর সেনাবাহিনীতে ৩১৬তম ডিভিশনের পরিচয় হয়ে গেল 'পানফিলভের ডিভিশন' বলে। সৈনিকদের এমন অকপটে ব্যক্ত ভালোবাসা আর বিশ্বাস যে জেনারেল লাভ করেন, তিনি সত্যিই সৌভাগ্যবান।

কর্নেল ম্লাদেনৎসেভের ক্যাডেটরাও শৌর্যের সঙ্গে লড়াই করেছিল।

এই পদাতিক সৈনিকরা এবং সমর্থনকারী গোলন্দাজ ইউনিটগুলি শত্রুর প্রচণ্ড শক্তিপ্রাবল্য সত্ত্বেও তাদের অগ্রগতি রোধ করেছিল। জার্মানদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল, বিশেষত ট্যাঙ্কের দিক থেকে, তাই নতুন করে বিন্যস্ত হওয়া আর নতুন সৈন্যবল নিয়ে আসার জন্য তারা কিছুকাল ক্ষান্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

ভলকলামস্কে এবং ভলকলামস্কের জন্য লড়াই (৫৩) আজ ইতিহাসের পাঠ্যবই হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে অনেক বই লেখা হয়েছে, তাই পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। ট্রেঞ্চে-ট্রেঞ্চে সাধারণ সৈনিক থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পর্যন্ত প্রত্যেকেই সবকিছু করেছিল যাতে শত্রু সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহগুলি ভেদ করতে না-পারে। শত্রু তা ভেদ করতে পারে নি।

ভলকলামস্কে এবং উত্তর দিকে লড়াইয়ে নিঃশেষিতশক্তি নাৎসি বাহিনীর অগ্রযাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেল। কয়েক দিন ধরে আমরা নিযুক্ত থাকলাম শুধু স্থানীয় লড়াইয়ে।

আমাদের নিজেদের পর্যবেক্ষণ, সন্ধানী-পর্যবেক্ষণে পাওয়া তথ্য আর অন্যান্য খবর অনুযায়ী বোঝা গেল, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শক্তির পরিচয় পাওয়ার পর জার্মান কম্যান্ড নতুন আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। নতুন নতুন সৈন্যদল এসে পে'ছিচ্ছিল ভলকলামস্ক-ইস্ত্রা ক্ষেত্রে, আর উত্তর দিকে লক্ষ করা গেল নতুন করে শক্তিবিন্যস্ত করার গতিবিধি।

প্রায় এই সময়েই জেনারেল ই. ভ. বোলদিন (৫৪) আর বেশ কয়েকজন অফিসার আমাদের ক্ষেত্রে বেষ্টনী ভেদ করে এলেন। ভিয়াজমার পশ্চিম দিকে বেষ্টিত পশ্চিম ও রিজার্ভ ফ্রন্টের সৈন্যদের (৫ অক্টোবর তারিখে ফ. আ. ইয়েরশাকভের হাতে যে ইউনিটগুলিকে তুলে দেওয়ার আদেশ আমাদের দেওয়া হয়েছিল সেগুলি সমেত ১৯শ, ২০শ, ২৪শ ও ৩২তম

সেনাবাহিনীর) দশা কী হয়েছে তা তিনি আমাদের জানালেন। এই ইউনিটগুলি উচ্চতর কম্যাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছিল এবং একেবারে একলা পড়ে গিয়ে বহু কষ্টে লড়াই করতে করতে পূর্ব দিকে গিয়ে সোভিয়েত সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিতে হয়েছিল।

বোলদিন নিজে, অফিসার আর সৈনিকদের ছোট একটা দল নিয়ে পূর্ব দিকে চলে এসেছিলেন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আহত জেনারেল মিখাইল লুকিন, তাঁকে বেষ্টনীর বাইরে নিয়ে আসার জন্য তাঁরা কৃতসংসল্প ছিলেন। কিন্তু এক রাতে জার্মান সাবমেশিন-গানধারীরা গোপন স্থান থেকে তাঁদের অতর্কিতে আক্রমণ করায় তাঁরা ইতস্তত ছড়িয়ে যেতে বাধ্য হন। সেই মর্মান্তিক রাতে তাঁরা লুকিনকে হারান। পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম, অচৈতন্য অবস্থায় তিনি শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছিলেন।

বোলদিন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মস্কো চলে যান। অল্পকাল পরেই পশ্চিম রণাঙ্গনের বাঁ অংশে রাজধানী প্রতিরক্ষার অন্যতম বীরনায়ক হয়েছিলেন তিনি।

শত্রুর কাছ থেকে যে বিরতি আমরা আদায় করে নিয়েছিলাম, আমাদের সৈন্যরা সেটাকে কাজে লাগিয়েছিল আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য, সেই সঙ্গে চালিয়ে গিয়েছিল ছোটখাট সংঘর্ষ।

গোপন খবরে জানা গেল যে ভলকলামস্ক ক্ষেত্রে আর ১৬শ সেনাবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বদেশে শত্রুর বিরাট সৈন্যবল কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। যে কোনো দিন আক্রমণ হতে পারে। আমাদের ব্যূহগুলিকে উন্নত করার উপায় সম্পর্কে সদরদপ্তরে আমরা মাথা ঘামাতে লাগলাম। তার ফলটা হল স্কিরমানোভো তৎপরতার চিন্তা, কাজটা খুব ঝুঁকির হলেও আমরা তা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলাম।

অক্টোবরের শেষে এবং নভেম্বরের শুরুতে জার্মানরা আমাদের বাঁ পার্শ্বদেশে কতকগুলি গ্রাম দখল করে নিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল স্কিরমানোভো, এর ফলে তৈরি হয়ে গিয়েছিল বাইরের দিকে অভিক্ষিপ্ত একটা কোণ, ভলকলামস্ক-ইস্ত্রা সড়ককে তা বিপন্ন করছিল দক্ষিণ দিক থেকে। সড়কটার উপরে অনবরত বর্ষিত হচ্ছিল কামানের গোলা, যে কোনো মুহূর্তে সেটি ছিন্ন হয়ে যেতে পারত, শত্রু চলে আসতে পারত আমাদের সেনাবাহিনীর প্রধান সৈন্যবলের পিছন দিকে।

শত্রুকে স্কিরমানোভো থেকে হঠিয়ে দিয়ে এই বিপদ দূর করা একান্ত আবশ্যক ছিল। কাজটার দায়িত্ব দেওয়া হল জেনারেল প্লিয়েভের ৫০তম

অশ্বারোহী ডিভিশন, কর্নেল প. ন. চেরনিশভের ১৮শ পদাতিক ডিভিশন আর আমাদের সঙ্গে সদ্য যোগ-দেওয়া ম. ইয়ে. কাতুকভের ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের উপরে। তাদের সমর্থনে ছিল কয়েকটি গোলন্দাজ ইউনিট আর গার্ডস মর্টার ব্যাটেলিয়ন।

এই তৎপরতার পরিকল্পনা করা হয়েছিল শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণাভিযানের মুখে। আমরা তা করতে বাধ্য হয়েছিলাম নিতান্ত দরকার বলেই। যদিও সেই সঙ্গেই এই বিবেচনাবোধ আমাদের সুবিধাতেও লাগানো হয়েছিল, কারণ জার্মান কম্যান্ড আশাই করতে পারে নি যে এই রকম একটা তৎপরতার ঝুঁকি আমরা নেব। মালিনিন, কাজাকভ, ওরিওল ও অন্য সমস্ত অফিসার কাজ করেছিলেন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি নিয়ে, তৈরি করেছিলেন তৎপরতার পরিকল্পনা, প্রস্তুত করেছিলেন ইউনিটগুলিকে। রণাঙ্গনের অধিনায়ক ইতিপূর্বে আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তদনুযায়ী সেনাবাহিনীর ডান পার্শ্বদেশে অশ্বারোহী ডিভিশনগুলি এসে পৌঁছনোয় আমরা আরও উৎসাহ পেয়েছিলাম।

স্কিরমানোভোর জন্য লড়াই চলেছিল ১১ থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত, সে লড়াই খুবই সফল হয়েছিল। আমাদের কামান, মর্টার আর রকেট উৎক্ষেপকগুলির আক্রমণে বহু শত্রু সৈন্য হতাহত হল, ট্যাঙ্কের সমর্থন নিয়ে পদাতিক সৈন্যদের মিলিত আক্রমণে সেই তৎপরতার সফল পরিসমাপ্তি ঘটল। এই দুঃসাহসিক অভিযানের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল ওপলচেনিয়ে সাবমেশিন-গানধারীদের একটা শক্তিশালী দল, আক্রমণের আগে রাতে তারা শত্রু ব্যূহের পিছন দিকে ঢুকে পড়েছিল; আর অবদান ছিল জেনারেল প্লিয়েভের অশ্বারোহী সৈন্যদের, তারা জার্মানদের পার্শ্বদেশে ঘুরে গিয়ে তাদের পিছনের সারিগুলোর উপরে আঘাত হেনেছিল। একথা সত্যি যে আক্রমণের পরে অসীমসাহসী এই অশ্বারোহীদের লড়াই করতে করতে বেরিয়ে আসার পথ করে নিতে হয়েছিল, কিন্তু তারা শত্রু ব্যূহের পিছন দিকে তৎপরতা চালাতে অভ্যস্ত ছিল বলে তাদের দুরূহ কর্তব্য পালন করেছিল সাহস আর দক্ষতার সঙ্গে।

স্কিরমানোভো আর আশপাশের গ্রামগুলি দখল করে-থাকা জার্মান সৈন্যরা পুরোপুরি উৎখাত হল। ভলকলামস্ক সড়ক ছিন্ন করার জন্য উদ্যত ১০ম প্যানজার ডিভিশন পশ্চাদপসরণ করল প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির পর। রণক্ষেত্রে ছড়িয়ে রইল প্রায় ৫০টি বিধ্বস্ত অগ্নিদগ্ধ ট্যাঙ্ক, ১৫০ মিলিমিটার কামান সহ অনেক কামান, মর্টার আর শত শত ট্রাক।

আমি রণক্ষেত্র দেখছিলাম আলেক্সেই লোবাচেভ আর 'প্রাভদা'-র সংবাদদাতা ভ্যাদিমির স্তাভস্কিকে সঙ্গে নিয়ে। স্তাভস্কি শুধু খবরের কাগজের একজন সংবাদদাতা ছিলেন না, জার্মানদের বিধ্বস্ত সমরোপকরণগুলি দেখলেই তিনি সপ্রশংস উল্লাসে কেটে পড়ছিলেন। প্রবলতম লড়াইয়ের দিনগুলিতে তিনি ছিলেন ১৬শ সেনাবাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে, এমন কি স্পাস-রিউখোভস্কোয়ের সেই নরককুণ্ডেও। সেইখানেই, মধ্য রাতে হুঁশিয়ারি পাওয়া ২৮৯তম ট্যাঙ্কবিধ্বংসী রেজিমেণ্ট প্রতিরক্ষাব্যূহগুলিতে সৈন্য যুগিয়েছিল আর তার অধিনায়ক মেজর ইয়েফ্রেমেঙ্কো নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রতিটি কামানের জন্য একশোটা করে শেল সাজিয়ে রাখতে। সেই লড়াইয়ে স্তাভস্কি ছিলেন ইয়েফ্রেমেঙ্কোর পাশে। প্রসঙ্গত, ভাসিলি কাজাকভ সেই সময়ে ছিলেন রেজিমেণ্টাল পর্যবেক্ষণ চৌকিতে, এ সম্পর্কে তিনিই আমাকে বলেছিলেন টেলিফোনে। স্তাভস্কি কী করছেন, আমার এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'এই মুহূর্তে তিনি আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে-পড়া 'ইউঙ্কার্স'গুলো গুণছেন... সাতাশ পর্যন্ত গুণেছেন তিনি।'

স্কিরমানোভোর পরে আমাদের হাতে ছিল চব্বিশ ঘণ্টা সময়, যদিও তখন সেটা আমরা জানতাম না। তা হলেও, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাদের রাজধানী রক্ষার লড়াইয়ে আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে নতুন, কঠিন পরীক্ষা, তাই আমরা আসন্ন লড়াইয়ের জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে লাগলাম।

চূড়ান্ত লড়াইগুলির আগে ১৬শ সেনাবাহিনী নতুন সৈন্যবল পেল। মধ্য এশিয়া থেকে ১৭শ, ২০শ, ২৪শ ও ৪৪তম অশ্বারোহী ডিভিশন (প্রত্যেকটিতে ৩০০০ যোদ্ধা) গঠন করল দ্বিতীয় ধাপ। তারা এসে পেশছনোর মধ্যে মাটিতে বরফ জমে গিয়েছিল, জলাগুলি ঢেকে গিয়েছিল বরফে। ঘোড়াগুলোর পায়ে শীতের জন্য নতুন করে নাল লাগানো হয় নি বলে অশ্বারোহী বাহিনীর গতিবিধিতে অসুবিধা হতে লাগল। তার উপরে এবড়ো-খেবড়ো, জলা-জঙ্গল-ভর্তি এলাকায় লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ছিল না অফিসার আর সৈন্যদের।

সুদক্ষ অধিনায়ক কর্নেল আফানাসি বেলোবরোদভের (৫৫) নেতৃত্বে সাইবেরিয়া থেকে ৭৮তম পদাতিক ডিভিশন এসে পেশছনোয় আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। প্রধানত সাইবেরীয়দের নিয়েই এটি গঠিত ছিল, আর আমাদের বীর সৈনিকদের মধ্যেও সাইবেরীয়রা সর্বদাই তাদের শৌর্যের জন্য বিশিষ্ট। সংগঠন আর সাজসরঞ্জামের যুদ্ধকালীন সারণী অনুযায়ী

ডিভিশনটির লোকবল আর সংভার ছিল পুরোপুরি। তাদের এসে পেঁছনোর সময়োপযোগিতার কথা তো বলাই বাহুল্য। ঠিক যেমন ভলকলামস্কে জেনারেল পানফিলভের ডিভিশন লড়াইয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তেমনি নভেম্বর মাসে কর্নেল বেলোবরোদভের ডিভিশন বিপুল অবদান রেখেছিল মস্কো রক্ষার নিয়ামক লড়াইগুলিতে।

এছাড়াও আমরা পেয়েছিলাম শোচনীয়ভাবে কম সাজসরঞ্জামযুক্ত দুটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড এবং ৫৮তম ট্যাঙ্ক ডিভিশন — তার আদৌ কোনো ট্যাঙ্কই ছিল না বলা চলে। সেনাবাহিনীর গোলন্দাজদেরও কিছুটা শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল।

তা সত্ত্বেও, শত্রুর শক্তিপ্রাবল্য তখনও ছিল অনেক বেশি, বিশেষত ট্যাঙ্ক আর বিমানে।

নভেম্বরের প্রতিরক্ষামূলক লড়াইয়ের আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল, আমার মনে হয় সেটা বিবৃত করা দরকার। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা পশ্চিম রণাঙ্গনের অধিনায়কের কাছ থেকে আদেশ পেয়েছিলাম ভলকলামস্কের উত্তর দিকের একটা ক্ষেত্র থেকে শত্রুর ভলকলামস্ক-স্থিত সৈন্যদলের উপরে আক্রমণ চালাতে। এই তৎপরতার প্রস্তুতির জন্য আমাদের সময় দেওয়া হয়েছিল একটা রাত। আমাকে বলতেই হচ্ছে, এই আদেশ দেওয়ার পিছনে অধিনায়কের যুক্তি কী ছিল তা আমি বুঝে উঠতে পারি নি। আমাদের শক্তি ছিল অতি কম, প্রস্তুতির জন্য বলতে গেলে কোনো সময়ই আমাদের দেওয়া হয় নি, শত্রু নিজেই আক্রমণে উদ্যত। প্রস্তুতির জন্য আমাদের অন্তত আরও কিছুটা সময় দেওয়ার জন্য আমার অনুরোধে কর্ণপাত করা হয় নি।

যেমনটা প্রত্যাশিত ছিল, রণাঙ্গনের অধিনায়কের আদেশমাফিক ১৬ নভেম্বর তারিখে যে আংশিক পাল্টা-আক্রমণ চালানো হয়েছিল তা কার্যকর হয় নি। প্রথমে, অতর্কিত আক্রমণে শত্রুকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে আমরা তাদের ব্যূহগুলির মধ্যে প্রায় তিন কিলোমিটার ঢুকে পড়তে পেরেছিলাম। কিন্তু তার পরে শত্রু আমাদের গোটা সম্মুখ ভাগ বরাবর আক্রমণ চালিয়েছিল, আমাদের সৈন্যরা বাধ্য হয়েছিল দ্রুত পশ্চাদপসরণ করতে। সবচেয়ে কঠিন অবস্থায় পড়েছিল লেভ দোভাতোরের অশ্বারোহী দলটা, শত্রুর এক সাঁড়াশি আক্রমণের মধ্যে সেটি আটকে গিয়েছিল। শুধু তাদের সচলতার কল্যাণে আর অধিনায়কের বুদ্ধিমত্তার দরুনই তারা বেষ্টনী এড়িয়ে চলে আসতে পেরেছিল।

এই তৎপরতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময়ে আমরা সেনাবাহিনীর কম্যান্ড পোস্ট স্থানান্তরিত করেছিলাম তেরিয়ায়েভা স্লবদায়, সেখানে শত্রুর বিমান আমাদের উপরে প্রচন্ড বোমাবর্ষণ করেছিল। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল তৎপরতা আর গোপন সংবাদসংগ্রহ বিভাগের।

সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর আমরা সরিয়ে এনেছিলাম নোভো-পেত্রোভ্স্কোয়েতে, ভলকলামস্ক — মস্কো সড়কের উপরে। জায়গাটা বেছে নেওয়ার একটা কারণ ছিল আমাদের পাওয়া এই খবর যে আমাদের বাঁ পার্শ্বদেশের উল্টোদিকে শত্রু বিরাট সাঁজোয়া সৈন্যবল জড়ো করছে: আক্রমণের আসল ধাক্কাটা যাদের সামলাতে হবে সেই সৈন্যদের এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করাই বেশি সুবিধাজনক।

লোবাচেভ আর আমি এই উপলক্ষটার (সদরদপ্তর সরিয়ে আনার) সুযোগ নিলাম. গাড়িতে করে কয়েক ঘণ্টার জন্য মস্কোয় গেলাম।

দেখতে পেলাম মহানগরী সতর্ক হয়ে আছে. সব জায়গায় গিজ্‌গিজ্ করছে 'ড্রাগনের দাঁত' আর কাঁটা তারের বেড়া. উপকণ্ঠে ব্যারিকেড আর বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে কামান বসানোর জন্য ফুটো।

রাজধানী ছিল গম্ভীর, শান্ত।

মস্কোয় যাওয়ার রাস্তাগুলিতে হাজার হাজার মস্কোবাসী. বেশির ভাগই নানান বয়সের নারী. ব্যস্ত ছিল ট্রেঞ্চ, কামান প্রভৃতি বসানোর জায়গা আর ট্যাঙ্করোধী খানাখন্দ খোঁড়ার কাজে।

তারা কাজ করছিল গভীর মনোযোগে, বোঝা যাচ্ছিল তারা যে কাজ করছিল তার গুরুত্ব সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে অবহিত। কোনো বিশৃঙ্খলা বা নৈরাশ্য আমাদের নজরে পড়ে নি। খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও - ঝিরঝিরে ঠান্ডা বৃষ্টি আর স্যাঁতসেতে কুয়াশা সত্ত্বেও কাজ চলছিল পুরোদমে।

আমি স্বীকার করছি. শান্ত অধ্যবসায় নিয়ে মেহনতিদের দল শক্ত মাটি খুঁড়ে চলেছে — এই দৃশ্য আমার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত নাড়া দিয়েছিল, শত্রুর বিরুদ্ধে আমার ঘৃণা আর ক্রোধকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। লোবাচেভের দিকে তাকিয়ে তার মুখেও দেখতে পেলাম একই মনোভাবের অভিব্যক্তি। তার চেয়েও বেশি, আমরা উপলব্ধি করলাম যে গোটা সেনাবাহিনীই এই মনোভাবের অংশীদার এবং আসন্ন লড়াই হবে চূড়ান্ত নিয়ামক, সমগ্র অভিযানে একটা মোড় ফেরার লড়াই। আমাদের এই বিশ্বাসের সংগত ভিত্তি ছিল ভলকলামস্কে অক্টোবর মাসের লড়াইয়ের

অভিজ্ঞতা, যখন বিপুল যান্ত্রিক শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শত্রু আমাদের রণাঙ্গন ভেদ করতে পারে নি। সেই সব লড়াইয়ে আমাদের সৈনিকদের বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা ছিল অভূতপূর্ব।

আমরা ফিরে আসার মধ্যেই নোভো-পেত্রোভ্‌স্কোয়েতে স্টাফ গুছিয়ে বসেছিল। সামরিক পরিষদ আস্তানা গেড়েছিল পাশের উস্তিনোভো গ্রামে। সমস্ত বড় বড় ইউনিট আর ডান দিক — বাঁ দিকের কাছাকাছি সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। অফুরন্ত কর্মশক্তি, জ্ঞান ও গভীর দায়িত্ববোধের জন্য কর্নেল প. ইয়া. মাক্সিমেঙ্কোকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। দুরূহতম পরিস্থিতিতে তিনি সৈন্যদের সঙ্গে নির্ভরযোগ্য যোগাযোগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিলেন। মস্কোর লড়াইয়ের পুরো সময়টা ধরে সিগন্যালাররা — নিচু তলার সৈনিক, নিম্নপদস্থ অফিসার, অফিসাররা — তাদের কর্তব্য পালন করে গিয়েছিল অধ্যবসায়ের সঙ্গে, গভীরতম নিষ্ঠার সঙ্গে।

সেই দিনগুলির বৈশিষ্ট্যসূচক আরেকটি প্রবণতার কথা বলছি। নোভো-পেত্রোভ্‌স্কোয়েতে আমাদের কাছে এসেছিলেন ইয়েমেলিয়ান ইয়ারোস্লাভস্কি, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একদল প্রচার-বক্তাদের সঙ্গে নিয়ে। ইয়ারোস্লাভস্কি ছিলেন জনপ্রিয় ব্যক্তি, তাই তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য প্রত্যেক রেজিমেণ্ট থেকে সৈন্যদের আসার ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম; আমরা জানতাম পার্টির কথা তাঁরা পেঁছে দেবেন জনগণের কাছে।

ঘরটা লোকে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। ইয়ারোস্লাভস্কি তাঁর অসামরিক পোশাকে বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন উর্দি-পরা সামরিক লোকজনের মাঝে। তিনি বলেছিলেন, বক্তৃতা দেওয়ার বদলে তিনি আমাদের যে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে চান। আক্ষরিক অর্থেই প্রশ্নের ধারাবর্ষণ শুরু হয়েছিল তাঁর উপরে। তাঁর খুব কাছে মেঝের উপরে বসেছিল সাবমেশিন-গান হাতে নিয়ে সাদা ছদ্মাবরণ পরা একদল পানফিলভের সৈনিক।

শত্রুর আক্রমণ শুরু হওয়ার আগেই আমরা তাদের সৈন্যদের সম্পর্কে মোটামুটি যথাযথ কিছু খবর সংগ্রহ করে ফেলেছিলাম। ১৬শ সেনাবাহিনীর উল্টোদিকে জার্মানরা মোতায়েন করেছিল ৫ম সেনাবাহিনীর কোর এবং ৪র্থ প্যানজার গ্রুপের ৪৬তম ও ৪০তম মোটরবাহিত কোর। ভলকলামস্কের উত্তরে যাত্রাস্থলটি দখল করে ছিল ১০৬তম ও ৩৫তম পদাতিক ডিভিশন। আমাদের সেনাবাহিনীর বাঁ পার্শ্বদেশের সামনাসামনি, ভলকলামস্কের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মোতায়েন করা হয়েছিল চারটি প্যানজার

ডিভিশন — ২য়, ১১শ, ৫ম আর ১০ম — এবং 'রাইখ' নামে মোটরবাহিত এস-এস ডিভিশন। ফ্রণ্টের সদরদপ্তরে আমরা একাধিকবার এই খবর জানিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানকার লোকেরা মনে হয় শত্রুর সৈন্যবল সম্পর্কে আমাদের হিসাবটাকে অতিরঞ্জিত বলে ধরে নিয়েছিলেন। অবশ্য, তাঁদের প্রতি আমরা সহানুভূতি বোধ করতে পারি। এই কথাটা শুনতে পেলেই তাঁরা বেশি খুশি হতেন যে শত্রু তেমন প্রবল নয়; খুশি হতাম আমরাও। কিন্তু স্কিরমানোভো ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ধৃত বন্দীরা আমাদের পাওয়া খবরের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেছিল। আসল ঘটনার মুখোমুখি হয়ে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার ছিল; নিজেদের কিংবা সৈন্যদের সজাগতা নষ্ট করে দেওয়ার অবকাশ আমাদের ছিল না।

দোভাতোরের কোরকে পাঠিয়ে দেওয়া হল আমাদের বাঁ পার্শ্বদেশের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য। দরকার হলে সেটিকে বিপন্ন যেকোনো ক্ষেত্রে চটপট সরিয়ে আনা যাবে। বাঁ পার্শ্বদেশে আমরা মোতায়েন করলাম ৭৮তম পদাতিক ডিভিশনকে।

পেছোবার পথ নেই

১৬ নভেম্বর, নতুন শক্তিবিন্যাস ঘটিয়ে, নতুন নতুন ইউনিট নিয়ে এসে এবং আগেকার লড়াইয়ে যেসব ইউনিট অংশগ্রহণ করেছিল সেগুলির ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে ফন বক্-এর অধীনে জার্মান সেনাবাহিনীর গ্রুপ 'কেন্দ্র' আক্রমণাভিযান চালু করল উত্তরে কালিনিন আর দক্ষিণে তুলা পর্যন্ত গোটা রণাঙ্গন বরাবর। উত্তর দিকে প্রধান ধাক্কাটা দেওয়া হল ৩০তম ও ১৬শ সেনাবাহিনীর এলাকায় আর ৫ম সেনাবাহিনীর ডান পার্শ্বদেশে (ভলগা জলাধার থেকে মস্কো — মজাইস্ক রেলপথ); দক্ষিণ দিকে, আঘাতটা পড়ল ৫০তম সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রটির উপরে (তুলা, কাশিরার দিকে নোভোমস্কোভ্স্ক-এ)।

আমাদের সেনাবাহিনীর এলাকায় প্রধান আঘাতটা চালানো হল ভলকলামস্কের কাছাকাছি বাঁ পার্শ্বদেশে, যেটি রক্ষা করছিল ৩১৬তম ডিভিশন আর ক্যাডেট রেজিমেণ্ট।

আক্রমণ শুরু হল ভারী কামানের আর মর্টারের গোলাবর্ষণ এবং বিমান আক্রমণের সমর্থন নিয়ে। বোমারু বিমানগুলি মাথার উপরে পাক খেতে খেতে পালা করে ছোঁ মেরে নিচে এসে আমাদের পদাতিক আর গোলন্দাজ ব্যূহগুলির উপরে বোমাবর্ষণ করতে লাগল।

তার পরে লড়াইয়ে নামল এক এক দলে ১৫টা থেকে ৩০টা করে ট্যাঙ্ক, তার পিছনে পিছনে সাবমেশিন-গানধারীদের ঘননিবদ্ধ সারি — জেনারেল পানফিলভের ৩১৬তম ডিভিশনের পর্যবেক্ষণ চৌকি থেকে লোবাচেভ আর আমি তা দেখতে লাগলাম।

ক্ষয়ক্ষতিতে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে ট্যাঙ্কগুলো এগিয়ে আসতে লাগল অদম্যভাবে, মাঝে মাঝে থামছিল আমাদের ট্যাঙ্কবিধ্বংসী ব্যাটারিগুলোকে

লক্ষ্য করে অগ্ন্যুদ্‌গীরণ করার জন্য। কিছু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাক খাচ্ছিল ক্ষতিগ্রস্ত ট্র্যাক নিয়ে, ডজনখানেক জ্বলছিল অথবা ধূম উদ্‌গীরণ করছিল, দেখতে পাচ্ছিলাম নাৎসিরা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে মাটিতে শুয়ে পড়ছে।

আমাদের গোলাবর্ষণে শত্রুর সাবমেশিন-গানধারীরা বাধ্য হল মাটিতে শুয়ে পড়ে আড়াল নিতে। কতগুলো জার্মান ট্যাঙ্ক কোনমতে ট্রেঞ্চ পর্যন্ত এসে পেঁছিল, সেখানে চলল প্রচণ্ড লড়াই।

৩১৬তম ডিভিশনের ইউনিটগুলি, সমর্থনদায়ক গোলন্দাজরা এবং পদাতিকদের সমর্থন দেওয়ার জন্য সামান্য যে ক'টি ট্যাঙ্ক আমাদের ছিল, সবাই প্রচণ্ড প্রতিরোধ চালিয়ে গেল। কোয়াডে বসানো মেশিনগান আর ৩৭ মিলিমিটার বিমানবিধ্বংসী কামানগুলি ছোঁ মেরে নেমে আসা শত্রু বিমান লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করে চলল। মাঝে মাঝেই, কখনও এখানে কখনও ওখানে এক একটা জার্মান প্লেন ভূপাতিত হচ্ছিল ধোঁয়া আর আগুনের শিখা ছড়িয়ে।

রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা ভাসিলি ক্লচকভের (৫৬) নেতৃত্বে পানফিলভের ডিভিশনের আঠাশজন বীর সেই দিনই স্থাপন করেছিলেন তাঁদের বিশ্ববিখ্যাত শৌর্যকীর্তি। 'রাশিয়া বিরাট, কিন্তু পেছোবার কোনো জায়গা নেই কারণ মস্কো রয়েছে আমাদের পিছনে' -- ক্লচকভের এই কথাগুলি গোটা সেনাবাহিনী আর জাতি গ্রহণ করেছিল।

লড়াইয়ের অগ্রগতি এবং আমাদের সৈন্যদের জঙ্গী মনোভাব আমাকে স্থিরনিশ্চিত করেছিল যে শত্রু কখনোই মস্কোয় পেঁছিতে পারবে না। ডিভিশন কম্যান্ডার ইভান পানফিলভ তাঁর সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করছিলেন আস্থাভরে, দৃঢ়তার সঙ্গে, বিজ্ঞভাবে। আমি ভেবে দেখলাম, অবস্থা যদি খুবই দুরূহ হয়ে ওঠে, তা হলে শুধু দরকার হবে পানফিলভকে নতুন সৈন্যবল দিয়ে সাহায্য করা, তার পরে উপর থেকে কোনো পরামর্শ ছাড়াই তিনি নিজেই স্থির করতে পারবেন তাদের নিয়ে কী করতে হবে। এই বিশ্বাস নিয়েই আমি তাঁর পর্যবেক্ষণ চৌকি থেকে চলে এলাম।

লোবাচেভ গেলেন ক্যাডেট রেজিমেন্টের দিকে, সেখানেও ঘোর লড়াই চলছিল, আর আমি গাড়িতে করে চলে এলাম উস্তিনোভোতে আমার প্রধান কম্যান্ড পোস্টে, যাতে সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহ বরাবর ঘটমান ঘটনার সঙ্গে সংস্পর্শ রাখতে পারি। রণাঙ্গনের সমান্তরাল পথে গাড়ি চালিয়ে আসার সময়ে ভলকলামস্ক — মস্কো সড়কে প্রত্যেক গাড়ির উপরে আক্রমণ চালানো

জার্মান বিমানের দ্বারা দু বার আক্রান্ত হলাম। বেশ কয়েকবার থেমে দাঁড়িয়ে শুনলাম কামানের গর্জন। লড়াই তখন ছড়িয়ে পড়েছিল ১৮শ পদাতিক ডিভিশনের আগলানো ক্ষেত্রটিতে।

সদরদপ্তরে যখন এসে পৌঁছলাম, পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তার মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। আগের দিন শত্রু ছোট ছোট সৈন্যবল নিয়ে সক্রিয় ছিল ৩০তম সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। তাদের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করেছিল ১০৭তম মোটরবাহিত পদাতিক ডিভিশন, আমাদের সীমান্তে তারাই প্রতিরক্ষাব্যূহ আগলাচ্ছিল। ১৬ নভেম্বর সকালে শত্রু আবার তাদের আক্রমণ শুরু করেছিল আরও বেশি শক্তি নিয়ে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত ঘটনাধারার কোনো খবর আসে নি। তার পরে মালিনিন জানালেন যে আমাদের ডান পার্শ্বদেশে ১২৬তম ডিভিশনের কাছ থেকে সবেমাত্র খবর এসেছে। তাদের পার্শ্ববর্তী সৈন্যরা অসুবিধায় পড়েছে; জার্মানরা সীমান্তের ক্ষেত্রে গভীরে ঢুকে পড়েছে এবং ১২৬তম ডিভিশনের অধিনায়ক বাধ্য হয়েছেন তাঁর সংরক্ষিত সৈন্যবলকে চটপট সেখানে পাঠিয়ে দিতে, আর তিনি নিজে তাঁর হাতে যত সহায়-সামর্থ্য আছে তাই দিয়ে প্রতিহত করছেন শত্রুর ১৪শ মোটরবাহিত ডিভিশনকে।

ক্যাডেট রেজিমেণ্টের আগলানো অবস্থানের উপরে আঘাত এসে পড়তে লাগল ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো। পানফিলভের বাঁ দিকে ১৮শ পদাতিক ডিভিশন অটলভাবে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে চলছিল, আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহকে শত্রু তখনও কোথাও ভেদ করতে পারে নি। কিন্তু জার্মানরা নতুন সৈন্যবল নিয়ে আসায় — আমাদের অনুমান, সেটা ছিল ৫ম প্যানজার ডিভিশন — ১৮শ আর পানফিলভের ডিভিশনের মধ্যেকার সীমানায় গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিতে লাগল। পরে, যখন হলুদ রঙ করা ট্যাঙ্কগুলি রণক্ষেত্রে উপস্থিত হল তখন বোঝা গেল আমাদের অনুমান ঠিকই ছিল। ডিভিশনটাকে চটপট আফ্রিকা থেকে মস্কোয় পাঠানো হয়েছে এবং এত তাড়াহুড়ো করে কাজে লাগানো হয়েছে যে জার্মানরা ছদ্মাবরণ নতুন করে রঙ করার সময় পর্যন্ত পায় নি। পরিস্থিতির দরুন আমি বাধ্য হলাম প্লিয়েভ আর মেলনিকের অশ্বারোহী সৈন্যদের সেই ক্ষেত্রে মোতায়েন করে বিপন্ন ক্ষেত্রটিকে নিরাপদ করতে — এই ব্যবস্থা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছিল।

৩০তম সেনাবাহিনীর বাঁ পার্শ্বদেশে যে পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছিল, বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে যখন তার সদরদপ্তরের সঙ্গে আমাদের সংযোগ নষ্ট হয়ে

গেল, তাতে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। রণাঙ্গনের অধিনায়ককে অনুরোধ জানালাম ক্লিনের পশ্চিম দিকে আমাদের সেনাবাহিনীর এলাকায় মোতায়েন রাখা কিন্তু ফ্রন্টের সংরক্ষিত সৈন্যবল হিসেবে নির্ধারিত দুটি অশ্বারোহী আর একটি ট্যাংক ডিভিশনকে আমার অধিনায়কত্বাধীনে রাখতে। জেনারেল জুকভ জবাব দিলেন যে সাধারণ সদরদপ্তরের নির্দেশে ইতিমধ্যেই তাদের ৩০তম সেনাবাহিনীর অধীনস্থ করা হয়েছে, এবং ১৭ নভেম্বর থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে পশ্চিম রণাঙ্গনের হাতে। সর্বোচ্চ কম্যান্ডের এই সিদ্ধান্ত, কিছুটা বিলম্বিত হলেও, সঠিক ছিল।

১৭ নভেম্বর শত্রু নতুন নতুন ইউনিটকে যুদ্ধে নামিয়ে আক্রমণ চালিয়ে গেল। বরফ জমে জলাভূমিগুলি শক্ত হয়ে গিয়েছিল বলে শত্রুর প্রধান আঘাত হানার শক্তি — প্যানজার ও মোটরবাহিত ইউনিটগুলি — কর্মতৎপরতার স্বাধীনতা পেয়ে গিয়েছিল আরও বেশি, সেটা আমরা খুব তাড়াতাড়িই টের পেলাম যখন ট্যাংকগুলো তৎপরতা চালাতে লাগল পথ থেকে নেমে, গ্রামগুলোর প্রান্ত ঘেঁযে এবং ঝোপঝাড় আর নতুন-গজানো জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের পাশ কাটিয়ে যখন যেতে পারছিল না, তখনই একসঙ্গে সব ট্যাংক জড়ো করছিল, সেই ট্যাংকের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল ভারী কামান আর মর্টারের গোলাবর্ষণ এবং বিমান থেকে বোমাবর্ষণ। এই কৌশল আমাদের সৈন্যদের পক্ষে রীতিমত ঝামেলার কারণ হয়েছিল। আমরা তার মোকাবিলা করলাম চলমান ব্যাটারি, কামান আর ট্যাংক সুকৌশলে ব্যবহার করে। শত্রুর ট্যাংককে সেগুলি আটকাতে লাগল একেবারে সামনা-সামনি। শত্রুর 'ভ্রাম্যমাণ' ট্যাংক গ্রুপগুলিকে প্রতিহত করার ব্যাপারে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা খুবই সাহায্য করেছিল। তারা ট্রাকে করে ঘুরে ঘুরে শত্রুর অগ্রগতির প্রত্যাশিত সমস্ত পথে মাইন আর ভুঁই-বোমা পুঁতে দিয়েছিল। সব রকম উপযোগী উদ্যোগকে আমি উৎসাহ দিয়েছিলাম, আর তার ফল হয়েছিল চমৎকার। অধিকৃত জমির প্রতিটি ইঞ্চি নাৎসিরা তাদের রক্তে সিঞ্চিত করেছিল, হারিয়েছিল যন্ত্রবল আর মনোবল।

কিন্তু তখনও তারা শক্তিশালী ছিল, আঘাত দিয়ে চলছিল বিরামহীনভাবে। ১৮ নভেম্বর, আমাদের বাঁ পার্শ্বদেশের উল্টো দিকে যেখানে এর আগেই চারটি প্যানজার ডিভিশন আর একটি মোটরবাহিত এস-এস ডিভিশন লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল, সেখানে এসে উপস্থিত হল ২৫২তম

পদাতিক ডিভিশনের ইউনিটগুলি। বাড়তি সৈন্যবল নিয়ে এসে শত্রু ৫ম সেনাবাহিনীর ডান পার্শ্বদেশের ইউনিটগুলিকে পিছনে ঠেলে দিয়ে দুটি সেনাবাহিনীর মাঝখানের ফাঁকে ঢুকে পড়ে ভলকলামস্ক—মস্কো সড়কের দিকে এগিয়ে আসতে সমর্থ হল, আমাদের পার্শ্বদেশ ভেদ করে গভীরে ঢুকে পড়ার বিপদ তুলে ধরল।

এই সংকট মুহূর্তে সড়কের উপরে আক্রমণরত নাৎসি সৈন্যদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করতে পাঠালাম বেলোবরোদভের ৭৮তম পদাতিক ডিভিশনকে। বেলোবরোদভ তাঁর রেজিমেণ্টগুলিকে চটপট বিন্যস্ত করলেন, আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। পুরো ঋজু অবস্থায় তাড়া করে গিয়ে সাইবেরীয় সৈন্যরা শত্রুর পার্শ্বদেশে আঘাত করে তাদের পিছনে হটিয়ে দিল। আক্রমণটা ছিল চমৎকার, সেদিন তাতে আমরা রক্ষা পেয়েছিলাম।

লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ সাইবেরীয়রা শত্রুর পিছনে সজোরে তেড়ে গিয়েছিল, সেই ৭৮তম ডিভিশনের অগ্রগতি শত্রু ঠেকাতে পেরেছিল একমাত্র নতুন কিছু ইউনিট এনেই।

সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রচণ্ড লড়াই চলেছিল। বিরাট সংখ্যাগত প্রাবল্য, গতিশীলতা এবং বিমান থেকে অনবরত সমর্থন পাওয়ার ফলে লড়াই চলাকালে শত্রুর আঘাত হানার সৈন্যবলকে সংগঠিত করতে কোনোই অসুবিধা হয় নি। জমে-যাওয়া মাটির আনুকূল্য পেয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় পালা করে আঘাত হানল, অর্জন করল স্থানীয় সাফল্য। পিছনের ধাপগুলিতে আমাদের যথেষ্ট সংরক্ষিত সৈন্যবল ছিল না বলে আমরা প্রত্যেকবারই বাধ্য হলাম অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে সৈন্য সরিয়ে আনতে, যাতে বিপন্ন একটা দিকে শত্রুর অনুপ্রবেশ ঠেকানো যায়।

ক্রমে ক্রমে চাপে পড়ে আমরা পিছনে হঠতে লাগলাম, এবং তিন দিনের ক্রমাগত যুদ্ধে সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি পিছিয়ে গেল নানান জায়গায় পাঁচ থেকে আট কিলোমিটারের মধ্যে। কিন্তু শত্রু কোথাও আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহগুলি ভেদ করতে সক্ষম হয় নি।

১৮ নভেম্বর, পানফিলভের সৈনিকরা যখন বীরোচিত অদম্যতার সঙ্গে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহগুলির মধ্যে শত্রুর ঢোকানো কীলকগুলিকে প্রতিহত করছিল, তখন জেনারেল স্বয়ং তাঁর পর্যবেক্ষণ চৌকিতে মৃত্যুবরণ করলেন। এটা ছিল ভয়ংকর ক্ষতি। পানফিলভ যদি আর কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকতেন তা হলে শুনতে পেতেন, যে ডিভিশনটিকে তিনি এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেটিকে গার্ডস ডিভিশনের খেতাবে ভূষিত

করা হয়েছে। ৩১৬তম ডিভিশনের অফিসার আর সৈনিকদের অতুলনীয় বীরত্ব আর সাহস এবং তার অধিনায়কের অসামান্য কৃতিত্বের জন্য পার্টি ও সরকার উপযুক্ত পুরস্কারই দিয়েছিল। রেডিওয় আমরা শুনতে পেলাম মস্কো থেকে এক সম্প্রচারে ঘোষণা করা হচ্ছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী তাকে 'লাল নিশান অর্ডারে' ভূষিত করেছেন এবং তার নতুন নামকরণ করেছেন ৮ম গার্ডস ডিভিশন। আর বলতে গেলে ঠিক সেই সময়েই আমরা অধিনায়কের মৃত্যুসংবাদ পেলাম...

তিন দিন লড়াইয়ের পর জার্মান কম্যান্ড মনে হয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে ভলকলামস্ক ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহগুলিতে তারা ফাটল ধরাতে পারবে না। তদনুযায়ী, তাদের আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং আমাদের ইউনিটগুলিকে ধীরে ধীরে দিনে দুই-তিন কিলোমিটার করে পিছনে ঠেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ভলগা জলাধারের দক্ষিণ দিকে একটা দৃঢ়পণ আক্রমণের প্রস্তুতি চালাতে লাগল। এই সিদ্ধান্তের পিছনে সম্ভবত বাড়তি কারণ ছিল এই যে কালিনিন রণাঙ্গন এলাকায়, জলাধারের উত্তর তীর ধরে অগ্রসরমান জার্মানরা রেলওয়ে সেতুটি দখল করে নিয়েছিল এবং মস্কো — লেনিনগ্রাদ সড়ককে ছিন্ন করে ফেলেছিল।

ক্লিন ক্ষেত্রে শত্রু সৈন্য দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগল। বেড়ে চলল উত্তর দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা। আমাদের সমস্ত সংরক্ষিত সৈন্যবলকে যেখানে লড়াইয়ে নামানো হয়েছিল, আমাদের সেই বাঁ পার্শ্বদেশের উপরে চাপ বেড়ে চলতে লাগল নিরন্তরভাবে। সেনাবাহিনীর অবস্থা উন্নত করা এবং শত্রুর অগ্রগতি রোধ করার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, তখন সেটা আমাকে বিবেচনা করে দেখতে হচ্ছিল।

ইতিমধ্যে মধ্যভাগে এবং বাঁ পার্শ্বদেশে লড়াই চলছিল ইস্ত্রা জলাধারের (৫৭) ১০ কি ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে।

জলাধারটি, ইস্ত্রা নদী এবং আশপাশের ভূভাগ ক্ষুদ্র সৈন্যবল নিয়ে বলিষ্ঠ প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার চমৎকার সুযোগ উপস্থিত করছিল। সেটা হলে দ্বিতীয় ধাপে কিছু সৈন্যকে সরিয়ে আনা সম্ভব হবে, গভীরে একটা প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সৃষ্টি করা যাবে, এবং ক্লিন ক্ষেত্রটিকে মদত দেওয়ার জন্য বেশ বড় সৈন্যবলকে স্থানান্তরিত করা যাবে।

পক্ষে-বিপক্ষে সব কিছু সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে এবং আমার সহকারীদের সঙ্গে পরিকল্পনাটা নিয়ে আলোচনা করে রণাঙ্গনের অধিনায়ককে আমি তা জানালাম, শত্রু আমাদের প্রতিরক্ষাকারীদের পিছনে হঠিয়ে দিয়ে

তাদের পিছনে-পিছনে নদী আর জলাধার পার হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে ইস্ত্রা লাইনে সরে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম।

সৈন্য আর অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে আমাদের ফৌজের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছিল, দিনের পর দিনের লড়াই আর বিনিদ্র রাতগুলির কথা তো বলাই বাহুল্য, অফিসার আর সৈনিক সকলকেই তা প্রভাবিত করেছিল যার দরুন উঁচুতলার আমরা পর্যন্ত আক্ষরিকভাবেই টলে পড়ছিলাম, এক ক্ষেত্র থেকে আরেক ক্ষেত্রে গাড়িতে করে যেতে যেতে একটু ঝিমিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেলে কৃতজ্ঞতা বোধ করছিলাম।

রণাঙ্গনের অধিনায়ক আমার অনুরোধ নাকচ করে দিলেন, আদেশ দিলেন এক পা-ও পশ্চাদপসরণ না করে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে।

যুদ্ধে এমন পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে যেখানে শেষ সৈনিকটি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে লড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তই একমাত্র সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত। যখন তা একটা গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট অর্জন করে তখন সে সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে যথার্থ, যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠকে আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা করা, কিংবা একটা দুরূহ পরিস্থিতি শোধরাবার মতো অবস্থা সৃষ্টি করে সামগ্রিক সাফল্য নিশ্চিত করা, যার জন্য একেবারে শেষ পর্যন্ত, নিজেদের জীবনের বিনিময়ে সৈনিকের কর্তব্য পালন করার ডাক আসে। বর্তমান ক্ষেত্রে কিন্তু ১৬শ সেনাবাহিনীর পিছনে কোনো সৈন্য ছিল না, প্রতিরক্ষাকারী ইউনিটগুলি যদি পর্যুদস্ত হয়ে যায় তা হলে মস্কোয় যাবার পথ খুলে যাবে — আর শত্রু তো সর্বক্ষণ তারই চেষ্টা করছিল।

ইস্ত্রা লাইনে সরে যাওয়ার প্রশ্নটা আমার এত গুরুত্বপূর্ণ মনে হল যে একজন অধিনায়ক আর কমিউনিস্ট হিসেবে আমার কর্তব্যবোধ আমাকে বিনা বাক্যব্যয়ে রণাঙ্গনের অধিনায়কের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে দিল না। তাই সরাসরি জেনারেল স্টাফের প্রধান, মার্শাল ব. ম. শাপোশনিকভের (৫৮) কাছে আবেদন জানালাম, একটি টেলিগ্রামে আমার পরিকল্পনা বর্ণনা করে তার সমর্থনে যুক্তি দিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে উত্তর এল, তাতে শাপোশনিকভ আমাদের পরামর্শ ঠিক বলে ঘোষণা করলেন এবং জেনারেল স্টাফের প্রধান হিসেবে তা অনুমোদন করলেন।

যুদ্ধের আগে আমার সৈনিক জীবন থেকে মার্শাল শাপোশনিকভকে চিনতাম বলে আমি রীতিমত নিশ্চিত ছিলাম যে তাঁর এই উত্তর সর্বোচ্চ অধিনায়কের কাছ থেকেও অনুমোদন পেয়েছে, কিংবা অন্তত তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

সময় নষ্ট না করে আমরা আমাদের প্রধান সৈন্যবলকে রাতে ইস্ত্রা জলাধার লাইনে সরে যাওয়ার নির্দেশ তৈরি করলাম। পুরনো ব্যূহগুলিতে আপাতত শক্তিবৃদ্ধি করা খণ্ড বাহিনীগুলিকে রাখার ব্যবস্থা হল, স্থির হল শত্রুর চাপ বেড়ে গেলেই তারা পশ্চাদপসরণ করবে। যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসারদের মারফৎ সমস্ত ইউনিটে এই আদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হল।

আমাদের মেজাজ চাঙ্গা হয়ে উঠল। আমরা ভাবতে লাগলাম, এবারে জার্মানরা ইস্ত্রা লাইনে এসে তাদের বিষদাঁত ভাঙবে। তাদের প্রধান সৈন্যবল, ট্যাঙ্ক বাহিনী এসে পড়বে অলঙ্ঘ্য এক বাধার সামনে, তাদের মোটরবাহিত ইউনিটগুলি গতিশীলতাকে কাজে লাগাতে পারবে না।

কিন্তু আমাদের সে আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। এমন কি সমস্ত সৈন্য সরে যাওয়ার আদেশ পাওয়ার আগেই জুকভের কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ একটি টেলিগ্রাম পেলাম (৫৯)। সেটা হুবহু এই:

'আমি রণাঙ্গনের অধিনায়ক! ইস্ত্রা জলাধারে সরে যাওয়ার আদেশ আমি বাতিল করছি এবং যে সমস্ত লাইন আপনারা দখল করে আছেন, এক পা-ও পশ্চাদপসরণ না করে সেগুলি রক্ষা করার আদেশ দিচ্ছি। সেনাবাহিনীর জেনারেল জুকভ।'

আমার আর কিছু করার থাকল না: আদেশ আদেশই, আর আমরা যেহেতু সৈনিক তাই তা পালন করলাম। এর ফল হয়েছিল দুর্ভাগ্যজনক। যেমন আমরা আন্দাজ করেছিলাম, শত্রু আমাদের ইউনিটগুলিকে বাঁ পার্শ্বদেশে পিছনের দিকে ঠেলে দিতে লাগল, বাধ্য করল পূর্ব দিকে পিছিয়ে যেতে, তারপর ইস্ত্রা নদী পার হয়ে তার পূর্ব তীরে সেতুমুখগুলি দখল করে নিল। একই সময়ে, ভলগা জলাধারের দক্ষিণে তারা ৩০তম সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করল আর সেই ফাঁকটার মধ্যে এনে জড়ো করল ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত ইউনিটগুলিকে। আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বদেশকে যারা রক্ষা করছিল, সেই ১২৬তম পদাতিক ডিভিশনের পার্শ্বদেশে আর পশ্চাদ্ভাগে শত্রু সৈন্য এসে হাজির হল। আগেকার লড়াইয়ে সেই ডিভিশন খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল, আক্রমণকারী শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখার মতো ক্ষমতা তার বড় একটা ছিল না। একই সময়ে শত্রু আঘাত হানল তেরিয়ায়েভা স্লবোদার কাছাকাছি জায়গা থেকে, তাদের ট্যাঙ্ক আর পদাতিক বাহিনী এগিয়ে এল সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্কের দিকে উত্তর দিক থেকে ইস্ত্রা জলাধারের প্রান্ত ঘেঁষে এল।

ক্লিন আর সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্ক ক্ষেত্রে দেখা দিল গুরুতর পরিস্থিতি,

নাৎসি কম্যান্ড সেখানে বিরাট শক্তিপ্রাবল্য অর্জন করেছিল ছটি ডিভিশনকে লড়াইয়ে নামিয়ে; তিনটি প্যানজার (৬ষ্ঠ, ৭ম ও ২য়), দুটি পদাতিক (১০৬তম ও ৩৫তম) এবং একটি মোটরবাহিত (১৪শ)।

আমার ডেপুটি মেজর-জেনারেল ফ. দ. জাখারভকে আমি পাঠালাম ক্লিনে প্রতিরোধ সংগঠিত করতে। ইতিমধ্যে, আমাদের ডান দিকের সন্নিহিত বাহিনী, জেনারেল দ. দ. লেল্যুশেঙ্কোর ৩০তম সেনাবাহিনীকে পশ্চিম রণাঙ্গনের অধীনস্থ করা হয়েছিল। জেনারেল জাখারভকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দুটি সেনাবাহিনীর মধ্যবর্তী সীমান্তে সৈন্যদের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করার। কিন্তু সেখানকার সৈন্যবল অগ্রসরমান শত্রুকে থামাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, কারণ সব মিলিয়ে শক্তিটা ছিল এই রকম: লোকাভাবগ্রস্ত ১২৬তম পদাতিক ডিভিশন, অত্যন্ত দুর্বল ১৭শ অশ্বারোহী ডিভিশন আর মোট ১২টি ট্যাঙ্ক নিয়ে ২৫তম ট্যাঙ্ক ব্রিগেড, সেই ১২টির মধ্যে মাত্র চারটি ছিল ত-৩৪ ট্যাঙ্ক। ৩০তম সেনাবাহিনীর যে ইউনিটগুলিকে জার্মানদের আসল আঘাতটা সইতে হয়েছিল — ১০৭তম পদাতিক (প্রায় ৩০০ জন সৈন্য) আর ৫৮তম ট্যাঙ্ক ডিভিশন (যার একেবারে কোনোই ট্যাঙ্ক ছিল না) — তারা ধাক্কা খেয়ে পিছু হঠল এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। শত্রুর ট্যাঙ্ক বাহিনী দ্রুত এগিয়ে এল ক্লিনের দিকে, উত্তর দিক থেকে আমাদের সেনাবাহিনীর প্রান্ত ঘেঁষে। এই সমস্ত প্রতিকূলতা নিয়েই জেনারেল জাখারভ যত সৈন্যবল জড়ো করা সম্ভব ছিল তাদের একত্র করে ক্লিনের প্রতিরক্ষা সংগঠিত করলেন।

অল্পকিছু পরেই, রণাঙ্গনের অধিনায়কের আদেশ পেয়ে আমিও ক্লিনে গেলাম আ. আ. লোবাচেভের সঙ্গে। অকুস্থলে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আমরা একমাত্র এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারলাম যে শহরটা দখলে রাখা যাবে না। এখন বিবেচনা করা দরকার দ্‌মিত্রভ আর ইয়াখরোমার দিকে শত্রুর আসন্ন অগ্রগতি ঠেকানো যায় কী করে। মালিনিনকে আমি নির্দেশ দিলাম গোলন্দাজ সহ জেনারেল কাজাকভকে ক্লিনে পাঠাতে শত্রুর প্যানজার বাহিনীর সঙ্গে লড়ার জন্য, কিন্তু ২৩ নভেম্বর সকালে আমাকে জানানো হল যে শত্রু সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্ক দখল করে নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সামরিক পরিষদ সদস্য এবং আমি আর পার্শ্বদেশে থাকতে পারি না; সৈন্যদের ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং রণাঙ্গনে শত্রুর ঢুকে পড়া ঠেকানোর জন্য সেনাবাহিনীর কেন্দ্রস্থলে আমাদের থাকা দরকার।

স্থানীয় পোস্ট অফিস থেকে কোনোমতে টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম

পশ্চিম রণাঙ্গনের স্টাফ প্রধান, জেনারেল ভাসিলি সোকলোভ্স্কির সঙ্গে। গুরুতর পরিস্থিতির কথা জানালাম, কিন্তু পোস্ট অফিসের বাড়ির উপরে একটা গোলা পড়ে তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের কথাবার্তায় ছেদ পড়ে গেল। ইতিমধ্যে, উত্তর দিক থেকে ক্লিনকে ঘিরে শত্রুর ট্যাঙ্ক শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ক্লিন ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে জেনারেল জাখারভকে বললাম যে ক্লিন ক্ষেত্রে ও পূর্ব দিকে সমস্ত সৈন্যের উপরে অধিনায়কত্বের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর রইল; জোর দিয়ে বললাম যে তাঁর প্রধান কাজ হল হাতে যা কিছু সহায়সামর্থ্য আছে তাই দিয়ে দ্মিত্রভ আর ইয়াখরোমার দিকে শত্রুর অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখা এবং নতুন সৈন্য যাতে এসে পেঁছতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সময়টা পাওয়া। তাঁকে হুঁশিয়ারি দিলাম, আমি যে গোলন্দাজের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম তা এখনই এসে পড়ার সম্ভাবনা নেই, একটি ১৬-কামানের ট্যাংকবিধ্বংসী রেজিমেণ্ট ছাড়া, তারা ইতিমধ্যেই শত্রুর ৩৩টি ট্যাংককে ঘায়েল করে ক্লিনে কীর্তি স্থাপন করেছে।

১৭শ অশ্বারোহী ডিভিশনের অধিনায়ক ভ. আ. গাইদুকভের সৈন্যরা ক্লিন রক্ষার যুদ্ধে তখন নির্ভীকভাবে লড়ছিল, তিনি ও জেনারেল জাখারভের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই জ্বলন্ত শহর ছেড়ে আমি চলে এলাম লোবাচেভকে সঙ্গে নিয়ে।

একটিই মাত্র রাস্তা তখন ছিল, নোভোশচাপোভোর ভিতর দিয়ে। ক্লিনের উত্তর-পূর্ব দিকে ঢুকে-পড়া শত্রুর ট্যাংকগুলি থেকে আমাদের গাড়ি কটির উপরে একাধিকবার গোলাবর্ষণ হল। জমে-যাওয়া সেস্ত্রা নদী যখন পার হচ্ছিলাম, জার্মানরা তখন আমাদের মেশিন-গান বসানো সঙ্গী গাড়িটির উপরে সরাসরি আঘাত হানল।

সোল্নেচ্নোগোর্স্ক তার মধ্যেই শত্রুর হাতে চলে গিয়েছিল বলে, আমাদের ঘুর পথে যাওয়া দবকার হল রোগাচেভোর ভিতর দিয়ে। দুটো গাড়ির মধ্যে আমরা ছিলাম বেশ কয়েকজন, আমাদের সঙ্গে ছিল সাবমেশিন-গান আর হাতগ্রেনেড। আমার রিভলভারটি ছাড়াও আমার সঙ্গে ছিল তুলার শ্রমিকদের উপহার দেওয়া চমৎকার একটি সাবমেশিন-গান আর দুটো হাতগ্রেনেড। অবস্থা সবচেয়ে খারাপ হলেও আমরা লড়ে যেতে পারতাম, কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে ওঁত পেতে থাকা জার্মানদের হাতে পড়ার কোনো অর্থ হয় না বলে সম্ভাব্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করে আমরা রাতের অন্ধকারে চললাম।

দুরিকিনোতে এসে পেঁছিলাম লেনিনগ্রাদ সড়কের উপরে। সেখানে সেনাবাহিনীর কোনো ইউনিট ছিল না, ছিল শুধু সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্ক থেকে শরণার্থীর ভীড়; তারা বলল বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে জার্মানরা শহর দখল করে নিয়েছে। পরিস্থিতি মনে হল সত্যিই ঘোরালো।

আমাদের সদরদপ্তরে আমরা এসে পেঁছিলাম গভীর রাতে। সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্ক থেকে সদ্য ফিরে আসা ভ. ই. কাজাকভ পাকাপাকি জানালেন যে জার্মানরা সেখানে ঢুকে পড়েছে। তাঁর কথায় জানা গেল রণাঙ্গনের অধিনায়ক শহর রক্ষার ভার দিয়েছিলেন জেনারেল ভ. আ. রেভিয়াকিনের (মস্কোর কম্যাণ্ডাণ্ট) উপরে, তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে কোথাও গণ্ডগোল করে ফেলেছেন। সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্ক দখল করে নিয়েছে শত্রুর সাবমেশিন-গানধারীদের ছোট একটা বাহিনী, ট্যাঙ্ক এসে পেঁছেছে সন্ধ্যার দিকে।

সামগ্রিক পরিস্থিতি ছিল এই রকম। ডান পার্শ্বদেশে, ক্লিন ক্ষেত্রে, জার্মানদের বিরাট ট্যাঙ্ক আর মোটরবাহিত সৈন্যবল তখনও উত্তর দিকে ১৬শ সেনাবাহিনীর পাশ কাটিয়ে চলে আসছিল। জেনারেল জাখারভের বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও, ২৩ নভেম্বরের রাত্রিশেষের দিকে শত্রু ক্লিন দখল করে নিয়েছিল, কিন্তু তাদের দ্রুত পূর্ব দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টার সামনে দৃঢ়পণ, সুসংগঠিত প্রতিরোধ খাড়া করেছিল জাখারভের শোচনীয়ভাবে ক্ষয়িতলোকবল ইউনিটগুলি। সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্ক ক্ষেত্রে, শত্রু ক্যাডেট রেজিমেণ্টকে পিছনে ঠেলে দিয়েছিল, ইস্ত্রা জলাধারের প্রান্ত ঘেঁযে চলে এসে সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্ক দখল করে নেওয়ার পর এগিয়ে যাচ্ছিল দক্ষিণ দিকে, মস্কো অভিমুখে। আগেই বলেছি, আমাদের সৈন্যরা বাধ্য হয়েছিল ইস্ত্রা লাইনে পিছিয়ে আসতে, কিন্তু শত্রু তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহকে একটি জায়গাতেও ভাঙতে পারে নি। সর্বত্র পদাতিক, গোলন্দাজ, ট্যাঙ্ক, মর্টার-ছোঁড়া সৈনিক, অশ্বারোহী, ইঞ্জিনিয়াররা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে, সংগঠিত প্রতিরক্ষাব্যূহ থেকে শত্রুকে প্রতিহত করেছে, পাল্টা আক্রমণে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করেছে জার্মানদের।

সেই মুহূর্তে সবচেয়ে সংবেদনশীল স্থানটা ছিল সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্ক, যেখানে ঘনিয়ে উঠছিল মস্কোর উপরে শত্রুর সামূহিক আক্রমণের বিপদ। আমাদের কোনো সংরক্ষিত সৈন্যবল ছিল না, আরও সৈন্য এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে হলে সেটা করতে হত অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে। ২৮৯তম ও ২৯৬তম ট্যাঙ্কবিধ্বংসী রেজিমেণ্ট আর ১৩৮তম

গোলন্দাজ রেজিমেণ্টকে ইস্ত্রায় তাদের অবস্থান থেকে সরিয়ে আনা হয়েছিল, স্থানান্তরিত করা হচ্ছিল ক্লিন ক্ষেত্রে; কিন্তু কাজাকভ তাদের সোল্‌নেচ্‌নোগর্স্ক এলাকায় থামিয়ে দিয়েছিলেন, এখন তারা তাদের নিজ নিজ অবস্থানে মোতায়েন। পানফিলভের ডিভিশন থেকে দুটি ট্যাঙ্ক ব্যাটেলিয়ন ও দুটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করা জেনারেল দোভাতোরের অশ্বারোহী দলটিকেও এই ক্ষেত্রে দায়িত্ব দিয়ে রাখা হয়েছিল।

আমরা স্থির করলাম সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্ক-এর কাছে পেশকি গ্রামে সেনাবাহিনীর একটা সাময়িক কম্যান্ড পোস্ট স্থাপন করব, প্রধান কম্যান্ড পোস্ট স্থানান্তরিত করব লিয়ালভোতে।

২৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় আমরা পেশকিতে এসে পৌঁছলাম। একটি বাড়ির কাছে দাঁড় করানো ছিল একটা ত-৩৪ ট্যাঙ্ক। ভিতরে গিয়ে দেখতে পেলাম একদল অফিসারকে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল ই. প. কামেরা আর আ. ভ. কুরকিন। পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাই একসঙ্গে কথা বলছিলেন, গোলমালে কানে তালা ধরে যাচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল যে রণাঙ্গন থেকে জেনারেলদের এখানে পাঠানো হয়েছে পরিস্থিতিটা খতিয়ে দেখার জন্য।

জেনারেল কামেরা আমার করমর্দন করে বললেন, 'যাক, যথেষ্ট কথা বলেছি আমরা। এই ক্ষেত্রটি রক্ষার জন্য দায়ী মানুষটি এসে পৌঁছেছেন, তাই তাঁর ব্যাঘাত সৃষ্টি করব না।'

নিঃসন্দেহে সদুপদেশ। সদরদপ্তরের দলটি চলে গেল, রেখে গেল একটি ট্যাঙ্ক ইউনিটের অধিনায়ককে,তাঁর নাম আমি স্মরণ করতে পারছি না। রণাঙ্গনের সদরদপ্তর থেকে তাঁর উপরে নির্দেশ ছিল সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্ক ক্ষেত্রে মদত দেওয়ার।

এখন পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা দরকার। স্টাফ অফিসারের রিপোর্ট থেকে জানতে পারলাম যে পেশকির উত্তর দিকে জেনারেল রেভিয়াকিনের গ্রুপটির ছড়ানো-ছিটানো সৈন্যরা রয়েছে, আর প্রধান সড়কের কাছে আছে কয়েকটা ট্যাঙ্ক। ১৬শ সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি আমার আদেশ অনুযায়ী তাদের উপরে ন্যস্ত ক্ষেত্রগুলিতে এখনও শামিল হয় নি, সদরদপ্তর রেডিওর সাহায্যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

ট্যাঙ্ক অধিনায়ককে আদেশ দিতে যাচ্ছি রাস্তাটা কারা রক্ষা করছে সেটা দেখার জন্য, এমন সময়ে জার্মানরা গ্রামটার উপরে গোলাবর্ষণ শুরু

করে দিল। যে বাড়িটার মধ্যে আমরা ছিলাম, একটা গোলা এসে তার দেওয়াল ফুটো করে দিল, কিন্তু সেটি ফাটল না।

ট্যাঙ্ক অধিনায়ককে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর ট্যাঙ্কগুলো কোথায়, কী করছে সেগুলো। তাঁর জবাব আমাকে সত্যিই অবাক করল: গ্রামের উত্তর দিকে পরিখা কেটে অবস্থানরত পদাতিক সৈন্যদের কাছে দুটো ট্যাঙ্ক তিনি রেখে এসেছেন আর বাকিগুলো দুরিকিনোতে পাঠিয়ে দিয়েছেন নতুন করে জ্বালানি তেল ভরার জন্য।

‘ঠিক জানেন, ঐ দুটো ট্যাঙ্কও জ্বালানি তেল ভরতে চলে যায় নি তো?’ জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

অফিসার রাঙা হয়ে উঠলেন। তাঁকে বলতে হল যে রণাঙ্গনে নিয়মটা হল পশ্চাদ্ভাগ থেকে ট্যাঙ্কের জন্য জ্বালানি তেল নিয়ে আসা, তার উল্টোটা নয়। তাঁকে বললাম ট্যাঙ্কগুলো এখনই পেশকিতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে। তিনি চলে যেতে না যেতেই একজন যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসার ছুটে এসে জানালেন যে বড় সড়ক ধরে জার্মান ট্যাঙ্ক গ্রামে ঢুকে পড়েছে, দু পাশে সাবমেশিন-গানধারীরা এগিয়ে আসছে বাড়িগুলির উপরে গুলিগোলা চালাতে চালাতে।

এরকম ঘোরালো অবস্থায় আর কখনও পড়ি নি, চটপট কিছু চিন্তা করে বার করা দরকার। প্রথমেই আমার মনে এই চিন্তাটা এল, ‘সোল্নেচ্নোগোর্স্কের দিক থেকে পথগুলো আগলে-রাখা সৈন্যরা কোথায়?’ দ্বিতীয় চিন্তা, ‘আমাদের গাড়িগুলো কোথায়?’ (সেগুলোকে আমরা রেখে এসেছিলাম গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে)।

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম আমরা। গ্রামে সব দিক দিয়ে গোলা এসে ফাটছিল। কতকগুলো শাঁ শাঁ শব্দে মাথার উপর দিয়ে উড়ে এসে ধপ্ করে মাটিতে পড়ছিল অথবা দেয়াল বা বেড়া ভেঙে ঢুকে পড়ছিল বিস্ফোরিত না হয়ে: বোঝা গেল এগুলো ছিল জার্মান প্যানজারদের ছোঁড়া নিরেট ইস্পাতের গোলা।

রাত আলোকিত হয়ে গিয়েছিল মর্টারের গোলার বিস্ফোরণে আর ট্রেসার বুলেটের নানা-রঙের পথচিহ্নে। দৃশ্যটা দেখবার মতো কিন্তু বিপদের উপলব্ধি অন্য সমস্ত চিন্তাকে দূর করে দিয়েছিল।

ট্যাঙ্কটা তখনও বাড়ির কাছে দাঁড় করানো। সেটির কম্যান্ডার আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন তার ভিতরে ঢুকে পড়তে। আমি তাঁকে আদেশ দিলাম তখনই সেটা চালিয়ে চলে গিয়ে তাঁর ইউনিটকে খুঁজে বার করে বড় সড়ক

রক্ষা করতে এবং পেশকির ছয় কিংবা আট কিলোমিটার দূরে যে রেলপথটা লেনিনগ্রাদ সড়ক পার হয়েছে শত্রু যাতে তা পেরিয়ে আসতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে।

ইতিমধ্যে আমরা — আমরা নিশ্চয়ই তখন ডজনখানেক লোক ছিলাম — পরস্পরকে নজরের মধ্যে রেখে যতটা পারা যায় দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়লাম, গ্রামের শেষে যে থানাটা ছিল তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ত-৩৪ ট্যাঙ্কটা অদূরেই পুরো গতিতে ঘর্ঘর শব্দ করে নজরের আড়ালে চলে গেল, তার উপরে চলতে লাগল শত্রুর প্রবল গোলাবর্ষণ।

সন্তর্পণে আমরা বড় সড়কের কাছে এসে গাড়িগুলোর অবস্থিতি দেখতে পেলাম।

শত্রুর নাকের ডগায় ঘুরে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না, তা বুঝে আমি তখনই গাড়িতে করে চলে গেলাম সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরে, যাতে সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্ক ক্ষেত্রে জড়ো হওয়া সৈন্যদের সেখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

লিয়ালভোতে মালিনিন খবর দিলেন যে জুকভ আর সোকলোভ্‌স্কি অনেকবার জানতে চেয়েছেন সেনাবাহিনী সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্ক-এ আক্রমণাভিযান শুরু করেছে কি না। আসল কথা হল, ইস্ত্রার অবস্থান থেকে নেওয়া সৈন্যদের আমি যে দায়িত্ব দিয়েছিলাম ফ্রন্ট কম্যান্ড সেটা বদলে দিয়েছিলেন, সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্কের কাছে প্রতিরক্ষার ভার গ্রহণ করার পরিবর্তে তাদের উপরে দায়িত্ব পড়েছিল শত্রুকে মেরে শহরের বাইরে হটিয়ে দেওয়ার। এই দায়িত্বের কথা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল এমন সময়ে যখন ইউনিটগুলি যাত্রাপথে চলতে শুরু করে দিয়েছে ,তাই আক্রমণ সংগঠিত করার সময়ই ছিল না।

দুর্ভাগ্যবশত, মাঝে মাঝেই এমনটা ঘটেছে যে ঊর্ধ্বতন কম্যান্ড থেকে আদেশ-নির্দেশ জারী করা হত সময়ের ব্যাপারটা ঠিকমতো বিবেচনা না করেই কিংবা যে সৈন্যদের উপরে সেই দায়িত্ব পালনের ভার দেওয়া হত তাদের অবস্থা বিবেচনা না করেই। যুদ্ধের ঘন ঘন ভাগ্য-পরিবর্তনের অবস্থায় এই সমস্ত আদেশ প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে নি, সৈন্যদের কাছে সেই সব আদেশ যখন এসে পৌঁছত তখন সেগুলি পরিস্থিতির সঙ্গে আর মানানসই হত না। ফলে আদেশগুলিতে হামেশাই প্রতিফলিত হত ইচ্ছাপূরণের ভাব, সে সব ইচ্ছার পিছনে বাস্তব সম্ভাবনার

কোনো সমর্থন থাকত না। এ সবের দরুন অধস্তন অধিনায়কদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হত, দুশ্চিন্তার কারণও ঘটত বিস্তর!

সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্কে তাড়াতাড়ি আক্রমণ শুরু করা হল। দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে শহর আগলে রাখা শত্রুকে তিনটি অশ্বারোহী ডিভিশন ঘিরে ফেলার চেষ্টা করল। প্রথমে তারা সফলও হল। স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ আর দ্রুততায় জেনারেল প্লিয়েভ স্ভেচ্‌কোভো, সেলিশ্চেভো ও মার্তিনভোতে জার্মান ২৪০তম পদাতিক রেজিমেণ্টকে পর্যুদস্ত করলেন। অন্য সৈন্যরাও ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল, কিন্তু তার পর তাদের গতি রুদ্ধ হল, ধাক্কা খেয়ে তারা হঠে হল নিজেদের অবস্থানে। দোভাতোরের গ্রুপটির সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করার মতো যথেষ্ট সৈন্যবল শত্রু নিয়ে এসেছিল, তিনি যে তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারেন নি সেটা তাঁর দোষ নয়। কয়েকটি ট্যাঙ্ক আর ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামানের সমর্থন নিয়ে অশ্বারোহী সৈন্যরা ঘোড়া থেকে মাটিতে নামা অবস্থায় শত্রুকে আক্রমণ করে পরম শৌর্যের পরিচয় দিয়েছিল। অনেক গ্রাম বহুবার হাতবদল হল, কিন্তু শক্তি ছিল অসম, তাই রাত নেমে আসার মধ্যে শত্রুকে উচ্ছেদ করার অসফল প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করতে হল।

জার্মান বিমানের আক্রমণে অশ্বারোহীদের প্রচুর ক্ষতি হল, ২৫ নভেম্বর সকাল নাগাদ জেনারেল দোভাতোরের গ্রুপ চলে গেল আত্মরক্ষার অবস্থায়। এই লড়াইয়ের সামগ্রিক ফলাফল সংক্ষেপে উপস্থিত করা যায় এইভাবে: আমাদের সৈন্যরা শত্রুকে সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্ক থেকে পিছনে ঠেলে দিতে অপারগ হয়েছে বটে, কিন্তু শত্রুও তাদের সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে মস্কোর দিকে এগোতে পারে নি।

শত্রু যাতে আর এক পা-ও এগিয়ে যেতে না পারে সেজন্য ১৬শ সেনাবাহিনীর সৈন্যরা সর্বশক্তি নিয়োজিত করল। লড়াই চলল অন্তহীনভাবে, জার্মানরা রাতেও আক্রমণ করতে লাগল, আগে যা তারা বড় একটা করে নি কখনও। উন্মত্ত হিংস্রতায় তারা সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আলঙ্কারিক ভাষায় বলতে গেলে, চলতে লাগল নিজেদেরই মৃতদেহের উপর দিয়ে।

আমরা সবাই, একেবারে সাধারণ সৈনিক থেকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পর্যন্ত সবাই, মনে মনে বুঝতে পারলাম যে এই দিনগুলোই নিয়ামক, যে কোনো মূল্যে আমাদের ঘাঁটি আগলে রাখতেই হবে। কাউকে কোনো চাপ

দেওয়ার দরকার ছিল না। লড়াইয়ের আগুনে পরীক্ষিত সেনাবাহিনী সামগ্রিকভাবেই তার দায়িত্বের মাত্রা পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিল।

গোটা পশ্চিম রণাঙ্গনই যাচ্ছিল গুরুতর ও কষ্টকর সময়ের মধ্য দিয়ে, আমাদের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতনদের কারও কারও চাঞ্চল্য আর তাড়াহুড়ো করে হঠাৎ কিছু করে বসার মনোভাব আমি তাই বুঝতে পারি। তা হলেও, প্রত্যেক সামরিক নেতার অত্যাবশ্যক গুণ হল আত্ম-সংযম, ধীরতা আর অধস্তনদের প্রতি মর্যাদা, বিশেষত যুদ্ধের সময়ে। একজন বৃদ্ধ সৈনিকের কথা বিশ্বাস করুন: তাকে বিশ্বাস করা হচ্ছে, তার উপরে আস্থা রাখা হচ্ছে, নির্ভর করা হচ্ছে — লড়াইয়ের সময়ে এই উপলব্ধির চাইতে আর কোনো কিছুকেই একজন সৈনিক বেশি মূল্যবান মনে করে না। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের পশ্চিম রণাঙ্গনের কম্যান্ডার এই বিষয়টা সব সময়ে বিবেচনা করেন নি।

গেওর্গি জুকভের সঙ্গে আমি বহু বছরের বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা। ভাগ্য আমাদের বারবার এক জায়গায় নিয়ে এসেছে, আবার আলাদা করে দিয়েছে দীর্ঘকালের জন্য। আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯২৪ সালে, লেনিনগ্রাদের উচ্চতর অশ্বারোহী স্কুলে। আমরা সেখানে গিয়েছিলাম অশ্বারোহী রেজিমেণ্টের অধিনায়ক হিসেবে — আমি ট্রান্স-বৈকাল এলাকা থেকে, আর জুকভ ইউক্রেন থেকে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন বাগ্রামিয়ান (৬০), সিনিয়াকভ, ইয়েরেমেঙ্কো (৬১) ও অন্যান্যরা। আমরা ছিলাম তরুণ আর প্রাণশক্তিতে ভরা, স্বভাবতই খুব তাড়াতাড়ি আমরা একটা সুসংবদ্ধ দলে একত্র হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের পড়াশোনায় আমরা আত্মনিয়োগ করেছিলাম সমস্ত ইচ্ছাশক্তি নিয়ে, বিশেষত জুকভ তো সমরবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম রহস্য আয়ত্ত করার জন্য পুরোপুরি মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা যখনই তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকতাম দেখতে পেতাম, মেঝের উপরে মেলে-রাখা একটা মানচিত্রের উপরে তিনি হুমড়ি খেয়ে রয়েছেন। এমন কি তখনই তাঁর কাছে কর্তব্যের চাইতে বড় আর কিছু ছিল না।

ত্রিশের দশকের একেবারে শুরুতেই আমাদের দুজনের পথ এসে মিশেছিল মিনস্কে, সেখানে আমি ছিলাম তিমোশেঙ্কোর কোরে একটি অশ্বারোহী ডিভিশনের অধিনায়কত্বে আর জুকভ ছিলেন ডিভিশনে একজন রেজিমেণ্টাল কম্যান্ডার। যুদ্ধের প্রাক্কালে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল আলাদা-আলাদা পদাবস্থানে: সেনাবাহিনীর জেনারেল জুকভ ছিলেন একটি সামরিক জেলার অধিনায়ক, আর আমি ছিলাম মেজর-জেনারেল এবং

অধিনায়কত্বে ছিলাম, প্রথমে একটি অশ্বারোহী, তার পরে একটি মেকানাইজড কোরের। জুকভ এগিয়ে চলেছিলেন খুব তাড়াতাড়ি। সব কিছুই তাঁর ছিল প্রচুর — প্রতিভা, কর্মশক্তি আর নিজের প্রতি আস্থা।

এখন আবার আমরা একত্র হয়েছি মস্কোয় যাওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের মধ্যে। এবারে শুধু আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে ছোটখাট বিরোধ বাধছিল। কেন? গেওর্গি জুকভকে আমি সব সময়েই গণ্য করেছি প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর দৃঢ়পণের অধিকারী একজন মানুষ হিসেবে, একজন বড় সামরিক নেতা হতে যা যা গুণ লাগে সে সবই তাঁর ছিল প্রচুর। মোদ্দা কথাটা ছিল এই যে একজন অধিনায়ক তাঁর ইচ্ছা কতদূর পর্যন্ত চাপিয়ে দিতে পারেন এবং কীভাবে তাঁর সেটা করা উচিত সে বিষয়ে আমাদের মত ছিল আলাদা। যুদ্ধে এর উপরে নির্ভর করে অনেকখানি।

জুকভ আর স্তালিনের মধ্যে একটা কথোপকথন আমার মনে আছে, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম (সেটা কিছুকাল পরে, শীতকালের কথা)। স্তালিন জুকভকে বলেছিলেন ম্‌গা রেলওয়ে স্টেশনের এলাকায় ছোটখাট কিছু তৎপরতা চালাতে, যাতে লেনিনগ্রাদবাসীদের কিছুটা সাহায্য করা যায়। জুকভ পীড়াপীড়ি করছিলেন যে অভীষ্ট অর্জন করতে হলে বিরাট আকারে তৎপরতা চালানো দরকার।

'খুবই ভালো কথা, কমরেড জুকভ,' স্তালিন জবাব দেন, 'কিন্তু আমাদের সহায়-সামর্থ্যের অভাব আছে সেটা তো হিসাবে ধরতে হবে।'

জুকভ অটল থাকেন। 'তা না হলে এতে কোনোই ফল হবে না,' তিনি জানালেন। 'ইচ্ছাপূরণই যথেষ্ট নয়।'

স্তালিন তাঁর বিরক্তি গোপন করেন নি, জুকভ কিন্তু একচুল নড়লেন না। শেষ পর্যন্ত স্তালিন বললেন, 'ভেবে দেখুন, কমরেড জুকভ। এখনকার মতো আপনি যেতে পারেন।'

জুকভের স্পষ্টবাদিতা আমার ভালো লেগেছিল, কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমি মন্তব্য করেছিলাম যে সর্বোচ্চ অধিনায়কের সঙ্গে তাঁর অত তীক্ষ্ণভাষায় কথা বলা উচিত হয়েছে বলে আমি মনে করি না।

'এখানে মাঝে মাঝে যা হয় তার তুলনায় এ তো কিছুই না,' জবাব দিয়েছিলেন জুকভ।

তিনি তখন যা বলেছিলেন তা ঠিকই। ইচ্ছাপূরণ কখনই লড়াইয়ে সাফল্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু, মস্কোর লড়াইয়ের সময়ে জুকভ প্রায়শই সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

সর্বোচ্চ মানের উপরে জোর দেওয়াটা যে কোনো সামরিক নেতার একটা গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক গুণ। কিন্তু লৌহকঠিন ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সুবিবেচনাবোধ, অধস্তনদের প্রতি মর্যাদা আর তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও উদ্যোগের উপরে নির্ভর করতে পারার ক্ষমতাকে মেলানোও তাঁর পক্ষে সমান অত্যাবশ্যক। সেই কঠিন দিনগুলিতে আমাদের রণাঙ্গনের অধিনায়ক সর্বদা এই নিয়ম অনুসরণ করেন নি। মেজাজ খারাপ হলে তিনি অযৌক্তিক আচরণও করেছেন।

জুকভের সঙ্গে প্রচণ্ড একদফা কথা-কাটাকাটির কয়েকদিন পরে আমি রাতে ইস্ত্রার ব্যূহগুলি থেকে কম্যান্ড পোস্টে ফিরে এলাম, ব্যূহগুলিতে তখন খণ্ডযুদ্ধ চলছিল। ডিউটি অফিসার জানালেন যে স্তালিন সেনাবাহিনীর অধিনায়কের খোঁজ করছিলেন টেলিফোনে।

শত্রু সদ্য সদ্য আমাদের সৈন্যদের ঠেলে পিছনে হটিয়ে দিয়েছিল — খুব বেশিদূর নয় বটে, তা হলেও... সংক্ষেপে, জুকভের সঙ্গে আমার সর্বশেষ কথাবার্তার রেশ মাথায় রেখে টেলিফোনের কাছে যেতে যেতে আমি কল্পনা করতে লাগলাম এবারে আমার মাথার উপরে কী রকম বাজ ফেটে পড়তে চলেছে। যাই হোক, সবচেয়ে খারাপ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলাম।

রিসিভার তুলে শুনতে পেলাম সর্বোচ্চ অধিনায়কের শান্ত, অচঞ্চল কণ্ঠস্বর। তিনি ইস্ত্রা ক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ করলেন। আমি তা জানালাম, তার পরেই বিশদভাবে বলতে শুরু করলাম কী কী পাল্টা ব্যবস্থা আমি নিতে চাই। কিন্তু, আমাকে মৃদুস্বরে বাধ দিয়ে স্তালিন বললেন বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার কোনো দরকার নেই, এইভাবে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে আমার উপরে তাঁর যে আস্থা আছে সেটা বুঝিয়ে দিলেন। শেষে তিনি জানতে চাইলেন আমরা খুব বেশি চাপে পড়েছি কি না। আমার ইতিবাচক জবাবে তিনি অবস্থা সম্পর্কে উপলব্ধির পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আরেকটু সবুর করুন; আমরা আপনাদের সাহায্য করব।'

এ কথা বলার দরকার নেই যে সর্বোচ্চ অধিনায়ক যে সমনোযোগ উদ্বেগ দেখিয়েছিলেন সেটা ছিল অমূল্য। সদয়, পিতৃসুলভ বাচনভঙ্গি ছিল উৎসাহদায়ক, তা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলেছিল। এর সঙ্গে আরও যোগ করা যায় যে সকালের মধ্যে সেই প্রতিশ্রুত সাহায্য এসে পেঁছিল একটি রকেট-উৎক্ষেপক রেজিমেণ্ট আর দুটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী রেজিমেণ্ট, চারটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী বন্দুক সজ্জিত কম্পানি আর তিনটি ট্যাঙ্ক ব্যাটেলিয়নের

আকারে, তার সঙ্গে স্তালিনের পাঠানো ২০০০-এর বেশি স্বেচ্ছাব্রতী। আমাদের সেই কঠিন অবস্থায় এমন কি সামান্য বলবৃদ্ধিরও মূল্য ছিল অনেকখানি।

ক্লিন ক্ষেত্রের পরিস্থিতির অবনতি ঘটে চলল। জেনারেল জাখারভ সেই এলাকায় সমস্ত ইউনিটের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করলেন। তাঁর সৈন্যবলের মধ্যে ছিল ১৭তম অশ্বারোহী আর ১২৬তম ও ১৩৩তম পদাতিক ডিভিশন, ক্রেমলিন ক্যাডেট রেজিমেণ্ট, এবং ২৫তম ট্যাঙ্ক ব্রিগেড (কিংবা বরং বলা যায় এই ইউনিটগুলির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল)। লড়াই চলার মধ্য দিয়ে যা বুঝতে পারলাম, শত্রু ৬ষ্ঠ ও ৭ম প্যানজার ডিভিশন আর ২৩তম ও ১০৬তম পদাতিক ডিভিশনের ইউনিটগুলিকে দ্মিত্রভ-ইয়াখরোমা ক্ষেত্রে লড়াইয়ে নামিয়েছিল, এবং ১ ডিসেম্বর থেকে ১ম প্যানজার ডিভিশনের ইউনিটগুলিও আবির্ভূত হয়েছিল এইখানে।

দ্মিত্রভ ও ইয়াখরোমার দিকে সবেগে এগিয়ে-আসা নাৎসি সৈন্যদের এই দঙ্গলটাকে থামানোর ক্ষমতা জাখারভের সৈন্যবলের স্পষ্টতই ছিল না, কিন্তু শত্রুর অগ্রগতি যথাসম্ভব মন্থর করে দেওয়ার কাজটা তারা চমৎকারভাবে সম্পন্ন করেছিল। এক ব্যূহ থেকে আরেক ব্যূহে পিছিয়ে যেতে যেতে প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে জাখারভের নেতৃত্বাধীন সৈন্যরা শত্রুকে বাধ্য করেছিল থামতে, ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়ে আবার লড়াই চালিয়ে পথ করে নিতে। দশ দিনের প্রচণ্ড লড়াইয়ে জাখারভের সৈন্যদের প্রায়ই লড়তে লড়তে বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসার পথ করে নিতে হয়েছিল, তারই মধ্যে তারা সামনে থেকে এবং পিছন থেকে শত্রুর উপরে মারাত্মক আঘাত হেনেছিল; এই দশ দিনের লড়াইয়ে তারা, মস্কোর সমস্ত রক্ষকের মতোই, অনুপ্রাণিত হয়েছিল সম্ভাব্য যে কোনো উপায় যত বেশি সম্ভব নাৎসিকে সংহার করার এবং চূড়ান্ত মুহূর্ত এসে পৌঁছনো পর্যন্ত শত্রুর শক্তি ক্ষইয়ে ফেলার অভিন্ন বাসনায়। আর সেই মুহূর্ত ছিল আগতপ্রায়!..

ক্রেমলিন ক্যাডেটরা এবং ১৩৩তম পদাতিক ডিভিশনের কর্নেল ন. ন. মুলতানের রেজিমেণ্ট দ্মিত্রভ-ইয়াখরোমা ক্ষেত্রে লড়াইয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল।

জার্মান কম্যাণ্ড তার শেষ সংরক্ষিত সৈন্যবলকে লড়াইয়ে নামাচ্ছিল, সেটা বোঝা গেল ১৬শ সেনাবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বদেশে ৩য় প্যানজার গ্রুপ থেকে ১ম প্যানজার ডিভিশনের ইউনিটদের আবির্ভাবে। কিন্তু শত্রু যদিও তার শক্তিপ্রাবল্যের দরুন আমাদের সৈন্যদের ঠেলে পিছনে হটিয়ে দিয়ে চলছিল, আর আমরা যা কিছু সম্বল তাই নিয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলাম,

তা হলেও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে মোড় ঘোরার সময়টা আসতে আর বেশি দেরি নেই।

কিন্তু এর মধ্যে আমাদের কম্যান্ড পোস্ট মস্কোর আরও কাছের দিকে স্থানান্তরিত করতে হল। লিয়ালভোতে আমরা গুছিয়ে বসার আগেই, জার্মান ট্যাঙ্ক এসে হাজির হল গ্রামের উত্তর-পূর্ব কিনারায়। সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরের অফিসাররা সমেত সবাই লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেদিন রক্ষা করল ৮৫ মিলিমিটার ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামানের একটা ব্যাটেলিয়ন, তারা কয়েকটা ট্যাঙ্কে সরাসরি আঘাত হানতে সমর্থ হল, ফলে আক্রমণটা স্তিমিত হয়ে গেল।

লিয়ালভো থেকে বেরিয়ে ক্রিউকোভোর দিকে এগোতে থাকলাম, মাথার উপর দিয়ে শাঁ শাঁ শব্দে উড়ে চলল গোলা, মাটি কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল বিস্ফোরণে। আমার দেখে আনন্দ হল যে এই দুরূহ অবস্থাতেও আমার স্টাফ প্রধান সব সময়কার মতোই নিয়মনিষ্ঠ আর আস্থাবান। কম্যান্ডের সমস্ত ব্যবস্থাদি এত নমনীয় ও সংবেদনশীল বোধহয় আগে কখনও ছিল না।

নাৎসিরা লিয়ালভো দখল করার পর রণাঙ্গনের অধিনায়ক শেষ পর্যন্ত আমাদের নাছোড় অনুরোধ মেনে নিলেন, সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করলেন একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড দিয়ে, সংখ্যায় সামান্য হলেও যার নেতৃত্বে ছিলেন একজন অভিজ্ঞ অধিনায়ক, ফ. ত. রেমিজভ, এবং একটি পদাতিক রেজিমেণ্ট, একটি আলাদা অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট, একটি গোলন্দাজ ও একটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী রেজিমেণ্ট দিয়ে। এর মধ্যে রণাঙ্গনের কম্যান্ডের সংরক্ষিত সৈন্যবল নিঃশেষিতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, তার পক্ষে যেটুকু করার ছিল তা হল এক ক্ষেত্র থেকে সৈন্য নিয়ে পরিস্থিতি যেখানে সবচেয়ে খারাপ সেই ক্ষেত্রে সৈন্যদের শক্তিবৃদ্ধি করা।

সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহ বিস্তৃত ছিল এত পল্‌কাভাবে যে তা ফেটে পড়তে চলেছিল। সেটা যাতে না ঘটে তার জন্য দরকার হয়েছিল সৈন্যদের রীতিমত ভোজবাজি।

আমরা যথাসময়ে শক্তিবৃদ্ধি করার মতো লোকলস্কর পেলাম, এবং জুকভের আদেশে লিয়ালভো এলাকা দখল-করে শত্রুদলের বিরুদ্ধে একটা পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করলাম। লাভ করলাম শুধু সীমাবদ্ধ সাফল্য, তবে তখনকার মতো শত্রুর অগ্রগতি থামাতে পারলাম।

রক্ত প্রায় ফুরিয়ে এলেও অসংখ্য ক্ষতে তখনও রক্তাক্ত ১৬শ সেনাবাহিনী প্রতি ইঞ্চি জমি আঁকড়ে রইল মরীয়াভাবে, নাছোড়বান্দা হয়ে শত্রুকে

প্রতিরোধ করে চলল, এক পা পিছিয়ে গিয়ে ফিরে আসতে লাগল বার বার, শত্রুর শক্তিক্ষয় করে চলল। শত্রুকে আমরা পুরোপুরি থামাতে পারি নি বটে, কিন্তু তারাও আমাদের প্রতিক্ষাব্যূহে ফাটল ধরাতে পারে নি।

উভয় পক্ষের উপরেই চাপ পড়েছিল চরম সীমা পর্যন্ত। সংগৃহীত গোপন তথ্য অনুযায়ী, ফন বকের সমস্ত সংরক্ষিত সৈন্যবলকে মস্কোয় লড়াইয়ের জন্য নামানো হয়েছিল, তাই আমাদের কর্তব্য ছিল যে কোনো মূল্যে ঘাঁটি আগলে রাখা।

আমাদের দুর্বল-হয়ে-আসা সৈন্যবলকে চাঙ্গা করার জন্য জেনারেল জুকভ তাঁর যথাসাধ্য করেছিলেন, কিন্তু স্ট্রাটেজিক সংরক্ষিত সৈন্যবলের কোনো অংশকে লড়াইয়ে নামান নি। সাধারণ সদরদপ্তর তাদের নিয়ে আসছিল মস্কোর চারপাশে সবচেয়ে বিপন্ন ক্ষেত্রগুলিতে এবং স্থির হয়েছিল চূড়ান্ত মুহূর্তটি আসা পর্যন্ত তাদের কাজে লাগানো হবে না।

নভেম্বরের শেষ দিকে এক রাতে ক্রিউকোভোতে আমার কম্যান্ড পোস্টে টেলিফোনে আমাকে ডাকা হল। টেলিফোন করছিলেন স্তালিন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমি এ বিষয়ে অবহিত কিনা যে শত্রুর ইউনিটগুলি ক্রাস্নায়া পোলিয়ানার কাছাকাছি এসে উপস্থিত হয়েছে, এবং জায়গাটা তারা যাতে দখল করতে না পারে সেজন্য আমি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। তিনি এই বিষয়টার উপরে জোর দিলেন যে ক্রাস্নায়া পোলিয়ানা থেকে নাৎসিরা দূরপাল্লার কামান দিয়ে রাজধানীতে আক্রমণ চালাতে পারে। আমি জানালাম যে অগ্রবর্তী জার্মান ইউনিটগুলো ক্রাস্নায়া পোলিয়ানার উত্তরে আমাদের সৈন্যদের ঠেলে দিয়েছে এবং তাদের প্রতিহত করার জন্য অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে সৈন্যবল নিয়ে আসা হচ্ছে। স্তালিন আমাকে বললেন যে এই ক্ষেত্রে শক্তিবৃদ্ধি করা হবে মস্কো প্রতিরক্ষা অঞ্চলের সৈন্যদের দিয়ে।

অল্প কিছু পরেই, রণাঙ্গনের স্টাফ প্রধান, জেনারেল সোকলোভস্কি আমাকে খবর দিলেন যে আমাদের পাল্টা আক্রমণকে মদত দেওয়ার জন্য রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড, গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট ও চারটি রকেট-উৎক্ষেপক ব্যাটেলিয়ন দেওয়া হচ্ছে। এর সঙ্গে আমরা যোগ করলাম দুটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন, একটি গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট এবং সাধারণ সদরদপ্তরের দুটি গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট — আগে যেগুলিকে আমরা সোল্নেচ্নোগোর্স্কে লড়াইয়ের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিলাম।

সৈন্যদের সমবেত ও সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হল জেনারেল

কাজাকভ আর লেফটেন্যান্ট-কর্নেল ওরিওলের উপরে। তাঁরা তখনই যাত্রা করলেন চ্যোরনায়া গ্রিয়াজ অভিমুখে, সেখানে একটি সহায়ক কম্যান্ড পোস্ট অবস্থিত ছিল। কিছুক্ষণ পরেই আমি তাঁদের অনুসরণ করে সেখানে গেলাম।

আমাদের কাজ করতে হল খুব তাড়াতাড়ি। চ্যোরনায়া গ্রিয়াজে এসে পেঁছনো সৈন্যদের নিজ নিজ দায়িত্ব দেওয়া হল, তারা তখনই ছুটে গেল যে যার জায়গায়।

আক্রমণ শুরু হল ভোরবেলায়। ভারী কামান আর রকেটের গোলাবর্ষণের সমর্থন নিয়ে আমাদের সৈন্যরা আঘাত হানল শত্রু তার অধিকৃত জমিতে গেড়ে বসার আগেই। নাৎসিরা প্রতিরোধ করল প্রচণ্ডভাবে, চালাল পাল্টা আক্রমণ আর বিমান আক্রমণ, কিন্তু দিনশেষের মধ্যে আমরা তাদের ক্রাস্নায়া পোলিয়ানার বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে ঠেলে দিলাম উত্তর দিকে চার থেকে ছয় কিলোমিটার। ভারী কামান দিয়ে মস্কোর উপরে গোলাবর্ষণের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারল না তারা।

সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্কের পরিস্থিতির অবনতি ঘটল এবারে, ৭ম ও ৮ম গার্ডস ডিভিশন, ৩৫৪তম ডিভিশনের একটি রেজিমেণ্ট, দোভাতোরের অশ্বারোহী কোর এবং ২০শ অশ্বারোহী ডিভিশন পিছিয়ে আসতে বাধ্য হল ক্লুশিনো, মাতুশকিনো, ক্রিউকোভা, বারান্ত্‌সেভো ব্যূহে। যা কিছু আমাদের ছিল সবই আমরা নিয়োজিত করেছিলাম লড়াইয়ে, তা সত্ত্বেও ক্রিউকোভোতে সেনাবাহিনীর কম্যান্ড পোস্ট অসুবিধায় পড়েছিল। মর্টার আর কামানের গোলা রাস্তায় রাস্তায় বিদীর্ণ হচ্ছিল, আমাদের সৈন্যরা উত্তর প্রান্তে শত্রুর ট্যাঙ্ক সৈন্যদের প্রতিহত করছিল আর শত্রু বিমান গুলিবর্ষণ করে যাচ্ছিল প্রতিরক্ষাকারীদের উপরে — এরই মধ্যে আমাদের কম্যান্ড পোস্টকে সরিয়ে যেতে হল শত্রুর লাগালের বাইরে।

এই লড়াইয়ে আমাদের বিমানও যোগ দিয়েছিল এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথমবার আমি দেখতে পেলাম অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যায় আমাদের বিমান লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে, যদিও শত্রুর তখনও সংখ্যাগত প্রাবল্য ছিল। তা হলেও, মাথার উপরে সোভিয়েত জঙ্গী বিমান আর বোমারু বিমানের আবির্ভাব সৈন্যদের পক্ষে বিরাট অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল।

১৬শ সেনাবাহিনীর এবং আমাদের ডাইনে ও বাঁয়ের ৩০তম ও ৫ম সেনাবাহিনীর গোটা রণাঙ্গন জুড়ে লড়াই চলল অন্তহীনভাবে। ৩০তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিকে শত্রু মস্কভা-ভলগা খালের পূর্ব তীরে

ঠেলে দিল, সেই খাল শত্রু পেরিয়ে এল দ্মিত্রভের দক্ষিণে ছোট ছোট সৈন্যদল নিয়ে। ৫ম সেনাবাহিনীর ডান পার্শ্বদেশের ইউনিটগুলিকেও পিছিয়ে যেতে হল।

সেই নিয়ামক দিনগুলিতে শত্রুর প্রধান প্রচেষ্টার ধাক্কাটা পড়েছিল ১৬শ সেনাবাহিনীর উপরে। এখানেই, মস্কোর সবচেয়ে কাছের পার্শ্বদেশীয় ক্ষেত্রে, নাৎসিরা আপ্রাণ চেষ্টা করল রণাঙ্গনে ফাটল ধরাতে, উদ্দেশ্য পূরণের জন্য লড়াইয়ে নামাল তাদের সমস্ত প্যানজার আর মোটরবাহিত ডিভিশনকে।

একটা শেষ চেষ্টা চালিয়ে তারা আমাদের সেনাবাহিনীর বাঁ পার্শ্বদেশকে বারান্ত্সেভো, খোভানস্কোয়ে, পেত্রভস্কোয়ে, লেনিনো ব্যূহ পর্যন্ত ঠেলে দিতে সক্ষম হল। তারপর সেখানে এসেই তারা থেমে গেল নিঃশেষিতশক্তি হয়ে।

এই ক্ষেত্রে নাৎসিদের মোকাবিলা করেছিল দুটি ডিভিশন -- ১৮শ মস্কো পদাতিক ও ৭৮তম ডিভিশন, দুটিই লাভ করেছিল গার্ডস ডিভিশন খেতাব: প. ন. চেরনিশভের অধীনে প্রাক্তন ওপলচেনিয়ে ডিভিশনটি হয়েছিল ১১শ গার্ডস, আর আ. প. বেলোবরোদভের অধীনে ৭৮তমটি হয়েছিল ৯ম গার্ডস।

তীব্র লড়াই চলল, বিশেষত ক্রিউকোভোর জন্য, ক্রিউকোভো হাতবদল হল বেশ কয়েকবার, কিন্তু শত্রু আর অগ্রসর হতে পারল না।

ইতিমধ্যে, মস্কোর উত্তরে সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবলের ২০তম আর ১ম আঘাতকারী সেনাবাহিনী সমবেত হচ্ছিল ৩০তম ও ১৬শ সেনাবাহিনীর সীমানার পিছনে, সংরক্ষিত সৈন্যবল এসে পৌঁছচ্ছিল রাজধানীর দক্ষিণ দিকেও।

একেবারে শেষ দিনগুলিতে অনেকগুলি বড় বড় ইউনিটকে নিয়ে আসা হল বিশেষভাবে বিপন্ন ক্ষেত্রগুলির, বিশেষত ইয়াখরোমায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য, কিন্তু সাধারণ সদরদপ্তরের প্রধান সংরক্ষিত সৈন্যবলকে সংবরণ করে রাখা হল চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য। শেষ পর্যন্ত এটাই মস্কোর লড়াইয়ের ফলাফলকে নির্ধারিত করেছিল।

জার্মান হানাদারদের সংরক্ষিত শক্তির ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল, অথচ মস্কোর কাছে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তারা কোনো ফাটল ধরাতে পারে নি, শত্রুর কম্যাণ্ড এবারে তাই নিজের আত্মরক্ষার কথা ভাবতে বাধ্য হল। আমরা সকলেই তা টের পেয়েছিলাম। শত্রু তাদের আক্রমণাভিযানের শেষ দিনগুলিতে মনোনিবেশ করেছিল প্রধানত দখল-করা জমি ভালোভাবে আগলে রাখার জন্য সময় পাওয়ার দিকে এবং মস্কোর কাছে অধিকৃত অবস্থানগুলি যে কোনোভাবেই হোক জোরদার করে তোলার দিকে।

এই পরিকল্পনা বানচাল করা দরকার, তাই সোভিয়েত সর্বোচ্চ কম্যাণ্ড স্থির করলেন শত্রু তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করতে পারার আগেই পাল্টা আক্রমণ (৬২) করতে হবে।

এই প্রস্তুতিতে সাধারণ সদরদপ্তর প্রতিরক্ষাকারী সৈন্যদের শক্তিবৃদ্ধি করল, তার সংরক্ষিত সৈন্যবলের একটা অংশকে পাঠিয়ে দিল পশ্চিম রণাঙ্গনে। আমাদের সেনাবাহিনী পেল তিনটি পদাতিক ব্রিগেড, যদিও তার একটাও আসল শক্তির দিক থেকে সংখ্যায় একটা শক্তিবৃদ্ধি-করা রেজিমেণ্টের চাইতে বেশি ছিল না। তা হলেও, কিছু তো পাওয়া গেল, তাই তাদের পেয়েই আমরা খুশি হলাম।

সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণাভিযান শুরু করা হল পুনর্বিন্যাসের জন্য বলতে গেলে কোনো বিরতি না নিয়েই। বস্তুতপক্ষে, ক্রাস্‌নায়া পোলিয়ানা, লিয়ালভো আর ক্রিউকোভোতে প্রচণ্ড লড়াই চলতে থাকা অবস্থাতেই একটি ট্যাঙ্ক ব্যাটেলিয়ন আর ১৭শ পদাতিক ব্রিগেড দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করা ৮ম গার্ডস ডিভিশন এবং দুটি গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট আর দুটি রকেট

উৎক্ষেপক ব্যাটারি নিয়ে ৪৪তম অশ্বারোহী ডিভিশন ঝাঁপিয়ে পড়ল আক্রমণাভিযানে।

৮ ডিসেম্বর নাগাদ, প্রায় তিন দিন লড়াইয়ের পর — সেই লড়াই মাঝে মাঝেই পরিণত হচ্ছিল হাতাহাতি লড়াইয়ে — এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে একটা ঘিরে ফেলার অভিযানের পর শত্রুর প্রতিরোধ চূর্ণ হয়ে গেল, তারা পালাল ক্রিউকোভো আর আশেপাশের গ্রাম থেকে পশ্চিম দিকে, ফেলে রেখে গেল ট্যাঙ্ক, ট্রাক, গাড়ি, অস্ত্র, গোলাবারুদ আর অন্যান্য সামরিক সাজসরঞ্জাম।

মস্কোর উপরে গোলাবর্ষণের জন্য নিয়ে আসা দুটি ৩০০-মিলিমিটার কামান আমরা কামেনকাতে দখল করে নিলাম।

সেনাবাহিনীর প্রধান সৈন্যবল এবারে ইস্ত্রা ক্ষেত্রে আক্রমণাভিযান চালাল। শত্রু তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করার সময় পেল না, আমাদের সৈন্যরা শত্রুর প্রচণ্ড প্রতিরোধ কাটিয়ে উঠে তাদের অনুসরণ করতে শুরু করল। শত্রুর অপসরণের পথগুলি আটকে দেওয়ার জন্য রাস্তা থেকে দূরে তাদের ঘিরে ফেলার অভিযান আমরা চালাতে পারলাম না গভীর বরফ আর দুরন্ত শৈত্যের দরুন। নিজেদের পরাজয়ের জন্য রুশী শীতের উপরে দোষারোপ না-করে জার্মান জেনারেলদের বোধহয় সেই নিষ্করুণ আবহাওয়ার প্রতি কৃতজ্ঞই থাকা উচিত, যে আবহাওয়ার দরুন তারা পশ্চাদপসরণ করতে পেরেছিল অনেক কম ক্ষয়ক্ষতি সয়ে, তা না হলে তাদের ক্ষতি হত আরও অনেক বেশি।

আমাদের অগ্রগতি ঠেকানোর জন্য জার্মানরা করেছিল সব কিছুই — পথে পথে বিস্তীর্ণভাবে পুঁতে রেখেছিল মাইন, একেবারে অপ্রত্যাশিত সব জায়গায় পেতে রেখেছিল মরণ-ফাঁদ। আমাদের সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর এগিয়ে-চলা সৈন্যদের ঠিক পিছনে-পিছনেই চলতে লাগল। পথ ধরে চলা সারিবদ্ধ সৈন্যদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রায়ই আমাদের ঘুর-পথে যেতে হচ্ছিল, আর তার মানে এমন জায়গার মধ্য দিয়ে যাওয়া যেখানকার মাইন ইঞ্জিনিয়াররা তখনও সরায় নি। গভীর তুষারের মধ্য দিয়ে ধীর-সতর্ক পায়ে চলা আর প্রতি পদে আশঙ্কা করা এই বুঝি পরের পদক্ষেপেই পা-খানা উড়ে যাবে — ব্যাপারটা মোটেই সুখকর ছিল না। কিন্তু আমাদের গতিবেগ বজায় রাখতে হলে, রাস্তাগুলি কখন পুরোপুরি নিরাপদ করা হবে তার জন্য অপেক্ষা করার উপায় ছিল না। আমাদের সামনে ঠেলে নিয়ে চলছিল এই চিন্তা যে শত্রুকে কোনোমতেই অনুসরণকারী

সৈন্যদের কাছ থেকে অব্যাহতি পেয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করার সুযোগ দেওয়া চলবে না।

পশ্চাদপসরণকারী নাৎসিরা গ্রামগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিল, যে সব বাড়ি তারা পুড়িয়ে ফেলে নি সেখানে মাইন পুঁতে রাখল। লোবাচেভ, মালিনিন আরও কয়েকজন কমরেড আর আমি এই রকম একটি বাড়িতেই আস্তানা গাড়লাম, অবশ্য মাইন সরিয়ে ফেলার পর। আমাদের ম্যাপগুলি মেলে ধরে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার জন্য সবেমাত্র তৈরি হচ্ছি, এমন সময়ে কয়েকজন সংবাদদাতা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন, তাঁদের পিছনে ক্যামেরা-ঘাড়ে কয়েকজন সংবাদচিত্রী। বাড়িতে বাসযোগ্য একমাত্র ঘরটি তাঁরা ভর্তি করে ফেললেন, সেখানে কাজ করা একেবারেই অসম্ভব। কিছু একটা করা দরকার। ফিউজ নষ্ট করে দেওয়া মাইনগুলো দেখে মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। দেয়ালে টাঙানো ছিল সাধারণ একটা পুলি ঘড়ি। তার আসল ওজনগুলোর জায়গায় লাগানো ছিল ভারী কোনো জিনিস-ভরা কাপড়ের থলি। উপরের দিকে তাকিয়ে আমি মন্তব্য করলাম যে নাৎসিরা নানান ধরনের সব মরণ-ফাঁদ পেতে রেখে গেছে — সাংবাদিকরাও তা ভালোভাবেই জানতেন — তাঁদের আমি সতর্ক করে দিলাম, ঘড়িটা যেন তাঁরা স্পর্শ না করেন। আমার কথায় কাজ হল ভোজবাজির মতো, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমরা আমাদের কাজে মনোনিবেশ করতে পারলাম অথচ অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের প্রকৃত অর্থে তাড়িয়েও দেওয়া হল না।

সাধারণ সদরদপ্তর পশ্চিম রণাঙ্গনে যে দুটি সংরক্ষিত সৈন্যবাহিনীকে বরাদ্দ করেছিল তারা ইতিমধ্যে ১৬শ ও ৩০তম সেনাবাহিনীর মাঝখানের ফাঁকটা ভরাট করে ফেলেছিল, তাই আমাদের আক্রমণের এলাকাটা অনেকখানি সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে আমরা একটা দ্বিতীয় ধাপ তৈরি করতে সক্ষম হলাম, যাতে শত্রু আরও প্রবল প্রতিরোধ খাড়া করলে আমাদের আঘাতের পিছনে আরও জোর বাড়ানো যায়।

আক্রমণাভিযান গড়ে উঠল সাফল্যের সঙ্গে।

ডান দিকে আমাদের নিকটবর্তী ২০তম সেনাবাহিনী সোল্‌নেচ্‌নোগোর্স্কের দিকে এগিয়ে চলল খুব ধীরে ধীরে। বাঁ দিকে ৫ম সেনাবাহিনীও এগোতে শুরু করল পশ্চিম দিকে, তার কাজ ছিল যত বেশি সম্ভব শত্রু সৈন্যকে পেড়ে-ধরা, যাতে তারা ফ্রন্টের প্রধান প্রচেষ্টার এলাকায় শক্তিবৃদ্ধি করতে না পারে।

রণাঙ্গনের সদরদপ্তর আমাদের ৩০তম ও ১ম আঘাতকারী সেনাবাহিনীর

সফল অগ্রগতির খবর দিল, জানাল যে সাধারণ সদরদপ্তর কালিনিন রণাঙ্গনের বাঁ পার্শ্বদেশকে আক্রমণাভিযানে নামার আদেশ দিয়েছে।

আমার প্রধান ভাবনাটা এখন ছিল আমাদের অগ্রগতির পথে ইস্ত্রা যে বলিষ্ঠ প্রতিরক্ষা লাইন খাড়া করেছিল, সেইটাই। সেখানে যাতে শত্রু সুসংহত হতে না পারে, সে জন্য ইউনিটগুলিকে আমি আদেশ দিলাম পূর্ণ বেগে সামনে এগিয়ে গিয়ে পশ্চাদপসরণকারী জার্মানদের পিছনে পিছনে তাড়া করে নদী পার হয়ে যেতে। শত্রু যদি জলকপাটগুলি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেয় তা হলে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে ইস্ত্রা জলাধার ঘিরে ফেলার জন্য আমি একটা চলমান সৈন্যদলকেও তৈরি অবস্থায় রেখেছিলাম।

ইস্ত্রা ক্ষেত্রে ঢোকার মুখে শত্রুর প্রতিরোধ প্রবল হয়ে উঠতে লাগল, আমি বুঝতে পারলাম দ্রুত নদী পার হতে পারব না আমরা। তাই আমি বেষ্টনকারী সৈন্যদলকে সুদৃঢ় করার দিকে জোর দিলাম: ডান দিকে ফ. গ. রেমিজভের দল আর বাঁ দিকে ম. ইয়ে. কাতুকভের দল।

নাৎসিরা জলাধারের বাঁধটি উড়িয়ে দিল, বন্যাধারায় স্ফীত হয়ে উঠল নদী, খুবই অসুবিধায় পড়ল আমাদের সৈন্যরা। চলমান দলগুলো কাজে এল এখানেই। উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে আঘাত হেনে রেমিজভ আর কাতুকভ শত্রুকে পিছনে ঠেলে দিলেন, পদাতিক ডিভিশনগুলিকে সাহায্য করলেন তাদের কাজ সম্পন্ন করতে। লড়াইয়ের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গেল — আমাদেরই অনুকূলে।

প্রচণ্ড হিম আর শত্রুর গোলাবর্ষণের মধ্যে বরফের মতো ঠাণ্ডা জলের তোড় ঠেলে আ. প. বেলোবরোদভের সাইবেরীয় সৈন্যদের দেখলাম এগিয়ে যেতে। পার হওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল তথাকথিত সব রকমের উপায় — গাছের গুঁড়ি, বেড়া, দরজা, খড়ের ভেলা, ফোলানো নৌকো প্রভৃতি জলের উপরে ভেসে থাকতে পারে এমন সব কিছুই। এই তৎপরতায় চমৎকার সমর্থন দিয়েছিল আমাদের কামান আর মর্টার-ছোঁড়ার সৈন্যরা। আত্মরক্ষা আর আক্রমণ দু ক্ষেত্রেই তারা তাদের শৌর্য দেখিয়েছিল, এ কথা জোর দিয়ে বলা আমার কর্তব্য বলে মনে করি আমি। যুদ্ধের অনেক আগেই, আমাদের পার্টি ও তাব কেন্দ্রীয় কমিটি রণক্ষেত্রে গোলন্দাজ সৈন্যদের ভূমিকা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিল, জাতির সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র যোগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন অধিনায়কদের তালিম দেওয়া হয়েছিল গোলন্দাজ অফিসার স্কুলে, অগ্রসর

প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণ পাঠক্রমে এবং গোলন্দাজ আকাদেমিতে। সোভিয়েত গোলন্দাজ বিভাগের উচ্চতর কম্যাণ্ডের কৃতিত্ব এইখানে যে তার গুণগত উৎকর্ষ এবং তার অফিসার ও সৈনিকদের প্রশিক্ষণের মান সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ বিভাগের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। আমাদের গোলন্দাজ বিভাগ এ কথা প্রমাণ করেছে গোটা দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ জুড়ে।

শত্রুর ট্যাঙ্কগুলি সংখ্যা আর চলমানতায় আমাদের ছাপিয়ে গিয়েছিল, তাই গোড়া থেকেই সেগুলির মোকাবিলা করার ব্যাপারে আমাদের প্রধান সহায় ছিল গোলন্দাজ বাহিনী। মস্কোর লড়াইয়ে গোলন্দাজ বাহিনী অর্জন করেছিল অম্লান গৌরব, আর ১৬শ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ও তার সঙ্গে যারা সহযোগিতা করেছিল সেই সমস্ত গোলন্দাজ ইউনিট সম্পর্কেও এ কথা পুরোপুরি প্রযোজ্য। আমাদের কামান-চালানো সৈন্যরা তাদের অস্ত্রের ক্ষমতার উপরে পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছিল, তার জন্যই শত্রুর সংখ্যাপ্রাবল্য সত্ত্বেও, এবং তাদের অবস্থানগুলির দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে এগিয়ে আসা শত্রুর ট্যাঙ্কের তলায় পিষ্ট হয়ে যাওয়ার মুহুর্মুহু বিপদ সত্ত্বেও তারা তাদের কামান চালিয়ে যেতে পেরেছিল। দরকার হলে তারা শেষ গোলা আর শেষ কামানটি থাকা পর্যন্ত গোলাবর্ষণ চালিয়ে গিয়েছিল, শত্রুর হিংস্র আক্রমণকে প্রতিহত করেছিল সাফল্যের সঙ্গে।

ইস্ত্রা লাইন অতিক্রম করে আসার পর ১৬শ সেনাবাহিনী শত্রুর বাধার বিরুদ্ধে এগিয়ে চলল, তাদের কোনো সময়ই দিল না থেমে আত্মরক্ষা সংগঠিত করার। অনুসরণকারী ইউনিটগুলির কাছ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আর সৈন্যদের নিঃশেষে খতম হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য শত্রু তাদের পলায়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার মতো সব কিছু ফেলে রেখে গেল। আরও ঘন ঘন আমরা দেখতে পেলাম বড় সড়কের বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে গাদা হয়ে পড়ে রয়েছে পরিত্যক্ত অস্ত্র আর জিনিসপত্র: শত শত ট্যাঙ্ক আর স্বচালিত কামান, ট্রাক-ট্র্যাক্টর, সব রকম ক্ষমতার অস্ত্রশস্ত্র, সব ধরনের হাজার হাজার যন্ত্র, ক্রেট-ভর্তি গোলাবারুদ। আর এর সব কিছুর সঙ্গেই মাইন পাতা, মাইন পাতা এই সমস্ত জঞ্জালের গাদার দুদিকের পথের পাশেও।

স্বভাবতই, অগ্রগতির দ্রুতি কমে গেল। স্মরণ করা যেতে পারে যে গভীর তুষারের মধ্য দিয়ে মেঠো পথ তৈরি করার বিশেষ যন্ত্র তখন আমাদের ছিল না। ইঞ্জিনিয়াররা আর পদাতিক সৈন্যরা তাদের রীতিমত

আদিম হাতিয়ার নিয়ে পথগুলো পরিষ্কার করতেই হিমসিম খাচ্ছিল, নতুন রাস্তা তৈরির তো কথাই ওঠে না। অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা স্কি-পরা সৈন্যদের ইউনিটগুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করলাম, কিন্তু আমাদের প্রধান সৈন্যবল যাতে এসে পড়ে শত্রু সংহার করতে পারে ততক্ষণ পশ্চাদপসরণরত শত্রুকে দেরি করাবার মতো ক্ষমতা স্পষ্টতই তাদের ছিল না।

আমাদের ইউনিটগুলি মস্কো থেকে যত দূরে এগিয়ে যেতে থাকল, শত্রুর প্রতিরোধ হয়ে উঠতে লাগল ততই প্রবল। দখল-করা দলিলপত্র আর যুদ্ধবন্দীদের জবানবন্দী থেকে আমরা জানতে পারলাম যে হিটলার তার সৈন্যদের স্ট্রাটেজিক আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছে। তাদের কাজটা তাই ছিল সোভিয়েত অগ্রগতিকে যে কোনো মূল্যে রোধ করা এবং সবচেয়ে সুবিধাজনক প্রাকৃতিক অবস্থান আর শীতকালের কঠোর অবস্থা কাজে লাগিয়ে ১৯৪২-এর গ্রীষ্মকালীন অভিযানের প্রস্তুতিতে যথাসম্ভব বেশি ক্ষয়ক্ষতি ঘটানো।

অক্টোবর ১৯৪১-এ মস্কোর লড়াই যেখানে শুরু হয়েছিল, সেই ভলকলামস্ক ক্ষেত্রে চলতে লাগল প্রাণপণ লড়াই। নাৎসি কম্যান্ড সেই সময়ে এখানে বিরাট সৈন্যবল কেন্দ্রীভূত করেছিল, অনুমান করছিল তাদের দঙ্গলগুলো বিজয়ীর বেশে সোভিয়েত রাজধানীতে প্রবেশ করবে। এখন তারা লজ্জাজনকভাবে পালাতে বাধ্য হল পশ্চিম দিকে, তাদের চিন্তা ছিল শুধু আমাদের অগ্রগতি কী করে তারা ঠেকাবে।

কিন্তু আমাদের পক্ষেও অবস্থাটা কঠিন ছিল। দীর্ঘ আত্মরক্ষামূলক লড়াই, তারপরে পাল্টা আক্রমণাভিযানে ১৬শ সেনাবাহিনীর অনেক হতাহত হয়েছিল। ডিভিশনগুলির প্রত্যেকটিতে ১,২০০ থেকে ১,৫০০ জনের বেশি লোক ছিল না গোলন্দাজ ও মর্টার-ছোঁড়া সৈনিক, ইঞ্জিনিয়ার, সিগন্যালার ও স্টাফ সমেত। পদাতিক বাহিনীর যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম, এবং আমাদের কম্যান্ড আর রাজনৈতিক কর্মীদেরও লড়াইয়ে বিস্তর ক্ষতি হয়েছিল। আশপাশের সেনাবাহিনীগুলির অবস্থাও এর চেয়ে ভালো ছিল না।

লামা ও রুজা নদীর ব্যূহের কাছাকাছি আসার আগেই, আক্রমণাভিযানের গতিবেগ বজায় রাখার জন্য সৈন্যবল গড়ে তোলার চেষ্টায় পশ্চিম রণাঙ্গনের কম্যান্ড ক্রমেই বেশি করে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী সৃষ্টি করার আশ্রয় নিয়েছিল, একটা সেনাবাহিনীর সৈন্যবলের একটা

অংশকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল আরেকটা সেনাবাহিনীতে। এ ধরনের উপস্থিতমতো ব্যবস্থা গ্রহণের কিছুটা সুফলও ফলেছিল, যদিও তা ছিল স্থানীয় ধরনের। কিন্তু ভলকলামস্ক ব্যূহে এসে পেঁছনোর মধ্যে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে শত্রু যে আঘাত পেয়েছিল তা সামলে উঠেছে এবং তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠন আর শক্তির দিক দিয়ে বেড়ে উঠছে।

আমাদের পাল্টা আক্রমণাভিযান শেষ হল জানুয়ারির গোড়ায়। শত্রুর উত্তর ও দক্ষিণের আঘাতকারী গোষ্ঠী পর্যুদস্ত, ১০০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে অপসারিত। রাজধানীর আসন্ন বিপদ দূর হয়েছে।

আমরা বুঝতে পারলাম, এত বিশাল একটা এলাকা জুড়ে যে প্রচণ্ড লড়াই হয়ে গেল, তিনটি রণাঙ্গনের সৈন্যবল যে লড়াইয়ে জড়িত হয়েছিল, সেই লড়াইয়ে বিজয় গোটা যুদ্ধেরই একটা মোড় ফেরার সূচনা।

সুখিনিচি

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সাধারণ সদরদপ্তরের আদেশে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন একটা আক্রমণাভিযান চালানো হল। পশ্চিম রণাঙ্গনও আবার আক্রমণাভিযান শুরু করল, আমরাও তাতে অংশগ্রহণ করলাম, যদিও এবারে ডান দিকের বদলে রণাঙ্গনের বাঁ দিকে। জেনারেল ফ. ই. গোলিকভের (৬৩) ১০ম সেনাবাহিনী অসুবিধায় পড়েছিল। জার্মানরা তার শুধু গতিরোধই করে নি, জিজ্‌দ্রা ক্ষেত্রে নতুন সৈন্যবল এনে বড় একটা রেলওয়ে স্টেশন সুখিনিচি আবার দখল করে নিয়েছিল এবং রণাঙ্গনের বাঁ দিকের সরবরাহ পথ নষ্ট করে দিয়েছিল; এই বাঁ দিকটা কোণাকুণি আকারে এগিয়ে গিয়েছিল কিরোভের দিকে।

১৬শ সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ড ও সদরদপ্তর আদেশ পেল, সুখিনিচি এলাকায় চলে গিয়ে সেখানে সক্রিয় ইউনিটগুলির অধিনায়কত্ব গ্রহণ করে পরিস্থিতি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

আমাদের ক্ষেত্রটি ও সৈন্যদের আমাদের নিকটবর্তী বাহিনীগুলির হাতে তুলে দিয়ে আমরা আমাদের নতুন লড়াইয়ের এলাকায় চললাম পদযাত্রার বিন্যাসে। ম. স. মালিনিন সদরদপ্তরের সৈন্যদের সারিটাকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে চললেন কালুগায়, আর আ. আ. লোবাচেভ ও আমি কিছুক্ষণের জন্য চলে এলাম রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড পোস্টে।

সেখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন স্টাফ প্রধান ভাসিলি সোকলোভস্কি, তারপরে রণাঙ্গনের অধিনায়ক স্বয়ং।

বাঁ দিকে যে পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে, জুকভ সে বিষয়ে আমাদের অবহিত করলেন এবং হুঁশিয়ারি জানালেন যে একমাত্র যে সৈন্যবলের

উপরে আমরা ভরসা করতে পারি, সেটা হল অকুস্থলে গিয়ে আমরা যাদের ভার নেব, তারাই।

তিনি বললেন, 'আশা করি এই সৈন্যবল নিয়েও আপনারা শত্রুকে পরাস্ত করতে পারবেন এবং শিগগিরই সুখিনিচি মুক্ত করার খবর জানাবেন।'

জুকভ যে আমাদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, এই কথাগুলিতে আমি তারই ইঙ্গিত পেলাম।

গোলিকভের কাছ থেকে ১৬শ সেনাবাহিনী গ্রহণ করল ৩২২তম, ৩২৩তম, ৩২৪তম ও ৩২৮তম পদাতিক ডিভিশন এবং একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড — তার সঙ্গে ৬০ কিলোমিটারের এক সম্মুখভাগ। মস্কোর লড়াইয়ের একমাত্র যে ইউনিটটি আমাদের সঙ্গে থেকে গেল, সেটি হল ১১শ গার্ডস ডিভিশন (পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, এটি ছিল মস্কো ওপলচেনিয়ে ডিভিশন, চার মাস আগে ভিয়াজমা থেকে বেরিয়ে আসার পর এদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল এবং এদেরই সঙ্গে মিলে ভলকলামস্কের কাছে ব্যূহগুলি আমরা দখল করেছিলাম; এখন তারা মস্কোর লড়াইয়ে পোড় খাওয়া একটা গার্ডস ইউনিট)।

বাঁ দিকে আমাদের নিকটবর্তী বাহিনীটি ছিল ৬১তম সেনাবাহিনী, বর্তমানে পশ্চিম রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত; তার অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল ম. ম. পপোভ (৬৪)। ডান দিকে ১০ম সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছিলেন জেনারেল ভ. স. পপোভ (৬৫)।

আমরা অতএব ছিলাম দুই পপোভের মাঝখানে: আগেকার দিন হলে লোকে বলত, শুভ লক্ষণ।

আমাদের পথটা গিয়েছিল মস্কোর মধ্য দিয়ে। শহরের কাছে যখন এলাম তখন সন্ধ্যা নামছে। উপকণ্ঠের ব্যারিকেডগুলো এর মধ্যেই ভেঙে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ট্যাঙ্কবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলো রয়েছে তখনও, সেগুলির নির্মাতাদের বীরত্বের স্মারক হিসেবে। মস্কোবাসীরা দেশের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করেছিল সনিষ্ঠভাবে, শহর রক্ষার জন্য করেছিল অমানুষিক প্রচেষ্টা। মহানগরের জন্য লড়াই করার সময়ে আমরা, সৈনিকরা তাদের অবদান অনুভব করেছিলাম। কল-কারখানা, কর্মশালাগুলি এখন পুরোদমে কাজ করছে শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য।

শহরে নিষ্প্রদীপ অবস্থা, গাড়িগুলো — বেশির ভাগই সামরিক — চলেছে রণাঙ্গনের দিকে, স্তিমিত আর নিচু-করা হেডলাইট জ্বালিয়ে। সর্বত্র কড়া নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা, চারিদিক নীরব ও সুশৃঙ্খল। যুদ্ধ আর শত্রুর

সাম্প্রতিক নৈকট্য মহানগরের উপরে স্বভাবতই ছাপ রেখে গেছে, কিন্তু টের পাওয়া যাচ্ছিল যে আলোহীন ঐ জানালাগুলোর পিছনে ঘরে ঘরে জীবনের ছন্দ পালটে গেছে। এ কথা উপলব্ধি করে আমরা সকলেই গর্ববোধ করলাম যে এই মহান সংগ্রামে আমরাও অংশগ্রহণ করেছি।

মস্কোয় রাতটা কাটাবার সুযোগ সংবরণ করতে পারলাম না। লোবাচেভ কথাটা পাড়লেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিলাম। মহানগরের মিলিৎসিয়া বাহিনীর প্রধান ছিলেন ভ. ন. রোমানচেঙ্কো, ইনি ট্রান্স-বৈকাল এলাকা থেকে সেনা বিভাগে আমার সহযোদ্ধা ছিলেন; আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অক্টোবর মাসে মস্কো যে রীতিমত ভয়াবহ কয়েকটি দিনের অভিজ্ঞতা ভোগ করেছিল, রোমানচেঙ্কোর কাছে তা জানতে পারলাম। কিছু লোক -- খুব বেশি নয় — আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে শহর থেকে পালাতে চেয়েছিল। শহরের মেহনতি মানুষের সাহায্যে শহর পার্টি কমিটি ও পৌর কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

আমার বন্ধুর উষ্ণ ও আরামদায়ক ফ্ল্যাটে মনে হল যেন স্বর্গসুখ পেলাম। গাড়িতে, ট্রেঞ্চে, মাটির ঘরে অনন্তকাল ঘুমোনোর পর হঠাৎ এমন বিলাসিতা: গরম জলে স্নান, আর আনকোরা পরিষ্কার চাদর-পাতা বিছানা। সব কিছু ঝকঝকে, উষ্ণ আর শান্ত, গুলির শব্দ নেই, নেই বোমা আর গোলা ফাটার আওয়াজ।

ভোরবেলা প্রাণ ভরে প্রাতরাশ খেলাম তার পর যাত্রা করলাম কালুগার পথে, গোটা স্টাফের সেদিনই সেখানে এসে পেঁছিনোর কথা। সেখান থেকে আমাদের গন্তব্যস্থল বেশি দূর নয়, তাই আমাদের ভবিষ্যৎ তৎপরতার পরিকল্পনা ছকে নেওয়ার জন্য শহরে কিছুক্ষণ থামার সিদ্ধান্ত নিলাম।

লড়াইয়ে কালুগা খুব বেশি কষ্টভোগ করে নি, কিন্তু জার্মানদের দ্রুত পশ্চাদপসরণের চিহ্ন ছিল সর্বত্র। রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে ছিল পরিত্যক্ত সামরিক সাজসরঞ্জাম। তবে, শহরে থাকার সময়ে নাৎসিরা সেখানকার অধিবাসীদের যা কিছু ছিল সব নিঃশেষে লুটে নিয়ে গেছে। কোনো খাদ্যদ্রব্য ছিল না, সমস্ত গরম জামাকাপড় আর জুতো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। শহরের লোকেরা ছিল ভয়ঙ্কর দুর্দশায়, অনেককে অনাহার থেকে বাঁচাবার জন্য আমাদের সাধ্যমতো সবরকম ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল।

আমাদের দায়িত্ব কীভাবে পালন করব সারা রাত তাই নিয়েই আলোচনা করলাম এবং এই সিদ্ধান্তে এসে পেঁছিলাম যে সবচেয়ে ভালো হবে শত্রুকে

ধোঁকা দিয়ে এমন চিন্তা করানো যেন গোটা ১৬শ সেনাবাহিনীটাই সুখিনিচির দিকে চলছে। সাম্প্রতিক লড়াই থেকে জার্মানরা এই সেনাবাহিনীর মূল্য বুঝেছিল।

মেশচোভস্কে ইতিমধ্যেই স্থাপিত অগ্রবর্তী সদরদপ্তরকে আমরা নির্দেশ দিলাম যাতে রেডিওতে মোটামুটি যুক্তিসংগতভাবে খোলাখুলি সব কিছু বলা হয়, ১৬শ সেনাবাহিনীর কথা ঘন ঘন উল্লেখ করা হয়, ডিভিশনগুলির সংখ্যা (অবশ্য, যার একটিও আমাদের সঙ্গে ছিল না), সেনাবাহিনীর কম্যান্ডারের নাম ইত্যাদি বলা হয়। সংক্ষেপে, রেডিওতে বেশ একটা লোক-দেখানো অনুষ্ঠান যাতে পরিবেশন করা হয়।

'আন্দোলিত পতাকা নিয়ে আক্রমণ, অ্যাঁ?' মালিনিন বললেন হাসতে হাসতে।

'ঠিক তাই! বাঁশি আর ড্রাম বাজিয়ে!'

২৪ জানুয়ারি আমরা মেশচোভস্কে এসে পেঁছিলাম।

গোটা স্টাফ লেগে গেল নিজের কাজ করতে। যে গোলন্দাজ রেজিমেণ্টগুলিকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছিল, অকুস্থলে গিয়ে সেগুলির বাস্তব সম্ভাবনা বুঝে দেখার জন্য জেনারেল কাজাকভ গাড়ি চালিয়ে তাদের কাছে চলে গেলেন। সামরিক পরিষদের সদস্যের নিয়ে আমি গেলাম ছোট্ট তুষারাবৃত মেখোভায়া গ্রামে অবস্থিত ১০ম সেনাবাহিনীর কম্যান্ড পোস্টে। গাড়িতে করে সেখানে পেঁছিনোর কোনো উপায় ছিল না, তাই আমাদের যেতে হল ঘোড়ায় টানা স্লেজে। সেনাবাহিনীর কম্যান্ড পোস্টের পক্ষে জায়গাটা হয়তো শ্রেষ্ঠ ছিল না: দিনেই এখানে পথ খুঁজে আসা দুষ্কর, রাতে তো কথাই নেই। প্রসঙ্গত, সাধারণভাবে সেনাবাহিনীর পক্ষে দিনে চলাফেরা নিষিদ্ধ ছিল রাস্তা বরাবর শিকার খুঁজে-বেড়ানো জার্মান বিমানের দরুন।

যে সব ডিভিশন আমাদের কাছে হস্তান্তরিত করা হচ্ছিল সে সম্পর্কে খবরগুলো খুব একটা উৎসাহদায়ক ছিল না। নিজেদের চোখে দেখার জন্য আমরা সৈন্যদের কাছে গেলাম।

পথে আক্রান্ত হলাম দলছাড়া কিছু জার্মান বিমানের হাতে। সেগুলি সত্যিই অত্যন্ত ধৃষ্টতা দেখাচ্ছিল, আমাদের মাথার উপরে এত নিচু হয়ে উড়ে যাচ্ছিল যে আমরা সাবমেশিন-গান দিয়ে গুলি চালালাম। ঘটনাটা শেষ হল, আমাদের কোনো দুর্ঘটনা ঘটল না, অবশ্য ওদেরও না। তবে, আমি

স্থির করলাম যে আকাশে শত্রুর ধৃষ্টতা খতম করার জন্য জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

এই যুদ্ধে এই তৃতীয় বার আমাদের সদরদপ্তর নতুন নতুন ইউনিটের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করছিল। আগেকার মতোই, সুশৃঙ্খলভাবে অধিগ্রহণের সময় ছিল না; কিন্তু এ বিষয়েও আমাদের সন্দেহ ছিল না যে মিখাইল মালিনিনের সুযোগ্য নেতৃত্বাধীনে সব কিছু সম্পন্ন হবে যথাযথ ও সুশৃঙ্খলভাবে। আমরা যখন সৈন্যদের নিয়ে কাজে প্রবৃত্ত হলাম, স্টাফ অফিসাররা তখন শান্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য, শত্রু আর ভূভাগের উপরে সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ সংগঠিত করা এবং সুখিনিচি পুনর্দখলের আশু কাজ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য।

অচিরেই শত্রুর মতলব সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক একটা ধারণা আমরা পেয়ে গেলাম। ১০ম সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যটা ছিল সীমিত: সুখিনিচি ও আরও কতকগুলো গ্রাম দখল করে আমাদের সৈন্যদের ওরিওল — ব্রিয়ান্স্ক প্রধান সড়ক থেকে আরও উত্তর দিকে ঠেলে দেওয়া, তার দ্বারা নিজেদের অবস্থান উন্নত করা এবং শীতকালের জন্য অধিকৃত জায়গাগুলিতে শক্তি সংহত করা।

পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ১০ম সেনাবাহিনী তার সৈন্যদের ছড়িয়ে দিয়েছিল তার ঘনত্ব নষ্ট করে যতটা পাতলা হওয়া সম্ভব ততটা পাতলা করে। যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় তারা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করার সময় পায় নি, জার্মানেরা তাদের সহজেই পিছনে হটিয়ে দিয়েছিল, বিশেষ করে এই জন্য যে নাৎসি কম্যান্ড ফ্রান্স থেকে স্থানান্তরিত নতুন সৈন্যদের জিজ্‌দ্রায় লড়াইয়ে নামিয়েছিল। জেনারেল ফন গিল্‌সের অধিনায়কত্বে এই রকম একটি পদাতিক ডিভিশন সুখিনিচি দখল করে সেখানে দৃঢ়ভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল, সেখান ছেড়ে চলে যাওয়ার কোনো অভিপ্রায়ই তাদের ছিল না।

রণাঙ্গনের সদরদপ্তরে আমাদের বলা হয়েছিল যে ১০ম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি সুখিনিচিতে শত্রুকে ঘিরে ফেলেছে, আর মেখোভায়াতে আমাকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে জেনারেল ন. ই. কিরিউখিনের ৩২৪তম ডিভিশন সুখিনিচি অবরোধ করে রেখেছে। কিন্তু ডিভিশন কম্যান্ডার ছিলেন কর্মদক্ষ ও ঠাণ্ডামাথার লোক, তাঁর সঙ্গে যখন দেখা হল, তিনি অকপটে বললেন:

'হ্যাঁ, আমরা ওদের ঘিরে রেখেছি বটে — কিন্তু সেটা খুব দুর্বল। আর এখন আমরা নিজেরাই ঘেরাও হয়ে পড়ার ভয়ে শঙ্কিত।'

১৬শ সেনাবাহিনীতে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত সৈন্যদের পরিদর্শন করে দেখতে পেলাম যে প্রায় সব কিছুরই ঘাটতি রয়েছে তাদের। ডিভিশনগুলি এগিয়ে এসেছিল ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি, কার্যোপযোগী সৈন্য ছিল সামান্যই, তার উপরে তারা ছিল একেবারে হতক্লান্ত। প্রত্যেকটি ইউনিটের দরকার ছিল নতুন লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ।

রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড যে লক্ষ্য নির্ধারিত করে দিয়েছিল, আমাদের হাতের সৈন্যবল আর সহায়-সামর্থ্য তার সঙ্গে একেবারেই মেলে না। অবশ্য, সে সময়ে অহরহই এমনটা ঘটত, আশেপাশের ক্ষেত্রগুলিতে যা পাওয়া যায় তারই সন্ধান করতে করতে একটা তৎপরতার প্রস্তুতি শুরু করার কাজে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য, এর ফলে হিসাব করেই ঝুঁকি নিতে হত, কিন্তু গত্যন্তর ছিল না। তা ছাড়া, বর্তমান ক্ষেত্রে, শত্রু তাদের লক্ষ্য হাসিল করার পর সক্রিয়তার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছিল না।

কম্যাণ্ড পোস্ট সরিয়ে আনা হল জের্দেভো গ্রামে, শহর থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে।

আঘাতকারী বাহিনী তৈরি হয়েছিল জেনারেল প. ন. চেরনিশভের ১১শ গার্ডস ডিভিশন আর জেনারেল কিরিউখিনের ৩২৪তম পদাতিক ডিভিশন নিয়ে, গোলন্দাজ দিয়ে উভয়েরই শক্তিবৃদ্ধি করা হয়েছিল।

পুনর্বিন্যাস আর কেন্দ্রীকরণ শুরু হল।

স্থির করা হল, আক্রমণ আরম্ভ হবে ২৯ জানুয়ারি সকালে। সৈন্যরা রাতে তাদের যাত্রারম্ভের জায়গায় চলে গেল; গোলন্দাজরা আগেই নিজের জায়গা অধিকার করে গোলাবর্ষণের জন্য তৈরি হয়ে ছিল।

স্থির হল, আসল আঘাতটা হানবে চেরনিশভের গার্ডস বাহিনী, তারা সংখ্যায়, অস্ত্রে আর অভিজ্ঞতায় ৩২৪তম ডিভিশনের চাইতে প্রবল ছিল। ৩২৪তম ডিভিশনের উপরে দায়িত্ব দেওয়া হল সহায়ক আঘাত হানার কাজটা সম্পন্ন করার।

যথাসময়ে সব কিছু তৈরি হয়ে গেল। কাজাকভ আর ওরিওলের সঙ্গে আমি ছিলাম জেনারেল চেরনিশভের পর্যবেক্ষণ চৌকিতে; আমাদের ঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকাতে শুরু করেছি, এমন সময়ে ফিল্ড টেলিফোন বেজে উঠল। চেরনিশভ রিসিভারটা তুলে একটুক্ষণ শুনলেন, তারপর অপার বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'অসম্ভব!'

কী ঘটেছিল?

সত্যিই, অবাক হওয়ার মতো ব্যাপারই বটে। শহরের সবচেয়ে কাছে মোতায়েন রেজিমেণ্টটি থেকে জানানো হয়েছিল যে শহরের কয়েকজন লোক এদিকে পেরিয়ে এসে খবর দিয়েছে যে জার্মানরা আতঙ্কে সুখিনিচি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। স্থিরবুদ্ধি রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার সেখানে একটি শক্তিবৃদ্ধি করা সন্ধানী টহলদার দলকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এবং একটি ব্যাটেলিয়ন আর দুটি ট্যাঙ্ক নিয়ে ইতিমধ্যেই তাদের পিছন পিছন চলেছেন।

গোলন্দাজদের বোমাবর্ষণ শুরু করতে তখন আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

খবরগুলো বিশ্বাস করা কঠিন বোধ হল আমার। জার্মানরা সচরাচর বসতি অঞ্চলগুলিতে প্রচণ্ড প্রতিরোধ চালায়, তার উপরে এটা তো এইরকম একটা শহর! আমার কমরেডদের মুখেও অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখতে পেলাম। কাজাকভ ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ালেন — 'জেরিদের' এটা আরেকটা চাতুরী।

তা হলেও, কামানের গোলাবর্ষণ শুরু না করাই স্থির করলাম। কাজাকভ আদেশটা পাঠিয়ে দিলেন সব ব্যাটারিতে।

এলোমেলো ছোট বন্দুকের গুলির শব্দ আমাদের কানে আসছিল, স্পষ্টতই শহরের দিক থেকে। কী হচ্ছে ওখানে?

পর্যবেক্ষণ চৌকিতে উত্তেজনা বাড়তে থাকল।

অবশেষে টেলিফোনটা বেজে উঠল আবার। আমরা সবাই রিসিভারটার দিকে ছুটে গেলাম, কিন্তু না, সিগন্যালারকেই তার কাজটা করতে দেওয়া যাক। তিনি বললেন, টেলিফোনে ডিভিশন কম্যাণ্ডারকে চাওয়া হচ্ছে। আমরা সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। অবশেষে, উত্তেজনায় আটকে-যাওয়া গলায় চেরনিশভ জানালেন:

'রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার জানাচ্ছেন যে শত্রু সুখিনিচি ছেড়ে পালিয়েছে। সন্ধানী দলটি এবং ট্যাঙ্ক আর রেজিমেণ্টাল কামান সহ ব্যাটেলিয়নটি শহরে এসে গেছে, রেজিমেণ্টের প্রধান অংশটি আসছে।'

আমরা সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম — 'হুর্‌রে!'

দুটো ডিভিশনের উপরেই তৎক্ষণাৎ নতুন কাজের ভার দেওয়া হল: পিছনে তাড়া করা আর সন্ধানী-পর্যবেক্ষণের জন্য শক্তিবৃদ্ধি করা দলগুলিকে পাঠানোর।

টেলিফোনে মালিনিনকে ডেকে আমি বললাম, 'পরিস্থিতি যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি পরিষ্কারভাবে না বোঝা যাচ্ছে, ততক্ষণ রণাঙ্গনের সদরদপ্তরকে

খবর দেবেন না। কম্যান্ড পোস্ট শহরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হোন আর যোগাযোগের উপায়াদি সহ একটা তৎপরতা দলকে এখনই আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।'

অধৈর্যে ছটফট করতে করতে আমরা দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে শত্রুর পরিত্যক্ত শহরের দিকে চললাম, আনন্দ হচ্ছিল এই ভেবে যে বিনা রক্তপাতেই ব্যাপারটা ঘটেছে। বোঝা গেল আমাদের প্রতারণাপূর্ণ কৌশলে কাজ হয়েছে, জার্মানরা অবস্থা ভালো থাকতে থাকতেই সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে জানা গেল সত্যিই তাই।

রণাঙ্গনের অধিনায়ক যে লক্ষ্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন সেটা, যাকে বলে যেনতেন প্রকারেণ, সেইভাবেই হাসিল হল, সুখিনিচি চলে এল আমাদের হাতে।

শহরে গিয়ে যখন ঢুকলাম, তখন ভোর হয়ে গেছে, অথচ লোকে যার যার বাড়িতে রয়েছে দরজা বন্ধ করে। বোঝা গেল, আবার মুক্তি পাওয়া গেছে, এ বিষয়ে তারা আদৌ নিশ্চিত নয়।

সর্বত্র তাড়াহুড়ো করে পালানোর চিহ্ন। রাস্তাঘাট আর উঠোন ভর্তি পরিত্যক্ত মাল আর সামরিক সাজসরঞ্জাম। জেনারেল ফন গিল্সের আবাসস্থলে চমৎকার একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, পুরোপুরি অক্ষত, কোনো মরণ-ফাঁদও পাতা ছিল না তাতে। সাধারণভাবে, শহরে, কোনো মাইনও দেখতে পেলাম না। জার্মানবা শহরটার উপরে করুণা করেছে, এমনটা তো নিশ্চয়ই ঘটে নি। খুব সম্ভবত তারা পালিয়েছে ঊর্ধ্বশ্বাসে, মাইন আর মরণ-ফাঁদ পাতার চাইতে নিজেদের জান বাঁচানোর ভাবনাটাই তাদের মাথায় বেশি ছিল।

শত্রু শহরের দক্ষিণ দিকে প্রায় ছ' কিলোমিটার পশ্চাদপসরণ করেছিল। কিরিউখিনের সৈন্য আর গার্ডস বাহিনীর সাহায্যে তাদের ব্যূহ ভাঙার চেষ্টা অসফল হল। সুসংগঠিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হলাম আমরা, সেটা ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার আশা করতে পারত না সুখিনিচি ক্ষেত্রের সৈন্যবল। আমি আক্রমণাভিযান বন্ধ রেখে অর্জিত সাফল্যকে সুসংহত করে তোলার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আসল জিনিসটা হল সুখিনিচিকে দখলে রাখা। শত্রু ধাক্কাটা সামলে উঠে এত সহজে পরিত্যাগ করে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাটেজিক জায়গাটা আবার ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

সেই সন্ধ্যাতেই গোটা ১৬শ সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর স্থানান্তরিত

করলাম সুখিনিচিতে, মনে মনে বিবেচনা করলাম যে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক আর তাঁর সমস্ত স্টাফ সেখানে থাকলে কেউ চিন্তা করবে না যে শহরটা আবার পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রতিটি সদরদপ্তর এবং স্টাফের অংশ ও বিভাগকে এক-একটি এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হল, প্রতিরক্ষার জন্য সেই এলাকাগুলো তাদের তৈরি করতে হবে — এবং শত্রুর আক্রমণ ঘটলে, রক্ষা করতে হবে। ১১শ গার্ডস ডিভিশন শহরের উপকণ্ঠে ব্যূহ আগলে রইল, আর চেরনিশভ তাঁর কম্যান্ড পোস্ট স্থাপন করলেন আমাদের অদূরে।

২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় আমরা রণাঙ্গনের অধিনায়ককে জানালাম যে সুখিনিচি দখল করে নেওয়া হয়েছে। রণাঙ্গনের সদরদপ্তরে লোকেরা আমাদের কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না; তাঁদের তেমন দোষও দেওয়া যায় না, কারণ অবস্থাটা ছিল খুবই অস্বাভাবিক। জুকভ আমাকে টেলিফোনে ডেকে খবরটার যাথার্থ্য জানতে চাইলেন। তাঁকে যখন বললাম যে আমি প্রকৃতই সেই শহরের ভিতরে আমার সদরদপ্তর থেকে কথা বলছি, তখন মনে হল তিনি সংশয়মুক্ত হলেন।

তার পর তিনি বললেন যে কয়েকদিনের মধ্যেই আশু ভবিষ্যতে করণীয় কাজের নির্দেশ পাব আমরা।

ইতিমধ্যে, আক্রান্ত হওয়ার মতো সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলিতে আরও শক্তিশালী সব ইউনিটকে একত্রে জড়ো করার চিন্তা নিয়ে আমরা ১৬শ সেনাবাহিনীর এলাকায় সৈন্যদের পুনর্বিন্যস্ত করতে শুরু করলাম।

বিমান আক্রমণরোধী প্রতিরক্ষার দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দিলাম আমরা, এবং আমাকে বলতেই হবে, তার ফলও হয়েছিল উল্লেখযোগ্য। নাৎসি বৈমানিকরা যে সমস্ত ক্ষেত্রে ও পথে বিশেষ ঝামেলা করছিল, বিমানবিধ্বংসী সৈন্যরা সেই সব জায়গায় ছদ্মবেশে ঘাঁটি গাড়ল এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় বিমানগুলিকে ভূপাতিত করতে শুরু করল। নাৎসি বৈমানিকরা শিগগিরই বুঝতে পারল যে তারা আর ধৃষ্টতার সঙ্গে উড়ে বেড়াতে পারবে না; তারা আসতে লাগল আরও কম ঘন ঘন এবং অনেকখানি উচ্চতায়।

সুখিনিচিতে আমাদের স্টাফ ভালোভাবেই ঘাঁটি গাড়ল। এ কথা সত্যি, আমরা ছিলাম শত্রুর অবস্থানের কাছাকাছি, শহরটা জার্মানদের চোখের সামনে ছড়ানো ছিল। তারা শহরের উপরে গোলাবর্ষণ করছিল ঘন ঘন, আমাদের ক্ষয়ক্ষতি কমাবার জন্য পরিখা আর গর্ত খুঁড়তে হয়েছিল।

গোলাবর্ষণ চলল সাময়িকভাবে বিরতি দিয়ে দিনে-রাত্রে সব সময়ে, কিন্তু শিগগিরই সেটা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেল, বড় একটা লক্ষও করতাম না। আমরা আস্তানা নিয়েছিলাম নানান বাড়িতে, তার বেশির ভাগই রীতিমত আরামপ্রদ।

অসামরিক জনসাধারণ আমাদের প্রতি চমৎকার ব্যবহার করেছিল, কিন্তু প্রত্যেক দিনই দেখা যেতে লাগল শহরে লোক কমে আসছে ক্রমাগত গোলাবর্ষণ আর ঘন ঘন বিমান আক্রমণের দরুন। অসামরিক লোকদের পক্ষে, বিশেষত সন্তানসহ মেয়েদের পক্ষে মানিয়ে নেওয়া কঠিন ছিল, তাই তারা তখনকার মতো পশ্চাদ্ভাগে চলে গেল। জার্মান গোলন্দাজরা যাতে শহর থেকে আরও দূরে সরে যেতে বাধ্য হয় সেজন্য ভাসিলি কাজাকভ তাঁর সাধ্যমতো সব কিছুই করেছিলেন, এমন কি ১৫২ মিলিমিটার হাওইটজার বসিয়ে ঢাকা-দেওয়া জায়গায় সেগুলিকে গোপন করেও রেখেছিলেন।

আশপাশের সেনাবাহিনীগুলির সঙ্গে যোগাযোগও ভালো ছিল, আমরা সীমান্তগুলিতে সহযোগিতা সংগঠিত করার কাজে ব্যাপৃত হলাম।

কিছু দিনের মধ্যেই রণাঙ্গনের কম্যান্ড থেকে একটা নির্দেশ পেলাম, তাতে ১৬শ সেনাবাহিনীকে বলা হয়েছে, 'সুখিনিচি দৃঢ়ভাবে আগলে রাখার সঙ্গে সঙ্গে, সেনাবাহিনীকে আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালাতে হবে, শত্রুকে শ্রান্ত করে চলতে হবে, তাকে সুসংহত হওয়ার ও সৈন্যবল গড়ে তোলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে হবে।'

কাজটা খুব একটা সহজসাধ্য নয়। উভয় বিরুদ্ধ সৈন্যবলকে সমান সমান করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে শত্রুকে শ্রান্ত করে ফেলা এক জিনিস - পাল্টা-আক্রমণাভিযানের আগে আমরা এবং অন্যান্য সেনাবাহিনী যা করেছিল। কিন্তু সৈন্যবলের ভারসাম্য যেখানে স্পষ্টতই আমাদের বিরুদ্ধে সেখানে, আর এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালিয়ে শত্রুকে কি আমরা 'শ্রান্ত করে ফেলতে' আর দুর্বল করতে পারব?

শত্রু মস্কো থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, একটা পরাজয় ভোগ করেছিল। কিন্তু তখনও তার আত্মরক্ষার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ, এবং শেষ পর্যন্ত তারা সংহত হতে সক্ষম হয়েছিল, নতুন নতুন সৈন্য নিয়ে আসছিল পশ্চিম থেকে, সেখানে তাদের সেনাবাহিনী আমাদের মিত্রপক্ষের দিক থেকে কোনো লড়াইয়ে আটকে পড়ে নি। আমাদের ক্লান্ত সৈন্যরা যেটুকু করতে

পারত তা হল প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চালিয়ে নগণ্য ফল লাভের বিনিময়ে কোনো কোনো জায়গায় শত্রুকে পিছনে ঠেলে দেওয়া। আমাদের আক্রমণাত্মক তৎপরতার সামান্য ফলাফল অনুসন্ধান করে দেখার জন্য আমি প্রায়শই বিভিন্ন ক্ষেত্র ও ইউনিটে গিয়েছি। যা কিছু আমি দেখেছি, তাতে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি যে চূড়ান্ত সাফল্য আমাদের সাধ্যাতীত। রেজিমেণ্ট আর ডিভিশনগুলোতে অভাব ছিল কার্যোপযোগী সৈন্যদের, ঘাটতি ছিল মেশিন-গান, মর্টার, কামান, গোলাবারুদের; ট্যাঙ্কও ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকটির বেশি নয়।

জার্মানরা তাদের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করেছিল গ্রামে-গ্রামে বা ছোট বনগুলিতে জোরালো ঘাঁটির ভিত্তিতে, ফাঁকগুলিতে মাইন পেতে রাখা হয়েছিল এবং সেগুলি ছিল দু দলের সামনাসামনি গুলি-বিনিময়ের মাঝখানে। আমাদের পদাতিক সৈন্যরা প্রচণ্ড গুলি গোলাবর্ষণের মধ্যে গভীর তুষারের মধ্য দিয়ে অতি কষ্টে চলতে চলতে অগভীর সারিতে ভাগ হয়ে লড়াই করত; সাজসরঞ্জাম আর গোলাবারুদের অভাবের দরুন গোলন্দাজদের সমর্থনটা ছিল দুর্বল। বীর সৈন্যরা আক্রমণ শুরু করার অনেক আগেই, এমন কি শত্রুর দেখা পাওয়ার আগেই ক্লান্ত ছিল, তাদের অনেকে হতাহত হয়েছিল।

আমার মনে হল, আমরা যে শ্বাস নেওয়ার অবকাশটুকু পেয়েছি সেটাকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণের জন্য কাজে লাগানোই কি ভালো হবে না, যাতে শক্তিশালী আক্রমণাভিযানের জন্য শক্তি আর সামর্থ্য গড়ে নেওয়া যায়?

আমরা যেটুকু খবর আমাদের সদরদপ্তর থেকে পেয়েছিলাম তদনুযায়ী, শক্তির দিক দিয়ে শত্রু আমাদের চাইতে অনেকখানি এগিয়ে ছিল। পরিস্থিতিটা আপাতবিরোধী হলেও সত্যি যে প্রবলতর পক্ষ আত্মরক্ষাত্মক অবস্থায় আর দুর্বলতর পক্ষ আক্রমণ করছে — কোমর পর্যন্ত গভীর তুষারের মধ্য দিয়ে!

রণাঙ্গনের অধিনায়কের কাছে পেশ করা একটি বিস্তারিত প্রতিবেদনে প্রাসঙ্গিক হিসাব আর সিদ্ধান্ত সহ এ সব কথাই বিবৃত করা হল।

জবাব এল অতি সংক্ষিপ্ত: 'আদেশ পালন করুন!'

আমাদের কাজ সম্পন্ন করার উপায়-পদ্ধতি বার করা ছাড়া আর কিছু আমাদের করার থাকল না।

ব্যাপক আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালানোর মতো যথেষ্ট শক্তি আমাদের

ছিল না বলে আমরা স্থির করলাম যে প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট, মূর্ত লক্ষ্যের মধ্যেই নিজেদের প্রয়াস সীমাবদ্ধ রাখব। সবচেয়ে লোভনীয় লক্ষ্যবস্তুগুলি ছিল শত্রুর অধিকৃত গ্রামগুলি। এই রকম প্রতিটি ঘাঁটি নষ্ট করার অর্থ তাদের উপরে বড় আঘাত হানা, কারণ তাতে তাদের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একটা ফাটল ধরত।

ভূভাগের ধরনধারন আর শীতকালীন অবস্থাকে জার্মানরা যথাযোগ্যভাবে গণ্য করেছিল। সামনের দিকে ও পশ্চাদ্ভাগে সমস্ত গ্রাম ও বাস্তুজমিকে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে জোরালো ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়েছিল, সামনের পথে পেতে রাখা হয়েছিল মাইন। বাড়িগুলির তলায় ডাগাউট বানান হল, চারদিক থেকে গুলি চালানোর ছিদ্রও ছিল তাতে। সরাসরি গোলাবর্ষণের জন্য উদ্যত করে রাখা ট্যাঙ্কগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল সাঁজোয়া কামান আর মেশিন-গানের ঘাঁটি হিসেবে।

এই সামগ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখে এই চিন্তাই মনে এল যে একটির পর একটি জোরালো ঘাঁটিতে আঘাত হানা দরকার, অন্য ক্ষেত্রগুলিকে অতিরিক্তভাবে দুর্বল না করে এই উদ্দেশ্যে যতখানি সম্ভব শক্তি সেখানে কেন্দ্রীভূত করা দরকার।

এই তৎপরতাগুলির প্রথমটি চালানো হল ডান পার্শ্বদেশে, দুটি অসম্পূর্ণ ডিভিশনকে দিয়ে (জরুরী অবস্থা দেখা দিলে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রকে রক্ষা করার জন্য পশ্চাদ্ভাগের ইউনিটগুলি তাদের ছেড়ে আসতে হত), তাদের শক্তিবৃদ্ধি করা হয়েছিল গোলন্দাজ আর দশটি ত-৩৪ ট্যাঙ্ক দিয়ে — এইটুকুই তাদের দেওয়া সম্ভব ছিল আমাদের পক্ষে।

রাতের অন্ধকারে পদাতিক সৈন্যরা বরফের মধ্য দিয়ে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে জোরালো ঘাঁটিটার যথাসম্ভব কাছে গিয়ে যাত্রারম্ভের জায়গাটা দখল করল। অস্পৃষ্ট তুষারের মধ্য দিয়ে ইঞ্জিনিয়াররা ট্রেঞ্চ খুঁড়লেন, গোলন্দাজদের প্রস্তুতিমূলক গোলাবর্ষণ শুরু হলেই ট্যাঙ্কগুলো এগোতে থাকবে তার উপর দিয়ে। পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সেগুলি দাঁড়িয়ে-থাকা অবস্থায় সরাসরি গোলাবর্ষণ করে তাদের সাহায্য করবে এবং সর্বশেষ পর্যায়ে, রণক্ষেত্রকে শত্রুমুক্ত করবে।

গোলন্দাজরা আগে থেকেই তাদের লক্ষ্যবস্তুগুলি নিশানা করে রাখল। বাঁ দিক ও ডান দিকে কোনো পাল্টা আক্রমণ হলে তা প্রতিহত করার দায়িত্ব দেওয়া হল কতকগুলি ব্যাটারির উপরে। রাতে কয়েকটি বিমানবিধ্বংসী কামানের ব্যাটারি সংগোপন অবস্থান দখল করে রইল।

এই তৎপরতা সফল হয়েছিল। দুপুরের মধ্যে গ্রামটা শত্রুমুক্ত হয়ে গেল; বহু নাৎসি নিহত হল, বাকিরা পশ্চাদপসরণ করে চলে গেল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছয় কিলোমিটার দূরে এক জঙ্গলের মধ্যে। পাল্টা আক্রমণ শুরু হল অপরাহ্নে, সে আক্রমণ চলল জঙ্গল থেকে এবং কাছের একটি জোরালো ঘাঁটি থেকে, তাতে মদত দিল ভারি কামানের গোলাবর্ষণ আর বিমান আক্রমণ। এগুলি প্রতিহত করা হল, বিমানবিধ্বংসী সৈন্যরা ভূপাতিত করল ছটি জার্মান বিমানকে।

আমরা দেখলাম যে ঠিক পথই আমরা নিয়েছি, এইভাবেই চালিয়ে গিয়ে আমরা ন্যূনতম জীবনহানি ঘটিয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারব।

এই সংঘর্ষে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। একটা বিমানবিধ্বংসী কামান একটি বিমানকে ভূপাতিত করেছিল, আমি দেখতে পেলাম জার্মান পাইলট প্রায় ২০০০ মিটার উচ্চতায় বিমান থেকে লাফিয়ে পড়ল প্যারাসুট নিয়ে, তার পর মাটির দিকে হু হু করে নেমে আসতে থাকল এক খণ্ড পাথরের মতো। তার প্যারাসুটটা খুললই না, সে ঢুকে গেল তুষারের মধ্যে। কয়েকজন সৈনিক ছুটে গেল ঘটনাস্থলে। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম তারা ফিরে আসছে সেই জার্মানটিকে নিয়ে, সে জ্যান্ত, কিছুই হয় নি তার! সে এসে পড়েছিল তুষারে ভর্তি গভীর একটা খাতের মধ্যে, তাতেই সে প্রাণে রক্ষা পেয়েছে। নিজের চোখে না দেখলে এমন ঘটনা আমি বিশ্বাসই করতাম না।

দারুণ শিক্ষা

আমাদের সেনাবাহিনী শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একটু একটু করে আঘাত দিচ্ছিল, সেই ব্যবস্থাকে দুর্বল করছিল কখনও এক জায়গায়, কখনও আরেক জায়গায়। রণাঙ্গনের সামনে ফাটল ধরাবার ক্ষমতা আমাদের হয় নি, তবে তাদের আমরা নিয়মিতভাবে ঠেলে দিয়েছিলাম দক্ষিণ দিকে, দখল করেছিলাম গ্রামের পর গ্রাম, জার্মানদের পিছনে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলাম জিজ্‌দ্রা নদী পর্যন্ত।

যুদ্ধের পর লোকে আমাকে প্রায়শই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছে, কোনো কোনো তৎপরতায়, আমাদের কাছে যখন ডিভিশনের সংখ্যা শত্রুর চাইতে বেশি ছিল, তখন কেন আমরা তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে পারি নি। বস্তুতপক্ষে, সেই সময়ে এই সব প্রশ্ন কখনও কখনও করা হয়েছে অভিযোগের সুরে। কারণটা অবশ্য ছিল এই যে দুই পক্ষে সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের সংখ্যা অনুযায়ী শক্তির পরস্পরসম্পর্ক লোকে বিচার করতে পারে নি।

একটা ডিভিশন যখন ৮,০০০ কর্মোপযোগী সৈন্য নিয়ে তৈরি হত, সেই সময়কার কথা আমরা বহুকাল হল ভুলে গেছি। আমাদের ডিভিশনগুলিতে সাধারণত ছিল প্রায় ৩,৫০০ সৈনিক, কখনও বা মাত্র ২,০০০; কালে-ভদ্রে হয়তো ৪,০০০ জনের একটা ডিভিশন ছিল — তবে দু-একটা সংঘর্ষের পর এই সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি অন্যান্য ডিভিশনের সমপর্যায়ে নেমে এসেছিল।

সেই সঙ্গে, একটা জার্মান পদাতিক ডিভিশনে ছিল অন্তত ১০,০০০ কিংবা ১২,০০০ কর্মোপযোগী সৈন্য এবং একটি প্যানজার বা মোটরবাহিত ডিভিশনে ১২,০০০ থেকে ১৫,০০০ পর্যন্ত সৈন্য। একটা ডিভিশনের যখন

প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হত তখন বাকি সাধারণ সৈনিক আর নন কমিশনড অফিসারদের ব্যবহার করা হত অন্যান্য ডিভিশনের ফাঁক ভরাট করার জন্য আর কম্যান্ড কর্মিবৃন্দ ও স্টাফকে রণাঙ্গনের লাইনের পশ্চাদ্ভাগে সরিয়ে নেওয়া হত নতুন করে সক্রিয় করার জন্য।

১৯৪২-এর শীতকালে সুখিনিচি ক্ষেত্রে সৈন্যবল মোটেই সমান সমান ছিল না। আমাদের যে কী অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল এবং সেনাবাহিনীগুলির অধিনায়কদের উপরে কী বিরাট দায়িত্ব চেপেছিল তা কল্পনা করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, প্রত্যেকেই যে সেটা হিসাবে ধরেছিল তা নয়। রণাঙ্গনের সদরদপ্তরের প্রতিনিধিত্বকারী একজন সফরাগত জেনারেলের কথা আমার মনে পড়ছে। সুখিনিচির লড়াইয়ের ঠিক আগেই তিনি আমাদের সমালোচনা করেছিলেন ঢালাওভাবে। তার পর, রণাঙ্গনের অধিনায়কের আদেশে তিনি দেখতে গিয়েছিলেন নিকটস্থ ৬১তম সেনাবাহিনী। সেখানেও কিছুই যেন তাঁর পছন্দমতো হয় নি। জেনারেল ম. ম. পপোভের নেওয়া সমস্ত ব্যবস্থাতেই আপত্তি প্রকাশ করে টেলিফোনে জুকভকে সে কথা জানান। জুকভ তাতে সাড়া দেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বলিষ্ঠতায়, তখনই তিনি সেই জেনারেলকে আদেশ করেন ৬১তম সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করে স্বীয় যোগ্যতা দেখাতে। জেনারেল ধানাই-পানাই করতে লাগলেন, অজুহাত দিলেন যে তিনি নির্দেশ দেওয়ার পরে পপোভ এখন সামলে নিয়ে ঠিকমতো চলতে পারবেন। জুকভ কিন্তু নাছোড়বান্দা, অতএব তাঁকেই নিতে হল সেনাবাহিনীর ভার — এবং তার দায়িত্বও। সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই জার্মানরা তাঁর ক্ষেত্রটিতে ঠেলে সামনে এগিয়ে এল ৩০ কিলোমিটার। তার ফল হল এই যে সেই জেনারেলকে পুরোপুরি পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে পাততাড়ি গোটাতে হল এবং ম. ম. পপোভ আবার ৬১তম সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন। এক বছর বাদে, কুর্স্কের লড়াইয়ের অল্প কিছুকাল আগে পপোভের সঙ্গে আমার দেখা হয়, তিনি তখন ব্রিয়ান্স্ক ফ্রন্টের অধিনায়ক। সুখিনিচি ক্ষেত্র আর রণাঙ্গনের সদরদপ্তর থেকে আসা সেই জেনারেলের কথা আমরা স্মরণ করেছিলাম — জব্দ করার মজা নিয়ে নয়, বরং তাঁর আচরণের জন্য কিছুটা বিস্ময়ভরে।

সুখিনিচির অনতিদূরেই ছিল পপ্‌কোভো নামে একটি বড় গ্রাম, আশপাশের এলাকায় মাথা-উঁচু করে দাঁড়ানো একটা টিলার উপরে। এই অবস্থান থেকেই জার্মানরা শহরের উপরে গোলাবর্ষণ করছিল, তাই সেটিকে দখল করা দরকার।

যেটুকু খবরাখবর পাওয়া গেল তদনুযায়ী গ্রামে শত্রুর সৈন্যবল ছিল ট্যাঙ্ক আর কামান সহ ২,০০০ জন পর্যন্ত যোদ্ধা, সব দিক থেকে আত্মরক্ষার জন্য সব কিছুই তাদের সংগঠিত ছিল।

ইতিমধ্যে -- তখন ফেব্রুয়ারি মাস এসে গেছে -- নাৎসি যুদ্ধবন্দী শিবিরগুলি থেকে মুক্ত করা লোকজনকে দিয়ে আমাদের ইউনিটগুলিকে আমরা কিছুটা ভরাট করেছিলাম। লোবাচেভ আর সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান রোমানভ আমাকে বললেন যে কোজেল্স্ক-এর কাছে আমাদের সৈন্যরা কয়েকটি বন্দীশিবির দখল করেছে।

'নতুন সৈন্য দিয়ে স্থানপূরণের জন্য আমরা লোক খুঁজছি, এবারে আমাদের একেবারে নাকের ডগাতেই তাদের পাব,' মন্তব্য করলেন লোবাচেভ।

সত্যিই তাই। আমরা স্টাফ অফিসার, রাজনৈতিক অফিসার আর ডাক্তারদের একটা দলকে কোজেল্স্কে পাঠিয়ে দিলাম, তাঁরা শারীরিকভাবে সমর্থ সমস্ত লোককে আলাদা করে বেছে নিলেন। বন্দী দশায় এঁদের এত দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল যে ঘৃণিত শত্রুর উপরে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যে কোনো বিপদের সামনাসামনি হতে তাঁরা তৈরি ছিলেন।

রণাঙ্গনের অধিনায়ক আমাদের সেনাবাহিনীর হাতে আর একটি পদাতিক ডিভিশন (৯৭তম) ও দুটি ট্যাংক ব্রিগেড তুলে দিলেন। বিরাট ব্যাপার, আমাদের মনোবল তাতে বেড়ে গেল অনেকখানি।

নতুন ক্ষেত্রটি দখল করার পর, সৈন্য বিন্যাসের এলাকাগুলি আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম, স্থানীয় যেসব লোক তাদের বাড়িতেই থেকে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে পরিচয় হল। মনে হল লোকের এখন আস্থা জন্মেছে যে দখলদারির দুঃস্বপ্নটা এখন অতীতের ব্যাপার, তার আর পুনরাবৃত্তি হবে না। পশ্চাদ্ভাগ থেকে অনেকে ফিরে আসছিল, জীবন আবার লক্ষণীয়ভাবেই স্থিতু হয়ে উঠছিল। লোবাচেভ আর সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগ স্মোলেন্স্ক আঞ্চলিক পার্টি কমিটির সম্পাদক দ. ম. পপোভের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন; এঁর সঙ্গে ইয়াৎর্সেভোতে আমার পরিচয় হয়েছিল। ইনি এখন পার্টিজান আন্দোলনের অন্যতম নেতা।

পার্টিজানরা শত্রুর উপরে আঘাত হেনে এবং শত্রুসৈন্য আর পশ্চাদ্ভাগের পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর দিয়ে আমাদের অনেক সাহায্য করত। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ কাজ করত ব্রিয়ান্স্ক, দিয়াৎকোভো ও জিজ্দ্রা জেলায় সক্রিয় ওরলোভ, বাতিয়া, সল্দাতেন্কভ আর অরেশকিনের পার্টিজান দলগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে। আমরা প্রতিদানে পার্টিজানদের

সাহায্য করতাম অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আর বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে; রাজনৈতিক বিভাগ জনসাধারণের সঙ্গে কাজ করার জন্য তাদের তথ্য যোগাত।

১৬শ সেনাবাহিনীর সাহায্যে পার্টিজান সদরদপ্তর রণাঙ্গন পেরিয়ে পার্টিজানদের কাছে শক্তিবৃদ্ধির জন্য লোকজন পাঠিয়েছিল। বিশেষ করে ফেব্রুয়ারি মাসে কমিউনিস্ট আর কমসোমল সদস্যদের নিয়ে গঠিত স্কি-বিশারদ বড় একটা সৈন্যদল শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে চলে গিয়েছিল। আ. প. শেস্তাকভের অধীনে একটা মজবুত খণ্ডবাহিনী রণাঙ্গন পেরিয়ে অবস্থান নিয়েছিল ব্রিয়ান্‌স্ক -- গোমেল রেলপথ বরাবর, সেখানে তারা জার্মানদের দীর্ঘকাল সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল, আমাদের জন্য সংগ্রহ করেছিল মূল্যবান খবরাখবর।

এই গোটা সময়টা ধরে মস্কো, এমন কি বলা যায় সারা দেশই ১৬শ সেনাবাহিনীর দিকে দৃষ্টি রেখে চলেছিল। শ্রমিক আর যৌথখামারিদের প্রতিনিধিদল এসে পেঁছিচ্ছিল রাজধানী থেকে, মধ্য এশিয়া থেকে, এমন কি সুদূর ট্রান্স-বৈকাল এলাকা থেকেও; ট্রান্স-বৈকাল এলাকার কথা আমার খুব ভালো করেই মনে আছে সেই কুড়ির দশকে সেখানে কাজ করার সময় থেকে। পপ্‌কোভোর জন্য লড়াই শুরু হওয়ার অল্প কিছু আগে রাজধানীর লেনিনগ্রাদ জেলা থেকে প্রতিনিধিরা এসে পেঁছিলেন এবং স্বভাবতই কালবিলম্ব না করে দেখা করতে গেলেন সেই জেলারই গড়ে তোলা ১১শ গার্ডস ডিভিশনের সঙ্গে। গার্ডস নিশান প্রদান অনুষ্ঠানে তাঁরা যোগ দিলেন। জেনারেল চেরনিশভ যখন হাঁটু গেড়ে বসে লাল নিশানটির প্রান্তভাগ চুম্বন করলেন, উপস্থিত অনেকেরই তখন মনে পড়েছিল যে ছ'মাস আগে মস্কোর লেনিনগ্রাদ জেলার স্বেচ্ছাব্রতীরাই এখনকার এই বিখ্যাত সৈন্যদলটির প্রাণকেন্দ্র গঠন করেছিলেন।

পপ্‌কোভোতে শত্রুর বড় ধরনের জোরালো ঘাঁটির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আক্রমণটা শুরু হল ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে। আসল আক্রমণ চালাল ১৪৬তম ট্যাঙ্ক ব্রিগেড, তাদের হাতে ছিল কয়েক ডজন ত-৩৪ আর ক. ভ. ট্যাঙ্ক। আশপাশের ডিভিশনগুলির উপরে দায়িত্ব দেওয়া হল চারপাশের গ্রামগুলিতে ঘাঁটি গেড়ে বসা শত্রুকে পেড়ে ফেলার।

আক্রমণটার প্রস্তুতি করা হয়েছিল ভালোভাবেই। সমস্ত সৈন্য-চলাচল সারা করা হল রাতে।

সংঘর্ষ শুরু হল গোলন্দাজ বাহিনীর প্রস্তুতিমূলক গোলাবর্ষণ দিয়ে।

তার পর ট্যাঙ্ক-বাহিত পদাতিক সৈন্য সমেত ট্যাঙ্কগুলো বেরিয়ে পড়ল গভীর তুষারের মধ্যে রাতে খুঁড়ে-রাখা ট্রেঞ্চগুলির পাশ দিয়ে, তাদের পিছনে এল পদাতিক সৈন্যরা, তাদের সঙ্গ দিল কামানের প্রবল গোলাবর্ষণ। সরাসরি গোলা নিক্ষেপের জন্য অন্ধকারে ঠিক করে রাখা কামানগুলো ভালো কাজ দেখাল শত্রুর গোলাবর্ষণের স্থান আর ট্যাঙ্কগুলো ধ্বংস করে।

শত্রু নাছোড় হয়ে প্রতিরোধ চালাল, কিন্তু বিকেল বেলা পপ্‌কোভো দখল করে নেওয়া হল। টিলার চূড়ায় পাথরের গির্জার চারধারে আর কবরখানায় কিছুক্ষণ ধরে লড়াই চলল বটে কিন্তু তার পরে প্রতিরোধের শেষতম ছোটখাটো জায়গাগুলিকেও দখল করা হল।

নাৎসিরা রণক্ষেত্রে রেখে গেল সাত শোর বেশি মৃতদেহ, আর প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও মালমশলা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তারা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একটা বড় মজবুত ঘাঁটি হারাল।

পরের লক্ষ্যটা ছিল মাকলাকি — পপ্‌কোভোর ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি গ্রাম। সদরদপ্তরে আমরা শলা-পরামর্শ করলাম যে এই জোবালো ঘাঁটিটা আমরা যদি আমাদের সাফল্যের তালিকায় যোগ করতে পারি তা হলে জিজ্‌দ্রা ক্ষেত্রে জার্মানদের প্রায় সমস্ত প্রতিরক্ষাব্যূহেই ফাটল ধরানো যাবে। তার পরে আমাদের যেটুকু করতে হবে তা হল ব্রিন গ্রাম এবং বিস্তীর্ণ, বৃক্ষহীন সমতলভূমিতে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা গ্রামগুলি দখল করে নেওয়া, তা হলেই শত্রু বাধ্য হবে জিজ্‌দ্রার ওপারে সরে যেতে। এর জন্য আমরা প্রস্তুতি চালাতে শুরু করলাম।

সুখিনিচি ক্ষেত্রে ১৬শ সেনাবাহিনীর অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছিল। জার্মান গোলন্দাজ বাহিনী শহরের পাল্লার বাইরে বিতাড়িত হওয়ায় আমাদের সদরদপ্তরের অনেক সুবিধা হয়েছিল।

সব কিছু এগিয়ে চলছিল চমৎকারভাবে, এই প্রত্যয় বেড়ে উঠেছিল শত্রু বেশি দিন মাকলাকিকে দখলে রাখতে পারবে না। ৮ মার্চ তারিখে একদল সহযোদ্ধার সঙ্গে আমি শত্রুর এই শেষতম বড় শক্ত ঘাঁটিতে হানা দিয়ে দখল করার ভারপ্রাপ্ত ইউনিটগুলি দেখতে গেলাম, কম্যান্ড পোস্টে ফিরে এলাম একটা হাওয়াই-স্লেজে।

প্রসঙ্গত, হাওয়াই-স্লেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটা কাহিনী আছে।

সে বছর তুষারপাত হয়েছিল খুবই গভীর, রাস্তাঘাট ছিল অল্পই। আমরা একটা নিয়ম করেছিলাম, আমাদের অবস্থানগুলি যতই ছড়ানো হোক

না কেন, সেনাবাহিনীর সমস্ত ইউনিটের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করা হবে।

আমাদের অনুরোধে, জেনারেল সোকলোভ্স্কি এক হাওয়াই-স্লেজের কম্প্যানি পাঠিয়েছিলেন, প্রতিটি স্লেজে ছিল একটি করে হাল্কা মেশিন-গান। সৈন্য ও মালপত্র চলাচল সংক্রান্ত সদরদপ্তরে মোতায়েন এই কম্পানি খুবই কাজে লেগেছিল, আর দেখা গেল, সেটা শুধু ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষার কাজেই নয়।

ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয়ার্ধে এক রাতে শ-দুয়েক সৈন্যের এক জার্মান স্কি-বিশারদ সৈন্যদল আমাদের পশ্চাদ্ভাগে ঢুকে পড়ে যে-পথে সেনাবাহিনীর ডান দিকের অংশটা সমস্ত রকম সরবরাহ পেত সেই পথ আটকে ফেলেছিল। এতে সৃষ্টি হয়েছিল অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতি।

আমাদের যোগাযোগ বিভাগের প্রধান, কর্নেল প. ইয়া. মাক্সিমেঙ্কো সেই সময়ে ঘটনাক্রমে হাওয়াই-স্লেজ কম্পানিতে ছিলেন, এই ধৃষ্ট আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য তিনিই এই কম্পানিকে ব্যবহার করার পরামর্শ দিলেন।

কম্প্যানি দ্রুত জার্মান স্কি সৈন্যদের দখল করা এলাকাগুলির মধ্যে ঢুকে পড়ল, তার পর স্থান গ্রহণ করে সরাসরি আক্রমণ শুরু করে দিল তার চোদ্দটি মেশিন-গান থেকে গুলিবর্ষণ চালিয়ে। নাৎসিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, কয়েকজন মাত্র প্রাণ বাঁচাতে পারল জঙ্গলের ধারের ঝোপঝাড়ের মধ্যে চম্পট দিয়ে।

এই লড়াইয়ে ধৃত বন্দীরা একবাক্যে ঘোষণা করল যে আক্রমণে তারা পুরোপুরি হকচকিয়ে গিয়েছিল: প্রথমে তারা হাওয়াই-স্লেজগুলিকে মনে করেছিল ট্যাঙ্ক, তার পর সেগুলো যখন মনে হল যেন গভীর তুষারের উপর দিয়ে আলতোভাবে গড়িয়ে আসছে, তখন তারা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। (এই চমৎকার শীতকালীন যানটির একমাত্র দুর্বল স্থান ছিল তার প্রপেলার, এই প্রপেলারের দরুনই সংকীর্ণ অরণ্য পথে বা ঝোপঝাড়ের উপর দিয়ে তা ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না)।

পরে ইলিয়া এরেনবুর্গ যখন সুখিনিচিতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁকে আমি এই লড়াইয়ের বর্ণনা দিয়েছিলাম। আমার মনে আছে, নিহত জার্মান স্কি সৈন্যদের কাছ থেকে নেওয়া চিঠি আর দলিলপত্র তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন, দরকারি জিনিসগুলি বেছে নিয়েছিলেন 'ক্রাস্নায়া জ্ভেজদা' পত্রিকায় তাঁর তিক্ত ও আবেগপূর্ণ প্রবন্ধগুলির জন্য।

যাই হোক, হাওয়াই-স্লেজ আমাকে খুব তাড়াতাড়ি আর অতি স্বচ্ছন্দভাবে বয়ে নিয়ে এল মাকলাকি থেকে কম্যান্ড পোস্টে, সেখানে আমার কাজ ছিল জোরালো ঘাঁটিটি দখলের পর সৈন্যদের কী করতে হবে সেই সম্পর্কে আদেশ-নির্দেশ নিয়ে বিবেচনা করা। পরে সন্ধ্যায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে একটি সভায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল আমাদের। যথারীতি আমরা বেশ কয়েকজন ব্যস্ত ছিলাম সদরদপ্তরে, এর মধ্যে ছিলেন মালিনিন, কাজাকভ আর অন্য স্টাফ অফিসাররাও। আদেশগুলোতে স্বাক্ষর করার জন্য একটা কলম যেই হাতে তুলে নিয়েছি, অমনি জানালার নিচে প্রচণ্ড শব্দে একটা শক্তিশালী গোলার বিস্ফোরণ ঘটল আর একটা টুকরো এসে আঘাত করল আমার পিঠে। জোরালো একটা আঘাত টের পেলাম আমি।

'মনে হয় জোর লেগেছে,' কথাগুলো মুখ দিয়ে কোনোমতে বের হল।

দেখা গেল ক্ষতটা গুরুতর, তাই রণাঙ্গনের অধিনায়কের আদেশে আমাকে বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হল মস্কোয়, তিমিরিয়াজেভ কৃষি আকাদেমির বাড়িগুলিতে স্থাপিত একটা হাসপাতালে।

লাল ফৌজে আমার কাজ শুরু করার পর এটা আমার তৃতীয় আঘাত আর এ আঘাতটা আগেকারগুলোর মতো নয় একেবারেই।

৭ নভেম্বর, ১৯১৯ তারিখে, আমি যার অধিনায়কত্বে ছিলাম সেই পৃথক উরাল অশ্বারোহী ব্যাটেলিয়ন মধ্যরাত্রে কোলচাকের ফৌজের ব্যূহভেদ করে ঢুকে পড়ে দেখতে পেয়েছিল যে ওমস্ক গ্রুপের সদরদপ্তর স্থাপিত হয়েছে কসাক গ্রাম কারাউলনায়াতে। আমরা পিছন দিক থেকে গ্রামটিকে আক্রমণ করেছিলাম, এবং শ্বেতরক্ষীদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে সদরদপ্তর লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিলাম, বহু অফিসার সহ বন্দী করেছিলাম অনেককে।

এই আক্রমণের সময়ে ওমস্ক গ্রুপের অধিনায়ক জেনারেল ভসক্রেসেনস্কির সঙ্গে আমার হাতাহাতি সংঘর্ষ হয়েছিল, তাঁর একটি বুলেট আমার কাঁধ ভেদ করে চলে গিয়েছিল আর তিনি পেয়েছিলেন আমার তরোয়ালের মরণ-আঘাত।

জুন ১৯২১-এ লাল ফৌজ মঙ্গোলীয় সীমান্তে ব্যারন উঙ্গের্ন-এর সৈন্যদের অবশিষ্টাংশকে ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করছিল। জেলতুরিনস্কায়া গ্রামে, ৩৫তম অশ্বারোহী রেজিমেণ্টের অধিনায়কত্বে থাকাকালীন আমাদের পদাতিক সৈন্যদের ব্যূহভেদ করে ঢুকে-পড়া উঙ্গের্ন-এর অশ্বারোহী সৈন্যদের আমি আক্রমণ করেছিলাম, এবং শত্রুপক্ষের বেশ কয়েকজন অশ্বারোহীকে

কচুকাটা করার পর দ্বিতীয়বার আহত হয়েছিলাম, সেবারে আঘাতটা লেগেছিল পায়ে, একটা হাড় ভেঙে গিয়েছিল।

সেই সব আঘাত লেগেছিল লড়াইয়ের মধ্যে, শত্রুর সঙ্গে সামনাসামনি, হাতাহাতি লড়াইয়ে। কিন্তু এবারে... একটা ঘরে বসে, হাতে কলম, উটকো একটা গোলা এসে ফাটল কাছাকাছি... সময় সত্যিই বদলে গেছে। এটা ভিন্ন ধরনের যুদ্ধ, আর আমিও রয়েছি ভিন্ন পদে...

অবশ্য, উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করলে এটা হয়তো কখনোই ঘটত না, কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছে তা এই যে আমি বেশ কিছুদিন শয্যাগত হয়ে থাকলাম। সেনাবাহিনী যখন জিজ্দ্রার উত্তর তীর শত্রুমুক্ত করার জন্য তৈরি হচ্ছে ঠিক তখনই আমাকে অকেজো হয়ে থাকতে হল বলে আমার রাগ আর বিরক্তি হচ্ছিল।

যাই হোক, ডাক্তারদের সাহায্য আর আমার শক্ত ধাতের শরীরের কল্যাণে আমি শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম।

যুদ্ধে আহত সৈনিকদের যে ভালোবাসা আর যত্ন দিয়ে আমাদের জনগণ ঘিরে রেখেছিল, তা আমি হাসপাতালে নিজেই অনুভব করতে পেরেছিলাম। এমন একটা দিনও যায় নি, যেদিন কেউ না কেউ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে নি। আহতদের আক্ষরিকভাবেই উপহার আর চিঠি দিয়ে প্লাবিত করা হয়েছিল। অন্তহীন স্রোতের মতো এসেছিলেন স্ত্রী-পুরুষ, শ্রমিক-খামারি, লেখক আর খবরের কাগজের সংবাদদাতা, অভিনেতা-অভিনেত্রী আর শিল্পীরা। লাল টাই পরা নবীন পাইওনিয়ররা উজ্জ্বল শিশুসুলভ চোখে তাকিয়ে লাজুকভাবে পাশ দিয়ে হেঁটে গেছে। এই হার্দ্য উদ্বেগই ছিল সবার সেরা ওষুধ, যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করেছিলেন শুভানুধ্যায়ীদের এই স্রোতকে সীমিত করতে।

সুস্থ হয়ে ওঠার সময়ে শেষ পর্যন্ত আমি জানতে পারলাম আমার স্ত্রী আর মেয়ে কোথায় আছেন। যুদ্ধের শুরুতে রণাঙ্গনের নিকটবর্তী এলাকা থেকে বাস উঠিয়ে তাঁরা প্রথমে এসেছিলেন কাজাখস্তানে, তার পর নোভোসিবির্স্ক-এ। মস্কো পার্টি কমিটির সম্পাদক গ. ম. পপোভ যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন তিনিই পরামর্শ দেন যে আমার উচিত আমার পরিবারকে মস্কোয় সরিয়ে আনা। তিনিই তাঁদের জন্য একটি ফ্ল্যাট পেতে আমাকে সাহায্য করেন।

মস্কোয় জীবনধারার উন্নতি হচ্ছিল ধীরনিশ্চিত গতিতে। ব্ল্যাক-আউট তখনও ছিল বটে, তবে সেই দুঃসহ সতর্কতার ভাবটা আর ছিল না।

থিয়েটার আর সিনেমা চালু ছিল, রাস্তায় ভীড় ছিল প্রাণবন্ত মানুষের। জার্মান বিমান আক্রমণ থেমে গিয়েছিল, যদিও সন্ধ্যার দিকে দেখা যেত সৈনিকরা ব্যারাজ-বেলুন—ওরা এগুলোর নাম দিয়েছিল 'সসেজ'—শহরের বীথিগুলি দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে উপকণ্ঠের দিকে, সেখানে সেগুলোকে উপরে উড়িয়ে দেওয়া হবে।

আমার ১৬শ সেনাবাহিনীর সাথীরা আমাকে ভোলেন নি, তাঁরা আমাকে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে সব সময়েই অবহিত রেখেছিলেন, যাতে আমি সেনাবাহিনীর নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করতে পারি। আমাদের দলটা ছিল সত্যিকার সেনাবাহিনীর বন্ধুত্বের বাঁধনে দৃঢ়সংবদ্ধ একটা দল, তাই আমি আমার সাথীদের অভাব বোধ করতাম খুবই। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই আমি স্থির করলাম, যথেষ্ট হয়েছে, অনেক দিন দূরে থেকেছি; মে মাসে আমি আবার সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিলাম।

সদরদপ্তর সুখিনিচি থেকে সরে গিয়েছিল, মালিনিন কম্যাণ্ড পোস্ট বসিয়েছিলেন একটা জঙ্গলে।

সেনাবাহিনী জার্মানদের তাড়িয়ে দিয়েছিল জিজ্‌দ্রার ওপারে, লড়াইয়ে একটা ভাঁটা চলছিল। আক্রমণাত্মক তৎপরতার দু'মাসে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, দেখা গেল, তা অনেকখানি। ৩২৮তম ডিভিশনের অধিনায়ক কর্নেল প. আ. ইয়েরিওমিন গুরুতর আহত হয়েছেন; যুদ্ধে বীরত্বের জন্য তাঁর ডিভিশনটির নাম সুপারিশ করা হয়েছিল গার্ডস ডিভিশন খেতাবের জন্য; ৩২৪তম পদাতিক ডিভিশনের অধিনায়ক সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ই. ইয়া. ক্রাভচেঙ্কো লড়াই করতে করতে নিহত হয়েছেন।

এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম যুদ্ধের কাজের মধ্যে। রণাঙ্গনের অধিনায়কের কাছ থেকে একটি নির্দেশে আরও একটি আক্রমণাত্মক তৎপরতার কথা বলা হল, এটি চালাতে হবে ম. ম পপোভের সহযোগিতায়।

শক্তিবৃদ্ধির জন্য আমরা পেলাম একটি ট্যাঙ্ক কোর। ডান পাশে রাখা তিনটি ডিভিশনকে একসঙ্গে এনে একটি পদাতিক কোর করা হল, তাতে সৈন্য নিয়ন্ত্রণ সহজতর হয়ে উঠল অনেকখানি। জেনারেল ন. আ. ওরলোভকে কোরের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হল। (কোর প্রথা লাল ফৌজে আগেও ছিল। ১৯৪১-এর প্রচণ্ড আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে তা সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছিল, কিন্তু যখনই সম্ভব হয়েছে, এই কোরগুলি পুনরায় চালু করা হয়েছিল।)

কাজাকভ আর আমি ৬১তম সেনাবাহিনীতে গেলাম সমন্বয় কীভাবে করা হবে তা ঠিক করতে। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ম. ম. পপোভ আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। দেখা গেল তিনি বেশ সদালাপী লোক, ঠাণ্ডা-মাথার সামরিক নেতা; আমাদের দুই সেনাবাহিনীর আসন্ন তৎপরতা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হল। আমাদের দুই সেনাবাহিনীরই নিকটবর্তী দুই পাশের শত্রুসৈন্যদের উপরে আক্রমণ করার কথা ছিল।

পপোভের সেনাবাহিনীর আমারটির মতোই, জনবলের খুবই অভাব ছিল। আসন্ন যুদ্ধের জন্য যতটা পারি আমরা জোগাড় করলাম, হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে আনলাম সুস্থ-হয়ে-ওঠা সবাইকে, সেনাবাহিনী আর ইউনিটগুলির পশ্চাদ্ভাগে খুঁজে খুঁজে লোক বার করলাম। কিন্তু সেটা সমুদ্রে বারিবিন্দুর বেশি কিছু হল না।

একটা প্রাথমিক সাফল্য লাভ করা আর তার পরে সেই সাফল্যকে কাজে লাগানোর জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী সৈন্যবল জড়ো করতে গিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করার উপায় পপোভেরও ছিল না, আমারও না। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে জার্মানরা নিজেরাই সক্রিয়তার লক্ষণ দেখাতে শুরু করেছিল। আমাদের দুই সেনাবাহিনীর গোটা সম্মুখভাগ জুড়ে আক্রমণাভিযান চালানোর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারত না। আঘাতটা সীমাবদ্ধ ছিল শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহের একটা ছোট ক্ষেত্রের মধ্যে, যাতে শত্রুর পক্ষে লড়াই না-হওয়া ক্ষেত্রগুলি থেকে সৈন্য নিয়ে মোকাবিলা করা সম্ভব হত।

এই তৎপরতা শুরু হল মে মাসের শেষ দিকে। রাতের অন্ধকারে আমাদের সৈন্যরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে যাত্রারম্ভের জায়গাগুলি অধিকার করল। আমাদের পদাতিক সৈন্যদের অভাব হেতু ডিভিশনগুলির রণব্যূহবিন্যাসগুলিকে রাখতে হল একটি ধাপে, প্রত্যেক ডিভিশনাল অধিনায়কের হাতে রাখা হল ছোট একটা সংরক্ষিত সৈন্যবল। অভাবটা পুষিয়ে নেওয়া হল ট্যাঙ্ক কোরগুলিকে দ্বিতীয় ধাপে রেখে, তাদের উপরে দায়িত্ব দেওয়া হল গভীরে ফাটল বাড়িয়ে তোলার। পদাতিক ডিভিশনগুলি প্রত্যেকে তাৎক্ষণিক সমর্থনের জন্য পেল ১২টা থেকে ১৫টার মতো ট্যাঙ্ক।

গোলন্দাজরা ইতিমধ্যেই এক-একটি কামান দিয়ে তাদের লক্ষ্যবস্তুগুলির পাল্লা পেয়ে গিয়েছিল, এখন তারা সরাসরি গোলাবর্ষণের অবস্থান সহ নিজ নিজ অবস্থানে চলে এল। এবারে আমরা প্রধান ক্ষেত্রটির সম্মুখভাগের প্রতি

কিলোমিটারে ৩০ থেকে ৪০টি কামান একত্রে জড়ো করে রাখতে সক্ষম হলাম।

ম. স. মালিনিন প্রাক্তন ট্যাঙ্কসৈনিক হিসেবে ট্যাঙ্ক কোরগুলিকে কীভাবে লড়াইয়ে লাগানো হবে তাঁর পরিকল্পনা তৈরি করার অনুমতি চাইলেন। তাঁর নেওয়া সব কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খতা সম্পর্কে জানতাম বলে আমি তা মেনে নিলাম। ট্যাঙ্ক অধিনায়কের সঙ্গে মিলে তিনি একেবারে শেষ ঘণ্টা আর মিনিট পর্যন্ত বিশদভাবে হিসাব করা একটা নির্ঘণ্ট তৈরি করলেন। একমাত্র যে বিষয়টা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলছিল তা হল কোরের প্রস্থানস্থলটি রাখা হয়েছিল রণাঙ্গন থেকে বহু দূরে — প্রায় কুড়ি কিলোমিটারের মতো; আমার আশঙ্কা হচ্ছিল ট্যাঙ্কগুলোর অপ্রত্যাশিত কিছু বিলম্ব ঘটে যেতে পারে। যাই হোক, আমাকে আশ্বস্ত করা হল যে প্রত্যেকটি জরুরী অবস্থার কথা ভেবে তদনুযায়ী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, আর দূরত্বের ব্যাপারটা পুষিয়ে নেওয়া হবে পুরোপুরি অতর্কিত আক্রমণ দিয়ে, কারণ জার্মানরা ইঞ্জিনগুলোর প্রথম দিককার ঘর্ঘর শব্দ শুনতে পাবে না। আমার উদ্বেগ-সংশয় চাপা দিয়ে, তাঁদের পরিকল্পনাটি আমি মেনে নিলাম।

পর্যবেক্ষণ চৌকি থেকে লড়াইয়ের সমস্ত পর্যায় আমি লক্ষ করতে পারছিলাম। গোলাবারুদের অবস্থা কিছুটা ভালো ছিল, ত্রিশ মিনিট গোলন্দাজদের গোলাবর্ষণের পর (এটাই আমাদের সম্ভাব্যতার সীমা) আমরা আক্রমণ শুরু করেছিলাম। গোলাবর্ষণ যখন শেষ হল, পদাতিক সৈন্যরা আর ট্যাঙ্কগুলো দ্রুতবেগে অগ্রসর হল শত্রুব্যূহগুলির দিকে। নাৎসি ব্যাটারিগুলি কিছু এলোমেলো গোলাবর্ষণ চালাল, তার পরে তাদের সঙ্গে যোগ দিল মেশিন-গান, কিন্তু সঙ্গী ট্যাঙ্ক আর সরাসরি গোলাবর্ষণকারী কামানগুলো তাদের খুব তাড়াতাড়ি দমন করল।

আমরা দেখতে পেলাম পদাতিক সৈন্যরা শত্রুপক্ষের অগ্রবর্তী ট্রেঞ্চগুলির মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকে পড়ে তাদের চটপট পর্যুদস্ত করে সামনে এগিয়ে চলেছে। কিছু কিছু ট্যাঙ্ক পিছনে থেকে গেল প্রথম ট্রেঞ্চগুলিকে সাফ করার জন্য, বাকিগুলো এগিয়ে চলল, পশ্চাদপসরণকারী পদাতিক সৈন্যরা মেশিন-গানের উপযুক্ত লক্ষ্যবস্তু হওয়া সত্ত্বেও প্রধানত কামানের গোলাবর্ষণই চালানো হল। (সাধারণভাবে আমি লক্ষ করলাম যে আমাদের ট্যাঙ্ক-সৈনিকরা মেশিন-গানের চাইতে কামানের গোলাবর্ষণই পছন্দ করছিল, প্রয়োজন থাক বা না থাক কামানের গোলাই বর্ষণ করছিল।)

পদাতিক সৈন্যরা এবারে 'হুররা' চীৎকার করে দ্বিতীয় লাইনটা আক্রমণ

করল। আমাদের ট্যাঙ্কগুলোও সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিল, গোলাবর্ষণ করছিল দাঁড়িয়ে-থাকা অবস্থায়। কয়েকটিতে আগুন ধরে গিয়েছিল।

লড়াই ছড়িয়ে পড়ল ট্রেঞ্চে-ট্রেঞ্চে, পদাতিক সৈন্যরা আর কতকগুলো ট্যাঙ্ক ট্রেঞ্চগুলোর দ্বিতীয় লাইনটিকে নানান জায়গায় পর্যুদস্ত করে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করল, শত্রু সৈন্যরা জবাব দিয়ে চলল ছোট-আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিবর্ষণ করে।

এইবারে ট্যাঙ্ক কোরকে নিয়ে আসার সময় হল। কিন্তু তারা এসে উপস্থিত হতে পারল না। রুশ প্রবাদে যেমন বলা হয় 'কাগজে-কলমে খুবই সোজা, কিন্তু খানাখন্দের কথা মনে ছিল না,' এখানেও ঠিক তাই ঘটল। কোরের আসার পথটা গিয়েছিল ছোট একটা নদীর উপর দিয়ে, তার দুই তীরই ছিল জলাময়; ট্যাঙ্কগুলো সেখানে আটকে গিয়েছিল। পরিকল্পনা তৈরি করার আগে অধিনায়করা জায়গাটা ঘুরে দেখেন নি, তার ফলে এমন দেরি হল যে পাল্লাটা ঝুঁকে গেল সফলভাবে চালানো একটা তৎপরতার উল্টো দিকে। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সবাইকেই ভালো শিক্ষা দিল।

সেই জলা থেকে বেরিয়ে এসে রণক্ষেত্রে পৌঁছতে কোরের দু' ঘণ্টা সময় লেগে গিয়ছিল; সেই দু'ঘণ্টা সময় জার্মানরা নষ্ট করে নি। তারা পিছন দিক থেকে ও অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে সৈন্যবল নিয়ে এল; আমাদের আক্রমণকারী সৈন্যদের ডান পাশের ডিভিশন এমন সব ইউনিট থেকে সৈন্যদের বন্দী করতে লাগল যারা ১০ম সেনাবাহিনীর সামনে অবস্থান নিয়েছিল বলে জানা ছিল; ব্রিয়ান্স্ক থেকে একটা মোটরবাহিত ডিভিশনের ইউনিটগুলি হাজির হল কেন্দ্রস্থলের বিপরীতে। তা সত্ত্বেও, আমাদের পদাতিক সৈন্যরা এগিয়ে চলল শত্রুর প্রতিরোধ কাটিয়ে। ট্যাঙ্ক কোর যখন এসে রণব্যূহবিন্যাসে স্থানগ্রহণ করতে শুরু করল, তার মধ্যে তারা এগিয়ে গিয়েছিল প্রায় দশ কিলোমিটার।

তখনও আমরা স্থিরনিশ্চয় ছিলাম যে আমরা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ফাটল ধরিয়ে জিজ্‌দ্রা দখল করতে পারব, ব্রিয়ান্‌স্কে যাওয়ার পথ খুলে দেব। শত্রুর কম্যাণ্ডও মনে হয় একই ধারায় চিন্তা করছিল, তাই সময় পাওয়ার চেষ্টায় তারা এবারে বিমান বাহিনীকে কাজে লাগাল।

চল্লিশটা ছোঁ-মারা বোমারু বিমান রণক্ষেত্রের উপরে পাক দিতে লাগল। তারা শুরু করল এগিয়ে-আসা ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের উপরে আক্রমণ চালিয়ে। ট্যাঙ্ক ব্রিগেড চমৎকারভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন এগিয়ে আসছিল অগ্রসরমান

পদাতিক সৈন্যদের দু-তিন কিলোমিটার পিছনে একটা টিলার উপর দিয়ে। আর ঠিক এই সময়েই যা ঘটল তা একেবারেই অবিশ্বাস্য। ভীমবেগে এগিয়ে আসার বদলে ব্রিগেড হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে রইল অনাবৃত ঢালুর উপরে, আর 'ইউঙ্কার্স' বিমানগুলো তার উপরে বোমাবৃষ্টি করে চলল। তার পর আকাশে দেখা দিল জঙ্গী বিমানের সমর্থনপুষ্ট ত্রিশটির মতো বোমারু বিমানের একটা নতুন বহর।

আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এটা ঘটতে দেখতে পারলাম না। কোর কম্যাণ্ডারকে আদেশ দিলাম তাঁর প্রধান সৈন্যবলকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে। কোর কমিসার লাতিশেভ, কর্নেল ওরিওল, কয়েকজন স্টাফ অফিসার আর আমি কয়েকটা গাড়িতে চড়ে দ্রুত এগিয়ে গেলাম বোমাবর্ষণের নিচে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে-থাকা ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের দিকে। ওরিওল একটা ট্যাঙ্কের কাছে ছুটে গিয়ে একটা পাথর দিয়ে ট্যাঙ্কটার বর্মের গায়ে ঘা দিতে লাগলেন, ডাকতে লাগলেন তার অধিনায়ককে। লাতিশেভও তাই করলেন, আমিও; খুব সতর্কভাবে, কারণ ড্রাইভার যদি হঠাৎ মোড় ফেরাবার কথা ভাবে তা হলে ট্যাঙ্কের ট্র্যাকের নিচে পিষ্ট হয়ে যাওয়ার বিপদ ছিল। অবস্থাটা মোটেই স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক ছিল না। সৌভাগ্যবশত আমাদের কোনো ক্ষতি হল না, ব্রিগেডকে আমরা চালু করতে পারলাম এগিয়ে গিয়ে পদাতিক সৈন্যদের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য; পদাতিক সৈন্যদের উপরে এর মধ্যে বেশ চাপ পড়েছিল।

কিন্তু অনেক সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, শত্রু তার মধ্যে আরও অনেক নতুন সৈন্য নিয়ে এসেছিল। তাদের তরফে ট্যাঙ্ক আর স্বয়ংচালিত আক্রমণকারী কামান চালু হয়ে গেল, আর কিছু বোমারু বিমান আক্রমণের গতি ফেরাল পদাতিক সৈন্যদের দিকে। পরিস্থিতির প্রচণ্ড অবনতি ঘটল।

আমাদের পদাতিক সৈন্যদের মাটির উপরে শুয়ে পড়তে হল, শত্রুর পাল্টা আক্রমণ তারা অতি কষ্টে প্রতিহত করতে লাগল। শত্রুর বোমাবর্ষণে বিব্রত আমাদের ট্যাঙ্ক কোর এগিয়ে না-গিয়ে সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের অর্জিত সাফল্যকে ধরে রাখার জন্য কিছু একটা করা দরকার। সৈন্যদের আমি আদেশ দিলাম পরিখা খনন করে আপাতত আত্মরক্ষাত্মক অবস্থান গ্রহণ করতে। কিছু ট্যাঙ্ক পদাতিক সৈন্যদের রণব্যূহবিন্যাসে যোগ দিল, আর কোরের প্রধান সৈন্যবল থাকল আমার সংরক্ষিত সৈন্যবল হিসেবে।

শত্রু বিমান যখন রণক্ষেত্রের উপরে দেখা দিয়েছিল, আমরা তখন রণাঙ্গনের অধিনায়কের কাছ থেকে সাহায্যের অনুরোধ করেছিলাম, অন্ততপক্ষে জঙ্গী বিমানের। তা আমরা পেয়েছিলামও, একটু পরেই আমাদের বিমানের দল আকাশে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেগুলির সংখ্যা এত কম ছিল যে আমাদের পদাতিক সৈন্যদের তেমন একটা স্বস্তিবিধান তারা করতে পারে নি।

তা হলেও, যে এলাকা আমরা জয় করে নিয়েছিলাম, নাৎসিরা তা আবার দখল করে নিতে পারে নি। আত্মরক্ষামূলক লড়াই চলল এখানে কয়েক দিন ধরে। আমাদের বাঁ দিকের সৈন্যবাহিনীও ছোটখাটো কিছু সাফল্য অর্জন করেছিল, তারাও এখন আত্মরক্ষার অবস্থান গ্রহণ করল। মোটের উপরে, আমাদের উদ্দীষ্ট ব্রত আমরা পালন করতে পারি নি বটে, তবে আমরা অন্তত শত্রুকে উদ্বিগ্ন আর বিচলিত করতে পেরেছিলাম। এমন একটা *ছোট ক্ষেত্রের উপরে তারা যে অত বিরাট এক বিমানবহরকে নিয়ে এসেছিল, সেটা তো আর অহেতুক নয়।*

ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের আচরণ আমরা বিশ্লেষণ করলাম। অধিকাংশ ট্যাঙ্ক-সৈনিকের পক্ষেই এটা ছিল তাদের প্রথম লড়াই, প্রচণ্ড বোমাবর্ষণে তারা অভিভূত হয়ে পড়েছিল। পরে সেই ব্রিগেড সাহস সঞ্চয় করে ভালোই লড়েছিল, পদাতিক ইউনিটগুলিকে সাহায্য করেছিল তাদের অবস্থান আগলে রাখতে আর শত্রুর প্যানজার আক্রমণ প্রতিহত করতে।

যুদ্ধে যে কোনো ঘটনাই ঘটতে পারে, আর এই ব্রিগেডের বেলায় এবং সামগ্রিকভাবে কোরের বেলাতেও তাই ঘটেছিল। যদিও সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে ট্যাঙ্ক কর্মীদের কিছুটা ঘাবড়ে যাওয়া ছাড়া আসলে আর কোনোই ক্ষতি হয় নি। এমনও কিছু কিছু মুহূর্ত গিয়েছিল যখন বিস্ফোরণ-ঘটা বোমার আগুনের শিখা, ধোঁয়া আর ধুলোয় ট্যাঙ্কগুলো পুরোপুরি দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল পরে বুঝি দেখা যাবে শুধু দোমড়ানো-মোচড়ানো ধাতুর স্তূপ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাত্র দুটো ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সব সময়ে এরকম ঘটে না। ট্যাঙ্ক-সৈনিকরাও তা ভালোমতোই জানে।

১৯৪২ সালের জুন মাসে ১৬শ সেনাবাহিনী আরেকটি আক্রমণাভিযানের চেষ্টা করল, এবারেও ব্রিয়ান্স্কের দিকে। রণাঙ্গনের অধিনায়কের আদেশে প্রবলতর সৈন্যবল ব্যবহার করা হল বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও লড়াইটা থেকে গেল স্থানীয় ধরনের।

লড়াই পর্যবেক্ষণ করার জন্য রণাঙ্গনের অধিনায়ক স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন বিমান বাহিনীর অধিনায়ককে সঙ্গে নিয়ে।

আমাদের নিকটবর্তী সেনাবাহিনী, ১০ম ও ৬১তম সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শুধু সক্রিয়তা বাড়িয়ে তুলে শত্রুকে আটকে রাখার।

আক্রমণের সম্মুখভাগটা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর ছিল বলে গোলন্দাজ বাহিনীর সমর্থন ছিল মে মাসের তুলনায় কিছুটা কম। ট্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল আরও কম, কিন্তু জুকভের মতে, তা পুষিয়ে দিয়েছিল বিমানবহর, যা অংশগ্রহণ করবে অনেক বেশি পরিমাণে।

সৈন্যদের লড়াইয়ের প্রস্তুতাবস্থা পরীক্ষা করে দেখে জুকভ জানালেন যে তিনি সন্তুষ্ট; প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটিও তিনি মেনে নিলেন এবং তদনুযায়ী পরের দিন ভোরবেলা আক্রমণ করার জন্য সম্মতিও দিলেন।

তৎপরতার প্রাক্কালে বিমান বাহিনী আর পদাতিক বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় ঘটানো হল এবং অগ্রবর্তী লাইন চিহ্নিত করার সংকেত ঠিক করা হল।

আমার পর্যবেক্ষণ চৌকিটি ছিল একটি টিলার উপরে, সেখান থেকে সামনে আর দু'পাশের এলাকা চমৎকার দেখা যায়। ট্রেঞ্চগুলি ঢাকা ছিল নিচু ঝোপঝাড়ে। আক্রমণের আগে গোলন্দাজদের সংক্ষিপ্ত গোলাবর্ষণের পর আক্রমণাভিযান শুরু হল। বোমারু বিমানগুলি গভীরে ঢুকে পড়ে লক্ষ্যবস্তুগুলোর উপরে আঘাত হানল, আর নিচু দিয়ে উড়ে-চলা জঙ্গী বিমান গুলিবর্ষণ চালিয়ে গেল শত্রুর পদাতিক সৈন্যদের অবস্থানের উপরে।

তার পরে পদাতিক ইউনিটগুলি একসঙ্গে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে এগিয়ে চলল, সঙ্গে চলল ট্যাঙ্ক। আমরা তাদের প্রথম ট্রেঞ্চগুলো দখল করে নিয়ে এগিয়ে যেতে দেখলাম, কিন্তু তার পরেই দেখা দিল বাধা। শত্রু পাল্টা আক্রমণ করল বিশাল এক ট্যাঙ্ক বাহিনী আর পদাতিক সৈন্যদের ঘনবিন্যস্ত পংক্তি নিয়ে।

এই লড়াইয়ে আমাদের জঙ্গী বিমান সর্বপ্রথম রকেট ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করল, দেখা গেল সেগুলো বেশ কার্যকর অস্ত্র। বস্তুতপক্ষে, আমাদের নিজেদের উপরেই সেগুলির যোগ্যতার একটা মোক্ষম পরিচয় লাভের সুযোগ আমাদের ভাগ্যে হঠাৎ উদয় হয়েছিল। আমরা রক্ষা পেয়েছিলাম নিতান্ত সহজাত প্রবৃত্তিবশে। জুকভ, কাজাকভ, আমি আর অন্য কম্যান্ডাররা লড়াই লক্ষ করতে করতে ট্রেঞ্চের বাইরে বেরিয়ে এসে মাটির দেয়ালের উপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময়ে আমি লক্ষ করলাম ন'টি জঙ্গী বিমান এগিয়ে

আসছে। এইবারে শুরু হবে — বিদ্যুচ্চমকের মতো চিন্তাটা আমার মাথায় এল। পদমর্যাদার কথা বেমালুম উপেক্ষা করে জেনারেলদের আমি আদেশ দিলাম ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকে আড়াল নিতে। আড়াল নিতে না নিতেই একদফা ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষিত হল। চতুর্দিকে ফেটে পড়ল কানে-তালা-ধরানো বিস্ফোরণের শব্দ, মাটির চাঙড় উৎক্ষিপ্ত হয়ে ঝর ঝর করে ভেঙে পড়ল, টুকরোগুলো উড়ে গেল সোঁ সোঁ করে...

ইতিমধ্যে, আমাদের সৈন্যদের প্রচেষ্টা আর বিমানের যথেষ্ট সমর্থন সত্ত্বেও লড়াই চলতেই লাগল, সৈন্যরা এগিয়ে যেতে পারল না। দুপুরের মধ্যে শত্রু যথেষ্ট সৈন্যবল নিয়ে এল, আমাদের ইউনিটগুলিকে বাধ্য করল যাত্রারম্ভের জায়গায় সরে যেতে। শত্রু আকাশে প্রাধান্য অর্জন করল।

১৬শ সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক তৎপরতা এখানেই শেষ হল। ফ্রন্টের কাছ থেকে আদেশ পেয়ে সেনাবাহিনী অবশেষে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করল।

আমি এখনও মনে করি যে পশ্চিম রণাঙ্গন ও কালিনিন রণাঙ্গন, দু' জায়গারই শীতকালীন আক্রমণাভিযানে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় নি। তৎপরতা শেষ হয়ে গিয়েছিল চূড়ান্ত কোনো ফলাফল ছাড়াই। শত্রুকে জোর করে বার করে এনে আমরা প্রায়শই নিজেদের এনে ফেলেছিলাম প্রতিকূল অবস্থায়, রণাঙ্গনকে বিস্তৃত করে ফেলেছিলাম, সেই রণাঙ্গন কোনো কোনো জায়গায় ছিল অতি অবিশ্বাস্যভাবে আঁকাবাঁকা আর প্যাঁচালো। শত্রু বেশির ভাগ সময়েই দখল করে নিয়েছিল বেরিয়ে-থাকা জায়গাগুলোকে।

প্রতিটি সামরিক তৎপরতারই ভিত্তি হওয়া উচিত সৈন্যবল, সামর্থ্য আর সম্ভাবনার — নিজেদের এবং শত্রুপক্ষের — সর্বাঙ্গীণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন।

জুলাই মাসের শুরুতে জুকভ টেলিফোনে আমাকে ডেকে জানতে চাইলেন মালিনিন সেনাবাহিনীর অধিনায়কের কাজটা সামলাতে পারবেন বলে আমি মনে করি কি না। কী ব্যাপার তা ভাবতে ভাবতে আমি ইতিবাচক জবাব দিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন যে সাধারণ সদরদপ্তর আমাকে ব্রিয়ান্‌স্ক রণাঙ্গনের অধিনায়ক নিযুক্ত করতে চায়।

জুকভ বললেন, 'মালিনিনকে এ কথা জানান আর সাধারণ সদরদপ্তরের কাছ থেকে আপনার অর্ডার পাওয়ামাত্র আপনি বিমানে করে মস্কোয় চলে যান।'

আমি কিছুটা অস্বস্তিতে পড়লাম। একটা সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্বে আমি নিজের প্রতি আস্থাবোধ করেছি, মনে করেছি যে আমার উপযুক্ত স্থানেই রয়েছি আমি। কিন্তু একটা রণাঙ্গন, একদল সেনাবাহিনী?.. আমি ইঙ্গিতে জানালাম যে আমার হয়তো উচিত যেখানে আছি সেখানেই থাকা, কিন্তু জবাবে পেলাম সরাসরি প্রত্যাখ্যান।

অগত্যা, আমার শঙ্কা আমাকে কাটিয়ে উঠতেই হবে।

১৬শ সেনাবাহিনীর কাছ থেকে, আমরা যে দৃঢ়সংবদ্ধ, বন্ধুত্বপূর্ণ দলটি গড়ে তুলেছিলাম তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়াটা দুঃখজনক। আমরা সবাই একসঙ্গে পরাজয়ের তিক্ততা আর জয়ের আনন্দ ভোগ করেছি। আমি চিনতাম সৈন্যদের আর তাদের অধিনায়কদের, তারাও চিনত আমাকে। যুদ্ধে এর গুরুত্ব বিরাট।

তা হলেও, আমাদের বিদায় নিতে হবেই। আমার সান্ত্বনা ছিল এই যে নতুন যাদের কাছে আমি চলেছি তারাও খারাপ নয়। তাদের আস্থা আর শ্রদ্ধা অর্জন করা নির্ভর করবে আমার উপরেই।

সেই সন্ধ্যাতেই আদেশগুলো এসে পৌঁছল। মালিনিন অকপটেই ঘোষণা করলেন যে সেনাবাহিনীর একজন অধিনায়ককে যে-দায়িত্ব বহন করতে হয় তা তিনি বহন করতে পারবেন না, তিনি অনুরোধ জানালেন তাঁকে স্টাফ প্রধানই রাখা হোক। জুকভ মেনে নিলেন, ১৬শ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন জেনারেল ইভান বাগ্রামিয়ান। আমি জেনে সন্তুষ্ট হলাম যে সেনাবাহিনীর ভার উপযুক্ত হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ সদরদপ্তরে সর্বোচ্চ অধিনায়ক আমাকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। ভরোনেজ ক্ষেত্রের পরিস্থিতি বর্ণনা করে স্তালিন জানতে চাইলেন ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনের সদরদপ্তর আর কম্যান্ডের জন্য আমার জানা কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন অফিসার আছেন কি না। (ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনের সৈন্য আর কম্যান্ডের একটা অংশ তুলে দেওয়া হচ্ছিল নতুন ভরোনেজ রণাঙ্গনে, এই রণাঙ্গনের ব্রিয়ান্স্ক আর দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করার কথা ছিল।) আমি ম. স. মালিনিন, ভ. ই. কাজাকভ, গ. ন. ওরিওল আর প. ইয়া. মাক্সিমেঙ্কোর নাম করলাম।

স্তালিন তখনই পশ্চিম রণাঙ্গনের অধিনায়ককে আদেশ দিলেন তাঁদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য। আমার নতুন কাজে সাফল্য কামনা করে তিনি আমাকে বললেন জেনারেল স্টাফে গিয়ে যেন দেরি করে না ফেলি। আমাকে

তাড়াতাড়ি রণাঙ্গনে যেতে হবে, কারণ ভরোনেজে অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছিল।

ভরোনেজ ক্ষেত্রে ও দক্ষিণ দিকে বড় বড় ঘটনা ঘটতে চলেছিল, আর আমার ভাগ্যে ছিল তাতে অংশগ্রহণ করা। আমি বুঝতে পারলাম যে এই নতুন অধিনায়কত্বের কাজের মোকাবিলা করতে সক্ষম হতে হলে আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করতে হবে পার্টি আর সরকারের আস্থার। বিশদ বর্ণনা দেওয়া কঠিন, কিন্তু একটা ঘটনা আমার স্মৃতিতে ছাপ রেখে গেছে। ভরোনেজ তৎপরতার (৬৬) অল্প কিছু আগে আমি আবার মস্কোয় এসেছিলাম সর্বোচ্চ অধিনায়কের কাছে রিপোর্ট করার জন্য। আমার কথা শেষ করে চলে আসতে যাচ্ছি, স্তালিন বললেন, 'এখনই যাবেন না।'

তিনি পস্ক্রিওবিশেভকে টেলিফোন করে কোনো একটা রণাঙ্গনের অধিনায়কত্ব থেকে সদ্য-অপসৃত একজন জেনারেলকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। তার পর কথোপকথন হল এই রকম:

'আপনি বলছেন আপনাকে আমরা অন্যায় শাস্তি দিয়েছি?'

'হ্যাঁ, কারণ সাধারণ সদরদপ্তরের প্রতিনিধি আমার কাজে বারবার বাধা দিয়েই চলছিলেন।'

'কীভাবে?'

'তিনি আমার আদেশের উপরে হস্তক্ষেপ করছিলেন, যখন কাজ করা দরকার তখন আলোচনা সভা করছিলেন, পরস্পরবিরোধী সব নির্দেশ দিচ্ছিলেন... সাধারণভাবে তিনি অধিনায়ককে টপকে কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন।'

'তা হলে তিনি আপনার কাজে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু রণাঙ্গনের অধিনায়কত্বে তো আপনিই ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'পার্টি আর সরকার রণাঙ্গনের ভার দিয়েছিল আপনারই উপরে... আপনার টেলিফোন ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে আপনি জানালেন না কেন যে তিনি আপনার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছেন?'

'আপনার প্রতিনিধি সম্পর্কে অভিযোগ করার সাহস হয় নি আমার।'

'ঠিক সেই জন্যই আপনাকে আমরা শাস্তি দিয়েছি: রিসিভারটা তুলে

টেলিফোন করার সাহস না হওয়ার জন্য, যার ফলে আপনি কাজটা সম্পন্ন করতে অপারগ হয়েছিলেন।'

সর্বোচ্চ অধিনায়কের দপ্তর থেকে আমি বেরিয়ে এলাম এই চিন্তা নিয়ে যে সদ্যোভিন্ন একজন ফ্রন্ট কম্যান্ডার হিসেবে আমি একটা চরম শিক্ষা পেলাম।

বিশ্বাস করুন, সে শিক্ষা আমি পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলাম।

ব্রিয়ান্‌স্ক রণাঙ্গন

জেনারেল স্টাফ প্রধান আ. ম. ভাসিলেভস্কির (৬৭) আমি দেখা পাই নি; তিনি গিয়েছিলেন ভরোনেজ এলাকায়, সেখানে প্রচন্ড লড়াই চলছিল। জেনারেল স্টাফে যেটুকু খবর পাওয়া গেল তদনুযায়ী মনে হল পরিস্থিতি গুরুতর। মস্কোয় পরাজয় সামলে উঠে নাৎসি হাই কম্যান্ড ১৯৪২-এর গ্রীষ্মকালের মধ্যে জনবল আর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তার সৈন্যদের ফাঁক ভরাট করতে সক্ষম হয়েছিল। ইউরোপে দ্বিতীয় একটা রণাঙ্গন না থাকায় তারা ফ্রান্স আর বেলজিয়ম থেকে পূর্ব দিকে নতুন নতুন ডিভিশনকে স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল, সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ ধারে সমবেত করা হয়েছিল বিরাট সৈন্যবল। ২৮ জুন তারিখে, ক্রিমিয়া (৬৮) আর খারকভে (৬৯) বসন্তকালীন তৎপরতায় আমাদের সৈন্যদের দুর্দশাকে কাজে লাগিয়ে নাৎসিরা ভরোনেজ ক্ষেত্রে একটা আক্রমণাভিযান চালাল। প্রধান আঘাতটা হানা হল ব্রিয়ান্‌স্ক আর দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের মধ্যেকার সীমানার উপরে। শত্রু এখানে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দ্রুত এগিয়ে আসতে শুরু করল। উদ্যোগটা আরেকবার চলে গেল শত্রুর হাতে।

পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটল এই জন্য যে শীতকালীন লড়াইয়ে প্রচুর সৈন্য আর মালমশলা ব্যবহৃত হয়েছিল, গ্রীষ্মকালীন অভিযানের জন্য যথাসময়ে আমরা যথেষ্ট বড় সমরনৈতিক সংরক্ষিত ভান্ডার গড়ে তুলতে পারি নি।

ব্রিয়ান্‌স্ক রণাঙ্গনের সদরদপ্তর ছিল নির্জন ওলশানেৎস গ্রামে, ইয়েলেৎস-এর প্রায় ১৫ কিলোমিটার পূর্ব দিকে। স্টাফ প্রধান ছিলেন জেনারেল ম. ই. কাজাকভ (৭০), তাঁর সঙ্গে আমাকে পরিচিত হতে হয়েছিল লড়াই চলার

একেবারে তুঙ্গাবস্থায়। আমার উপরে তিনি দারুণ রেখাপাত করলেন, মনে হল তিনি তাঁর পদে সত্যিই উপযুক্ত। তিনি চটপট সাম্প্রতিকতম পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে ওয়াকিবহাল করলেন, আমার নিয়ন্ত্রণাধীন সৈন্যবাহিনীগুলির অবস্থা আর সম্ভাবনার একটা সুস্পষ্ট ও সঠিক মূল্যায়ন দিলেন।

ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনে ছিল প. প. করজুনের ৩য় সেনাবাহিনী, গ. আ. খালিউজিনের ৪৮তম সেনাবাহিনী, ন. প. পুখভের (৭১) ১৩শ সেনাবাহিনী, ন. ইয়ে. চিবিসভের (৭২) ৩৮তম সেনাবাহিনী (সক্রিয় হয়ে ওঠার মতো পর্যায়ে), আ. ই. লিজিউকভের ৫ম ট্যাঙ্ক বাহিনী, ১ম ও ১৬শ ট্যাঙ্ক কোর এবং একটি অশ্বারোহী কোর।

বলা যেতে পারে, আমাকে সারথ্য গ্রহণ করতে হল গাড়ির চলন্ত অবস্থায়। দৃঢ়পণ লড়াই চলছিল। শত্রু ইতিমধ্যেই দন নদী পর্যন্ত এসে গিয়েছিল এবং তাদের প্রধান প্রচেষ্টা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চালিত করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা তাদের সৈন্যবলের একাংশ নিয়ে নদীর পশ্চিম তীর বরাবর উত্তর দিকে আঘাত হানল ফাটলটা আরও বিস্তৃত করার চেষ্টায়। ১৩শ ও ৫ম ট্যাঙ্ক বাহিনী তা ঠেকাবার জন্য ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনের বাঁ ধারে আত্মরক্ষামূলক লড়াই চালাচ্ছিল। আমাদের দুটি রণাঙ্গনের মাঝখানের সীমানায় ঢুকে-পড়া শত্রুসৈন্যদের বিরুদ্ধে সাধারণ সদরদপ্তর সম্প্রতি একটা পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। ৫ম ট্যাঙ্ক বাহিনীর উপরে দেওয়া হয়েছিল দন নদীর দিকে এগিয়ে-চলা শত্রু সৈন্যদলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে ফেলার ভার, পিছন দিক থেকে তাদের আক্রমণ করে ভরোনেজ দখল ঠেকিয়ে রাখার ভার।

এই সাহসিক ও সম্ভাবনাপূর্ণ তৎপরতা সংগঠিত ও কার্যকর করার উপযুক্ততম ব্যক্তিটি হতে পারতেন নিশ্চয়ই ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনের অধিনায়ক, ৫ম ট্যাঙ্ক বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্য তিনিই নিয়ে আসতে পারতেন অন্য সৈন্যদের। কিন্তু, স্থির করা হয়েছিল যে পাল্টা আক্রমণ চালানো হবে আরেক দিক থেকে।

ভালোভাবে সংগঠিত না-করা এবং সংকল্পহীনভাবে চালানো এই তৎপরতা সফল হল না, শত্রু এই ক্ষেত্রেও আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করল। এ কথা অবশ্য সত্যি যে এখানে তাদের বিরাট সৈন্যবলকে কাজে লাগাতে হয়েছিল, তাদের প্রধান দলবিন্যাসের কিছুটা ক্ষতিও তাতে হয়েছিল, কিন্তু সেটা সামান্যই সান্ত্বনার ব্যাপার।

৫ম ট্যাঙ্ক বাহিনীর আগলে-রাখা ক্ষেত্রটিতে শত্রু ক্রমাগত সামনে এগিয়ে আসতে থাকায় পরিস্থিতির অবনতি ঘটে চলল। শক্তিবৃদ্ধির জরুরী দরকার ছিল, তাই আমি রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে জেনারেল প. আ. রত্মিস্ত্রভের (৭৩) ৭ম ট্যাঙ্ক কোরকে সেখানে পাঠালাম।

জায়গাটা ছিল সমতল, খোলা, পর্যবেক্ষণ চৌকি থেকে চারদিকের লড়াই দেখা যেত। একটা বিস্তৃত রণাঙ্গন জুড়ে এগিয়ে-আসা শত্রুর সামনে আমাদের সৈন্যরা ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়তে লাগল। আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিল ট্যাঙ্কের ছোট ছোট দল, তাদের কামান থেকে সেগুলি গোলাবর্ষণ করছিল সাধারণত দাঁড়িয়ে-থাকা অবস্থায়। সেগুলির পিছনে ছিল পদাতিক সৈন্যরা, মাঝে মাঝে তারা শুয়ে পড়ছিল আর সাবমেশিন-গানের গুলিবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছিল নিরন্তর ধারায়। দূর দিগন্তে ঘন ধুলোর ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে নজরে পড়ছিল অগ্রসরমান ট্যাঙ্ক ও ট্রাকের সারি।

আমাদের ট্যাঙ্কবিধ্বংসী গোলন্দাজরা পাল্টা আঘাত হানল মাঝারি গোছের যথাযথতার সঙ্গে, এক কামান থেকে আরেক কামানে বা এক ব্যাটারি থেকে আরেক ব্যাটারিতে অবস্থান বদলাতে লাগল, আবার গোলাবর্ষণ শুরু করল, শত্রুর অগ্রগতি বিলম্বিত করে আমাদের পশ্চাদপসরণরত পদাতিক সৈন্যদের আগলাতে লাগল, পদাতিক সৈন্যরাও পাল্টা আঘাত চালিয়ে গেল মেশিন-গান আর মর্টার দিয়ে। এ পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ সুশৃঙ্খলভাবেই হচ্ছিল, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে শত্রু তাদের প্রধান সৈন্যবলকে নিয়ে এলেই আমাদের সৈন্যদের তারা সহজেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু, ঠিক সেই মুহূর্তে ৭ম ট্যাঙ্ক কোর এসে পেঁছিল, চটপট স্থান গ্রহণ করে শত্রুর প্রধান ট্যাঙ্ক শক্তির মোকাবিলা করতে এগিয়ে গেল। ট্যাঙ্ক কোরের গোলন্দাজ সমেত আমাদের সমস্ত গোলন্দাজ সৈন্যরা যোগ দিল সম্মিলিত গোলাবর্ষণে। 'কাত্যুশার' মারগুলো হয়েছিল বিশেষ কার্যকর।

ধুলোর ধোঁয়ায় রণক্ষেত্র ছেয়ে গেল, তার মধ্য দিয়ে ঝাপসাভাবে দেখা যেতে লাগল ছোট-আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিবর্ষণ আর গোলা বিস্ফোরণের আগুনের রেশ। অনেক জায়গায় শত্রুর ট্যাঙ্কগুলিতে আগুন ধরে যাওয়ায় কালো ধোঁয়া পাকিয়ে উঠল আকাশের দিকে।

আমাদের পদাতিক সৈন্যরা অনুপ্রাণিত হয়ে ট্যাঙ্কগুলির পিছনে তাড়া করল। শত্রু থেমে গেল, ইতস্তত করল, তার পর এই সম্মিলিত আক্রমণের সামনে পিছিয়ে গেল, তাদের ক্ষয়ক্ষতি হল প্রচুর।

কয়েকটা বিমান ছাড়া শত্রু বিমান বহর লড়াইয়ে যোগ দেয় নি; আর আমাদের বিমান ছিল না একটাও।

শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে আমরা সফল হলাম বটে, কিন্তু এই প্রাথমিক সাফল্যকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল।

এই লড়াইয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ৫ম ট্যাঙ্ক বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল লিজিউকভ। তিনি তাঁর একটি ইউনিটের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। তাঁর সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তিনি তাঁর ক. ভ. ট্যাঙ্কটিকে সামনে চালিয়ে দিয়ে শত্রু সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন — সেখানেই তিনি প্রাণ হারান।

তাঁর মৃত্যু আমার পক্ষে ছিল বিরাট একটা ব্যক্তিগত ক্ষতি। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ইয়ার্ৎসেভো ক্ষেত্রে, আমি তাঁকে চিনতাম একজন সাহসী ও বীর যোদ্ধা হিসেবে। তিনি ছিলেন চমৎকার ব্রিগেড কম্যান্ডার, একজন ভালো কোর কম্যান্ডারও তিনি হতে পারতেন, কিন্তু একটা ট্যাঙ্ক বাহিনী ছিল তাঁর সামর্থ্যের বাইরে। দলবিন্যাসটা ছিল নতুন, তাড়াহুড়ো করে তৈরি, তার উপরে এ রকম বিপুল সংখ্যক ট্যাঙ্ক ব্যবহারের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না আমাদের। সেই বাহিনীর এটা ছিল প্রথম লড়াই, পরিস্থিতি ছিল উত্তেজনাময় ও জটিল, তাই বাহিনীর আচরণে তার প্রভাব পড়া ছিল অবধারিত। কম্যান্ডারের সেই মরীয়া কাজের পিছনে কিছু কারণও ছিল বৈকি।

৫ম ট্যাঙ্ক বাহিনীর কম্যান্ড আর সদরদপ্তর অচিরেই সরিয়ে নেওয়া হল সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবলে, আর কোরগুলিকে সরাসরি রণাঙ্গনের অধীনস্থ করা হল। সম্ভবত এটাই ছিল সেই সময়ের জন্য শ্রেষ্ঠ সমাধান, কারণ পরিস্থিতি বা আমাদের সম্ভাবনা কোনোটাই তখনও পর্যন্ত এ রকম বিশাল এক ট্যাংক দলবিন্যাস সৃষ্টির উপযোগী ছিল না।

দন নদী ধরে উত্তর দিকে শত্রুর অগ্রগতির সমস্ত প্রচেষ্টা প্রতিহত করে ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনের সৈন্যরা আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করল। বাঁ দিকে আমাদের নিকটবর্তী সৈন্যরা তখনও ভরোনেজ ও তার আশপাশে স্থানীয় লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল, কিন্তু একটু একটু করে তা স্তিমিত হয়ে এল। প্রধান ঘটনা ঘটার অবস্থা গড়ে উঠতে লাগল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, সেখানে বর্তমানে জেনারেল ন. ফ. ভাতুতিনের (৭৪) অধিনায়কত্বাধীন সদ্য সংগঠিত ভরোনেজ রণাঙ্গনকে দন নদীর ওপারে ঠেলে দিয়ে শত্রু নদীর পশ্চিম তীর ধরে দক্ষিণ দিকে তাদের আক্রমণাভিযান বাড়িয়ে চলল।

সাধারণ সদরদপ্তরের আদেশে আমরা আমাদের ক্ষেত্রটিতে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত হলাম। এই শ্বাস ফেলার অবকাশটার সুযোগ নিয়ে আমি রণাঙ্গনের একদল স্টাফ আর রাজনৈতিক অফিসারের সঙ্গে সৈন্যদের পরিদর্শন করে এলাম। আমাদের ডান পাশে লড়াই প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল সেই জুন মাসেই। ৩য় সেনাবাহিনী এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে দৃঢ়ভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল এবং তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করে চলছিল। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল প. প. করজুন, একজন প্রাক্তন অশ্বারোহী সৈনিক এবং বর্তমানে মোটামুটি ভালো পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক। তাঁর হাতে ছিলেন একদল চমৎকার অভিজ্ঞ অধিনায়ক, যাঁরা তাঁদের সৈন্যদের যোগ্যতা আর দৃঢ়তার সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। জেনারেল খালিউজিনের অধিনায়কত্বাধীন ৪৮তম সেনাবাহিনীকে দেখেও আমি সন্তুষ্ট হলাম। দুটো সেনাবাহিনীরই সৈনিক আর অস্ত্রের, বিশেষত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের অভাব ছিল বটে, কিন্তু সে সময়ে এ ঝামেলাটা তো ছিল সবারই।

অধিনায়করা এ বিষয়ে যত্নবান ছিলেন যাতে তাঁদের সমস্ত আহত ও অসুস্থ সৈন্য সুস্থ হয়ে ওঠার পর তাঁদের ইউনিটগুলিতে ফিরে আসেন। আমাদের বীর চিকিৎসাকর্মীরা তাঁদের পক্ষ থেকে আমাদের আহত অফিসার আর সৈনিকদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি। আমাকে বলতেই হবে, তাঁরা সাফল্যলাভ করেছিলেন প্রশংসনীয়ভাবে।

আমাদের ডান দিকের নিকটবর্তী রণাঙ্গন -- পশ্চিম রণাঙ্গনে একটা স্তিমিত ভাব দেখা দিল। আমাদের ৬১তম সেনাবাহিনী তখনও ছিল জেনারেল ম. ম. পপোভের অধিনায়কত্বাধীনে, ৬১তম সেনাবাহিনীকে তুলে দেওয়া হল তাদের হাতে; আমরা উভয় রণাঙ্গনের জন্য সীমানায় সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা তৈরি করলাম।

বাঁ পাশে জেনারেল পুখভের ১৩শ সেনাবাহিনী এবং জেনারেল চিবিসভের ৩৮তম সেনাবাহিনী ব্যস্ত ছিল সুদৃঢ়, কয়েকটি ধাপ-বিন্যস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির কাজে। এখানে লড়াইয়ের সক্রিয়তা সীমাবদ্ধ ছিল উভয় পক্ষে সন্ধানী-পর্যবেক্ষণের মধ্যে, মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য কামানের গোলা আর মর্টার বর্ষণের মধ্যে।

সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ন. প. পুখভ ছিলেন কর্মশক্তিপূর্ণ ও উদ্যোগী জেনারেল, তাঁর সামরিক প্রশিক্ষণ আর বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল

চমৎকার; অত্যন্ত জটিল অবস্থায় সম্প্রতি যে লড়াই হয়েছিল তাতে তিনি তাঁর চমৎকার গুণাবলীর পরিচয় দেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর কম্যান্ড ছিল সুসংবদ্ধ এবং কাজ করছিল দৃঢ়পণ আর উদ্যোগ নিয়ে।

জেনারেল ন. ইয়ে. চিবিসভ ৩৮তম সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছিলেন অতি সম্প্রতি, আগে ছিলেন ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনের উপ-অধিনায়ক। তাঁর যোগ্যতা বিচার করে বলা যায় যে তিনি নিঃসন্দেহেই উপযুক্ত স্থান লাভ করেছিলেন, সেনাবাহিনীকে অধিনায়কত্বও দিয়েছিলেন সুযোগ্যভাবে। আমি যদিও তাঁর অচঞ্চলতায় কিছুটা উদ্বেগ বোধ করেছিলাম, সেই অচঞ্চলতা ছিল প্রায় অনীহার কাছাকাছি। সেনাবাহিনীর একজন অধিনায়ক ঘটনাবলীতে আরও তাড়াতাড়ি সাড়া দিচ্ছেন, এটা দেখতে পেলেই আমি খুশি হতাম, কিন্তু ওটা ছিল তাঁর চরিত্রের অঙ্গ, সহজে তা বদলানো যায় নি।

ভরোনেজে লড়াই চলার তুঙ্গাবস্থায় একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমি ছিলাম ৩৮তম সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রটিতে, এমন সময় খবর পেলাম যে শত্রু হঠাৎ একটা ক্ষেত্রের উপরে আক্রমণ চালিয়ে আমাদের সৈন্যদের পিছনে ঠেলে দিয়েছে। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আমি চটপট সেনাবাহিনীর কম্যান্ড পোস্টে চলে গেলাম। দেখতে পেলাম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক একটা টেবিলের সামনে বসে আছেন, টেবিলের উপরে একটা সামোভারে গুঞ্জনধ্বনি উঠেছে। তিনি ছিলেন খুবই খোশমেজাজে; পাশের দিকের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি অবহিত কি না, আমার এই জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি শান্তভাবে বললেন যে এখনও তিনি পুরোপুরি তা খতিয়ে দেখেন নি বটে, তবে তাঁর স্থির বিশ্বাস ভয় পাওয়ার মতো কিছু ঘটে নি। এই বলে তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর সঙ্গে বসে চা পান করতে।

এ রকম একটা আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে এই অলিম্পাস দেবসুলভ প্রশান্তিতে আমি চটে গেলাম, চিবিসভকে তিরস্কার করলাম তীব্র ভাষায়। তাতে কাজ হল। তিনি তাঁর কর্তব্যে রত হলেন প্রবল সক্রিয়তায়, বিপন্ন ক্ষেত্রটিতে তাড়াতাড়ি সৈন্য পাঠাবার আদেশ দিলেন। শত্রুকে প্রতিহত করা হল, যদিও চিবিসভকে আমার সাহায্য করতে হয়েছিল রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে সৈন্য পাঠিয়ে।

অগস্ট মাসে আমরা কিছু নতুন লোকবল পেলাম একটি পদাতিক ব্রিগেডের আকারে, সেটি তৈরি ছিল নানান ফৌজদারি অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত লোকদের দিয়ে, কদিন আগেও তারা ছিল কয়েদী, লড়াইয়ে

নিজেদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তারা স্বেচ্ছায় রণাঙ্গনে আসতে চেয়েছে। তাদের বাসনার ঐকান্তিকতায় সরকার তার আস্থা দেখিয়েছে — তাই তারা এখন এখানে। তারা খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিল, আর আমরাও দেখতে পেলাম যে তাদের উপরে কঠিনতম কাজের দায়িত্বও দেওয়া যায়। ব্রিগেডটিকে আমরা কাজে লাগালাম প্রধানত লড়াই চলাকালীন সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ চালানোর জন্য। তারা দারুণ লড়েছিল, শত্রুকে বাধ্য করেছিল অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থা পুরোপুরি প্রকাশ করে দিতে। তাদের মধ্যে কয়েকজন চমৎকার স্নাইপার দেখা দিল, তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে থাকত শিকারের জন্য, সেই সব শিকারকে তারা জীবন্ত পার পেতে দিত কদাচিৎ। জার্মানদের ট্রেঞ্চের বাইরে নাক দেখাবার আর সাহস হল না।

সংক্ষেপে, ব্রিগেডটা লড়েছিল ভালোই। তাদের অধিকাংশেরই দণ্ড মকুব হয়েছিল, অনেকে ভূষিত হয়েছিল শৌর্য আর বিশিষ্ট কাজের জন্য অর্ডার আর পদকে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এমন কি আইনের চোখে অপরাধী লোকদেরও বিশ্বাস করা যায় এবং করা উচিত। এ রকম একজন লোককে তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দিন, দেখতে পাবেন তার মধ্যেকার ভালোটাই প্রাধান্য পাবে, দেশের প্রতি, তার জনগণের প্রতি ভালোবাসা, যে কোনো মূল্যে তাদের আস্থা ফিরে পাওয়ার বাসনা তাকে একজন সাহসী সৈনিক করে তুলবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে ঘটনার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আমরা জানতাম খুবই কম। সমস্ত সাধারণ সংবাদভাষ্যে বলা হত প্রচণ্ড লড়াইয়ের কথা, তাতে বিশদ কোনো বিবরণ থাকত না।

অগস্ট মাসের দ্বিতীয়ার্ধে আমাকে হঠাৎ সাধারণ সদরদপ্তরে স্তালিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য তলব করা হল। আমার বাঁ দিকের সৈন্যদলের অধিনায়ক জেনারেল ভাতুতিন সেখানে ছিলেন। বিবেচ্য বিষয়টি ছিল ভরোনেজ মুক্ত করা। ভাতুতিন প্রস্তাব করলেন ভরোনেজ রণাঙ্গনের সমস্ত সৈন্যবল নিয়ে শহরের উপরে সামনাসামনি আক্রমণ চালানো হোক। আমাদের কাজ হবে দন নদীর পশ্চিম তীরে শত্রুকে আটকে রাখার জন্য বাঁ পার্শ্বদেশে আমাদের ৩৮তম সেনাবাহিনীর কাজকর্ম বাড়িয়ে তুলে তাঁকে সাহায্য করা। আমি জানতাম ভাতুতিন একাধিকবার সামনাসামনি আক্রমণ চালিয়ে ভরোনেজ দখল করার চেষ্টা করে অকৃতকার্য হয়েছেন। শত্রু দৃঢ়ভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল, শহরের উপরে আক্রমণ চালানোর আগে পূর্ব দিক থেকে

এগিয়ে-আসা আমাদের সৈন্যদের দন ও ভরোনেজ নদী পেরিয়ে আসতে হত বলপ্রয়োগ করে। আমি তাই আরেকটা বিকল্প উপায় প্রস্তাব করলাম: আসল আঘাতটা দন নদীর পূর্ব তীরের বদলে পশ্চিম তীর থেকে হানা উচিত, ভরোনেজের উত্তর দিকে শত্রুর পার্শ্বদেশে উদ্যত হয়ে-থাকা ৩৮তম সেনাবাহিনীর অনুকূল অবস্থানকে কাজে লাগানো উচিত। এর জন্য যথাসম্ভব গোপনে বিরাট সৈন্যবলকে নতুন করে মোতায়েন করতে হবে। শত্রু আক্রান্ত হবে পার্শ্বদেশ থেকে, আর আমাদের সৈন্যরা শহর আগলে-রাখা ইউনিটগুলির পিছন দিকে বেরিয়ে আসবে। তদুপরি, এই আঘাত অনিবার্যভাবেই শত্রুকে বাধ্য করবে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে অগ্রসরমান তাদের সৈন্যবলকে দুর্বল করে ফেলতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সেই অবস্থায় আমার বিকল্প প্রস্তাবটাই ছিল একমাত্র সঠিক প্রস্তাব।

কিন্তু, ভাতুতিন নাছোড় হয়ে তাঁর নিজের পরিকল্পনার পক্ষ সমর্থন করলেন, আমার যুক্তিও মনে হয় তেমন জোরালো ছিল না। আমার বিকল্প প্রস্তাবটা গৃহীত হলে আমাদের নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোনো ক্ষতি না করেই ব্রিয়ান্‌স্ক রণাঙ্গন একত্র করার মতো সমস্ত সৈন্যকে কাজে লাগাবে— এই প্রতিশ্রুতিতেও কোনো ফল হল না। স্তালিন গ্রহণ করলেন ভাতুতিনের পরিকল্পনাটি, প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ভরোনেজ রণাঙ্গনের শক্তিবৃদ্ধি করা হবে সাধারণ সদরদপ্তর থেকে সংরক্ষিত ইউনিটগুলি আর গার্ডস মর্টার রেজিমেণ্ট পাঠিয়ে; সেই মর্টার রেজিমেণ্টের হাতে ছিল অতি বিধ্বংসী রকেটযুক্ত ম-৩১ উৎক্ষেপক।

স্তালিন আমাদের বিদায় দিলেন। ভাতুতিন আর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ৩৮তম সেনাবাহিনীর তৎপরতা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা করে নিলাম; তৎপরতার জন্য ৩৮তম সেনাবাহিনীকে ভরোনেজ রণাঙ্গনের অধীনস্থ করতে হবে।

ব্রিয়ান্‌স্ক রণাঙ্গনের পরিস্থিতি শান্ত থাকল। শত্রু ছিল নিষ্ক্রিয়, তাদের সৈন্যবলে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পরিবর্তনও আমাদের চোখে পড়ল না। ৩৮তম সেনাবাহিনী আক্রমণাভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করল, অপেক্ষা করতে থাকল ভরোনেজ রণাঙ্গনের সদরদপ্তর থেকে সংকেতের।

আমাদের স্টাফে স্থানপূরণ করা হল নতুন অধিনায়কদের দিয়ে। বেশ কয়েকজন এলেন ১৬শ সেনাবাহিনী থেকে; বিশেষ করে ম. স. মালিনিন, তিনি স্টাফ প্রধান হলেন ম. ই. কাজাকভের জায়গায় আর কাজাকভ

স্থানান্তরিত হলেন ভরোনেজ রণাঙ্গনে, ভ. ই. কাজাকভ রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করলেন, আর প. ইয়া. মাক্সিমেঙ্কো হলেন রণাঙ্গনের যোগাযোগ বিভাগের প্রধান। এঁরা সবাই আমার পুরনো বন্ধু, তাঁদের সঙ্গে এর আগে আমি কাজ করেছি সাফল্যের সঙ্গে। সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ বিভাগের প্রধান ছিলেন জেনারেল ন. আ. আন্তিপেঙ্কো— অত্যন্ত উদ্যমী মানুষ, নিজের কাজ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল চমৎকার। সৈন্যদের সক্রিয় করে তোলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আমার সহকারী জেনারেল প. ই. বাতভ (৭৫) ছিলেন ভালো সংগঠনী যোগ্যতাসম্পন্ন চমৎকার পুরনো যোদ্ধা অফিসার। শুরু থেকেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে তিনি তাঁর কাজে সুখী নন। এ রকম উচ্ছল প্রাণশক্তিবান একজন লোকের পক্ষে স্টাফ অফিসারের নিষ্ক্রিয় জীবন কাটানো খুবই কষ্টকর হচ্ছিল।

সেনাবাহিনীতে রাজনৈতিক কাজের প্রধান ছিলেন রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদের সদস্য, জেনারেল স. ই. শাবালিন, বেশ গুণী লোক, রাজনৈতিক সংস্থা আর পার্টি সংগঠনগুলির কাজকে তিনি উদ্দেশ্যময়তা প্রদান করতে জানতেন।

সংক্ষেপে, ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গন সুসমৃদ্ধ ছিল এমন সব অধিনায়ক কর্মিবৃন্দে, যাঁরা লড়াইয়ের যে কোনো অবস্থায় সৈন্যদের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।

ভরোনেজ রণাঙ্গনের তৎপরতার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বেশ কয়েকবার বদলানো হল, শেষ পর্যন্ত তা শুরু হল সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধে। এই দিকে আক্রমণ করার পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা আর নতুন তৎপরতার জন্য দীর্ঘকালব্যাপী প্রস্তুতি শত্রুকে স্বভাবতই সতর্ক করে দিয়েছিল। তারা তাদের অবস্থান সুসংহত করেছিল, নিয়ে এসেছিল নতুন সৈন্যবল। আমাদের আক্রমণগুলি অসফল হল, তবুও, সেগুলি নিষ্ফল হলেও চলতে লাগল, যতদিন পর্যন্ত না সাধারণ সদরদপ্তর হস্তক্ষেপ করে আক্রমণাভিযান বন্ধ করে দিল। ভরোনেজ রণাঙ্গনের সৈন্যরা দন নদীর পূর্ব তীর বরাবর আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করল।

ইতিমধ্যে স্তালিনগ্রাদ ক্ষেত্রের পরিস্থিতির অত্যন্ত অবনতি ঘটেছিল। শত্রু লড়াই করে দন নদী পেরিয়ে এসে দন আর ভলগার মধ্যবর্তী জায়গার ভিতর দিয়ে প্রবলবেগে এগিয়ে ঢুকে পড়েছিল স্তালিনগ্রাদে।

অগস্ট মাসের দ্বিতীয়ার্ধে কোনো একটা সময়ে আমি দুবার টেলিফোনে স্তালিনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। এই কথাবার্তার সারমর্ম ছিল এই যে

স্তালিনগ্রাদের পরিস্থিতি গুরুতর, আমাদের রণাঙ্গনের উচিত এই ক্ষেত্রটায় শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য সৈন্য পাঠানো। জবাবে আমি বলেছিলাম যে সবচেয়ে ভালো সাহায্য করতে পারে ট্যাংক কোরগুলি। স্তালিন সঙ্গে সঙ্গে একমত হলেন; আমরাও তাড়াতাড়ি দুটি ট্যাংক কোর -- ম. ইয়ে. কাতুকভের আর প. আ. রত্‌মিস্ত্রভের — পাঠিয়ে দিলাম ভলগার দিকে। সাধারণত, প্রত্যেক কথাবার্তার পরেই স্তালিন আমাকে ভেবে দেখতে বলেছিলেন স্তালিনগ্রাদের রক্ষকদের সাহায্য করার জন্য আর কী করা যেতে পারে।

সেপ্টেম্বর মাসে স্তালিন আবার আমাকে টেলিফোন করলেন। আমি এ কথা বলার জন্য প্রস্তুত ছিলাম যে রণাঙ্গনের সর্বশেষ ট্যাংক কোর, ১৬শ কোরকে (খুবই দুর্বল) আমি ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে তার বদলে স্তালিন আমাদের ক্ষেত্রটির পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিলেন। আমি যখন সংক্ষেপে জানালাম যে সম্পূর্ণ স্তব্ধ অবস্থা চলছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন পরিস্থিতি আমার কাছে অত্যন্ত নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছে কি না। জবাবে যখন জানালাম যে তা মনে হচ্ছে বটে, তিনি আমাকে মস্কোয় চলে আসার আদেশ দিলেন।

এই তলবের কারণ সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত থাকায়, সৈন্যদের অবস্থা সংক্রান্ত কয়েকটি দলিল সঙ্গে নিলাম কাজে লাগতে পারে মনে করে এবং পর দিন গাড়িতে করে রওনা হলাম রাজধানীর উদ্দেশে।

সাধারণ সদরদপ্তরে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন জুকভ, তিনি স্তালিনগ্রাদের পরিস্থিতির মোটামুটি একটা বর্ণনা দিলেন, তার পরে আমার নতুন কার্যভার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আমাকে জানালেন। পরিকল্পনাটা ছিল এই যে দন আর ভলগা নদীর মধ্যবর্তী যে জায়গাটা শত্রু দখল করে রেখেছিল তার পার্শ্বদেশে একটা প্রবল সৈন্যবল (অন্ততপক্ষে তিনটি সংযুক্ত পদাতিক সেনাবাহিনী আর কতকগুলি ট্যাংক কোর) একত্র করা হবে সেরাফিমোভিচ শহরের কাছাকাছি জায়গা থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পাল্টা আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে। চিন্তাটা ছিল সাহসিক এবং বেশ সম্ভাবনাময় বলে মনে হচ্ছিল। আমাকে হতে হবে এই বাহিনীর অধিনায়ক, আমার অধীনে থাকবেন জেনারেল কোজলভ আর গলুবেভ, নতুন যে সমস্ত সেনাবাহিনী গঠিত হচ্ছিল তাঁরা সেগুলির অধিনায়কত্ব করবেন। সৈন্যদের কেন্দ্রীভবন যেখানে শুরু হওয়ার কথা সেই এলাকায় তৃতীয় সেনাবাহিনীটি ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছিল।

কাজের ভারটা পাওয়ামাত্র, মস্কোয় থাকতে থাকতেই, আমি সেই দায়িত্ব

পালন করার ব্যবস্থা নিলাম। শক্তিবৃদ্ধির যে সমস্ত সহায়-সম্বল আমাদের সঙ্গে থাকবে তার বিশদ বিবরণ জোগাড় করলাম, এবং অধিনায়ক-কর্মিবৃন্দের প্রশ্নটি ফয়সালা করলাম। মালিনিন স্টাফ প্রধান নিযুক্ত হলেন, আর আমার অনুরোধে কোজলভের জায়গায় সেনাবাহিনীর কম্যান্ডার হলেন বাতভ। কিন্তু, একাগ্রভাবে কাজে লেগে যাওয়ার আগেই আমাকে জরুরী তলব জানানো হল সর্বোচ্চ অধিনায়কের সঙ্গে দেখা করার জন্য; সর্বোচ্চ অধিনায়ক আমায় বললেন যে গুরুতর পরিস্থিতি হেতু — শত্রু কোনো কোনো জায়গায় ভলগা পর্যন্ত পেঁৗছে গিয়েছিল — তৎপরতাটা স্থগিত রাখা হচ্ছে এবং তার জন্য ভারপ্রাপ্ত সৈন্যদের সরাসরি স্তালিনগ্রাদে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাকে বিমানে করে এখনই সেখানে চলে গিয়ে স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করতে হবে।

'অন্য সমস্ত নির্দেশ আপনি সেই জায়গাতেই পাবেন আমার প্রতিনিধি জেনারেল জুকভের কাছ থেকে, তিনিও বিমানে স্তালিনগ্রাদে যাচ্ছেন।'

স্তালিনের দপ্তর থেকে আমি বেরিয়ে এলাম বিষণ্ণ চিন্তা নিয়ে। সঠিকভাবে পরিকল্পিত একটা প্রত্যাঘাত কার্যকর করার সুযোগ থেকে আরেকবার আমি বঞ্চিত হলাম। একমাত্র সান্ত্বনা ছিল এই যে আমাকে পাঠানো হচ্ছে প্রচণ্ড লড়াইয়ের এক রঙ্গভূমিতে, শান্ত কোনো ক্ষেত্রে ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে না।

স্তালিনগ্রাদের কাছে

লি-২ পরিবহণ বিমানে সফরকালে তেমন কোনো ঘটনা ঘটে নি। আমরা উড়ে এসেছিলাম নিচু দিয়ে, সারা পথটা প্রায় জমি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। এইভাবে মাটি-কামড়ে চলা বিমানগুলিকে ভূপাতিত করা যেত কদাচিৎ।

জুকভ আর আমি বিমানক্ষেত্রে অপেক্ষমান গাড়িগুলিতে করে সোজা চলে গেলাম ইয়ের্জোভকার পূর্ব দিকে অবস্থিত স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের অধিনায়কের পর্যবেক্ষণ চৌকিতে। প্রচণ্ড লড়াই চলছিল। স্তালিনগ্রাদের উত্তর প্রান্তে রিনক, আকাতোভ্‌কা ক্ষেত্রে ভলগা অঞ্চলে যে সব শত্রুসৈন্য ঢুকে পড়েছিল, রণাঙ্গনের বাঁ দিকের ইউনিটগুলি তাদের আক্রমণ করছিল।

লড়াই চলছিল দু দিনেরও বেশি, কিন্তু শত্রুকে স্থানচ্যুত করা যাচ্ছিল না। তাদের অবস্থানগুলি ছিল সুবিধাজনক জায়গায়, আমাদের সৈন্যদের সেখান থেকে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছিল, তাই কামান বা মর্টারের গোলাবর্ষণে শত্রু কার্পণ্য করে নি। যতদূর দৃষ্টি যায়, সারা রণাঙ্গন জুড়ে ফেটে পড়ছিল গোলা। উপুড় হয়ে শুয়ে-থাকা পদাতিক সৈন্যদের সারির মধ্যে এখানে ওখানে ধূমায়িত হচ্ছিল সোভিয়েত ট্যাঙ্ক। আমাদের কোনো ট্যাঙ্ক ঢালু জমির উপরের দিকে এসে পেঁছনোমাত্র সেটির গায়ে সরাসরি এসে লাগছিল গোলার আঘাত, সেটি দাউদাউ করে জ্বলে উঠছিল। স্পষ্টতই জার্মান গোলন্দাজরা দুটি ঢলের প্রান্তরেখায় বেশ সুবিন্যস্ত ছিল।

এই ক্ষেত্রে জার্মান সৈন্যরা ছিল ১৪শ প্যানজার কোরের অন্তর্ভুক্ত: ৬০তম ও ৩য় মোটরবাহিত ডিভিশন ছিল উত্তর দিকে মুখ করে, আর ১৬শ প্যানজার ও ৩৮৯তম পদাতিক বাহিনী, দক্ষিণ দিকে। ভলগার তীরে তারা যে কীলকটি প্রবিষ্ট করিয়েছিল, সেটিকেই আগলাচ্ছিল তারা।

প্রস্থে সেটা দশ কিলোমিটারের বেশি ছিল না, কিন্তু সেটা ছিল উঁচু জমিতে, আর আমাদের নিচু-জমির অবস্থান থেকে আমরা সেটা গভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখতে পারছিলাম না।

শত্রুর বিমান আকাশে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, নিরন্তর বোমাবর্ষণ করে চলেছিল আমাদের সৈন্যদের উপরে, বিশেষত শহরের উপরে। প্রত্যেকটি বিমান হানায় স্তালিনগ্রাদ ঢেকে যাচ্ছিল ধোঁয়ায়। বোঝা যাচ্ছিল, শহরটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার পণ নিয়েছে জার্মানরা।

আমাদের তরফে আক্রমণাত্মক তৎপরতা বজায় রেখেছিল ১ম গার্ডস ও ৬৬তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি, তারা চেষ্টা করছিল খাশ শহরের মধ্যেই যুদ্ধরত ৬২তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে।

পর্যবেক্ষণ চৌকিতে আমার সঙ্গে সহকারী রণাঙ্গনের অধিনায়ক ভ. ন. গোর্দভের (৭৬) পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। এটাই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। স্পষ্টতই তিনি বেশ উত্তেজিত ছিলেন, আমরা যখন প্রবেশ করলাম তখন তিনি টেলিফোনে তাঁর সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের প্রচন্ড গালাগাল করছিলেন অকথ্য ভাষায় (সাধারণ সৈনিকরা এই ধরনের অফিসারদের উপযুক্তভাবেই অভিহিত করত 'গাল-পাড়া কম্যান্ডার' বলে।)।

অধীরভাবে বাধা দিলেন জুকভ। 'চেঁচিয়ে আর গালমন্দ করে আপনি তো অবস্থাটা ঠিক করতে পারবেন না,' গোর্দভকে বললেন তিনি। 'আপনাকে লড়াই সংগঠিত করতে হবে -- যদি পারেন।'

এই ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সম্পর্কে পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে আমাকে বলতেই হবে যে গন্ডগোলটা হয়েছিল অক্ষম অধিনায়কত্বের জন্য নয়, বরং সৈন্যবল আর কাজটা করার মতো সহায়সামর্থ্য যথেষ্ট না থাকার দরুন। আরেকটা বিষয় ছিল অত্যধিক তাড়াহুড়ো। শত্রুর যে বিরাট শক্তিপ্রাবল্য ছিল তা সত্ত্বেও লড়াইয়ে একটা নিয়ামক দিক-পরিবর্তন ঘটানোর প্রচন্ড চাপ এসে পড়ছিল রণাঙ্গনের অধিনায়কের উপরে। এবারেও, সৈন্যরা যা করতে সমর্থ ছিল তার সঙ্গে অভিপ্রেত বস্তুর সম্পর্ক ছিল সামান্যই।

সন্ধ্যার মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল যে আক্রমণটা আবার নিষ্ফল হবে। সৈন্যদের ক্ষয়ক্ষতি হল, কিন্তু শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তারা ফাটল ধরাতে পারল না।

আরও কীভাবে কী করতে হবে, গোর্দভ সে বিষয়ে চিন্তা করুন — এই পরামর্শ দিয়ে জুকভ আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর সঙ্গে রণাঙ্গনের

কম্যাণ্ড পোস্টে যাওয়ার জন্য। সেখান থেকে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গন পরিদর্শনরত আ. ম. ভাসিলিয়েভস্কির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

শুনে অবাক হলাম যে দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড আর সদরদপ্তর ভলগার পূর্ব তীরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই অবস্থায় এটা সত্যিই অদ্ভুত মনে হল যে এগিয়ে-আসা শত্রুর সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে সৈন্যরা লিপ্ত থাকবে আর তাদের কাছ থেকে কম্যাণ্ড আর স্টাফকে পৃথক করে রাখবে একটা প্রশস্ত নদী।

আমি সর্বদাই এই মত পোষণ করেছি যে একজন অধিনায়ককে অবশ্যই থাকতে হবে যুধ্যমান তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে। এতে নিয়ন্ত্রণের কাজ সহজতর হয় এবং তাঁর সৈনিকদের মধ্যে আস্থা জন্মায়। বর্তমান ক্ষেত্রে, শহরে যারা লড়াই করছিল সেই ৬২তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ আর নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্ট রাখাটাই যুক্তিযুক্ত হত।

রুশ মহানদীর তীরে ঘনিয়ে আসছিল ইতিহাসে নজীরবিহীন একটা লড়াই। শত্রু আমাদের ভূখণ্ডের অনেক গভীরে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু তাদের পরিকল্পনা ভেঙে পড়ছিল একটির পর একটি করে। সোভিয়েত জনগণ আর তার সেনাবাহিনীর প্রতিরোধ দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে প্রতিদিনই প্রবল হয়ে উঠছিল। সাময়িকভাবে অধিকৃত এলাকাগুলির জনসমষ্টি হানাদারদের ঘৃণা করত। জার্মানদের গোটা পশ্চাদ্ভাগ জুড়ে পার্টিজান আন্দোলন গতিবেগ সঞ্চয় করছিল। রণাঙ্গনে গুরুতর দুর্বিপাক সত্ত্বেও পুঁজিবাদের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সোভিয়েত জনগণের বিশ্বাস নাড়া খায় নি। জনগণ ও তাদের সশস্ত্র বাহিনী ছিল তাদের সোভিয়েত ধরনের শাসনের সপক্ষে, তাদের দেশের মুক্তি আর স্বাধীনতার জন্য তারা আত্মত্যাগী লড়াই করছিল, চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখে নি।

মস্কোয় পরাস্ত হওয়ার পর নাৎসি নেতারা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল যে যুদ্ধটা একটা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার হবে।

১৯৪১ সালে তারা যেমন করেছিল, সেই রকম সমস্ত স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেত্রেই তারা আর আক্রমণ চালাতে পারবে না। ১৯৪২-এর গ্রীষ্মকালের জন্য জার্মানদের প্রধান লক্ষ্য ছিল দন নদীর পশ্চিম দিকে সোভিয়েত সৈন্যবল ধ্বংস করা এবং তার পরে ককেশীয় তেলক্ষেত্রগুলি আর প্রধান ককেশীয় পর্বতমালার উপরে পার্বত্য পাস্‌গুলি দখল করে নেওয়া। সামগ্রিক লক্ষ্যটা হাসিল করার কথা ছিল স্তালিনগ্রাদ এলাকায় ভলগা অঞ্চলে দৃঢ়ভাবে পা

রাখার মতো একটা ঘাঁটি লাভ করে। পরিকল্পনাটা ছিল খুবই চাতুর্যপূর্ণ এবং তা সফল হলে আমাদের দেশ অত্যন্ত সংকটময় অবস্থায় পড়ত।

আগেই বলেছি যে তৎপরতা শুরু করার আগে জার্মান কম্যান্ড তাদের সৈন্যদের প্রাথমিক অবস্থান উন্নত করতে, এবং সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ দিকে বিরাট সৈন্যবল জড়ো করার কাজে সফল হয়েছিল। জুন মাসের শেষে শত্রু আক্রমণাভিযান চালিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ফাটল ধরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আঘাত হেনেছিল। অধিকতর চলনক্ষমতা এবং আকাশে শক্তিপ্রাবল্যের অধিকারী প্রবলতর সৈন্যবলের চাপে আমাদের সৈন্যরা বাধ্য হয়েছিল পিছিয়ে যেতে।

স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের কম্যান্ড পোস্ট অবস্থিত ছিল ভলগা তীরের কাছে। কোনোমতে তৈরি-করা ট্রেঞ্চে গোলা বা বৃষ্টি কোনোটার হাত থেকেই রক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, পাতলা মাটির চালা ভেদ করে গড়িয়ে আসত কর্দমাক্ত জলধারা। জায়গাটা ভালো বাছাই করা হয় নি। খোলা ঢালু জায়গা, শত্রু বিমান থেকে সম্পূর্ণরূপে দেখা যেত আর দিনের বেলায় কম্যান্ড পোস্টের উপস্থিতি প্রকাশ পেত সৈন্য, ট্রাক আর ঘোড়ায় টানা গাড়ির গতিবিধিতে।

ঘোর সন্ধ্যায় গোরদভ এসে জুকভকে জানালেন যে সৈন্যদের তিনি আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন। আক্রমণাভিযানের ব্যর্থতার জন্য তিনি দায়ী করলেন কামান, মর্টার আর গোলাবারুদের অভাবকে, এবং প্রধানত মন্দ সংগঠনকে। যে তাড়াহুড়ো করে সেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল তাতে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, এবং সৈন্যদের লড়াইয়ে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়াই, অংশ অংশ করে।

এর জন্য দোষী কে?' জুকভ জিজ্ঞাসা করলেন।

গোরদভ জবাব দিলেন যে তিনি জানিয়েছিলেন এই তৎপরতার প্রস্তুতি করার মতো যথেষ্ট সময় নেই, কিন্তু আক্রমণাভিযান স্থগিত রাখার নির্দেশ আদায় করতে পারেন নি তিনি।

সব কিছু বিচার করে জুকভ নিজেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে এলোমেলো আক্রমণে কিছু লাভ করা যাবে না, তার ফল পাওয়া যায় নি কিছুই। শত্রু যথেষ্ট শক্তিশালী, তারা যে শুধু আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম তাই নয়, পরপর বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ চালাতেও

সক্ষম। গোটা স্তালিনগ্রাদ অধিকার করার জন্য তারা সব কিছুই করবে, তাই সেখানে লড়াই চলছিল বলতে গেলে নিরন্তরভাবেই।

এ কথা স্পষ্ট যে আক্রমণাভিযানটা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রস্তুত করা যেত এবং সেই সময়ে যত সহায়সামর্থ্য পাওয়া সম্ভব ছিল তার দ্বারা সমর্থনপুষ্ট হত, একমাত্র তা হলেই সাফল্য আশা করা যেত। এই ছিল গোরদভের প্রস্তাবের সারকথা।

জুকভ আমাকে স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের (অল্প কিছুকাল পরেই এর নতুন নামকরণ হয় দন রণাঙ্গন, আর দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গনের নাম হয় স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গন) অধিনায়কত্ব গ্রহণ করার আদেশ দিলেন। জুকভকে আমি বললাম যে গোরদভের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত এবং তাঁকে আমি অনুরোধ করলাম উপস্থিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সাধারণ সদরদপ্তরের নির্ধারিত সামগ্রিক কর্মভারের চেতনায় আমাকে নিজেকেই সৈন্যদের অধিনায়কত্ব করার অনুমতি দেওয়া হোক।

জুকভ মৃদু হেসে বললেন, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন এখানে আমার থাকার কোনো অর্থ হয় না? ঠিক আছে। আমি আজই চলে যাচ্ছি।'

সেই দিন জুকভ বিমানে মস্কোর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

আমি তখনই দায়িত্ব গ্রহণ করে সৈন্যদের পরিচয় পাওয়ার কাজে প্রবৃত্ত হলাম। সেই সময়ে নতুন নামকরণ-করা দন রণাঙ্গনের অন্তর্ভুক্ত ছিল জেনারেল ভ. ই. কুজনেৎসভের (৭৭) ৬৩তম সেনাবাহিনী, দন নদীর বাঁ (উত্তর) তীরে ২০০ কিলোমিটারের বেশি একটা সম্মুখভাগ তারা আগলে রেখেছিল, দক্ষিণ তীরে ভের্খনি মামোন-এ ছিল একটি ছোট সেতুমুখ; জেনারেল আ. ই. দানিলভের (৭৮) ২১তম সেনাবাহিনী, তার সম্মুখভাগটা ১৫০ কিলোমিটারের, এটিও ছিল উত্তর তীরে, একটি সেতুমুখ ছিল দক্ষিণ তীরে ইয়েলানস্কায়া, উস্ত্-খোপেরস্কায়া, সেরাফিমোভিচ এলাকায়; জেনারেল ভ. দ. ক্রিউচেনকিনের (৭৯) ৪র্থ ট্যাঙ্ক বাহিনী, উত্তর তীরে এবং দন ও ভলগা নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় প্রায় ৩০ কিলোমিটার জুড়ে প্রসারিত একটি ক্ষেত্র ছিল এর আওতায়; জেনারেল ই. ভ. গালানিনের (৮০) ২৪তম সেনাবাহিনী, দুটি নদীর মধ্যবর্তী ৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত একটি ক্ষেত্রে; জেনারেল র. ইয়া. মালিনোভস্কির (৮১) ৬৬তম সেনাবাহিনী, এটি আগলে ছিল ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি লাইন, সেটাও দুটি নদীর মধ্যবর্তী এলাকায়, এই সেনাবাহিনীর বাঁ পাশটা ছিল ভলগায়।

এইভাবে, দুটি সেনাবাহিনী নদী বরাবর টানা একটা প্রশস্ত সম্মুখভাগ

জুড়ে প্রতিরক্ষাব্যূহ আগলাচ্ছিল, আর তিনটি সেনাবাহিনী ভলগা আর দনের মধ্যবর্তী অংশে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, উত্তর দিক থেকে নাৎসি সেনাবাহিনীর যে প্রধান দলটি ভলগায় এসে পেঁছেছিল তাদের বিব্রত ও বিপন্ন করছিল।

জেনারেল আ. ই. ইয়েরেমেঙ্কোর অধীনে স্তালিনগ্রাদ (প্রাক্তন দক্ষিণ-পূর্ব) রণাঙ্গনের অন্তর্ভুক্ত ছিল জেনারেল ভ. ই. চুইকভের (৮২) ৬২তম সেনাবাহিনী (শহরে লড়াই করছিল এবং ভলগায় এসে পেঁছনো শত্রু ইউনিটগুলির দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল); জেনারেল ম. স. শুমিলভের (৮৩) ৬৪তম সেনাবাহিনী; জেনারেল ফ. ই. তলবুখিনের (৮৪) ৫৭তম সেনাবাহিনী; এবং জেনারেল ন. ই. ত্রুফানভের ৫১তম সেনাবাহিনী, এরা বার্মান্ত্সাক হ্রদের দক্ষিণে এক প্রশস্ত সম্মুখভাগ রক্ষা করছিল।

দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের পর দন রণাঙ্গনের সব কটি ইউনিটই গুরুতররূপে হীনবল হয়ে পড়েছিল, তবুও ফাঁক ভরাট করার মতো নতুন সৈন্যবল আমরা পাই নি বললেই চলে। সাধারণ সদরদপ্তরের আদেশে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল পশ্চাদ্ভাগে নতুন নতুন ইউনিট গঠন করার জন্য।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিক নাগাদ, শত্রু তাদের সমস্ত সৈন্যবলকে যুদ্ধে নিয়োজিত করেও তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে নি। আর্মি গ্রুপ 'আ' ককেশীয় পর্বতমালার পাদদেশে ঘোরতর লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল, আমাদের সৈন্যদের প্রবল প্রতিরোধে তারা আটকে পড়েছিল। তা ছাড়া, আর্মি গ্রুপ 'ব'-র শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য তাদের ৪র্থ প্যানজার বাহিনীর ইউনিটগুলিকে কাজে লাগাতে হয়েছিল, আর্মি গ্রুপ 'ব'-র উপরে সোভিয়েত কম্যান্ড প্রচণ্ড লড়াইয়ের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল বলে তারা ভলগা আর দনের মধ্যে আটকে পড়েছিল। তাই নাৎসিরা ককেশাস দখল করার ব্যাপারেও সফল হয় নি, আবার স্তালিনগ্রাদ থেকে আস্ত্রাখান পর্যন্ত গোটা এলাকা জুড়ে ভলগায় এসে পেঁছতেও পারে নি। ১৯৪১ সালের মতোই, নাৎসি কম্যান্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি আর ক্ষমতাকে খাটো করে ধরেছিল। নাৎসি কম্যান্ডের উচিত ছিল পরিস্থিতি স্থির মস্তিষ্কে বিবেচনা করে সেই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে নিজেদের বার করে আনার উপায় চিন্তা করা, সে সময়টা এসে গিয়েছিল। কিন্তু তারা তা করতে পারে নি, অথচ আমাদের সাধারণ সদরদপ্তর আর জেনারেল স্টাফ, মস্কোর লড়াইয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তে

যেমন করেছিল ঠিক তেমনি, শত্রুকে মারাত্মক আঘাত হানার সম্ভাবনার মূল্যায়ন করেছিল সঠিকভাবে।

আগেই বলেছি, দন রণাঙ্গনের ইউনিটগুলির আয়ত্তে ছিল দন নদীর দক্ষিণ তীরে দুটি সেতুমুখ। সে দুটি ছিল আমাদের অমূল্য সম্পদ, তাই শত্রু বারবার চেষ্টা করছিল আমাদের দখলচ্যুত করতে। দন আর ভলগার মধ্যবর্তী জায়গায় ২৪তম ও ৬৬তম সেনাবাহিনীর আগলে-রাখা ক্ষেত্রগুলিতেও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল। শত্রু যখনই স্তালিনগ্রাদের রক্ষকদের উপরে চাপ বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করছিল, আমাদের ইউনিটগুলি তখন আক্রমণ করছিল খাস শহর রক্ষাকারী ৬২তম ও ৬৪তম সেনাবাহিনীর উপরকার চাপ হাল্কা করার উদ্দেশ্যে। এইভাবে আমরা শত্রুর বিরাট সৈন্যবলকে আমাদের রক্ষা এলাকায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং তাদের বাধ্য করেছিলাম দুটি নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় তাদের প্রধান দলবিন্যাসটাকে রেখে দিতে। স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে যুধ্যমান সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণের আশঙ্কায় নাৎসি কম্যান্ড নির্ভরযোগ্যতম ইউনিটগুলিকে এই এলাকায় গড়ো করেছিল, আর ৬ষ্ঠ আর্মি কোরের রুমানীয় ইউনিটগুলি সৈন্যবল যুগিয়েছিল দক্ষিণ দিকে, হ্রদগুলির দিককার ব্যূহগুলিতে (৮৫)।

আমার স্টাফ প্রধান মালিনিনের সঙ্গে একত্রে আমি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তৎক্ষণাৎ কোনো নিয়ামক পরিবর্তন ঘটানোর মতো পরিস্থিতি ছিল না, কিন্তু লড়াই যেই দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠল, আমরা নিজেদের মতো করে সব বন্দোবস্ত করতে শুরু করলাম। প্রথমেই দরকার ছিল সৈন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটাকে সুশৃংখল করা। সম্মুখভাগটা যেখানে ৪০০ কিলোমিটারের বেশি, সেখানে অগ্রবর্তী লাইন থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরে এবং একটা পাশের দৃষ্টিগোচর অবস্থায় রণাঙ্গনের কম্যান্ড পোস্টের অবস্থান অসুবিধাজনক ছিল। আমরা সেটাকে সরিয়ে আনলাম মালায়া ইভানোভকায়, কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি। তার পর আমি শুরু করলাম সৈন্য পরিদর্শন, শুরু করলাম ডান পাশে ৬৩তম সেনাবাহিনীকে দিয়ে। ইউনিটগুলির শক্তির স্বল্পতা ছিল সুস্পষ্ট, বিশেষ অস্ত্র ও সার্ভিসেজ ইউনিটগুলির (গোলন্দাজ, ইঞ্জিনিয়ার, মর্টার, যোগাযোগ) শক্তিপূরণের জন্য যেখানে দরকার ছিল প্রায় ৫০ শতাংশ, সেখানে পদাতিক রেজিমেন্টগুলির পূর্ণ শক্তির ৩০ বা ৪০ শতাংশের বেশি ছিল না। লোকজনের অভাবটা ছিল মারাত্মক।

সমস্ত কষ্টভোগ সত্ত্বেও, সৈন্যদের মনোবল ছিল চমৎকার। লাইন

অফিসার আর রাজনৈতিক অফিসাররা, পার্টি ও কমসোমল সংগঠনগুলি মনোবল উঁচু রাখার জন্য কার্যকরভাবে কাজ করছিল, স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ে বীরত্বের অসংখ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরছিল। রণাঙ্গনে রাজনৈতিক কাজের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদ সদস্য আ. স. জেলতভ আর রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান স. ফ. গালাদজেভ, একজন চমৎকার, উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনৈতিক অফিসার এবং ভালো কমরেড। তিনি ছিলেন উৎসাহে টগ্‌বগ্‌ করা মেজাজের লোক, ঈর্ষা করার মতো প্রাণবন্ত মনোভাব ছিল তাঁর; এই গুণগুলি অমূল্য, বিশেষ করে সংকটের সময়ে, আর আনন্দের মুহূর্তের চাইতে সংকটের মুহূর্তগুলির সংখ্যাই ছিল বেশি। জেনারেল জেলতভের সঙ্গে আমার একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ বেশি দিন হয় নি, কারণ কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নতুন তৈরি দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে বদলি হয়ে যান, কিন্তু তাঁর কথা আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে রয়েছে। তাঁর সঙ্গে কাজ করা সহজ ছিল, তিনি ছিলেন সত্যিকার একজন কমিউনিস্ট আর বলশেভিক।

যথাযথ সংগঠন আর গোলন্দাজের সমর্থন ছাড়াই খণ্ড-বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধে নিযুক্ত করার দরুন আমাদের ট্যাঙ্ক বাহিনীর সাজসরঞ্জামের যে বিপুল ক্ষতি হয়েছিল তার বাড়তি সাক্ষ্য আমি পেলাম ৪র্থ ট্যাঙ্ক বাহিনীতে। এই বাহিনীর (দন নদীর বিরাট বাঁকে আমাদের ৬২তম ও ৬৪তম সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলার যে পরিকল্পনা শত্রু করেছিল, তা বানচাল করার ব্যাপারে এই সেনাবাহিনীর সত্যিই একটা ভূমিকা ছিল) হাতে বাকি ছিল মাত্র চারটি ট্যাঙ্ক। একজন অফিসার পরিহাসচ্ছলে বললেন, হয়তো এই জন্যই এর নাম চতুর্থ ট্যাঙ্ক বাহিনী। সৈন্যরা আরও তিক্ত পরিহাসের সঙ্গে একে অভিহিত করত চার-ট্যাঙ্কের বাহিনী বলে। বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ভ. দ. ক্রিউচেনকিনের মস্কোয় ফেরৎ যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে চিনতাম শান্তিকালীন সমরবিভাগীয় কাজের আমল থেকে, তখন তিনি আমার নিজের ৫ম অশ্বারোহী কোরে ১৪শ অশ্বারোহী ডিভিশনের অধিনায়কত্ব করতেন। তিনি ছিলেন চমৎকার, সাহসী সৈনিক, মধ্য এশিয়ায় বাসমাচ দঙ্গলগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

তাঁর স্থান গ্রহণ করলেন জেনারেল প. ই. বাতভ, এঁর লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ছিল বিরাট, ছিল সাহসিকতাপূর্ণ উদ্যোগ, এঁর সঙ্গে আমি ব্রিয়ান্‌স্ক রণাঙ্গনে কাজ করেছি। আমার দৃঢ় আস্থা ছিল যে তিনি তাঁর

বাহিনীকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন; কিছুদিনের মধ্যেই এই বাহিনী পরিণত হল ৬৫তম ফিল্ড সেনাবাহিনীতে। দন নদীর পশ্চিম তীরে এই বাহিনী বেশ বড় একটা সেতুমুখ রক্ষা করছিল, জায়গাটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে কোনো উপায়েই হোক তা আগলে রাখা দরকার ছিল। শত্রু যখনই শহরের উপরে আক্রমণ শুরু করছিল, আমাদের সৈন্যরা তখন এই জায়গাটা থেকে শত্রুকে আক্রমণ করছিল, এইভাবে তারা সাহায্য করছিল স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের ৬২তম ও ৬৪তম সেনাবাহিনীকে।

জেনারেল ই. ভ. গালানিন যার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সেই ২৪তম সেনাবাহিনী এমন জায়গায় মোতায়েন ছিল যে তার ডান পাশটা ছিল দন নদী ঘেঁষে। ৬৫তম সেনাবাহিনীর মতো সেটিও লিপ্ত ছিল আক্রমণাত্মক তৎপরতায়, জার্মানদের সবচেয়ে প্রবল ইউনিটগুলির শক্তি বিক্ষিপ্ত করছিল নিজের দিকে।

সেটি পরিদর্শন করে দেখতে পেলাম যে গালানিনের হাতে যে সৈন্যবল আর সহায়সামর্থ্য আছে তাতে লক্ষণীয় কোনো সাফল্য বড় একটা আশা করা যায় না। শত্রু ছিল শক্তিশালী, তার চলনক্ষমতা ছিল বেশি এবং ছিল সুবিধাজনক ব্যূহ দখল করে, যে ব্যূহ আগে আমাদেরই সৈন্যরা সংগঠিত করেছিল। দীর্ঘ ও প্রচণ্ড লড়াইয়ের ফলে সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির শক্তি অনেক কমে গিয়েছিল, কিন্তু ক্লান্তি, ক্ষতি আর উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য না থাকা সত্ত্বেও সৈনিক আর অধিনায়কদের মনোবল ছিল খুবই উঁচুতে, তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এই উপলব্ধিতে যে তাদের যে কোনো তৎপরতাই স্তালিনগ্রাদে সংগ্রামরত তাদের সহযোদ্ধাদের সাহায্য করবে।

অবশেষে আমি গেলাম ৬৬তম সেনাবাহিনীতে, এটি মোতায়েন ছিল ২৪তম সেনাবাহিনীর মতো দন আর ভলগার মাঝখানে, তার বাঁ পাশটা ছিল ভলগা ঘেঁষে আর উত্তরে স্তালিনগ্রাদের কাছ বরাবর। এই সেনাবাহিনীর সুবিধাজনক অবস্থানটার মানে দাঁড়িয়েছিল এই যে আমাদের সৈন্যদের কাছ থেকে স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের ৬২তম সেনাবাহিনীকে পৃথক করে-রাখা করিডোরটা ভেদ করার লক্ষ্য নিয়ে তাকে প্রায় ক্রমাগতই লড়াইয়ে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। ৬৬তম সেনাবাহিনীর হাতে যে সৈন্যবল আর সহায়সামর্থ্য ছিল তাই দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করার কোনো আশাই ছিল না। আমাদের সৈন্যরা গোড়ায় যে তথাকথিত স্তালিনগ্রাদ প্রতিরক্ষা বলয় তৈরি করেছিল, সেটি দখল করে নিয়েছিল এই জায়গায় ভলগায় এসে পৌঁছনো শত্রুবাহিনী।

নিজেদের অবস্থান আগলে রাখার মতো যথেষ্ট সৈন্যবল শত্রুর ছিল, কিন্তু তা হলেও, এই সেনাবাহিনীর তৎপরতা শত্রুর মনোযোগ ও প্রচেষ্টাকে নিজের দিকে চালিত করে শহরের রক্ষকদের দুর্দশা লাঘব করেছিল। ৬৬তম সেনাবাহিনীর বিপরীত দিকে ছিল ১৪শ প্যানজার কোর।

৬৬তম সেনাবাহিনীর কম্যান্ড পোস্টে এসে যখন পেঁছিলাম, সেনাবাহিনীর অধিনায়ক তখন সেখানে ছিলেন না। সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান, জেনারেল ফ. ক. করজেনেভিচ জানালেন, তিনি সৈন্যদের কাছে গেছেন। ১৯৩০ সালে ৩য় অশ্বারোহী কোরে একসঙ্গে কাজ করার সময় থেকেই করজেনেভিচকে আমি চিনতাম, সেই কোরে আমি ছিলাম ৭ম সামারা অশ্বারোহী ডিভিশনের অধিনায়ক, আর তিনি ছিলেন কোরের সামরিক তৎপরতা বিভাগীয় প্রধান। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত স্টাফ অফিসার। আমি কিছুটা বিস্মিত হলাম এই জন্য যে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জানতেন যে আমার আসার কথা আছে, অথচ এই সময়েই তিনি সৈন্যদের দেখতে গেলেন। করজেনেভিচ তাঁকে কম্যান্ড পোস্টে ডেকে নিয়ে আসতে চাইলেন, কিন্তু আমি বললাম আমি নিজেই তাঁকে খুঁজে নেব এবং এই সুযোগে সেনাবাহিনীকেও পরিদর্শন করব তার অবস্থানগুলিতে।

ডিভিশনাল ও রেজিমেণ্টাল কম্যান্ড পোস্টগুলিতে গেলাম, গেলাম ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ড পোস্ট পর্যন্ত, কিন্তু তবুও সেনাবাহিনীর অধিনায়কের খোঁজ পেলাম না। সবাই বলল, তিনি একটি কম্পানির সঙ্গে আছেন।

সে দিন কামান আর মর্টারের প্রচুর গোলা বিনিময় হচ্ছিল। আগের দিন সেনাবাহিনী যে আক্রমণ চালিয়ে ছিল, মনে হচ্ছিল শত্রু তার শোধ তোলার জন্য একটা আক্রমণের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। নিতান্ত কৌতূহলবশেই আমি স্থির করলাম সেই কম্পানিতে গিয়ে দেখব সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কী করছেন। কখনও যোগাযোগের পথগুলির ভিতর দিয়ে খাড়া হয়ে হেঁটে, কখনও বা ধসে পড়তে-থাকা ট্রেঞ্চগুলিতে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পেঁছিলাম একেবারে সমরাঙ্গনে। সেখানে একজন বেঁটে, শক্ত-সমর্থ জেনারেলকে দেখতে পেলাম। যথাবিহিত প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতা আর সংক্ষিপ্ত কথাবার্তার পর সেনাবাহিনীর অধিনায়ককে আমি আভাসে-ইঙ্গিতে জানালাম যে একটা কম্পানির অবস্থানে তাঁর ঘোরাফেরা করার কোনো অর্থ হয় না এবং এই পরামর্শ দিলাম যে তিনি আরও অনুকূল একটা জায়গা বেছে নিতে পারেন, যেখান থেকে তিনি তাঁর সৈন্যদের

নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। রদিওন মালিনোভস্কি মন দিয়ে সব শুনলেন। তাঁর গোমড়া মুখ কিছুটা প্রাণবন্ত হল।

'আমি নিজেই তা জানি,' তিনি মৃদু হেসে বললেন। 'কিন্তু সারাক্ষণ পেছনে পেছনে বড় কর্তাদের নিয়ে কাজ করাটা খুবই মুশকিলের ব্যাপার। তাই নাগালের বাইরে থাকার জন্য আমি এখানে চলে এসেছি।'

সম্পূর্ণ সহমর্মিতায় উপনীত হয়ে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হিসেবে। সেনাবাহিনীর দায়িত্বটা যে তার বাস্তব সম্ভাবনার নাগালের অনেক বাইরে ছিল সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ ছিল না। তার অধিনায়ক তা পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে তৎপরতা বাড়িয়ে তোলার জন্য তাঁর পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব সে সবই করার প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি।

আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের কোনো কোনো ক্ষেত্র থেকে শত্রুর অবস্থানগুলি চমৎকার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর সেখানে ছড়িয়ে ছিল বিধ্বস্ত সব ট্যাঙ্ক — সোভিয়েত আর জার্মান। সৈনিকরা এই অবস্থানগুলিকে বলত ট্যাঙ্ক ময়দান, সেগুলি ছিল বড় কঠিন ঠাঁই। নাৎসিরা সেই সব বিধ্বস্ত ট্যাঙ্কের তলায় ট্রেঞ্চ খুঁড়েছিল, ট্যাঙ্কগুলিকে পরিণত করেছিল আগ্নেয়াস্ত্র বসানোর জায়গা হিসেবে, সেগুলি দখল করতে আমাদের মূল্য দিতে হয়েছিল অনেক।

আমি যখন সৈন্য পরিদর্শন করছিলাম, তখন রণাঙ্গনের সদরদপ্তরে এসে পৌঁছচ্ছিলেন নতুন নতুন অধিনায়ক; তাঁদের মধ্যে ছিলেন গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত জেনারেল কাজাকভ, সাঁজোয়া গাড়ি ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর প্রধান জেনারেল ওরিওল, এবং যোগাযোগ বিভাগের প্রধান জেনারেল মাক্সিমেঙ্কো — এঁর সঙ্গে আমি মস্কোয় সেই কঠিন দিনগুলির মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম এবং ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনে কাজ করেছিলাম। দন রণাঙ্গনে তাঁদের নিযুক্ত করাটা সময়োপযোগী হয়েছিল, কারণ, সব কিছু বিচার করে বোঝা যাচ্ছিল, গুরুতর সব ঘটনা ঘটতে চলেছে।

রণাঙ্গনের সৈন্যরা দৃঢ়ভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল, লিপ্ত ছিল সক্রিয় আত্মরক্ষায়, আঘাত হানছিল কখনও একটি ক্ষেত্রে, কখনও আরেকটি ক্ষেত্রে. শত্রুকে সব সময়ে তটস্থ করে রাখছিল, তাদের সৈন্যবল পুনর্বিন্যস্ত করার সুযোগ দিচ্ছিল না। এই সমস্ত কাজ চলছিল সাধারণ সদরদপ্তরের মূল নির্দেশ অনুযায়ী.তাতে আমাদের উপরে দায়িত্ব পড়েছিল দন নদী বরাবর লাইনটি আর দক্ষিণ তীরে সব কটি সেতুমুখ আগলে রাখার এবং দন আর

ভলগার মধ্যবর্তী জায়গায় পাল্টা আঘাত হেনে স্তালিনগ্রাদ আগলে রাখার কাজে স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনকে সাহায্য করার। শহরে লড়াই চলছিল বিরামহীনভাবে, ৬২তম সেনাবাহিনী প্রতিহত করছিল একটার পর একটা আক্রমণ, লড়াই করছিল আক্ষরিকভাবেই প্রতিটি ইমারতের জন্য। যে কোনো মূল্যে শহরের ধ্বংসাবশেষ দখলে কৃতসংকল্প শত্রু ক্ষয়ক্ষতির দিকে দৃকপাত না করে আরও নতুন নতুন সৈন্য নামাচ্ছিল।

৬২তম সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের কম্যান্ড তার সাধ্যমতো সব কিছুই করল। সাধারণ সদরদপ্তর স্তালিনগ্রাদে পাঠাল পদাতিক, ট্যাঙ্ক আর গোলন্দাজ ইউনিট, সেগুলির বেশির ভাগকেই সঙ্গে সঙ্গে ভলগা পার করে শহরের ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দন রণাঙ্গনে এসে পেঁছিল ছিটেফোঁটা, আমাদের পাল্টা আক্রমণে আমাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণ করার পক্ষে তা ছিল যৎসামান্য।

শহরে শত্রু ইতিমধ্যে তিন জায়গায় নদীতে পেঁছে গিয়েছিল। ৬২তম সেনাবাহিনীর সংকটময় অবস্থা হেতু সাধারণ সদরদপ্তর অক্টোবর মাসে এক আক্রমণাত্মক তৎপরতার আদেশ দিল, তাতে জড়িত করা হল দুটি রণাঙ্গনের লোকজনকে। আমাদের দন রণাঙ্গনের লক্ষ্য ছিল দন নদীর সেতুমুখগুলি থেকে শত্রুকে উত্ত্যক্ত করা, যাতে তারা স্তালিনগ্রাদে শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য নতুন সৈন্যসামন্ত স্থানান্তরিত করতে না পারে। সেই সঙ্গে আমাদের ২৪শ সেনাবাহিনীর বাঁ পাশটা ৬৬তম সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় শহরের উত্তর দিকে শত্রু সৈন্যের ইউনিটগুলিকে পর্যুদস্ত করে স্তালিনগ্রাদে ৬২তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে -- এই স্থির করা হয়েছিল। এই তৎপরতার জন্য সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে সাতটি পদাতিক ডিভিশনকে ব্যবহার করার অনুমতি আমাদের দেওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু কামান, ট্যাঙ্ক বা বিমানে বাড়তি কোনো সমর্থনদায়ক উপায় আমরা পাই নি। সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত, বিশেষত শত্রুর অবস্থান সুদৃঢ় ছিল বলে।

এই তৎপরতায় প্রধান লক্ষ্য অর্জনের দায়িত্ব ৬৬তম সেনাবাহিনীর উপরে পড়েছিল বলে, মালিনোভস্কির সঙ্গে আমার কথাবার্তা হল; মালিনোভস্কি আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন যেন সাতটি নতুন ডিভিশনকে লড়াইয়ে না নামাই।

'তা হলে আমরা শুধু তাদের অপচয়ই করব,' বললেন তিনি।

আনন্দের বিষয়, সাধারণ সদরদপ্তরের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসে

পৌঁছল প্রতিশ্রুত সাতটি ডিভিশনের মধ্যে মাত্র দুটি ডিভিশন, সে দুটিকে যথাবিধি তুলে দেওয়া হল ৬৬তম সেনাবাহিনীর হাতে। অন্যগুলি এল দেরীতে, তাই তাদের আমরা রেখে দিলাম রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবলের মধ্যে। পরে লড়াইয়ে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

যা আশা করা গিয়েছিল তাই ঘটল, আক্রমণ ব্যর্থ হল। দন রণাঙ্গনের সেনাবাহিনীগুলি শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে অপারগ হল, স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের আক্রমণাভিযানও তার অভীষ্ট অর্জন করতে পারল না। তা হলেও, শত্রু বাধ্য হল তাদের দলবিন্যাসটাকে দুটি নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় রেখে দিতে, স্তালিনগ্রাদে পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহকে তা অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল।

ইতিমধ্যে ভলগায় বা ককেশাসে কোনো দিকেই অগ্রসর হতে না পেরে শত্রু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কালক্ষেপ করতে বাধ্য হল। তাদের প্রচন্ডভাবে বিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা তাদের অসুবিধা সৃষ্টি করতে লাগল, পার্টিজানদের অন্তর্ঘাতও বেড়ে গিয়েছিল।

এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সোভিয়েত কম্যান্ড একটা শক্তিশালী পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি চালাতে শুরু করল। আমরা সহজেই অনুমান করে নিয়েছিলাম যে সেটা শুরু হবে যুগপৎ উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বদেশে। এই পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য ভলগা আর দনের মধ্যবর্তী জায়গায় প্রধান জার্মান গ্রুপটিকে আটকে রাখতে হবে। এ কাজটা হাসিল করতে হবে দন আর স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের ইউনিটগুলির তৎপরতা বাড়িয়ে তুলে, আর ইত্যবসরে পাল্টা আঘাতের জন্য নির্ধারিত সৈন্যরা পুনর্বিন্যস্ত ও একত্র হতে থাকবে।

টের পাওয়া যাচ্ছিল যে শত্রুর আক্রমণাভিযানের সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে এসেছে। দুটি নদীর মধ্যবর্তী জায়গায় আর স্তালিনগ্রাদে তাদের প্রধান গ্রুপের পার্শ্বদেশগুলি সুরক্ষিত ছিল না, এবং অধিকৃত অঞ্চলে উপযুক্ত প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার মতো যথেষ্ট সংরক্ষিত সৈন্যবল তাদের ছিল না। তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশাল একটা অঞ্চল জুড়ে ভেদ্য ছিল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি এগিয়ে আসছিল। জুকভ ইয়েরেমেঙ্কো আর আমাকে আসন্ন পাল্টা আক্রমণাভিযান সম্পর্কে বলেছিলেন সেই অক্টোবর মাসেই। তিনি আমাদের আনুমানিক দিনক্ষণ পর্যন্ত জানান নি, কিন্তু বিষয়টা জানা ছিল বলে আমরা পরম গোপনীয়তায় কিছু কিছু ব্যবস্থার প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে পেরেছিলাম। শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্য অনেক কিছুই

করা হয়েছিল। দন আর ভলগার মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে আক্রমণ করাই আমাদের মতলব — শত্রুর মনে এই বিশ্বাস জন্মানোর জন্য আমরা সেখানে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলাম এবং ব্যাপক দুর্গব্যবস্থা নির্মাণের কাজ, ট্রেঞ্চ খোঁড়া প্রভৃতি চালিয়ে যাওয়ার ভান করেছিলাম অন্যান্য ক্ষেত্রে। সৈন্যরা যে সব জায়গা থেকে আসলে আক্রমণ করবে সেখানে সমস্ত সৈন্য চলাচল ঘটানো হয়েছিল রাতে, ছদ্মাবরণের সমস্ত সতর্কতা নিয়ে।

রণক্ষেত্রের উপরে সমর্থন দানের স্থায়ী কাজ ছাড়াও, অভিজ্ঞ ও কর্মোৎসাহী জেনারেল স. ই. রুদেঙ্কোর (৮৬) অধীনে ১৬শ বিমান বাহিনীকে আদেশ দেওয়া হল শত্রুর উপরে সর্বদা নজর রাখতে। রণাঙ্গনের এলাকার মধ্যে এবং আশপাশের বাহিনীগুলির সঙ্গে তাদের সীমান্ত এলাকায় শত্রু কোনো পুনর্বিন্যাস ঘটাচ্ছিল কি না সেটা জানা খুবই জরুরী ছিল।

কিন্তু এমনই ভাগ্য, ঠিক এই সময়ে, যখন বৈমানিকদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হচ্ছিল অনেকখানি, তখন বিমান বাহিনীতে তুলারেমিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটল। এই রোগ ছড়িয়েছিল ইঁদুররা, তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল প্রচণ্ডভাবে; দরকার হল বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার, শুধু রোগ সংক্রমণের হাত থেকে লোকজনকে রক্ষা করার জন্যই নয়, ইঁদুরগুলো যাতে বিমানের ক্ষতি করতে না পারে সে জন্যও, কারণ ঢোকার ফাঁক পেলেই ইঁদুরগুলো রবারের ইনসুলেশন কামড়ে কেটেকুটে দিচ্ছিল।

আক্রমণাভিযানের পরিকল্পনায় জড়িত করা হয়েছিল তিনটি রণাঙ্গনের সৈন্যবাহিনীকে। ঠিক ছিল স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গন সারপা হ্রদগুলির কাছাকাছি জায়গা থেকে তার বাঁ পাশ দিয়ে আঘাত করবে। দন রণাঙ্গন ভলগা-দন এলাকায় যত বেশি সম্ভব শত্রু সৈন্যকে আটকে রাখবে, সেই সঙ্গে ডান দিকে তার নিকটবর্তী রণাঙ্গন, নবগঠিত দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সহযোগিতায় তার ডান পাশে আঘাত করবে, আর দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন প্রধান আঘাতটা হানবে দন নদীর দক্ষিণ তীরের সেতুমুখগুলি থেকে। চিন্তাটা ছিল শত্রুর স্তালিনগ্রাদ গ্রুপের পার্শ্বদেশগুলিতে দুটি জোরালো আঘাত হানা, তাদের ঘিরে ফেলা ও ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে।

সময়টা চমৎকারভাবে বাছার জন্য জেনারেল স্টাফ আর সাধারণ সদরদপ্তরকে অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হবে। আক্রমণের প্রধান প্রধান স্থানে আমরা জনবল আর উপায়-উপকরণের দিক দিয়ে প্রাবল্য অর্জন করার মতো অবস্থায় ছিলাম। আসল কাজটা ছিল শত্রু যাতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করতে না

পারে এবং সংরক্ষিত সৈন্যবল গড়ে তোলার জন্য ভলগা-দন এলাকা থেকে সৈন্য অপসারিত করতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা।

আমরা সবাই উপলব্ধি করেছিলাম যে সময় নষ্ট করার অবকাশ নেই। সাধারণ সদরদপ্তর আর জেনারেল স্টাফও তা উপলব্ধি করেছিল, তাই তৎপরতার প্রস্তুতি এগিয়ে চলল খুব দ্রুত। নভেম্বর মাসে রণাঙ্গনে শত্রুর সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেল। শুধু ছোট ছোট গ্রুপ শহরে সক্রিয় ছিল, বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে তারা ভলগা আর দনের মধ্যবর্তী জায়গায় আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণের চেষ্টা করছিল।

আমাদের ডান দিকে, যেখানে ৬৩তম ও ২১শ সেনাবাহিনীকে আমরা নতুন তৈরি দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের হাতে তুলে দিয়েছিলাম সেখানে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল এই যে আমরা ফাঁক ভরাট করার জন্য কিছু কিছু লোকজন পেতে শুরু করেছিলাম, যদিও সেটা যথেষ্ট ছিল না। আমাদের জনবলের ভয়ংকর অভাব ছিল। এ রকম অবস্থায় সব সময়ে যেটা করেছি সেইভাবে লোক সংগ্রহ করার জন্য আমাদের পশ্চাদ্ভাগের ধাপগুলি, মেডিকাল ব্যাটেলিয়ন আর হাসপাতালগুলি তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলাম। রণাঙ্গনের সদরদপ্তর আর রাজনৈতিক বিভাগ লোকের খোঁজ চালাল গোটা রণাঙ্গন জুড়ে, বাহিনীর কম্যান্ডগুলি খোঁজ নিতে লাগল নিজেদের ইউনিটগুলিতে। অনেক কষ্টে কিছু লোককে আমরা জোগাড় করতে পারলাম, আক্রমণাভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে লড়াইয়ের ধাক্কাটা যাদের সামলাতে হবে সেই সমস্ত ইউনিটে তাদের জুড়ে দিলাম।

জুকভ তখন সাধারণ সদরদপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন; তাঁর কড়া নির্দেশে আসন্ন আক্রমণাভিযানের কথা জানানো হয়েছিল শুধু ছোট একদল স্টাফ কর্মীকে।

আমাদের সমস্ত প্রস্তুতি চালানো হয়েছিল এমনভাবে যাতে মনে হয় যেন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হচ্ছে মাত্র।

৩ নভেম্বর তারিখে একদল স্টাফ অফিসারের সঙ্গে আমি আমন্ত্রিত হলাম বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের অধীনস্থ ২১তম সেনাবাহিনীর এলাকায় এক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য। জুকভের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন সমস্ত সেনাবাহিনীর অধিনায়ক এবং মূল প্রচেষ্টার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিভিশনগুলির অধিনায়করা। রণাঙ্গনের মিলনস্থলগুলিতে

নিকটবর্তী বাহিনীগুলির মধ্যে সমন্বয়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল।

পরে আমরা শুনেছিলাম যে ঠিক এই রকমই একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনেও।

সম্মেলনে বিরাজ করছিল সত্যিকার একটা সৃষ্টিশীল পরিবেশ, অধিনায়কদের সামনে যে সমস্ত কাজ নির্ধারিত করা হয়েছিল সেগুলি ছিল সাহসিক এবং কৌতূহলোদ্দীপক। জেনারেল জুকভ পরিচয় দিয়েছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানের।

পরিকল্পনাগুলি প্রণয়ন করার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণাভিযানের জন্য অস্ত্রশস্ত্র যোগানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছিল। ট্রেন বোঝাই ট্যাঙ্ক, কামান আর অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ এসে পৌঁছতে শুরু করেছিল সংশ্লিষ্ট তিনটি রণাঙ্গনে। আমাদের যা দরকার ছিল তার তুলনায় এই সরবরাহ ছিল ছিটেফোঁটার চাইতে সামান্য একটু বেশি, এ কথা সত্যি ছিল বটে কিন্তু দেশ তার সেনাবাহিনীকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য দেওয়ার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করছিল না। আমরা সৈনিকরা তা পুরোপুরি উপলব্ধি করেছি এবং আসন্ন লড়াইয়ে জাতির আশার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য করেছি। লাইন অফিসার আর রাজনৈতিক অফিসাররা সৈন্যদের উৎসাহ চালিত করেছিলেন ঠিক দিকেই: লড়াইয়ের প্রশিক্ষণের মান উন্নত করা আর আগামী আক্রমণাভিযানের জন্য মনোবল বাড়িয়ে তোলার দিকে।

সেনাবাহিনীর অধিনায়ক বাতভ, গালানিন, জাদভ (৮৭) (সাধারণ সদরদপ্তর মালিনোভস্কিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় ইনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন), রুদেঙ্কো এবং অস্ত্র বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে মিলে আমি অভিযানের বিশদ বিষয়গুলি স্থির করে নিলাম।

সাধারণ সদরদপ্তরও আমাদের কর্মভার সম্পর্কে আরও খুঁটিনাটি পাঠাল।

স্থির হল, দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন সেরাফিমোভিচের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের সেতুমুখ থেকে ৩য় রুমানীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রধান আক্রমণ চালাবে। সাধারণভাবে কালাচের দিকে আক্রমণাভিযানটাকে কাজে লাগিয়ে তৃতীয় দিনে সেটি এসে যোগ দেবে স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের (তার দিকে আক্রমণ চালিয়ে) সৈন্যদের সঙ্গে, তার ডান দিকটাকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ক্রিভায়া আর চির নদী পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গিয়ে বেষ্টনীর একটা সক্রিয় বহির্বলয় গড়ে তুলবে।

স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গন সারপা হ্রদগুলির এলাকা থেকে এগিয়ে এসে ৬ষ্ঠ রুমানীয় বাহিনী কোরগুলিকে পর্যুদস্ত করবে, লড়তে লড়তে উত্তর-পশ্চিমে সোভেত্‌স্কির দিকে গিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দেবে এবং দন রণাঙ্গনের ইউনিটগুলির সহযোগিতায় বেষ্টিত শত্রুকে ধ্বংস করবে। স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গন তার আক্রমণকারী সৈন্যদের সমর্থন যোগাবে আবগানেরোভো, কোতেলনিকোভোর দিকে তার সৈন্যবলের একাংশকে দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে এবং অবরোধের বাইরের রণাঙ্গনের একটা অংশ সৃষ্টি করে।

দন রণাঙ্গন এগিয়ে আসবে ক্লেতস্কায়ার সেতুমুখ আর কাচালিন্‌স্কায়ার কাছ থেকে, জার্মান সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে এগিয়ে যাবে সাধারণভাবে ভেরতিয়াচির দিকে, এবং দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সহযোগিতায় শত্রুকে দন নদীর ছোট বাঁকে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করবে। তার পরে. স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের সৈন্যদের সঙ্গে একত্রে এগিয়ে গিয়ে স্তালিনগ্রাদের বেষ্টিত শত্রুর প্রধান সৈন্যদলকে নিশ্চিহ্ন করবে। তার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে ২১তম সেনাবাহিনীকে আমাদের কাছে ফেরৎ পাঠানো হবে।

প্রথমে পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে দক্ষিণ-পশ্চিম আর দন রণাঙ্গন আক্রমণাত্মক অবস্থান গ্রহণ করবে ৯ নভেম্বর আর স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গন ১০ নভেম্বর তারিখে। কিন্তু সৈন্যবল আর অস্ত্রশস্ত্র সমাবেশে কিছুটা গণ্ডগোল হওয়ার দরুন তারিখটা বদলে দক্ষিণ-পশ্চিম আর দন রণাঙ্গনের জন্য করা হয় ১৯ নভেম্বর, এবং স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের জন্য ২০ নভেম্বর।

পরিস্থিতি বাধ্য করছিল তাড়াতাড়ি করতে, তা হলেও সাধারণ সদরদপ্তর রণাঙ্গনের অধিনায়কদের অনুরোধে কর্ণপাত করে বিজ্ঞতার কাজই করেছিল। সৈন্যরা ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে সংগঠিতভাবে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করতে সক্ষম হয়েছিল। তৎপরতার সাফল্য এতেই অনেকাংশে পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

তৎপরতা শুরু হওয়ার মধ্যেই দন রণাঙ্গন সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে তিনটি পদাতিক ডিভিশন পেয়েছিল. সেগুলির পূর্ণ শক্তির ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ছিল; আর ১৬শ বিমান বাহিনী পেয়েছিল দ্বিতীয় একটি বোমারু কোর। পদাতিক সৈন্যদের শক্তিবৃদ্ধির দুরবস্থা দেখে আমরা অবাক হই নি, কারণ আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে তৎপরতার ভাগ্য যেখানে নির্ধারিত হবে নতুন সৈন্য দরকার মুখ্যত সেইখানেই। আর দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনকে শত্রুকে ঘিরে ফেলার কাজে প্রধান ভূমিকা পালন

করতে হবে বলে তা শুধু পদাতিক সৈন্যই নয় বিপুল পরিমাণ চলমান সৈন্যও পেয়েছিল।

স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনেরও যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি করা হল, কারণ তার দায়িত্ব ছিল প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করা, এবং দ্রুত দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের দিকে এগিয়ে গিয়ে শত্রুর সৈন্যবিন্যাসকে ঘিরে সাঁড়াশি এ'টে ধরা।

সাধারণ সদরদপ্তরের নির্দেশনার ভিত্তিতে এবং রণাঙ্গনের পরিস্থিতি যথাযথভাবে বিবেচনা করে কীভাবে তৎপরতা পরিচালনা করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এবং রণাঙ্গনের সেনাবাহিনীগুলিকে নিজ নিজ কাজের ভার দেওয়া হল। দন নদীর তীর বরাবর এবং দন ও ভলগা মধ্যবর্তী এলাকায় দীর্ঘকাল লড়াইয়ের মধ্যে স্টাফরা শত্রু আর ভূভাগ দুটোই ভালো করে লক্ষ করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল। সেনাবাহিনীগুলির কাজের ভার দেওয়া তার ফলে অনেক সহজ হয়েছিল, এবং তারাও সংগঠিত হওয়ার বেশি সময় পেয়েছিল।

একটা বিশেষ কাজের ভার দেওয়া হল ৬৫তম সেনাবাহিনীর উপরে, ডান দিকে তার নিকটবর্তী ২১শ সেনাবাহিনীর সঙ্গে একত্রে প্রধান আক্রমণে তার অংশগ্রহণ করার কথা হল। তাদের অভিন্ন লক্ষ্য ছিল রণাঙ্গনে ফাটল ধরানো, সম্মুখস্থ শত্রু ইউনিটগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা, শত্রুর পার্শ্বদেশকে বেষ্টন করে ফেলা, দন নদীর ব্যূহে তাদের পশ্চাদ্ভাগে ঢুকে পড়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভেরতিয়াচি অভিমুখে এগিয়ে যাওয়া। একটা তফাৎ অবশ্য ছিল, সেটা এই যে ২১শ সেনাবাহিনীর সামনে ছিল রুমানীয় সৈন্যরা, আর ৬৫তম সেনাবাহিনীর সামনে জার্মান সৈন্যরা। এই কথা মনে রেখে আমরা বাতভের সৈন্যদের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য যথাসাধ্য করলাম, এমন কি অন্যান্য বাহিনীকে দুর্বল করার ঝুঁকি নিয়েও।

২৪তম সেনাবাহিনীর উপরে দেওয়া হল অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজের দায়িত্ব, তাকে এগোতে হবে ভলগা ও দন মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে তার ডান পাশটাকে দন নদী ঘে'ষিয়ে, শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ফাটল ধরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ভেরতিয়াচির দিকে, ৬৫তম ও ২১শ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত শত্রু সৈন্য যাতে নদী পার হয়ে পূর্ব তীরে না আসতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমাকে বলতেই হবে, আমরা যেটুকু সহায়সামর্থ্য যোগাতে পেরেছিলাম তাতে কাজটা স্পষ্টতই ছিল অসাধ্য।

কিন্তু, আমরা নির্ভর করেছিলাম ২৪তম সেনাবাহিনীর সেই আক্রমণাত্মক তৎপরতার উপরে যাতে যথেষ্ট পরিমাণ শত্রু সৈন্য আটকে পড়বে, এবং

ঘেরাওটা যেখানে ঘটানো হবে সেই প্রধান আক্রমণের ক্ষেত্রটিতে তারা শক্তিবৃদ্ধি করতে পারবে না।

মনে হয় সাধারণ সদরদপ্তরও রণাঙ্গনকে গালানিনের সেনাবাহিনীকে এইভাবে ব্যবহার করার আদেশ দেওয়ার সময়ে এই বিষয়টি গণ্য করেছিল।

৬৬তম সেনাবাহিনী কোনো বাড়তি সমর্থনদায়ক সহায়সম্বল পায় নি বলে, তাকে শুধু তার সামনের শত্রু ইউনিটগুলিকে আটকে রাখার আদেশ দেওয়া হল। এই বাহিনী এই ধরনের কাজে অভ্যস্ত ছিল — যদিও কাজটা আদৌ সহজ নয়, আর সত্যি কথা বলতে কি, তেমন প্রশংসা কাড়ার মতোও নয়। কিন্তু যুদ্ধে এই ধরনের ব্যবস্থার আশ্রয়ও অহরহই নিতে হয়। মূল প্রচেষ্টার ক্ষেত্র বরাবর যারা এগিয়ে চলেছে তাদের চাইতে অনেক বেশি কর্মোদ্যম নিয়োজিত করতে হয় এই হতভাগ্য অধিনায়কদের, তদুপরি বিশিষ্ট কীর্তি দেখানোর কোনো সম্ভাবনাও থাকে না। পরিতাপের বিষয়, ঊর্ধ্বতন কম্যান্ড প্রায়শই এই ধরনের অবস্থাকে গণ্য করতে অপারগ হন। মনে হতে পারে, এ সবই পড়ে মনস্তত্ত্বের আওতায়, যুদ্ধবিগ্রহের নয়, কিন্তু একজন সামরিক নেতাকে হতে হবে একজন ভালো মনস্তত্ত্ববিদও, যিনি একজন সৈনিকের আবেগানুভূতি বুঝতে সক্ষম। প্রত্যেক অধিনায়ক ও তার অধীনস্থ সৈনিকদের যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলিকে যথাযথভাবে গণ্য করে তাদের কাজকর্মের ন্যায়সংগত সপ্রশংস মূল্যায়ন লোককে অনুপ্রাণিত করে এবং নিজের শক্তি সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে।

সাঁড়াশির আঁটুনি

আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতির জন্য খুবই কম সময় দেওয়া হলেও দন রণাঙ্গন পুনর্বিন্যস্ত হয়ে যাত্রারম্ভের জায়গাটি দখল করে নিতে সমর্থ হল। রণাঙ্গন আর সেনাবাহিনী উভয় পর্যায়েই স্টাফ কর্মীরা এবং বিভিন্ন ধরনের বাহিনী ও কৃত্যকের অধিনায়করা নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য দিন-রাত কাজ করেছিল।

সামরিক পরিষদের সদস্য ক. ফ. তেলেগিন (দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে বদলি হয়ে যাওয়া আ. স. জেলতভের স্থান গ্রহণ করার জন্য সদ্য নিযুক্ত) আর জেনারেল কাজাকভ, ওরিওল ও রুদেঙ্কোর সঙ্গে একত্রে আমি ৬৫তম সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে আমাদের সহায়ক কম্যান্ড পোস্টে গেলাম গোলন্দাজদের প্রস্তুতিমূলক গোলাবর্ষণ লক্ষ্য করার জন্য।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ছিল অনুকূল, কিন্তু ভোর হওয়ার আগেই বোঝা গেল যে আবহাওয়া দপ্তরের লোকেরা ভুল করেছে। চারিদিকে ঘন কুয়াশা, সে কুয়াশা শিগগিরই কেটে যাওয়ার কোনো লক্ষণ ছিল না।

ইতিমধ্যে গোলন্দাজদের প্রস্তুতিমূলক গোলাবর্ষণ শুরু হওয়ার সময়টা দ্রুত এগিয়ে আসছিল। আবহাওয়ায় পরিবর্তনের দরুন পরিকল্পনায় যে সমস্ত অদলবদল করা দরকার তা আলোচনা করে তদনুযায়ী আমরা আদেশ জারী করলাম। নির্ধারিত সময়ে কামান আর মর্টারগুলি অগ্নিবর্ষণ শুরু করল।

আমাদের ডান দিকে কামান নির্ঘোষ জানান দিল যে আমাদের নিকটবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনও তার আক্রমণাভিযান শুরু করেছে।

এইভাবে, ১৯ নভেম্বর, ১৯৪২ তারিখে শুরু হল সেই ঐতিহাসিক লড়াই, যা শেষ হয়েছিল বাছাই জার্মান বাহিনীগুলিকে বেষ্টন করার মধ্যে।

এই মুহূর্ত পর্যন্তও শত্রু তাদের সৈন্যদের পশ্চিম দিকে সরিয়ে নিয়ে

গিয়ে পরাজয়ের অপমান থেকে তাদের রেহাই দিতে পারত; কিন্তু নাৎসি জেনারেলদের অতিরিক্ত আস্থা তাদের যে দুর্ভাগ্য নির্ধারিত করে দিয়েছিল এখন তা থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোনো উপায়ই ছিল না। সোভিয়েত কম্যান্ড যোগ্যতা সহকারে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যে পরিকল্পনা তৈরি করেছিল, তা কাজে প্রয়োগ করা হল।

বিমান বাহিনীর জেনারেল স. ই. রুদেঙ্কো খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। পরিকল্পনায় যে ব্যাপক আকারে বিমান আক্রমণের ব্যবস্থা ছিল, মন্দ আবহাওয়ার দরুন তা বাতিল করা হয়েছিল। আমি তাঁকে জোড়ায়-জোড়ায় বা একটা-একটা করে তাঁর বিমান ব্যবহার করার অনুমতি দিলাম, আর এই অতর্কিত আক্রমণগুলি আমাদের পদাতিক সৈন্যদের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল। কুয়াশার মধ্যে বিমান চালানোর জন্য বৈমানিকদের বিরাট দক্ষতা আর সাহসের দরকার ছিল, কিন্তু তাঁরা তাঁদের কাজ ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছিলেন, তার ফলে ভূমিস্থিত সৈন্যরা তাঁদের যে শ্রদ্ধার চোখে দেখত সেটা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

শত্রু বিমান সেদিন দেখা দেয় নি বললেই চলে, কিন্তু আমাদের বিমানগুলি আবহাওয়া পরিস্কার হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সক্রিয়তা বাড়িয়ে তুলেছিল।

রণক্ষেত্র ছিল ঘন কুয়াশায় ঝাপসা, বীক্ষণ যন্ত্রপাতি কোনো কাজে আসছিল না, যদিও আমাদের পর্যবেক্ষণ চৌকিতে সেগুলির অভাব ছিল না। আমরা শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম বিস্ফোরণের ছটা ঘোলাটে আবরণটাকে আলোকোদ্ভাসিত করে তুলছে। কামানগুলো গর্জন করে চলছিল অবিশ্রান্তভাবে।

কিন্তু একটু পরেই গর্জনের ঢংটা বদলে গেল, বোঝা গেল গোলাবর্ষণের স্থান পরিবর্তিত হয়েছে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহের গভীরে। প্রবল এক 'হুররা' ধ্বনি মিশে গেল ট্যাঙ্ক চলার ঘর্ঘর শব্দের সঙ্গে। আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমরা দৃষ্টি বিনিময় করলাম। শত্রুর সুদৃঢ় রক্ষণ ভেদ করতে আমরা সক্ষম হব তো?

কান খাড়া করে রইলাম আমরা। শত্রুর কামান আর মর্টারের অগ্নিবর্ষণ বাড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, তাদের অগ্নিবর্ষণ চলতে লাগল ইতস্ততবিক্ষিপ্তভাবে, কিন্তু পরের মুহূর্তে অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেল গোটা রণাঙ্গন জুড়ে। বোঝা গেল, আমাদের গোলন্দাজদের গোলাবর্ষণ শত্রুর সব কটি আগ্নেয়াস্ত্রকে দমন করতে সক্ষম

হয় নি। মাঝে মাঝে কামানের গোলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল কুয়াশার মধ্য দিয়ে। আমরা অনুমান করলাম, এ নিশ্চয়ই আমাদের কামান, শত্রুর আগ্নেয়াস্ত্র স্থাপনের জায়গাগুলিকে নিস্তব্ধ করার জন্য সরাসরি গোলাবর্ষণ শুরু করেছে—এই পদ্ধতিটা ৬৫তম সেনাবাহিনীতে বহু প্রযুক্ত। রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক ভ. ই. কাজাকভ, আর ৬৫তম সেনাবাহিনীর গোলন্দাজদের প্রধান স. ই. বেসকিন ছিলেন সরাসরি গোলাবর্ষণের বিরাট সমর্থক এবং তার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন।

অচিরেই শত্রুর গোলাবর্ষণের আওয়াজ লক্ষণীয়ভাবে কমে এল আর লড়াইয়ের আওয়াজ সরে গেল দূরে।

ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে গেল, রণক্ষেত্র দেখা যেতে লাগল। ফিল্ড-গ্লাসের ভিতর দিয়ে আমি আমাদের সৈন্যদের দেখলাম ক্লেত্স্কায়া এলাকায় খাড়া চুনা-পাথরের পাহাড়গুলিতে হানা দিতে। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সংকীর্ণ শৈলশিরা আঁকড়ে ধরে সৈনিকরা অদম্যভাবে বেয়ে বেয়ে উঠছিল। অনেকে হাত ফসকে গড়িয়ে পড়ছিল, আবার উঠে আরোহণ করতে শুরু করছিল, খাড়া চড়াই বেয়ে উঠতে পরস্পরকে সাহায্য করছিল, তার পর ধেয়ে যাচ্ছিল শত্রুর অবস্থানগুলির দিকে। নাৎসিরা প্রতিরোধ করেছিল মরীয়া হয়ে, কিন্তু আমাদের পদাতিক সৈন্যরা তাদের পর্যুদস্ত করে চূড়াগুলি থেকে তাদের হটিয়ে দিল। শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহে ফাটল ধরার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করল। ৬৫তম সেনাবাহিনী তার উপরে আঘাত চালাতে চালাতে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকল — বাঁ পাশে বেশ কষ্টে আর ডান পাশে, ২১শ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সীমানায় অপেক্ষাকৃত বেশি সাফল্যের সঙ্গে।

দিনের দ্বিতীয়ার্ধে শত্রু পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে আমাদের অগ্রগতি রোধ করার চেষ্টা করল। ২১শ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, জেনারেল ই. ম. চিস্তিয়াকভ (৮৮) একটি ট্যাঙ্ক কোরকে লড়াইয়ে নামালেন, এই কোর শত্রুর প্রতিরোধ ভেদ করে এগিয়ে গিয়ে সাফল্যকে কাজে লাগাল।

৬৫তম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক প. ই. বাতভ উপস্থিতমতো তৈরি এক চলমান টাস্ক ফোর্স নিয়ে চমৎকার উদ্যোগের পরিচয় দিলেন। যত ট্যাঙ্ক জড়ো করা যায় সে সবগুলিকে জড়ো করে তিনি সেগুলির উপরে একটা পদাতিক সৈন্যাবতরণ দলকে চাপিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন শত্রুর জোরালো ঘাঁটিগুলোর পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার জন্য। শত্রুর পার্শ্বদেশে ও পশ্চাদ্ভাগে

আঘাত হেনে এই টাস্ক ফোর্স অন্য ইউনিটগুলির দ্রুত অগ্রগমন নিশ্চিত করল।

দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের অধিনায়ক একটি ট্যাঙ্ক বাহিনী ও অন্যান্য চলমান ইউনিটকে যুদ্ধে নামিয়েছিলেন, তাঁর প্রয়াসের সঙ্গে আমাদের প্রয়াস মিলিয়ে অগ্রগতির প্রধান পথে শত্রুর রণাঙ্গন ভেদ করা সম্ভব হল। আমাদের সৈন্যরা চটপট ঢুকে পড়ল সেই ফাটলের মধ্যে, দক্ষিণ দিক থেকে সামনের দিকে এগিয়ে-আসা স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের ইউনিটগুলির দিকে এগোতে থাকল।

আমাদের অগ্রগতি রোধ করার জন্য শত্রুর সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। স্তালিনগ্রাদের নিকটবর্তী স্থান থেকে তাড়াহুড়ো করে এই ফাটলের কাছে নিয়ে আসা ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত ইউনিটগুলির ছোট ছোট দল আমাদের প্রবলতর শক্তির সামনে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

অন্য দিকে, ৬৫তম ও ২১শ সেনাবাহিনীর আক্রমণে শত্রুর ইউনিটগুলি যাতে দন নদীর পূর্ব তীরে পশ্চাদপসরণ করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে ২৪শ সেনাবাহিনী যে আক্রমণাভিযান পরিকল্পনা অনুযায়ী চালিয়েছিল তা সফল হল না। এখানে নাৎসিদের সুসংগঠিত প্রতিরক্ষাব্যূহ ছিল, তারা সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করল। ২৪শ সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য যে সমস্ত শক্তিসামর্থ্য ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলি সফলভাবে অগ্রসরমান সৈন্যদের কাছে স্থানান্তরিত করা হয় নি বলে এখন আমাদের অনুতাপ হল।

২৪শ সেনাবাহিনী অবশ্য শত্রুর বেশ বড় সৈন্যবলকে আটকে রেখে সার্বিক তৎপরতায় কিছুটা সাহায্য করেছিল। ব্যর্থতার জন্য সেনাবাহিনীর অধিনায়ক গালানিনকেও পুরোপুরি দোষী করা যায় না। বিচারে তিনি কিছু ভুল করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আসল কথা হল এত শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার মতো শক্তিই ছিল না সেই বাহিনীর।

২৩ নভেম্বর তারিখে দক্ষিণ-পশ্চিম ও স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের সৈন্যরা তাদের আক্রমণকারী সৈন্যদের দুই পার্শ্বদেশে শত্রুকে পর্যুদস্ত করে সোভেত্স্কি — কালাচ এলাকায় এসে মিলিত হল, সম্পূর্ণ হল শত্রুর স্তালিনগ্রাদ সেনাদলকে বেষ্টন করার কাজ। দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান সৈন্যবল (২১শ সেনাবাহিনী বাদে, সেটিকে দন রণাঙ্গনে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল) এগোতে থাকল দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, গড়ে তুলল অবরোধের বাইরের রণাঙ্গন। বেষ্টিত শত্রুকে আটকে রেখে ধ্বংস করার জন্য তিনটি সেনাবাহিনীকে রেখে দিয়ে স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গন তার বাকি

সৈন্যবল নিয়ে এগিয়ে চলল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, বাইরের রণাঙ্গনটাকে অবরোধের জায়গা থেকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে নিয়ে চলল। স্তালিনগ্রাদ এলাকায় বেষ্টিত জার্মান ৬ষ্ঠ ও ৪র্থ প্যানজার বাহিনীর ইউনিটগুলিকে ধ্বংস করার দায়িত্বটা সাধারণ সদরদপ্তর দিয়েছিল দন ও স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের সৈন্যদের উপরে, তারা এক মুহূর্তের জন্যও আক্রমণাভিযান না থামিয়ে তা সম্পন্ন করতে প্রবৃত্ত হল।

পশ্চিম ও উত্তর দিকে বলয়টাকে আরও এঁটে ধরছিল আমাদের ২১শ, ৬৫তম, ২৪শ ও ৬৬তম সেনাবাহিনী; দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে সেটা করছিল স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের ৫৭তম, ৬৪তম ও ৬২তম সেনাবাহিনী। বোধগম্য কারণেই সাধারণ সদরদপ্তর দাবি করছিল যে শত্রু ধ্বংস করার কাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের শেষ করতে হবে, কারণ তা হলে বর্তমান স্ট্র্যাটেজিক পরিস্থিতিতে যে বিপুল সৈন্যবল দরকার সেটা ছাড়া পাবে। এই সব সৈন্যদের তখন শত্রুর আর্মি গ্রুপ 'আ'-র পশ্চাদ্ভাগে চালিত করা যাবে তাকে উত্তর ককেশাসে আটকে রাখার জন্য, অর্থাৎ, স্তালিনগ্রাদে যে কাজটা আমরা এমন কার্যকরভাবে করেছি তারই পুনরাবৃত্তি ঘটানোর জন্য। কাজটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পন্ন করার জন্য সাধ্যমতো সব কিছু করেছিলাম। সামরিক পরিষদের সদস্যরা, সমস্ত ঊর্ধ্বতন অধিনায়ক ও রাজনৈতিক অফিসার সদাসর্বদা সৈন্যদের সঙ্গে ছিলেন। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণে অংশগ্রহণও করেছিলেন, যদিও এ রকম বাহাদুরিতে পুরোপুরি উৎসাহ দেওয়া যায় না, কারণ অহেতুক জীবন হানি ছাড়াও এতে সৈন্যদের নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়তে পারত।

বেশ কয়েক দিনের তীব্র লড়াইয়ে বোঝা গেল যে বেষ্টিত শত্রুকে এক আঘাতে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য শুধু ইচ্ছাপূরণই যথেষ্টই নয়, এর জন্য দরকার হবে নতুন এক তৎপরতার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি, তাতে রণাঙ্গনগুলির মধ্যে বিশদ সমন্বয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য সবচেয়ে ভালো কাজ হত তৎপরতার নেতৃত্ব একজন লোকের হাতে ছেড়ে দেওয়া।

সময় চলে যেতে লাগল, অথচ বেষ্টিত দলটির বিরুদ্ধে আক্রমণের ফল মোটেই উৎসাহদায়ক ছিল না। দন নদী পার হয়ে ২১শ সেনাবাহিনী শত্রু সৈন্যদের নদীর পূর্ব দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল, জড়িয়ে পড়েছিল তুমুল লড়াইয়ে। ৬৫তম সেনাবাহিনী একটা শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহের সম্মুখীন হয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

২৪তম সেনাবাহিনী শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ফাটল ধরাতে পারে নি বটে, কিন্তু তার আক্রমণে শত্রু স্তালিনগ্রাদ থেকে কয়েকগুলি ডিভিশনকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হল। ৬৬তম সেনাবাহিনীর সাফল্যে তা সাহায্য করল, এই বাহিনী ভলগার তীর ধরে স্তালিনগ্রাদ অভিমুখে দক্ষিণ দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেল।

৬৫তম সেনাবাহিনীর সৈন্যরা যখন দন নদী পার হল, ২৪তম সেনাবাহিনীও তখন এগোতে সক্ষম হল। দুই সেনাবাহিনী তাদের পার্শ্বদেশকে মিলিত করে সামনের দিকটাকে নিয়ে গেল পূর্ব দিকে, কিন্তু তারা শত্রুর সুসংগঠিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চূর্ণ করতে পারল না।

অনুরূপভাবে, ৬৬তম সেনাবাহিনী, তার প্রথম দিকের সফল অগ্রগতির পর আমাদের আগেকার রক্ষণ ব্যবস্থাযুক্ত মধ্য বলয়ের সামনে থেমে গেল শত্রুর প্রতিরোধে।

আগেই বলা হয়েছে, সাধারণ সদরদপ্তরের আদেশ অনুযায়ী ২৪তম সেনাবাহিনীর দন নদীর ওপারে শত্রুর সৈন্যদলকে আক্রমণ করা ও ঘিরে ফেলার কথা ছিল। এই কৌশলটা যদি সফল হত তা হলে ফলটা হত এক ধরনের ডবল স্যান্ডউইচের মতো: একটা বেষ্টনীর ভিতরে আরেকটা বেষ্টনী। প্রধান অবরোধ ছাড়াও আমাদের বেষ্টন করতে হত শত্রুর দন গ্রুপকে, যার জন্য আমাদের প্রায় সমস্ত সৈন্যদেরই দরকার হত। ২৪শ ও ২১শ সেনাবাহিনী বাধ্য হত পূর্ব দিকে শত্রুর দন গ্রুপের সঙ্গে আর পশ্চিমে স্তালিনগ্রাদ গ্রুপের সঙ্গে যুগপৎ লড়াই করতে, সে লড়াই করতে হত সংকীর্ণ একটা করিডোরের মধ্যে। কিন্তু পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হতে পারে নি।

আমাদের সৈন্যদের অগ্রগতির ফলে বেষ্টিত শত্রু সৈন্যদলের অধিকৃত এলাকা সংকুচিত হয়ে আগেকার আয়তনের অর্ধেকের সামান্য কিছু বেশিতে এসে দাঁড়াল, নভেম্বরের শেষ দিক নাগাদ তার আয়তন ছিল ১৫০০ বর্গ কিলোমিটারেরও কম। কোনো কোনো জায়গায় শত্রুকে পিছনে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কোথাও কোথাও তারা নিজে থেকেই সরে গিয়েছিল অনুকূলতর অবস্থানে। গ্রীষ্মকালে, স্তালিনগ্রাদের জন্য লড়াই শুরু হওয়ার আগে আমরা যে রক্ষণ ব্যবস্থা নির্মাণ করেছিলাম নাৎসিরা তা খুবই কাজে লাগিয়েছিল। প্রতিরক্ষার সম্মুখভাগটা ছোট হয়ে যাওয়ার ফলে শত্রু তাদের সমরব্যূহগুলি অনেকখানি সুদৃঢ় করতে সমর্থ হয়েছিল, আর যেখানে তারা পশ্চাদপসরণ করে চলে গিয়েছিল সেখানে সব ধরনের রক্ষণ ব্যবস্থার

প্রাচুর্য তাদের দ্রুত একটা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করতে সক্ষম করে তুলেছিল। সংরক্ষিত সৈন্যবলকে বলয়ের ভিতরেই চটপট এদিকে ওদিকে নিয়ে যাওয়া এবং যে কোনো বিপন্ন স্থানে তাদের দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাকেও শত্রু কাজে লাগিয়েছিল। দীর্ঘ ও অবিরাম আক্রমণাভিযানে শোচনীয়ভাবে হীনবল আমাদের সৈন্যরা নতুন করে বিন্যস্ত হওয়ার জন্য কিছুটা বিরতি ছাড়া তাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করতে পারত না।

২৮ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ২১শ ৬৫তম সেনাবাহিনীর সৈন্যরা কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করেছিল, তারা পেস্কোভাতকা আর ভেরতিয়াচি দখল করে নিয়েছিল; কিন্তু অন্য ক্ষেত্রগুলিতে আমরা বা আমাদের নিকটবর্তী সৈন্যরা কোনো ফললাভ করতে পারে নি। অনেকগুলি ক্ষেত্র পরিদর্শন করার পর আমি বুঝতে পারলাম যে বিশেষ, গুরুতর প্রস্তুতি ছাড়া একটা আক্রমণাভিযানে সাফল্যলাভের ভরসা আমরা করতে পারি না। টেলিফোনে স্তালিনকে আমি সে কথা জানালাম। আমি এও উল্লেখ করলাম যে বেষ্টিত শত্রু সৈন্যদের ধ্বংস করার কাজটা একটি রণাঙ্গনের উপরে, সেই এলাকায় তৎপর সমস্ত সৈন্যকে তার অধীনস্থ করে স্তালিনগ্রাদ অথবা দন রণাঙ্গনের উপরে দিলেই বেশি ভালো হত।

স্তালিন কোনো নির্দিষ্ট উত্তর দিলেন না। সেই সময়ে সাধারণ সদরদপ্তরের আসল চিন্তাটা ছিল অবরোধের বাইরের রণাঙ্গন, সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে পাওয়ার মতো সমস্ত সৈন্যবল এমন কি বেষ্টিত শত্রুর সঙ্গে লড়াই-চালানো ইউনিটগুলিকেও সে দিকে চালিত করা হয়েছিল। আমাদের রণাঙ্গন থেকে নেওয়া হয়েছিল তিনটি পদাতিক ডিভিশন আর চারটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী রেজিমেণ্ট, এবং স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গন থেকে নেওয়া হয়েছিল প্রায় সমস্ত ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত ইউনিটকে। স্তালিনগ্রাদে নিরন্তর লড়াইয়ে লিপ্ত ইউনিটগুলির শক্তি এমনিতেই ছিল কম, এতে তা আরও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তা হলেও, সেই অবস্থায় সিদ্ধান্তটা ঠিকই ছিল।

ডিসেম্বরের শুরুর দিকে অবরোধের বাইরের রণাঙ্গনটা ছিল বেষ্টিত শত্রু সৈন্যের থেকে ৪০ থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে। এতে বলয়ের মধ্যে শত্রু ধ্বংস করার কাজ অনেক সহজ হয়েছিল বটে, কিন্তু কাজটা ত্বরান্বিত করার শক্তি আমাদের ছিল না।

পরিদর্শন সফরে আগত জেনারেল স্টাফ প্রধান আ. ম. ভাসিলেভস্কি আমাদের জানালেন স্তালিনের আদেশ, সেই আদেশ অনুযায়ী ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে আমরা আবার আক্রমণাভিযান শুরু করলাম। আমাদের সেই সময়ে গোলাবারুদের বড় অভাব ছিল; যা বাকি ছিল তাকেই আমরা সর্বতোভাবে কাজে লাগালাম। সৈনিকরা লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বীরত্বের সঙ্গে, কিন্তু শত্রু তখনও শক্তিশালী ছিল, অধিকার করে ছিল সুবিধাজনক, ভালো সাজসরঞ্জামযুক্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ, তাদের সহজে স্থানচ্যুত করার উপায় ছিল না।

আমাদের সমস্ত অধিনায়ক, রণাঙ্গনের অধিনায়ক থেকে প্লাটুনের অধিনায়ক পর্যন্ত সবাই ছিলেন সৈন্যদের সঙ্গে, তাঁরা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আর লড়াইয়ের কায়দা লক্ষ করেছিলেন। লড়াইয়ে সাফল্য আনার মতো যে কোনো উদ্যোগকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত ও সমর্থন করা হয়েছিল।

লক্ষ করা গিয়েছিল যে প্রত্যাশিত আঘাতের জায়গায় সংরক্ষিত সৈন্যবল নিয়ে আসার জন্য শত্রু আমাদের গোলন্দাজদের দীর্ঘ প্রস্তুতিমূলক গোলাবর্ষণের সময়টাকে কাজে লাগাচ্ছিল, তার পরে আমাদের আক্রমণাভিযানকে প্রতিহত করছিল গোলাবর্ষণ আর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে। বুদ্ধিতে শত্রুর উপরে টেক্কা মারার নানান কায়দা প্রস্তাব করা হল। শেষ পর্যন্ত, আমরা পৃথক পৃথক লক্ষ্যবস্তু পরপর দখল করার একটা পদ্ধতি বার করলাম। এর জন্য ভার দেওয়া হল কামান আর ট্যাঙ্ক দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করা সু-প্রস্তুত ইউনিটগুলিকে। তারা আঘাত হানতে লাগল হঠাৎ, গোলন্দাজের কোনো আগেকার গোলাবর্ষণ ছাড়াই, কখনও দিনের বেলায় কখনও বা রাতে। আক্রমণটা শুরু হত আক্রান্ত লক্ষ্যবস্তুটির বিরুদ্ধে যুগপৎ কামানের গোলাবর্ষণ করে। পদাতিক সৈন্যরা আর ট্যাঙ্কগুলি যেই শত্রুর অগ্রবর্তী ট্রেঞ্চগুলির মধ্যে ঢুকে পড়ত, কামানের গোলাবর্ষণ তখন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত গভীরে আর পার্শ্বদেশে। পদাতিক ইউনিটগুলি শত্রুর কামান বসানোর জায়গাগুলো আটকে রাখত, সেগুলো ধ্বংস করে ফেলত এবং সাফল্যটাকে কাজে লাগাত গভীরে ঢুকে পড়ে। অন্যান্য পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়েছিল।

আমরা সেই সময়ে শত্রুকে পুরোপুরি পর্যুদস্ত করতে না পারলেও, আমাদের সৈন্যদের আর স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের সৈন্যদের সক্রিয়তা শত্রুর সৈন্য আর অস্ত্রশস্ত্রের প্রচুর ক্ষতি করেছিল, তাদের বাধ্য করেছিল ক্ষীয়মাণ গোলাবারুদের মজুত ব্যবহার করে ফেলতে। শত্রুকে দন থেকে

ভলগার দিকে আরও ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটার পিছনে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, বলয়টার ফাঁস এ'টে বসছিল আরও শক্ত হয়ে।

তা সত্ত্বেও, মাঝের বলয়টার পরিসীমা ছিল ১৭০ কিলোমিটার, শত্রুর সৈন্যরা আর ট্যাঙ্কগুলি যাতে তা ভেঙে বেরিয়ে আসতে না পারে সেজন্য একটা মজবুত বেড়া তোলা দরকার ছিল। জায়গাটা ছিল ঢেউ-খেলানো স্তেপভূমি, খাড়া পাড়ওলা অসংখ্য খানায় ভর্তি, শত্রু সেগুলিকে ব্যবহার করছিল সদরদপ্তর আর গুদামের আবরণ হিসেবে, সংরক্ষিত সৈন্যবল একত্র করার জায়গা হিসেবে।

যে বিস্তীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়ে রস্‌সোশকা নদী বয়ে গেছে, তার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অনেকগুলি জায়গায় ছিল সমতল জমি, বিমান অবতরণের উপযুক্ত (বেষ্টিত সৈন্যরা স্বভাবতই সমস্ত সরবরাহের জন্য বিমানের উপরেই নির্ভর করেছিল)। রস্‌সোশকা নদীর তীর বরাবর অনেকগুলি গ্রামও ছিল, শত্রু সেগুলিকে পরিণত করেছিল প্রতিরোধের কেন্দ্রে। এর সঙ্গে যোগ করা যায় তুষার, সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে তা ঢেকে রেখেছিল, যুগিয়েছিল চমৎকার এক ছদ্মাবরণ।

সংক্ষেপে, এই রকম জমির উপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়াটা কঠিন কাজ ছিল। প্রধানত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রসারিত অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড় আর খাড়া পাড়ওলা খাত আমাদের সৈন্যদের চলনক্ষমতাকে ব্যাহত করেছিল। আমাদের পাওয়ার মতো আড়াল নেওয়ার জায়গা আর নির্ভরযোগ্য জল সরবরাহের অভাব পরিস্থিতিকে করে তুলেছিল আরও জটিল।

শীতকালটা ছিল নিষ্করুণ। হিমঝঞ্ঝা সহ প্রচণ্ড হাওয়া আর শূন্যাঙ্কের নিচে ৩২ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড শীত আমাদের আক্রমণাভিযানকে ব্যাহত করেছিল।

পুনর্বিন্যাস ঘটানোর সময় ছাড়া এবং জনবল আর অস্ত্রশস্ত্র দুটো দিয়েই রণাঙ্গনের শক্তিবৃদ্ধি করা ছাড়া আমাদের কাজ সম্পন্ন করা যে অসম্ভব, সে বিষয়ে সাধারণ সদরদপ্তরের কাছে আমার বারবার রিপোর্ট করার ফল হল, সাধারণ সদরদপ্তর স্থির করল দন রণাঙ্গনের শক্তিবৃদ্ধি করা হবে ২য় গার্ডস সেনাবাহিনীকে দিয়ে — এটিতে সৈন্যবল ছিল পুরোপুরি — এবং তার সঙ্গে ট্যাংক ও অন্যান্য শক্তিসামর্থ্য সহ একটি মেকানাইজড কোর দিয়ে। এটা ছিল একটা বিরাট শক্তি, এবং আমাদের কাছে, বিরাট ঘটনাও। আমাদের মনোবল তুঙ্গে উঠল। এবারে আমাদের স্থিরবিশ্বাস জন্মাল যে ফাঁদে-পড়া শত্রু সৈন্যদের তাড়াতাড়ি খতম করা যাবে। তার

ফলে স্তালিনগ্রাদে নিযুক্ত সাতটি সেনাবাহিনী ছাড়া পাবে এবং আমরাও পাব বিশাল স্তালিনগ্রাদ রেলওয়ে জংশনটি, তাতে রস্তভ ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পশ্চিম ও ভরোনেজ রণাঙ্গনের তৎপরতা অনেকখানি সহজ হয়ে উঠবে।

২য় গার্ডস সেনাবাহিনীর এসে পেঁাছনোর জন্য অপেক্ষা না করেই আমরা আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতি শুরু করলাম। আ. ম. ভাসিলেভস্কি আমাদের সঙ্গে ছিলেন দুটি রণাঙ্গনের তৎপরতার সমন্বয়সাধনের ভারপ্রাপ্ত, সাধারণ সদরদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে; তিনি তৎপরতার পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেন।

রণাঙ্গন ও সেনাবাহিনীর সমস্ত অধিনায়কত্বদায়ক ব্যক্তিকে, অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী জেনারেল আর অফিসারদের কাজের মধ্যে টেনে আনা হল। রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদের সদস্য ক. ফ. তেলেগিন, স্টাফ প্রধান ম. স. মালিনিন, অপারেশন বিভাগীয় প্রধান ই. ই. বোইকভ, গোপন সংবাদ সংগ্রহ বিভাগীয় প্রধান ই. ভ. ভিনোগ্রাদভ, রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান স. ফ. গালাদজেভ, আমার সহকারী ক. প. ত্রুবনিকভ, গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ভ. ই. কাজাকভ, ট্যাংক ও মেকানাইজড ফৌজের অধিনায়ক গ. ন. ওরিওল, ইঞ্জিনিয়ারদের প্রধান আ. ই. প্রোশলিয়াকভ (৮৯), যোগাযোগ বিভাগের প্রধান প. ইয়া. মাক্সিমেঙ্কো — সবাই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তৎপরতার মূল কথাটা ছিল দু দিক থেকে কেন্দ্রস্থলে আঘাত হেনে বেষ্টিত দলটাকে দু খণ্ডে বিভক্ত করে ফেলা, তার পরে খতম করা। দন রণাঙ্গন প্রধান আক্রমণটা চালাবে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে; স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গন দক্ষিণ-পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে আঘাত হেনে এগিয়ে যাবে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য।

অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে, আমাকে বলতেই হবে যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই তৎপরতায় এই ধারণাটাই প্রাধান্য পেয়েছিল। পরিস্থিতি ও প্রাপ্য সৈন্যবল অনুসারে কাজটা সম্পন্ন করার পদ্ধতির বদল ঘটেছিল বটে, কিন্তু বেষ্টিত দলটাকে প্রথমে দু ভাগে ভাগ করে ফেলা, তার সঙ্গে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে তার কেন্দ্রস্থলে মূল প্রচেষ্টাকে চালিত করার পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে রূপায়িত করা হয়েছিল। এই বিষয়টার উপরে আমি জোর দিচ্ছি, কারণ যুদ্ধের পরে প্রকাশিত কিছু কিছু লেখায় এই প্রশ্নটির বেঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কথা ছিল জেনারেল র. ইয়া. মালিনোভস্কির ২য়

গার্ডস সেনাবাহিনী রণাঙ্গনের কেন্দ্রে এক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আঘাত হানবে; ডান দিকে জেনারেল ই. ম. চিস্তিয়াকভের ২১শ সেনাবাহিনী তার বাঁ পাশে প্রধান সৈন্যবল কেন্দ্রীভূত করবে; বাঁ দিকে জেনারেল প. ই. বাতভের ৬৫তম সেনাবাহিনী তার প্রধান সৈন্যবল কেন্দ্রীভূত করবে ২য় গার্ডস সেনাবাহিনীর সন্নিকটস্থ ডান পাশে। এইভাবে, অগ্রগতির প্রধান পথে আমাদের হাতে ছিল কামান, ট্যাঙ্ক, স্বচালিত কামান দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করা তিনটি সেনাবাহিনী। জেনারেল স. ই. রুদেঙ্কোর ১৬শ বিমান বাহিনীকেও অগ্রগতির প্রধান পথে পুরোপুরি কাজে লাগানোর কথা ছিল।

দন রণাঙ্গনের অন্যান্য সেনাবাহিনী — জেনারেল গালানিনের ২৪শ ও জেনারেল জাদভের ৬৬তম সেনাবাহিনীর উপরে শত্রুকে তাদের ক্ষেত্রগুলিতে উত্ত্যক্ত করার কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল, যাতে তারা প্রধান আক্রমণের ধাক্কা-খাওয়া সৈন্যদের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য ইউনিটগুলিকে সরিয়ে আনতে না-পারে।

কথা ছিল স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গন আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে ৫৭তম ও ৬৪তম সেনাবাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে, আর জেনারেল চুইকভের ৬২তম সেনাবাহিনী স্তালিনগ্রাদে তার সক্রিয়তা বাড়িয়ে তুলবে শত্রু সৈন্যদের সেখানে আটকে রাখার জন্য।

কর্নেল-জেনারেল আ. ম. ভাসিলেভস্কির সক্রিয় অংশগ্রহণে রচিত এই পরিকল্পনা সাধারণ সদরদপ্তরকে ৯ ডিসেম্বর তারিখে জানানো হল এবং সেটি যথাযথভাবে অনুমোদিত হল।

২য় গার্ডস সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি যখন তাদের নির্ধারিত অবস্থানগুলি গ্রহণ করার জন্য যাচ্ছিল, জেনারেল মালিনোভস্কি তখন তাঁর স্টাফ অফিসারদের নিয়ে আমার সদরদপ্তর জাভোরিকিনোতে এসে উপস্থিত হলেন। লাল ফৌজে এটাই ছিল প্রচলিত কর্মপদ্ধতি। সৈন্যরা তাদের স্থান গ্রহণের এলাকাগুলিতে যেতে-থাকা অবস্থাতেই অধিনায়কত্ব এগিয়ে গিয়ে অকুস্থলে পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে কাজের দায়িত্ব বুঝে নিত, তৎপরতার প্রস্তুতি তাতে ত্বরান্বিত হত।

কিন্তু, মালিনোভস্কিকে সব কিছু বুঝিয়ে দিতে পারার আগেই রণাঙ্গনের ঘটনাবলী আক্রমণাভিযানটিকে আপাতত স্থগিত রাখতে বাধ্য করল আমাদের।

স্তালিনগ্রাদে বেষ্টিত সৈন্যদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে নাৎসি কম্যান্ড কোতেলনিকোভো ক্ষেত্রে বাইরে থেকে পাল্টা আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত

নিয়েছিল। আমাদের কাছে খবর আসতে লাগল যে তরমোসিনের কাছাকাছি জায়গায় শত্রুর একটা সৈন্যদল কেন্দ্রীভূতও হচ্ছে।

১২ ডিসেম্বর সকালে কোতেলনিকোভো ক্ষেত্রে লড়াই শুরু হয়ে গেল। অবরোধের বাইরের দিকে যুদ্ধরত জেনারেল ন. ই. ত্রুফানভের ৫১তম সেনাবাহিনীকে সামান্য একটু সরে যেতে শত্রু বাধ্য করল, তাতে স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের অধিনায়ক জেনারেল আ. ই. ইয়েরেমেঙ্কোর আশঙ্কা হল যে শত্রু বেষ্টনী ভেদ করে বেষ্টিত সৈন্যদের কাছে চলে যেতে পারে, তাই তিনি সাধারণ সদরদপ্তরের কাছে অনুরোধ জানালেন ফন মানস্টাইনের পাল্টা-আক্রমণকারী সৈন্যদলের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ২য় গার্ডস সেনাবাহিনীকে স্থানান্তরিত করতে।

ভাসিলেভস্কি টেলিফোনে স্তালিনের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন আমার উপস্থিতিতে। আমার হাতে রিসিভারটা তুলে দিয়ে তিনি বললেন যে প্রশ্নটা হল ২য় গার্ডস বাহিনীকে এখনই পথ বদলে স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনে পাঠানোর। স্তালিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রস্তাবটা সম্পর্কে আমার মত কী। আমি বললাম আমি এর বিরুদ্ধে। স্তালিন তার পর আবার ভাসিলেভস্কির সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন; মালিনোভস্কির সেনাবাহিনীকে স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করা দরকার বলে ভাসিলেভস্কি জোর দিতে লাগলেন, কারণ ইয়েরেমেঙ্কোর হাতে যে সৈন্যবল আছে তা দিয়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার মতো ক্ষমতা তাঁর আছে কি না সে বিষয়ে ইয়েরেমেঙ্কোই সন্দিহান। স্তালিন তার পর আমাকে বললেন যে ২য় গার্ডস বাহিনীর সাহায্য নিয়ে বেষ্টিত শত্রু সৈন্যদলকে প্রথমেই খতম করার ব্যাপারে আমার যে প্রস্তাব তা সাহসিক এবং মনোযোগের দাবি রাখে বটে, তা হলেও বর্তমান অবস্থায় তাতে ঝুঁকিটা খুবই বেশি -- ভাসিলেভস্কির এই অভিমত তিনি মেনে নিয়েছেন; সুতরাং আমাকে এখনই মালিনোভস্কির সেনাবাহিনীকে পথ বদলে কোতেলনিকোভোতে পাঠিয়ে দিতে হবে, সেই বাহিনী থাকবে ইয়েরেমেঙ্কোর অধীনে।

আমি যখন জানালাম যে মালিনোভস্কির সেনাবাহিনী ছাড়া দন রণাঙ্গন বেষ্টিত শত্রুকে ছেঁকে তুলে খতম করতে পারবে না, স্তালিন তখন সেই তৎপরতা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে রাজী হলেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন যে অতিরিক্ত জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে রণাঙ্গনের শক্তিবৃদ্ধি করা হবে। তিনি আরও বললেন যে কামান ও গোলাবারুদ সরবরাহের ব্যাপারে আমাদের

সাহায্য করার জন্য তিনি লাল ফৌজের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান, জেনারেল ন. ন. ভরোনভকে (৯০) পাঠাবেন।

তাই, আমরা আবার আমাদের আগেকার অবস্থায় ফিরে এলাম, কিন্তু আমাদের সৈন্যসংখ্যা কমে গেল অনেকখানি।

এই কথাবার্তার অল্পকাল পরেই স্তালিনগ্রাদের সমস্ত সৈন্যকে দন রণাঙ্গনের অধীনস্থ করে সাধারণ সদরদপ্তরের আদেশ এসে পেঁছিল। ব্যবস্থাটা ছিল সময়োপযোগী, আমরা তাই ৫৭তম, ৬৪তম ও ৬২তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ স্থাপনে প্রবৃত্ত হলাম। প্রকৃতপক্ষে, তাদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের যোগাযোগ ছিল। রণাঙ্গনের সদরদপ্তর উভয় রণাঙ্গনের সৈন্যবলকে একত্র করার প্রশ্নটা বিবেচনা করেছিল, এবং আমরাও এ ব্যাপারে কিছু করেছিলাম। বস্তুতপক্ষে, ভাসিলেভস্কি একবার আমার কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের অধিনায়ক ইয়েরেমেঙ্কো অভিযোগ করছিলেন যে রকোস্‌সভস্কির স্টাফ অফিসাররা তাঁর সেন্যদের মধ্যে ঢুকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে: ইয়েরেমেঙ্কো এতে খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দূরদৃষ্টির যাথার্থ্য ছিল, তাই এখন আমাদের হাতে তুলে দেওয়া সেনাবাহিনীগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল।

আমার নতুন সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য এবং তাঁদের সৈন্যদের ও তারা যে সব অবস্থান গ্রহণ করেছে তা দেখার জন্য আমি পরিদর্শন-সফরে বেরোলাম। শুরু করলাম ৫৭তম সেনাবাহিনীকে দিয়ে, সেখানে আমি গিয়ে পেঁছিলাম সামরিক পরিষদের সদস্য, জেনারেল ক. ফ. তেলেগিনের সঙ্গে।

৫৭তম সেনাবাহিনী অধিকার করে ছিল বেষ্টনকারী বলয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম বক্ররেখায় চের্ভলেনায়া নদী বরাবর ২৫ কিলোমিটারের একটা সম্মুখভাগ। তার অধিনায়ক, জেনারেল ফ. ই. তলবুখিন আমার মনে অনুকূল রেখাপাত করলেন এমন একজন লোক হিসেবে যিনি তাঁর কাজটা জানেন এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে তাঁর সৈন্যদের নেতৃত্ব দিতে পারেন। তাঁর কম্যান্ড পোস্ট অবস্থিত ছিল একটি গ্রামে, সেখানে অবস্থা ছিল মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক। তুমুল লড়াইয়ের পর জনবলের প্রচণ্ড অভাব সত্ত্বেও সেনাবাহিনীতে মেজাজটা ছিল প্রাণবন্ত, মনোবলও ছিল উচুঁতে।

তলবুখিন ঠাট্টা করে মন্তব্য করলেন যে স্তালিনগ্রাদে দুর রক্ষণ ব্যবস্থা নির্মাণের কাজে তত্ত্বাবধান করার ব্যাপারে তিনি বড্ড বেশি ভালো কাজ করে

ফেলেছিলেন। সেগুলিকে ভেদ করে লড়াই করার আশা তিনি নিজেই করতে পারেন না। সেগুলি নিঃসন্দেহে পরিপাটি কাজেরই ফল ছিল, আর শত্রু সেগুলিকে আরও মজবুত করার জন্য অনেক কিছু করেছিল। এখন তলবুখিনের হাতে পড়েছে ভয়ঙ্কর দুঃসাধ্য কাজ, তার উপরে তাঁর সৈন্যবলেরও বেশ অভাব ছিল...

আরও এগিয়ে আমরা গেলাম ৬৪তম সেনাবাহিনীতে, এটি অধিকার করে ছিল উত্তর দিকে মুখ করা বেষ্টনকারী সৈন্যদের দক্ষিণের বক্ররেখায় ৩০ কিলোমিটার বিস্তৃত একটা জায়গা। তার ডান পাশটা ছিল স্তালিনগ্রাদের দক্ষিণে ভলগা ঘেঁষে, আর বাঁ পাশটা ছিল চের্ভলেনায়া নদী ঘেঁষে। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, জেনারেল ম. স. শুমিলভ ছিলেন পুরনো, পোড়-খাওয়া সৈনিক, তাঁর ছিল প্রচুর সামরিক জ্ঞান আর সৈন্যদলের অধিনায়ক হিসেবে বাস্তব অভিজ্ঞতা। বাইরে থেকে তাঁকে দেখে মনে হত ধীর-স্থির, শান্তশিষ্ট মানুষ, কিন্তু, পরে তিনি এই পরিচয় দিয়েছিলেন যে দরকার হলে তিনি অত্যন্ত কর্মতৎপর আর দৃঢ়পণ হতে পারতেন, আর তাঁর সৈন্যরাও দেখিয়েছিল যে আত্মরক্ষা আর আক্রমণ দু' ক্ষেত্রেই তারা শত্রুর উপরে মারাত্মক আঘাত হানতে পারে। তখন তারা যেখানে এসে পৌঁছেছিল সেখানে গেড়ে বসছিল, আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে শত্রুকে ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করে চলছিল। গভীর ও সংকীর্ণ গিরিসংকট আর খাতগুলিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়ে তারা খোলা স্তেপভূমিতে ট্রেঞ্চ আর গর্ত দখল করে বসেছিল। সেনাবাহিনীর সামরিক পরিষদ ছিল সুসজ্জিত একটা পরিখার মধ্যে, তাতে ছিল কয়েকগুলি ঘর, মেঝের উপরে বিছানো কার্পেট, দেয়ালে কম্বল। রীতিমত যে ভূরিভোজনে ভাগ নেওয়ার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হল তা খাওয়ার পর আমরা স্থিরনিশ্চিত হলাম যে এখানে কিছু মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী কোয়ার্টারমাস্টার আছেন যাঁরা এই অবস্থায় সম্ভবপর শ্রেষ্ঠ বসবাসের অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম। সৈন্যদের মধ্যে সর্বত্রই টের পাওয়া যেত তাদের প্রতি একটা সযত্ন মনোভাব রয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী তুমুল লড়াই মানুষ আর সামরিক সাজসরঞ্জামের দিক দিয়ে নিশ্চয়ই কঠিন মূল্য আদায় করে নিয়েছিল, কিন্তু সংগ্রামী মনোভাবটা ছিল খুবই প্রবল আর অফিসার ও সাধারণ সৈনিক নির্বিশেষে সকলেরই নিজেদের উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।

৬২তম সেনাবাহিনীর কাছে গিয়ে পৌঁছনো যেত একটা ঘোরা-পথ ধরে, প্রথমে ভলগার পূর্ব তীর, তার পরে খাস স্তালিনগ্রাদের মধ্যে পশ্চিম

তীরে ফিরে এসে। নদীটা তখনও পুরোপুরি জমে না গেলেও, মাঝে মাঝে পরিষ্কার জলের গর্ত থাকলেও আমরা সেটা পায়ে হে'টে পার হলাম দুবোভকায়, সেখানে আমাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছিল আমাদের সেই জায়গাটায় নিয়ে যাবে বলে যেখান থেকে আমাদের আবার পার হয়ে ফিরে আসতে হবে ৬২তম সেনাবাহিনীর অধিকৃত ডান তীরে। আমাদের পথ-প্রদর্শক পার হওয়ার পদ্ধতিটা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, এবং তার নির্দেশনা অনুসরণ করে আমরা মাইন আর গোলার আঘাতে দীর্ণ বরফের অংশগুলির মোকাবিলা করার জন্য তক্তা আর দড়ি নিলাম। আমাদের দলটায় ছিলাম আমি, তেলেগিন, কয়েকজন অফিসার, পথ-প্রদর্শক আর দুজন স্যাপার। স্বভাবতই, শত্রু আমাদের তখনই দেখতে পেল এবং সারা পথ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল কামান আর মর্টারের গোলাবর্ষণ। কখনও সবেগে সামনে ছুটে গিয়ে, কখনও বা বাধা কাটানোর জন্য উল্টো দিকে দৌড়ে এসে গোলার বিস্ফোরণের ফাঁক গলে আমরা শেষ পর্যন্ত কোনো অঘটন ছাড়াই অপর তীরে এসে পে'ছিলাম; সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ভ. ই. চুইকভ, সামরিক পরিষদের সদস্য ক. আ. গুরভ এবং স্টাফ প্রধান ন. ই. ক্রিলভ (৯১)।

সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিনিময়ের পর আমরা কম্যান্ড পোস্টে সামরিক পরিষদের পরিখায় গেলাম। এখানকার অবস্থা ছিল ৬৪তম সেনাবাহিনীর কম্যান্ড পোস্টের অবস্থা থেকে একেবারে আলাদা। এখানে ছিল লড়াইয়ের অবস্থানের অনাড়ম্বর কঠোরতা।

সেনাবাহিনীর কম্যান্ড পোস্ট অবস্থিত ছিল নদীর তীরে, তার আশ্রয়স্থলগুলি তৈরি করা হয়েছিল খাড়া বালুকাময় চড়াই খু'ড়ে তার মধ্যে। পরিখার দেয়ালগুলো আর ছাতটায় তক্তা আর প্লাইউড লাগানো ছিল, কিন্তু অসংখ্য ফাটলের মধ্য দিয়ে বালি ঝরে পড়ছিল। অবশ্যই কোনো কম্বল বা কার্পেট ছিল না, সাজসজ্জা ছিল একেবারেই অনাড়ম্বর। একটা কম্যান্ড পোস্ট যখন অগ্রবর্তী লাইন থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে থাকে, তখন কার্পেটা বা গদিওলা আসবাবপত্রের কথা কেউ চিন্তাই করে না। বোমা আর মর্টার আর কামানের গোলায় মাটি কে'পে-কে'পে উঠছিল, আর ফাটলগুলো থেকে ঝরে পড়া বালি গড়িয়ে পড়ছিল আমাদের ঘাড় বেয়ে।

সেনাবাহিনী নদীতীর বরাবর ও নদী সন্নিহিত শহরের অংশের সংকীর্ণ এক ফালি জমি অধিকার করে ছিল, সেখানে ধ্বংসস্তূপ আর মাঝে মাঝে ঘরবাড়ির কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই ধ্বংসস্তূপগুলিকে

দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা হয়েছিল, ৬২তম সেনাবাহিনীর সৈনিকরা এখানেই শত্রুর উন্মত্ত আক্রমণকে প্রতিহত করেছিল। শত্রু তিন জায়গায় ভলগা নদীতে এসে পৌঁছতে সমর্থ হলেও এবং ৬২তম সেনাবাহিনীকে ভাগ করে ফেলতে সক্ষম হলেও গোটা শহর তারা নিয়ে নিতে পারে নি, এবং আমাদের এসে পৌঁছবার মধ্যে তারা আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছিল। লড়াই চলছিল এ কথা সত্যি, কিন্তু তা ছিল বিচ্ছিন্ন কিছু লক্ষ্যবস্তু দখল করার জন্য, সেগুলি দরকার ছিল অবস্থান সুদৃঢ় করা অথবা সন্ধানী-পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে।

শহরে লড়াইটা ছিল একটা অনন্যসাধারণ ব্যাপার, সৈনিক আর অধিনায়ক উভয়ের পক্ষেই তার জন্য দরকার হয়েছিল সাহস, সহ্যশক্তি, উদ্যম আর উদ্যোগ, এবং সর্বোপরি, দৃঢ় সাথিত্বের মনোভাব, আত্মবিসর্জনের মনোভাব। 'দরকার হলে মরো, কিন্তু তোমার সাথীকে উদ্ধার করো', সুভোরভের এই নির্দেশ এখানে ছিল আইন। এই বীর সেনাবাহিনীর সৈন্যরা সোভিয়েত সৈনিকের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর পরিচয় দিয়েছিল। এরই কল্যাণে, আর কিছুর জন্য নয়, তারা ভলগা নদী বরাবর সংকীর্ণ এক ফালি জমি আগলে রাখতে পেরেছিল চূড়ান্ত মুহূর্তটি পর্যন্ত, সেই মুহূর্তটি এসেছিল এখন। সমস্ত কষ্ট সত্ত্বেও সৈন্যদের মনোবল ছিল উঁচুতে। সবাই সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল চূড়ান্ত লড়াই শুরু হওয়ার জন্য এবং তার জন্য তারা প্রস্তুতও ছিল।

জেনারেল ভাসিলি চুইকভের সঙ্গে এটাই ছিল আমার প্রথম সাক্ষাৎ, এবং প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমার মধ্যে গভীরতম শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিলেন। আমার যৌবনকাল থেকে আমি সর্বদাই ন্যায়পরায়ণ, সাহসী, দৃঢ়সংকল্প আর অকপট লোকেদের শ্রদ্ধা করেছি। চুইকভ সম্পর্কে এটাই হয়েছিল আমার প্রথম ধারণা। তিনি কিছুটা রূঢ় ছিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধে, বিশেষ করে তাঁকে যে অবস্থা সহ্য করতে হয়েছিল সেই অবস্থায় হয়তো এটাই ছিল স্বাভাবিক। শত্রুর প্রচণ্ডতম আক্রমণ সহ্য করে এই একফালি জমি আগলে রাখার জন্য তাঁর মতো লোকেরই দরকার ছিল। অধিনায়কের সাহস আর আত্মত্যাগ তাঁর অধীনস্থ সৈনিকদের কাছে ছিল একটা জীবন্ত উদাহরণ, আর সেনাবাহিনীর যে সমস্ত সৈন্য শহরকে রক্ষা করছিল তাদের সকলের অদম্য দৃঢ়তায় তা অনেক দিক দিয়েই সহায়ক হয়েছিল।

আমার মনে তিনি গভীর রেখাপাত করলেন, আর যে দিন আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই দিনটি থেকেই আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম।

স্তালিনগ্রাদে পেঁছিবার জন্য যে পথ ব্যবহার করেছিলাম সেই পথেই আমরা ফিরে এলাম। ভলগার ডান তীরে, রণাঙ্গনে কম্যান্ড পোস্টে যাওয়ার পথে আমরা দেখা করে এলাম আ. স. জাদভের ৬৬তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে। ক্রমাগত আক্রমণাত্মক তৎপরতায় অনেক সৈন্যের প্রাণ দিতে হয়েছিল। ইউনিটগুলিতে শক্তিস্বল্পতা ছিল ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত, বিশেষত পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে। প্রচণ্ড লড়াই ছিল সমাসন্ন, তাই অন্তত নতুন লোকবল দিয়ে কিছুটা স্থানপূরণের জন্য জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল।

শহরের দিকে সরে যাওয়ার আগে শত্রু যে জায়গাটা দখলে রেখেছিল আমরা তা পরিদর্শন করলাম, এবং নিজেদের চোখেই দেখতে পেলাম তাদের অবস্থানগুলি কত শক্তিশালী। প্রতিরক্ষাব্যূহের সামনের এক বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল ক্ষতিগ্রস্ত ও দগ্ধ ট্যাংক: জার্মানরা যখন ভলগার কাছে এগিয়ে আসছিল সেই সময়ে আমাদের সৈন্যদের তাড়াহুড়ো করে স্থির করা, এলোমেলো যে পাল্টা আক্রমণে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল তার শোচনীয় ফল। না, এ রকম আক্রমণ আমরা আর করব না। আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতি আমরা করব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

স্তালিনগ্রাদে চূড়ান্ত লড়াই

২য় গার্ডস সেনাবাহিনীকে স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করায়, তৎপরতার পরিকল্পনায় আমাদের বেশ কিছু অদলবদল করতে হল। লক্ষ্যটা তখনও ছিল শত্রুর সৈন্যদলকে আধাআধি চিরে ফেলা। এখন শুধু তা অর্জন করতে হবে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে একটি প্রধান ধাক্কায়, দুটি ধাক্কায় নয়।

পরিকল্পনাটির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হল ন. ন. ভরোনভের সক্রিয় অংশগ্রহণে; তিনি জাভোরিকিনোতে এসেছিলেন ১৯ ডিসেম্বর তারিখে। ২৭ ডিসেম্বর পরিকল্পনাটি সাধারণ সদরদপ্তরে পেশ করা হল।

দন রণাঙ্গনকে শত্রু সৈন্যের বাইশটি ডিভিশনকে ছেঁকে তুলে শেষ করতে হত, ডিসেম্বর মাসের শেষদিক নাগাদ এই ডিভিশনগুলির সংখ্যাগত শক্তি ছিল প্রায় ২,৫০,০০০। প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহ আগলে রেখেছিল পনেরটি পদাতিক ডিভিশন, তিনটি মোটরবাহিত ও একটি প্যানজার ডিভিশন। দুটি প্যানজার ও একটি অশ্বারোহী ডিভিশন ছিল সংরক্ষিত অবস্থায়। শত্রুর নানা ধরনের পৃথক পৃথক ১৪৯টি ইউনিটও ছিল, সেগুলি ব্যবহৃত হত প্রধান ব্যূহ আগলে-রাখা পদাতিক ডিভিশনগুলির ফাঁক ভরাট করার জন্য আর সংরক্ষিত ইউনিটগুলির শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য।

সংরক্ষিত সৈন্যবলকে এমনভাবে রাখা হয়েছিল যাতে অবরোধের জায়গাটার ভিতরে দ্বিতীয় একটি বলয় তৈরি হয়; প্রতিরক্ষার গভীরতা এইভাবে বাড়ানো হয়েছিল এবং যে কোনো দিকে কৌশলগত গতিবিধি আর পাল্টা আক্রমণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হয়েছিল। গোটা ডিসেম্বর মাস ধরে নাৎসিরা তাদের অবস্থানগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নি। প্রধান ও মধ্যবর্তী প্রতিরক্ষাব্যূহগুলিতে তারা জোরালো ঘাঁটি আর

প্রতিরোধের একটা ব্যবস্থা তৈরি করেছিল। পশ্চিম ক্ষেত্রে, আগে যেটা আমাদের মাঝখানের প্রতিরক্ষা বলয় ছিল, সেই রস্‌সোশকা নদীর বাঁ তীর বরাবর এবং চের্ভলেনায়ার ডান তীরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের রক্ষণ ব্যবস্থাগুলিকে তারা কাজে লাগাচ্ছিল। এখানে তারা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করেছিল একটা ধারাবাহিক রক্ষণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে।

বলয়টির পূর্ব ক্ষেত্রে, আগে যেখানে আমাদের ভিতরকার প্রতিরক্ষা বলয় ছিল, সেখানেও শত্রু সেই ব্যবস্থা গভীরে দশ কিলোমিটার পর্যন্ত, খাস শহর পর্যন্ত প্রসারিত করেছিল।

যে সব ক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক আক্রমণের বিপদ দেখা দিতে পারে সেখানকার প্রতিরোধকেন্দ্রগুলিতে যাওয়ার পথে তারা ব্যাপকভাবে মাইন পেতে রেখেছিল, প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছিল রেলওয়ের বাঁধ, ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাঙ্ক, রেলগাড়ি আর ইঞ্জিনগুলোকে।

অতএব, যথেষ্ট সৈন্যবল ছাড়াও বেষ্টিত শত্রুর দখলে ছিল সুব্যবস্থাযুক্ত সুদৃঢ় সব অবস্থান, যেগুলি প্রসারিত ছিল অনেক গভীর পর্যন্ত।

এ থেকে এই সিদ্ধান্ত টানাই স্বাভাবিক যে এই অবস্থায় শত্রু স্তালিনগ্রাদে বেষ্টিত সৈন্যদলটির প্রতিরোধ বজায় রাখার জন্য সাধ্যমতো সব কিছুই করবে, এইভাবে আমাদের বিরাট সৈন্যবলকে আটকে রাখবে এবং স্তালিনগ্রাদ ও রস্তভ ক্ষেত্রে আমাদের সফল আক্রমণাভিযানে তার সম্মুখভাগে যে প্রচণ্ড ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল সেটা জোড়া লাগাবার সময় পাবে।

এ অবশ্য অতীতের ঘটনা, কিন্তু আমি এখনও মনে করি যে সাধারণ সদরদপ্তর গোড়ায় যেমন চেয়েছিল সেইভাবে ২য় গার্ডস বাহিনীকে ব্যবহার করাই অনেক বেশি বিজ্ঞজনোচিত হত, অর্থাৎ বেষ্টিত সৈন্যদলকে তাড়াতাড়ি সাফ করে ফেললেই ভালো হত। এই সাহসিক পরিকল্পনায় পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ দিকে তৎপরতার প্রচণ্ড সম্ভাবনা ছিল। কথায় যেমন বলে, কষ্ট করলে কেষ্টও মিলত।

অবশ্য, কেউ কেউ বলতে পারেন যে আজ যখন সব কিছুই এত স্পষ্ট, তখন আরামকেদারায় শুয়ে লড়াই করাটা সহজ। এর জবাবে আমি বলতে পারি যে এমন কি সেই সময়েও আমি ২য় গার্ডস বাহিনীকে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলাম মুখ্যত বেষ্টিত সৈন্যদলকে পরাস্ত করার জন্য, এবং প্রস্তাব করেছিলাম যে শত্রু সৈন্য যদি সেই অবরোধের দিকে চলে আসে তা হলে গোটা ২১তম সেনাবাহিনীকেই ঘুরিয়ে তাদের মুখোমুখি করা যেত।

সাধারণ সদরদপ্তর বেছে নিয়েছিল অন্য বিকল্পটি, তাতে অদৃষ্টপূর্ব কোনো জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য নিশ্চিতি ছিল।

সেই অবরোধের ভিতরে নাৎসিদের এমন কতকগুলি ভালো বিমানক্ষেত্র ছিল, যেগুলিতে একসঙ্গে অনেক বিমান ওঠা-নামা করতে পারত। বেষ্টিত সৈন্যদের কাছে বিমানে খাদ্য আর গোলাবারুদ সরবরাহ বন্ধ করা দরকার ছিল। অবরোধ সংগঠিত করার ভার দেওয়া হয়েছিল দন রণাঙ্গনে প্রেরিত বিমান বাহিনীর জেনারেল নভিকভ (৯২) আর গলোভানভের (৯৩) উপরে, তাঁরা সে কাজটা ভালোভাবেই সম্পন্ন করেছিলেন।

সাধারণ সদরদপ্তর আমাদের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল পদাতিক ও ট্যাঙ্ক সৈন্যের ব্যাপারে কোনো শক্তিবৃদ্ধির ভরসা আমরা যেন না করি। তার ফলে, তৎপরতার জন্য দায়ী আমরা সকলেই, বিশেষ করে রণাঙ্গনের অধিনায়ক, বাধ্য হলাম আমাদের সমস্ত শক্তিকে সর্বাধিক মাত্রায় সদ্ব্যবহার করতে।

রণাঙ্গনের স্টাফ এবং অস্ত্রশস্ত্র ও কৃত্যক বিভাগীয় অধিনায়কদের প্রচণ্ড কাজের কল্যাণে, তথা সাধারণ সদরদপ্তরের প্রতিনিধি ভরোনভ, নভিকভ আর গলোভানভের বিরাট সাহায্যের ফলে তৎপরতার প্রস্তুতি আমরা শেষ করলাম সময়মতোই।

আক্রমণাভিযান শুরু হওয়ার আগে সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে রণাঙ্গন পেয়েছিল ২০,০০০ জন বদলি সৈন্যকে; কিন্তু রণক্ষেত্রের সাতটি সেনাবাহিনীর পক্ষে তা সমুদ্রে বারিবিন্দুর চাইতে বেশি ছিল না।

সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগের কর্মসংখ্যা কমিয়ে, হাসপাতাল আর মেডিকাল ব্যাটেলিয়নগুলিতে তন্ন তন্ন করে খোঁজ চালিয়ে, অস্ত্র বহনক্ষম প্রত্যেককে সৈন্যের পংক্তিতে নিয়ে আমরা আরও ১০,০০০ জনকে জড়ো করলাম। ভরোনভের পীড়াপীড়িতে সাধারণ সদরদপ্তর এর সঙ্গে জুড়ে দিল একটি আক্রমণকারী গোলন্দাজ ডিভিশন, দুটি ভারী গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট, একটি ভারী গোলন্দাজ ব্যাটেলিয়ন, পাঁচটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট, একটি বিমানবিধ্বংসী গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট, দুটি রকেট-উৎক্ষেপক ডিভিশন এবং তিনটি গার্ডস ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট। আমাদের নির্ভর করার মতো এই ছিল যথাসর্বস্ব। বাকি সব কিছুর জন্য আমাদের নির্ভর করতে হল আমাদের হাতের শক্তিসামর্থ্যের উপরে। আসল কথাটা ছিল পরিস্থিতি অনুযায়ী সেগুলিকে যথাযোগ্যভাবে কাজে লাগানো।

প্রধান প্রচেষ্টার জন্য নিয়োজিত করা হল তিনটি সেনাবাহিনীকে: কেন্দ্রস্থলে একটা সংকীর্ণ জায়গায় সবরকমের ক্ষমতাসম্পন্ন কামান আর মর্টার, রকেট উৎক্ষেপক, ট্যাঙ্ক আর ইঞ্জিনিয়ার ইউনিট দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করা ৬৫তম সেনাবাহিনী; ডান দিকে ২১শ সেনাবাহিনী; বাঁ দিকে ২৪তম সেনাবাহিনী, দুটোরই কামান ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি-করা, যদিও কিছুটা কম মাত্রায়।

১৬শ বিমান বাহিনীকে নিয়োজিত করা হল প্রধান প্রচেষ্টায়।

অন্য সেনাবাহিনীগুলি — ৫৭তম, ৬৪তম, ৬২তম ও ৬৬তম সেনাবাহিনী — তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে আক্রমণ করবে সীমাবদ্ধ লক্ষ্য নিয়ে, লক্ষ্যটা হল যত বেশি সম্ভব শত্রু সৈন্যকে আটকে রাখা এবং কৌশলগত চলাফেরার সুযোগ না দেওয়া। এই সেনাবাহিনীগুলিকে নির্ভর করতে হবে পুরোপুরি নিজেদের সহায়সম্বলের উপরে।

আক্রমণাভিযান শুরু করার জন্য মস্কো আমাদের তাড়া দিয়ে চলছিল, কিন্তু সাধারণ সদরদপ্তরের প্রতিনিধিরা সেখানে থাকায় এবং নিজেদের চোখে পরিস্থিতি দেখতে পাওয়ায় আমাদের সৈন্যদের যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুত করার মতো অবসর পেতে আমরা সমর্থ হলাম। তা দরকার হয়েছিল কামান এবং শক্তিবৃদ্ধির অন্যান্য উপায় আর গোলাবারুদও এসে পেঁছতে দেরী হওয়ার দরুন। সব কিছু, বিশেষ করে কামান আর গোলাবারুদ, রণাঙ্গনে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ভরোনভ, তিনি লাল ফৌজের সাজসরঞ্জাম ও চলাচল বিভাগের প্রধান, জেনারেল আ. ভ. খুলিয়ভের (৯৪) সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছিলেন।

গোটা রণাঙ্গনের অধিনায়কত্ব আক্রমণাভিযানের জন্য সৈন্যদের প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত ছিল। রণাঙ্গন ও সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক কর্মিবৃন্দ এবং পার্টি ও কমসোমল সংগঠন ভালো কাজ করেছিল। তাদের প্রচেষ্টা সৈন্যদের মনোবল উঁচুতে রাখতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। অফিসার আর সৈনিকরা আক্রমণাভিযান চালানোর জন্য সংকেতের অপেক্ষা করছিল অধৈর্যভাবে।

একবার, ৬৫তম সেনাবহিনী পরিদর্শন করার সময়ে, এক কাপ চা পান করতে করতে জেনারেল পাভেল বাতভকে ডিসেম্বর মাসের প্রচণ্ড যুদ্ধের সময়ে টেলিফোনে আমাদের যে কথাবার্তা হয়েছিল সেই কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, সেই সময়ে আমাদের বারবার উত্যক্ত করা হচ্ছিল বেষ্টিত শত্রুকে শেষ করে দেওয়ার দাবি তুলে, যদিও তা করার মতো সামর্থ্য ও

সৈন্যবল আমাদের আদৌ ছিল না। আমি বাতভকে টেলিফোন করে জানতে চেয়েছিলাম আক্রমণাভিযান কেমন এগোচ্ছে।

'আমরা এগোচ্ছি,' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন।

'কীভাবে?'

'চার হাত-পায়ে।'

'কতদূর যেতে পেরেছেন?'

'কাজাচি পাহাড়ের আধা-পথ।'

খবরটা নৈরাশ্যজনক হলেও, সেনাবাহিনীর অধিনায়কের তির্যক ব্যঙ্গ আমার মনে ঘা দিয়েছিল। আমি কল্পনা করতে পেরেছিলাম পরিস্থিতির দরুন তিনি যদি এই ভঙ্গিতে খবর জানাতে বাধ্য হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁর মনোভাবটা কী রকম ছিল। তাই আমি তাঁকে বলেছিলাম যে তাঁর সৈন্যরা যেহেতু চার হাত-পায়ে এগোতে বাধ্য হচ্ছে, যেহেতু তারা মাত্র অর্ধেক পথ উঠেছে, সেইজন্য তারা আক্রমণাভিযান থামিয়ে দিতে পারে, যাত্রারম্ভস্থলে ফিরে এসে আত্মরক্ষাত্মক অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখার জন্য লড়াই চালাতে চালাতে সন্ধানী-পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত হয়।

আমি জানতাম এই ধরনের উদ্যোগের জন্য আমি বেশ ঝামেলায় পড়ে যেতে পারি। তাই এই রকম ক্ষেত্রে সরাসরি স্তালিনের কাছে আবেদন করাই আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। সাধারণত তিনি রণাঙ্গনের অধিনায়কের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করতেন, অধিনায়ক যদি তাঁর কাজের সপক্ষে ঠিক মতো যুক্তি দিয়ে নিজের বক্তব্য প্রমাণ করতে পারতেন। এবারেও স্তালিন আমার কথা মন দিয়ে শুনেছিলেন, কিছুক্ষণের জন্য চটে উঠেছিলেন, তার পরে আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য জনবল, অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ সাশ্রয় করতে তা আমাদের সাহায্য করেছিল।

বাতভকে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি এই প্রত্যয় ব্যক্ত করলাম যে এবারে এত কামান আর অন্যান্য উপায় দিয়ে তাঁর সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা হয়েছে যে তাকে আর 'চার হাত-পায়ে' এগোতে হবে না, আর 'আধা-পথের' বেশি যেতে পারবে। বাতভ আমার সঙ্গে একমত হলেন। অগ্রগতির প্রধান পথে প্রথম আঘাত হানার কঠিন কাজটা করার দায়িত্ব ছিল তাঁর সেনাবাহিনীরই।

তৎপরতায় গোলন্দাজ বাহিনীর একটা বড় ভূমিকা পালন করার কথা ছিল, তাই পদাতিক ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর সঙ্গে তার সমন্বয় ও কাজকর্ম সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হল। এই সমস্ত বিষয়

দেখাশোনা করেছিলেন প্রধানত রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ভ. ই. কাজাকভ ও তাঁর স্টাফ। তাঁরা কাজ জানতেন, অভিজ্ঞতাও ছিল তাঁদের, তাই আমার কোনো সন্দেহ ছিল না যে গোলন্দাজ বাহিনীকে যতখানি সম্ভব ভালোভাবেই কাজে লাগানো হবে এবং তারাও তাদের যথাসাধ্য করবে।

৩১ ডিসেম্বর তারিখে, লড়াইয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমরা স্থির করলাম নববর্ষ উদ্‌যাপন করব। সদরদপ্তরে যাঁরা এসে সমবেত হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদের সদস্যরা, মস্কোর প্রতিনিধিরা — ভাসিলেভস্কি, নভিকভ ও গলোভানভ, এবং লেখিকা ভান্দা ভাসিলেভস্কায়া ও লেখক আলেক্সান্দর কর্নেইচুক। নভিকভের অনুরোধে একটি পরিবহণ বিমান আমাদের জন্য একটা ফার-গাছ নিয়ে এল, সেটিকে আমরা যথাসম্ভব সুন্দর করে সাজালাম। অনুষ্ঠানটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রচণ্ডভাবে সফল।

নববর্ষকে আমরা স্বাগত জানালাম বন্ধুত্বপূর্ণ, সাথিত্বের পরিবেশে। প্রকাশ করা হল অনেক শুভেচ্ছা এবং সমস্ত কথাবার্তার মধ্যেই ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভে দৃঢ় বিশ্বাসের ভাব।

স্বভাবতই, আমাদের পরিবার-পরিজনের কথাও আমরা বললাম। আমার পরিবার ইতিমধ্যেই মস্কোয়। আমার স্ত্রী সেখানে সোভিয়েত নারীদের ফাশিস্তবিরোধী কমিটির কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছিলেন, আর আমার মেয়ে যোগ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় পার্টিজান সদরদপ্তরের সংগঠিত বার্তাবহ স্কাউটদের জন্য একটি স্কুলে।

কথাবার্তা প্রসঙ্গে কেউ একজন মন্তব্য করলেন যে ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে পরাজয়ের সম্মুখীন শত্রুকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দিয়ে একটা চরমপত্র দেওয়া হয়েছিল।

সে রাতে কথাটাকে কেউ তেমন গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করে নি, কিন্তু পরের দিন আমার মাথায় এল যে এই প্রাচীন বীরব্রতীসুলভ প্রথাটা আমরা ব্যবহার করে দেখতে পারি, এই মর্মে সাধারণ সদরদপ্তরের কাছে প্রস্তাবটা রাখলে হয়তো মন্দ হবে না। আমার মনে হয় জেনারেল স্টাফের প্রধানের প্রতিনিধি হিসেবে যিনি কাজ করছিলেন সেই জেনারেল আন্তনভের (৯৫) সঙ্গেই আমি টেলিফোনে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তিনি বললেন যে নেতৃত্বের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে আমাকে তার ফল জানাবেন; তিনি পরামর্শ দিলেন যে চরমপত্রের একটা খসড়া বয়ান আমি তৈরি করেও রাখতে পারি।

আস্তনভের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হল তা আমি ভরোনভ, নভিকভ, গলোভানভ, মালিনিন, গালাদজেভ ও অন্য জেনারেলদের জানালাম। প্রত্যেকেই খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ভরোনভও মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। একটা নজির নিয়ে কাজ করার মতো কিছু আমাদের হাতে ছিল না, তাই দুর্গ আর নগর অবরোধের ইতিহাস থেকে যা আমরা জানতাম তাই স্মরণ করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

সবাই মিলে আমরা চরমপত্রটির বয়ান তৈরি করলাম। কিছুক্ষণ পরেই, সাধারণ সদরদপ্তর থেকে টেলিফোনে আমাদের খবর দেওয়া হল যে স্তালিন মনে করছেন চিন্তাটা বেশ ভালোই, আমরা যেন এখনই আমাদের খসড়াটা পেশ করি।

বয়ানটি ছোটখাট কিছু সংশোধন সহ অনুমোদিত হল। আমাদের নির্দেশ দেওয়া হল, আক্রমণাভিযানের দু-একদিন আগে জার্মান ৬ষ্ঠ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, কর্নেল-জেনারেল ফন পাউলুস অথবা তাঁর প্রতিনিধির হাতে চরমপত্রটি দিতে হবে।

চরমপত্রটির কথা সকলেরই জানা। তাতে বলা হয়েছিল যে জার্মান ৬ষ্ঠ সেনাবাহিনী, ৪র্থ প্যানজার বাহিনী ও তাদের সঙ্গে যুক্ত শক্তিবৃদ্ধিকারী ইউনিটগুলি ২৩ নভেম্বর, ১৯৪২ থেকে আমাদের সৈন্যদের হাতে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত। বেষ্টিত সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য জার্মান কম্যাণ্ডের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। উদ্ধার করার জন্য যে ইউনিটগুলিকে পাঠানো হয়েছিল, লাল ফৌজ তাদের পরাস্ত করেছে এবং তাদের অবশিষ্টাংশ পশ্চাদপসরণ করছে রস্তভের দিকে। যে সমস্ত জার্মান পরিবহণ বিমান অবরুদ্ধ অনাহারক্লিষ্ট সৈন্যদের জন্য খাদ্য, গোলাবারুদ আর জ্বালানি নিয়ে আসছিল সোভিয়েত বিমান বাহিনীর হাতে তাদের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে বিমান আর চালক-কর্মী দু-দিক দিয়েই। অবরুদ্ধ সৈন্যদের বিমানে করে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল তা কমে আসছে এবং তাদের অবস্থা সঙ্গীন। অনাহার, রোগ আর ঠাণ্ডায় তারা কষ্টভোগ করছে। নিদারুণ রুশ শীত সবে শুরু হচ্ছে মাত্র, প্রচাণ্ড শীত, ঠাণ্ডা হাওয়া আর হিমঝঞ্ঝা এর পরেই আসবে, অথচ জার্মান সৈনিকদের শীতের পোশাক নেই, তারা রয়েছে কষ্টকর, অস্বাস্থ্যকর অবস্থায়।

চরমপত্রে তার পরে বলা হয়েছিল, 'অধিনায়ক হিসেবে আপনি, এবং বেষ্টিত সৈন্যদের সমস্ত অফিসারই পুরোপুরি উপলব্ধি করছেন যে বেষ্টনীর

বলয়টা ভাঙার বাস্তব কোনো সম্ভাবনাই আপনাদের নেই। আপনাদের অবস্থা ভরসাহীন, আরও প্রতিরোধ করে কোনো উদ্দেশ্যই পূর্ণ হবে না।

'আপনাদের অবস্থা আশা-ভরসাহীন বলে, এবং অর্থহীন রক্তপাত এড়ানোর জন্য আমরা আপনাকে আত্মসমর্পণের নিম্নলিখিত শর্ত দিচ্ছি:

'১। আপনার ও আপনার স্টাফের নেতৃত্বাধীন সমস্ত বেষ্টিত জার্মানি সৈন্য প্রতিরোধ বন্ধ করুক।

'২। আপনাকে আপনাদের সমস্ত লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র, সমস্ত সামরিক সাজসরঞ্জাম ও সমস্ত সামরিক সম্পত্তি কাজ করার মতো অবস্থায় আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে সংগঠিতভাবে।

'যারা প্রতিরোধ বন্ধ করবে এমন সমস্ত অফিসার, নন কমিশন্ড অফিসার আর সাধারণ সৈনিকদের আমরা তাদের জীবন, নিরাপত্তা এবং যুদ্ধশেষের পর জার্মানিতে অথবা অন্য যে কোনো দেশে যাওয়ার ইচ্ছা তারা প্রকাশ করবে সেই দেশে ফেরৎ পাঠাবার নিশ্চিতি দিচ্ছি।

'আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদলের সমস্ত লোকজন তাদের উর্দি, পদমর্যাদাসূচক ব্যাজ আর পদক, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ও মূল্যবান জিনিস, এবং ঊর্ধ্বতন অফিসারদের ক্ষেত্রে তরোয়াল বা অন্য কোনো কোমরে-ঝোলানো অস্ত্র রেখে দিতে পারবে।

'আত্মসমর্পণকারী সমস্ত অফিসার, নন কমিশন্ড অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক রেশন দেওয়া হবে।

'সমস্ত আহত, অসুস্থ ও তুষার-পীড়িত ব্যক্তি অবিলম্বে চিকিৎসাগত সাহায্য পাবে।'

জবাবটা কীভাবে দিতে হবে তারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

চরমপত্র শেষ হয়েছিল এই হুঁশিয়ারি দিয়ে যে শর্তগুলি যদি মেনে না-নেওয়া হয়, তা হলে লাল ফৌজ বেষ্টিত জার্মান সৈন্যদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার দিকে যেতে বাধ্য হবে এবং তার দায়িত্ব বর্তাবে জার্মান কম্যান্ডের উপরে।

চরমপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন লাল ফৌজের সর্বোচ্চ অধিনায়কত্বের সদরদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে গোলন্দাজ বাহিনীর কর্নেল-জেনারেল ভরোনভ, এবং দন রণাঙ্গনের অধিনায়ক হিসেবে আমি।

সাধারণ সদরদপ্তরের সঙ্গে কিছু অপ্রীতিকর আলোচনার পর আক্রমণাভিযানের নির্ধারিত সময়, আমাদের অনুরোধমতো পিছিয়ে দেওয়া হল ৬ জানুয়ারি থেকে ১০ জানুয়ারিতে। এমন কি সেই তারিখের মধ্যে

তৈরি হতে হলেও সৈন্যদের প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চালানো দরকার ছিল। প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করার জন্য ইউনিটগুলির অধিনায়করা শক্তি কেন্দ্রীকরণের এলাকায় যান এবং তাদের ইউনিটগুলি পুনর্বিন্যস্ত হয়ে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করার আগে সেইখানেই তাদের দায়িত্ব বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে, আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হতে আরও কয়েকদিন লেগে যেত, কিন্তু সাধারণ সদরদপ্তরকে তাতে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। আমরাও ভালোভাবেই বুঝেছিলাম যা প্রতিটি ঘণ্টাই মূল্যবান। এর মধ্যে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ দিকে সামগ্রিক পরিস্থিতি লাল ফৌজের পক্ষে খুবই অনুকূল হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ রণাঙ্গন, এবং ট্রান্স-ককেশীয় রণাঙ্গনের উত্তর সেনাবাহিনী গ্রুপ শত্রুর উত্তর-ককেশীয় গ্রুপের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল দনবাসের পূর্ব অংশে। শত্রুর যে সৈন্যদল উচ্চতর দন দখল করে রেখেছিল তার বিরুদ্ধে সাধারণ একটা আক্রমণাভিযানে ভরোনেজ রণাঙ্গনের যোগ দেওয়ার কথা ছিল।

এই বড় ধরনের স্ট্রাটেজিক তৎপরতার সাফল্যকে কাজে লাগাবার জন্য সাধারণ সদরদপ্তরের দরকার ছিল সংরক্ষিত সৈন্যবল, তারা যত তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছবে ততই বেশি সুফল আশা করা যায়। এই সব কথা মনে রেখে, বেষ্টিত শত্রুকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরাস্ত করার জন্য আমরা কাজ করেছিলাম। এ কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন জেনারেল থেকে শুরু করে নিচুতলার সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত সবাই।

আক্রমণাভিযানের আগে আমরা প্রচারপত্র ছড়ালাম এবং শত্রু সৈন্যদের কাছে রেডিও-প্রচার চালিয়েছিলাম। রণাঙ্গনের সদরদপ্তর আর রাজনৈতিক বিভাগের তৈরি একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী এ কাজটা করা হয়েছিল। জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের অসামান্য প্রতিনিধি ওয়াল্টার উল্‌ব্রিখ্‌টের নেতৃত্বে জার্মান ফাশিস্তবিরোধীদের একটি দল — তার মধ্যে ছিলেন জার্মান লেখক এরিখ ভেইনের্ট ও ভিল্লি ব্রেডেল — আমাদের খুবই সাহায্য করেছিলেন। বেষ্টিত ফৌজের অফিসার আর সাধারণ সৈনিকদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে তাঁরা বলেছিলেন বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই তারা যেন অর্থহীন প্রতিরোধ বন্ধ করে তাদের অস্ত্রত্যাগ করে।

সাধারণ সদরদপ্তরের আদেশ অনুযায়ী, আক্রমণাভিযানের দু দিন আগে শত্রুর হাতে আমাদের চরমপত্র দেওয়ার কথা ছিল, তাই আমরা ৮ জানুয়ারির সকালবেলা সে কাজটা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। চমৎকার কর্মী ও

কমরেড জেনারেল ই. ভ. ভিনোগ্রাদভের অধীনে রণাঙ্গনের গোপন সংবাদ সংগ্রহ বিভাগকে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারটা দেখার দায়িত্ব দেওয়া হল। সুপারিশ করা হল যে স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়ে সাময়িক যুদ্ধবিরতির দূতদল গঠিত হওয়া উচিত। আমাদের যা দরকার, স্বেচ্ছাব্রতী হয়ে গেল তার চাইতে বেশি, ভিনোগ্রাদভ যুদ্ধবিরতির দূত হিসেবে বেছে নিলেন মেজর আ. ম. স্মিস্‌লভকে; তাঁর দোভাষী ক্যাপ্টেন ন. দ. দিয়াতলেঙ্কো; অনুষ্ঠান পুরো করার জন্য তাঁদের সঙ্গে দেওয়া হল একজন ভেরীবাদককেও। ভিনোগ্রাদভ নিজে দায়িত্ব দিলেন দূর থেকে আমাদের দূতদের অনুসরণ করার এবং শত্রুর কাছে নিজের উপস্থিতি প্রকাশ না করে ঘটনাধারা লক্ষ করার।

আগের দিন সন্ধ্যায় আমরা জেনারেল পাউলুস আর তাঁর স্টাফের উদ্দেশে রেডিওতে একটা বার্তা প্রচার করেছিলাম, তাতে বলেছিলাম যে অমুক জায়গায় এতটার সময়ে আমরা একটা যুদ্ধবিরতি মিশন পাঠাব; এ কথাও জোর দিয়ে বলেছিলাম যে তাঁরা নিরস্ত্র থাকবেন এবং শ্বেত পতাকা বহন করবেন। নির্দিষ্ট জায়গার কাছাকাছি এসে একজন ভেরীবাদক তাঁদের আসার কথা জানিয়ে একটা সংকেতধ্বনি বাজাবেন।

শান্তিদূতরা যেখানে সমবেত হবেন, সেই অংশে সমস্ত গুলিগোলা বর্ষণ বন্ধ রাখা হবে কথাবার্তা চলাকালীন। শত্রুর কাছেও একই প্রস্তাব করে নির্দিষ্ট সময়ে যথাবিহিত ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের পাঠানোর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

অবশ্য, রণাঙ্গনের এই ক্ষেত্রটাকে তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণাধীনে রেখেছিলাম, আমাদের গোলন্দাজ আর সৈন্যদের সতর্ক করে রেখেছিলাম জরুরী কোনো অবস্থা দেখা দিলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

৭ থেকে ৮ জানুয়ারির রাতটা আমরা কাটালাম তীব্র উত্তেজনায় (নিজের কথা বিচার করে বলছি)। নৈশভোজের সময়ে একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল পরের দিন কী হবে। সাধারণ সদরদপ্তরের প্রতিনিধিরাও সকলের কথাবার্তায় যোগ দিলেন এবং নানা ধরনের অনুমান ব্যক্ত করলেন। শত্রু যাতে ঘটনাবলীর যুক্তিধারা অনুধাবন করে সেটা যে আমরা কী ভীষণভাবে চাইছিলাম! তা হলে কত জীবন যে রক্ষা পেত!

বেষ্টিত সৈন্যদের সামনে যে মহাবিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তা এড়ানোর সুযোগ আমরা জার্মান কম্যান্ডকে দিয়েছিলাম। কাণ্ডজ্ঞান থেকেই তাদের নেওয়া উচিত ছিল একমাত্র যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত, যথা — আত্মসমর্পণের শর্ত মেনে নেওয়া।

নির্ধারিত সময়ে আমাদের শান্তিদূতেরা একটি শ্বেতপতাকা হাতে নিয়ে তাঁদের ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ভেরীনির্ঘোষ করে এগিয়ে গেলেন জার্মান ব্যূহগুলির দিকে।

ভরোনভ আর আমি যেমনটি অনুমান করেছিলাম, তাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্য শত্রুপক্ষ থেকে কেউ বেরিয়ে এল না। শুধু তাই নয়, জার্মানরা গুলি চালাতে শুরু করল, প্রথমে রাইফেল থেকে, তার পরে মেশিন-গান আর মর্টার অবধি।

দূতেরা বাধ্য হলেন ফিরে আসতে। বেচারা ভিনোগ্রাদভকে বেশ কিছুদূর হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হল, কারণ জার্মানরা কেন যেন প্রচণ্ড গুলি চালাতে লাগল তাঁকেই লক্ষ্য করে।

সংকটজনক পরিস্থিতিতে শত্রুর প্রতি আমাদের মহানুভবতার ভালো কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সমস্ত আন্তর্জাতিক রীতিনীতি নগ্নভাবে লঙ্ঘন করে নাৎসিরা শান্তিদূতদের বিরুদ্ধে গুলিবর্ষণ করল। বলপ্রয়োগ করা ছাড়া আমাদের করার আর কিছু থাকল না।

সাধারণ সদরদপ্তরকে ফলাফল জানালাম, এবং সেই দিনই আমি ৬৫তম সেনাবাহিনীতে গেলাম সেইখানে বসে আক্রমণাভিযানের চূড়ান্ত বিষয়গুলি স্থির করে নেওয়ার জন্য। সৈন্যরা যাত্রাস্থল অধিকার করেছিল এবং রেজিমেণ্ট ও ব্যাটেলিয়ন স্তরে দায়দায়িত্ব স্থির করা হচ্ছিল।

বাতভের ট্রেঞ্চে আমরা চূড়ান্ত আলোচনার জন্য সমবেত হলাম; অস্ত্রশস্ত্র ও কৃত্যক বিভাগের প্রধানদের উপস্থিতিতে সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান, জেনারেল গ্লেবভ সৈন্যদের প্রস্তুতাবস্থা সম্পর্কে জানালেন। ২৪শ সেনাবাহিনী থেকে আরও দুটি পদাতিক ডিভিশন আর ২১শ সেনাবাহিনী থেকে একটি পদাতিক ডিভিশন দিয়ে ৬৫তম সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি।

সেই দিন আমি ২১শ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, জেনারেল চিস্তিয়াকভের কাছেও গেলাম। আমার উপস্থিতিতে সেনাবাহিনীর স্টাফের প্রধান ভ. আ. পেনকভস্কি (৯৬) সৈন্যদের প্রস্তুতাবস্থার বিষয়ে সেনাবাহিনীর অধিনায়ককে জানালেন। আমি প্রধানত চিন্তিত ছিলাম বাতভ আর চিস্তিয়াকভের সেনাবাহিনীর দুটির মধ্য সমন্বয়ের প্রশ্ন নিয়ে এবং শত্রুর অবস্থানগুলি যেখানে আমাদের রণক্ষেত্রের অনেক গভীরে ঢুকে পড়েছিল, সেই তথাকথিত মারিনোভস্কি বহির্কোণ নিশ্চিহ্ন করার প্রশ্ন নিয়ে। তৎপরতার একেবারে

শুরুতেই এই কোণটাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা খুবই দরকার ছিল, তাতে দুটি সেনাবাহিনীরই তৎপরতা অনেক সহজ হত।

আমি যখন ২১শ সেনাবাহিনীর ওখানে ছিলাম, মালিনিন তখন ফোন করে জানালেন যে ভরোনভ সাধারণ সদরদপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছেন, সেখান থেকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে তলবুখিনের সেনাবাহিনী যেখানে ঘাঁটি আগলে রয়েছে, অবরোধের সেই দক্ষিণ দিকে আমরা শান্তিদূতদের পাঠানোর চেষ্টা করে দেখতে পারি। জবাবে আমি বললাম সাধারণ সদরদপ্তর যদি মনে করে এতে কাজ হবে, আমার তা হলে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে এতে কোনো ফল হবে না। মালিনিনকে বললাম মিশনটা সংগঠিত করতে। রেডিওতে দিনরাত আত্মসমর্পণের শর্ত প্রচার করা চালিয়ে গেলাম আমরা। প্রতিরোধ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে জার্মান অফিসার আর সৈনিকদের মধ্যে বিমান থেকে প্রচারপত্র ছড়ানো হল। আগের দিন যে দুজন অফিসার আমাদের শান্তিদূত হয়েছিলেন তাঁরাই আবার এগিয়ে এলেন এই কাজের জন্য।

৯ জানুয়ারি সকালে তাঁরা নিরাপদে শত্রুর ব্যূহগুলির কাছে গিয়ে পেঁৗছলেন, স্থিরীকৃত জায়গায় জার্মান অফিসাররা এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেন। দূতরা তাঁদের হাতে লেফাফাটি দিতে অস্বীকার করে দাবি করলেন যে তাঁদের কম্যান্ড পোস্টে নিয়ে যাওয়া হোক। সেখানে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল চোখে বেঁধে, চোখের বাঁধন যখন খুলে দেওয়া হল, তাঁরা দেখতে পেলেন একদল ঊর্ধ্বতন জার্মান অফিসারকে। একজন অফিসার তাঁদেরই সামনে টেলিফোনে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তাকে জানালেন যে সোভিয়েত শান্তিদূতেরা এসে পেঁৗছেছেন এবং আত্মসমর্পণের প্রস্তাব তাঁরা স্বয়ং ফন পাউলুসের হাতে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। কিছুক্ষণ পরে আমাদের দূতদের জানানো হল যে জার্মান কম্যান্ড চরমপত্র গ্রহণ করতে রাজী নয়, সেই চরমপত্রের বিষয়বস্তু তারা আমাদের রেডিও-প্রচার মারফৎ জানে। দূতরা কোনো অঘটন ছাড়াই ফিরে এলেন। জার্মান কম্যান্ডের যুক্তিবুদ্ধির কাছে আমাদের আবেদন আরেকবার ব্যর্থ হল। আমাদের যুদ্ধবিরতি মিশনের ফলাফল আমরা সাধারণ সদরদপ্তরে জানিয়ে দিলাম, তাঁরা বলপ্রয়োগ করে আমাদের অভীষ্ট অর্জনে সাফল্য কামনা করলেন।

আমি ঠিক করলাম আক্রমণাভিযানের শুরুটা আমি দেখব ৬৫তম সেনাবাহিনীর ক্ষেত্র থেকে, এই সেনাবাহিনীই আসল আঘাতটা হানছিল। ন. ন. ভরোনভ আর ভ.ই. কাজাকভকে সঙ্গে নিয়ে আমি বাতভের কম্যান্ড

পোস্টে গিয়ে পৌছলাম অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। এর মধ্যে আমাদের সৈন্যরা যাত্রারম্ভের জায়গাটা গ্রহণ করেছিল। সমস্ত প্রস্তুতি সারা, গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল, সৈন্যরা অপেক্ষা করতে লাগল আক্রমণের সংকেতের জন্য।

গলোভানভের দূর-পাল্লার বোমারু বিমানগুলি বিমান ক্ষেত্র আর প্রধান প্রধান লক্ষ্যবস্তুর উপরে বোমাবর্ষণ চালানোয় শত্রুর পশ্চাদ্ভাগ আলোকিত হয়ে উঠেছিল উজ্জ্বল ছটায়। তার পর রুদেঙ্কোর বিমান শত্রুর কামানব্যূহগুলিকে দুর্বল করতে শুরু করায় বিস্ফোরণের আওয়াজ এগিয়ে এল রণক্ষেত্রের সামনের দিকে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে চালু হয়ে গেল বিমানবিধ্বংসী কামান, কিন্তু জার্মানরা মাটির উপর থেকে কামানের গোলাবর্ষণ শুরু করল না, মনে হচ্ছিল যেন শত্রু কিছুর প্রত্যাশায় ওত পেতে আছে।

নির্ধারিত সময়ে, ৮·৫ মিনিটে, সংকেত-মশাল উড়ে গেল আকাশে, অগ্নিবর্ষণ শুরু করল আমাদের কামান, মর্টার আর রকেট-উৎক্ষেপকগুলি। আক্রমণের আগে গোলন্দাজদের প্রস্তুতিমূলক গোলাবর্ষণ চলল ৫৫ মিনিট ধরে, তার পরে শত্রুর অবস্থানগুলির উপরে আক্রমণমুখী পদাতিক সৈন্য আর ট্যাঙ্কের সঙ্গে চলল অবিরত কামানের গোলা, বিমান হানাও এই আক্রমণকে সমর্থন যোগাল। গোটা অবরোধের পরিসীমা জুড়ে সমস্ত সৈন্য একসঙ্গে আক্রমণে নামল।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কামান আর বিমানের আক্রমণ প্রতিরোধের গোটা প্রথম ব্যূহের মধ্য দিয়ে জার্মান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অকেজো করে দিল, কিন্তু বাকি ইউনিটগুলি লড়াই চালাল মরীয়া হয়ে। কোনো কোনো জায়গায় শত্রু রেজিমেণ্টাল আর ডিভিশনাল সংরক্ষিত সৈন্যবলকে লড়াইয়ে নামাল, পাল্টা আক্রমণ করল ট্যাঙ্কের সমর্থন নিয়ে। তা সত্ত্বেও, বিচ্ছিন্ন কিছু ট্যাঙ্ক অথবা সরাসরি গোলাবর্ষণের কামানের সমর্থন নিয়ে ৬৫তম সেনাবাহিনীর পদাতিক সৈন্যরা এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতগতিতে। লড়াই দীর্ঘ হতে শুরু করল, আমাদের সৈন্যদের আক্ষরিকভাবেই কুরে কুরে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে হল। ইতিমধ্যে শত্রুর গুলিগোলা বর্ষণ বেড়ে গেল। শত্রুর মর্টারের আঘাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যে অবস্থান থেকে আমি লড়াই দেখছিলাম সেটা বেশ কয়েকবার বদলাতে হল, এমন কি দুবার মেশিন-গানের গুলিও চলে গেল আমার আশপাশ দিয়ে। যাই হোক, নাৎসিদের নাছোড় প্রতিরোধ সত্ত্বেও, দিনের শেষে ৬৫তম সেনাবাহিনী তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ পাঁচ কিলোমিটার

পর্যন্ত ভেদ করতে সক্ষম হল গোটা ১২ কিলোমিটার সম্মুখভাগ জুড়ে। বাঁ পাশে ২১শ সেনাবাহিনী আর ডান পাশে ২৪শ সেনাবাহিনী কিছুটা কম সফল হল। অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতিটা ছিল নগণ্য, কিন্তু সেইসব জায়গায় সেনাবাহিনীগুলির তৎপরতা শত্রুর বিরাট সৈন্যবলকে আটকে রেখেছিল, সাহায্য করেছিল প্রধান আঘাত হানা সৈন্যদের।

আক্রমণাভিযানের প্রথম দিনে আমাদের সৈন্যরা পুরো কাজটা সম্পন্ন করতে না পারলেও, অগ্রগতির প্রধান স্থানে ৬৫তম, ২১শ ও ২৪শ সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি যে সাফল্য অর্জন করেছিল তার গুরুত্ব ছিল বিরাট। শত্রুর অনেকগুলো বড় বড় জোরালো ঘাঁটি পেরিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ফাটল ধরানো হয়েছিল শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহে। শত্রুকে কোনো বিরামের অবকাশ না দিয়ে সেটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করা দরকার ছিল, তাই আমরা আক্রমণাভিযান চালিয়ে গেলাম। প্রথম দিনের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতায় যে অদলবদল দরকার মনে হয়েছিল তা করে নিলাম।

আক্রমণাভিযান চলল দিনরাত। দম নেওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত অবসর দেওয়া হল শুধু বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ক্ষেত্রে, সেনাবাহিনীগুলির ভিতরে পুনর্বিন্যাসের জন্য।

শত্রুর প্রতিরোধ কমল না, কিন্তু আমাদের সৈন্যরা নাছোড় হয়ে তাদের উপরে আঘাতের পর আঘাত হেনে এগিয়ে চলল।

১২ জানুয়ারি সন্ধ্যার মধ্যে ৬৫তম ও ২১শ সেনাবাহিনী তাদের সন্নিহিত দুই পাশে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে শেষ পর্যন্ত মারিনোভস্কি বহির্কোণটাকে নিশ্চিহ্ন করল। এটিকে যারা রক্ষা করছিল, শত্রুর সেই ৪৪তম ও ৩৭৬তম পদাতিক ও ৩য় মোটরবাহিত ডিভিশন উৎখাত হয়ে গেল। আমাদের সৈন্যরা এসে পৌঁছল রস্‌সোশকা নদীতে, তাতে আমাদের অবস্থা অনেক উন্নত হল। কিন্তু, আসল প্রচেষ্টার বর্শাফলকটি ২১শ সেনাবাহিনীর আক্রমণের অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল বলে সৈন্যবলের কিছু পুনর্বিন্যাস খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। তদনুযায়ী, মূলত যেটা বাতভের হাতে ছিল, সেই শক্তিবৃদ্ধির উপায়ের বৃহত্তর অংশটা স্থানান্তরিত করা হল ২১শ সেনাবাহিনীতে। স্থির হল, এই সেনাবাহিনী আঘাত হানবে তার বাঁ পাশটাকে দুবোভায়া খাত — ভরোপানোভো রেলওয়ে স্টেশনের দিকে রেখে। তার সহযোগিতায় ৬৫তম সেনাবাহিনী আঘাত হানবে তার ডান পাশটাকে মোটামুটি পিতমনিকের দিকে রেখে। ২৪শ সেনাবাহিনীর ডান পাশটা সামনের দিকে এগিয়েই চলছিল, সেই

বাহিনী উত্তর দিক থেকে ৬৫তম সেনাবাহিনীকে মদত দেবে। অন্যান্য সেনাবাহিনীর কাজ রইল আগেকার মতোই।

আমাদের প্রচেষ্টাকে ২১শ সেনাবাহিনীর এলাকায় সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আমরা চেয়েছিলাম শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভাঙতে এবং সাফল্যটাকে অগ্রগতির প্রধান পথে গভীরে কাজে লাগাতে। আসল আঘাতের এলাকায় আক্রমণে ঢিলে না দিয়েই পুনর্বিন্যাস ঘটানো হল।

১৫ জানুয়ারি তারিখে আমাদের সৈন্যরা সুরক্ষিত দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি জয় করে নিল, তার মধ্যে তারা কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছিল ১০ থেকে ২২ কিলোমিটার। এখন আমাদের সামনে রইল ভিতরকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। শত্রু বেশ কিছু প্রবল রক্ষণ ব্যবস্থা খাড়া করেছিল: অসংখ্য মেশিন-গান বসানোর জায়গা, ভূগর্ভে ছোট ছোট কংক্রীটের কেল্লা আর ট্যাংক সমন্বিত অত্যন্ত মজবুত সব জায়গা, আর তার কাছে আসার পথে কাঁটাতারের বেড়া, তদুপরি ঘনভাবে মাইন পুঁতে রাখা।

তাপমাত্রা তখন শূন্যাঙ্কের ২২ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড নিচে, তার সঙ্গে হাড়-ভেদ-করা হিমঝঞ্ঝা। পরিখা, ভূগর্ভস্থ ঘর আর বাঙ্কারে আশ্রয়-নেওয়া শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সৈন্যদের এগোতে হবে খোলা জায়গার উপর দিয়ে। এই সমস্ত প্রবল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জয় করার জন্য দরকার নিজ মাতৃভূমি, সোভিয়েত রাজের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা, শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুর ঘৃণা। আমাদের সৈন্যরা তাদের কর্তব্য পালন করল অবিচলভাবে, ঝাঁপিয়ে পড়ল একের পর এক ট্রেঞ্চে, একের পর এক বাঙ্কারের মধ্যে, আর সামনের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপের মূল্য দিল রক্ত ঢেলে।

শত্রুর অবস্থার অবনতি হতে থাকল। আমাদের সৈন্যরা যত এগিয়ে যেতে লাগল, শত্রু ততই হারাতে লাগল তাদের বিমান ক্ষেত্র আর অবতরণ ক্ষেত্র; তাদের বিমানের আকাশে ওড়ার সাহস হল শুধু রাতেই, সেগুলি প্যারাসুটে করে খাদ্য, গোলাবারুদ আর জ্বালানি সরবরাহ করতে লাগল। আমাদের আকাশ অবরোধে কাজ হল ভালোই, শত্রুর বেশির ভাগ পরিবহণ বিমানই গন্তব্যস্থলে পেঁছবার আগে ভূপাতিত অথবা বিতাড়িত হল।

অশ্বারোহী ডিভিশন আর মালবাহী ট্রেনে নাৎসিদের অনেক ঘোড়া ছিল, সেগুলোর কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেল তারা, সেগুলোকে এখন তারা জবাই করতে লাগল খাদ্যের জন্য।

অপ্রীতিকর এই আবিষ্কারটা করতে আমাদের বেশিদিন সময় লাগে নি যে সেই অবরুদ্ধ জায়গাটাতে শত্রু সৈন্যের সংখ্যা আমরা গোড়ায় যা হিসাব

করেছিলাম তার চাইতে অনেক বেশি। হিসাবের এই গোলমালের জন্য কে দায়ী আজ তা বলা কঠিন: ছেঁকে তুলে তাদের খতম করার কাজটা শুরু করেছিল দুটি রণাঙ্গন, দন আর স্তালিনগ্রাদ রণাঙ্গন, আর সেই সময়ে যে অঙ্কটা আন্দাজ করা হয়েছিল সেটা ছিল ৮০,০০০-৮৫,০০০; হয়তো দন রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে সরাসরি যারা তৎপরতা চালাচ্ছিল শুধু সেই সৈন্যদেরই হিসাবে ধরা হয়েছিল। এখন আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে এত লড়াইয়ের পরও লড়াই করার মতো শত্রু সৈন্যের সংখ্যা এখনও প্রায় ২,০০,০০০! অসংখ্য সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ আর গোপন সংবাদ আর যুদ্ধবন্দীদের জবানবন্দী থেকে তা প্রতিপন্ন হল। (প্রসঙ্গত, সাধারণ সদরদপ্তরের প্রতিনিধি জেনারেল ভরোনভও জার্মান সৈন্যদের আসল সংখ্যাটা জানতে খুবই আগ্রহী ছিলেন, একাধিকবার তিনি ব্যক্তিগতভাবে বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।)

অবশ্য, এক-একটা দিন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যাটা কমে যাচ্ছিল, লড়াইয়ে শত্রুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল প্রচুর, কিন্তু তাদের অবস্থা আশাহীন হলেও তারা প্রচণ্ড প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিল।

দুরূহ অবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী লড়াই আমাদের সৈন্যদেরও শ্রান্ত করে ফেলেছিল, শুধু শত্রুর গুলিগোলা বর্ষণেই নয়, শীতেও তারা কষ্ট পাচ্ছিল। তাদের এক নাগাড়ে খোলা জায়গাতে থাকতে হচ্ছিল, মাঝে মাঝে যে একটু উত্তাপের জন্য ঘরের ভিতরে ঢুকবে তার কোনো সুযোগই তাদের ছিল না। ক্ষতির হার বেড়ে যাচ্ছিল, অথচ আগে যে উৎস থেকে আমরা স্থানপূরণের জন্য লোকজন সংগ্রহ করতাম, তাও নিঃশেষিতপ্রায়। সেই সঙ্গে, শত্রুর প্রতিরোধ কিন্তু কমে নি, কারণ তাদের অধিকৃত ভূভাগের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিরক্ষার পরিসীমাও সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের পদাতিক সৈন্যের স্বল্পতাহেতু শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে নিঃশেষিত করে ফেলার জন্য আমরা কামানের উপরে অত্যধিক নির্ভর করতে বাধ্য হলাম। পদাতিক সৈন্যদের ব্যবহার করা হল প্রধানত নতুন দখল-করা জায়গাগুলিতে শক্তি সংহত করার জন্য।

আমাকে ঘন ঘনই অগ্রবর্তী অবস্থানগুলিতে থাকতে হয়েছিল, আমাদের অগ্রসরমান সেনাদলগুলির অবস্থা লক্ষ করার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলাম। তুষারাবৃত মাঠের উপর দিয়ে পদাতিক সৈন্যদের কয়েকটি সারি এগিয়ে যেত, তাদের ঠিক পিছনেই থাকত সরাসরি গোলাবর্ষণের জন্য গোলন্দাজ, প্রতিটি দল এগোত পালা করে। পদাতিক সৈন্যদের সারির চাইতে

গোলন্দাজদের অবস্থানগুলির লোকবল ছিল ভালো, এ কথা বলতেই হবে। বিশাল রণক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকত ডজনখানেক ট্যাঙ্ক, সেগুলির আড়াল নিয়ে পদাতিক সৈন্যদের ছোট ছোট দল এগিয়ে যেত। ঢাকা অবস্থান থেকে গোলা চালিয়েও গোলন্দাজরা অগ্রসরমান সৈন্যদের সাহায্য করত। মাঝে মধ্যে রকেটের আঘাত পড়ত শত্রুর উপরে। সংখ্যাল্প পদাতিক সৈন্যদের ছড়ানো সারিগুলিকে সমর্থন দেওয়ার জন্য আমাদের জঙ্গী বিমান সব কিছুই করত, আঘাত হানত শত্রুর প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলির উপরে, আবহাওয়া উপযুক্ত হলে দল বেঁধে, কিংবা অনুপযুক্ত থাকলে একক আক্রমণ চালিয়ে।

এই লড়াইয়ে আমাদের বৈমানিকরা ভূমিস্থিত সৈন্যদের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।

দীর্ঘস্থায়ী লড়াই আমাদের বাধ্য করল অগ্রগতি না থামিয়েই পুনর্বিন্যাস ঘটাতে, যাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শত্রুর চাইতে প্রবলতর শক্তি গড়ে তোলা যায়। আমরা কামানের গোলাবর্ষণের নানান রকম কায়দার আশ্রয় নিলাম: অতর্কিতে গোলাবর্ষণ করা, গোলাবর্ষণের জায়গা সরিয়ে নেওয়ার ভান করে শত্রুকে বিপথচালিত করা, ইত্যাদি।

ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে আমাদের সৈন্যরা অগ্রগতির প্রধান জায়গায় শত্রুকে পিছনে ঠেলে দিল, আর অন্য সেনাবাহিনীগুলি সংকীর্ণ সম্মুখভাগে তৎপরতা চালিয়ে প্রচুর শত্রু সৈন্যকে আটকে রাখল।

অচিরেই পূর্ব দিকে আঘাত হেনে এগিয়ে যাওয়া ২১শ ও ৬৫তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি আর ভলগা থেকে পশ্চিমে তাদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসরমান ৬২তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির মাঝখানে ব্যবধানটা দাঁড়াল মাত্র ৩·৫ কিলোমিটার। শত্রুর প্রতিরোধ গিয়ে পেঁছিল উন্মত্ত অবস্থায়, স্পষ্ট বোঝা গেল তাদের সৈন্যবলকে আমরা যাতে দু ভাগে কেটে ফেলতে না পারি সে জন্য তারা সব কিছুই করছিল। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ছিল বৃথা। স্তালিনগ্রাদের বীর রক্ষকরা এত কাছে রয়েছে, এই বোধটাই দন রণাঙ্গনের সৈন্যদের সংগ্রামী মনোভাব দশগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল।

এই যুক্ত হওয়ার কথা পূর্বাহ্নে চিন্তা করে পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন আর সংকেত একমত হয়ে স্থির করা হল। ৬২তম, ৬৫তম ও ৬৬তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিকে অবরোধের উত্তরাংশে বেষ্টিত শত্রু সৈন্যদের ছেঁকে তোলার নির্দেশ দেওয়া হল, আর ২১শ, ৫৭তম ও ৬৪তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিকে সে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হল

দক্ষিণাংশে। ২৪শ সেনাবাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবলে।

২৬ জানুয়ারি সকালে ৫১তম ও ৫২তম গার্ডস পদাতিক ডিভিশন এবং ২১শ সেনাবাহিনীর ১২১তম ট্যাংক ব্রিগেড ক্রাস্নি অক্তিয়াব্র গ্রামের কাছে এবং মামায়েভ টিলার (৯৭) ঢলে গোলন্দাজদের আক্রমণের আগের গোলাবর্ষণ ছাড়াই আক্রমণ চালিয়ে এসে মিলল শহর থেকে অগ্রসরমান ৬২তম সেনাবাহিনীর ১৩শ গার্ডস ডিভিশন আর ২৮৪তম পদাতিক ডিভিশনের সঙ্গে। ক্রাস্নি অক্তিয়াব্রের কাছে একটা কঠিন লড়াইয়ের পর ৬৫তম সেনাবাহিনীর ডান পাশে জেনারেল ই. ফ. বারিনভের ২৩৩তম পদাতিক ডিভিশনও ৬২তম সেনাবাহিনীর ১৩শ ও ৩৯তম গার্ডস ডিভিশনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হল।

বেষ্টিত শত্রু সৈন্যদলকে দু ভাগে কেটে ফেলার পরিকল্পনা এইভাবে সম্পূর্ণরূপে সফল হল। এবারে আমরা মন দিলাম বিভক্ত শত্রু সৈন্যদের ছেঁকে তুলে খতম করার অনেক সহজ কাজটায়।

আমাদের রণাঙ্গনের সদরদপ্তর আনুমানিক হিসাব করেছিল যে, শত্রুর সৈন্যদলকে যখন ভাগাভাগি করে ফেলা হয়েছিল ,অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি তারিখে, তাদের সৈন্যবলের সংখ্যা ছিল ১,১০,০০০ কিংবা ১,২০,০০০-এর মতো। ১০ থেকে ২৫ জানুয়ারি, অর্থাৎ ষোল দিনের লড়াইয়ে তারা ১,০০,০০০-এর বেশি সৈনিকদের হারিয়েছিল।

কাণ্ডজ্ঞান অনুযায়ী মনে হচ্ছিল যে এখন যখন বাকি সৈনিকদের উদ্ধার করার সব আশাই ধূলিসাৎ হয়েছে, আরও প্রতিরোধ চালালে তাদের সৈনিকরা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তখন শত্রু নিশ্চয়ই অস্ত্রত্যাগ করবে। কিন্তু তা ঘটল না।

জার্মান ৬ষ্ঠ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, ফিল্ড মার্শাল ফন পাউলুস প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি নিজে যেখানে ছিলেন সেই দক্ষিণ দিকের সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব মেজর-জেনারেল রোসকে-র হাতে তুলে দিলেন, এবং উত্তর দিকের সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব দিলেন পদাতিক বাহিনীর জেনারেল স্ট্রেকেরকে।

তাই, দন রণাঙ্গনের সামনে এখন এসে পড়ল অবশিষ্ট প্রতিরোধকারী শত্রু সৈন্যকে বলপ্রয়োগে নিশ্চিহ্ন করার কাজ। দন রণাঙ্গনে তখন ২৪শ সেনাবাহিনী এবং কতকগুলো ডিভিশন ছিল না, সেগুলিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবলে (সিদ্ধান্তটা ছিল

যথার্থ)। দক্ষিণ দিকের অবরোধে আমাদের ২১শ, ৫৭তম ও ৬৪তম সেনাবাহিনী ছটি নাৎসি পদাতিক ডিভিশন, দুটি মোটরবাহিত ডিভিশন আর একটি অশ্বারোহী ডিভিশনের ক্ষতবিক্ষত অবশিষ্টাংশকে আটকে রেখেছিল। উত্তর দিকের অবরোধে ৬৫তম, ৬৬তম ও ৬২তম সেনাবাহিনী যেন যাঁতাকলে আটকে রেখেছিল তিনটি প্যানজার, একটি মোটরবাহিত ও আটটি পদাতিক ডিভিশনকে, এগুলিও ছিল গুরুতরভাবে ক্ষতবিক্ষত।

নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য পুনর্বিন্যাস ঘটানোর পর আমাদের সৈন্যরা দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণের শত্রু সৈন্যদের উপরে আঘাত হেনে শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করে দিল এবং ৩১ জানুয়ারি তারিখে তাদের বাধ্য করল অস্ত্রত্যাগ করতে।

ফিল্ড-মার্শাল ফন পাউলুসকে তাঁর স্টাফের সঙ্গে বন্দী করা হল, সে দিনই সন্ধ্যায় তাঁকে নিয়ে আসা হল আমাদের রণাঙ্গনের সদরদপ্তরে।

ভরোনভ, একজন দোভাষী আর আমি ছোট একটা টেবিলের কাছে বসে বোধগম্য কারণেই অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম পাউলুসকে কখন ভিতরে নিয়ে আসা হবে তার জন্য। সাধারণ একটা বাল্‌ব ঘরে আলো দিচ্ছিল। অবশেষে দরজাটা খুলে গেল, একজন ডিউটি অফিসার ঘরে ঢুকে জানালেন যে বন্দী এসে পৌঁছে গেছেন, তার পরে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে তিনি ফিল্ড-মার্শালকে ঢুকতে দিলেন।

জেনারেলের উর্দি পরা একজন দীর্ঘদেহী, রোগা, ঋজু লোককে দেখলাম আমরা। আমাদের সামনে এসে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। আমরা তাঁকে টেবিলের কাছে এসে বসার আমন্ত্রণ জানালাম। চুরুট আর সিগারেট ছিল। পাউলুসকে একটা দিয়ে নিজে একটা ধরালাম (ভরোনভ ধূমপান করতেন না)। আমরা তাঁকে এক গেলাস গরম চা দিলাম, তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করলেন।

আমাদের কথাবার্তা জিজ্ঞাসাবাদ ধরনের ছিল না। আমরা কথা বললাম চলতি ঘটনাবলী সম্পর্কে, প্রধানত যুদ্ধবন্দীদের অবস্থা সম্পর্কে। পাউলুস শুরু করলেন এই আশা প্রকাশ করে যে আমরা নিশ্চয়ই তাঁকে এমন সব প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য করব না, যার ফলে তাঁর সামরিক শপথভঙ্গের কারণ ঘটে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিলাম, তা আমরা করব না। আলাপের শেষে আমরা প্রস্তাব করলাম তিনি যেন উত্তর দিকের দলটায় তাঁর সৈন্যদের নিরর্থক প্রতিরোধ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি রাজী হলেন না, বললেন যে যুদ্ধবন্দী হিসেবে তাঁর কোনো অধিকার নেই আদেশ জারী করার।

আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ এখানেই শেষ হল। পাউলসকে নিয়ে যাওয়া হল তাঁর রীতিমত স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক আবাসস্থলে।

উত্তর দিকের দলটি অস্ত্রত্যাগ করতে রাজী হল না, তাই নতুন একটা আঘাতের প্রস্তুতি চালাতে প্রবৃত্ত হলাম আমরা। পাউলসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরই সেখান থেকে আমি সোজা চলে গেলাম জেনারেল বাতভের সেনাবাহিনীর কম্যান্ড পোস্টে, সঙ্গে নিলাম কাজাকভ আর ওরিওলকে। ভোর হওয়ার মধ্যেই আমরা সবাই এসে জড়ো হলাম বাতভের সঙ্গে তাঁর পর্যবেক্ষণ চৌকিতে, চৌকিটা ছিল একটা রেলওয়ে বাঁধের মাথায়, সেখান থেকে মাঠটা চমৎকার দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা।

সেনাবাহিনীর অধিনায়কদ্বয়, চুইকভ আর জাদভ জানালেন যে তাঁদের সৈন্যরা লড়াইয়ের জন্য তৈরি, শত্রু অস্ত্রত্যাগের কোনো অভিপ্রায়ই দেখাচ্ছে না। অগত্যা, জোর করেই তাদের অস্ত্রত্যাগ করাতে হবে। রণক্ষেত্রে নেমে এল পরম নৈঃশব্দ্য।

ভোর হল, পর্যবেক্ষণ চৌকি থেকে আমরা আমাদের পিছনে সামান্য দূরে গোলন্দাজদের অবস্থানগুলি দেখতে পেলাম। সারি সারি রকেট উৎক্ষেপক দাঁড়িয়েছিল প্রকট হয়ে, তা দেখে আমার মতো পুরনো অশ্বারোহীর মনে পড়ে গেল আক্রমণোদ্যত অশ্বারোহী স্কোয়াড্রনগুলির কথা।

দক্ষিণের শত্রুদলটিকে উৎখাত করার কাজে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের সমেত অনেকগুলি গোলন্দাজ ইউনিট এবং ১৬শ বিমান বাহিনীকে একত্র করা হয়েছিল আঘাতের জন্য। আসন্ন লড়াইয়ে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি যাতে ন্যূনতম মাত্রায় হয়, সে জন্য সব কিছু করা হয়েছিল।

১ ফেব্রুয়ারি সকালে, শত্রুর অবস্থানগুলির উপরে শুরু হল অগ্নিবর্ষণ। পর্যবেক্ষণ চৌকি থেকে আমরা দেখলাম গোলা আর মর্টার বিস্ফোরণের একটা সমুদ্র যেন গোটা অগ্রবর্তী এলাকাটাকে ঢেকে ফেলল। আমাদের বিমান শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গভীরে গোলন্দাজদের অবস্থানগুলির উপরে বোমার আক্রমণ চালাল। কামান আক্রমণ চলল অনেকক্ষণ ধরে। আক্রমণ যখন একটু স্তিমিত হয়ে এল, আমরা দেখতে পেলাম ধূমায়মান কালো মাটির উপরে অনেক জায়গায় শ্বেত পতাকা উঁচু হয়ে উঠছে। সেগুলো দেখা দিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে, জার্মান কম্যান্ডের ইচ্ছার বিরুদ্ধে; কোনো কোনো জায়গায় শত্রু যেমন আত্মসমর্পণ করল, তেমনি অন্য কোনো কোনো জায়গায় লড়াই চলল সারাদিন ধরে। ২ ফেব্রুয়ারির সকালে উত্তরের

দলটির অবশিষ্টাংশ আত্মসমর্পণ করতে শুরু করল দলে দলে — এবং নাৎসি কম্যান্ডের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

বেষ্টিত শত্রু সৈন্যদলের আর অস্তিত্ব রইল না। ভলগার তীরে মহারণ শেষ হল।

আগেই বলেছি, জার্মান ৬ষ্ঠ আর অংশত ৪র্থ সেনাবাহিনীর বাইশটি ডিভিশন এবং অসংখ্য শক্তিবৃদ্ধিকারী ও কৃত্যক ইউনিট স্তালিনগ্রাদে বেষ্টিত হয়েছিল। নাৎসি কম্যান্ড আর হিটলার চক্র হাজার হাজার সৈন্যকে মৃত্যু আর বিলোপের দিকে ঠেলে দিয়েছিল উদ্ধারের সামান্যতম আশা ছাড়াই কয়েক মাস ধরে তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে বাধ্য করে। একমাত্র সোভিয়েত জনগণের মানবিকতাপূর্ণ মনোভাবই এত জার্মান সৈনিকের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল গতকালের শত্রুরা, নিরস্ত্র, অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত, কারো চোখে ঔদাসীন্য বা ভয়ের চিহ্ন, আবার কারো কারো চোখে আশার আলো।

৯১,০০০-এর বেশি অফিসার আর সৈনিককে বন্দী করা হল। শত্রু সৈন্য ছেঁকে-তুলে সাফ করার তৎপরতায় দন রণাঙ্গনের সৈন্যরা দখল করল ৫,৭৬২-টি কামান প্রভৃতি, ৩,০০০-এর বেশি মর্টার, ১২,০০০-এর বেশি মেশিন-গান, ১,৫৬,৯৮৭-টি রাইফেল, ১০,০০০-এর বেশি সাবমেশিন-গান, ৭৪৪টি বিমান, ১,৬৬৬টি ট্যাঙ্ক, ২৬১টি সাঁজোয়া গাড়ি, ৮০,৪৩৮ ট্রাক আর গাড়ি, ১০,০০০-এর বেশি মোটরসাইকেল, ৮১১টি ক্যাটারপিলার ও চাকা-ওলা ট্রাকটর, তিনটি সাঁজোয়া ট্রেন, ৫৮টি রেল-ইঞ্জিন, ১,৪০৩টি রেলওয়ে ট্রাক, ৬৯৬টি রেডিও স্টেশন, ৯৩৩ টেলিফোন সেট, নানা ধরনের ৩৩৭টি গুদাম আর ভান্ডার, ১৩,৭৮৭টি হাত-গাড়ি এবং প্রচুর পরিমাণ অন্য সামরিক জিনিসপত্র।

বন্দীদের মধ্যে ছিল ২৪ জন জেনারেল এবং একজন ফিল্ড-মার্শাল।

বিজয় অর্জিত হয়েছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য অবস্থায়। এই কীর্তি স্থাপনে সক্ষম ছিল লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একমাত্র সোভিয়েত জনগণ আর তাদের লাল ফৌজই।

লড়াই শেষ হওয়ার পর, দন রণাঙ্গনের কম্যান্ড আর সদরদপ্তরের সামনে দেখা দিল সাতটি সেনাবাহিনীর সৈন্যদের তাদের স্টাফ ও কৃত্যক সমেত চরমতম দ্রুততায় নতুন কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানোর কাজ। সেই সঙ্গে দরকার ছিল বিরাট স্তালিনগ্রাদ রেলওয়ে জংশনটিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার সক্রিয় করার জন্য সব কিছু করা, রেল লাইন মেরামত করা,

পরিবহণ ব্যবস্থা যাতে আবার কাজ শুরু করতে পারে তার জন্য আর যা কিছু দরকার তা করা। লড়াই যখন শেষ হল, তখন এ সবই ছিল চরম ভগ্নদশায়। এইখানে চলেছিল প্রচণ্ডতম লড়াই, আর জমির উপরকার সামান্যতম উঁচু জায়গাকে — বাঁধ, ঢিবি বা কোনো কাঠামো — দুর্গের মতো করে তোলা হয়েছিল। সব কটি রেলওয়ে বাঁধ ছিল ভয়ঙ্কর অবস্থায়।

যুদ্ধবন্দীদের নিয়েও আমরা হিমসিম খাচ্ছিলাম। প্রচণ্ড শীত আর তুষার, বৃক্ষহীন প্রান্তরে আশ্রয় নেওয়ার কোনো জায়গা না থাকায় সেই শীত আরও কষ্টকর, ঘরবাড়ি নেই, বেশির ভাগই লড়াইয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে (আস্ত সমস্ত ইমারতকে হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছিল) — এই অবস্থা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাল।

প্রথমেই দরকার ছিল বিপুল সংখ্যক বন্দীকে নানা জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া, পদযাত্রীর সারিগুলিকে সংগঠিত করে তাদের বিধ্বস্ত শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া, মহামারী রোধের ব্যবস্থা নেওয়া, হাজার হাজার লোকের জন্য খাদ্য, জল, আর উষ্ণতার ব্যবস্থা করা। রণাঙ্গন ও সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের কৃত্যকগুলির কর্মী আর রাজনৈতিক ও চিকিৎসা কর্মীদের অমানুষিক প্রচেষ্টায় এই কাজ সম্পন্ন করা হল। তাঁদের একনিষ্ঠ কাজ, এবং সেই অবস্থায়, সত্যিকার আত্মোৎসর্গমূলক কাজ বহু বন্দীর প্রাণ রক্ষা করেছিল।

জার্মান বন্দীদের অন্তহীন সারি রাস্তায় চলা শুরু করল। তাদের সামনে থাকল জার্মান অফিসাররা, পথযাত্রায় এবং থামার জায়গায় সেনাবাহিনীসুলভ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী করা হল সেই অফিসারদের। প্রতিটি সারির ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে দেওয়া হল একটি কার্ড, তাতে দেখানো ছিল পথ, থামার জায়গা এবং রাতের বিশ্রামস্থলগুলি।

সাময়িকভাবে থামার জায়গাগুলোতে জ্বালানি, গরম খাবার আর গরম জলের ব্যবস্থা রাখা হল। স্টাফ ও রাজনৈতিক অফিসারদের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ আর বন্দীদের অপসারণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের রিপোর্ট অনুযায়ী, বেনিয়ম কিছু ঘটে নি।

আমাকে বলতেই হবে বন্দীরা নিজেরাই বেশ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিল: প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল একটি চামচ, মগ আর মেস-টিন।

বন্দীদের প্রতি লাল ফৌজের অফিসার আর সাধারণ সৈনিকদের মনোভাব ছিল সত্যই মানবিকতাপূর্ণ, এমন কি মহানুভবতাপূর্ণ। নাৎসিরা তাদের হাতে-পড়া সোভিয়েত লোকেদের উপরে যে অমানুষিক বর্বরতা

চালিয়েছিল, আমরা সে সব কথা জানা সত্ত্বেও এই রকম মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলাম।

বন্দী জেনারেলদের থাকতে দেওয়া হল বাড়িতে, সেই পরিস্থিতিতে যথাসম্ভব ভালো অবস্থায়। তাদের সবার সঙ্গেই ছিল নিজস্ব জিনিসপত্র, কোনো কিছুর অভাব তারা বোধ করে নি।

এখানে আমি উল্লেখ করতে পারি, বন্দী জেনারেলদের সঙ্গে যে বিবেচনাপূর্ণ সহনশীলতা নিয়ে আমরা আচরণ করেছিলাম তাতে তাদের মাথায় কিছু ভুল ধারণা ঢুকে গিয়েছিল। তাদের কেউ কেউ মেজাজী ভাব দেখাতে শুরু করল, কথা বলতে লাগল রূঢ় ভাষায়, আমাদের প্রশাসনের বৈধ দাবি মেনে চলতে অস্বীকার করে নিজেদের জন্য দম্ভভরে বিশেষ সুযোগসুবিধা দাবি করতে লাগল। তাদের মোলায়েম করে মনে করিয়ে দিতে হয়েছিল যে, আর যাই হোক তারা যুদ্ধবন্দী, সেটা তাদের খেয়াল রাখা উচিত।

৪ ফেব্রুয়ারি সাধারণ সদরদপ্তরের আদেশে ভরোনভ আর আমি মস্কোর উদ্দেশে যাত্রা করলাম, তাই শত্রুর পরাজয় আর শহরের মুক্তি উদ্‌যাপনের জন্য স্তালিনগ্রাদে অনুষ্ঠিত সভায় আমরা যোগ দিতে পারি নি।

আমরা বিমানে রওনা হলাম, মস্কোয় এসে পে'ছিলাম সেই দিনই। বিমানটা যখন কেন্দ্রীয় বিমানবন্দরে নেমে টারম্যাকের দিকে ছুটে চলেছে, তখন আমাদের সঙ্গে দেখা-করতে-আসা জেনারেল আর অফিসারদের চেহারা দেখে আমি বিস্মিত, এমন কি কিছুটা শঙ্কিত হলাম। তাঁদের সবারই পরনে ছিল সোনালী কারুকার্য করা কাঁধের ফিতে।

'দেখুন তো, কোথায় এসে পে'ছিলাম আমরা?' ভরোনভকে বললাম আমি।

তিনিও হতভম্ব। যাই হোক, পরিচিত মুখ দেখতে পেলাম, একটু পরেই রহস্যটা উদ্‌ঘাটিত হল। ব্যাপারটা এই যে কলারের চিহ্নের জায়গায় লাল ফৌজে কাঁধের ফিতে প্রবর্তন করা হয়েছে; আমরা তা জানতামই না।

সেই দিনই গাড়িতে করে আমরা ক্রেমলিনে গেলাম, সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন স্তালিন। আমরা যখন প্রবেশ করলাম, তিনি দ্রুতপায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন, এবং নিয়ম অনুযায়ী আমাদের আগমন বার্তা জানানোর সময় না দিয়েই আমাদের করমর্দন করে শত্রুর সৈন্যদলের বিরুদ্ধে তৎপরতা সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ করার জন্য আমাদের অভিনন্দন জানাতে শুরু করলেন। ঘটনা যে খাতে এগিয়ে চলেছিল তাতে তিনি স্পষ্টতই

অত্যন্ত খুশী ছিলেন। আমাদের মধ্যে দীর্ঘ কথাবার্তা হল, কথোপকথনকালে স্তালিন পরবর্তী সামরিক তৎপরতাগুলির সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু চিন্তা প্রকাশ করলেন।

নতুন নতুন সাফল্যের শুভেচ্ছা সঙ্গে নিয়ে আমরা স্তালিনের অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। এ কথা না বলে আমি পারছি না যে দরকার হলে স্তালিন তাঁর আন্তরিকতা আর সযত্ন মনোযোগে লোককে সত্যিই মুগ্ধ করে দিতে পারতেন, তাঁর সঙ্গে প্রতিটি সাক্ষাতের কথা দীর্ঘকাল স্মরণে রাখাতে পারতেন।

অবিলম্বে স্তালিনগ্রাদে ফিরে যাওয়ার আদেশ পেয়ে আমি ভরোনভকে বিদায় দিলাম। আমাদের ছাড়াছাড়ি হল ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হিসেবে, একসঙ্গে আমাদের কাজের সুখকর স্মৃতি এখনও আমার মনে জাগরূক।

দন রণাঙ্গনের — এখন নতুন করে যার নামকরণ হয়েছিল মধ্য রণাঙ্গন — সদরদপ্তর আর স্টাফকে নির্দেশ দেওয়া হল অবিলম্বে ইয়েলেৎস-এর কাছাকাছি জায়গায় চলে যেতে, সেখানে ২১শ আর ৬৫তম ফিল্ড সেনাবাহিনী এবং ১৬শ বিমান বাহিনীকে পাঠানো হচ্ছে সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবলের অনেকগুলি সৈন্যদল আর ইউনিটের সঙ্গে একত্রে।

কুর্স্ক

স্তালিনের সঙ্গে আমার বিগত সাক্ষাতের সময়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমাকে একটা নতুন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, তার সাফল্যের উপরে অনেক কিছুই নির্ভর করে। সাধারণ সদরদপ্তরে আমাকে কুর্স্ক ক্ষেত্রে আক্রমণাভিযানের সাধারণ পরিকল্পনা দেখানো হল। এটা সম্পন্ন করতে হবে মধ্য রণাঙ্গনকে, যেটি গঠিত দন রণাঙ্গনের ২১শ ও ৬৫তম ফিল্ড সেনাবাহিনী আর ১৬শ বিমান বাহিনী, এবং সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে কতকগুলি ইউনিট আর ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনী ও ৭০তম সেনাবাহিনীকে নিয়ে।

এই নতুন রণাঙ্গনটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে ব্রিয়ান্স্ক আর ভরোনেজ রণাঙ্গনের মাঝখানে, যে রণাঙ্গন দুটি কুর্স্ক আর খারকভ ক্ষেত্রে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনের সহযোগিতায় তাকে মোটামুটি গোমেল, স্মোলেন্স্কের দিকে গভীরে গিয়ে আঘাত হানতে হবে শত্রুর ওরিওল-স্থিত সৈন্যদলটির পার্শ্বদেশ আর পশ্চাদ্ভাগে।

সুন্দরভাবে পরিকল্পিত এই তৎপরতা শুরু করার সময়টা ধরা হয়েছিল ১৫ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু, প্রথমে দরকার ছিল সৈন্যদের একত্র জড়ো হওয়া, তাদের বেশির ভাগটাই তখনও তাদের পশ্চাদ্ভাগের কৃত্যকসহ স্তালিনগ্রাদের কাছাকাছি ছিল।

তারিখটা বাস্তবধর্মী নয় — আমার এই আপত্তি সাধারণ সদরদপ্তরকে টলাতে পারল না। অবশ্য, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, অন্যান্য ক্ষেত্র ও পশ্চাদ্ভাগ থেকে শত্রু সৈন্যবল টেনে আনার সময় পাওয়ার আগেই, তৎপরতা শুরু করার ইচ্ছাটা বোঝা যায়। কিন্তু অবস্থা যা ছিল তাতে সৈন্যদের ব্যাপকভাবে পুনর্বিন্যস্ত করাটা ছিল অত্যন্ত জটিল কাজ। তবে হ্যাঁ, আমাকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

চটপট স্তালিনগ্রাদে ফিরে গিয়ে কেন্দ্রীকরণের এলাকায় সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র আর পশ্চাদ্ভাগের কৃত্যক নিয়ে যাওয়ার কাজ সংগঠিত করতে মনোনিবেশ করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার থাকল না।

একেবারে গোড়া থেকেই প্রচণ্ড অসুবিধা পোহাতে হল আমাদের। একটিমাত্র একমুখো রেলপথ চালু হয়েছিল — একমাত্র সেইটাই তখন পর্যন্ত ঠিক করা হয়েছিল। স্বভাবতই এই রকম গুরুভার মাল চলাচল সামলানোর ক্ষমতা তার ছিল না। আমাদের পরিবহণের পরিকল্পনা সামাল দেওয়া যাচ্ছিল না। গাড়ি চলাচলের সময়-নির্ঘণ্ট ভেঙে পড়ছিল, সৈন্য নেওয়ার মতো যথেষ্ট ট্রেন ছিল না, যেগুলো পাওয়া যাচ্ছিল, লোকজন বা ঘোড়া বয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি উপযুক্ত ছিল না।

কিন্তু এই সমস্ত অসুবিধার কথা জানানোর ফলে যা ঘটল তাতে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটল। সৈন্য চলাচল ত্বরান্বিত করার কাজটা দেওয়া হল স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন-কমিসারিয়েতকে, সেখানকার লোকেরা এমন উৎসাহ নিয়ে কাজটায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের উপরে এমন কড়াকড়ি আদেশ চালাতে শুরু করল যে তাদের মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেল, তখন পর্যন্ত যেটুকুও বা সময়-সারণি আর নির্ঘণ্টের অস্তিত্ব ছিল, তা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। সৈন্যরা কেন্দ্রীকরণের এলাকায় এসে পেঁছিতে লাগল একেবারে এলোমেলোভাবে জট পাকানো অবস্থায়। গোলন্দাজ ইউনিটগুলি এসে পেঁছিল টানার মতো ঘোড়া বা ট্র্যাক্টর ছাড়া, সেগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তখনও থেকে গিয়েছিল ট্রেনে ওঠার জায়গায়। কিংবা হয়তো একটা ইউনিটের জিনিসপত্র নামানো হল এক স্টেশনে, আর লোকেরা নামল আরেক স্টেশনে। সৈন্যবাহী ট্রেন নানান স্টেশনে আর সাইডিংয়ে আটকে থাকল দিনের পর দিন। ট্রেনের অভাবের দরুন ১৬৯টি সাজসরঞ্জাম চলাচলের প্রতিষ্ঠান ও ইউনিট স্তালিনগ্রাদে আটকে থাকল। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে যাতে নিজেদের কাজ সামলাবার সুযোগ দেওয়া হয়, সেই অনুরোধ আমাকে জানাতে হল সাধারণ সদরদপ্তরের কাছে। প্রয়োজনীয় নির্দেশ অচিরেই জানানো হল বটে, কিন্তু কোথায় কোন ইউনিট ট্রেন থেকে নেমেছে, জট ছাড়িয়ে তা খুঁজে বার করতে বেশ কিছু সময় লেগে গেল আমাদের।

ইতিমধ্যে, সময় চলে যাচ্ছিল, আমারও যাওয়ার দরকার হয়েছিল। আমার সহকারী জেনারেল গ্রুবনিকভ আর একদল অফিসারকে স্তালিনগ্রাদে

রেখে রণাঙ্গনের সদরদপ্তর ও অধিনায়কত্ব সমেত আমি রওনা হলাম ইয়েলেৎসের দিকে, সেখানেই আমরা কম্যাণ্ড পোস্ট স্থাপন করেছিলাম।

সেই এলাকায় জড়ো-হতে-থাকা সৈন্যদের সঙ্গে যখন সম্পর্ক আর যোগাযোগ স্থাপন করা হচ্ছিল, আমি তখন একদল অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিয়ান্‌স্ক রণাঙ্গনের সদরদপ্তরে গেলাম; এটি ছিল আমাদের ডান দিকের রণাঙ্গন, এরই সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমাদের কাজ করার কথা ছিল। রণাঙ্গনের অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল ম. আ. রেইতের (৯৮) — ট্রান্স-বৈকাল অঞ্চলে এবং ১৯২৯ সালের চৈনিক পূর্ব রেলপথ অভিযানে আমার কাজের সময় থেকে ইনি আমার পরিচিত। গভীর তুষারের মধ্য দিয়ে সেই পথ চলাটা ছিল প্রাণান্তকর। আমাদের সৈন্যরা লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার আগেই তাদের ভাগ্যে যে কী ভীষণ কষ্ট অপেক্ষা করে আছে, সেই দুর্গম পথটি যেন সেই কথাই বেশি করে মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

আমাদের নিকটবর্তী রণাঙ্গনের লোকেরা আমাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন; ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁদেরই আক্রমণাভিযান চালানোর কথা, এবং তাঁরা আমাদের রণাঙ্গনের সমর্থনের উপরে ভরসা করছিলেন। রেইতেরের ক্ষেত্রটির পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর, এবং রণাঙ্গন দুটির মধ্যে সীমানায় সৈন্যদের সমন্বয়-সাধনের প্রশ্ন আলোচনা করার পর আমি কেন্দ্রীকরণের এলাকায় অবস্থান গ্রহণকারী ইউনিটগুলির উপরে ভার দিলাম, আমাদের নিকটবর্তী রণাঙ্গন যখন এগিয়ে যাবে তখন তার বাঁ পাশটাকে তারা আড়াল করে রাখবে।

আমাদের কম্যাণ্ড পোস্টে ফিরে এসে, স্টাফ অফিসারদের সঙ্গে একত্রে আমি প্রাপ্য সমস্ত গুপ্ত সংবাদ আর সন্ধানী-পর্যবেক্ষণের তথ্য খুঁটিয়ে দেখলাম এবং যে জমির উপরে সৈন্যদের কাজ চালাতে হবে তাও ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলাম। দেখা গেল, আমরা যতটা ভেবেছিলাম, পরিস্থিতি তার চাইতেও অনেক খারাপ।

শত্রুর কবল থেকে সদ্যমুক্ত কেন্দ্রীকরণের এলাকাটি প্রচুর সংখ্যক সৈন্য, সামরিক সাজসরঞ্জাম ও গোলাবারুদ নেওয়ার জন্য ঠিকমতো প্রস্তুত ছিল না, এবং ঘাঁটি স্থাপন করা, আসার পথ সংগঠিত করা, সাজসরঞ্জাম চলাচল কৃত্যকের সমর্থন সংগঠিত করার কাজ চালাতে হচ্ছিল আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতি চালানোর সঙ্গে সঙ্গেই।

ব্যবহারযোগ্য একমাত্র রেলওয়ে ছিল কাস্তোরনোয়ে থেকে কুর্স্ক পর্যন্ত একটি লাইন, তার সঙ্গে লিভনি থেকে মারমিঝি পর্যন্ত একটি ছোট শাখা

লাইন। ট্রেন যেতে পারত শুধু শিচগ্রি স্টেশন পর্যন্ত। অল্প যে কটা পথ ছিল তাও যেন এক অন্তহীন হিমঝঞ্ঝায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ভাসমান তুষারপুঞ্জ এত ঘন ছিল যে জলোতুখিনো — বুদানোভকা অংশে রেলওয়ের বাঁধটিকে ব্যবহার করতে হয়েছিল মোটরগাড়ির পথ হিসেবে।

সৈন্য, ট্রাক আর সাঁজোয়া গাড়ির দীর্ঘ সারিগুলি ট্রেন থেকে নামার জায়গাগুলি থেকে অতি কষ্টে এগোতে লাগল পশ্চিম দিকে একমাত্র মোটরগাড়ির পথ, ইয়েলেৎস — লিভনি — জলোতুখিনো ধরে। ট্রাক আর ঘোড়ার অভাবে লোকেদের অনেক সময়েই ভারী মেশিন-গান, ট্যাঙ্কবিধ্বংসী রাইফেল, এমন কি মর্টারও বয়ে নিয়ে যেতে হল পিঠে করে। কামান আসতে লাগল সৈন্যদের অনেক পিছনে। স্থানীয় কৃষকদের সাহায্য না পেলে গোলাবারুদ সরবরাহ নিয়ে আমাদের সত্যিই দুরবস্থায় পড়তে হত; তারা স্লেজ আর ঘোড়ার গাড়িতে করে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে কামানের গোলা বহন করে নিয়ে গেল। সাধারণভাবে, মুক্ত গ্রামগুলির লোকেরা সব দিক দিয়েই আমাদের সাহায্য করেছিল। তাদের নিজেদেরই খাদ্য বা আশ্রয় যথেষ্ট ছিল না, তবুও সামান্য যেটুকু ছিল তাও তারা সৈন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছে, তাদের গরম রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

ট্রেন আর সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগীয় ইউনিটগুলি কেন্দ্রীকরণের এলাকা থেকে তখনও অনেক দূরে ছিল, তার ফলে সৈন্যদের জন্য সব প্রয়োজনীয় সরবরাহ খুবই বিঘ্নিত হয়েছিল। তুষারাবৃত প্রান্তরের উপর দিয়ে দীর্ঘ, দুরূহ পথ চলা সৈন্যদের শ্রান্ত করে ফেলছিল, কিন্তু গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছবার পরেও তারা স্বাভাবিক বিশ্রামের কোনো ব্যবস্থা দেখতে পায় নি।

ফলে, নতুন সংগঠিত মধ্য রণাঙ্গনের সৈন্যরা যথাসময়ে একত্র জড়ো হতে পারল না, তাই আক্রমণাভিযানের আরম্ভটা স্থগিত রাখা হল ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ইতিমধ্যে আমরা পেলাম ৬৫তম সেনাবাহিনীর কিছু সৈন্য আর সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনী (আসার পথে আটকে পড়া এর অনেকগুলি ট্যাঙ্ক তখনও সংগ্রহ করা বাকি ছিল), ২য় অশ্বারোহী কোর এবং দুটি স্কি ব্রিগেড। এই সৈন্যদের রাখা হল চের্ন, মিখাইলোভকা, কোনিশেভকা, মাকারভকা লাইনে ১৫০ কিলোমিটারের এক সম্মুখভাগে। ২১শ সেনাবাহিনী তখনও ছিল স্তালিনগ্রাদ থেকে ইয়েলেৎসের

পথে; সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে ৭০তম সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছিল কেন্দ্রীকরণের এলাকার দিকে।

অথচ, সময় হয়ে গিয়েছিল, আমাদের আক্রমণাভিযান শুরু করা দরকার। আমাদের এলাকায় সক্রিয় ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনের কতকগুলি ডিভিশনকে ৬৫তম সেনাবাহিনীর অধীনস্থ করা হয়েছিল, তাদের নিয়ে ৬৫তম সেনা-বাহিনী যাত্রা শুরু করল মিখাইলোভকা, লিউতেজের দিকে; তার ডান দিকে ৭০তম সেনাবাহিনী চলল দ্মিত্রভ্স্কের দিকে; বাঁ দিকে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল আ.গ. রদিনের ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনী এগিয়ে চলল সেভ্স্ক অভিমুখে; রণাঙ্গনের বাঁ পাশে দুটি স্কি ব্রিগেড আর একটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টকে দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করা জেনারেল ভ. ভ. ক্রিউকভের ২য় গার্ডস অশ্বারোহী কোর এগিয়ে গেল খুতোর মিখাইলোভস্কি, নভগরদ-সেভেরস্কির দিকে।

আক্রমণাভিযান শুরু হল বেশ সাফল্যের সঙ্গেই। ৭০তম সেনাবাহিনীর সমর্থন নিয়ে ৬৫তম সেনাবাহিনী শত্রুকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে কোমারিচি ও লিউতেজে গিয়ে পেঁছিল; ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনী সেরেদিনা-বুদা দখল করে নিল, আর অশ্বারোহী দলটি সামান্য প্রতিরোধের মোকাবিলা করা আরও ভিতরে ঢুকে পড়ল। শত্রুর দিক থেকে এটা একটা চতুর কৌশল সন্দেহ করে আমি ক্রিউকভকে সেখানেই থেমে গিয়ে সেভ্স্কের লাইনে ঘাঁটি গেড়ে বসার আদেশ দিলাম। কিন্তু সংগ্রামরত প্রবীণ যোদ্ধা তখন সাফল্যে উত্তেজিত, মাঝপথে তাঁকে ঠেকিয়ে রাখা তত সহজ ছিল না। তাঁর দুই পাশে সন্ধানী-পর্যবেক্ষণের দিকে আদৌ কোনো নজর না দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন দেস্না নদী আর নভগরদ-সেভেরস্কি পর্যন্ত।

আমাদের ইউনিটগুলি অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। আমাদের নিকটবর্তীরা অবশ্য ফল দেখিয়েছিল অনেক খারাপ। ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গন আক্রমণাভিযান চালিয়েছিল ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে, শত্রুকে কোনো কোনো জায়গায় ঠেলে দিয়েছিল ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত পিছনে, কিন্তু ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল নোভোসিল, মালোআর্খাঙ্গেলস্ক, রজদেস্তভেনস্কোয়ে লাইনে। পশ্চিম রণাঙ্গনের বাঁ পাশের ১৬শ সেনাবাহিনী আমাদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আক্রমণ চালিয়েছিল, কিন্তু তারাও সাফল্য অর্জন করতে পারে নি।

শত্রুর ওরিওলস্থিত গোটা সৈন্যদলকে একেবারে অবরুদ্ধ করে ফেলার মতো এমন বিশাল আকারের এক তৎপরতায় হাত দিয়ে সাধারণ সদরদপ্তর

স্পষ্টতই হিসাবে ভুল করেছিল। কারণ, ব্রিয়ান্স্ক ও খারকভ ক্ষেত্রে শত্রু যে প্রচণ্ড আঘাত খেয়েছিল, তা তারা ইতিমধ্যেই সামলে উঠতে শুরু করেছিল এবং নিজেরাই একটা পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেছিল। ভিয়াজমা-র্জেভ সৈন্যব্যূহ থেকে আরও বেশি সংখ্যায় নানা ধরনের সৈন্যবল স্থানান্তরিত করা হয়েছিল ওরিওলে এবং দক্ষিণ দিকে। পার্টিজানরা আর বিমান থেকে সন্ধানী-পর্যবেক্ষকরা আমাদের হুঁশিয়ারি জানিয়েছিল ব্রিয়ান্স্কের কাছে শত্রু সৈন্যের কেন্দ্রীভবন সম্পর্কে এবং সেভ্স্কের দিকে সৈন্য চলাচল সম্পর্কে। শত্রু সৈন্যের ইউনিটগুলি রিল্স্ক আর শোস্তকার উত্তর দিকেও জড়ো হয়েছিল।

রণাঙ্গনের সম্মুখভাগটা ইতিমধ্যেই অনেকখানি বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, আমাদের সমস্ত সৈন্যকে সেখানে যুদ্ধে নামানো হয়েছিল। শত্রু স্পষ্টতই সৈন্য কেন্দ্রীকরণ আর সৈন্যদের নির্দিষ্ট জায়গায় ছড়িয়ে রাখার ব্যাপারে আমাদের চাইতে এগিয়ে ছিল। আমাদের ২১শ সেনাবাহিনী সবে ইয়েলেৎসে ট্রেন থেকে নেমেছিল, সাজসরঞ্জাম চলাচল কৃত্যক আটকে পড়েছিল সেই স্তালিনগ্রাদে, আর প্রচণ্ড অভাব ছিল খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানি আর গোলাবারুদের।

তৎপরতার একেবারে শুরুতেই আমরা আরও একটা বড় ভুল করেছিলাম। নতুন এলাকায় সৈন্যদের নিয়ে যাওয়ার তাড়াহুড়োয় আমরা ভূভাগটার অবস্থার সঙ্গে আগে থেকে পরিচিত হতে পারি নি; ফিল্ড সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের পথ ও পরিবহণ ইউনিটগুলিকে এবং তাদের যন্ত্রগুলিকেও নিয়ে আসি নি আমরা। নতুন সৃষ্ট রণাঙ্গনের জন্য তৎপরতার পরিকল্পনা যেসব উচ্চতর সংস্থা করেছিল, তাদেরও সেটা নজর এড়িয়ে গেছে। তাদের একমাত্র চিন্তা ছিল জঙ্গী ইউনিটগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নতুন করে মোতায়েন করা, তার ফল হয়েছিল এই যে তাদের সামনে না ছিল পথ, না পরিবহণ। কেন্দ্রীকরণ আর আসল লড়াই চালাতে চালাতেই প্রয়োজনীয় অদলবদল ঘটানো দরকার হয়েছিল।

স্তালিনকে আমি জানালাম যে এই অবস্থায় রণাঙ্গন তার কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে না। অল্প কিছু পরেই কাজটার পরিবর্তন ঘটানো হল, আমাদের আদেশ দেওয়া হল ২১শ ও ৭০তম সেনাবাহিনী আর ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনীর সঙ্গে ওরিওল অভিমুখে উত্তর দিকে আঘাত হানার জন্য। লক্ষ্যটা ছিল ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনের সঙ্গে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনের বাঁ দিকের সঙ্গে সমন্বয় রেখে শত্রুর ওরিওলস্থিত সৈন্যদলকে উৎখাত করা। কিন্তু

অবস্থা যা তাতে এই তৎপরতারও সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা ছিল না: শক্তিতে শত্রু আমাদের চাইতে অনেক বেশি প্রবল ছিল।

আমাদের অশ্বারোহী দলটি সম্পর্কে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম, সেই দলটির দু পাশে শত্রু সৈন্যের সন্দেহজনক বিশাল সমাবেশ ঘটেছিল। ক্রিউকভকে আমি আবার আদেশ জানালাম পশ্চিম দিকে তাঁর অগ্রগতি থামিয়ে সেভ নদীর ধারে ঘাঁটি গেড়ে থাকতে, এবং ৬৫তম সেনাবাহিনী আসা অবধি সেভ্স্ক আগলে রাখতে। তাঁকে হুঁশিয়ারি দিয়ে আমি উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ বাড়িয়ে তুলতেও বললাম। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাঁর যে অশ্বারোহী দল দেস্না পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল, তার দুই পাশে ও পশ্চাদ্ভাগে শত্রু আঘাত হানল। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে দলটি লড়াই চালিয়ে সেই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এল; ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনী ও ৬৫তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি এতে বিরাট সাহায্য করেছিল, তারা কালবিলম্ব না করে তাদের উদ্ধার করতে এগিয়ে গিয়েছিল।

শত্রুকে এখানে থামাবার জন্য, ৬৫তম সেনাবাহিনীকে সেভ নদীর পূর্ব তীর বরাবর একটা বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে ছড়িয়ে দিতে হল।

অবশ্য একটা সান্ত্বনা ছিল। আমাদের সৈন্যদের সফল অগ্রগতি আমাদের বাঁ দিককার ভরোনেজ রণাঙ্গনকে সাহায্য করেছিল তার ক্ষেত্র থেকে শত্রুর প্রচুর সৈন্যকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে। আমাদের প্রতিবেশীর ৬০তম সেনাবাহিনী এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, এবং আমাদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালানোর জন্য শত্রু বিরাট সৈন্যবল সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় ভরোনেজ রণাঙ্গনে নাৎসিরা নিজেরা যখন আক্রমণ শুরু করেছিল, তখন সেই রণাঙ্গনের অবস্থা অনেকখানি সহনীয় হয়ে উঠেছিল।

নতুন কর্মভার পেয়ে আমরা পুনর্বিন্যাস ঘটাতে শুরু করলাম, আমাদের সৈন্যবলের বড় অংশটাকে কেন্দ্রীভূত করলাম ওরিওল ক্ষেত্রে, যেখানে আসল আক্রমণটা চালানোর কথা। সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে সদ্য এসে পেঁৗছনো ৭০তম সেনাবাহিনীকেও সেখানে তৈরি রাখা হল। এই সেনাবাহিনী গঠিত ছিল সীমান্ত রক্ষীদের নিয়ে, তারা সকলেই ছিল অসীম সাহসী, যে কোনো পরিস্থিতিতে লড়াই করাব তালিম পাওয়া। এই সেনাবাহিনীটির উপরে আমরা অনেক আশা পোষণ করেছিলাম, তাকে রেখেছিলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে — ডান পাশে ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনের সঙ্গে সীমান্তরেখায়। কিন্তু তার কাজ আশা পূর্ণ

করে নি। এর কারণ ছিল মুখ্যত ঊর্ধ্বতন অধিনায়কদের অনভিজ্ঞতা, লড়াইয়ের এ রকম জটিল পরিস্থিতিতে এর আগে তাঁরা কখনও পড়েন নি। ইউনিটগুলিকে লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সোজাসুজি মার্চ-করা অবস্থা থেকে, খন্ড-খন্ড দলে, অত্যন্ত অসংগঠিত কায়দায় এবং গোলন্দাজদের সমর্থন ছাড়াই।

সেনাবাহিনীর ব্যর্থতার দায় তার কম্যান্ড আর স্টাফের উপরে চাপাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেকে আর আমার নিজস্ব স্টাফকেও এর দায়িত্ব থেকে পুরোপুরি অব্যাহতি দিতে পারি না। সেনাবাহিনীকে লড়াইয়ে নামানোর তাড়ায় আমরা তাকে কাজের ভার দিয়েছিলাম সৈন্যদের প্রস্তুতাবস্থা যাচাই করে না-দেখেই, কিংবা অধিনায়কত্বের লোকজনকে ভালো করে না চিনেই। আমার পক্ষে তা ভবিষ্যতের জন্য একটা মোক্ষম শিক্ষা হিসেবে কাজ করেছিল।

আমি যত তাড়াতাড়ি পারলাম সামরিক পরিষদের সদস্য তেলেগিনের সঙ্গে ৭০তম সেনাবাহিনীর দিকে চললাম গাড়ি করে। যাত্রাটা সহজ ছিল না, প্রথমে আমাদের রাস্তা ধরে যেতে হল গাড়ি করে, তার পরে একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে স্লেজে করে, এবং সব শেষে, ভাসমান তুষারপুঞ্জের মধ্য দিয়ে স্কি করে প্রায় পনেরো কিলোমিটার।

অকুস্থলে বসে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে সেনাবাহিনীর অধিনায়ককে বদলাতে হবে এবং স্টাফের শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে আরও অভিজ্ঞ অফিসারদের দিয়ে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি যাতে অবিলম্বে ঘটানো হয়, আমরা সে বিষয়ে যত্নবান হলাম, কারণ নতুন লড়াই ছিল সমাসন্ন।

ইতিমধ্যে পরিস্থিতির অবনতি ঘটছিল ক্রমশই। প্রচন্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন নোভোসিল, আর্খাঙ্গেলস্কোয়ে, রজদেস্তভেনস্কোয়ে লাইনে এসে থেমে গিয়েছিল। রণাঙ্গনের অধিনায়ক রেইতের জানালেন যে শত্রু তাদের ওরিওলের সৈন্যদলটির শক্তিবৃদ্ধি করেছে, এবং তিনি যে কোনো মুহূর্তে পাল্টা আঘাত আশা করছেন। তার পর বিপদসংকেত জানাল ভরোনেজ রণাঙ্গনের সদরদপ্তর: শত্রু আক্রমণাভিযান শুরু করেছে, খারকভের জন্য লড়ছে এবং এগিয়ে চলেছে বেলগোরদের দিকে।

আমাদের অংশটায় নাৎসিদের প্রতিরোধ অনেক কড়া হয়ে উঠল, লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে শুরু করল। তখনও আমরা আশা করছিলাম যে

২১শ সেনাবাহিনীকে লড়াইয়ে নামিয়ে আমরা শত্রুকে পিছনে ঠেলে দিতে সমর্থ হব, কিন্তু সে আশা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। স্পষ্টতই, সময়টা আক্রমণ করার উপযুক্ত ছিল না তখনও, আক্রমণ করলে আমরা মিছামিছি আমাদের সৈন্যবলকে দুর্বল করে ফেলতাম শুধু। আমাদের অগ্রগতির ভাগ্যে কী আছে, সে বিষয়ে গুরুতর চিন্তার এই মুহূর্তটিতেই সাধারণ সদরদপ্তর থেকে আমি আদেশ পেলাম ২১তম সেনাবাহিনীকে তাড়াতাড়ি অবোয়ানের কাছাকাছি পাঠিয়ে ভরোনেজ রণাঙ্গনের অধিনায়কের হাতে তাকে তুলে দিতে: শত্রুর বিরাট সৈন্যদল খারকভ ও বেলগোরদ ক্ষেত্রের দিকে ঢুকে পড়েছে এবং কুর্স্কের দিকে তাদের এগিয়ে আসার বিপদ দেখা দিয়েছে।

সাধারণ সদরদপ্তরকে আমায় জানাতে হল যে আমাদের নিজেদের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। আমাদের সৈন্যরা এবং পশ্চাদ্ভাগের কৃত্যকগুলি এসে পৌঁছচ্ছিল ধীরে ধীরে, সরবরাহ ছিল এলোমেলো, আর আমাদের রণাঙ্গনের সামনাসামনি সৈন্যদলের শক্তি শত্রু অনেক বাড়িয়ে তুলেছিল। ২১শ সেনাবাহিনী চলে গেলে পাল্লাটা আমাদের বিরুদ্ধে আরও বেশি ঝুঁকে যাবে।

আমার রিপোর্টের পর, মার্চ মাসের শেষার্ধে সাধারণ সদরদপ্তর স্থির করল যে ওরিওলের বিরুদ্ধে আক্রমণাভিযান চালিয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই। সিদ্ধান্তটা ছিল সঠিক, তাই আমাদের মেজাজ চাঙ্গা হয়ে উঠল।

মধ্য রণাঙ্গনকে গরদিশ্চে, মালোআর্খাঙ্গেলস্ক, ত্রোসনা, লিউতেজ, কোরেনেভো লাইনে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হল। আমাদের সৈন্যবলকে পরিপুষ্ট করল প. ল. রমানেঙ্কোর (৯৯) ৪৮তম সেনাবাহিনী ও ন. প. পুখভের ১৩শ সেনাবাহিনী, — এটিকে আমরা ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গন থেকে নিয়েছিলাম তার অধিকৃত ক্ষেত্রটি সহ — এবং ভরোনেজ রণাঙ্গন থেকে ই. দ. চেৰ্নিয়াখভস্কির (১০০) ৬০তম সেনাবাহিনী, এটিও তার অধিকৃত ক্ষেত্র সহ। ইতিমধ্যে আমাদের দুই প্রতিবেশীই শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে আমাদেরই মতো আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

উত্তরে ওরিওল আর দক্ষিণে বেলগোরদ থেকে আঘাত হেনে কুর্স্ক এলাকায় আমাদের সৈন্যদের ঘিরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্য হাসিল করতে নাৎসি কম্যান্ড অপারগ হল। কিন্তু যথেষ্ট মূল্য দিয়ে তারা সক্ষম হল দুটি গুরুত্বপূর্ণ বহির্কোণ আগলে রাখতে — একটি ওরিওলের পূর্ব ও

দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, অন্যটি খারকভের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে। প্রবলভাবে রক্ষিত এই দুটি বহিৰ্কোণ ছিল বিশাল কুর্স্ক স্ফীতাংশের দুই কাঁধের মতো, আমাদের লাইন থেকে তা প্রায় ২০০ কিলোমিটার পশ্চিমে অভিক্ষিপ্ত ছিল, তাকে রক্ষা করছিল মধ্য ও ভরোনেজ রণাঙ্গন।

রণাঙ্গনের অধিনায়কত্ব, স্টাফ আর রাজনৈতিক বিভাগ তাদের নতুন কাজে মনোনিবেশ করল। দরকার ছিল এমন একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করা, শত্রু যা ভেদ করতে পারবে না, অর্থাৎ সেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে হতে হবে গভীরভাবে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত এবং ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে বিশেষ জোরালো। অতীতের লড়াইয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতায় জ্ঞান বেড়েছিল বলে আমরা জানতাম যে আক্রমণাভিযান চালানোর সময়ে শত্রু বিপুল সংখ্যক ট্যাঙ্ক নামাবে, আমাদেরও সেগুলিকে ঠেকাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

অতীতের মাসগুলিতে শত্রু অতি সহজেই আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছিল। খারকভ আর বেলগোরদ আমরা হারিয়েছিলাম এইভাবেই। আমার মতে, সেটা ঘটেছিল প্রয়োজনীয় সংরক্ষিত সৈন্যবল সৃষ্টি করতে আমাদের ব্যর্থতার দরুন, যার ফলে আক্রমণ করার সময়ে আমাদের সৈন্যদের শক্তি আমরা চরম সীমা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলাম, রণক্ষেত্রের সম্মুখভাগটাকে সরু সুতোর মতো করে টেনে নিয়ে গিয়ে পশ্চাদ্ভাগের ঘাঁটিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়েছিলাম। আমাদের রণকৌশলগত ও রণনীতিগত গোপন সংবাদ সংগ্রহ বিভাগ আমাদের পর্যাপ্ত খবর জানাতে পারে নি, তার ফলে শত্রু পশ্চাদপসরণ করে জোরালো আঘাত হানার মতো সৈন্যবল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং তাই নিয়ে হঠাৎ পাল্টা আক্রমণ করেছিল, আর তাদের আঘাত ঠেকাবার মতো কিছুই আমাদের ছিল না। গভীরের দিকে রণকৌশলগত সংরক্ষিত সৈন্যবল না থাকায়, শত্রু একবার কোনো সংকীর্ণ ক্ষেত্রে রণাঙ্গন ভেদ করতে পারলে তাদের পক্ষে আমাদের সৈন্যদের বলতে গেলে বেপরোয়াভাবে ছেঁকে ধরা সম্ভব হয়ে উঠেছিল।

এপ্রিল মাসে মস্কো থেকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের একটি দল এসে পৌঁছল পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য এবং রণাঙ্গনের কী প্রয়োজন তা স্থির করার জন্য। এর মধ্যে ছিলেন লাল ফৌজের সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগের প্রধান আ. ভ. খ্রুলিয়ভ, জেনারেল স্টাফের সহকারী প্রধান আ. ই. আন্তনভ এবং বেলোরুশীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম

সম্পাদক, কেন্দ্রীয় পার্টিজান সদরদপ্তরের প্রধান ও আমাদের সামরিক পরিষদের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত প. ক. পনোমারেঙ্কো (১০১)।

এ'রা আমাদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটালেন, সৈন্য, রণাঙ্গন, সেনাবাহিনীর সাজসরঞ্জাম চলাচল সংক্রান্ত কৃত্যক (যার অনেক কিছুই তখনও পর্যন্ত সৈন্যাবস্থানের এলাকায় গিয়ে পে'ছিয় নি) এবং রণকৌশলগত ও রণনীতিগত সমস্যাবলী সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। কুর্স্ক স্ফীতাংশের প্রতিরক্ষা সংগঠিত করা সম্পর্কে আমার চিন্তা আমি সবিস্তারে ব্যক্ত করলাম। কমরেডরা পরামর্শ দিলেন, আমি যেন সর্বোচ্চ অধিনায়ককে সম্বোধন করে লেখা একটি স্মারকলিপিতে সেগুলির রূপরেখা তুলে ধরি; আমি তাই করলাম। স্মারকলিপিতে ছিল ১৯৪২-১৯৪৩-এর শীতকালীন অভিযানের ফলে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ দিকের পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এবং গ্রীষ্মকালের জন্য কিছু প্রস্তাব-পরামর্শ। শত্রু যেখানে তাদের চূড়ান্ত গ্রীষ্মকালীন আক্রমণাভিযান শুরুর চেষ্টা করতে পারে, সেই সম্ভাব্যতম ক্ষেত্রটি ছিল কুর্স্ক স্ফীতাংশ। শীতকালে যে লক্ষ্য শত্রু অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল, অধিকতর সৈন্যবল নিয়ে সেই লক্ষ্য তারা এখানে অর্জন করার চেষ্টা করবে। শত্রু যে ওরিওল আর বেলগোরদ এলাকায় সৈন্যদের নিয়ে আসা চালিয়ে যাচ্ছে তা থেকে বহির্কোণের ভিতরে থাকা আমাদের সৈন্যদের পার্শ্বভাগ পরিবেষ্টন করে নিজেদের অবস্থানটাকে কাজে লাগানোর মতলবই প্রকাশ পায়। কুর্স্ক স্ফীতাংশের পূর্ব দিকে সাধারণ সদরদপ্তরের শক্তিশালী সংরক্ষিত সৈন্যবল গড়ে তোলার একান্ত প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল স্মারকলিপিতে; এই সৈন্যবল এই ক্ষেত্রের উপরে শত্রুর যে কোনো আঘাত প্রতিরোধ করতে আমাদের সাহায্য করবে।

আসন্ন অভিযানে অনেকগুলি রণাঙ্গন অংশগ্রহণ করবে বলে, আমি নেতৃত্বের কিছু কিছু প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করেছিলাম।

আমি দাবি করছি না যে আমার স্মারকলিপিতে কোনো ফল হয়েছিল; হয়তো রণাঙ্গনগুলির সামগ্রিক পরিস্থিতিই কুর্স্কের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। সে যাই হোক, তবে ১৯৪৩-এর মে ও জুন মাসে মধ্য ও ভরোনেজ রণাঙ্গনের পশ্চাদ্ভাগে সংগঠিত হল সেনাবাহিনীর এক নতুন গ্রুপ, সংরক্ষিত রণাঙ্গন। মনে হয়, কুর্স্ক স্ফীতাংশের পিছনে নির্ভরযোগ্য সংরক্ষিত সৈন্যবল সৃষ্টি করা সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ গণ্য করা হয়েছিল।

'সিটাডেল'-এর পতন

এপ্রিল মাসে কুর্স্ক স্ফীতাংশের উভয় দিকে সৈন্যরা গ্রীষ্মকালীন অভিযানের জন্য প্রস্তুতি তীব্র করে তুলতে আরম্ভ করল।

আমাদের কম্যান্ড পোস্ট অবস্থিত ছিল ইয়েলেৎসে, সেটা একটা বড় রেলওয়ে জংশন, স্বভাবতই শত্রুর মনোযোগ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তাই তার উপরে ঘন ঘন বিমান হানা চলত। শুধু এই কারণেই জায়গাটা ছিল অনুপযুক্ত, আর নতুন পরিস্থিতিতে তাকে সৈন্যদের আরও কাছাকাছি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার ছিল। আমরা বেছে নিলাম কুর্স্কের উত্তর দিকে স্‌ভবোদা গ্রামটিকে। স্টাফ নতুন কম্যান্ড পোস্টকে প্রস্তুত করার মধ্যে সমস্ত সেনাবাহিনী আর বড় বড় ইউনিটের সঙ্গে, ডাইনে আর বাঁয়ে নিকটবর্তী রণাঙ্গনগুলির সঙ্গেও সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে গেল।

শত্রুর কার্যকলাপের ধরন, তৎসহ গোপন সংবাদ-তথ্যাদি থেকে আমরা অনুমান করলাম যে নাৎসি সেনাবাহিনীগুলি যদি নিকট ভবিষ্যতে নিয়ামক লক্ষ্য নিয়ে একটা আক্রমণাভিযান চালাতে আদৌ সক্ষম হয়, তা হলে সেটা চালানো হবে কুর্স্ক স্ফীতাংশের উপরে। জার্মান কম্যান্ডের প্রিয় কৌশল ছিল একটা বহির্কোণের ভিত্তিমূলে (বর্তমান ক্ষেত্রে কুর্স্কের দিকে) সমকেন্দ্রাভিমুখী নানান দিক দিয়ে আঘাত করা, আর সামনের দিকের অবস্থানের বাহ্যিক গঠনটা সেই কৌশল প্রয়োগের উপযোগী ছিল। সফল হলে, শত্রু মধ্য ও ভরোনেজ রণাঙ্গনকে ছেঁকে ধরতে পারবে, যে সাতটি সেনাবাহিনী কুর্স্ক স্ফীতাংশটাকে রক্ষা করছিল তাদের ঘিরে ফেলবে। একেবারে ভিতর দিক থেকে ওরিওলের বহির্কোণে শত্রু সৈন্যের, বিশেষত ট্যাঙ্ক আর কামানের নিরন্তর প্রবাহ আমাদের অনুমানের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করল।

পরে আমরা দখল করা দলিলপত্র থেকে আবিষ্কার করেছিলাম যে ১৯৪৩ সালের তৎপরতাগুলির পরিকল্পনা করার সময়ে জার্মান কম্যান্ড কুর্স্ক স্ফীতাংশ রক্ষাকারী সোভিয়েত সৈন্যদের উৎখাত করাটাই মুখ্য কাজ বলে গণ্য করেছিল। 'সিটাডেল' (দুর্গ) এই সাংকেতিক নাম দেওয়া তৎপরতার উপরে যে কতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল তা দেখা যায় হিটলারের ১৫ এপ্রিল, ১৯৪৩ তারিখের একটি আদেশ থেকে: 'আমি স্থির করেছি, আবহাওয়া অনুকূল হলেই এই বছরের প্রথম আক্রমণাভিযান— অপারেশন 'সিটাডেল' সম্পন্ন করা হবে। এই আক্রমণাভিযান চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা অবশ্যই আমাদের উদ্যোগ দেবে বসন্ত আর গ্রীষ্মকালের জন্য।'

কিন্তু সব জার্মান জেনারেলই যে কুর্স্কে একটা আক্রমণাভিযানের সাফল্যে আস্থা রাখতেন, তা নয়। ৪ মে, ১৯৪৩ তারিখে হিটলারের সঙ্গে এক সভায় ৯ম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, কর্নেল-জেনারেল মোডেল ঘোষণা করেছিলেন: 'শত্রু আমাদের আক্রমণাভিযান আশা করছে, তাই সাফল্য লাভ করতে হলে ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা উচিত, কিংবা আক্রমণাভিযান পুরোপুরিই পরিত্যাগ করা উচিত, সেটাই বরং বেশি ভালো হবে।' অনুরূপ সংশয় প্রকাশ করেছিলেন 'দক্ষিণ' ও 'মধ্য' সেনাবাহিনী গ্রুপের অধিনায়কদ্বয়— ফিল্ড মার্শাল ফন মানস্টাইন ও ফন ক্লুগে।

তা সত্ত্বেও, জার্মানির টলায়মান মর্যাদা বাঁচিয়ে রেখে ফাশিস্ত জোটের ভাঙন ঠেকাতে ব্যগ্র হয়ে, এবং ইউরোপে একটা দ্বিতীয় রণাঙ্গন না থাকার কথা মনে রেখে নাৎসি কম্যান্ড দীর্ঘ প্রস্তুতি আর বারবার স্থগিত রাখার পর শেষ পর্যন্ত কুর্স্কে আক্রমণাভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিল।

শত্রুর পরিকল্পনা, তাদের আসল প্রচেষ্টার সম্ভাব্য দিকগুলি, এমন কি আক্রমণের নির্ধারিত সময়ও সোভিয়েত কম্যান্ড ঠিকভাবে অনুমান করতে পেরেছিল। সাধারণ সদরদপ্তর স্থির করেছিল শত্রুর আঘাত-হানা সৈন্যবলের শক্তিক্ষয় করে তার পরে স্মোলেন্স্ক থেকে তাগানরগ পর্যন্ত রণাঙ্গনের গোটা দক্ষিণ ক্ষেত্রটা জুড়ে পাল্টা আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্য নিয়ে তৎপরতা চালানো হবে। উল্লেখ না করে পারছি না যে রণাঙ্গনের অধিনায়কদের অংশগ্রহণে সাধারণ সদরদপ্তরের এক সভায় আসন্ন তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনার সময়ে কেউ কেউ শত্রুর আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করে বরং তারা কিছু করার আগেই আক্রমণ চালানোর কথা বলেছিলেন। সাধারণ সদরদপ্তর এই সমস্ত অভিমত বাতিল করে ঠিক কাজই করেছিল।

সাধারণ সদরদপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মধ্য ও ভরোনেজ রণাঙ্গনকে নির্দেশ দেওয়া হল জোরদার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করতে।

আমরা, মধ্য রণাঙ্গনের লোকেরা দেখলাম, আমাদের প্রধান বিপদস্থলটা রয়েছে আমাদের ডান দিকে ওরিওল বহির্কোণের ভিত্তিমূলে। আমরা তাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিরক্ষা মজবুত করার সিদ্ধান্ত নিলাম, এবং রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবলের বড় অংশটাকে সেখানেই ছড়িয়ে দিলাম।

এই সমস্ত সিদ্ধান্তের পিছনে যে বিবেচনাবোধ কাজ করেছিল, তা ছিল এই: অগ্রগতির যে গতিমুখটা শত্রুর উদ্দেশ্যপূরণের সবচেয়ে উপযুক্ত, সেটা হল ওরিওল থেকে কুর্স্কের দিকে; এইখানেই আসল প্রচেষ্টা (দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চালিত) চালানো হবে বলে আশা করা যায়। অন্য কোনো দিকে শত্রুর আঘাত বিশেষ কোনো বিপদ সৃষ্টি করতে পারবে না, কারণ ওরিওল বহির্কোণের ভিত্তিতে রাখা রণাঙ্গনের সৈন্যদের আর শক্তিবৃদ্ধির উপায়গুলিকে সহজেই নিয়ে যাওয়া যাবে বিপন্ন ক্ষেত্রটিকে শক্তিশালী করার জন্য। সবচেয়ে খারাপ যা ঘটতে পারে তা এই যে এই রকম আক্রমণাভিযানের ফলে আমাদের বেষ্টিত না হয়ে অথবা সম্পূর্ণ পরাস্ত না হয়ে কুর্স্ক স্ফীতাংশ থেকে হঠে যেতে হতে পারে।

সর্বোচ্চ অধিনায়ক মধ্য রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডের রণনীতি অনুমোদন করলেন, আমরাও প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার কাজে মনোনিবেশ করলাম।

আমাদের ডান পাশে উদ্যত শত্রুর ওরিওলস্থিত সৈন্যদলের বিরুদ্ধে ব্যূহরক্ষা করছিল গরদিশ্চে থেকে ব্রিয়ান্ত্সেভো পর্যন্ত ১৩২ কিলোমিটারের এক রণাঙ্গনে ৪৮তম, ১৩শ, ও ৭০তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি। বাঁ দিকে, ৬৫তম ও ৬০তম সেনাবাহিনী রক্ষা করছিল ব্রিয়ান্ত্সেভো থেকে কোরেনেভো পর্যন্ত ১৭৪ কিলোমিটারের একটা রণাঙ্গন।

যথারীতি, যে কোনো পরিস্থিতিতে যে সংরক্ষিত সৈন্যবল আলাদা করে রাখা দরকার, আমি তা আলাদা করে রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনীকে তাই সরিয়ে আনা হল দ্বিতীয় ধাপে, আর ৯ম ও ১৯শ ট্যাঙ্ক কোর ও ১৭শ গার্ডস পদাতিক কোরকে রাখা হল রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবলের মধ্যে, শেষোক্তটি দরকার হলে ১৩শ সেনাবাহিনীর এলাকায় পাঠানোর জন্য প্রস্তুত রাখা হল।

বিপন্ন দিকটায় আমাদের সৈন্যদের যতখানি সম্ভব ঠাসাঠাসি করে ভরে দেওয়ার জন্য সব কিছুই করলাম আমরা, ৯৫ কিলোমিটারের এক সম্মুখভাগে একত্র করলাম আমাদের পদাতিক ডিভিশনগুলির ৫৮ শতাংশ,

আমাদের কামানের ৭০ শতাংশ, আমাদের ট্যাঙ্ক আর স্বচালিত কামানের ৮৭ শতাংশ। দ্বিতীয় ধাপের সৈন্যবল এবং রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবলকেও (একটি ট্যাঙ্ক বাহিনী আর দুটি পৃথক ট্যাঙ্ক কোর) এই ক্ষেত্রে রাখা হল। সম্মুখভাগের বাকি ২১১ কিলোমিটারের রাখা হল আমাদের পদাতিক সৈন্যদের অর্ধেকেরও কম, কামানের এক-তৃতীয়াংশ আর ট্যাঙ্কের এক-পঞ্চমাংশেরও কম। এটা ঝুঁকি ছিল অবশ্যই, তবে হিসাব করে নেওয়া ঝুঁকি, তার ভিত্তি ছিল আমাদের এই আশ্বাস যে শত্রু তাদের প্রিয় কৌশলের আশ্রয় নেবে এবং আসল প্রচেষ্টা চালাবে বহির্কোণের ভিত্তিমূলেই। রণাঙ্গনের সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্য আর পার্টিজানদের খবর থেকে নিশ্চিতভাবেই জানা গেল যে আমরা যে ক্ষেত্রটি থেকে শত্রুর আঘাত আসবে বলে আন্দাজ করেছিলাম ঠিক সেই ক্ষেত্রেই শত্রু সৈন্যের এক শক্তিশালী সমাবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে।

আত্মরক্ষামূলক তৎপরতার সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করা হল সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের অংশগ্রহণে — ৪৮তম সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট-জেনারেল প. ল. রমানেঙ্কো, ১৩শ সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ন. প. পুখভ, ৭০তম সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অধিনায়কের স্থলাভিষিক্ত লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ই. ভ. গালানিন, ৬৫তম সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট-জেনারেল প. ই. বাতভ, ৬০তম সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ই. দ. চের্নিয়াখভস্কি, ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনীর লেফটেন্যান্ট-জেনারেল আ. গ. রদিন এবং ১৬শ বিমান বাহিনীর লেফটেন্যান্ট-জেনারেল স. ই. রুদেঙ্কোর অংশগ্রহণে। পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হওয়ার পর আমরা সেখানকার ভূভাগে করণীয় কাজের দিকে মন দিলাম, তাতে অংশগ্রহণ করলেন রণাঙ্গনের কম্যান্ড, রাজনৈতিক বিভাগ, সেনাবাহিনীর অধিনায়কবৃন্দ, অস্ত্র ও কৃত্যক বিভাগীয় প্রধানরা এবং সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগের প্রধান।

শত্রু বিশাল সৈন্যবল নিয়ে আক্রমণ করবে, এই কথা মনে রেখে রণাঙ্গনের কম্যান্ড মার্চ মাসের শেষেই আদেশ আর নির্দেশ জারী করেছিল, তাতে প্রতিরক্ষাব্যূহগুলির সংগঠন সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রণাঙ্গনের ইঞ্জিনিয়ারদের প্রধান, মেজর-জেনারেল আ. ম. প্রোশলিয়াকভ একটা বিশদ সময়-সারণি তৈরি করেছিলেন এবং নির্ধারিত সময়ে আর মানানুগভাবে যাতে সব কাজ সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট করেছিলেন। এই লোকটির কর্মশক্তি আর উদ্যোগের উপরে আমরা

পুরোপুরি নির্ভর করতে পেরেছিলাম। তিনি ছিলেন নম্র, এমন কি একটু লাজুকও, কিন্তু দরকার হলে তিনি প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি আর অটল সংকল্পের পরিচয় দিতে পারতেন। গভীর জ্ঞান আর প্রচুর অভিজ্ঞতা তাঁকে দুরূহতম কাজ সামলাতে সক্ষম করে তুলেছিল। অপরের সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত অথচ কাজ আদায় করে নেওয়ার মতো অধিনায়ক এবং চমৎকার সাথী হিসেবে তিনি সকলের ভালোবাসা পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করাটা ছিল আনন্দের ব্যাপার।

কুর্স্ক স্ফীতাংশের প্রতিরক্ষার জন্য পরিকল্পিত প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল এপ্রিল মাসে, চলেছিল একেবারে শত্রুর আক্রমণ পর্যন্ত। প্রধান ব্যূহের মজবুত সুরক্ষিত অবস্থানগুলি তৈরি করেছিল সৈন্যরা নিজেরাই। প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যূহ, আর সেনাবাহিনী ও রণাঙ্গনের পশ্চাদ্ভাগের ধাপগুলি তৈরি করেছিল সৈন্যদের পাশাপাশি স্থানীয় অধিবাসীরা।

এই কাজটি সংগঠিত করতে গিয়ে আমরা সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলাম। রণাঙ্গনের কম্যান্ডের সমস্ত আদেশ-নির্দেশে অনেকগুলি ব্যূহ নিয়ে একটা শক্তিশালী, গভীরভাবে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত রণক্ষেত্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টির কথা, রণকৌশলগত এলাকার একেবারে গভীরে সর্বাধিক মাত্রায় মজবুত রক্ষণ ঘাঁটি গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। প্রথমে অভিপ্রায় ছিল মোট ১২০-১৩০ কিলোমিটার গভীরে পর্যন্ত পাঁচটি প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করা, কিন্তু পরে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ও দিকগুলির কোনো কোনোটিতে গভীরতাটা বাড়ানো হল ১৫০-১৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত।

তিন মাসের মধ্যে রণাঙ্গন সংগঠিত করে ফেলল ছটি প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহ ও তৎসহ শত শত কিলোমিটার জুড়ে মধ্যবর্তী ব্যূহ আর বদলি অবস্থান। দরকার হলে বদলি অবস্থান হিসেবে কাজ করতে পারে এমনভাবে যোগাযোগ ট্রেঞ্চগুলিকে তৈরি করা হল। প্রতিরোধের ব্যাটেলিয়ন কেন্দ্রগুলিকে প্রস্তুত রাখা হল সর্বাত্মক প্রতিরক্ষার জন্য।

সীমানা রক্ষা, প্রস্থে ও গভীরতায় কামান আর সৈন্যদের সুকৌশল চলাফেরার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হল।

এপ্রিল থেকে জুন — এই সময়টায় রণাঙ্গনের সৈন্যরা মোট ৫,০০০ কিলোমিটার ট্রেঞ্চ খুঁড়েছিল এবং ৪,০০,০০০ মাইন আর ভূমি-বোমা পুঁতেছিল। শুধু ১৩শ ও ৭০তম সেনাবাহিনীর এলাকাতেই খাড়া করা

হয়েছিল ১১২ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া, যেগ্দলির ১০·৭ কিলোমিটার ছিল বৈদ্যুতীকৃত, আর পোঁতা হয়েছিল ১,৭০,০০০-এর বেশি মাইন।

আমরা জানতাম যে গ্রীষ্মকালীন আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতি নেওয়ার সময়ে জার্মান কম্যান্ড বিশেষ আশা ন্যস্ত করেছিল ঢালাও প্যানজার আক্রমণের উপরে। তাই আমরা কুর্স্ক স্ফীতাংশের প্রতিরক্ষা সংগঠিত করেছিলাম ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী ব্যবস্থা হিসেবে, একত্রীকৃত সাঁজোয়া গাড়ির আক্রমণ প্রতিহত করার মতো সাজসরঞ্জামে তা সজ্জিত রাখা হয়েছিল। শত্রুর নতুন, ভারী 'টাইগার' প্যানজার আর 'ফের্ডিন্যান্ড' স্বচালিত কামানকে লড়াইয়ে নামানোর মতলবটাকেও আমরা গণ্য করেছিলাম, তাই ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী ব্যূহগুলিকে প্রস্তুত রেখেছিলাম সবচেয়ে বিপজ্জনক ক্ষেত্রগুলিতে এবং সেগুলিকে ভরিয়ে রেখেছিলাম কামানের জোরালো ঘাঁটি দিয়ে।

স্থির হল যে বিমানবিধ্বংসী কামান সহ, রণাঙ্গনের সমস্ত কামান শত্রুর ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লাগানো হবে, এবং তার প্রধান সৈন্যবলকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে ১৩শ, এবং অংশত ৪৮তম ও ৭০তম সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রগুলিতে, আমরা আশা করছিলাম শত্রু সেইখানেই তার আসল প্রচেষ্টা চালাবে।

উন্নততর সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের জন্য, জোরালো ঘাঁটিগুলিকে ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী এলাকাগুলিতে একত্র করা হল। জুলাই মাসের মধ্যে ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রণাঙ্গনের ডান দিকে গভীরে ৩০-৩৫ কিলোমিটারে গিয়ে পেঁছল। ১৩শ সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রটিতে ছিল ১৩টি ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী এলাকা, তার অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহের ৪৪টি জোরালো ঘাঁটি; দ্বিতীয় ব্যূহে ৩৪টি জোরালো ঘাঁটি সহ ৯টি এলাকা; তৃতীয় ব্যূহে ৬০টি ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী জোরালো ঘাঁটি সহ ১৫টি এলাকা।

সব ধরনের ট্যাঙ্করোধী বাধা-প্রতিবন্ধের দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হল। অগ্রবর্তী ব্যূহের সামনে এবং প্রতিরক্ষার একেবারে গভীরে, দূর জায়গাতেই, ট্যাঙ্ক আক্রমণের বিপদ ঘটতে পারে এমন সমস্ত দিকে এই ধরনের বাধার একটানা অঞ্চল সৃষ্টি করা হল। সেগুলির মধ্যে ছিল মাইন ক্ষেত্র, ট্যাঙ্করোধী খানা, 'ড্রাগনের দাঁত', মাঠ জল-প্লাবিত করার জন্য বাঁধ আর অরণ্য এলাকায় কাঠের তৈরি প্রতিবন্ধ।

নিয়মে যদিও ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে রকেট-উৎক্ষেপক ব্যবহার করার ব্যবস্থা ছিল না, তবুও স্থির করা হল তা ব্যবহার করা হবে। ব্যাপক ট্যাঙ্কের

আক্রমণ প্রতিহত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় নির্ধারণের জন্য নকল ট্যাঙ্ক নিয়ে উৎক্ষেপক কর্মীরা চাঁদমারি অনুশীলন চালাল।

ট্যাঙ্কগুলি আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটা কীলক ঢুকিয়ে দিল — এরকম ঘটনা ঘটলে তার মোকাবিলা করার জন্য আমরা কতকগুলি চলমান প্রতিবন্ধ খন্ডবাহিনী সৃষ্টি করলাম, তাদের কাজটা হবে আসল লড়াই চলার সময়ে শত্রুর ট্যাঙ্কের পথে মাইন আর ভূমি-বোমা পুঁতে রাখা এবং বাধা খাড়া করা। ডিভিশনগুলির মধ্যে এই সমস্ত খন্ডবাহিনীর তৈরি হল একটি বা দুটি ইঞ্জিনিয়ার কম্পানিকে নিয়ে, সেনাবাহিনীগুলির মধ্যে সেগুলি ছিল সাবমেশিন-গানধারীদের দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করা ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়ন। আগে থেকেই তাদের সম্ভাব্য তৎপরতার এলাকাগুলিতে দায়িত্ব দিয়ে রাখা হল।

এই সমস্ত চলমান খন্ডবাহিনী ছাড়াও, ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী গোলন্দাজদের সংরক্ষিত সৈন্যবল তৈরি করা হল ডিভিশন আর সেনাবাহিনীগুলির মধ্যে এবং রণাঙ্গন পরিসরে। আমার সংরক্ষিত সৈন্যবলের মধ্যে ছিল তিনটি ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী গোলন্দাজ ব্রিগেড আর দুটি ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী রেজিমেণ্ট।

অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থা সংগঠিত করার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হল। অগ্নিবর্ষণের উপায়গুলিকে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত করা হল প্রতিটি সেনাবাহিনীর একেবারে গভীরে, ব্যবস্থা রাখা হল সুকৌশলে অগ্নিবর্ষণের আর বিপন্ন ক্ষেত্রগুলিতে অগ্নিবর্ষণ কেন্দ্রীভূত করার। নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ পর্যবেক্ষণ চৌকিগুলির একটা শাখায়িত ব্যবস্থা তৈরি করা হল অগ্নিবর্ষণ-নিয়ন্ত্রণ সহজতর করার জন্য।

কম্পানির প্রতিরক্ষা এলাকাগুলির রণব্যূহবিন্যাস সংগঠিত করার সময়ে আমরা চালিত হয়েছিলাম প্রধানত একটা দুর্ভেদ্য অগ্নি-যবনিকা খাড়া করার প্রয়োজনবোধের দ্বারা। ভূভাগের অবস্থা যে রকম তদনুযায়ী কম্পানিগুলিকে আলাদা আলাদা করে দেওয়া হল, যাতে তারা ব্যাটেলিয়নের গোটা এলাকার উপরে অগ্নিবর্ষণ করতে পারে এবং পার্শ্বদেশ থেকে ও বাঁকাভাবে অগ্নিবর্ষণ করতে পারে। বেশির ভাগ ব্যাটেলিয়নে প্রতিরোধী অগ্নিবর্ষণ আর ভারী মেশিনগানের কেন্দ্রীভূত অগ্নিবর্ষণের ব্যবস্থা রাখা হল অগ্রবর্তী ব্যূহগুলির সামনে এবং ব্যাটেলিয়ন ও রেজিমেণ্টাল এলাকা আর ক্ষেত্রগুলির গভীরে। মর্টার কম্পানিগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ও ব্যূহগুলির পাল্লা জেনে নিয়েছিল

আগে থেকেই। ট্যাঙ্ক আক্রমণের বিপদ ঘটার মতো দিকগুলিতে প্লাটুন বা বিভাগগুলির মধ্যে ট্যাঙ্কবিধ্বংসী রাইফেল চালকদের রাখা হল।

প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় ও পশ্চাদ্ভাগের ধাপগুলিতে ছোট আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থা সংগঠিত করা হল অনুরূপ কায়দায়, আর সৈন্যরা যেখানেই মোতায়েন থাকুক না কেন সেখানকার অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থার ঘনত্ব প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহের তুলনায় খুব একটা কম ছিল না। ১৩শ সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের ধাপটিতে অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থার ঘনত্ব ছিল প্রধান ব্যূহের চাইতে বেশি।

শত্রুর সমস্ত সম্ভাব্য অগ্রগতির জায়গায় আমরা শক্তিশালী গোলন্দাজ গ্রুপগুলিকে ছড়িয়ে দিলাম। আমাদের কামানের গোলাবর্ষণের মোট ঘনত্ব ছিল, ১০টির বেশি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান সহ, সম্মুখভাগের প্রতি কিলোমিটারে ৩৫ টিউব, আর ১৩শ সেনাবাহিনীর এলাকায় এই ঘনত্ব ছিল আরও অনেক বেশি।

প্রতিরক্ষার জন্য পূর্তকর্ম করার পাশাপাশি, সৈন্যরা ব্যাপকভাবে লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ চালাল, সব প্রশিক্ষণের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ চলত রাতের অন্ধকারে। স্টাফরাও ঘাড়ির কাঁটা ধরে চলা এক নির্ঘণ্ট অনুসারে তালিম দিতেন।

শত্রুর মতলব ছিল, লড়াইয়ে তাদের ভারী 'টাইগার' ট্যাঙ্কগুলিকে নামাবে; এই ট্যাঙ্কগুলি সুরক্ষিত ছিল পুরু বর্ম দিয়ে, আর তাতে ছিল ৮৮ মিলিমিটার কামান। আমাদের অফিসার আর সৈনিকরা এই যন্ত্রগুলির সব বৈশিষ্ট্য খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে সেগুলির মোকাবিলা করার কায়দা আয়ত্ত করেছিলেন। প্রতিটি সেনাবাহিনী ট্যাঙ্ককে লক্ষ্যবস্তু করে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পাল্লা থেকে গোলাবর্ষণ অনুশীলন করেছিল। পদাতিক বাহিনীর ৪৫ মিলিমিটার কামান-চালকরা শিখেছিল খুব কাছাকাছি পাল্লা থেকে ট্যাঙ্কের ট্র্যাকে গোলাবর্ষণ করতে। এই রকম নিয়মিত অনুশীলন কামান-চালকদের সাহায্য করেছিল নিজেদের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে।

লড়াইয়ের জন্য তাদের প্রস্তুতাবস্থা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল আসল গোলাবর্ষণের অবস্থানগুলিতে। এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার গোলন্দাজ বাহিনীর পর্যবেক্ষণ চৌকিতে এসে পৌঁছতেন, এবং প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা অনুযায়ী, একটা এলাকা দেখিয়ে দিতেন, সেখানে শত্রু দেখা দিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হত। নাৎসিদেব অবস্থানগুলির ভিতরে কতগুলো লক্ষ্যবস্তু

বেছে নেওয়া হত, আর কয়েক মুহূর্ত পরেই সেগুলির উপরে গোলা এসে লাগত সাধারণত অব্যর্থভাবেই। আমি নিজে এই ধরনের অনেক পরিদর্শন করেছি এবং নিজেই দেখতে পেয়েছি যে কামান-চালকরা আসন্ন লড়াইয়ে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে ভালোভাবেই সচেতন এবং তালিম নিচ্ছে গুরুত্ব সহকারে।

গোলন্দাজদের তৈরি করা এবং অগ্নিবর্ষণ ব্যবস্থা সংগঠিত করার কৃতিত্ব মুখ্যত আমাদের রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান, জেনারেল ভ. ই. কাজাকভকেই দিতে হবে।

মেজর-জেনারেল স. ফ. গালাদজেভের অধীনে রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগ ইউনিটগুলিকে সুসংবদ্ধ এক-একটি সংঘে পরিণত করার জন্য এবং পার্টি ও কমসোমল সংগঠনের সক্রিয়তা বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রচুর কাজ করেছিলেন। এই কাজের উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ মনোবল বজায় রাখা, যে মনোবল প্রতিষ্ঠিত ছিল দেশের প্রতি ও কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শের প্রতি আমাদের সৈনিকদের সীমাহীন আনুগত্যের উপরে। রাজনৈতিক কর্মী, কমিউনিস্টরা আর কমসোমল সদস্যরা লড়াইয়ের প্রশিক্ষণে সৈনিকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, গড়ে তুলেছিলেন সহ্যশক্তি, পারস্পরিক সহায়তাবোধ, এবং তাদের হাতে ন্যস্ত অস্ত্র আর সাজসরঞ্জামের প্রতি সযত্ন মনোভাব।

প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে সুদৃঢ় রক্ষণ ব্যবস্থা আর ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার গুণগত মানের দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলাম আমরা। রক্ষণ ব্যবস্থা পরিদর্শন করার জন্য, সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলার জন্য, আমি বারবার সৈন্যদের মধ্যে গিয়েছি। দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি যে অফিসাররা আর সৈনিকরা নিজেদের প্রতি এবং তাদের তৈরি করা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শক্তিতে আস্থাবান। ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাসে এই ব্যূহগুলিতে লড়াই করার মধ্য দিয়ে তারা যথেষ্ট মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল, সে সময়ে তারা শত্রুর আক্রমণ ঠেকিয়েছিল সাফল্যের সঙ্গে। পনিরির কাছে প্রতিরক্ষাব্যূহগুলি পরিদর্শন করতে গিয়ে একটি ইউনিটের সৈনিকদের আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এই অবস্থানগুলি সম্পর্কে তারা কী মনে করে। তারা একবাক্যে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে তাদের ক্ষেত্রটিতে শত্রু ঢুকতে পারবে না। তারা তাদের কথা রেখেছিল: পনিরিতে শত্রুর ঢুকে পড়ার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

ভরোনেজ রণাঙ্গন থেকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া ৬০তম সেনাবাহিনী পরিদর্শন করতে গিয়ে আমার দেখা হল জেনারেল ই. দ. চের্নিয়াখভস্কির

সঙ্গে। তিনি ছিলেন একজন ভালো অধিনায়ক, তরুণ, শিক্ষিত, হাসিখুশি — সব মিলিয়ে চমৎকার মানুষ, সৈন্যদের কাছে খুবই প্রিয়। এ সব জিনিস সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে। একজন অফিসার যখন তাঁর সেনাবাহিনীর অধিনায়কের সামনে এসে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন আনন্দময় আস্থার সঙ্গে, সেটা অধিনায়কেরই কৃতিত্ব। সমস্ত পদের অফিসাররাই ঊর্ধ্বতন অফিসারদের মনোভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে থাকেন, তাই আমাদের প্রত্যেকেরই এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার বাসনা থাকা উচিত, যেখানে আমাদের অধীনস্থরা সত্যিকার ইচ্ছুকতার সঙ্গে আদেশ পালন করেন। ৬৫তম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক প. ই. বাতভের মতো, চের্নিয়াখভস্কিও তা অর্জন করেছিলেন।

আমার মনে হয়েছিল, জেনারেল চের্নিয়াখভস্কির সঙ্গে কাজ করা যে কোনো লোকের পক্ষেই সহজ মনে হবে। কিন্তু সেনাবাহিনীর সামরিক পরিষদের সদস্য আ. ই. জাপোরোজেৎস মনে হল যেন তাঁর সঙ্গে কিছুতেই মানিয়ে চলতে পারছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, পুরনো বলশেভিক আর লড়াইয়ের চমৎকার নজীরওলা গৃহযুদ্ধের একজন বীর। কিন্তু সময় বদলে গিয়েছিল, বদলেছিল সেনাবাহিনীও, অথচ তিনি তখনও বেঁচে ছিলেন এবং কাজ করে চলছিলেন অতীতে থেকে। ফলে বেধেছিল তরুণ ও দ্রুত উদীয়মান সেনাবাহিনীর অধিনায়কের সঙ্গে সংঘাত। ক. ফ. তেলেগিন আর আমি দুজনকে মেলাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হল না। তাঁদের মধ্যে তফাৎ ছিল অনেকখানি, সেইটাই আমি জানালাম সর্বোচ্চ অধিনায়ককে। স্তালিন আমার কথা শুনলেন, একটুক্ষণ চিন্তা করলেন, তার পর মেনে নিলেন যে তাঁদের আলাদা করে দেওয়া উচিত। দু দিন পরে জাপোরোজেৎসকে মস্কোয় ফিরিয়ে নেওয়া হল। পরিস্থিতির উত্তেজনাময় দুঃসহতা আর প্রচণ্ড লড়াইয়ের প্রত্যাশা স্বভাবতই কুর্স্ক আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের মনে আশঙ্কার ভাব জাগাল, তাঁরা প্রস্তাব করলেন যে সেখানকার জনসমষ্টিকে কুর্স্ক স্ফীতাংশ থেকে অন্যত্র অপসারিত করা হোক। ইতিমধ্যেই যারা অনেক কষ্ট ভোগ করেছে এবং অতি সম্প্রতি নাৎসি অধীনতা থেকে রক্ষা পেয়েছে তাদের আবার অনাবশ্যক কষ্টভোগ এড়ানোর ইচ্ছাতেই তাঁরা এই প্রস্তাব করেছিলেন বটে, তা হলেও তাতে আমরা রাজী হতে পারলাম না। বেসামরিক জনসমষ্টির অপসারণ সৈন্যদের মনোবলের উপরে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করতে পারত। সৈনিকরা ব্যস্ত ছিল মজবুত রক্ষণ ব্যবস্থা গড়ার কাজে এবং যে কোনো মূল্যে আমাদের

অর্জিত সাফল্যগুলিকে রক্ষা করার জন্য তারা প্রস্তুত হচ্ছিল। পশ্চাদপসরণের সম্ভাবনার সামান্যতম ইঙ্গিতটুকুও যাতে না থাকে, তার জন্য করা হয়েছিল সবকিছুই। কম্যান্ড পোস্ট, সদরদপ্তর আর কম্যান্ড ও কৃত্যক ইউনিটগুলি ছিল বহির্কোণটার একেবারে কেন্দ্রে। দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ে যত সংরক্ষিত সৈন্যবল দরকার হতে পারে, সে সবই সেখানে একত্র করার জন্য সব রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করলাম। শত্রু যদি আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কাজে সফলও হত, তা হলেও আমরা বহির্কোণটাকে দখলে রাখতে পারতাম। আমাদের উপরে জনসমষ্টির বিশ্বাস ছিল, তাই লোকাপসারণের কোনো চিন্তাই তাদের মধ্যে ছিল না। সাধারণ সদরদপ্তর আমাদের অবস্থান সমর্থন করল। অসামরিক কর্তৃপক্ষের কৃতিত্ব এইখানে যে তাঁরা খুবই তাড়াতাড়ি বুঝতে পারলেন যে আমরা ঠিকই বলেছি, তাই লোকাপসারণের সমস্ত প্রস্তাব পরিত্যাগ করা হল।

অনেক পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমরা যে শত্রুকে প্রতিহত করবই সে ব্যাপারে আমরা এত নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম কী করে।

এই আশ্বাস দাঁড়িয়ে ছিল একটা দৃঢ় ভিত্তির উপরে। আমাদের অধিনায়করা পরিপক্ক হয়েছিলেন, অর্জন করেছিলেন লড়াইয়ের প্রচুর অভিজ্ঞতা। আমাদের সৈনিকরা শিখেছিল লড়তে আর জয়লাভ করতে। দেশ আমাদের যোগাচ্ছিল প্রচুর পরিমাণ আধুনিক অস্ত্র আর সামরিক যন্ত্রাদি। সৈন্যদের সংগঠনের ক্ষেত্রে ঘটে গিয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ সব পরিবর্তন। সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল হিসেবে সংগঠিত বিশাল বিশাল গোলন্দাজ ইউনিট — ডিভিশন ও কোর — প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলিতে প্রচুর পরিমাণে কামান একত্র জড়ো করা সম্ভব করে তুলেছিল (যান্ত্রিক ট্র্যাকশন প্রবর্তনের ফলেও তা সহজতর হয়েছিল)। আমাদের বিমান বাহিনী ছিল প্রবলতর, তাতে ছিল আধুনিকতম বিমান। এখন আমাদের পরাভূত করার মতো কোনো শত্রু সৈন্য নিশ্চয়ই ছিল না!

ব্রিয়ান্স্ক এলাকা আর বেলোরুশিয়ার পার্টিজানদের কাছ থেকেও আমরা অনেক সাহায্য পেয়েছিলাম। তাদের অনেক অধিনায়ককেই আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম, বিশেষ করে ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে ইয়েফ্রেমভের কাছাকাছি ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনের কম্যান্ড পোস্টে দেখাসাক্ষাৎ থেকে। মস্কোয় এক সম্মেলনের পর, পার্টিজান বাহিনীগুলির এবং বড় বড় ইউনিটগুলির নেতারা আমাদের কাছে এসেছিলেন রণাঙ্গনের কম্যান্ডের সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়গুলি আলোচনা করতে। তাঁদের নতুন ধরনের সব অস্ত্র দেখানো

হয়েছিল, যেগুলি বিশেষভাবে পার্টিজান যুদ্ধের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভ. ই. কোজলভ, স. আ. কোভপাক, আ. ন. সাবুরভ প্রমুখ। আমরা তাঁদের সবাইকে নিরাপদে রণব্যূহের এলাকা পার করে পার্টিজান এলাকাগুলিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেই সময়েই আমাদের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল, আর এখন তা আমাদের সাহায্য করল নিয়মিত সৈন্য আর পার্টিজানদের মধ্যে সমন্বয় সংগঠিত করতে। তাঁদের সদরদপ্তরের সঙ্গে আমরা সদাসর্বদা যোগাযোগ রেখে চলতাম, সেখান থেকে আমরা শত্রুর সৈন্য চলাচল সম্পর্কে খবর পেতাম। বিমান থেকে আমাদের সন্ধানী পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্যকে ভালো করে মিলিয়ে দেখে আরও পরিপুষ্ট করতেন পার্টিজানরা, আর আমাদের বিমান বোমাবর্ষণ করত তাঁদের দেখিয়ে-দেওয়া লক্ষ্যবস্তুগুলির উপরে। আমাদের দিক থেকে, আমরা পার্টিজানদের সাধ্যমতো সাহায্য করতাম অস্ত্র, গোলাবারুদ আর চিকিৎসার জিনিসপত্র সরবরাহ করে এবং আহতদের সরিয়ে নিয়ে যেতাম পশ্চাদ্ভাগে।

শত্রুর গতিবিধি ক্রমাগত লক্ষ করে চলার ফলে রণাঙ্গনের সদরদপ্তরের হাতে বিস্তারিত তথ্য জমা হল, তাতে বোঝা গেল যে শত্রু ওরিওল বহির্কোণে বিপুল সৈন্যসমাবেশ করছে। সেই সঙ্গে, ভরোনেজ রণাঙ্গন থেকে পাওয়া খবরে জানলাম যে জার্মান সৈন্য জড়ো করা হচ্ছে খারকভ — বেলগোরদ এলাকায়। আমাদের আগেকার অনুমান যে ঠিক, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই বলেই মনে হল। ওরিওল আর বেলগোরদ ক্ষেত্র থেকে ডবল সাঁড়াশি আক্রমণের ব্যবস্থা করে শত্রু কুর্স্ক স্ফীতাংশের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণাত্মক তৎপরতার প্রস্তুতি চালাচ্ছিল।

মে আর জুন মাসে জার্মান বিমানবহর তার কার্যকলাপ অনেকখানি বাড়িয়ে তুলল, আমরা যাতে সৈন্য, সামরিক যন্ত্রাদি, গোলাবারুদ আর জ্বালানি রণাঙ্গনে নিয়ে আসতে না পারি, সেজন্য রেলওয়ে জংশন, স্টেশন আর সেতুগুলির উপরে হানা চালাতে লাগল। পশ্চাদ্ভাগে লক্ষ্যবস্তুগুলির উপরে নৈশ আক্রমণ চালাল ২০-২৫টি বিমানের এক-একটা দল। জঙ্গী বিমানের সাহায্য নিয়ে বোমারু বিমানের ছোট ছোট দল অথবা নিঃসঙ্গ দু-একটা বিমান দিনে আক্রমণ চালাতে লাগল সামনের ধাপগুলির লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে।

শত্রু বিমানের মোকাবিলা করার দায়িত্ব দেওয়া হল বর্তমানে কুর্স্কের চারদিকে নতুন করে ছড়িয়ে-রাখা জেনারেল রুদেঙ্কোর ১৬শ বিমান

বাহিনীর উপরে, বিমান আক্রমণরোধী প্রতিরক্ষা বাহিনীর ইউনিটগুলি এবং রণাঙ্গন আর সেনাবাহিনীর বিমানবিধ্বংসী গোলন্দাজদের উপরে। শুরু হল আকাশে শক্তিপ্রাবল্যের জন্য ঘোরতর সংগ্রাম।

রণাঙ্গনের সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগের কাজ এমনিতেই যথেষ্ট দুষ্কর ছিল, শত্রু আমাদের সরবরাহ ব্যাহত করার জন্য নাছোড় চেষ্টা চালানোর ফলে তা আরও জটিল হয়ে উঠল। সৌভাগ্যবশত, আমাদের সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগের প্রধান, মেজর-জেনারেল ন. আ. আন্তিপেঙ্কো ছিলেন যোগ্য সংগঠক এবং অসাধারণ কর্মশক্তির লোক। তাঁর অসাধারণ সুসংবদ্ধ কর্মীরা সমস্ত অসুবিধা সাফল্যের সঙ্গে কাটিয়ে উঠলেন। ঠিক সময়ে সরবরাহ পেঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হল সব রকম উপায়: নতুন রাস্তা বানানো হল; যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত রেলওয়ে সাইডিংয়ে রেল ইঞ্জিন চলার অবস্থা ছিল না, সেখানে ওয়াগনগুলিকে এক দিক থেকে আরেক দিকে সরানোর জন্য ব্যবহার করা হল ঘোড়া; লরি আর টানা-গাড়ি চলাচল করতে লাগল দিনরাত। কুর্স্ক জংশনের রেলওয়ে শ্রমিকরা বীরত্বের কীর্তি স্থাপন করলেন, শত্রুর বিমান আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথ মেরামত করলেন বোমাবর্ষণেরই মধ্যে। বিমান আক্রমণের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা আর ঘুরপথ ও মজবুত রক্ষণ ব্যবস্থা নির্মাণের ব্যাপারে কুর্স্কের জনসাধারণ প্রচুর সাহায্য করল; শ্রমিকরা ট্যাঙ্ক, মোটরগাড়ি আর কামান মেরামতের কর্মশালা তৈরি করল; হাজার হাজার লোক যোগ দিল আমাদের সেনাবাহিনীতে। তা সত্ত্বেও, লোকবলের অভাব আমাদের থেকেই গেল, তাই আবার আমরা সাজসরঞ্জাম চলাচল ইউনিটগুলির কৃত্যকবিভাগীয় কর্মীদের মধ্য থেকে কিছু অংশ নিয়ে নিলাম। হাসপাতাল আর মেডিকাল ব্যাটেলিয়নগুলি থেকে এল আহতরা, নিজ নিজ ইউনিটে আবার এসে যোগ দেওয়ার আগে পুরোপুরি সেরে ওঠার জন্য অপেক্ষা করার মতো অবসর ছিল না তাদের।

গ্রীষ্মকালের মধ্যে আমরা আমাদের পদাতিক ডিভিশনগুলিকে এমনভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হলাম, যেগুলির প্রত্যেকটিতে ছিল ৪,৫০০-৫,০০০ জন যোদ্ধা, আর তিন-চারটি ডিভিশনের ছিল ৬,০০০-৭,০০০ সৈনিক।

জুন মাসের দ্বিতীয়ার্ধে উভয় পক্ষেই বিমান যুদ্ধ বেড়ে গেল, মাথার উপরে এলোমেলো লড়াই কখনও থামতই না প্রায়। কোনো কোনো দিন একশোটা পর্যন্ত বিমান যুগপৎ এসে আকাশের একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ক্ষেত্রকে ছেয়ে ফেলত। আমাদের কম্যান্ড পোস্ট থেকে আমরা কিছু কিছু সত্যিকার রুদ্ধশ্বাস বিমান যুদ্ধ দেখতে পেরেছিলাম।

তার পরে আমরা লক্ষ করলাম, আমাদের কম্যান্ড পোস্ট যে গ্রামে ছিল, শত্রুর সন্ধানী বিমান আরও ঘন ঘন তার উপরে দেখা দিতে শুরু করেছে। আমরা ছিলাম কৃষকদের বাড়িতে, উঠোনে আশ্রয়-পরিখা খোঁড়া হয়েছিল বোমার টুকরো আর বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। আমরা যে মাটির নিচে আরও মজবুত আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করতে পারি নি, সেটা ছিল দারুণ ভুল। যে বাড়িটায় আমি ছিলাম, সেটা ছিল পুরনো একটা মঠের উদ্যানের ফটকের উল্টো দিকে, কাছেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল লম্বা দুটো পপলার গাছ। অন্য কথায়, বাড়িটা ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো একটা লক্ষ্যবস্তু। সেটা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম জার্মান বিমানগুলো আমাদের উপরে ঘন ঘন দেখা দিতে শুরু করার পরেই। আমাদের আস্তানা সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত আমরা করেছিলাম বটে, কিন্তু সে কাজটা সময়ভাবে কিছুতেই অভাবের সময়ের জন্য করা হয়ে উঠছিল না।

সাধারণত সন্ধ্যাবেলার শেষ দিকটায় গুপ্ত প্রণালীতে লিখিত সংবাদ দেখতাম, তার পরে পাশের বাড়িতে সামরিক পরিষদের মেসে রাতের খাওয়া সেরে নিতাম। এক দিন সন্ধ্যায়, সাধারণত আমি যেমন গুপ্ত-লিখন কেরানীর জন্য অপেক্ষা করতাম, কোনো কারণে তা না করে তাঁকে বললাম তিনি যেন সংকেতের পাঠোদ্ধার করা বার্তাগুলো মেসে আমার কাছে নিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ পরেই সেখানে আমার সঙ্গে এসে যোগ দিলেন কাজাকভ, মালিনিন, তেলেগিন ও আরও কয়েকজন স্টাফ অফিসার। রাত ঠিক এগারোটার সময়ে গুপ্ত-লিখন কেরানী আমার কাছে বার্তাগুলি নিয়ে এলেন। তার ঠিক সেই সময়েই একটি জার্মান বিমান উপর দিয়ে উড়ে গেল, ফেলে দিয়ে গেল কতকগুলো মশাল; তার পরে আমরা শুনতে পেলাম আরেকটি বিমানের গুঞ্জন, তার পরেই পড়ন্ত বোমার তীক্ষ্ন শিস। আমি চেঁচিয়ে শুধু বলতে পারলাম, 'শুয়ে পড়ুন!' সবাই শুয়ে পড়লাম মেঝের উপরে, কানে তালা-ধরানো প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল মাটি। দেয়ালগুলো থেকে পলেস্তারা খসে পড়ল, ঘরটা ভরে গেল ধুলোয়, জানালাগুলো সশব্দে ভেঙে পড়ল। প্রথম বিস্ফোরণটির পর, অল্প কিছু দূরে ঘটল আরেকটি বিস্ফোরণ। কেউ আহত হল না। কিন্তু যখন আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম সেই দ্বিতীয় বোমাটার আঘাতে আমার বাড়িটা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। কেউ সেখানে থাকলে তার রক্ষা পাওয়ার জো ছিল না। আমি বেঁচে গিয়েছিলাম নেহাৎ আকস্মিক যোগাযোগে, কিংবা, হয়তো বা, সহজাত প্রবৃত্তিবশে। মোদ্দা কথা, যুদ্ধে যে কোনো জিনিসই ঘটতে পারে।

এই আক্রমণে হতাহত হয়েছিল আমার বাড়িতে একজন সান্ত্রী, বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিল সে, আর দ্বিতীয় একজন সান্ত্রী ও অধস্তন এ্যডিকং আহত হয়েছিল পরিখার মধ্যে।

জেনারেল ওরিওল এসে হাজির হলেন, দু বাহু বিস্তৃত করে, আশ্চর্য হয়ে মাথা নাড়াতে নাড়াতে। মশালগুলো তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, চলে গিয়েছিলেন তাঁর আশ্রয়-পরিখায়, কিন্তু অধৈর্য হয়ে একটু পরেই আবার ফিরে এসেছিলেন বাড়িটায়। ঠিক সেই মুহূর্তে, তিনি যে পরিখায় এতক্ষণ বসেছিলেন তার একেবারে মাঝখানে একটা বোমা এসে পড়ল।

'পরিখা ছেড়ে চলে এলেন কী জন্য?' কে যেন জিজ্ঞাসা করলেন।

ওরিওল হেসে উঠলেন। 'ওখানে আমার এমন খিল-ধরা অবস্থা আর ঠাণ্ডা লাগছিল, যেন আমাকে একটা কবরে শোয়ানো হয়েছে, এখুনি মাটি-চাপা দেওয়া হবে। তাই ঠিক করলাম, মারা যদি যেতেই হয় তো গরম, আরামদায়ক একটা ঘরের মধ্যেই মরি...'

খুবই ভালো কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু এই রকম ঝুঁকি নেওয়ার কোনো অধিকার আমাদের ছিল না। এর মধ্যে পরিস্থিতি এত জটিল হয়ে উঠেছিল যে আমাদের পক্ষে কম্যান্ড পোস্ট সরিয়ে নেওয়ার উপায় ছিল না। তাই আমরা মাটি খুঁড়ে বেশ গভীরে আশ্রয় বানানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। স্টাফ প্রধান মালিনিন আর রণাঙ্গনের ইঞ্জিনিয়ারদের প্রধান প্রোশলিয়াকভ চটপট পুরনো মঠের উদ্যানে চমৎকার কতকগুলি ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থল তৈরির ব্যবস্থা করলেন, আমরাও তৎক্ষণাৎ সেগুলির মধ্যে চলে গেলাম।

ইতিমধ্যে, মেঘ জমে চলছিল। জুন মাসের শেষ দিকে আমরা অগ্রবর্তী এলাকায় শত্রুর সাঁজোয়া গাড়ি ও ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ আর পদাতিক বাহিনীর বিরাট গতিবিধির খবর পেলাম। আমাদের গোলন্দাজ ও বিমান বাহিনীর সন্ধানী-পর্যবেক্ষণে ঘন ঘনই দেখা যেতে লাগল অগ্রবর্তী ব্যূহের খুবই কাছে খানায় আর ঝোপঝাড়ে গোলন্দাজদের নতুন নতুন অবস্থান আর প্যানজারের সমাবেশ।

২ জুলাই সাধারণ সদরদপ্তর যে কোনো মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণাভিযান শুরু করার সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিল। এটা ছিল এ ধরনের তৃতীয় সতর্কবাণী, আগের দুটি সতর্কবাণী জানানো হয়েছিল মে মাসের ২ ও ২০ তারিখে।

৪ জুলাই রাতে, ১৩শ ও ৪৮তম সেনাবাহিনীর এলাকায় কয়েকজন জার্মান স্যাপারকে ধরা হল, সেখানে তারা মাইন-ক্ষেত্রগুলিকে মাইনমুক্ত

করছিল। তারা জানাল যে আক্রমণাভিযান রাত ৩টায় শুরু হওয়ার কথা, জার্মান সৈন্যরা ইতিমধ্যেই প্রস্থানস্থলে হাজির হয়েছে।

এক ঘণ্টার সামান্য কিছু বেশি সময় তখন বাকি। বন্দীদের খবর আমরা বিশ্বাস করতে পারি কি? তারা যদি সত্যি কথা বলে থাকে, তা হলে পরিকল্পিত আক্রমণের আগে পাল্টা অগ্নিবর্ষণ শুরু করার এটাই উপযুক্ত সময়। তার জন্য আমরা আমাদের কামান আর মর্টারের ইউনিটগুলির অর্ধেকই নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম।

সাধারণ সদরদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় ছিল না, দেরী হলে তার পরিণতি সত্যিই মারাত্মক হতে পারে। আগের দিনই সন্ধ্যায় সাধারণ সদরদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে জেনারেল জুকভ এসেছিলেন, আমি যা ভালো মনে করি তা করার অবাধ স্বাধীনতা আমাকে তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন — আমি মনে করি, খুবই সঠিকভাবে; তাই আমি রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধানকে তৎক্ষণাৎ গোলাবর্ষণ শুরু করার আদেশ দিলাম।

৫ জুলাই, রাত ২·২০ মিনিটে স্তেপভূমি আর ওরিওলের দক্ষিণ দিকে মুখোমুখি দুদলের সেনাবাহিনীর অবস্থানগুলির উপরে বিরাজমান প্রত্যূষের আগেকার নৈঃশব্দ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কামানের গর্জনে।

পরে জানা গিয়েছিল, ১৩শ সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রটিতে এবং ৪৮তম সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রটির একাংশে, শত্রুর প্রধান আঘাত যেখানে প্রত্যাশিত ছিল সেখানে আমরা তাদের গোলাবর্ষণের ঠিক দশ মিনিট আগে ব্যবস্থা নিয়েছিলাম।

৫০০-র বেশি কামান, ৪৬০টি মর্টার আর ১০০টা ম-১৩ রকেট-উৎক্ষেপকের অগ্নিবর্ষণ আক্রমণোদ্যত শত্রু সৈন্যদের একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ঘটাল বিশেষত কামানের, আর বিপর্যস্ত করে দিল তার সৈন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

নাৎসিরা এই অতর্কিত আঘাতে হকচকিয়ে গেল, স্থির করল যে আমরাই আক্রমণাভিযান শুরু করছি। এতে স্বভাবতই তাদের পরিকল্পনায় গোলমাল হয়ে গেল, নিচের তলার সৈনিকদের মধ্যে দেখা দিল বিভ্রান্তি। সৈন্যদের সুশৃংখলভাবে বিন্যস্ত করতে শত্রুর লেগে গেল পুরো দু ঘণ্টা। শেষ পর্যন্ত যখন গোলাবর্ষণ শুরু হল তখন ভোর ৪·৩০ বেজে গেছে — আর সেটাও শুরু হল কমে-যাওয়া শক্তি নিয়ে এবং যথেষ্ট বিশৃংখলার মধ্যে।

ভোর ৫·৩০ মিনিটে জার্মানদের ওরিওলস্থিত সৈন্যদল আক্রমণ করল

১৩শ সেনাবাহিনীর গোটা রণাঙ্গন জুড়ে এবং ৭০তম সেনাবাহিনীর ডান পাশে, আসল প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখা হল খুবই সংকীর্ণ একটা সম্মুখভাগে।

প্রথম দিনের লড়াই চলাকালে তারা বিরাট সংখ্যায় ট্যাঙ্ক নামাল, তার মধ্যে ছিল বহু-বিজ্ঞাপিত 'টাইগার' ট্যাঙ্ক আর 'ফের্ডিন্যান্ড' স্বচালিত কামানের বাহন।

আক্রমণে সমর্থন যোগাল কামানের প্রবল গোলাবর্ষণ আর বিমান হানা, ৫০ থেকে ১০০টা বিমান নিয়ে তৈরি এক-একটা দলে তৎপরতা চালিয়ে ৩০০ বিমান আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একেবারে গভীরে, বিশেষত কামানের অবস্থানগুলির উপরে বোমাবর্ষণ চালিয়ে গেল। প্রচন্ড লড়াই বেধে গেল ওলখোভাৎকা ক্ষেত্রে, ১৩শ সেনাবাহিনীর ৮১তম ও ১৫শ পদাতিক ডিভিশনের এলাকায়, সেখানে প্রধান আক্রমণটা চালাচ্ছিল তিনটি পদাতিক আর দুটি প্যানজার ডিভিশন, তাদের সমর্থন যোগাচ্ছিল প্রচুর সংখ্যক বিমান।

সাঁজোয়া গাড়িতে আর পায়ে হেঁটে পদাতিক সৈন্যরা অনুসরণ করছিল প্যানজারের বিন্যস্ত সারিগুলিকে, দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল সাঁজোয়া গাড়ির আড়াল নিয়ে।

সব কিছু দেখে মনে হচ্ছিল, ১৯৪২-এর গ্রীষ্মকালে কুর্স্ক অঞ্চল থেকে ভরোনেজের দিকে তারা যে আক্রমণাভিযান সম্পন্ন করেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি করার উপরে নির্ভর করছে জার্মান কম্যান্ড। কিন্তু সময় বদলে গিয়েছিল, তাদের বিচারের ভ্রান্তির জন্য তাদের মূল্য দিতে হয়েছিল অনেক।

আমাদের কামান, মর্টার, রকেট উৎক্ষেপক আর মেশিন-গান শত্রুকে অভ্যর্থনা করল আগুনের ধারাবর্ষণে। ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান আর রাইফেল শত্রুর প্যানজারগুলির উপরে সরাসরি আঘাত চালাল। আমাদের বিমানবহর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল আকাশে আর মাটিতে।

চলতে লাগল প্রচন্ড লড়াই। শত্রুর প্যানজারগুলি এসে পড়তে লাগল আমাদের মাইনক্ষেত্রগুলিতে, অচল হয়ে যেতে লাগল একটার পর একটা। সেগুলির পিছনে পিছনে আসা যন্ত্রগুলি সেই ধ্বংসাবশেষকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহগুলির মাইন-পোঁতা ক্ষেত্রগুলি পেরিয়ে আসতে থাকল। মাঝারি ট্যাঙ্ক আর পদাতিক সৈন্যদের রক্ষাব্যবস্থা যোগাল 'টাইগার' আর 'ফের্ডিন্যান্ড'গুলি।

ইস্পাতের এই ধারাবর্ষণে ক্ষতবিক্ষত আমাদের সৈন্যরা লড়াই চালিয়ে গেল বীরত্বের সঙ্গে, পাল্টা মার দেওয়ার জন্য তাদের হাতে যা কিছু ছিল

সব উপায়ই ব্যবহার করল। আমাদের পদাতিক সৈন্যদের ৪৫ মিলিমিটার কামান ছিল, কিন্তু 'টাইগারের' বর্ম ভেদ করার ক্ষমতা সেগুলির ছিল না, তাই তারা খুব কাছের পাল্লা থেকে ট্র্যাকগুলোর উপরে গোলাবর্ষণ করতে লাগল। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ উপেক্ষা করে ইঞ্জিনিয়াররা আর পদাতিক সৈনিকরা বুকে-হেঁটে চলে গেল নিশ্চল-হয়ে-থাকা শত্রুর ট্যাঙ্কগুলির কাছে, সেগুলির নিচে মাইন পেতে দিল, ছুঁড়ে মারতে লাগল হাতগ্রেনেড আর আগুনে-বোতল। সেই সঙ্গে, প্যানজারগুলির পিছনে পায়ে-হেঁটে যে সৈন্যরা এগিয়ে আসছিল আমাদের পদাতিক ইউনিটগুলি গুলি চালিয়ে তাদের আটকে ফেলল, তারপর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিল। চারটা প্রবল আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করল ১৩শ সেনাবাহিনী। কিন্তু পঞ্চমবার, নতুন সৈন্যবল মাঠে নামানোর পর, শত্রু ৮১তম ও ১৫শ পদাতিক ডিভিশনের অবস্থানগুলির মধ্যে ঢুকে পড়তে সক্ষম হল। এই দুটি ইউনিটকে তখন বিমান থেকে সমর্থন যোগানোর সময় হল। ১৬শ বিমান বাহিনীর অধিনায়ককে আমি আদেশ দিলাম ঢুকে-পড়া শত্রু সৈন্যের উপরে আক্রমণ চালাতে। জেনারেল রুদেঙ্কো ২০০-র বেশি জঙ্গী বিমান আর ১৫০ বোমারু বিমানকে পাঠিয়ে দিলেন আকাশে। সেগুলির আক্রমণ এই ক্ষেত্রে শত্রুর অগ্রগতি মন্থর করে ফেলল, তার ফলে আমরা ফাটলটার মধ্যে ১৭শ পদাতিক কোর, দুটি ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী ব্রিগেড আর একটি মর্টার ব্রিগেড পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হলাম। তারা শত্রুর অগ্রগতি রোধ করতে সমর্থ হল।

শত্রু প্রচাণ্ড শক্তিতে আঘাত হানলেও, প্রথম দিন তারা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে ৬ থেকে ৮ কিলোমিটারের বেশি ঢুকে পড়তে পারে নি।

আমাদের হাতে যে তথ্য ছিল, তা বিবেচনা করে আমরা দেখলাম যে জার্মান কম্যান্ড তার প্রধান সৈন্যদলের সমস্ত শক্তিকে তখনও পর্যন্ত লড়াইয়ের ময়দানে নামায় নি, সুতরাং পরের দিন নতুন জোরালো আঘাত আমরা আশা করতে পারি। ৫ জুলাই রাতে সাধারণ সদরদপ্তরকে আমি পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলাম। সর্বোচ্চ অধিনায়ক আমায় বললেন যে এই রণাঙ্গনের শক্তিবৃদ্ধি করা হচ্ছে সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে নেওয়া লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল স. ত. ত্রোফিমেঙ্কোর ২৭তম সেনাবাহিনীকে দিয়ে। সত্যিই সুখবর, তাই কয়েকজন স্টাফ অফিসারকে আমি পাঠিয়ে দিলাম সেই সেনাবাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দেখা করার জন্য। কিন্তু, আমাদের

১৬শ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ক. ক. রকস্‌সভস্কি ও সামরিক পরিষদের সদস্য আ. আ. লোবাচেভ (ডান দিকে) সৈন্যদের পরিদর্শন করছেন

আ. প. পানফিলভ
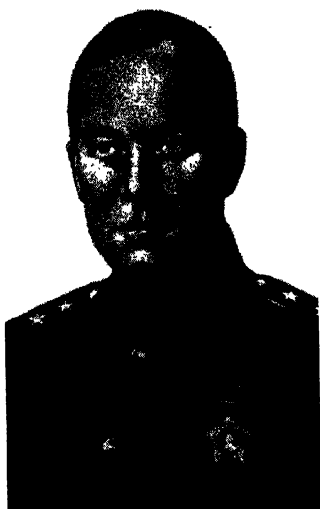
ভ. ত. ভলস্কি

রকস্‌সভস্কি মণ্টগোমারিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন

আনন্দটা ছিল স্বল্পস্থায়ী, কারণ পরের দিন সকালে আমরা পেলাম নতুন আদেশ: অবোয়ানের কাছে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি দেখা দেওয়ায় ২৭তম সেনাবাহিনীকে চলে যেতে হবে ভরোনেজ রণাঙ্গনে। সাধারণ সদরদপ্তর থেকে আরও বলা হল যে আমাদের শুধু নিজেদের শক্তির উপরেই ভরসা করতে হবে; সেই সঙ্গে এ কথাও যোগ করা হল যে দক্ষিণ দিকে ভরোনেজ রণাঙ্গনে শত্রু যদি ব্যূহভেদ করে ফেলে তা হলে কুর্স্ক রক্ষার বাড়তি কাজটাও আমাদের উপরে ন্যস্ত করা হল।

'আপনার বাঁ দিকের প্রতিবেশী গুরুতর পরিস্থিতিতে রয়েছে,' স্তালিন বললেন, 'আর শত্রু সেখান থেকে আপনাদের পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ করতে পারে।'

আমার তখন দরকার হল এই ক্ষেত্রটিকে শক্তিশালী করার উপায় চটপট ভেবে বার করা। একমাত্র যেটা করার ছিল তা হল কুর্স্ক স্ফীতাংশের প্রলম্বিত দিকটা যে সেনাবাহিনীগুলি আগলে আছে তাদের কিছুটা দুর্বল করে বিপন্ন দিকটায় সৈন্যবল জড়ো করা। ৬০তম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, জেনারেল চের্নিয়াখভস্কিকে আমি আদেশ দিলাম তাঁর একটি সংরক্ষিত ডিভিশনকে রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবলে পাঠিয়ে দিতে। এই ডিভিশনটিকে তার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সহ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নতুন করে স্থান গ্রহণ করতে সাহায্য করল রণাঙ্গনের পরিবহণ বিভাগ। রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে ৯ম ট্যাঙ্ক কোর চলে গেল কুর্স্ক এলাকায়।

১৩শ ও ৭০তম সেনাবাহিনীর মধ্যেকার সীমানা শক্তিশালী করার জন্য আমি ৬৫তম সেনাবাহিনী থেকে দুটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টকে নিয়ে নেওয়ার আদেশ দিলাম। ৬৫তম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, জেনারেল বাতভ প্রথমে এতে আপত্তি করে বলেছিলেন যে এই রেজিমেণ্টগুলি না থাকলে, শত্রু যদি আক্রমণ করে তো সে আক্রমণ ঠেকাতে তিনি সক্ষম হবেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর সেনাবাহিনীর পক্ষে কোনটা বেশি বিপজ্জনক হবে বলে তিনি মনে করেন: সামনাসামনি শত্রুর আক্রমণ, না ঘেরাও হয়ে পড়া? এর পর তিনি আর আপত্তি করলেন না, ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টগুলিকে দ্রুত স্থানান্তরিত করা হল নতুন ক্ষেত্রটিতে।

শত্রুর প্রধান আক্রমণের গতিমুখটা লড়াইয়ের একেবারে প্রথম দিনেই সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল; আমাদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার দ্বিতীয় প্রকারভেদে যেমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল সেই রকম রেলপথটি বরাবর নয়, বরং গতিমুখটা ছিল আরও পশ্চিমে, ওলখোভাৎকার দিকে।

রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবলকে এদিক ওদিক নিয়ে যাওয়ার চিন্তা আমি পরিত্যাগ করলাম, কারণ তার জন্য আর সময় পাওয়া যাবে না; তার বদলে আমি স্থির করলাম, ১৭শ গার্ডস পদাতিক কোর আর ১৬শ ট্যাঙ্ক কোরকে ব্যবহার করে আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহগুলির মধ্যে ঢুকে-পড়া শত্রু সৈন্যের উপরে একটা দ্রুত, সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো পাল্টা আঘাত হানা হবে।

আমাদের কামান আর বিমান আক্রমণ চালাল ৬ জুলাই ভোরবেলায়। পাল্টা আক্রমণ শুরু হল। ১৭শ কোরের সৈন্যরা দুই কিলোমিটার এগিয়ে গেল, সেখানে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল ১৫শ ও ৮১তম ডিভিশনের ইউনিটগুলি, তারা গত দুদিন ধরে বেষ্টনীর ভিতরে লড়াই করছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘাঁটি আগলে রেখেছিল দুটি ব্যাটেলিয়ন, সাতটি কম্পানি, এগারোটি প্লাটুন আর অফিসারদের নেতৃত্বাধীনে অনেকগুলি ছোট ছোট দল। সুবিধাজনক অবস্থান অধিকার করে থাকায়, শত্রুর প্যানজারগুলি ছেয়ে ফেললেও তারা বিচলিত হয় নি। বরং, পিছন দিক থেকে আঘাত হেনে এই সাহসী যোদ্ধারা সেগুলির অগ্রগতি মন্থর করতে বাধ্য করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে নাৎসিরা বিরাট সৈন্যবল প্রয়োগ করেছিল, কিন্তু সোভিয়েত সৈনিকরা দাঁড়িয়েছিল অটল হয়ে, প্রতিহত করেছিল প্যানজার আর পদাতিক সৈন্যদের আক্রমণ এবং আমাদের পাল্টা আক্রমণকারী সৈন্যদের সাহায্য করেছিল বিরাটভাবে; এই পাল্টা আক্রমণকারী সৈন্যরা যথাসময়ে তাদের কাছে গিয়ে পেঁাছেছিল, এই সমস্ত অফিসার আর সৈনিক এখন অগ্রসরমান ইউনিটগুলির সঙ্গে যোগ দিয়ে এগিয়ে চলল।

কিন্তু, আমাদের আক্রমণ শিগগিরই বাধা পেল। নতুন সৈন্যবল নিয়ে এসে শত্রু ১৭শ কোরের অবস্থানগুলির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ২৫০টি প্যানজার আর বিপুল সংখ্যক পদাতিক সৈন্য নিয়ে। অদম্যভাবে লড়াই করতে করতে আমাদের সৈন্যরা পিছিয়ে চলে এল যাত্রারম্ভের জায়গায়। পশ্চাদপসরণরত সৈন্যদের পিছনে পিছনে এসে আমাদের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করার যে প্রচেষ্টা শত্রু করেছিল তা প্রতিহত করা হল।

১৭শ পদাতিক কোরের পাল্টা আক্রমণ প্রত্যাশিত ফললাভ করতে না পারলেও, শত্রুকে তা ওলখোভাৎকার দিকে এগিয়ে আসা থেকে নিবৃত্ত করেছিল। এটাই জার্মানদের ওরিওলস্থিত সৈন্যদলের আক্রমণাভিযানের ব্যর্থতা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। সবচেয়ে বিপন্ন ক্ষেত্রটিতে প্রয়োজনীয় সৈন্যবল আর অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করার সময় পেয়েছিলাম আমরা।

৬ জুলাই ১৩শ সেনাবাহিনীর মধ্যভাগে ও বাঁ পাশে সাফল্য অর্জন করতে অপারগ হয়ে শত্রু ৭ জুলাই সকালে তাদের আসল প্রচেষ্টাটাকে সরিয়ে নিয়ে গেল পনিরিতে; এটি ছিল আমাদের শক্তিশালী ঘাঁটি, যেখান থেকে আমরা ওলখোভাৎকার দিকে অগ্রসরমান শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে পার্শ্বদেশ থেকে আক্রমণ চালাতে পারতাম। এই শক্ত ঘাঁটিটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে জার্মান কম্যান্ডের দেরী হয় নি, তাই তারা যে করেই হোক এটাকে অকেজো করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যাতে তাদের দক্ষিণ দিকে অগ্রগতি সহজ হয়ে যায়। কিন্তু আমরাও যথাসময়ে তাদের মতলব টের পেয়ে গিয়েছিলাম, অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে সৈন্যদের নিয়ে এসেছিলাম এখানে।

পনিরির ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য, এবং সেখানে যুদ্ধরত মেজর-জেনারেল ম. আ. ইয়েনশিনের ৩০৭তম পদাতিক ডিভিশনের ইউনিটগুলিকে কামানের সমর্থন যোগাবার জন্য আমরা নিয়ে এলাম ৫ম গোলন্দাজ আক্রমণ ডিভিশনকে এবং ১৩শ ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী, ১১শ মর্টার আর ২২শ গার্ডস ভারী রকেট উৎক্ষেপক ব্রিগেডগুলিকে, সব কটিরই শক্তিবৃদ্ধি করা হয়েছিল ১ম গার্ডস ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডের ইউনিটগুলিকে দিয়ে। রাতের আড়ালে তারা ৩০৭তম পদাতিক ডিভিশনের এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করল।

শত্রু পনিরির উপরে আক্রমণ শুরু করল ৭ জুলাই ভোরবেলায়। হাজার হাজার বোমা আর গোলার ধাক্কায়, কামানের গর্জনে, ট্যাঙ্কের ইঞ্জিনের ঘর্ঘর আর ইস্পাতের ট্র্যাকের ঝনঝন শব্দে মাটি কেঁপে উঠল।

আমাদের কামান-চালকরা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করল, প্রতিহত করল প্যানজারের আক্রমণের একের পর আরেকটা ঢেউ। অধিনায়করা তাঁদের ইউনিটগুলোর উপরে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে চললেন। এই লড়াইয়ে গোলন্দাজ সৈন্যরা পরিচয় দিলেন পরম বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা আর প্রচণ্ড দক্ষতার। হাজার হাজার সাধারণ সৈনিক এবং অফিসার আর রাজনৈতিক অফিসার লড়াইয়ে বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রাখলেন: তাদের সাহস আর বীরত্ব বর্ণনা করার উপযুক্ত ভাষা আমার জানা নেই। তাঁদের অটলতার সামনেই ইস্পাতের এই ঝড় অক্ষম হয়ে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। ঢক্কানিনাদিত 'টাইগার' আর 'ফেডিন্যান্ড'গুলিকে গোলন্দাজরা পরিণত করেছিল কতকগুলি দোমড়ানো-মোচড়ানো বিধ্বস্ত বাজে লোহার পিণ্ডে। ৩০৭তম পদাতিক ডিভিশনের যে রেজিমেন্টগুলি বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছিল তারা গোলন্দাজদের সাহায্য নিয়ে শত্রুর পাঁচটা আক্রমণ ঠেকিয়েছিল।

গোলন্দাজ আর পদাতিক সৈন্যদের পাশাপাশি লড়াই করে ইঞ্জিনিয়াররাও শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সাহায্য করেছিল। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে তারা চমৎকার কাজ করেছিল, এবারে তারা আক্রমণ ঠেকানোর জন্য বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালাল। ট্যাঙ্ক আক্রমণের আশঙ্কা যে দিকগুলিতে সবচেয়ে বেশি ছিল, সেখানে তারা যে দূর-নিয়ন্ত্রিত মাইন-ক্ষেত্রে আর ভূমি-বোমা পেতে রেখেছিল সেগুলি শত্রুর প্যানজারের তলায় বিদীর্ণ হতে লাগল। অনেকগুলি ক্ষেত্রে শত্রুর প্যানজারের পথ রোধ করল ইঞ্জিনিয়ারদের চলমান খণ্ডবাহিনীগুলি।

আমাদের বিমানবহর স্থলবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রক্ষা করে কাজ করেছিল। বিমান থেকে সন্ধানী-পর্যবেক্ষণকর্মীরা আর ভূমিস্থিত পর্যবেক্ষকরা আবিষ্কার করল যে একটা নতুন আক্রমণের প্রস্তুতিতে শত্রু পনিরিতে একটা খানার মধ্যে প্রায় ১৫০ প্যানজার আর প্রচুর মোটরবাহিত পদাতিক সৈন্য জড়ো করছে। আমার কামানের গোলা চালিয়ে সেই জায়গাটা তছনছ করতে লাগলাম, রুদেঙ্কো পাঠালেন ১২০টি জঙ্গী ও বোমারু বিমান। শত্রুর প্রচণ্ড ক্ষতি হল, আক্রমণটা বানচাল হয়ে গেল।

দিনের দ্বিতীয়ার্ধে রণক্ষেত্রের উপরে দেখা দিল নাৎসি বিমান, সেগুলি আমাদের সৈন্যদের উপরে প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করতে লাগল। শত্রু তাদের প্রচেষ্টা বাড়িয়ে তুলল বহুগুণ, আর প্রচুর হতাহতের বিনিময়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য একটু এগিয়ে যেতে সক্ষম হল। ৫০টি ট্যাঙ্কের সমর্থন নিয়ে দুটি ব্যাটেলিয়ন এমন কি পনিরির উত্তর দিকের উপকণ্ঠে ঢুকেও পড়ল। এটা অবশ্য ছিল নিতান্তই সাময়িক সাফল্য। আমাদের সৈন্যরা পাল্টা আক্রমণ করল, দুটি ব্যাটেলিয়নই উৎখাত হয়ে গেল, পরিস্থিতি ফিরে এল আগেকার অবস্থায়।

প্রচুর হতাহত সত্ত্বেও শত্রু আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকল, সন্ধ্যা নেমে এলেও তাতে বিরাম ঘটল না। নাৎসি কম্যান্ড পনিরিতে যুদ্ধে নামাল আরও দুটি পদাতিক রেজিমেণ্ট আর ৬০টি 'টাইগার' ট্যাঙ্ককে, সেগুলি ৩০৭তম ডিভিশনকে সামান্য একটু পিছনে ঠেলে দিতে সমর্থ হল। কিন্তু রাতে পুনর্বিন্যস্ত হয়ে পরদিন সকালে এই ডিভিশন পাল্টা আক্রমণ করল. শত্রুর প্রচুর সৈন্য হতাহত করে আগেকার অবস্থানগুলি ফিরে পেল। পনিরি থেকে গেল আমাদেরই হাতে।

ওলখোভাৎকা ক্ষেত্রেও লড়াই চলতে থাকল ৭ ও ৮ জুলাই, দুদিন ধরে। ট্যাঙ্কের সমর্থন নিয়ে শত্রুর পদাতিক সৈন্যরা আমাদের

প্রতিরক্ষাব্যূহগুলির উপরে অবিরত আঁচড় বসাচ্ছিল, কিন্তু ১৭শ গার্ডস পদাতিক কোরের ইউনিটগুলি, ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনী এবং রণাঙ্গনের কামান ও বিমানবহর তাদের আক্রমণ প্রতিহত করল সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়ে, গণ বীরত্বের কীর্তি স্থাপন করে।

তৃতীয় দিন শেষ হওয়ার মধ্যে রণাঙ্গনের সমস্ত সংরক্ষিত সৈন্যবলকেই লড়াইয়ে নামানো হয়ে গিয়েছিল, অথচ আক্রমণের প্রধান জায়গায় শত্রু নতুন নতুন সৈন্যবল এনেই চলেছিল। তারা হয়তো এই প্রচেষ্টায় তাদের যা কিছু আছে সবই প্রয়োগ করতে পারে, এমন কি রণাঙ্গনের নিষ্ক্রিয় ক্ষেত্রগুলিতে তার সৈন্যবল দুর্বল করার ঝুঁকিও নিতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে ঘাঁটি আগলে রাখার জন্য আমরা কী করতে পারি? আমি একটা হিসাব-করা ঝুঁকি নেওয়ার সিদ্ধান্ত করলাম, আমার সর্বশেষ সংরক্ষিত সৈন্যবলকে — জেনারেল স. ই. বগদানভের (১০২) ৯ম ট্যাঙ্ক কোর, দক্ষিণ দিক থেকে কুর্স্ককে তারা রক্ষা করছিল — পাঠালাম প্রধান আক্রমণের বিরুদ্ধে। এই সৈন্যদলটায় লোকবল ও অস্ত্রসজ্জা ছিল পুরোপুরি, দলটা ছিল আমাদের গৌরব আর আশা-ভরসা।

আমি ভালো করেই জানতাম, ব্যর্থতা দেখা দিলে এই কৌশলের কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারত। কারণ আমাদের প্রতিবেশীর রণাঙ্গনে ফাটল দেখা দিতে শুরু করেছিল, সেখান থেকে, দক্ষিণ দিক থেকে শত্রুর আক্রমণ আমরা সব সময়েই আশা করতে পারতাম। কিন্তু, যাই হোক, আমরা তো ভাতুতিনের কাছে আমাদের ২৭তম সেনাবাহিনীকে পাঠিয়েছি। আমার এটাও খেয়াল ছিল যে প্রতিবেশীর সৈন্যদের পিছনে ছিল রিজার্ভ ফ্রন্ট, আর জরুরী অবস্থা দেখা দিলে সাধারণ সদরদপ্তরও ভাতুতিনকে সাহায্য করতে পারত।

৭ জুলাই রাতে, ৯ম ট্যাঙ্ক কোরকে রাখা হল প্রধান ক্ষেত্রে।

৮ জুলাই সকাল ৮·২০ মিনিটে কামান আর মর্টারের অগ্নিবর্ষণ আর বিমান আক্রমণের সমর্থন নিয়ে শত্রুর ৩০০ প্যানজার পদাতিকদের রণব্যূহবিন্যাস ভেদ করে ওলখোভাৎকার উত্তর-পশ্চিম দিকে ১৩শ ও ৭০তম সেনাবাহিনীর সীমান্তে আমাদের অবস্থানগুলিকে আক্রমণ করল। কর্নেল রুকোসুয়েভের ৩য় গোলন্দাজ ট্যাঙ্কবিধ্বংসী ব্রিগেডকে চটপট সেখানে পাঠানো হল, তারা ঠিক সময়মতো অবস্থান গ্রহণ করতে সমর্থ হল। কামান-চালকরা নাৎসিদের মোকাবিলা করল সরাসরি অগ্নিবর্ষণ চালিয়ে।

এই লড়াইয়ের তীব্রতা বোঝাবার জন্য আমি একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ

করব। ক্যাপ্টেন গ. ই. ইগিশেভের অধিনায়কত্বাধীন একটি ব্যাটারির দিকে এগিয়ে আসছিল প্রায় ত্রিশটা ট্যাঙ্ক। কামান-চালকরা তাদের সঙ্গে অসম সমরে প্রবৃত্ত হল। তাদের চারটি কামান শত্রুকে আগে ৬০০-৭০০ মিটারের মধ্যে চলে আসতে দিয়ে তারপর গোলা চালাল। তারা ১৭টা ট্যাঙ্ক ধ্বংস করল, কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ব্যাটারিতে বাকি ছিল মাত্র একটি কামান, আর সেটি চালানোর জন্য তিনজন লোক। তারা গোলাবর্ষণ চালিয়ে গেল, অকেজো করে দিল আরও দুটো ভারী ট্যাঙ্ককে। শত্রু রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হল। সমস্ত বাহিনীর বীরোচিত সম্মিলিত তৎপরতার কল্যাণে আক্রমণ প্রতিহত হল। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে লড়াইয়ে যোগ দিল ৯ম ট্যাঙ্ক কোরের ট্যাঙ্কগুলি।

রণাঙ্গনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও শত্রুর আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করা হয়েছিল।

আমাদের গোটা ডান দিকটা জুড়েও শত্রু সক্রিয় ছিল, আক্রমণ চালিয়েছিল ৪৮তম ও ১৩শ সেনাবাহিনীর সীমান্তে; কিন্তু এখানেও তারা কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারে নি।

শত্রুর আক্রমণ দর্শনীয়ভাবেই দুর্বল হয়ে যেতে শুরু করল। ১১ জুলাইয়ের মধ্যে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ভোগ করে, একটি লক্ষ্যও হাসিল করতে না পেরে, শত্রুর সৈন্যরা তাদের আক্রমণ থামিয়ে দিল। ছ-দিনের ক্রমাগত যুদ্ধে তারা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করতে পেরেছিল শুধু ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার পর্যন্ত।

মধ্য রণাঙ্গনের সৈন্যরা তাদের কাজ সুসম্পন্ন করেছিল। দৃঢ়পণ প্রতিরোধ চালিয়ে তারা শত্রুর সৈন্যবলকে ক্ষইয়ে ফেলেছিল, বানচাল করে দিয়েছিল তাদের আক্রমণাভিযানকে। ৩,৫০০ কামান আর ১,০০০-এর বেশি বিমানের সমর্থন নিয়ে আটটি পদাতিক ডিভিশন, ছটি প্যানজার ও একটি মোটরবাহিত ডিভিশনকে নিয়ে ওরিওল বহির্কোণ থেকে আক্রমণ চালিয়ে উত্তরের নাৎসি সৈন্যদলটি কুর্স্ক স্ফীতাংশের দক্ষিণের কাঁধের দিকে আক্রমণরত দক্ষিণ দলটির দিকে এগিয়ে যেতে পারে নি।

আমাদের বাঁ দিকের প্রতিবেশী, ভরোনেজ রণাঙ্গনও শত্রুকে থামিয়ে দিয়েছিল, শত্রু সেখানে ৩৫ কিলোমিটার পর্যন্ত এগিয়ে আসতে পেরেছিল। ভাতুতিনকে বিরাট সাহায্য করেছিল সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল। তাঁর সৈন্যদের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি করা হয়েছিল সংরক্ষিত রণাঙ্গনের ইউনিটগুলিকে দিয়ে এবং পরে এই সংরক্ষিত রণাঙ্গন (তখন নতুন নামকরণ

হয়েছিল স্তেপ রণাঙ্গন) আক্রমণ চালিয়ে শত্রুকে নিক্ষেপ করেছিল তাদের গোড়ার অবস্থানে।

সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল ছাড়াই আমরা কাজ চালিয়ে নিয়েছিলাম আমাদের নিজেদের সৈন্যবল দিয়ে। কোনো কোনো স্মৃতিকথা লেখক ও ইতিহাস রচয়িতা এর কারণ হিসেবে দেখান এই ঘটনাটিকে যে আমাদের সামনাসামনি শত্রুর উত্তরের সৈন্যদলটি ভাতুতিনের সৈন্যদের যারা আক্রমণ করেছিল সেই দক্ষিণের সৈন্যদলের চাইতে অনেক দুর্বল ছিল। কিন্তু, দুটি দলের মধ্যে পার্থক্যটা তেমন কিছু বিরাট ছিল না: দক্ষিণের দলটি উত্তরের দলটির চাইতে প্রবলতর ছিল দুটি প্যানজার ডিভিশন বেশি থাকায়, কিন্তু দুর্বলতর ছিল তিনটি পদাতিক ডিভিশন কম থাকায়। স্পষ্টতই, কারণটা রয়েছে অন্যত্র: যথা, মধ্য রণাঙ্গন তার সৈন্যবলকে ছড়িয়ে রেখেছিল ভালোভাবে, তাদের কেন্দ্রীভূত করেছিল সবচেয়ে বিপন্ন ক্ষেত্রটিতে, তাই সৈন্যবল ও অস্ত্রশস্ত্রের এ রকম একটা ঘন-সন্নিবেশ শত্রু কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ভরোনেজ রণাঙ্গন প্রতিরক্ষার সমস্যা সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল, তার সৈন্যবলকে ছড়িয়ে দিয়েছিল গোটা সম্মুখভাগ জুড়ে প্রায় সমানভাবে। আমার মতে, সেইজন্যই শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে একটা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আক্রমণ চালিয়ে অপেক্ষাকৃত গভীরভাবে ঢুকে পড়তে সফল হয়েছিল, যার ফলে তাদের থামাবার জন্য সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে প্রচুর সৈন্য দরকার হয়েছিল।

কুর্স্ক স্ফীতাংশের উপরে মধ্য রণাঙ্গনের সৈন্যদের আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের কথা বলতে গিয়ে আমি আমি কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উপরে জোর দিতে চাই। সবচেয়ে প্রথমে, সাধারণ সদরদপ্তরের প্রতিনিধির ভূমিকা। প্রস্তুতির কালপর্বে জুকভ রীতিমত দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন মধ্য রণাঙ্গনে, এবং আত্মরক্ষামূলক তৎপরতা ও পাল্টা আক্রমণাভিযান সংগঠিত করা ও পরিচালনা করা সংক্রান্ত নীতিগত প্রশ্নগুলির মীমাংসা আমরা করেছিলাম সম্মিলিতভাবে। তাঁরই কল্যাণে, মস্কোর উদ্দেশে জানানো আমাদের অনেক অনুরোধই মেটানো হয়েছিল। অভিযানের প্রাক্কালে তিনি আবার আমাদের সদরদপ্তরে এসেছিলেন, পরিস্থিতি পুঙখানুপুঙখভাবে পর্যালোচনা-পুনর্বিবেচনা করেছিলেন এবং ৫ জুলাই সকালে, যখন তুমুল লড়াই চলছিল, স্তালিনকে জানিয়েছিলেন যে রণাঙ্গনের অধিনায়ক তাঁর সৈন্যদের দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন এবং তিনি তাঁর কাজ নিজেই সম্পন্ন করতে সম্পূর্ণরূপে

সক্ষম। তার পরে জুকভ সেখান থেকে বিদায় নেওয়ার অনুমতি চেয়ে তখনই চলে গিয়েছিলেন।

লড়াইয়ের গোটা সময়টা ধরে আমাদের সদরদপ্তর জেনারেল স্টাফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেছিল, রণাঙ্গনের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের অবহিত রেখেছিল।

কুর্স্কের লড়াই আমাকে অধিনায়কের স্থান সম্পর্কে আরেকবার চিন্তা করতে বাধ্য করল। উঁচু পদের অনেক জেনারেল এই মত পোষণ করেন যে সেনাবাহিনী বা রণাঙ্গনের যে-অধিনায়ক বেশির ভাগ সময় কাটান কম্যাণ্ড পোস্টে, তাঁর সদরদপ্তরে, তিনি ঠিক যোগ্য লোক নন। এই মতটা আমি মেনে নিতে পারি না। আমি মনে করি, একটাই মাত্র নিয়ম আছে: অধিনায়কের স্থান সেখানেই, যেখানে তাঁর সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে তাঁর সুবিধা হয়।

গোটা আত্মরক্ষামূলক অভিযানের সময়ে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, আমি কখনও আমার কম্যাণ্ড পোস্ট ছেড়ে যাই নি। সেখানে আমি সদাসর্বদাই রণাঙ্গনের ঘটনা প্রবাহ অনুভব করতে পারতাম, লড়াইয়ের নাড়ির খবর রাখতে পারতাম, পরিস্থিতি বদলালে সঙ্গে সঙ্গে তাতে সাড়া দিয়ে ব্যবস্থা নিতে পারতাম।

আমি মনে করি, সাধারণভাবে জটিল ও অত্যন্ত অস্থির পরিস্থিতিতে সৈন্যদের দেখতে গেলে কোনো কাজের কাজ হয় না; বরংচ, রণাঙ্গনের অধিনায়কের নজরের সামনে থেকে সামগ্রিক ছবিটি হারিয়ে যেতে পারে, তাতে তাঁর সৈন্যদের ঠিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে, এবং তার ফলে পরাজয়ও ঘটতে পারে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে সব অবস্থাতেই অধিনায়কের উচিত তাঁর সদরদপ্তরেই বসে থাকা। সৈন্যদের মধ্যে অধিনায়কের উপস্থিতি প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে -- সবই নির্ভর করে সময় আর পরিস্থিতির উপরে।

আমাদের মধ্য রণাঙ্গনের ডান পাশটাকে সামনের দিকে সরিয়ে আনতে শুরু করার কথা ছিল ১৫ জুলাই।

ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনে ম. আ. রেইতেরের স্থান গ্রহণ করেছিলেন কর্নেল-জেনারেল ম. ম. পপোভ; সাধারণ সদরদপ্তরের পরিকল্পনায় সেই ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গন ছাড়াও জড়িত করা হয়েছিল পশ্চিম রণাঙ্গনের বাঁ দিকের সেনাবাহিনীগুলিকে; কথা ছিল, তারা দক্ষিণ দিকে আঘাত দেবে। ডান

দিকে মধ্য রণাঙ্গনের সৈন্যরা উত্তর দিকে এগিয়ে যাবে তাদের কাছে, ক্রোমির দিকে। শত্রুর ওরিওলস্থিত সৈন্যদলটিকে ভাগাভাগি করে ফেলা এবং উত্তর ও দক্ষিণ থেকে ওরিওলকে চেপে ধরার উদ্দেশ্যে নিয়ে ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গন দুটো আঘাত হানবে।

এই তৎপরতার সামগ্রিক লক্ষ্য ছিল শত্রুর সৈন্যদলটাকে ভাগাভাগি করে ফেলা আর ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের ধ্বংস করা। কিন্তু পরিকল্পনায় এই ব্যাপারটা ধরা হয় নি যে আমাদের নিজেদের সৈন্যবলই ছড়ানো থাকবে ছাড়া-ছাড়াভাবে। আমার মনে হয় যে উত্তর আর দক্ষিণ দিক থেকে ব্রিয়ান্স্কে, ওরিওল বহির্কোণের ভিত্তিতে দুটো জোরালো প্রধান আঘাত হানাই অপেক্ষাকৃত বেশি সহজ আর নিশ্চিত হত। কিন্তু এর জন্য পশ্চিম আর মধ্য রণাঙ্গনের পুনর্বিন্যস্ত হতে সময় দরকার হত। কিন্তু আরও একবার অযথা তাড়াহুড়োর পরিচয় দেওয়া হল — সেই পরিস্থিতিতে যে তাড়াহুড়োর একেবারেই কোনো যাথার্থ্য ছিল না। ফলে, নিয়ামক ক্ষেত্রগুলিতে আক্রমণ চালানো হল যথোপযুক্ত প্রস্তুতি না নিয়েই। একটা দ্রুত ধাক্কার বদলে আক্রমণাভিযানটা পর্যবসিত হল দীর্ঘায়িত লড়াইয়ে, আর শত্রুকে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করার বদলে কার্যত আমরা তাদের ওরিওল বহির্কোণ থেকে ঠেলাঠেলি করে গুঁতো মেরে বার করে দিতে লাগলাম। আমরা যদি তৎপরতাটা আর একটু পরে শুরু করতাম, আমাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতাম ব্রিয়ান্স্কে এসে এঁটে-ধরা দুটো জোরালো সাঁড়াশি আক্রমণে, তা হলে ব্যাপারটা হত একেবারে অন্য রকম।

জার্মানরা যে ওরিওলের ভিতরে আর আশেপাশে এক বছরের বেশি সময় ধরে খোঁড়াখুড়ি চালাচ্ছিল, এবং একটা মজবুত, গভীরভাবে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত রক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, এই ঘটনাটার দিকে খুবই সামান্য নজর দেওয়া হয়েছিল, অথবা আদৌ দেওয়া হয় নি বলে আমি মনে করি। শত্রুর ওরিওলস্থিত সৈন্যদলটির শক্তি সম্প্রতি অনেকখানি বাড়ানো হয়েছিল রণাঙ্গনের অন্যান্য ক্ষেত্র ও পশ্চিম থেকে স্থানান্তরিত ইউনিটগুলিকে দিয়ে। এ কথা সত্যি যে আক্রমণাভিযানে তারা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু তা হলেও বহির্কোণটির প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তারা বেশ ভালোই সাহায্য করেছিল। সেনাবাহিনীর মনোবল বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে নাৎসি কম্যান্ড ওরিওল বহির্কোণটি আগলে-রাখা ২য় প্যানজার আর ৯ম সেনাবাহিনীর সৈন্যদের একত্রে নিয়ে এসেছিল কর্নেল-জেনারেল মোডেলের অধিনায়কত্বাধীনে, এই মোডেল ছিলেন হিটলারের বিশেষ আস্থাভাজন এবং

তাঁকে গণ্য করা হত প্রতিরক্ষা-যুদ্ধের অতুলনীয় ওস্তাদ বলে, বিশেষ করে র্জেভ — ভিয়াজমা ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের পর। অধিনায়কত্ব গ্রহণের কথা ঘোষণা করে এই জেনারেলটির 'দিবসের নির্দেশ' আমাদের হাতে পড়েছিল। সেটি শুরু হয়েছিল এই কথাগুলি দিয়ে, 'সৈন্যরা, আমি রয়েছি তোমাদের সঙ্গে!'

ডান পাশে অগ্রসরমান মধ্য রণাঙ্গনের সৈন্যরা — অর্থাৎ, প্রচন্ড আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে অনেক দুর্বল হয়ে পড়া সেই ৪৮তম, ১৩শ আর ৭০তম সেনাবাহিনীই — নাৎসিদের প্রবল প্রতিরোধের সামনে এগোতে লাগল খুবই ধীরে; নাৎসিরা তাদের সুরক্ষিত ব্যূহগুলিকে যোগ্যতার সঙ্গে ব্যবহার করছিল। মধ্য রণাঙ্গনের সৈন্যরা একটা অবস্থান ভেদ করে আরেকটায় আসছিল প্রবল বাধা ভাঙতে ভাঙতে। শত্রু চলমান প্রতিরক্ষার কৌশল গ্রহণ করল। কতকগুলো ইউনিট যখন প্রতিরক্ষাব্যূহ রক্ষা করছিল, অন্যগুলি তখন পাঁচ থেকে আট কিলোমিটার দূরে অধিকার করছিল নতুন ব্যূহ। বার বার তারা পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছিল প্যানজারগুলো দিয়ে, তখনও তাদের হাতে প্যানজার ছিল যথেষ্ট সংখ্যায়। তারা জনবল আর সামরিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করেছিল ব্যাপকভাবে, তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভিতরের ব্যূহগুলির মধ্যে সুকৌশল গতিবিধি চালিয়ে।

ব্রিয়ান্স্ক ও পশ্চিম রণাঙ্গনের ইউনিটগুলিও এগোচ্ছিল ধীরে ধীরে, শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গভীরে ফাটল ধরাতে পারে নি বলে। সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে স্থানান্তরিত ৩য় গার্ডস আর ৪র্থ ট্যাঙ্ক বাহিনীও ব্যূহভেদ করতে পারে নি।

অল্প কিছুদিন পরেই এর একটিকে — ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনী — আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হল ক্রোমির দিকে ব্যবহার করার জন্য। বাহিনীটির দ্রুত একটা সমীক্ষা করে দেখা গেল তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। তার প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল আর তার এই সব বিপর্যয়ের প্রতিকূল প্রভাব পড়েছিল মনোবলের উপরে — সেটা আমি লক্ষ করলাম লড়াইয়ের প্রথম দিনেই। বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল প. স. রিবালকো (১০৩)। তাঁকে আমি চিনতাম ১৯২৬ সাল থেকে, যখন আমি উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতাম মঙ্গোলীয় গণ ফৌজে আর রিবালকো ছিলেন উলান-বাতোরে সোভিয়েত দূতাবাসের সঙ্গে যুক্ত এক পৃথক অশ্বারোহী স্কোয়াড্রনের অধিনায়ক। পরে তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক কর্মী, আর উপযুক্ত প্রশিক্ষণের একটা পাঠক্রম শেষ করে একটি

অধিনায়কত্বের পদ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভালো অধিনায়ক, দৃঢ় ও স্থিরসংকল্প, কিন্তু ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনে প্রাণান্তকর লড়াইয়ের পর সামলে ওঠার সময় তিনিও পান নি, তাঁর অধীনস্থরাও না। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ট্যাঙ্ক-চালকরা শত্রুর প্রতিরোধ কাটিয়ে উঠতে অপারগ হল। অনাবশ্যক ক্ষতি ঠেকাবার জন্য আমি সাধারণ সদরদপ্তরের কাছে অনুরোধ জানালাম রিবালকোর ট্যাঙ্ক বাহিনীকে সংরক্ষিত সৈন্যবলের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পরবর্তীকালে, এই ট্যাঙ্ক-সৈনিকরাই ভরোনেজ রণাঙ্গনে লড়াইয়ের সময়ে বীরত্বের জন্য খ্যাতিলাভ করেছিল।

আক্রমণাভিযান চলতে থাকল ধীরে ধীরে, তবুও আমরা আর আমাদের প্রতিবেশী, ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গন এগোতে থাকলাম দাঁতে-দাঁত চেপে, এক পা এক পা করে।

পার্টিজানরা যেসব খবর দিয়েছিল আর যুদ্ধবন্দীদের এজাহার থেকে যার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়েছিল, তদনুযায়ী শত্রু তখনও অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে ওরিওল এলাকায় সৈন্যদলগুলিকে সরিয়ে আনছিল। তাদের পার্শ্বদেশ সুদৃঢ় করার দিকে তারা বিশেষ নজর দিয়েছিল, তার ফলে যে সব সৈন্য বহির্কোণটির প্রলম্বিত দিকটিকে রক্ষা করছিল তাদের পরিকল্পিত অপসারণ সহজতর করে তুলছিল।

তিনটি রণাঙ্গন — উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে আঘাত-হানা পশ্চিম ও মধ্য রণাঙ্গন আর পূর্ব দিক থেকে এগিয়ে-আসা ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শত্রুর ওরিওলস্থিত সৈন্যদলটি পরাস্ত হল। ৫ অগস্ট তারিখে ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনের ডিভিশনগুলি ওরিওল মুক্ত করল, এবং ১৮ অগস্টের মধ্যে ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে মধ্য রণাঙ্গনের সৈন্যরা গোটা ওরিওল বহির্কোণ থেকেই নাৎসিদের বিতাড়িত করে দিল, এসে পেঁছিল শক্তিশালী 'হাগেন' প্রতিরক্ষাব্যূহের কাছে।

৩ অগস্ট তারিখে ভরোনেজ ও স্তেপ রণাঙ্গনের সৈন্যরা আক্রমণাভিযান চালাল, ৫ অগস্ট তারিখে তারা বেলগোরদ দখল করে নিল। ওরিওল আর বেলগোরদের মুক্তি মস্কোয় উদ্‌যাপিত হল ৫ অগস্ট তারিখে, যুদ্ধের প্রথম কামান দেগে অভিবাদন জানিয়ে। মধ্য, ভরোনেজ, ব্রিয়ান্স্ক, পশ্চিম আর স্তেপ রণাঙ্গনের যে সৈন্যরা বীরত্বের সঙ্গে তাদের কাজ সম্পন্ন করেছিল, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করল গোটা জাতি।

অবশেষে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ আর তাদের সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধে একটা আমূল মোড় (১০৪) ফেরাতে সক্ষম হল।

আমাদের কম্যাণ্ডের হাতে চলে এল উদ্যোগ — সে উদ্যোগ আর হাতছাড়া হয় নি। হিটলারের রাইখের উপরে ঘনিয়ে এল সর্বনাশের করাল প্রেতচ্ছায়া।

জনগণের বীরোচিত পরিশ্রমের কল্যাণে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী তখন পাচ্ছিল আরও বেশি অস্ত্র আর সাজসরঞ্জাম। সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো ত্রুটিহীন করা হচ্ছিল। অভিজ্ঞ লাইন অফিসার আর রাজনৈতিক অফিসারদের নতুন নতুন দল লড়াইয়ের আগুনে পোড় খেয়ে মজবুত হয়েছিল। ঘৃণিত শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ত্বরান্বিত করার বাসনায় জনগণের মন ছিল পরিপূর্ণ। কুর্স্কের লড়াইয়ের পর গোটা জাতি বুঝতে পেরেছিল যে সেই শুভক্ষণ এগিয়ে আসছে।

নীপার পেরিয়ে

একটা নতুন তৎপরতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আদেশ পেলাম আমরা। মধ্য রণাঙ্গনকে এগিয়ে যেতে হবে দক্ষিণ-পশ্চিমে শোস্তকা, বাখমাচ, নেজিন, কিয়েভের দিকে, দেস্না আর নীপার নদী জোর করে পেরোতে হবে, এবং ভরোনেজ রণাঙ্গনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কিয়েভ দখল করে নিতে হবে।

সাধারণ সদরদপ্তরের সামগ্রিক লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ দিকের শত্রু সৈন্যদলকে উৎখাত করে গোটা বাম-তীরবর্তী ইউক্রেন মুক্ত করা, একটা লাফ দিয়ে নীপার নদী পেরিয়ে তার ডান দিকের সেতুমুখগুলি দখল করা। এই উদ্দেশ্য পূরণ করার দায়িত্ব দেওয়া হল পাঁচটি রণাঙ্গনের সৈন্যদের উপরে: মধ্য, ভরোনেজ, স্তেপ, দক্ষিণ-পশ্চিম আর দক্ষিণ রণাঙ্গনের উপরে।

এই তৎপরতার প্রস্তুতির জন্য আমাদের দশ দিন সময় দেওয়া হল, সময়টা স্পষ্টতই খুবই কম। অন্য দিকে, আক্রমণাভিযান পিছিয়ে দেওয়ারও উপায় ছিল না, কারণ যে কোনো বিলম্বকেই শত্রু কাজে লাগাত তাদের সৈন্যদের শক্তিবৃদ্ধি আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য। ইতিমধ্যেই আমরা খবর পেয়ে গিয়েছিলাম — এবং বেলোরুশীয় ও ইউক্রেনীয় পার্টিজানরা তার যাথার্থ্য প্রতিপন্নও করেছিল — যে, তথাকথিত পূর্বী প্রাচীরের অংশ হিসেবে জার্মানরা নীপার আর সজ নদী বরাবর চটপট একটা দৃঢ়, সুরক্ষিত ব্যূহ রচনা করছে।

আমাদের কাজের দুরূহতা আর গুরুত্ব আমরা পুরোপুরি উপলব্ধি করলাম। কুর্স্ক স্ফীতাংশে তুমুল লড়াইয়ের পর আমাদের সৈন্যরা এখনও বিশ্রাম নেয় নি, তাদের শূন্যস্থানও পূরণ হয় নি। তাদের খাদ্য, গোলাবারুদ, পশুখাদ্য আর জ্বালানি যোগানো দরকার ছিল। সমস্ত ডিপো আর বেস্‌কে

আমরা সৈন্যদের যথাসম্ভব কাছাকাছি নিয়ে এলাম। আক্রমণাভিযানের সময়ে সরবরাহে যাতে কোনো ব্যাঘাত না হয় সেই ব্যবস্থা করার জন্য জেনারেল আন্তিপেঙ্কো আর তাঁর সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগের কর্মীরা সব কিছুই করলেন। আমাকে বলতেই হবে এই কর্মতৎপর মানুষটি কখনও আমাদের হতাশ করেন নি, তাই আমরা স্থিরনিশ্চিত ছিলাম যে সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগ তাদের কাজটা ঠিকই সামলে নেবে।

কুর্স্ক স্ফীতাংশের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা হাতের কাছেই থাকায় রণাঙ্গনের কম্যান্ড আক্রমণের উদ্দেশ্যেও ব্যাপকভাবে সুকৌশল গতিবিধির উপরে অনেকখানি আশা ন্যস্ত করল। দেস্‌না, সজ আর নীপারের মতো বড় বড় নদী জোর করে পেরিয়ে যাওয়াও আমাদের কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে, ইঞ্জিনিয়ারদের প্রধান, জেনারেল প্রোশলিয়াকভকে নির্দেশ দেওয়া হল নদী পার হওয়ার যে সব সাজসরঞ্জাম দরকার হবে সেগুলির সংরক্ষিত মজুত গড়ে তুলতে।

কিছু কিছু পুনর্বিন্যাস ঘটাবার পর, ২৬ অগস্ট তারিখে মধ্য রণাঙ্গন আক্রমণাভিযান আরম্ভ করল। প্রধান আক্রমণটা ছিল সেভ্‌স্কের দিকে, সেটা চালাল ৬৫তম সেনাবাহিনী আর ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনীর (যথেষ্ট হীনবল হয়ে যাওয়া) সৈন্যরা। তাদের অগ্রগতিতে সমর্থন যোগানোর কথা ছিল তাদের সংলগ্ন দুই পাশে ৪৮তম ও ৬০তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির। আমাদের বাঁ দিকের প্রতিবেশী, ভরোনেজ রণাঙ্গনের আমাদের সঙ্গে একত্রে আক্রমণ করার কথা ছিল, উদ্দেশ্যটা ছিল খারকভ এলাকায় শত্রু নাশ করার পর পলতাভা আর ক্রেমেনচুগে এগিয়ে যাওয়া এবং নীপার নদী পাড়ি দেওয়ার জায়গাগুলি দখল করা।

আক্রমণের প্রধান জায়গায় এগিয়ে-আসা জেনারেল প. ই. বাতভের ৬৫তম সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা হল সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে ৪র্থ জঙ্গী গোলন্দাজ কোরকে দিয়ে। জেনারেল স. ই. বগদানভের ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনীকে নামানো হল বাতভের এলাকায়, স্থির হল ১৬শ বিমান বাহিনীর প্রধান শক্তিটা সেখানেও কাজ করবে।

পার্টিজানদের সন্ধানী-পর্যবেক্ষণকারীরা আমাদের শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে খবরাখবর দিয়েছিল, শত্রু-অধিকৃত অঞ্চল থেকে রণাঙ্গনের সীমান্ত পেরিয়ে-আসা স্থানীয় অধিবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বহু দরকারি খুঁটিনাটি তথ্য জানিয়েছিল, আমরাও বিমান থেকে শত্রুর অবস্থানের অনেক ফোটো তুলেছিলাম। যুদ্ধবন্দীদের এজাহারে সমর্থিত এই সমস্ত খবর থেকে বোঝা

গেল যে আমাদের সামনে রয়েছে একটা শক্তিশালী, সুরক্ষিত প্রতিরক্ষাব্যূহ, সেটি আগলে রেখেছে জার্মান ২য় সেনাবাহিনীর সৈন্যরা। তার সামনের দিকটা গেছে সেভ আর সেইম নদী বরাবর। সর্বাত্মক প্রতিরক্ষার জন্য সমস্ত গ্রামই সুসজ্জিত রাখা হয়েছে এবং সেগুলিকে জোরালো ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়েছে।

আমাদের সামনের অসুবিধা আমরা সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করেছিলাম, কিন্তু তা হলেও, আমরা যতটা আশা করেছিলাম শত্রুর প্রতিরোধ তার চাইতে অনেক প্রবল হল। আমাদের গোলন্দাজদের ঝড়ের মতো গালাবর্ষণ আর ক্রমাগত বিমান আক্রমণ সত্ত্বেও, নাৎসিরা যে তাদের অবস্থান ছেড়ে নড়তে নারাজ হল শুধু তাই নয়, বরং তীব্র পাল্টা আক্রমণ চালাতে লাগল। সারি সারি সাবমেশিন-গানধারীদের সঙ্গে নিয়ে আর কয়েক স্কোয়াড্রন বিমানের সমর্থন নিয়ে ডজন-ডজন ট্যাংক ঝাঁক বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের সৈন্যদের উপরে। জমিতে আর আকাশে লড়াই চলতে লাগল অবিরাম।

২৭ অগস্ট সকালে, ২য় ট্যাংক বাহিনীর ইউনিটগুলিকে দিয়ে আমাদের পদাতিক সৈন্যদের শক্তিবৃদ্ধি করতে হল। সেই দিনই শত্রু আরও দুটো পদাতিক ডিভিশন এবং আরও দুটো প্যানজার ডিভিশনকে সেভ্স্কে পাঠাল। ক্ষয়ক্ষতিতে দৃকপাত না করে নাৎসিরা লড়তে লাগল মরীয়া হয়ে। বাতভের সৈন্যদের প্রতিটি ইঞ্চি পথের জন্য লড়াই করতে হল, কিন্তু তারা এগিয়ে যেতে লাগল দাঁতে-দাঁত কামড়ে। সন্ধ্যার মধ্যে, বগদানভের ট্যাংক-সৈনিকদের সহযোগিতায় ৬৫তম সেনাবাহিনী সেভ্স্ক দখল করে নিল বটে, কিন্তু সেই সাফল্যকে কাজে লাগাতে পারল না। শত্রুর পাল্টা আক্রমণ এল ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো। আমরা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ একটা ক্ষেত্রে আঘাত করছিলাম বলে শত্রু অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে দ্রুত সৈন্য নিয়ে আসার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল। অর্থাৎ, কুর্স্কের প্রতিরক্ষামূলক লড়াইয়ে আমরা যা করেছিলাম, তারা ঠিক তাই করল। এই সম্ভাবনা থেকে তাদের বঞ্চিত করার কোনো উপায় বার করা দরকার। আমাদের আক্রমণাভিযানের দ্বিতীয় দিনে ৬০তম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, জেনারেল ই. দ. চের্নিয়াখভস্কিকে আমি আদেশ দিলাম যত সৈন্য তিনি জড়ো করতে পারেন তাদের নিয়ে বাঁ পাশে একটা সহায়ক আক্রমণ চালাতে।

চের্নিয়াখভস্কি আমার মতলবটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলেন। তিনি, এমন কি তাঁর ডান পাশকে দুর্বল করার ঝুঁকি নিয়েও, আক্রমণের এলাকায় তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী কতকগুলি ডিভিশনকে চটপট জড়ো করে ফেললেন

এবং আক্রমণাভিযান শুরু করলেন। অগ্রগতির প্রধান দিকে আমাদের ইউনিটগুলি যেখানে চার দিনের তুমুল লড়াইয়ে মাত্র ২০-২৫ কিলোমিটার এগিয়ে যেতে পেরেছিল, সেখানে চের্নিয়াখভস্কির সুযোগ্যভাবে সংগঠিত আঘাতের ফল পাওয়া গেল তৎক্ষণাৎ। শত্রুর কোনো জোরালো বাধার সম্মুখীন না হয়েই ৬০তম সেনাবাহিনী অনেকদূর এগিয়ে গেল। প্রাথমিক সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে আমরা চটপট চের্নিয়াখভস্কির সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করলাম রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে, কিছু অতিরিক্ত বিমানও পাঠিয়ে দিলাম।

২৯ অগস্ট তারিখে ৬০তম সেনাবাহিনী গ্লুখভ দখল করল। বোঝা গেল, আমরা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একটা দুর্বল জায়গার খোঁজ পেয়েছি, একে অবিলম্বে কাজে লাগানো দরকার। রণাঙ্গনের আসল প্রচেষ্টা বাঁ পাশে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা দ্রুত একটা পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে ১৩শ সেনাবাহিনীকে ডান পাশ থেকে স্থানান্তরিত করে তাকে ৬৫তম ও ৬০তম সেনাবাহিনীর সীমানায় লড়াইয়ে নামালাম, নিয়ে এলাম ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনীকেও।

ইতিমধ্যে, ৩১ অগস্ট সন্ধ্যা নাগাদ চের্নিয়াখভস্কি ৬০ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়েছিলেন, ফাটলটাকে বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন একশো কিলোমিটার পর্যন্ত। তাঁর সৈন্যরা ইউক্রেনে ঢুকে পড়ে এগিয়ে চলল কনতপ অভিমুখে।

সেই ফাটলটার মধ্যে সৈন্য আর সামরিক যন্ত্রাদি ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত মোটর পরিবহণ জড়ো করলাম। কুর্স্কে আত্মরক্ষামূলক অভিযানে অর্জিত অভিজ্ঞতা আরও একবার কাজে লাগল। আমরা আমাদের সৈন্যবল চটপট এদিকে ওদিকে নিয়ে যেতে শিখেছিলাম, এবারে সেটা আমরা করলাম শত্রুর চাইতে ভালোভাবে। কনতপের দিকে আমাদের অগ্রগতির বিপদটা জার্মানরা উপলব্ধি করতে পেরে তাড়াহুড়ো করে এখানে সংরক্ষিত সৈন্যবল নিয়ে আসতে শুরু করল। কিন্তু তখন আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণ ঠেকানো অসম্ভব।

আমাকে বলতেই হবে, যুদ্ধ যত এগিয়ে চলছিল, নাৎসি কম্যাণ্ড ততই বেশি বিচারের ভুল করেছিল। এবারেও তারা পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি, যখন পেরেছিল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, তাই তারা আঘাতটা ঠেকাতে পারল না।

কনতপ ক্ষেত্রের দিকে আমাদের সৈন্যদের দ্রুত অগ্রগতি ৬৫তম সেনাবাহিনীর অধিকৃত ক্ষেত্রগুলিতে, এবং তার পরে ৪৮তম সেনাবাহিনীর অধিকৃত ক্ষেত্রগুলিতে সাফল্যের ব্যাপারে সাহায্য করল। শত্রুকে পিছনে হঠিয়ে দিয়ে বাতভের সেনাবাহিনী ধীরে ধীরে তার অগ্রগতির বেগ সঞ্চয় করল। এই বাহিনীর সৈন্যরা ব্রিয়ান্স্ক ও খিনেল্স্ক অরণ্য অতিক্রম করে ৫ সেপ্টেম্বর তারিখের সেরেদিনা-বুদা আর খুতোর মিখাইলভস্কি দখল করে নিল, পশ্চিমে ১২৫ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়ে, অনেককে বন্দী করল, দখল করল কামান, ট্যাঙ্ক, অস্ত্রশস্ত্র আর অন্যান্য সামরিক সাজসরঞ্জাম।

৪৮তম সেনাবাহিনী তার বাঁ দিকে ৬৫তম সেনাবাহিনী আর ডান দিকে ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গনের বাঁ পাশের সৈন্যদের সহযোগিতায় এগিয়ে গেল।

সামনেই দেস্না — জলের একটা বিস্তীর্ণ বাধা, শত্রু সেটাকে প্রতিরক্ষাব্যুহ হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে। যে কোনো মূল্যে সে সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা দরকার, তাই আমি বাতভকে আদেশ দিলাম তাঁর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে না-থেমেই নদীটা পেরিয়ে গিয়ে ৪৮তম সেনাবাহিনীর সহায়তায় নভগরদ-সেভেরস্কি দখল করে নিতে।

অগ্রগতির প্রধান স্থানে জেনারেল ন. প. পুখভের ১৩শ সেনাবাহিনীও দেস্নায় পৌঁছে গিয়েছিল। বাঁ তীর ধরে এগিয়ে গিয়ে চের্নিগভের দক্ষিণে জোর করে নদী পার হয়ে তার পরে নীপারের দিকে এগিয়ে গিয়ে তা সবেগে পার হয়ে যাওয়া এবং চের্নোবিলের কাছে তেতেরেভ নদীর মুখে পশ্চিম তীরের একটি সেতুমুখ দখল করার ভার দেওয়া হল তাঁকে।

পলায়মান শত্রুর পিছনে পিছনে তাড়া করে, যে সব ইউনিট আমাদের অগ্রগতি রোধ করার চেষ্টা করেছিল তাদের একেবারে দলিত-পিষ্ট করে ৬০তম সেনাবাহিনী ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে কনতপ, আর তিন দিন পরে বাখমাচ দখল করে নিল। বাখমাচের দক্ষিণে শত্রুর চারটি পদাতিক ডিভিশনকে ঘিরে ফেলা হল, এবং দু দিন লড়াইয়ের পর, পুরোপুরি পর্যুদস্ত করা হল। ১৫ সেপ্টেম্বর, ছোটখাট একটা লড়াইয়ের পর চের্নিয়াখভস্কির সৈন্যরা নেজিনকে মুক্ত করল। খুলে গেল কিয়েভে যাওয়ার পথ।

এই সময়ে, আমাদের বাঁ দিকের প্রতিবেশী, ভরোনেজ রণাঙ্গনের ডান পার্শ্বভাগের সেনাবাহিনীগুলি আমাদের বাঁ অংশের প্রায় ১০০-১২০ কিলোমিটার পিছনে রোমনি, লোখভিৎস লাইনে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। দুটি রণাঙ্গনের মধ্যে বিরাট একটা ফাঁক দেখা দিল, তাই চের্নিয়াখভস্কি

তাঁর আঘাতকারী দলটাকে দুর্বল করে তাঁর প্রসারিত পার্শ্বদেশটিকে নিরাপদ করার জন্য সে দিকে কিছু সৈন্য নিয়ে যেতে বাধ্য হলেন।

পরিস্থিতিটা অবশ্য অপ্রীতিকর ছিল, কিন্তু অন্য দিকে, চের্নিগভ আর কিয়েভের দিকে ৬০তম ও ১৩শ সেনাবাহিনী অনেকখানি ভিতরে ঢুকে পড়ায় লোভনীয় সম্ভাবনা দেখা দিল: শত্রুর যে সৈন্যদলটা ভরোনেজ রণাঙ্গনের ডান অংশটার সঙ্গে লড়াই করে তার অগ্রগতি আটকে রেখেছিল, সেটার পার্শ্বদেশে আমরা আঘাত হানতে পারব। তা হলে, আমরা শত্রুর নীপারের পিছনে সরে যাওয়া ঠেকাতে পারব, আমাদের প্রতিবেশীকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করব এবং হয়তো এমন কি সম্মিলিতভাবে কিয়েভ দখল করে নিতে পারব। আমার প্রস্তাবটা আলোচিত হল বটে, কিন্তু গৃহীত হল না। তার উপরে, আমাদের সীমান্তের বাইরে প্রিলুকি দখল করতে চের্নিয়াখভস্কিকে অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি ভর্ৎসিত হলাম।

আমাদের বাঁ পাশটা ক্রমেও আরও বেশি প্রসারিত হচ্ছিল বলে, আমার অনুরোধে সাধারণ সদরদপ্তর তাদের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে জেনারেল প. আ. বেলভের ৬১তম সেনাবাহিনীকে আমাদের হাতে দিয়ে দিল; এই বাহিনীকে আমরা লড়াইয়ে নামালাম চের্নিগভ ক্ষেত্রে ৬৫তম ও ১৩শ সেনাবাহিনীর মাঝখানে। ৬০তম সেনাবাহিনীর তৎপরতার এলাকাটা এতে অনেকখানি ছোট হয়ে গেল, বেড়ে গেল কিয়েভ অভিমুখে তার গতি। চের্নিয়াখভস্কির সৈন্যরা নেজিন মুক্ত করার পর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অফিসার আর সৈনিকদের মনোবল ছিল তুঙ্গে, মনে হল ক্লান্তির কথা তাঁরা ভুলে গেছেন, ইউক্রেনের রাজধানী মুক্ত করার কাজে সাহায্য করার অভিন্ন ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে তাঁরা এগিয়ে যেতে ব্যগ্র। স্বভাবতই, চের্নিয়াখভস্কির মনোভাবও ছিল একই রকম, তাঁর সমস্ত কাজকর্মের পিছনে কাজ করছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিয়েভে পৌঁছনোর অধীর বাসনা। তিনি প্রভূত সাফল্য অর্জন করলেন। শত্রু সৈন্যের পর্যুদস্ত ডিভিশনগুলির অবশিষ্টাংশকে ছত্রভঙ্গ করে ৬০তম সেনাবাহিনী দ্রুত এগিয়ে শিগগিরই শহরে ঢোকার কাছাকাছি জায়গায় গিয়ে পৌঁছল।

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে, সাধারণ সদরদপ্তরের আদেশে মধ্য ও ভরোনেজ রণাঙ্গনের মধ্যবর্তী সীমারেখা যখন উত্তর দিকে নিয়ে যাওয়া হল আর কিয়েভ হয়ে গেল আমাদের প্রতিবেশীর এলাকা, তখন আমাদের যে কী দারুণ আশাভঙ্গ হল, তা সহজেই কল্পনীয়। আমাদের প্রধান আক্রমণটা এখন এসে দাঁড়াল চের্নিগভ ক্ষেত্রে।

টেলিফোনে স্তালিনকে বললাম, এই সীমারেখা সরিয়ে নেওয়ার কারণটা আমি বুঝতে পারছি না। তিনি রূঢ়ভাবে বললেন যে পরিবর্তনটা করা হয়েছে কমরেড জুকভ আর খ্রুশ্চভের পীড়াপীড়িতে, তাঁরা অকুস্থলে আছেন, তাই তাঁদেরই ভালোমন্দ জানার কথা। এই উত্তরে কিছুই ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না, কিন্তু ব্যাখ্যা চাওয়ার মতো সময়ও ছিল না, খুব একটা দরকারও ছিল না।

আক্রমণাভিযান এগিয়ে চলল সফলভাবে। পশ্চাদপসরণরত শত্রুর পিছনে পিছনে আমাদের সৈন্যরা দেস্না পার হল এবং ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে চের্নিগভ দখল করে নিল। ১৩শ সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে নীপারে এসে পেঁৗছেছিল, ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে তারা ম্নেভো, চের্নোবিল, স্তাশেভ অংশে কিয়েভের উত্তর দিকে নদী পার হতে শুরু করল। অভিজ্ঞ ও দৃঢ়সংকল্প অফিসারদের নেতৃত্বে সৈনিকরা বিস্তীর্ণ এক রণাঙ্গনে শত্রুর প্রবল প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সেই জলের বাধা পার হওয়ার জন্য তারা যা দেখতে পেল সে সব কিছুই —নৌকো, ভেলা, আর পিপে — ব্যবহার করল। পার হওয়ার কাজে সমর্থন যোগাল সুসংগঠিত অবতরণ আর তীর থেকে সরাসরি কামানের গোলাবর্ষণ। জলের কিনারা থেকে ট্যাঙ্কগুলো অবিরাম ধারায় রক্ষণমূলক গোলাবর্ষণ চালিয়ে গেল আর আকাশ থেকে জঙ্গী বিমান স্থলবাহিনীকে সমর্থন যোগাল। অগ্রবর্তী পদাতিক ইউনিটগুলি দ্রুত নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠল, তাদের আবার নদীতে ঠেলে দেওয়ার জন্য শত্রুর চেষ্টাকে ঠেকাল। গোলন্দাজ অফিসাররা পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে নীপার পার হয়ে সেতুমুখ থেকে গোলাবর্ষণ পরিচালনা করতে লাগলেন। অগ্রবর্তী সৈন্যদলগুলির আশ্রয়ে আরও বেশি সৈনিক নদী পার হয়ে সেতুমুখের উপরে তাড়াতাড়ি লোকবল গড়ে তুলল। অতর্কিত আক্রমণে হতভম্ব হয়ে শত্রু নদী পার হওয়া ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট সৈন্য নিয়ে আসার সময় পেল না।

একের পর এক ইউনিট আর সমর্থনদায়ক উপায় দলে দলে নদী পার হয়ে সেতুমুখের লোকবলকে স্ফীত করে তুলল, তারা ছড়িয়ে পড়ল আরও বেশি জায়গা দখল করে। ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১৩শ সেনাবাহিনীর দখলে এসে গেল পশ্চিম তীরের গভীরে ৩৫ কিলোমিটার আর প্রস্থে ৩০-৩৫ কিলোমিটার এলাকা।

দক্ষিণে, ৬০তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি তেতেরেভ নদী আর দিমের মোহানায় নীপার নদী পার হল। ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে, সেখানকার

সেতুমুখটি হল গভীরে ১২-১৫ কিলোমিটার আর প্রস্থে ২০ কিলোমিটার। চের্নিয়াখভস্কিকে আমি নির্দেশ দিলাম কিয়েভকে ঘিরে ধরে পশ্চিম আর দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী গতিতে সামনে এগিয়ে যেতে। তিনি কিন্তু আকৃষ্ট হলেন কিয়েভের দিকে, চুম্বকের আকর্ষণের মতো; তিনি তাঁর আসল প্রচেষ্টা চালিত করলেন দক্ষিণ দিকে, নীপার বরাবর, তিনি এই কথাটা খেয়াল করলেন না যে জায়গাটার জমির অবস্থা আর শহর থেকে নৈকট্যের দরুন এই ক্ষেত্রে প্রতিরোধ সংগঠিত করা শত্রুর পক্ষে সহজতর হবে, সেখান থেকে তারা তাদের হাতের সৈন্যবলকে নিয়ে আসতে পারবে।

কিয়েভের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য চের্নিয়াখভস্কির পীড়াপীড়ির জন্য সেনাবাহিনী সেতুমুখটি আরও চওড়া করতে পারল না। নিষ্ফল আক্রমণে নষ্ট হল কয়েকটা দিন। বিপন্ন ক্ষেত্রটিতে নতুন সৈন্য নিয়ে আসার জন্য শত্রু এই দেরীটাকে কাজে লাগাল, তার পর আমাদের ইউনিটগুলির গতিরোধ করল। নদী বরাবর সেতুমুখ প্রসারিত করার চেষ্টা ব্যর্থ হল।

১৩শ সেনাবাহিনীর উত্তরে, ৬১তম সেনাবাহিনী চের্নিগভ ক্ষেত্রে আক্রমণাভিযান বাড়িয়ে তুলছিল। তারা শত্রুর পিছনে তাড়া করে স্নভ নদী পেরিয়ে নীপারে এসে পৌঁছল, তার পর নিভকি, গ্লুশেৎসের কাছে পশ্চিম তীরে ছোট একটি সেতুমুখ দখল করার জন্য তাদের সৈন্যদের একটা অংশকে পাঠিয়ে দিল।

৬৫তম ও ৪৮তম সেনাবাহিনী দেস্‌না নদী পার হচ্ছিল, লড়াই করছিল গোমেল ক্ষেত্রে, সেখানে প্রচুর জঙ্গল আর জলাভূমি থাকায় শত্রু সেগুলোকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাচ্ছিল বলে তাদের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ কাটিয়ে উঠতে হচ্ছিল। এই দুটি সেনাবাহিনীর কাজটা ছিল দুঃসাধ্য, তা হলেও তারা তাদের কাজ সম্পন্ন করার জন্য বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে সেই দুর্গম প্রান্তর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পার হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। কাজটা তারা সম্পন্ন করল সেপ্টেম্বর মাসের শেষে, ৬৫তম সেনাবাহিনী তখন গোমেলের উত্তরে সজ নদীতে এসে পৌঁছল, তার প্রায় পিছনে পিছনেই এল ৪৮তম সেনাবাহিনী।

এইভাবে, সেপ্টেম্বরের শেষে মধ্য রণাঙ্গনের ডান অংশটা সজ নদীর গোটা দৈর্ঘ্য বরাবর সেখানে পৌঁছে গিয়ে তা পার হওয়ার জন্য তৈরি হল, আর বাঁ অংশে ৬১তম, ১৩শ ও ৬০তম সেনাবাহিনী নীপারের পশ্চিম তীরে সেতুমুখগুলি দখল করে নিয়ে দৃঢ়ভাবে আগলে রাখল।

সাধারণ সদরদপ্তরের নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করা হল।

কিয়েভের দিকে আমাদের বাঁ অংশের দ্রুত অগ্রগতি ভরোনেজ রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত শত্রু সৈন্যের ডিভিশনগুলিকে তাড়াতাড়ি সরে যেতে বাধ্য করল। তাতে অবশ্য আমাদের প্রতিবেশীর অনেক সাহায্য হল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ৬০তম সেনাবাহিনীর এগিয়ে-আসা অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে শত্রুর পাশে আর পিছনে আঘাত হানতে দেওয়া হল না। তাতে যে আমাদের প্রতিবেশীদের পাওয়া সাহায্যটা আরও বেশি কার্যকর হত তাই নয়, শত্রুকে নীপারের ওপারে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটাও আমরা ঠেকাতে পারতাম।

৫ অক্টোবর, সাধারণ সদরদপ্তর স্থির করল, জেনারেল পুখভের ১৩শ আর জেনারেল চের্নিয়াখভস্কির ৬০তম সেনাবাহিনীকে তুলে দেওয়া হবে ভরোনেজ রণাঙ্গনের হাতে, তাদের অধিকৃত এলাকাগুলি সহ।

স্তালিন আমাকে জানালেন যে মধ্য রণাঙ্গন তার কাজ সম্পূর্ণ করেছে, তার নতুন নামকরণ করা হচ্ছে বেলোরুশীয় রণাঙ্গন এবং তা নতুন কাজের দায়িত্ব পাবে।

কিয়েভের দক্ষিণে নীপারের বাঁকে ছোট বুকরিন সেতুমুখ থেকে ভরোনেজ রণাঙ্গনের অগ্রসর হওয়ার অসফল চেষ্টা সাধারণ সদরদপ্তরকে সেখানকার তৎপরতা বন্ধ করার আদেশ জানাতে বাধ্য করল, সৈন্যরা যাতে কিয়েভকে মুক্ত করার চাইতেও অনেক ব্যাপক পরিসরে একটা অভিযানের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় পেতে পারে। সিদ্ধান্তটা ঠিক ছিল। সৈন্যরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছিল, তারা ছিল ক্লান্ত, তাদের দলবিন্যাসগুলি ছিল বহুবিস্তৃত, আর পশ্চাদ্ভাগের কৃত্যক ছিল অনেক পিছিয়ে। সাধারণ সদরদপ্তর তাদের সময় দিল পুনর্বিন্যস্ত হওয়ার, পশ্চাদ্ভাগের কৃত্যক আর সামরিক যন্ত্র নিয়ে আসার, যাতে নতুন আক্রমণাভিযানের জন্য রণাঙ্গন আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হতে পারে।

আমরাও আমাদের নতুন কাজের জন্য তৈরি হতে লাগলাম। সৈন্যরা তাদের আক্রমণাভিযান চালানোর সঙ্গে সঙ্গে এই কাজটা এগিয়ে চলল।

সব অধিনায়কের হাতেই ছিল প্রচুর কাজ, কিন্তু সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগের কাজ ছিল সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন। ততদিন পর্যন্ত আমাদের ঘাঁটি, হাসপাতাল, ডিপো আর মেরামতি কর্মশালাগুলি ছড়ানো ছিল কুর্স্ক — ল্গোভ — কনতপ — বাখমাচ রেল লাইন বরাবর। এখন এসবই নতুন করে বসাতে হবে উত্তরে, গোমেল ক্ষেত্রে — এবং খুবই তাড়াতাড়ি, কুর্স্কের লড়াইয়ের আগে যা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটতে

পারে। ইতিমধ্যে হেমন্তকালীন বৃষ্টি মেঠো পথগুলিকে অগম্য করে তুলেছিল, আমাদের মোটর পরিবহণ একেবারেই অকেজো হয়ে গিয়েছিল বলা যায়। অতীতের লড়াইয়ে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত রণাঙ্গন বরাবর রেলপথগুলির গাড়ি বহন করার ক্ষমতাও ছিল খুবই কম।

রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদ পরিবহণের সমস্যার মোকাবিলা করল। আমরা সবচেয়ে অগ্রাধিকারমূলক চালানগুলির একটা তালিকা তৈরি করলাম। অঙ্কগুলো ছিল রেখাপাত করার মতো: ৭,৫০০ ওয়াগন-বোঝাই সাজসরঞ্জাম — ২০০-র বেশি ট্রেন! এতে লড়াইয়ে নিযুক্ত সৈন্যদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জিনিস, সেই সঙ্গে গোলাবারুদ, খাদ্য আর জ্বালানির জন্য তাদের অবিরত চাহিদা ধরা হয় নি।

আমাদের সৌভাগ্য যে রণাঙ্গনের সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ বিভাগের কর্মীরা এত অভিজ্ঞ, ওয়াকিবহাল ছিলেন। সর্বাধিক সপ্রশংস মনোভাব আর কৃতজ্ঞতা নিয়ে আমি স্মরণ করছি সাজসরঞ্জাম চলাচলের সদরদপ্তরের প্রধান জেনারেল ই. ম. কারমানভ, প্রধান কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল ন. ক. জিজিন, সামরিক পরিবহণের প্রধান জেনারেল আ. গ. চের্নিয়াকভ, চিকিৎসা বিভাগের প্রধান জেনারেল আ. ইয়া. বারাবানভ, পশু চিকিৎসা বিভাগের প্রধান জেনারেল ন. ম. শনাইদের, জ্বালানি ও লুব্রিক্যান্ট বিভাগের প্রধান কর্নেল ন. ই. লজকিন এবং মোটর পরিবহণ বিভাগের প্রধান কর্নেল প. স. ভাইজমানকে। তাঁরা এবং তাঁদের অধিনায়কত্বাধীনে হাজার হাজার লোক কাজ করেছিলেন অক্লান্তভাবে। সেই কর্মীসংঘটি ছিল বিরাট ও সুসংবদ্ধ, তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল ন. আ. আন্তিপেঙ্কো আর সুযোগ্যভাবে তাঁর সহায়তা করেছিলেন সৈন্য চলাচল ও সরবরাহের জন্য দায়ী সামরিক পরিষদ সদস্য জেনারেল ম. ম. স্তাখুর্স্কি।

পশ্চাদ্ভাগের কৃত্যক ইউনিটগুলি পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও সতেজে করা হল রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদের নেতৃত্বে। আর বলা দরকার, তা করা হল সাফল্যের সঙ্গে।

জাতির অর্থনীতির উপরে যুদ্ধ চাপ দিয়েছিল চরম সীমা পর্যন্ত। প্রচুর পরিমাণ কাজ সামলাতে সরবরাহ সংগঠনগুলির প্রচণ্ডতম অসুবিধা হয়েছিল, তাই তাদের কাজের কিছুটা করার ভার নিতে হয়েছিল রণাঙ্গনকে। উল্লেখযোগ্য, খাদ্য ও পশুখাদ্য সংগ্রহের কাজে স্থানীয় সংস্থাগুলিকে সাহায্য করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল আমাদের। এর প্রভূত গুরুত্বও আমরা নিজেরা উপলব্ধি করেছিলাম সম্পূর্ণভাবে। বলতে গেলে সমস্ত সক্ষমদেহী

পুরুষই ছিল যুদ্ধে, আর যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে চালু রেখেছিল নারী, বৃদ্ধ আর বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েরা, জনবলের অভাব সামাল দেওয়া তাদের পক্ষে শারীরিকভাবেই অসম্ভব ছিল। গ্রীষ্মকালের শেষে আমরা ২৭,০০০ সৈনিক আর ২৫০ অফিসারকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম ওরিওল, সুমি, চের্নিগভ, এবং তার পরে, গোমেল অঞ্চলে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের খেতে কাজ করার জন্য, সেখানে তাঁরা ফসল তোলার কাজে সাহায্য করেছিলেন। রণাঙ্গনের দেওয়া দু হাজার লরি ময়দা-কলগুলিতে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল মাড়াই-করা দানা শস্য, তার পর সেখান থেকে রণাঙ্গনের ডিপোগুলিতে।

আমাদের জন্য আমরা মাংস সংগ্রহ করেছিলাম বালাশোভ, পেনজা আর সারাতভ অঞ্চলে — ৬০০ থেকে ১,০০০ কিলোমিটার দূরে। যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি মধ্য রণাঙ্গনের জন্য দিয়েছিল ৭৫,০০০ গোরু। রেলওয়েতে অন্যান্য মাল বহনের চাপ থাকায় গোরুগুলিকে পায়ে হাঁটিয়ে আনতে হয়েছিল, শত শত সৈনিককে সাময়িকভাবে রাখাল হয়ে যেতে হয়েছিল।

এতে অবশ্যই আমাদের সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগের অসুবিধা আরও বেড়েছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পার্টি ও কমসোমল সংগঠন, যৌথ-খামারি আর রাষ্ট্রীয় খামারের কর্মীরা রণাঙ্গনকে সাহায্য করার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে নি তাদের তরফ থেকে। আমাদের প্রতিনিধিরা সর্বত্রই পেয়েছিলেন পরমতম সমর্থন। রণাঙ্গনের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করার এই সম্মিলিত কাজ সোভিয়েত শ্রমজীবী জনগণ আর তাদের জঙ্গী সৈনিকদের নিয়ে এসেছিল আরও কাছাকাছি।

১৩শ ও ৬০তম সেনাবাহিনীকে ভরোনেজ রণাঙ্গনে বদলি করার কথা স্থির হওয়ার প্রশ্ন দেখা দিল — এই দুটি সেনাবাহিনী আসল আক্রমণটা চালাচ্ছিল, তাদের এলাকায় আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করার যে সব উপায় সক্রিয় ছিল সেগুলি নিয়ে কী করা হবে। সেগুলি আমরা ছেড়ে দিতে পারি না, তা হলে নতুন কাজ চালানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে। আবার. এই সেনাবাহিনী দুটিকে দুর্বল করাও পরিতাপের বিষয়। এখন পুনর্বিন্যাসের পিছনে সময় নষ্ট না-করে নীপারের পশ্চিম তীরে পুখভ আর চের্নিয়াখভস্কির সৈন্যদের অনুকূল অবস্থা কাজে লাগিয়ে, ট্যাঙ্ক আর কামান দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করে শত্রু বেশি সংখ্যায় সৈন্যবল নিয়ে আসার আগেই উত্তর দিক থেকে কিয়েভের দিকে এগিয়ে চলাটাই সবচেয়ে ভালো হত...

জেনারেল আ. ই. আন্তনভ মস্কো থেকে টেলিফোন করে বললেন, সাধারণ সদরদপ্তর জানতে চাইছে নীপার নদী যারা সফল লড়াই চালিয়ে অতিক্রম করেছে সেই সৈন্যদের সম্মানে কামান দেগে এখনই অভিবাদন জানানো হবে, না আরও পরে।

আমি বললাম যে আমার মতে অভিবাদন আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে পারে, কারণ হিটলারি কম্যান্ডকে আগে থেকে সতর্ক করে দেওয়ার কোনো দরকার নেই। আমি বললাম, কিয়েভের উপরে আঘাত হানাটা আরও বেশি বিবেচনাযোগ্য। আন্তনভ পরামর্শ দিলেন, আমি যেন আমার চিন্তা সরাসরি সর্বোচ্চ অধিনায়কের কাছে পেশ করি। তখনই আমি তা করলাম, কিন্তু স্তালিন উত্তর দিলেন যে কিয়েভ ক্ষেত্রে তৎপরতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে, তা অদলবদল করার আর সময়

নেই, অনেক দেরী হয়ে গেছে। তিনি বললেন, রণাঙ্গনের শক্তিবৃদ্ধির উপায়গুলি আমার হাতেই থাকবে, পুখভ আর চের্নিয়াখভস্কির হাতে শুধু তাদের সহায়সম্বল ছেড়ে দিতে হবে, কারণ তাঁদের সেনাবাহিনীগুলি এখন ভরোনেজ রণাঙ্গনের দায়িত্বে। কামান দেশে অভিবাদন জানানোর ব্যাপারে, স্তালিন মনে করেন আমি ঠিকই বলেছি, কিছুকালের জন্য তা স্থগিত রাখা যেতে পারে।

দু জন চমৎকার অধিনায়ক — চের্নিয়াখভস্কি আর পুখভ, এবং তাঁদের সৈন্যরা আমাদের সঙ্গছাড়া হলেন। ভেঙে-দেওয়া ব্রিয়ান্স্ক রণাঙ্গন থেকে আমরা পেলাম তিনটি সেনাবাহিনী ও তৎসহ তাদের এলাকাগুলি: জেনারেল ই. ভ. বোলদিনের ৫০তম, জেনারেল আ. ভ. গরবাতভের (১০৫) ৩য় ও জেনারেল ভ. ইয়া. কলপাকচির (১০৬) ৬৩তম সেনাবাহিনী।

শত্রুর পিছনে তাড়া-করে-চলা এই সেনাবাহিনীগুলি সজ নদীতে পেশছে গিয়ে লড়াইয়ের মধ্যে নদী পার হয়েছিল, পশ্চিম তীরে দখল করে নিয়েছিল কয়েকটি সেতুমুখ। তারা আমাদের রণাঙ্গনের ডান পার্শ্বদেশের প্রায় পাশাপাশি চলে এসেছিল, ঘুর-পথে সৈন্যদের স্থানান্তরিত করার কোনো দরকার ছিল না। আসল কাজটা ছিল শত্রুকে কোনো বিরাম না দেওয়া।

আমাদের রণাঙ্গনের সৈন্যরা ইতিমধ্যেই বেলোরুশ জমিতে লড়াই করছিল। সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করার কোনো দরকার ছিল না, তারা নিজেরাই নাৎসি হানাদারদের আমাদের দেশ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিতাড়িত করার জন্য বীরত্বের সঙ্গে লড়ছিল।

কিন্তু এগিয়ে যাওয়া ক্রমেই আরও দুষ্কর হয়ে উঠছিল। প্রচণ্ড লড়াইয়ে আমাদের ইউনিটগুলির অনেক শক্তিক্ষয় হয়েছিল, স্থানপূরণ করা হয়েছিল প্রধানত হাসপাতাল থেকে নিজ নিজ ইউনিটে ফিরে আসা আরোগ্যপ্রায় আহত লোকদের দিয়ে। জনবলের একটা বড় উৎস ছিল মুক্তাঞ্চলগুলি থেকে লোক সংগ্রহ। অস্ত্রশস্ত্র আর সামরিক সাজসরঞ্জাম আমরা ক্রমেই আরও বেশি পাচ্ছিলাম, কিন্তু জনবলের তখনও বেশ অভাব ছিল।

বেলোরুশিয়া মুক্ত করার অভিযানে নামার আগে আমরা আমাদের সৈন্যবলকে পুনর্বিন্যস্ত করলাম রণাঙ্গনের কেন্দ্রের মাঝামাঝি। আমাদের কম্যান্ড পোস্ট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল নোভো-বেলিৎসাতে, গোমেল ক্ষেত্রে, বেলোরুশীয় সরকার আর কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি অবস্থিত ছিল সেখানেই।

নতুন যে সেনাবাহিনীগুলি রণাঙ্গনে যোগ দিয়েছিল তাদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করলাম, আর আমি ক. ফ. তেলেগিনের সঙ্গে গেলাম অকুস্থলে সৈন্যদের অবস্থা দেখতে। রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদ সদস্য প. ক. পনোমারেঙ্কো, এবং ম. স. মালিনিন বেলোরুশীয় পার্টিজানদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। এখানে তারা ছিল প্রবল শক্তি, তৎপরতা চলাকালে তাদের সঙ্গে সম্মিলিত ব্যবস্থার পরিকল্পনা আমরা তৈরি করতে চেয়েছিলাম। এই কাজে আমরা অমূল্য সাহায্য পেলাম কেন্দ্রীয় পার্টিজান সদরদপ্তরের প্রধান ও বেলোরুশীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক কমরেড পনোমারেঙ্কোর কাছ থেকে।

আমরা যখন ৫০তম সেনাবাহিনীর এলাকায় গিয়ে পৌঁছলাম, তখন তারা সজ নদীতে পৌঁছে গিয়ে পশ্চিম তীরে, যেখানে তারা ক্রিচেভ, চিরিকভ এবং আরও অনেক গ্রাম ও জনবসতি দখল করে নিয়েছিল, সেখানে তাদের অধিকৃত সেতুমুখগুলি প্রসারিত করার জন্য লড়াই করছিল। ডান পার্শ্বদেশে সৈন্যরা প্রনিয়া নদী পেরিয়ে গিয়েছিল এবং মগিলেভের দিক দিয়ে পাল্টা আক্রমণকারী জার্মান ইউনিটগুলির সঙ্গে লড়াই করছিল। শক্তি অনেক কমে গেলেও, সেনাবাহিনী তখনও ছিল একটা প্রবল শক্তি। কিন্তু কামানের গোলার অভাবে অগ্রগতির হার অনেক কমে গিয়েছিল।

জেনারেল গরবাতভের ৩য় সেনাবাহিনীও সজ নদীর পশ্চিম তীরে তাদের সেতুমুখগুলি প্রসারিত করছিল: প্রচন্ড প্রতিরোধের বিরুদ্ধে তারা একটা দুর্গম এলাকার উপর দিয়ে অনেক দূর পার হয়ে এসেছিল। সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, ইউনিটগুলির লোকবলও ছিল খুবই কম, কিন্তু তাদের সংগ্রামী মনোভাব ছিল উঁচুতে। অফিসার আর সৈনিকরা সবাই তাদের সাফল্যে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক আর তাঁর স্টাফ এই পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য সব কিছু করেছিলেন, তাঁরা পুরোপুরি উপলব্ধি করছিলেন যে এই অবস্থায় ঢিলে দেওয়ার কথা চিন্তাই করা যায় না।

আলেক্সান্দর গরবাতভের ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি ছিলেন সাহসী, চিন্তাশীল জেনারেল, সুভোরভের ঘোর গুণগ্রাহী, তিনি বিশ্বাস করতেন সর্বোপরি আকস্মিকতা, দ্রুতি আর শত্রুর পার্শ্বদেশে বা পশ্চাদ্ভাগে সুদূর-প্রসারী আক্রমণে। গরবাতভ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন, এবং সুভোরভের মতোই স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করতেন, নিজের খাবার খেতেন নিচুতলার সাধারণ সৈনিকদের পাকশালা থেকে।

তাঁর সুভোরভীয় নীতি লড়াইয়ে তাঁকে খুবই সাহায্য করেছিল, কিন্তু

কখনও কখনও সে নীতি তিনি গ্রহণ করতেন অত্যন্ত আক্ষরিকভাবে, পরিবর্তিত অবস্থাকে অবহেলা করে। রণব্যূহ যেখানে প্রায় ধারাবাহিক, আমাদের সেই বিশাল বিশাল সেনাবাহিনীর যুগে শত্রুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। একটা সেনাবাহিনীর সৈন্যবল শত্রুর অবস্থানে ফাটল ধরানোর পক্ষে যথেষ্ট না-ও হতে পারে, তার জন্য দরকার হতে পারে অনেকগুলি সৈন্যদলকে জড়িত করে বিরাট পরিসরে তৎপরতা। বর্তমান পরিস্থিতি এই রকম একটা সর্বাত্মক তৎপরতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিল, তাতে গরবাতভের সেনাবাহিনীর উপরে পড়েছিল একটা গৌণ ক্ষেত্রে তৎপরতা চালিয়ে শত্রুর সৈন্যবলকে পেড়ে ধরার মামুলি ভূমিকা — এমন একটা সময়ে, যখন রণাঙ্গনের প্রধান সৈন্যদলটা অগ্রগতির আসল জায়গায় আঘাত হানছে।

পোড়-খাওয়া অধিনায়ক বলে গরবাতভ অগ্রসর হওয়ার আদেশ পেয়ে সে কাজ সম্পন্ন করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু পরিস্থিতি ছিল এমনই যে তাঁর সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রত্যাশিত ফল লাভ করতে পারেন নি। পরিণাম হল এই যে তিনি সোজাসুজি ঘোষণা করলেন যে রণাঙ্গনের অধিনায়ক হিসেবে আমি তাঁর সেনাবাহিনীকে ঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছি না। তাঁর অভিযোগ আমি পড়ে দেখলাম তার পর সেটা পাঠিয়ে দিলাম সাধারণ সদরদপ্তরের কাছে।

গরবাতভের এই কাজটায় তাঁর সম্পর্কে আমার অভিমত আরও উঁচুই হয়ে উঠল। আমি দেখতে পেলাম একজন সারগর্ভ, চিন্তাশীল জেনারেলকে, যাঁর একমাত্র চিন্তা নিজের কাজ সম্পন্ন করা। সাধারণ সদরদপ্তর থেকে কোনো জবাব না আসায়, প্রচলিত রীতি ভেঙে আমি জেনারেলের সামনে আমার সমস্ত চিন্তা তুলে ধরার এবং এই পরিস্থিতিতে তাঁর সেনাবাহিনীকে যে ভূমিকা পালন করতে হবে তার সমস্ত দিক ব্যাখ্যা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। গরবাতভ আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আশ্বাস দিলেন যে তাঁর যথাসাধ্য এই দায়িত্ব পালন করা হবে।

তাঁর চিঠির নিশ্চয়ই কিছু ফল হয়েছিল, কারণ অল্প কিছু পরেই, সাধারণ সদরদপ্তর তাদের পরিকল্পনা আর অভিপ্রায় সম্পর্কে এবং সেগুলি রূপায়ণে আমাদের সৈন্যদের উপরে ন্যস্ত ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের আরও সম্পূর্ণভাবে অবহিত করতে শুরু করল।

আর গরবাতভ এমন কি একটা গৌণ ক্ষেত্রেও তাঁর যোগ্যতা দেখাতে সমর্থ হয়েছিলেন। দক্ষতার সঙ্গে সময় বিচার করে তাঁর ৩য় সেনাবাহিনী

শত্রুর উপরে আকস্মিক আঘাত হেনে তাদের পর্যুদস্ত করেছিল এবং তাদের পিছনে পিছনে তাড়া করে নীপার নদী পার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে পরে বলব।

আমাদের দুর্বল জায়গাটা ছিল গোলাবারুদের অভাব। পরিবহণ ব্যবস্থা চাপের চোটে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, শত্রুর হাতে বিধ্বস্ত রেলপথ তখনও পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করা যায় নি। সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগ সৈন্যদের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না। গোলাবারুদ সরবরাহ ছিল খুবই সামান্য, আর রণাঙ্গনের পরিবহণ ব্যবস্থা মারফৎ যেটুকু আমরা নিয়ে আসতে পারছিলাম, তা সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল আসল আঘাত হানার কাজে রত বাঁ দিকের ইউনিটগুলির কাছে।

আমার দুঃখ থেকে গেল, গরবাতভকে তাঁর কাজের দায়িত্ব দেওয়ার সময়ে আমি তাঁকে তাঁর সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ কামান আর মর্টারের গোলার প্রতিশ্রুতি দিতে পারলাম না, তাঁর সেনাবাহিনীকে পুরনো 'অর্ধাহারের রেশন' দিয়েই কাজ চালাতে হবে। অথচ পরিস্থিতি যা ছিল, তার জন্য দরকার ছিল শত্রু সৈন্যদের পেড়ে ফেলার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং প্রধান ক্ষেত্রে অগ্রগতির সমর্থন যোগানো।

সজ নদীর পারে থেমে-থাকা জেনারেল কলপাকচির ৬৩তম সেনাবাহিনী এখন জোর করে নদী পার হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেও তাদের মনোবল ছিল খুব উঁচুতে। তারা জানত যে সামনে কঠিন লড়াই পড়ে রয়েছে, তাই তারা উৎসাহভরে নতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। সব মিলিয়ে সেই সেনাবাহিনী আমার মনে ভালো ধারণা সৃষ্টি করল।

রণাঙ্গনের অগ্রগতির প্রধান স্থানে জেনারেল প. ল. রমানেঙ্কোর ৪৮তম সেনাবাহিনী গোমেলের একেবারে প্রাচীর-প্রান্তে তুমুল লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল, শত্রু গোমেলকে পরিণত করেছিল সুরক্ষিত একটা শক্ত দুর্গে। গোমেলের দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে-আসা ৬৫তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ চালিয়ে রমানেঙ্কোর সৈন্যরা সজ নদী পেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, এখন তারা শত্রুর প্রবল প্রতিরোধের বিরুদ্ধে অধিকৃত সেতুমুখটিকে প্রসারিত করছিল।

সজ আর নীপার নদীর মাঝামাঝি এলাকায় আটকে থাকা জেনারেল

প. ই. বাতভের ৬৫তম সেনাবাহিনী দুর্গম জলাজঙ্গল ভরা জমির উপরে অদম্যভাবে লড়াই করছিল। সজ আর নীপারের মাঝামাঝি জায়গায় আমাদের সৈন্যদের অগ্রগতির ফলে যে বিপদ দেখা দিয়েছিল শত্রু তা পুরোপুরি উপলব্ধি করে এই ক্ষেত্রটিকে শক্তিশালী করার জন্য নতুন নতুন ইউনিট নিয়ে আসছিল।

গোমেলে অগ্রগতির ব্যাপারে দেরি হওয়ায় দ্রুত একটা বিকল্প ব্যবস্থা বার করতে হল আমাদের। আমরা ঠিক করলাম চাপটা দক্ষিণ দিকে সরিয়ে নিয়ে যাব, শত্রুকে বিব্রত করা আর যত বেশি সম্ভব সৈন্যবলকে আটকে রাখার জন্য সজ আর নীপারের মাঝামাঝি ক্ষেত্রে শুধু ৪৮তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিকে রেখে দেব আর ৬১তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে ৬৫তম সেনাবাহিনী নীপারের আরও নিচের দিকে লোয়েভ, রাদুল ক্ষেত্রে আঘাত হানবে।

এই সিদ্ধান্তকে সোৎসাহে স্বাগত জানালেন বাতভ, তার পর সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন। সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিকে সজ নদীর পশ্চিম তীর থেকে পূর্ব তীরে ফিরিয়ে এনে নতুন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে গোপনে, সেখান থেকে তারা এগিয়ে গিয়ে জোর করে নীপার পার হবে। তৈরি হওয়ার জন্য বাতভকে সময় দেওয়া হল মাত্র ছ দিন — প্রতিটি ঘণ্টাই মূল্যবান ছিল বলে এর বেশি সময় আমরা দিতে পারি নি। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এই সময়টার সদ্ব্যবহার করতে সমর্থ হল সৈন্যরা। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক প. ই. বাতভ, তাঁর স্টাফ প্রধান ই. স. গ্লেবভ এবং সামরিক পরিষদ সদস্য ন. আ. রাদেৎস্কি একটা দুঃসাহসিক চাল ফাঁদলেন। সৈন্য পুনর্বিন্যাসের কাজটা নাৎসিদের কাছ থেকে গোপন করার জন্য বাতভ একটা কোরকে পুরনো ব্যূহগুলিতে রেখে দিলেন, তাদের কাজ হল নাৎসিদের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনবরত তাদের বিব্রত করা। জেনারেল দ. ই. সামারস্কির ১৯শ পদাতিক কোর এই কাজটা করল চমৎকারভাবে।

এখন গোটা রণাঙ্গনের সাফল্য নির্ভর করছিল ৬৫তম সেনাবাহিনীর তৎপরতার উপরে। তাই আমাদের শক্তিবৃদ্ধির সমস্ত সহায়সম্বলই তাকে দিলাম। আসল আক্রমণের দিক থেকে শত্রুর দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশে ৫০তম ও ৩য় সেনাবাহিনীকে ১২ অক্টোবর তারিখে আদেশ দেওয়া হল তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে আক্রমণ শুরু করতে। তাদের এই কাজের দায়িত্ব আমি দিলাম ভারাক্রান্ত মনে, বোলদিন আর গরবাতভের হাতে

সহায়সামর্থ্যের যে অভাব ছিল তা ভালোভাবেই জানতাম, কিন্তু এই কাজটা ছিল সবার স্বার্থে, তাই রীতিমত জেনেশুনেই কিছুটা বলিদান করা দরকার ছিল।

আগে যেমন ভেবেছিলাম, ৫০তম ও ৩য় সেনাবাহিনীর আক্রমণাভিযানে প্রাথমিক কিছু সাফল্য দেখা দিল। কিন্তু তৃতীয় দিনে শত্রু বাড়তি সৈন্যবলকে লড়াইয়ে নামিয়ে পাল্টা আক্রমণ করল, আমাদের ইউনিটগুলিকে ঠেলে দিল তাদের প্রারম্ভিক অবস্থানে। সৌভাগ্যবশত, তাদের এই সাফল্যকে কাজে লাগাবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা গেল। ৬৩তম সেনাবাহিনীও উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারল না, গোমেলের উত্তরে সজ নদীর পশ্চিম তীরে তার সেতুমুখও প্রসারিত করতে পারল না; বস্তুতপক্ষে, শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে সৈন্যরা কোনমতে সেটাকে আগলে রাখছিল মাত্র।

অন্য দিকে, ৬৫তম সেনাবাহিনী ১৫ অক্টোবর লোয়েভের দিকে যে আক্রমণ চালিয়েছিল তাতে তৎক্ষণাৎ সাফল্য পাওয়া গেল। নীপারের উঁচু পশ্চিম তীরের উপরে সুবিধাজনক অবস্থান থেকে শত্রুর প্রতিরোধ সত্ত্বেও, আমাদের সৈন্যরা নদী পেরিয়ে গিয়ে জোরালো ঘাঁটি, লোয়েভ দখল করে নিয়ে অদম্যভাবে এগিয়ে চলল। দক্ষিণ দিকে, নীপারের পশ্চিম তীরে ৬১তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিও লড়াইয়ে নামল।

রণাঙ্গনের ডান অংশে আমাদের সৈন্যরা শত্রুকে হয়রান করার কাজ চালিয়ে যাওয়ায় প্রচুর শত্রু সৈন্য আটকে পড়েছিল, শত্রুর পক্ষে তাই ফাটল ঠেকাবার জন্য লোয়েভ ক্ষেত্রে সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে আসার সম্ভাবনা কাজে লাগানো সম্ভব হয় নি। গোটা গোমেল গ্রুপের পিছন দিকে আমাদের সৈন্যদের এসে পড়ার সমূহ বিপদ দেখা দেওয়ায় শত্রুকে তাদের ইউনিটগুলিকে সজ — নীপার এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া শুরু করতে হল। এর সুযোগ গ্রহণ করে ৪৮তম সেনাবাহিনী শত্রুর নিরাপত্তা ইউনিটগুলিকে উৎখাত করে তাদের এলাকার অনেকটা ভিতরদিকে এগিয়ে গেল। ইতিমধ্যে সামারস্কির ১৯শ পদাতিক কোর লোয়েভের উত্তর দিকে নীপার পেরিয়ে ৬৫তম সেনাবাহিনীর ডান পাশকে মজবুত করে সবেগে এগিয়ে চলল রেচিৎসার দিকে। ৬১তম সেনাবাহিনীও পূর্ব তীর থেকে তার প্রধান সৈন্যবলকে পাঠিয়ে নীপারের পশ্চিম তীরে তার অবস্থানগুলিকে উন্নত করল।

বড় বড় নদীতে ভর্তি অসুবিধাজনক ভূভাগ, আর বহুকথিত 'পূর্বী

প্রাচীর' সহ শত্রুর সুরক্ষিত প্রতিরক্ষাব্যূহ — এ সব কথা বিবেচনা করলে, নীপারের পশ্চিম তীরে একটা সেতুমুখ দখল করা — যার সম্মুখভাগ ৪০ কিলোমিটার চওড়া এবং যার গভীরতা ২০ কিলোমিটার — আমাদের রণাঙ্গনের বাঁ অংশের সৈন্যদের পক্ষে একটা বড় কৃতিত্ব। এখন এই আক্রমণের সেতুমুখটি ছিল শত্রুর গোটা গোমেল গ্রুপের সামনে, শত্রু তাই বাধ্য হয়েছিল রণাঙ্গনের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে এখানে সৈন্য নিয়ে আসতে, এবং তার ফলে সেই সব ক্ষেত্রে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল করে ফেলতে। নাৎসিরা নীপারের প্রায় ২০ থেকে ২৫ কিলোমিটার পশ্চিমে তাদের মজবুত রক্ষণ ব্যবস্থার দ্বিতীয় লাইনটা দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের সৈন্যরা এক ধাক্কায় এই লাইনটা দখল করে নিতে পারে নি, তাই এই ক্ষেত্রে অবস্থা পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্য নিয়ে শত্রু আরও বেশি সৈন্যবল নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালাতে শুরু করল। সন্ধানী-পর্যবেক্ষণে পাওয়া তথ্য থেকেও জানা গেল যে এখানকার ব্যূহটা প্রবলভাবেই সুরক্ষিত।

আক্রমণাভিযান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। ৬৫তম ও ৬১তম সেনাবাহিনীকে আদেশ দেওয়া হল তাদের সমস্ত ডিভিশনকে প্রথম ধাপে রেখে, যে ব্যূহটা লাভ করা গেছে তাকে সুসংহত করতে। ইতিমধ্যে, রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে চট্‌পট লোয়েভ এলাকায় পাঠানো হয়েছিল ম. ফ. পানভের ১ম দন গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর, ব. স. বাখারভের ৯ম ট্যাঙ্ক কোর, ভ. ভ. ক্রিউকভ আর ম. প. কনস্তান্তিনভের দুটি অশ্বারোহী কোর এবং ন. ভ. ইগ্‌নাতভের জঙ্গী গোলন্দাজ কোরকে। ৪৮তম সেনাবাহিনী তার প্রধান সৈন্যবলকে নীপারের পশ্চিম তীরে নিয়ে আসার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল, তৈরি হচ্ছিল রেচিৎসার উপরে আক্রমণের জন্য। সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া ই. ই. ফেদিউনিনস্কির ১১শ সেনাবাহিনী জ্‌লোবিনের দিকে গোমেলের উত্তরে ৬৩তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

কথা ছিল আসল আক্রমণটা, আগেকার মতোই, চালাবে রণাঙ্গনের বাঁ অংশের সৈন্যরা, আমাদের প্রধান সৈন্যবল আর সহায়সামর্থ্য আমরা সেখানেই কেন্দ্রীভূত করেছিলাম। লক্ষ্যটা ছিল লোয়েভ সেতুমুখ থেকে আক্রমণ করে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করা, তার পর রেচিৎসা, ভাসিলেভিচি আর কালিনকোভিচি দখল করে শত্রুর গোমেল গ্রুপের পশ্চাদ্ভাগে চলে আসা। নির্ধারিত তারিখটি মোটামুটিভাবে স্থির করা হয়েছিল ১০ নভেম্বর, এই

সময়ের মধ্যে তৎপরতার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে হবে। তখনও আসল অসুবিধাটা ছিল সরবরাহের, বিশেষত গোলাবারুদের।

তৎপরতার পরিকল্পনাটি ছিল একটা বড় দলের কাজ। প্রারম্ভিক খসড়াটা তৈরি করেছিল রণাঙ্গনের সদরদপ্তর। পরিকল্পনা প্রণয়নে যাঁদের অবদান ছিল সবচেয়ে সক্রিয়, তাঁরা হলেন সামরিক পরিষদের দুই সদস্য পনোমারেঙ্কো আর তেলেগিন, স্টাফ প্রধান মালিনিন এবং নানা ধরনের সৈন্য ও কৃত্যকবিভাগীয় প্রধান কাজাকভ, ওরিওল, প্রোশলিয়াকভ, মাক্সিমেঙ্কো ও আন্তিপেঙ্কো। পরে প. ই. বাতভের কম্যান্ড পোস্টে সমবেত সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের সঙ্গে বসে কর্তব্যকর্ম বিশদভাবে স্থির করা হয়েছিল। একটা তৎপরতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার এই ব্যবস্থাই আমি সবসময়ে মেনে চলতাম — অবশ্য, সময় থাকলে।

ইতিমধ্যে আমাদের রণাঙ্গনে লড়াই চলছিল — সেতুমুখগুলোকে আগলে রাখা ও আরও বিস্তৃত করার জন্য, আগামী আক্রমণাভিযানের জন্য প্রস্থানস্থলটাকে উন্নত করার জন্য।

নিকটবর্তী পশ্চিম রণাঙ্গনের সৈন্যরা তাদের সফল অগ্রগতি চালিয়ে গিয়ে লেনিনো, ব্রিবিন লাইনে এসে পৌঁছে গিয়েছিল, সেখানে তারা সংগঠিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে থেমে যেতে বাধ্য হল।

আমাদের বাঁ দিকের প্রতিবেশী — প্রথম ইউক্রেনীয় (আগে ছিল ভরোনেজ) রণাঙ্গনের সেনাবাহিনীগুলি কিয়েভে ঢোকার মুখে প্রচণ্ড লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল, শত্রু সেখানে তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহে ভাঙন ধরাবার সমস্ত চেষ্টাই প্রতিহত করছিল প্রাণপণে।

আমাদের বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের বিপরীত দিকে ছিল জার্মান সেনাবাহিনীর গ্রুপের 'কেন্দ্র' (৪র্থ, ৯ম ও ২য় সেনাবাহিনীর), তার কাজ ছিল আমরা যাতে 'পূর্বী প্রাচীর' হানা দিয়ে অতিক্রম করতে না পারি সেই ব্যবস্থা করা। এই 'প্রাচীরের' শক্তি আমরা ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করে দেখেছিলাম, জানতাম যে সামনাসামনি আক্রমণ সামলানো কঠিন হবে। দরকার ছিল এমন একটা সাহসিক কৌশল, যাতে শত্রুর মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে তাকে বিপথচালিত করা যায়। উদ্যোগটা ছিল আমাদেরই হাতে, তাই রণাঙ্গনের এক ক্ষেত্রে আঘাত হানার প্রস্তুতি চালাতে চালাতে আরেক ক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশের ভান করার ঝুঁকি আমরা তখন নিতে পারতাম। আর সেটাই আমরা করলাম। ই. ই. ফেদিউনিনস্কির ১১শ সেনাবাহিনী ভ. ইয়া. কলপাকচির সৈন্যদের সঙ্গে একত্রে শত্রুর উপরে

ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল গোমেলের উত্তরে, সেই দিকেই তাদের নজর আটকে রেখে দিল, আর আমরা লোয়েভ ক্ষেত্রে আসল আক্রমণের প্রস্তুতি চালিয়ে গেলাম।

আক্রমণের প্রাক্কালে নানা ধরনের সৈন্য ও কৃত্যকবিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে এবং ১৬শ বিমান বাহিনীর অধিনায়ক, জেনারেল স. ই. রুদেঙ্কোকে সঙ্গে নিয়ে আমি এসে পেঁছিলাম লোয়েভে ৬৫তম সেনাবাহিনীর কম্যান্ড পোস্টে। তৎপরতার পরিকল্পনাটি আমরা আরও একবার পর্যালোচনা করলাম। আসল আক্রমণটা ৬৫তম সেনাবাহিনীর এলাকায় ছিল বলে আমি স্থির করলাম যে তৎপরতার প্রারম্ভিক পর্যায়ে ট্যাঙ্ক কোরগুলিকে এবং অশ্বারোহীদের রাখা হবে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক প. ই. বাতভের অধীনে, তাতে তিনি উদ্যোগ গ্রহণের আরও বেশি অবকাশ পাবেন। আমি সেখানে থাকব আমার সহকারীদের নিয়ে, দরকার হলে আমাকে যাতে হাতের কাছে পাওয়া যায় এবং কোনো অদলবদল দরকার হলে তা যাতে করতে পারি।

আক্রমণ চালানো হল ১০ নভেম্বর তারিখে, আর প্রথম দিনই আমরা শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করে ফেললাম। দ্বিতীয় দিন ট্যাঙ্ক আর অশ্বারোহী কোর ঢুকে পড়ল সেই ফাটলের মধ্যে। নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রেখে তারা সবেগে এগিয়ে চলল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শত্রুর যে সমস্ত ইউনিট প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল তাদের পর্যুদস্ত করল। নীপারের পশ্চিম তীর ধরে এগিয়ে-আসা ৪৮তম সেনাবাহিনীর সৈন্যরাও আক্রমণাভিযান চালিয়ে গেল সাফল্যের সঙ্গে। বাতভ একটা অসমসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে দুটি পদাতিক ডিভিশন আর পানভের কোরের দুটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেডকে আদেশ দিলেন রেচিৎসা রক্ষার যুদ্ধে ব্যাপৃত নাৎসিদের পিছন দিকে ঘুরে গিয়ে আক্রমণ চালাতে। এই আকস্মিক আঘাতের ফলে শহরটা দখল করা গেল, আমাদের হতাহতের সংখ্যা হল খুবই কম।

এই সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে ৪৮তম সেনাবাহিনীর একটা অংশ নীপার নদীর সঙ্গমস্থলে বেরেজিনা নদী পার হয়ে জ্লোবিনের দক্ষিণে একটা সেতুমুখ গড়ে তুলল।

ট্যাঙ্ক আর অশ্বারোহী কোরের চলনক্ষমতাকে সুযোগ্যভাবে কাজে লাগিয়ে জেনারেল বাতভ শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করলেন পশ্চিম দিকে, পোলেসিয়ের জঙ্গল আর জলাভূমির ভিতর দিয়ে। জেনারেল প. আ. বেলভের ৬১তম সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে মজিরের কাছে চলে এসেছিল, তার সৈন্যরাও শত্রুর পিছনে তাড়া করে এল। নাৎসি প্রচার ঢাকঢোল পিটিয়ে

যাকে আকাশে তুলেছিল সেই অজেয় 'পূর্বী প্রাচীর' বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের বাঁ অংশের সৈন্যরা ভেদ করল ১২০ কিলোমিটার সম্মুখভাগ জুড়ে।

আমাদের সৈন্যরা তখন এগিয়ে চলছিল যেনতেন প্রকারেণ আমাদের আক্রমণাভিযান ঠেকাতে সচেষ্ট শত্রুর প্রবল প্রতিরোধ মোকাবিলা করে। অফিসার আর সাধারণ সৈনিকদের দেখাতে হয়েছিল অসীম সাহস, উদ্যম আর উদ্যোগ, এই গুণগুলির পরিচয় দেওয়ার যথেষ্ট সুযোগও তারা পেয়েছিল। ট্যাঙ্ক-সৈনিকরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল।

অনেক উদাহরণের ভিতর থেকে এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ব. স. বাখারভের কোরের ট্যাঙ্কগুলি ৬৫তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে নীপার নদীর পশ্চিম তীরে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহগুলিকে আক্রমণ করেছিল। লেফটেন্যান্ট আলেক্সান্দর পালানস্কির অধীনে একটি ট্যাঙ্ক প্লাটুন শত্রুব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়েছিল। তাদের পিছনে আমাদের কোনো সৈন্য ছিল না, তবুও তারা অদম্যভাবে এগিয়ে গিয়েছিল, মেশিন-গানের গুলিতে নাৎসিদের খতম করে, ট্যাঙ্ক দিয়ে তাদের মথিত করে প্রবল বেগে ঢুকে পড়েছিল পাঁচশো জনেরও বেশি সৈন্যের একটা গ্যারিসনের রক্ষণাধীন গোরদক উপনগরীতে।

সোভিয়েত ট্যাঙ্কের অতর্কিত আবির্ভাবে হতবুদ্ধি হয়ে শত্রু প্রতিরোধ বন্ধ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করেছিল, ফেলে রেখে গিয়েছিল চারটা ভারী কামান আর অন্যান্য অস্ত্র। লেফটেন্যান্ট পালানস্কি তাঁর কাজ চালিয়ে গিয়ে তার পরে আক্রমণ করেছিলেন স্তারোদুবকি গ্রাম, সেখানে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন ২০০-র বেশি নাৎসিকে। ট্যাঙ্ক-সৈনিকরা ত্রিশ পেটি গোলা সহ বেশ কিছু মর্টার দখল করেছিল, সেগুলিকে ব্যবহার করেছিল শত্রুর বিরুদ্ধে, শত্রুর চারটি পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করেছিল এবং ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের প্রধান সৈন্যবল এসে পেঁছনো অবধি বসতিটিকে দখলে রেখেছিল।

শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই বীরত্ব, এবং তার জন্য লেফটেন্যান্ট পালানস্কি ভূষিত হয়েছিলেন 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' খেতাবে।

গোমেল এলাকা যারা রক্ষা করছিল সেই শত্রু সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে অনেক গভীরে রণাঙ্গনের প্রধান আক্রমণকারী সৈন্যবলের প্রবেশ, ডান দিক থেকে যারা বিখভের দিকে আকস্মিক আঘাত হেনেছিল সেই গরবাতভের ৩য় সেনাবাহিনীর সফল তৎপরতা, আর কেন্দ্রভাগে ৬৩তম ও ১১শ সেনাবাহিনীর ক্রমবর্ধমান চাপ শত্রুর গোমেল গ্রুপটাকে বাধ্য করল সেখান

থেকে দ্রুত গতিতে সরে যেতে। ২৬ নভেম্বর তারিখে বেলোরুশিয়ার একটা বড় প্রাদেশিক কেন্দ্র গোমেল সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হল নাৎসিদের কবল থেকে।

নভেম্বরের শেষে, আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের কুড়ি দিন পরে, রণাঙ্গনের সৈন্যরা শত্রুকে ১৩০ কিলোমিটার পিছনে ঠেলে দিয়ে এবং বেলোরুশিয়ার বেশ বড় একটা অংশ মুক্ত করে শত্রুকে পর্যুদস্ত করেছিল।

সেই সময়ে কিয়েভ ক্ষেত্রে বড় একটা আক্রমণাভিযানে লিপ্ত আমাদের প্রতিবেশী প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনকে গোমেল — রেচিৎসা তৎপরতা সাহায্য করেছিল শত্রুকে আটকে রেখে এবং বেলোরুশিয়া থেকে একটিও ডিভিশনকে কিয়েভ এলাকায় নিয়ে আসতে না দিয়ে।

গোটা অভিযানটা জুড়ে আমরা যোগাযোগ রেখেছিলাম বেলোরুশীয় পার্টিজানদের সঙ্গে, তারা আমাদের দেওয়া সমস্ত কাজের দায়িত্ব পালন করেছিল অভ্রান্তভাবে। শত্রু ব্যূহের পিছনে তারা সেতু উড়িয়ে দিয়েছিল, রেলপথের ক্ষতি করেছিল, জ্বালানির ডিপো আর গোলাবারুদের ভাণ্ডার ধ্বংস করেছিল, আমাদের বিমানের জন্য লক্ষ্যবস্তু দেখিয়ে দিয়েছিল, দিয়েছিল শত্রু সম্পর্কে মূল্যবান খবরাখবর।

শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করার মুখ্য কাজটি সম্পন্ন করে বেলোরুশীয় রণাঙ্গন লড়াইয়ে লিপ্ত হল গোটা বেলোরুশিয়াকে আর শত্রুর দখলদারির বিরুদ্ধে বীরোচিত সংগ্রামে রত সেখানকার জনগণকে মুক্ত করার আসন্ন নিয়ামক যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে ভালো প্রস্থানস্থল তৈরি করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এমন সময় আসছিল, যখন আমাদের আক্রমণাত্মক তৎপরতা থামানোর কথা চিন্তা করা দরকার ছিল। সৈন্যরা ছিল পরিশ্রান্ত, সামনে পড়ে ছিল দুরূহ সব অভিযান, তাদের প্রয়োজন ছিল বিশদ প্রস্তুতির: যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, সরবরাহের পথ সংক্ষিপ্ত করা, চওড়া চওড়া নদীর উপরে বিধ্বস্ত সমস্ত পারাপারের ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা। পশ্চাদপসরণকারী শত্রু আমাদের অগ্রগতি রোধ করার জন্য তাদের সাধ্যায়ত্ত সব কিছুই করেছিল, উড়িয়ে দিয়েছিল সমস্ত রেলপথ, বাঁধ, সেতু। তাদের ব্যবহৃত একটা কায়দা ছিল একটা রেল ইঞ্জিনের পিছনে লাগানো বিশেষ এক ধরনের বঁড়শির মতো বাঁকানো জিনিস, যা প্রতিটি স্লিপারকে আঁকড়ে ধরে উপড়ে ফেলে দিত। চারিদিকে ছিল অন্তহীন জলাভূমি, আমাদের সাজসরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার জন্য গাছের গুঁড়ি পেতে পথ তৈরি করতে হল, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গাছ কেটে পথ বানাতে হল, অসংখ্য নদী আর জলময় জলাভূমিতে সেতু পাততে হল।

৩য়, ৬৩তম ও ১১শ সেনাবাহিনী নীপারে পেঁাছে গিয়েছিল বলে আমাদের ডান অংশে সম্মুখভাগটা অনেকখানি সংকুচিত হয়েছিল, তার ফলে সাধারণ সদরদপ্তর ১১শ সেনাবাহিনীকে তার সংরক্ষিত সৈন্যবলের মধ্যে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিল।

স্তালিন আমাকে টেলিফোন করে জানতে চাইলেন, এমন কোনো ভালো জেনারেলকে আমি চিনি কি না, যিনি লেনিনগ্রাদে একটা সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব করতে পারেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন, আমি নিশ্চয়ই এ রকম একটা দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করছি। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে আমি জেনারেল ইভান ফেদিউনিনস্কির নাম করলাম। স্তালিন আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফেদিউনিনস্কিকে তখনই বিমানে মস্কো পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন।

ফেদিউনিনস্কিকে আমি চিনতাম যুদ্ধের আগে কিয়েভ বিশেষ সামরিক জেলায় আমরা একসঙ্গে কাজ করার সময় থেকে, সেখানে আমরা দুজনেই কোরের অধিনায়কত্ব করেছি -- তিনি অধিনায়কত্ব করেছেন একটি পদাতিক কোরের, আমি একটি মেকানাইজড কোরের। আমরা একসঙ্গে মহড়ায় থেকেছি, সমন্বয়ের নানান সমস্যা নিয়ে কাজ করেছি। যুদ্ধও আমরা শুরু করেছিলাম একসঙ্গে। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন একজন ক্ষমতাবান সেনাপতি, চমৎকার সংগঠক ও সৈন্যদের নেতৃত্বদানে সুদক্ষ। রণাঙ্গনের এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের জন্য তাঁর নাম সুপারিশ করার সময়ে আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে কাজটার পক্ষে তিনিই উপযুক্ততম ব্যক্তি, আর এ ব্যাপারে আমি ভুল করি নি।

ডিসেম্বর মাসে বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সৈন্যরা তাদের প্রস্থানস্থল উন্নত করার জন্য স্থানীয় লড়াই চালিয়ে গেল। ডান অংশে ই. ভ. বোলদিনের ৫০তম সেনাবাহিনী তার বাঁ পাশটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল নীপার পর্যন্ত, নোভো-বিখভোয়। পূর্ব তীরে তার প্রধান সৈন্যবল ছিল উত্তর দিকে মুখ করে, প্রনিয়া আর নীপারের মধ্যেকার এলাকা জুড়ে এবং চাউসির কাছে পশ্চিম রণাঙ্গনের ১০ম সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে। আ. ভ. গরবাতভের ৩য় সেনাবাহিনী নীপার পার হয়ে একটি সেতুমুখ দখল করে রোগাচেভো অধিকার করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। প. ল. রমানেঙ্কোর ৪৮তম সেনাবাহিনী জ্লোবিনের দক্ষিণে বেরেজিনার উত্তর তীরে অবস্থান বজায় রেখে সেতুমুখ থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য শত্রুর চেষ্টা প্রতিহত করছিল।

৬৫তম ও ৬১তম সেনাবাহিনীর সৈন্যরা মোটামুটি মজির — কালিনকোভিচির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, বাতভের ইউনিটগুলি তাদের ডান দিকে এগিয়ে আসছিল পারিচি কাছে।

কিয়েভের দক্ষিণে বুকরিন সেতুমুখ থেকে প্রধান আঘাত হানার তিনটি অসফল প্রচেষ্টার পর আমাদের বাঁ পাশের প্রতিবেশী প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গন শেষ পর্যন্ত সে চিন্তা ত্যাগ করেছিল, এবং পুনর্বিন্যস্ত হয়েছিল শহরের উত্তর দিকে।

৩ নভেম্বর সেখান থেকে চালানো আক্রমণাভিযান সফল হল, ৬ নভেম্বর তারিখে মুক্ত হল ইউক্রেনের রাজধানী। এই সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গন পশ্চিমে অনেক দূর এগিয়ে গেল, মুক্ত করল জিতোমির শহর সমেত বহু শহর আর গ্রাম।

কিয়েভের মুক্তি আর হানাদারদের ইউক্রেন থেকে ঝেঁটিয়ে দূর করার তৎপরতার ব্যাপ্তি আমাদের কাছে অত্যন্ত উৎসাহদায়ক ছিল।

আমাদের সৈন্যদের যথেষ্ট অগ্রগতির দরুন আমরা আমাদের কম্যাণ্ড পোস্ট সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম গোমেলের কাছাকাছি, সেখানে আমরা আমাদের আস্তানা নিয়েছিলাম এক-তলা ঘরবাড়ির একটা ছোট উপনগরীতে, সেই বাড়িগুলির বেশির ভাগই ছিল কাঠের, আর সেগুলি ছিল অল্পবিস্তর আস্তই। এটা ছিল অভাবিত, দুর্লভ ব্যাপার। নাৎসিরা গোমেলকে বলতে গেলে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল, আগে যেটা ছিল সুন্দর একটা শহর সেখানে রেখে গিয়েছিল ইটকাঠের স্তূপ। জান্তব বর্বরতায় শত্রু ধ্বংস করেছিল সমস্ত ইমারত এমন কি সমস্ত আচ্ছাদনও। রাস্তার লড়াইয়ের সময়ে আমাদের সৈনিকরা বন্দী করেছিল অনেক 'আগুনে-লোককে' — এই নাৎসিরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া সমস্ত ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

আমাদের নতুন জায়গায় গুছিয়ে বসতে না বসতেই টেলিফোনে আমার ডাক পড়ল। স্তালিন বললেন যে ভাতুতিন অসুবিধায় পড়েছেন। শত্রু তাঁকে আক্রমণ করে জিতোমির দখল করে নিয়েছে। পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে এবং তা বন্ধ করার জন্য কিছু যদি না করা হয় তা হলে নাৎসিরা বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের পার্শ্বদেশে আঘাত হানতে পারে।

স্তালিনের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিরক্ত। আমাকে তখনই সাধারণ সদরদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনের

সদরদপ্তরে গিয়ে নিজে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে শত্রুর অগ্রগতি ঠেকানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিয়ে তিনি কথা শেষ করলেন।

এই কাজের ভারটা আমার পছন্দ হয় নি, কিন্তু আদেশ আদেশই, তাই শুধু রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ভ. ই. কাজাকভকে সঙ্গে নিয়ে এবং আমার সহকারী, জেনারেল ই. গ. জাখারকিনকে কার্যনির্বাহী রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডার হিসেবে রেখে আমি যাত্রা করলাম। জাখারকিন ছিলেন অভিজ্ঞ জেনারেল, সুযোগ্য অধিনায়ক ও চমৎকার সহযোদ্ধা, তিনি যে সৈন্যদের আমার চেয়ে কোনো অংশে খারাপ নেতৃত্ব দেবেন না সে বিষয়ে আমি তাঁর উপরে সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করতে পারতাম। রওনা হতে চলেছি, এমন সময় সর্বোচ্চ অধিনায়কের কাছ থেকে আসা একটি টেলিগ্রাম আমার হাতে দেওয়া হল, তাতে আমার প্রতি নির্দেশ দেওয়া আছে যে আমি যদি প্রয়োজন বোধ করি তবে অতিরিক্ত কোনো নির্দেশের অপেক্ষা না-করেই আমি যেন প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করি।

আমায় স্বীকার করতেই হবে, এই আদেশ আমাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। সত্যিই তো, প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনের পরিস্থিতি তদন্ত করার জন্য আমাকে বেছে নেওয়া হল কেন? যাই হোক, চিন্তার সময় ছিল না।

এখন কাজটা হল পরিস্থিতি বিচার করে অযথা তাড়াহুড়ো অথবা পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। সেখানে এসে আমি তাই করেছিলাম।

রণাঙ্গনের সদরদপ্তর ছিল কিয়েভের পশ্চিমে একটা জঙ্গলের মধ্যে। আমার আসা সম্পর্কে আগে থেকেই খবর পাওয়ায় ভাতুতিন একদল স্টাফ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

আমি যখন কিয়েভ বিশেষ সামরিক জেলায় কাজ করেছিলাম সেই সময় থেকেই ভাতুতিনকে চিনতাম, সেখানে তিনি ছিলেন স্টাফ প্রধান। সমরবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত এই জেনারেল সব সময়েই ছিলেন ধীরস্থির ও আত্মসংযত।

প্রথমে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনায় জড়িয়ে পড়তে অস্বীকার করলেন, যদিও আমি বার বার জোর দিয়ে বললাম যে আমাদের এই সাক্ষাৎকে আমি দুজন সহযোদ্ধার, প্রতিবেশী দুই রণাঙ্গনের অধিনায়কদের সাক্ষাৎ বলেই মনে করি, তার বেশি কিছু নয়। ভাতুতিন কিন্তু নিজের যাথার্থ্য প্রমাণের সুরটাই ধরে রইলেন, কথাবার্তাটা ক্রমেই বেশি করে শোনাতে লাগল একজন

অপরাধী অধস্তন ব্যক্তির ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির কাছে রিপোর্ট করার মতো। আমি অধৈর্য হয়ে আবার বললাম যে আমি তদন্ত চালাতে আসি নি, এসেছি একজন প্রতিবেশী হিসেবে যার একমাত্র অভিপ্রায় হল তাঁর সাময়িক অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে তাঁকে সাহায্য করা।

শুধু এই মনোভাব নিয়েই কথাবার্তা বলা যাক,' তাঁকে বললাম আমি।

তার পরে ভাতুতিন ক্রমে ক্রমে সহজ হয়ে এলেন, তাঁর মেজাজ ভালো হয়ে উঠতে শুরু করল, চাপা দমবন্ধ আবহাওয়াটা কেটে গেল অচিরেই। আমরা পুঙখানুপুঙখভাবে পরিস্থিতি বিচার করলাম এবং দেখতে পেলাম যে আর যাই হোক ভয়ঙকর কিছু ঘটে নি।

রণাঙ্গনের চলৎশক্তির অভাবকে কাজে লাগিয়ে শত্রু একটা জোরালো ট্যাঙক গ্রুপ একত্র জড়ো করেছিল এবং আঘাত হেনেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে তার জবাব দেওয়ার বদলে ভাতুতিন থেকে গিয়েছিলেন আত্মরক্ষাত্মক অবস্থানে। তাঁর ভুল হয়েছিল সেটাই। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন যে ইউক্রেনের রাজধানী যদি এত কাছে না থাকত তা হলে তিনি অনেক আগেই তৎপরতা বাড়িয়ে তোলার ঝুঁকি নিতেন।

এখন অবশ্য কোনো ঝুঁকিই ছিল না, কারণ কয়েকটা পৃথক ট্যাঙক কোর ছাড়াও ভাতুতিনের কাছে ছিল একটির পিছনে আরেকটিকে বিন্যস্ত রাখা দুটি ট্যাঙক বাহিনী, রণক্ষেত্রের সেনাবাহিনী আর সাধারণ সদরপ্তরের সংরক্ষিত গোলন্দাজ বাহিনীর কথা তো বলাই বাহুল্য। এত সৈন্যবল নিয়ে একান্ত প্রয়োজন ছিল আক্রমণ করা, আত্মরক্ষাত্মক অবস্থানে থাকা নয়। ভাতুতিনকে আমি পরামর্শ দিলাম কালবিলম্ব না করে স্পর্ধিত শত্রুর উপরে পাল্টা আক্রমণ চালাতে। ভাতুতিন বেশ মনোবল নিয়েই কাজে লেগে গেলেন, তবে তার আগে আভাসে-ইঙ্গিতে জানতে চাইলেন আমি কখন প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করতে চাই। জবাবে আমি বললাম যে তেমন কিছু করার কোনো অভিপ্রায়ই আমার নেই, তাঁকে আমি আমার মতোই ভালো রণাঙ্গনের অধিনায়ক বলে মনে করি, এবং এখানে আমার থাকাটা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত যাতে হয় সেটাই আমি চাই, কারণ আমার নিজেরই প্রচুর কাজ আছে। ভাতুতিনের মেজাজ চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ভাতুতিন যেভাবে তাঁর কাজ সংগঠিত করেছিলেন তাতে আমি কিছুটা অবাকই হয়েছিলাম। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত নির্দেশনা আর আদেশ দেখে দিতেন, বিভিন্ন সেনাবাহিনী আর সদরদপ্তরের সঙ্গে সব প্রশ্ন আলোচনা করতেন টেলিফোনে ও টেলিগ্রামে। স্টাফ প্রধান তা হলে কী করছিলেন?

জেনারেল বগোলিউবভের (১০৭) দেখা পেলাম গ্রামের অপর প্রান্তে। আমি যখন তাঁকে প্রশ্ন করলাম কেন তিনি রণাঙ্গনের অধিনায়ককে স্টাফের কাজ নিয়ে নিজেকে ভারাক্রান্ত করতে দিয়েছেন, তখন বগোলিউবভ বললেন যে এ বিষয়ে তাঁর করার কিছু নেই, কারণ রণাঙ্গনের অধিনায়ক সব কিছুই নিজে সামলানোর জন্য পীড়াপীড়ি করেন।

'কিন্তু সেটা তো ঠিক নয়,' বললাম আমি। 'অধিনায়ককে আপনার সাহায্য করতে হবে। একজন জেনারেল আর কমিউনিস্ট হিসেবে এটা আপনার কর্তব্য।'

বলা দরকার যে বগোলিউবভের যা জ্ঞান আর গুণগত যোগ্যতা ছিল, তাতে তাঁর কাজের পক্ষে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপেই উপযুক্ত। হয়তো অহেতুক গর্ববোধেই তিনি রণাঙ্গনের অধিনায়কের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাকে যথাযথ করে নিতে পারছিলেন না।

বগোলিউবভ বললেন যে অবস্থা ঠিক করার জন্য তিনি যথাসাধ্য করবেন। ব্যাপারটা নিয়ে ভাতুতিনের সঙ্গেও আলোচনা করলাম. তিনি আমার সঙ্গে পুরোপুরি একমত হলেন।

'আমি দীর্ঘকাল স্টাফ অফিসার ছিলাম বলেই এই সব হয়েছে,' তিনি আত্মধিক্কারের সুরে বললেন। 'সব সময়ে আমার মনে হয় যে আমার নিজেকেই সব কিছু করতে হবে।'

কত ভালোভাবে অবস্থা ঠিক করা যায় সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করলাম। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আমাকে বলতেই হবে যে ভাতুতিন তাঁর কাজটা সামলেছিলেন চমৎকারভাবে, আর নাৎসিদের উপরে তিনি এমন আঘাত হেনেছিলেন যে তাদের চৈতন্য হয়েছিল, তারা চটপট আত্মরক্ষাত্মক অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

যে সমস্ত সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছিলাম, টেলিফোনে তা আমি সর্বোচ্চ অধিনায়ককে জানালাম, প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গন যে সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে শুরু করছে তা বর্ণনা করলাম এবং জানালাম যে রণাঙ্গনের অধিনায়ক হিসেবে ভাতুতিন ঠিকই আছেন। স্তালিন আমাকে বললেন লিখিতভাবে আমার প্রতিবেদন পেশ করতে, সেই দিনই তা আমি পেশ করলাম। পরদিন সকালে সাধারণ সদরদপ্তরের কাজ থেকে পাওয়া একটি বার্তা আমাকে দেওয়া হল, তাতে আমাকে বেলোরুশীয় রণাঙ্গনে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

ভাতুতিন আর আমি পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম আন্তরিকতার

সঙ্গে, দুজনেই সন্তুষ্ট এই জন্য যে সব কিছু ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে। ভাতুতিন তাঁর মনোভাব প্রকাশ করলেন দৃঢ় করমর্দনের মধ্য দিয়ে। মস্কো থেকে পাওয়া জবাব থেকে আমি বুঝলাম যে আমি আমার কাজ সুসম্পন্ন করেছি বলেই সাধারণ সদরদপ্তর মনে করে।

ইতিমধ্যে বেলোরুশীয় রণাঙ্গনে ঘটনা ঘটে চলেছিল অনুকূল খাতে। ৬৫তম সেনাবাহিনীর বাঁ পাশটা এগিয়ে গিয়েছিল কালিনকোভিচিতে, ৬১তম সেনাবাহিনী ছিল মজিরে ঢোকার পথে। আমাদের স্বল্প সরবরাহের কথা বিবেচনা করলে, সেই অবস্থায় সেটা ছিল বিরাট একটা কৃতিত্ব।

সত্যি বলতে কি, বিপর্যয়ও কিছু কিছু ঘটেছিল। বাতভ তাঁর বাঁ পাশে নিজের প্রচেষ্টায় পুরোপুরি মগ্ন থাকায় দেখতে পান নি যে শত্রু তাঁর ডান পাশের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবল এনে জড়ো করেছে, যদিও আমরা তাঁকে সতর্ক থাকার জন্য হুঁশিয়ারি দিয়েছিলাম। নাৎসিরা যখন জোরালো একটা আঘাত হেনে ডান পাশের দুর্বল হয়ে পড়া ইউনিটগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এবং সেনাবাহিনীর প্রধান সৈন্যবলের পিছন দিকে দলে দলে ঢুকে পড়তে শুরু করল, তখন তিনি বিপদটা উপলব্ধি করলেন। সেনাবাহিনী আর রণাঙ্গনের অধিনায়কত্ব যে দৃঢ়পণ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল তার জন্যই বিপদ দূর করা গেল। শত্রুর গতিরোধ হল, তারা আত্মরক্ষাত্মক অবস্থান গ্রহণ করল। কিন্তু যথোপযুক্ত সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ সংগঠিত করতে সেনাবাহিনীর অধিনায়কের অপারগতার জন্য এবং তিনি যে তাঁর ডান পাশে বিপদ সম্পর্কে রণাঙ্গনের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেছিলেন সেই ঘটনার জন্য আমাদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পারিচির দিকে অনেকটা এলাকা আমাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

প্রসঙ্গত, সেই সময়ে শত্রু প্রায়শই দ্রুত পশ্চাদসরণের একটা ভঙ্গি করে আমাদের ইউনিটগুলিকে টেনে বার করে আনার একটা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল, যাতে তার পরে পাশের দিকে আঘাত হানা যায়। সমস্ত স্তরে অধিনায়করা যাতে শত্রুর এই ধূর্ত কৌশল আর ফাঁদ পাতার সম্ভাবনা সম্পর্কে সর্বদা হুঁশিয়ার থাকেন, সেটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় ছিল, তাদের এই চতুরতার মোকাবিলা করে কার্যকরভাবে তার জবাব দেওয়ার জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার ছিল।

ডিসেম্বরের শেষে শুরু হল আমাদের বাঁ দিকে প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনের তথাকথিত জিতোমির — বেরদিচেভ আক্রমণাভিযান, সেটা চলল জানুয়ারি ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত। ফলে সোভিয়েত সৈন্যরা দখল

করে নিল নোভোগ্রাদ-ভলিনস্কি, জিতোমির, বেরদিচেভ ও বেলায়া ত্সেরকভ শত্রুকে পরাস্ত করল মারাত্মকভাবে।

বোঝা যাচ্ছিল যে সাধারণ সদরদপ্তর অভিকর্ষ কেন্দ্রটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ইউক্রেনে এবং সাধারণভাবে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ অংশে। সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে ফিল্ড আর ট্যাংক বাহিনী, ট্যাংক কোর আর গোলন্দাজ দল, ট্যাংক, কামান, বিমান আর জনবল — সমস্তই পাঠানো হচ্ছিল দক্ষিণ দিকে।

বেলোরুশীয় রণাঙ্গন বলতে গেলে কিছুই পায় নি, যদিও তার লক্ষ্য থেকে গিয়েছিল অপরিবর্তিত। আমাদের এগিয়ে যেতে হয়েছিল নিয়ত ক্ষীয়মাণ সৈন্যবল নিয়ে, আর সাধারণ সদরদপ্তর তা জানত খুব ভালোভাবেই।

তা হলেও, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম অন্য কোনো পথ নেই। আমাদের কাজ হল কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাওয়া, যাতে যথাসম্ভব বেশি শত্রু সৈন্যকে আটকে রাখা যায় এবং তার দ্বারা আক্রমণের প্রধান স্থানে অগ্রগতি সহজতর করা যায়; এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করি নি। বড় ধরনের কোনো কৃতিত্ব আমরা প্রত্যাশা করি নি বটে, তবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কালক্ষেপও আমরা করি নি।

চারটি ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনের বিরাট আক্রমণাভিযানের সময়ে আমাদের ইউনিটগুলি ভাতুতিনের ডান পাশের সৈন্যদের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে কিছু কিছু সাফল্যও অর্জন করেছিল: ৬১তম সেনাবাহিনী দখল করেছিল মজির, ৬৫তম সেনাবাহিনী দখল করেছিল কালিনকোভিচি, ৪৮তম সেনাবাহিনী বেরেজিনার ডান তীরে নিজের অবস্থান উন্নত করেছিল, ৩য় সেনাবাহিনী অত্যন্ত দুরূহ অবস্থার মধ্যে নীপার পেরিয়ে গিয়ে দখল করেছিল রোগাচেভো আর পশ্চিম তীরে একটি সেতুমুখ, শত্রুকে বাধ্য করেছিল পূর্ব তীরে জ্লোবিনে তাদের নিজেদের সেতুমুখ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে। ৫০তম সেনাবাহিনী তার বাঁ পাশে সামান্য কিছুটা অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু তার প্রতিবেশী পশ্চিম রণাঙ্গনের ১০ম সেনাবাহিনী নিজের জায়গা ছেড়ে একটুও নড়ে নি বলে তার সামনের দিকটাকে উত্তর দিকে মুখ করে ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

রণাঙ্গনের সৈন্যরা এই সমস্ত তৎপরতাই চালিয়েছিল গোলাবারুদের, যাকে বলা যায় আধপেটা রেশন, তাই দিয়ে।

১৫ এপ্রিল তারিখে আমরা সাধারণ সদরদপ্তরের আদেশ পেলাম আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করার জন্য।

জোড়া আঘাত

১৯৪৪ সালের বসন্তকালের মধ্যে ইউক্রেনে আমাদের সৈন্যরা অনেকখানি সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। শত্রু পশ্চিম থেকে নতুন সৈন্যবল নিয়ে এসে তার পরে প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনের অগ্রগতি রোধ করেছিল। লড়াই প্রলম্বিত হয়ে উঠল, তাই জেনারেল স্টাফ আর সাধারণ সদরদপ্তর বাধ্য হল আসল প্রচেষ্টা নতুন একটা ক্ষেত্রে সরিয়ে নিয়ে যেতে।

আমাদের ডান দিকের প্রতিবেশী, জেনারেল ভ. দ. সোকলোভ্স্কির অধিনায়কত্বাধীন পশ্চিম রণাঙ্গন আর আমাদের বাঁ দিকে, যেখানে মার্শাল জুকভ এখন মারাত্মকভাবে আহত ভাতুতিনের স্থান গ্রহণ করেছিলেন সেই প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল সে বিষয়ে অবহিত থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে অভিকর্ষ কেন্দ্রটা এখন রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন পশ্চিম দিকে সরে যেতে বাধ্য এবং আসন্ন অভিযানটা চলবে বেলোরুশিয়ায়। তার ফলে আমাদের সৈন্যরা সংক্ষিপ্ততম পথ দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গায় পৌঁছতে পারবে এবং তার পরে অন্যান্য ক্ষেত্রে শত্রুর উপরে আঘাত হানার অনুকূল অবস্থা দেখা দেবে।

রণাঙ্গন উৎসুক হয়ে রইল বড় বড় ঘটনার প্রত্যাশায়। যে কোনো বড় অভিযানের প্রস্তুতির জন্য স্বভাবতই সময় দরকার হয়। কুর্স্কে শত্রুর পরাজয়ের পর মধ্য রণাঙ্গনের — পরে যার নামকরণ হয়েছিল বেলোরুশীয় রণাঙ্গন — সৈন্যরা ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। তাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল শূন্যস্থান পূরণের; সামরিক যন্ত্রাদি, গোলাবারুদ, জ্বালানিও দরকার ছিল তাদের। পশ্চাদ্ভাগের কৃত্যক আর ডিপোগুলিকে নিয়ে এসে অত্যাবশ্যক মাল সরবরাহ সংগঠিত করা দরকার ছিল, তাই একটা অগ্রাধিকারমূলক বড় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পুরনো

রাস্তাগুলি আবার চালু করা এবং নতুন নতুন রাস্তা তৈরি করা। আমরা যে সমস্ত স্থান লাভ করেছিলাম সেগুলিকে শক্তিশালী করার সঙ্গে সঙ্গে এটাও এখন আমাদের বিশেষ ভাবনার একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সাধারণ সদরদপ্তর আমাদের রণাঙ্গন আর প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনের মাঝখানে নতুন একটা রণাঙ্গন সংগঠিত করায় নতুন করে নড়াচড়া শুরু হল। ভ্লাদিমির-ভলিনস্কি পর্যন্ত পোলেসিয়ে অঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্ত ঘেঁষে সেনাবাহিনীর এই নতুন দলবিন্যাসটির নাম দেওয়া হল দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গন, এবং তদনুযায়ী আমাদের রণাঙ্গনের নতুন নামকরণ হল প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গন।

মার্চ মাসে সর্বোচ্চ অধিনায়ক টেলিফোনে আমাকে ডেকে একটা নতুন বড় তৎপরতার সাধারণ রূপরেখা সম্পর্কে এবং তাতে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনকে কী ভূমিকা পালন করতে হবে সে বিষয়ে অবহিত করলেন, তার পর পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চাইলেন। অভিযানের পরিকল্পনাগুলি প্রণীত হওয়ার সময়ে স্তালিন রণাঙ্গনের অধিনায়কদের সঙ্গে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন, এবং আমাকে বলতেই হবে যে তাতে খুবই সাহায্য হত।

প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনকে তৎপরতা চালাতে হবে সাধারণভাবে বব্রুইস্ক, বারানভিচি, ওয়ার্শর দিকে, উত্তরে পোলেসিয়ের কিনারা ঘেঁষে। রণাঙ্গনের বাঁ অংশটা ছিল পোলেসিয়ের বিশাল জলাভূমি অঞ্চলের সামনে, যার ফলে সুকৌশলী গতিবিধি সীমিত হয়ে গিয়েছিল ন্যূনতম মাত্রায়। তৎপরতার সাফল্যের জন্য দরকার ছিল দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সমন্বয়, অথচ সেই রণাঙ্গন আর আমাদের মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল জলাজঙ্গলে ভরা একটা বিশাল এলাকা। স্তালিনের কাছে আমি আমার অভিমত জানালাম, প্রস্তাব করলাম — দুটি বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের অধিকৃত গোটা এলাকা একটিমাত্র অধিনায়কত্বের অধীনে নিয়ে এলে হয়তো সেটা কাজের হবে।

বলা দরকার যে স্তালিনের সঙ্গে এই কথোপকথনের আগেই এই রকম একটা বিকল্প নিয়ে আমি আমার স্টাফের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম: সেটা এই যে, বিখভ থেকে ভ্লাদিমির-ভলিনস্কি পর্যন্ত গোটা এলাকাটা একজন অধিনায়কের অধীনে রাখা হোক। তাতে আমাদের কৌশলী গতিবিধির সম্ভাবনা বাড়বে এবং উত্তরে বব্রুইস্ক এলাকা আর দক্ষিণে কোভেল এলাকা থেকে পোলেসিয়ের কিনারা ঘেঁষে একটা সম্মিলিত বেষ্টনী

অভিযান চালিয়ে একটা দুঃসাহসিক সমাধানের সম্ভাবনা দেখা দেবে। অবশ্য, সৈন্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কিছু অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু তাতে আমরা উদ্বিগ্ন হই নি। অন্তত এই রকমই জটিল এক পরিস্থিতিতে, স্তালিনগ্রাদে বেষ্টিত শত্রুদলকে ছেঁকে তুলে খতম করার ব্যাপারে কার্যকর অধিনায়কত্ব সুনিশ্চিত করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল। যাই হোক, অভিন্ন কর্তব্য সম্পন্ন করার কাজে নিকটবর্তী একটি রণাঙ্গনের সঙ্গে তৎপরতার সমন্বয়সাধনের চাইতে একটা সম্মিলিত সৈন্যবল নিয়ন্ত্রণ করা বেশি সহজ হবে।

ঠিক সেই সময়েই এক আকস্মিক ঘটনায় আমাদের প্রস্তাবের অনুকূলে পাল্লা ভারী হয়ে গেল। শত্রু হঠাৎ আক্রমণ করে কোভেল দখল করে নেওয়ায় দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গন গোলমালে পড়ে গেল। স্তালিন আমাকে বললেন উভয় রণাঙ্গনের এলাকাগুলি এক করা সম্পর্কে আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা বিশদ করে সাধারণ সদরদপ্তরকে জানাতে এবং শত্রুর এই সাফল্য নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তখনই প. আ. কুরোচকিনের অধীনস্থ দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনে চলে যেতে। পরের কথা একটু আগে বলে, আমাকে বলতেই হবে যে সেখানে গিয়ে আমরা দেখলাম যে বড় একটা আক্রমণাভিযানের ঠিক আগে কোভেলকে মুক্ত করার সীমিত লক্ষ্য নিয়ে মামুলি একটা তৎপরতায় হাত দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।

অল্প কিছু পরেই সাধারণ সদরদপ্তরের একটি নির্দেশ এসে পেঁছিল — সমগ্র পোলেসিয়ে ক্ষেত্রটিকে সেখানকার সমস্ত **সৈন্যবল** সমেত আমাদের রণাঙ্গনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের মোট সম্মুখভাগ এইভাবে বেড়ে দাঁড়াল প্রায় ৯০০ কিলোমিটার। এমন কি এই বিপুল পরিসরের যুদ্ধেও আক্রমণাত্মক তৎপরতার দায়িত্ব নেওয়া একটা সেনাবাহিনীর দলবিন্যাসের পক্ষে এত বিরাট এক সম্মুখভাগ অধিকার করে থাকাটা অস্বাভাবিক ছিল। স্বভাবতই আমাদের সৈন্যবলও তদনুযায়ী বাড়ল, জুন মাসের শেষার্ধ নাগাদ রণাঙ্গনের অন্তর্ভুক্ত হল দশটি ফিল্ড বাহিনী, একটি ট্যাঙ্ক বাহিনী ও দুটি বিমান বাহিনী, নীপার নৌবহর এবং তদতিরিক্ত, তিনটি ট্যাঙ্ক কোর, একটি মেকানাইজড ও তিনটি অশ্বারোহী কোর।

রণাঙ্গনগুলির সংগঠনেও পরিবর্তন ঘটানো হল, সেই সংগঠন থেকে গিয়েছিল যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত।

সাধারণ সদরদপ্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালীন অভিযান গড়ে উঠবে বেলোরুশিয়ায় এবং তাতে জড়িত থাকবে চারটি রণাঙ্গনের সৈন্যবল: জেনারেল বাগ্রামিয়ানের প্রথম বল্টিক রণাঙ্গনণ জেনারেল চের্নিয়াখভস্কির তৃতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গন, জেনারেল ই. ইয়ে. পেত্রভের (১০৮) দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গন (আমাদের ডান দিকের প্রতিবেশী), আর আমাদের নিজেদের প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গন। অভিযানের সামগ্রিক রণনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে রণাঙ্গনের অধিনায়কদের সাধারণ সদরদপ্তর অবহিত করে দিল সঠিকভাবেই। সামগ্রিক পরিকল্পনা জানতে পেরে রণাঙ্গনের অধিনায়ক সেই তৎপরতায় তাঁর নিজের স্থান সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা করতে পেরেছিলেন, উদ্যোগ গ্রহণের অধিকতর সুযোগ পেয়েছিলেন।

এই পরিকল্পনায় আমাদের আক্রমণাভিযানের আগে তৎপরতার একটা পারম্পর্যের ব্যবস্থা ছিল, তৎপরতাগুলি ঘটবে একটির পর আরেকটি, তাতে জড়িত থাকবে প্রথমে লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গন, তার পরে কারেলীয়, তার পরে প্রধান বেলোরুশীয় অভিযান এবং সব শেষে, প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনের তৎপরতা।

বেলোরুশিয়া আঁকড়ে থাকার চেষ্টায় জার্মান কম্যান্ড সেখানে কেন্দ্রীভূত করেছিল বিপুল সৈন্যবল: ফিল্ড-মার্শাল ফন বুশ-এর অধীনে 'কেন্দ্র' সেনাবাহিনীর গ্রুপ (একটি ট্যাঙ্ক বাহিনী ও তিনটি ফিল্ড বাহিনী); 'উত্তর' সেনাবাহিনীর গ্রুপের ১৬শ সেনাবাহিনীর ডান পাশের অনেকগুলি ডিভিশন, 'উত্তর ইউক্রেন' সেনাবাহিনীর গ্রুপের প্যানজার ডিভিশনগুলিও আমাদের আসন্ন আক্রমণাভিযানের এলাকায় সক্রিয় ছিল। সিরোতিনো থেকে কোভেল পর্যন্ত রণাঙ্গনে ২৩ জুন নাগাদ ছিল সব মিলিয়ে ৬৩টি জার্মান ডিভিশন আর ৩টি ব্রিগেড যাদের মোট সৈন্যসংখ্যা ১২,০০,০০০। শত্রুর হাতে ছিল ৯,৬৩৫ কামান আর মর্টার, ৯৩২ ট্যাঙ্ক আর ১,৩৪২ বিমান।

আমাদের ডান অংশের বিপরীতে রণাঙ্গন আগলে ছিল জার্মান ৯ম সেনাবাহিনী, তারা আমাদের বব্রুইস্কে যাওয়ার পথ রোধ করে ছিল। আমাদের মধ্য ও বাম অংশের বিপরীতে পোলেসিয়ে এলাকায় ৪০০ কিলোমিটারের একটা সম্মুখভাগ রক্ষা করছিল ২য় সেনাবাহিনী। রণাঙ্গনের ডান অংশের চারটি সেনাবাহিনীর (লেফটেন্যান্ট-জেনারেল আ. ভ. গরবাতভের ৩য় সেনাবাহিনী, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল প. ল. রমানেঙ্কোর ৪৮তম সেনাবাহিনী, কর্নেল-জেনারেল প. ই. বাতভের ৬৫তম সেনাবাহিনী এবং

লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল আ. আ. লুচিনস্কির (১০৯) ২৮তম সেনাবাহিনী), যেখানে আক্রমণ করার কথা সেই বব্রুইস্কের দিকে শত্রুর ছিল ১,৩১,০০০ সৈনিক, ৫,১৩৭ মেশিন-গান, প্রায় ২,৫০০ কামান ও মর্টার, এবং ৩৫৬ ট্যাঙ্ক আর স্বচালিত কামান বসানো গাড়ি। তাদের সৈন্যবলকে আকাশ থেকে সমর্থন যোগাচ্ছিল ৭০০ বিমান। রণকৌশলগত সংরক্ষিত সৈন্যবল ছাড়াও, ব্রেস্ত ও কোভেল ক্ষেত্রে শত্রুর ছিল ১০টি পদাতিক ডিভিশন পর্যন্ত তৎপরতাগত সংরক্ষিত সৈন্যবল।

গভীর পুঙ্খানুপুঙ্খতার সঙ্গে আমরা অভিযানের প্রস্তুতি চালালাম। পরিকল্পনার আগে ব্যাপক কাজ চালানো হল রণক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে অগ্রবর্তী ব্যূহগুলিতে, যেখানে প্রায়শই আমাকে আক্ষরিকভাবেই চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়েছিল। ভূভাগের অবস্থা আর শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিরীক্ষণ করার পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে রণাঙ্গনের ডান অংশের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে দুটি আঘাত হানাই যথোপযুক্ত হবে: একটি আঘাত হানা হবে ৩য় ও ৪৮তম সেনাবাহিনীকে দিয়ে রোগাচভ থেকে বব্রুইস্ক আর অসিপোভিচি অভিমুখে; অন্যটি ৬৫তম ও ২৮তম সেনাবাহিনীকে দিয়ে বেরেজিনা ভাঁটি ও ওজারিচির দিক থেকে মোটামুটি স্লুৎস্কের দিকে। দুটো আক্রমণই হবে প্রধান প্রচেষ্টা। এটা ছিল প্রচলিত মতের বিরোধী, প্রচলিত মত অনুসারে প্রধান আক্রমণ হতে পারে মাত্র একটিই, যার জন্য প্রধান সৈন্যবল আর সহায়সামর্থ্য একত্র করা হয়। এই সিদ্ধান্তের দরুন সৈন্যবলের কিছুটা অপচয় সম্ভব ছিল বটে, কিন্তু তা ছিল ইচ্ছাকৃত। পোলেসিয়ের জলাভূমিতে অন্য কোনো পথ ছিল না, কিংবা বরং বলা যায়, তৎপরতায় সাফল্য অর্জনের অন্য কোনো পথ ছিল না।

রোগাচভ-বব্রুইস্ক ক্ষেত্রের ভূভাগটা এমনই ছিল যে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করার জন্য আমরা সেখানে সমবেত করতে পারতাম শুধু ৩য় সেনাবাহিনীকে আর ৪৮তম সেনাবাহিনীর একটা অংশকে। আরেকটা ক্ষেত্রে আঘাত হেনে এই দলটাকে যদি সাহায্য করা না-হয় তা হলে শত্রু আমাদের অগ্রগতি ঠেকিয়ে দিতে পারে, কারণ আক্রমণের অধীন নয় এমন সব ক্ষেত্র থেকে সৈন্যবল নিয়ে আসার যথেষ্ট সুযোগ তারা পাবে। দুটি প্রধান আক্রমণ চালালে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় অনেক বেশি কার্যকরভাবে। রণাঙ্গনের ডান অংশের প্রধান সৈন্যবলকে পুরোপুরি কাজে নামানো হবে (একটি ক্ষেত্রে তা অসম্ভব হত, তার অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ এলাকার দরুন); শত্রু কৌশলী গতিবিধির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে; এমন কি এই

ক্ষেত্রগুলির মাত্র একটিতেও প্রাথমিকভাবে অর্জিত সাফল্য শত্রু সৈন্যকে অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলবে, এবং আমাদের রণাঙ্গনকে সক্ষম করে তুলবে আক্রমণাভিযান বাড়িয়ে তুলতে।

পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত সাধারণ সদরদপ্তরে মঞ্জুর হল ২২ ও ২৩ মে তারিখে। লিউব্লিন ক্ষেত্রে আমাদের রণাঙ্গনের বাঁ অংশের সৈন্যদের আক্রমণ সম্পর্কে আমাদের অভিমত অনুমোদন পেল বটে, কিন্তু ডান অংশে দুটি আঘাত সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা হল। সর্বোচ্চ অধিনায়ক ও তাঁর সহকারীরা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন এই বলে যে রোগাচভের কাছে ৩য় সেনাবাহিনীর অধিকৃত নীপার সেতুমুখ থেকে একটি প্রধান আক্রমণ চালানো হোক। আমাকে দু বার বলা হল সাধারণ সদরদপ্তরের প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য পাশের ঘরে গিয়ে চিন্তা করতে, আর দু বারই আমি আমার নিজের সিদ্ধান্ত সমর্থন করার নতুন সংকল্প নিয়ে ফিরে এলাম। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি অটল হয়ে আছি দেখে স্তালিন শেষ পর্যন্ত আমরা যে আকারে পরিকল্পনাটি পেশ করেছিলাম সেই আকারেই সেটি অনুমোদন করলেন।

তিনি মন্তব্য করলেন, 'রণাঙ্গনের অধিনায়কের পীড়াপীড়িতে প্রমাণ হয় যে আক্রমণাভিযানের সংগঠন পুরোপুরি চিন্তা করা হয়েছে। এটাই সাফল্যের নির্ভরযোগ্য নিশ্চিতি।'

এই তৎপরতার সাংকেতিক নাম দেওয়া হল 'বাগরাতিওন'। চারটি রণাঙ্গনের সৈন্যদের দেওয়া হল গুরুত্বপূর্ণ রণনৈতিক ও রাজনৈতিক অভীষ্ট: ভিতেবস্ক, বব্রুইস্ক, মিনস্ক এলাকায় শত্রুর অধিকৃত বহির্কোণটিকে নিশ্চিহ্ন করা, 'কেন্দ্র' শত্রু সেনাবাহিনীর গ্রুপকে পরাস্ত ও উৎখাত করা, বেলোরুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে মুক্ত করা, তার পরে ভ্রাতৃপ্রতিম পোল্যান্ডের মুক্তি শুরু করা এবং তারও পরে যুদ্ধ টেনে নিয়ে যাওয়া নাৎসি জার্মানির ভূখণ্ডে। বিশেষ করে তৃতীয় ও প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়রক্ষার উপরে বিরাট গুরুত্ব আরোপ করা হল, এই দুই রণাঙ্গনের সৈন্যরা সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাবে পশ্চিম দিকে, সেই সাঁড়াশির মুখ বন্ধ হবে মিনস্কের পশ্চিমে।

স্থির হল, আমাদের রণাঙ্গন ডান পাশে চারটি সেনাবাহিনীকে দিয়ে আক্রমণাভিযান চালাবে, শত্রুর বব্রুইস্ক সৈন্যদলকে ঘিরে ফেলে খতম করবে, বব্রুইস্ক, গ্লুশা, গ্লুস্ক এলাকা দখল করে নেবে, তার পর এগিয়ে চলবে বব্রুইস্ক -- মিনস্ক আর বব্রুইস্ক — বারানভিচির দিকে। মিনস্কের কাছে

জার্মান সৈন্যরা বেষ্টিত হয়ে পড়ার পরে এবং ডান অংশটা বারানভিচি ব্যূহে এসে পৌছনোর পরে বাঁ অংশের সৈন্যরা এগিয়ে যাবে।

রোগাচভের উত্তরে নীপারের পশ্চিম তীরে ৩য় সেনাবাহিনী একটা ছোট সেতুমুখ দখলে রেখেছিল, সেটি ছিল ববুইস্কের দিকে তৎপরতা চালানোর পক্ষে খুবই উপযুক্ত। জেনারেল প. ল. রমানেঙ্কোর ৪৮তম সেনাবাহিনী বেরেজিনার উত্তর তীর বরাবর জ্লোবিন — ববুইস্ক রেলপথের দক্ষিণে অবস্থান আগলে ছিল, নদীর অপর তীরে ছিল ছোট একটি সেতুমুখ; এই সেনাবাহিনীর অবস্থা ছিল আরও খারাপ। অগ্রবর্তী সমস্ত অবস্থানেই আমি হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরেছি, দেখেছি যে এখানে অগ্রসর হওয়া রীতিমত অসম্ভব। চারপাশের এলাকাটা ছিল বিশাল একটা জলাভূমি, মাঝে মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে ঝোপঝাড় আর ঘন অরণ্যের ছোট ছোট দ্বীপ। ট্যাঙ্ক আর ভারী কামান জড়ো করার কোনো অবস্থাই ছিল না, এমন কি একটা হাল্কা কামানের জন্য পথ তৈরি করতেও লেগে যেত কাঠের গুঁড়ির অনেকগুলি স্তর। আমি তাই জেনারেল রমানেঙ্কোকে আদেশ দিলাম ৩য় সেনাবাহিনীর বাঁ পাশে রোগাচভ সেতুমুখে তাঁর প্রধান সৈন্যবলকে পুনর্বিন্যস্ত করতে এবং সেই সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে; বেরেজিনা সেতুমুখে অবস্থিত ইউনিটগুলি যত বেশি সম্ভব শত্রু সৈন্যকে আটকে রেখে আসল আক্রমণকে সহজতর করে তুলবে।

দ্বিতীয় আঘাতটা যারা হানবে সেই ৬৫তম ও ২৮তম সেনাবাহিনীর সামনেও ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, জলায় ভরা, প্রিপিয়াৎ নদীর শাখা-প্রশাখার ছড়ানো জমি।

আমাদের অফিসার আর সৈনিকদের সামনে ছিল এই দুর্গম জমির উপরে লড়াই করে পথ করে নেওয়ার পরিশ্রমসাধ্য কাজ। এই অসাধ্যসাধনের জন্য দরকার বিশেষ তালিম। সৈনিকরা সাঁতার দিতে শিখল, হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তার সাহায্যে জলা আর নদী পার হতে শিখল, জঙ্গলের মধ্যে পথ খুঁজে বার করতে শিখল। খানাখন্দ পেরোবার জন্য তারা তৈরি করল বিশেষ 'জলার জুতো'; মেশিন-গান, মর্টার আর হাল্কা কামান টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করল নৌকো, ভেলা আর মঞ্চ। জলার যুদ্ধবিদ্যায় ট্যাঙ্ক সৈনিকরাও তালিম নিল। জেনারেল বাতভ একবার আমাকে সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে একটা জলায় এই রকম একটা 'ট্যাঙ্কোড্রোম' দেখিয়েছিলেন। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আমরা দেখেছিলাম একটির পর একটি ট্যাঙ্ক চলতে চলতে সেই জলার মধ্য দিয়ে গিয়ে সেটা পার

হয়ে অন্য দিকে উঠছে। ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্য নিয়ে ট্যাঙ্ক-সৈনিকরা চওড়া খানাখন্দ পার হওয়ার জন্য প্রত্যেকটি ট্যাঙ্কের সঙ্গে আঁটি-বাঁধা ডান্ডা, কাঠের গুঁড়ি আর বিশেষ ধরনের ত্রিকোণ লাগিয়ে নিয়েছিল। ইঞ্জিনিয়াররা তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ কাজ আর উপায়-উদ্ভাবনী ক্ষমতার জন্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। জুন মাসে ২০ দিনে তারা শত্রুর ৩৪,০০০ মাইন অপসারিত করেছিল, প্রধান আক্রমণের ক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক আর পদাতিক সৈন্যের জন্য ১৯৩টি পথ করে দিয়েছিল, দ্রুৎ ও নীপার নদীর উপরে কয়েক ডজন পারাপার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, তা ছাড়া মাইলের পর মাইল কাঠ-পাতা রাস্তা আর উতরাই রাস্তার কথা তো বলাই বাহুল্য।

বিপুল জনরাশির এই নিবিড় শ্রমে আমাদের কমিউনিস্টরা আর কমসোমল সদস্যরা সব সময়েই ছিল পুরোভাগে। সমস্ত ইউনিটেই তারা কাজ করেছিল সবাইকে দৃঢ়সংবদ্ধ করার শক্তি হিসেবে, সকলের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে।

১৯৪৪ সালের শুরুতে আমরা কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম, যুদ্ধে যা অবশ্যম্ভাবী। কুর্স্ক স্ফীতাংশ থেকে নীপারে অগ্রগতির সময়ে তুমুল লড়াইয়ে আমাদের সৈন্যবলের মধ্যে অনেক হতাহত হয়েছিল, আমাদের পার্টি সদস্যরা সংখ্যায় কমে গিয়েছিল। শুধু একটি অংকই উদ্ধৃত করছি — সোভিয়েত ভূমির মুক্তির জন্য লড়াইয়ে পার্টি কমরেডদের বীরোচিত মৃত্যুবরণের দরুন ১,২২৪টি কম্পানি তাদের পার্টি সংগঠনকেই হারিয়েছিল। জনগণ আর সেনাবাহিনীর সঙ্গে পার্টিকে যে শিকড়গুলি যুক্ত করে রাখে তা অবিনাশী, আমাদের সৈনিকদের মধ্যে যারা সবার সেরা তারাই বেশি করে পার্টি সদস্যদের সারির মধ্যে আকৃষ্ট হয়েছিল। রণক্ষেত্রের সৈন্যদের ভিতরে সংহতিসাধনের এই প্রক্রিয়াকে সংগঠিত করেছিল ও তার নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও সততার অধিকারী লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল স. ফ. গালাদজেভের অধীনে রাজনৈতিক বিভাগ। বেলোরুশীয় অভিযান শুরু হওয়ার মধ্যেই বেশির ভাগ ইউনিটে আবার পূর্ণশক্তিসম্পন্ন, সক্রিয় পার্টি ও কমসোমল সংগঠন তৈরি হয়ে গিয়েছিল, কম্পানিগুলিতে এসে গিয়েছিল গড়ে পাঁচ থেকে দশজন কমিউনিস্ট আর দশ থেকে কুড়িজন কমসোমল সদস্য। মনে রাখা দরকার যে লড়াইয়ে যারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল সেই সমস্ত সৈনিককে পার্টিতে যোগদানের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে সৈন্যদের মধ্যে পার্টির প্রভাব বেড়েছিল প্রচন্ডভাবে।

সাধারণ সদরদপ্তরের নির্দেশ পেয়ে আমরা রণাঙ্গনের স্টাফ আর সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের অবহিত করলাম, আলোচনা করলাম আসন্ন আক্রমণাভিযানের সমস্ত দিক নিয়ে: তৎপরতার শুরুতে ও তা চলাকালীন সৈন্য নিয়ন্ত্রণ, সৈন্য চলাচল গোপন রাখা, গোলাবারুদ ও সামরিক যন্ত্র সরবরাহ, গন্তব্যপথ ও রাস্তা বেছে নেওয়া ও প্রস্তুত করা, তা ছাড়া আমাদের মতলব সম্পর্কে শত্রুকে বিপথচালিত করার নানা ধরনের কৌশলের কথা তো বলাই বাহুল্য।

আকাশ, জমি আর রেডিও মারফৎ সন্ধানী-পর্যবেক্ষণের উপরে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হল। ১৬শ বিমান বাহিনী আকাশ থেকে বব্রুইস্ক ক্ষেত্রে শত্রুর রক্ষণ ব্যবস্থার ঢালাও ফোটো তুলল, ইউনিটগুলির মধ্যে প্রচার করা হল প্রাপ্ত তথ্যসহ মানচিত্র। শুধু ডান অংশের সেনাবাহিনীগুলিতেই ৪০০ বার ট্রেঞ্চে হানা দেওয়া হল, আমাদের স্কাউটরা নিয়ে এল ৮০ জনের বেশি খবর-যোগানো বন্দী আর বহু গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

রণাঙ্গনের সমস্ত কার্যকলাপ যে কার্যকরতার সঙ্গে শত্রুর কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল তার উপরে আকাশ আর জমি থেকে নিরন্তর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল সমস্ত সদরদপ্তরের। শত্রু দেখতে পাবে শুধু সেইটুকুই, যেটুকু আমরা চাই সে দেখতে পাক। রাতের অন্ধকারের আড়ালে সৈন্যদের ছড়িয়ে দেওয়া হল ও পুনর্বিন্যস্ত করা হল, আর দিনের বেলায় ট্রাকভর্তি নকল ট্যাঙ্ক আর কামান যেতে লাগল রণাঙ্গনের সামনে থেকে পিছনের দিকে। অনেক জায়গায় আমরা নকল পারাপার ব্যবস্থা আর পথ তৈরি করলাম। কামান এনে জড়ো করা হতে লাগল গৌণ সব ব্যূহে, সেখান থেকে সেগুলি আক্রমণ চালাল, তার পর সেগুলি সরিয়ে নেওয়া হল পশ্চাদ্ভাগে, সেগুলির জায়গায় অগ্নিবর্ষণের অবস্থানে রেখে দেওয়া হল সব নকল কামান। আমার স্টাফ প্রধান, জেনারেল মালিনিন এ বিষয়ে অফুরন্ত উদ্ভাবনক্ষমতা দেখিয়েছিলেন।

বড় ইউনিটগুলির অধিনায়কদের জন্য আমরা রণক্ষেত্রে অনেকগুলি মহড়া চালালাম, যে ভূভাগের উপরে আমাদের কাজ করতে হবে সেখানকার প্রাকৃতিক মানচিত্র অধ্যয়ন করলাম। আক্রমণের অল্প কিছুদিন আগে 'শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ ও চলমান দলবিন্যাসগুলিকে লড়াইয়ে নামানো'-র বিষয়ে স্টাফ অনুশীলনী আর নকল যুদ্ধ চালালাম। প্রথম ও দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের তৎপরতার সমন্বয়সাধনের বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে আসা সাধারণ সদরদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে জুকভ এই কাজে সক্রিয়ভাবে

অংশগ্রহণ করেছিলেন। রণাঙ্গনের সদরদপ্তর ছিল সৈন্য সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণে প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পোড়-খাওয়া সৈনিকদের একটা সুসংবদ্ধ দল, প্রস্তুতির স্তরে এবং খাস লড়াইতেও দুরূহতম পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তারা সক্ষম ছিল।

রণাঙ্গন ও সেনাবাহিনীর স্টাফরা আক্রমণাভিযানের জন্য সৈন্যদের প্রস্তুতাবস্থা নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখত। সাধারণত আমাদের ঊর্ধ্বতন অফিসাররাও রণকৌশলগত রণক্ষেত্রের অনুশীলনে অংশগ্রহণ করতেন। শূন্যস্থান পূরণের জন্য সদ্য যারা এসে পৌঁছেছিল তাদের নিশানা এবং প্রশিক্ষণের সাধারণ মান তাঁরা পরীক্ষা করে দেখতেন, নজর রাখতেন যাতে গোলাবারুদ আর খাদ্যের সরবরাহ আসে অব্যাহত ধারায়। সংযোগ রক্ষা এবং অকুস্থলে সম্ভাব্য সব রকম সহায়তা দেওয়ার জন্য রণাঙ্গনের সদরদপ্তরের বেশ কয়েকজন অফিসারকে সেনাবাহিনী ও কোরগুলির সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

প্রিপিয়াৎ নদীর অববাহিকা দিয়ে বিভক্ত রণাঙ্গনের দুটি ক্ষেত্রে তৎপরতা চালানো হবে বলে সুযোগ্য সৈন্য সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হল। প্রধান কম্যান্ড পোস্ট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ওভরুচে, আর দুটি সহায়ক কম্যান্ড পোস্ট স্থাপন করা হল — একটি ডান অংশে দুরাভিচির কাছাকাছি, অন্যটি বাঁ অংশে সার্নিতে।

পর্যবেক্ষণ চৌকিগুলিকে সৈন্যদের যথাসম্ভব কাছে নিয়ে আসা হল: প্রস্থানস্থল থেকে দূরত্ব ছিল — একটা ডিভিশনাল পর্যবেক্ষণ চৌকির জন্য ৫০০-১০০০ মিটার, একটা কোরের পর্যবেক্ষণ চৌকির জন্য দুই কিলোমিটার, একটা সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষণ চৌকির জন্য তিন কিলোমিটার পর্যন্ত। অনেকগুলি জায়গায় তৈরি করা হল পর্যবেক্ষণ মিনার।

তৎপরতার প্রতি কামান, বিমানের সমর্থন ও ইঞ্জিনিয়ারিং সমর্থন সংক্রান্ত সমস্ত বুনিয়াদী প্রশ্ন আগে থেকেই নিষ্পত্তি করা হল। রণাঙ্গনের সাজসরঞ্জাম চলাচল কৃত্যককে নির্দেশ দেওয়া হল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রটিতে সৈন্য ও সামরিক সরবরাহ স্থানান্তরিত করার জন্য তাদের হাতে যাতে যথোপযুক্ত মোটার পরিবহণ থাকে: কুর্স্কের লড়াইয়ের সময় থেকে এ ব্যাপারে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

আক্রমণাভিযানের জন্য প্রচন্ড প্রস্তুতিমূলক কাজ চলল সমস্ত স্তরে — সেনাবাহিনী, কোর, ডিভিশন, রেজিমেণ্টগুলিতে। ডিভিশনের শক্তি গড়ে ৬,৫০০ জন সৈন্যতে নিয়ে আসা হল। বেলোরুশীয় পার্টিজান সদরদপ্তর

আমাদের সঙ্গে তাদের তৎপরতার সমন্বয় ঘটাল, পার্টিজান খণ্ডবাহিনীগুলি আর আমাদের ইউনিটগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হল। নাৎসিদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আর ঘাঁটিগুলির উপরে কোথায় কখন আঘাত হানতে হবে সে বিষয়ে আমরা পার্টিজানদের সুনির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দিলাম। বর্রুইস্ক — অসিপোভিচি — মিনস্ক, বারানভিচি — লুনিনেৎস ও অন্যান্য রেলপথে তারা ট্রেন উড়িয়ে দিতে লাগল। তাদের সমস্ত আঘাত চালানো হল আমাদের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে এবং সে সমস্তই ছিল আসন্ন তৎপরতার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য।

জুনের শেষাংশে রণাঙ্গনের সৈন্যরা আক্রমণের জন্য উদ্যত হয়ে রইল। আঘাত হানার উভয় ক্ষেত্রেই আমরা শত্রুর তুলনায় আমাদের যে শক্তিপ্রাবল্য গড়ে তুলেছিলাম তা ছিল জনবলের দিক থেকে তিন-চার গুণ, আর কামান ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে চার থেকে ছয় গুণ। আমাদের হাতে ছিল অনেকগুলি শক্তিশালী চলমান গ্রুপ, যারা শত্রু সৈন্যদের বেষ্টন করে ফেলতে সক্ষম, আর ২,০০০-এর বেশি বিমান আকাশ থেকে আমাদের আড়াল ও সমর্থন যোগাবে, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

উদ্যোগটা পুরোপুরি লাল ফৌজের হাতে থাকায় এবং সামগ্রিকভাবে রণাঙ্গনের তুলাদণ্ডে শক্তির সমভার থাকায়, আমরা এমন কি গৌণ ক্ষেত্রগুলির যথেষ্ট দুর্বল করেও আক্রমণের প্রধান দিকটায় বিপুল সৈন্যবল কেন্দ্রীভূত করার ঝুঁকি নিতে পারতাম।

আমাদের পক্ষে এটা ছিল প্রকাণ্ড একটা সুবিধার ব্যাপার।

মোটর পরিবহণ, কামান-ট্রাক্টর, স্বচালিত কামান ও সামগ্রিক চলনক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দেওয়া অন্যান্য সাজসরঞ্জামে সৈন্যরা ছিল সুসজ্জিত।

জয়লাভের জন্য যা কিছু দরকার, সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীকে সে সবই সরবরাহ করার জন্য দেশাভ্যন্তরস্থ রণাঙ্গন ভালোভাবেই কাজ করেছিল।

রণাঙ্গনের বাঁ অংশে, কোভেল ক্ষেত্রে পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে আমি বিভিন্ন সেনাবিভাগ ও কৃত্যক বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে সার্নিতে সহায়ক কম্যাণ্ড পোস্টে গেলাম। প্রধান কম্যাণ্ড পোস্ট যেখানে অবস্থিত সেই ওভরুচ থেকে আমরা গেলাম সাঁজোয়া ট্রেনে, কারণ জঙ্গলগুলো তখনও বান্দেরার ডাকাতদলে (১১০) আর অন্যান্য ফাশিস্ত প্রসাদভিক্ষুতে ভর্তি ছিল। পরে আমরা যাওয়া-আসা করেছি আমাদের অতুলনীয় উ-২ হেজহপারগুলিতে।

এখানে সামনের প্রথম ধাপটিতে অবস্থিত চারটি সেনাবাহিনী তাদের

প্রতিরক্ষাব্যবস্থা উন্নত করছিল, আসন্ন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করছিল তাদের সদরদপ্তরকে। লড়াইয়ে এই দলবিন্যাসগুলি যে ভূমিকা পালন করেছিল তা পরবর্তী কোনো এক পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হবে। তবে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা এখনই উল্লেখ করা দরকার। পোলিশ দেশপ্রেমিক ইউনিয়নের অনুরোধে পোলিশ স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়ে গঠিত পোলিশ ১ম সেনাবাহিনী কোভেল — লিউব্লিন ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আসছিল।

আমরা এতে উত্তেজিত বোধ করলাম, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের নতুন সহযোদ্ধাদের সঙ্গে দেখা করতে। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল জিগমুন্ড বেরলিং, রেখাপাত করার মতো গুরুগম্ভীর লোক, অত্যন্ত ঋজুদেহী। তাঁর চেহারা দেখেই বলে দেওয়া যেত যে তিনি একজন পোড়-খাওয়া সৈনিক, সেনাবাহিনীর কাজ জানেন, লড়াই দেখেছেন। বস্তুতপক্ষে, জেনারেল বেরলিং ছিলেন পোলিশ সেনাবাহিনীতে একজন নিয়মিত অফিসার। পোল্যান্ডে নাৎসি আক্রমণের সময়ে তিনি লড়াই করেছিলেন, এখন তিনি পোলিশ ইউনিটগুলিকে সঙ্গে নিয়ে লাল ফৌজের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জেনারেল বেরলিং তাঁর সৈন্যদলটির অবস্থা জানালেন, জোর দিয়ে বললেন যে তিনি আর তাঁর সাথীরা আশা করেন দ্বিতীয় ধাপে তাঁদের থাকাটা দীর্ঘকালীন হবে না। এটা আমার ভালো লাগল। সৈন্যদের দেখেও ভালো ধারণাই হল। মনে হল তারা লড়বার জন্য প্রস্তুত, যে শত্রু তাদের দেশকে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেছে তাদের সঙ্গে পাঞ্জা কষার জন্য তারা অধীর। অফিসার আর সৈনিকদের আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম যে লড়াইয়ে নিজেদের বীরত্বের কীর্তি স্থাপন করার প্রচুর সুযোগ তাঁরা পাবেন।

ভবিষ্যত পোলিশ সেনাবাহিনীর এই প্রথম বড় ধরনের দলটি সংগঠিত করা ও তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন এমন নেতৃস্থানীয় অন্য কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গেও দেখা হল আমাদের। পোলিশ ১ম সেনাবাহিনীর সামরিক পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন আলেক্সান্দর জাভাদ্স্কি — ইনি পুরনো পোলিশ বিপ্লবী, প্রাক্তন খনি-শ্রমিক, পোলিশ শ্রমিক পার্টির সদস্য, পোল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত মেহনতি মানুষের গভীর শ্রদ্ধার পাত্র এবং সৈন্যদের প্রীতিধন্য, প্রগাঢ় জ্ঞান, মন-কাড়া সারল্য আর ক্লান্তিহীন কর্মশক্তির অধিকারী। সামরিক পরিষদের আরেকজন সদস্য জেনারেল কারল স্ভেরচেভ্স্কি লাল ফৌজে প্রাইভেট সৈন্য থেকে জেনারেল

পদে উঠেছিলেন এবং প্রজাতন্ত্রী স্পেনে একটি আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব করেছিলেন। পরে জেনারেল স্ভেরচেভ্স্কি পোলিশ ২য় সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন।

নতুন পোল্যান্ডের সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম সংগঠকদের মধ্যে এ'দের নাম করাটাকে আমি আমার কমরেডসুলভ কর্তব্য বলে মনে করি: পোলিশ ১ম সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান ভ. কোরচিৎস, তৎপরতা বিভাগীয় প্রধান ভ. স্ত্রাজেভ্স্কি, এবং সেই সুসংবদ্ধ স্টাফের অফিসারবৃন্দ ইয়ারোশেভিচ, পল্তোরজিৎস্কি, বেভ্জুক, রদ্কেভিচ, কিনেভিচ, প্শুলকোভ্স্কি, ইয়ুর্জভিয়াক, গুশ্চা ও ভারিশাক।

আমাদের রণাঙ্গনের ডান অংশে ফিরে আসার আগে পোলিশ কমরেডদের সঙ্গে আমরা কয়েকদিন কাটালাম।

২৩ জুন রাতে জেনারেল তেলেগিন, কাজাকভ আর ওরিওলকে সঙ্গে নিয়ে আমি গেলাম ২৮তম সেনাবাহিনীতে। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক আ. আ. লুচিনস্কির পর্যবেক্ষণ চৌকি স্থাপন করা হয়েছিল একটা জঙ্গলের ভিতরে। উ'চু-উ'চু পাইন গাছের মাথাগুলির সমান সমান করে কাছেই একটা মঞ্চ খাড়া করা হয়েছিল। আমরা স্থির করলাম, এই ক্ষেত্রে লড়াইয়ের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করার পক্ষে এটাই সবচেয়ে ভালো জায়গা। ৩য় সেনাবাহিনীর নীপার সেতুমুখ থেকে একটি প্রধান আক্রমণের চিন্তা যিনি গোড়া থেকেই সমর্থন করেছিলেন, সেই গ. ক. জুকভ আমাদের সঙ্গত্যাগ করে সেখানে গেলেন। যাওয়ার আগে তিনি ঠাট্টা করে মন্তব্য করলেন যে জেনারেল গরবাতভ আর তিনি বেরেজিনার উপর দিয়ে ঝ'ুকে পড়ে হাত বাড়িয়ে দেবেন, জলা থেকে আমাদের টেনে তুলে বব্রুইস্কে রেখে দেবেন। আসলে কিন্তু হয়েছিল এর উল্টোটাই।

২৪ জুন তারিখে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের আক্রমণাভিযান শুরু হল আক্রমণের উভয় দিকে বোমারু বিমান হানা দিয়ে। দু ঘণ্টা ধরে কামানগুলো গোলাবর্ষণ করল শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহগুলির উপরে। ভোর ৬টায় ৩য় ও ৪৮তম সেনাবাহিনীর সৈন্যরা সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, এক ঘণ্টা পরে তাদের পিছনে পিছনে এল দক্ষিণের আক্রমণকারী সৈন্যদলের দুটি বাহিনীই। শুরু হল তুমুল লড়াই।

ওজেরানে, কস্তিয়াশেভো ক্ষেত্রে যুদ্ধরত ৩য় সেনাবাহিনী প্রথম দিন সাফল্য লাভ করল সামান্যই। শত্রুর পদাতিক ও প্যানজার বাহিনীর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের সামনে এই সেনাবাহিনীর দুটি পদাতিক কোর ওজেরানে,

ভোরিচেভ ক্ষেত্রে শুধু প্রথম সারি আর দ্বিতীয় সারির ট্রেঞ্চগুলি দখল করে নিতে সক্ষম হল, তার পরে বাধ্য হল মাথা গুঁজে থাকতে। ৪৮তম সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে আক্রমণাভিযানেও অসুবিধা দেখা দিল। দ্রুৎ নদীর বিস্তীর্ণ জলাময় উপত্যকা পদাতিক সৈনিকদের, বিশেষত ট্যাঙ্কের গতি ব্যাহত করল। সামনের সারির ট্রেঞ্চগুলি থেকে নাৎসিদের উৎখাত করতে আমাদের ইউনিটগুলিকে দু ঘণ্টা ধরে ঘোরতর লড়াই চালাতে হল, আর দুপুর বেলায় দ্বিতীয় সারিটা দখল করা গেল।

আক্রমণাভিযান সবচেয়ে সফল হল ৬৫তম সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রটিতে। দিনের প্রথমার্ধে বিমানের সমর্থন নিয়ে ১৮শ পদাতিক কোর শত্রুর ট্রেঞ্চগুলির পাঁচটি সারির সব কটিই ভেদ করে এগিয়ে গেল, এবং দুপুরের মধ্যে পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে পড়ে রাকোভিচি আর পেত্রোভিচির জোরালো ঘাঁটিগুলি দখল করে নিল। এর ফলে জেনারেল বাতভ সেই ফাটলের মধ্যে ম. ফ. পানভের ১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরকে নামিয়ে দিতে সক্ষম হলেন, এবং তারা দ্রুত জার্মানদের পারিচিস্থিত সৈন্যদলের পিছন দিকে চলে গেল। ইতিমধ্যে, ট্যাঙ্কগুলির সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে ৬৫তম সেনাবাহিনীর পদাতিক সৈন্যরা গ্রাচি, গোমজা, সেকিরিচি লাইনটা অধিকার করল।

২৮তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি শত্রুর প্রতিরোধ কাটিয়ে ব্রদৎসি, ওস্‌পিনো, রগ-এ এসে পৌঁছল।

এইভাবে, প্রথম দিন দক্ষিণের আক্রমণকারী সৈন্যদল ৩০ কিলোমিটার সম্মুখভাগ জুড়ে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করে পাঁচ থেকে দশ কিলোমিটার গভীরে ঢুকে পড়ল। ক্লিশেভিচি, রমানিশ্চে এলাকায় ট্যাঙ্কগুলো শত্রুব্যূহভেদকে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীরে প্রসারিত করল। এই অনুকূল পরিস্থিতিকে দ্বিতীয় দিন কাজে লাগানো হল জেনারেল ই. আ. প্লিয়েভের সম্মিলিত অশ্বারোহী ও মেকানাইজড সৈন্যদলকে ৬৫তম ও ২৮তম সেনাবাহিনীর সীমান্তে লড়াইয়ে নামিয়ে। এই সৈন্যদলটি গ্লুস্কের পশ্চিমে প্‌তিচ নদী পর্যন্ত এগিয়ে গেল, নানা জায়গায় নদী পারও হয়ে এল, যার ফলে শত্রু উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে পশ্চাদপসরণ শুরু করল।

এখন সময় এল সমস্ত সৈন্যবলকে বব্রুইস্কের দিকে দ্রুত অগ্রগতির পথে নামানোর।

২৪ জুন সন্ধ্যায় জুকভ আমায় টেলিফোন করলেন, এবং স্বভাবসিদ্ধ অকপটতায় আমাদের সাফল্যের জন্য আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন যে

এখন আমাদেরই বেরেজিনার দক্ষিণ তীর থেকে গরবাতভের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় দিনের শেষের দিকে জেনারেল বাতভ বব্রুইস্কের দক্ষিণ দিকে বেরেজিনায় এসে পৌঁছলেন, আর জেনারেল লুচিনস্কির সৈন্যরা প্তিচ নদী পেরিয়ে গ্লুস্ক দখল করে নিল। রণাঙ্গনের ডান অংশের দক্ষিণের সৈন্যদলটি এখন আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাওয়ার অবস্থায় এল।

রণাঙ্গনের উত্তর অংশে ২৪ জুন সারারাত ধরে লড়াই চলল অবিরাম। শত্রু বার বার পাল্টা আক্রমণ চালাল, তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমরা যে কীলকটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম সেটা উপড়ে নদীতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। সেটা করার ক্ষমতা অবশ্য তাদের হল না।

২৫ জুন সকালে, গোলন্দাজদের সংক্ষিপ্ত কিছুটা গোলাবর্ষণের পর ৩য় সেনাবাহিনী আবার আক্রমণাভিযান চালাল। মধ্যদিনে, শত্রুব্যূহভেদ ত্বরান্বিত করার জন্য জেনারেল গরবাতভ দুটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেডকে লড়াইয়ে নামালেন, আর ২৬ জুন ব. স. বাখারভের গোটা ৯ম ট্যাঙ্ক কোরকে দোবরিৎসা লাইন থেকে নামানো হল শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে অনেক গভীরে ঢুকে পড়ে স্তারিৎসা এলাকা দখল করা আর মগিলেভ — বব্রুইস্ক সড়ক বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্ব দিয়ে। ১৬শ বিমান বাহিনীকে উত্তরের সৈন্যদলটির আক্রমণাভিযানে সমর্থন যোগানোর আদেশ দিলাম আমি। শত্রু বেরেজিনায় হঠে যেতে শুরু করেছিল, তাদের উপরে বর্ষিত হল হাজার হাজার টন বোমা।

৯ম ট্যাঙ্ক কোর শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে ঢুকে পড়ে তিতোভকায় বেরেজিনার পূর্ব তীরে এসে পৌঁছল; ২৭ জুন সকালের মধ্যে এই কোর বব্রুইস্কের উত্তর-পূর্ব দিকে সমস্ত বড় সড়ক আর নদী-পারাপারের জায়গা দখল করে ফেলল। উত্তরের দলটির উভয় সেনাবাহিনীর পদাতিক ইউনিটগুলি উত্তর-পূর্ব দিক থেকে শত্রুর বব্রুইস্কস্থিত সৈন্যদলটিকে ঘিরে ধরে তাদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করল।

৬৫তম সেনাবাহিনীর ১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর এর মধ্যে পাঁচটি জার্মান ডিভিশনকে তাদের পশ্চিমাভিমুখী পশ্চাদপসরণের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বব্রুইস্কের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা ধাক্কা দিয়েছিল।

রণাঙ্গনের প্রধান সৈন্যবলের অসিপোভিচি, পুখোভিচি আর স্লুৎস্কের দিকে যত দূর সম্ভব এগিয়ে যাওয়া দরকার ছিল, বেষ্টিত শত্রু সৈন্যদের ছেঁকে তুলে খতম করাও দরকার ছিল আমাদের। বব্রুইস্কে এই কাজের ভার দেওয়া হল ৬৫তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির উপরে, এবং শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে — ৪৮তম সেনাবাহিনীর উপরে।

প্রায় ৪০,০০০ নাৎসি সৈন্য ২৫ কিলোমিটার ব্যাসের একটা জায়গায় বেষ্টিত হয়ে পড়েছিল। দক্ষিণে ও পশ্চিমে তাদের পশ্চাদপসরণের পথ আমরা বেশ কার্যকরভাবেই বন্ধ করে রেখেছিলাম, কিন্তু প্রথম দিন শুধু বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ট্যাঙ্ক ইউনিটই উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে বেষ্টিত শত্রুকে আটকে রেখেছিল। জার্মান ৯ম সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্বদায়ক জেনারেল একে কাজে লাগাতে মনস্থ করল, এবং ২৭ জুন তারিখে ৩৫তম সেনাবাহিনী কোরের অধিনায়ক, জেনারেল ফন লুট্‌সোভকে আদেশ দিল যেভাবেই হোক বেষ্টনী ভেদ করে হয় বব্রুইস্কের দিকে, না হয় উত্তরে পগোরেলোয়ের দিকে যেতে হবে ৪র্থ সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে। ফন লুট্‌সোভ তাঁর সমস্ত সামরিক সরবরাহ ধ্বংস করে উত্তর দিকে আঘাত হানতে মনস্থ করলেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা বানচাল করে দিল ১০৮তম পদাতিক ডিভিশন; জেনারেল বাখারভের ট্যাঙ্কগুলি মগিলেভে যাওয়ার সড়ক আগলে ছিল, তাদের সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনীর অধিনায়ক এই ডিভিশনটিকে পাঠিয়েছিলেন। ডান অংশে আমাদের সৈন্যরা স্‌ভিসলচের কাছে বেরেজিনায় পেঁছে গিয়েছিল।

২৭ জুন সন্ধ্যার দিকে বিস্ফোরণ আর অগ্নিকান্ড শুরু হল শত্রুর এলাকায়, নাৎসিরা ধ্বংস করে ফেলল কামান, ট্রাক্টর আর ট্যাঙ্ক, জ্বালিয়ে দিল মোটরগাড়ি, হত্যা করল গবাদি পশু, গ্রামগুলিকে মিশিয়ে দিল মাটির সঙ্গে। সুদক্ষ অফিসার আর সৈনিকদের নিয়ে গঠিত আগলে-রাখা সৈন্যদল প্রতিরোধ চালিয়ে গেল দুর্দমভাবে, এমন কি মাঝে মাঝে পাল্টা আক্রমণও করল। কিন্তু ৬৫তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির সহযোগিতায় জেনারেল গরবাতভ আর জেনারেল রমানেঙ্কোর সৈন্যরা বেষ্টনী-বলয়টিকে আঁটো করে ধরল।

তিতোভকার কাছে, বেষ্টনী ভেদ করে উত্তর দিকে চলে যাওয়ার মরীয়া চেষ্টায় শত্রু পনের বার পাল্টা আক্রমণ চালাল। ১০৮তম ডিভিশনের অধিনায়ক, জেনারেল প. আ. তেরেমভ সেই পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন এই বলে: 'প্রচন্ডতম আক্রমণ হল ৪৪৪তম ও ৪০৭তম রেজিমেন্টের অধিকৃত ক্ষেত্রটিতে। আমাদের গোলন্দাজ রেজিমেন্টের প্রধান সৈন্যবল এই ক্ষেত্রটিতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। বেশ জোরদার কামানের গোলাবর্ষণের সমর্থন নিয়ে শত্রুর প্রায় ২,০০০ অফিসার আর সৈনিক আমাদের অবস্থানগুলির উপরে আক্রমণ করল। আমাদের কামানগুলো ৭০০ মিটার পাল্লা থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করল, আর মেশিন-গানগুলো যোগ দিল ৪০০ মিটার থেকে। নাৎসিরা এগিয়ে আসতে লাগল। গোলা বিদীর্ণ হতে লাগল তাদের মধ্যে পড়ে, মেশিন-গানের গুলি তাদের কচুকাটা করে ফেলল। তবুও তারা এগিয়ে আসতে লাগল তাদেরই সৈন্যদের মৃতদেহ মাড়িয়ে। তারা আসতে লাগল অন্ধের মতো। সেটা ছিল উন্মাদের মতো আক্রমণ। পুরো ভয়ঙ্কর ছবিটা আমরা দেখেছিলাম। তাতে বীরত্বপূর্ণ কিছু ছিল না। মনে হচ্ছিল নাৎসিরা যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। সেই বিশাল জনরাশির চলাফেরার মধ্যে শত্রুর উপরে যে কোনো মূল্যে নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামী সৈনিকের চাইতে গাধার পালের মতো জেদটাই বেশি ছিল। যাই হোক, দৃশ্যটা ছিল দেখবার মতো।'

আমাদের বিমান দুবোভকা এলাকায় শত্রুর পদাতিক সৈন্য, ট্যাঙ্ক, কামান ও অন্যান্য সামরিক সাজসরঞ্জামের একটা বিরাট জমায়েত দেখতে পেল, তার উপরে আক্রমণ চালানোর আদেশ দেওয়া হল তাদের। এক ঘণ্টা ধরে ৫২৬টি বিমান শত্রুর উপরে বোমাবর্ষণ করে চলল। নাৎসিরা জঙ্গল থেকে ছুটে বেরিয়ে পরিষ্কার জায়গার এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগাল, অনেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বেরেজিনায়, কিন্তু পালাবার কোনো উপায় ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা এলাকাটা দেখাতে লাগল ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ আর দোমড়ানো-মোচড়ানো যন্ত্রে ছড়ানো বিশাল এক কবরখানার মতো।

দু দিনে শত্রুর ১০,০০০-এর বেশি লোক মারা গেল; আমরা ৬,০০০ জনকে বন্দী করলাম, দখল করলাম ৪৩২টি কামান, ২৫০ মর্টার আর ১,০০০-এর বেশি মেশিন-গান। বব্রুইস্কের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নাৎসি সৈন্যদলটির এই হল অন্তিম পরিণতি।

ইতিমধ্যে বব্রুইস্কের জন্য লড়াই চলতে থাকল; সেখানে ছিল ১০,০০০-এর মতো জার্মান সৈন্য আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইউনিটগুলির

বাদবাকি লোকেরা তখনও পূর্বদিক থেকে শহরের দিকে আসছিল। বব্রুইস্কের কমান্ডান্ট, জেনারেল হামান ইমারতগুলিতে অস্ত্র বসানোর ব্যবস্থা করে, রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে এবং পথের মোড়ে-মোড়ে জমিতে মজবুত করে ট্যাঙ্ক বসিয়ে একটা দৃঢ় সর্বাঙ্গীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করেছিলেন; শহরে ঢোকার সমস্ত পথে প্রচণ্ডভাবে মাইন পেতে রাখা হয়েছিল।

২৭ জুন বিকেলে ১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর আর ১০৫তম পদাতিক কোরের ইউনিটগুলি শহরে শত্রুকে আক্রমণ করল, কিন্তু কোনো সুবিধা করে উঠতে পারল না। লড়াই চলল সারা রাত ধরে এবং তার পরের দিনও। ২৮ জুন রাতে শত্রু তাদের সৈন্যদের একাংশকে সরিয়ে নিয়ে গেল শহরের কেন্দ্রে এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম মহল্লাগুলিতে পদাতিক সৈন্য আর গোলন্দাজদের এক বিরাট শক্তি সমবেত করল। কমান্ডান্ট স্থির করেছিলেন সেই রাতেই শহরটি ত্যাগ করে ব্যূহভেদ করে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে যাবেন।

আমাদের ৩৫৬তম পদাতিক ডিভিশনের অবস্থানগুলির উপরে কামান আর মর্টারের আক্রমণের পর ট্যাঙ্কগুলো এগিয়ে এল, সেগুলির পিছনে ছিল অফিসারদের আক্রমণকারী ব্যাটেলিয়ন আর পদাতিক সৈন্যদের সারি। আমাদের কামান আর মেশিন-গানের প্রবল অগ্নিবর্ষণ সত্ত্বেও অফিসার আর সৈন্যদের আক্রমণ এল ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো, তারা সবাই ছিল পানমত্ত। অন্ধকারে শুরু হল হাতাহাতি যুদ্ধ, এক ঘণ্টা ধরে ৩৫৬তম ডিভিশনের সৈন্যরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বীরোচিত লড়াই লড়ল। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে নাৎসিরা ৩৫৬তম ডিভিশনের প্রতিরক্ষাব্যূহগুলির মধ্যে কয়েক জায়গায় কীলক প্রবেশ করাতে সক্ষম হল।

ভোরবেলা গোলন্দাজদের সমর্থন নিয়ে ৪৮তম সেনাবাহিনীর অগ্রসর ডিটাচমেণ্টগুলি বেরেজিনা নদী পার হয়ে বব্রুইস্কের পূর্ব উপকণ্ঠে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল।

সকাল ৮টায় ৩৫৪তম পদাতিক ডিভিশনের রেজিমেণ্টগুলি রেল-স্টেশন দখল করে নিল। অবরুদ্ধ জার্মানরা বেষ্টনী ভেদ করে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাওয়ার একটা শেষ চেষ্টা করল, এবারেও আমাদের ৩৫৬তম ডিভিশনকে আক্রমণ করে। এই ডিভিশনের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে সফল হল তারা, ৪১তম প্যানজার কোরের অধিনায়ক, জেনারেল হফমেইস্টেরের নেতৃত্বে ৫,০০০ সৈন্য এই ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অবশ্য তারা পার পেল না,

শহরের উত্তর-পশ্চিমে যুদ্ধরত আমাদের সৈন্যরা পলায়মান শত্রুকে লড়াই করে ধ্বংস করল।

২৯ জুন তারিখে, ৪৮তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ৬৫তম সেনাবাহিনী বব্রুইস্কের মুক্তি সম্পূর্ণ করল।

এই তৎপরতার ফলে আমরা বেলোরুশীয় স্ফীত-অঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর শত্রুর এক শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে দিয়েছিলাম। আমাদের সৈন্যরা প্রায় ১১০ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি মিনস্ক আর বারানভিচির দিকে এগোতে পেরেছিলাম।

ছ দিনের লড়াইয়ে আমরা দখল অথবা ধ্বংস করেছিলাম ৩৬৬ ট্যাঙ্ক আর স্বচালিত কামান-বসানো গাড়ি এবং নানান শক্তির ২,৬৬৪ কামান। শত্রু রণক্ষেত্রে রেখে গিয়েছিল প্রায় ৫০,০০০ জন মৃত সৈন্যকে, আর বন্দী হয়েছিল ২০,০০০ জনের বেশি।

১ম র‍্যাংকের ক্যাপ্টেন ভ. ভ. গ্রিগোরিয়েভের অধিনায়কত্বাধীন নীপার ফ্লোটিলাও শত্রুর বব্রুইস্কস্থিত সৈন্যদলটিকে বেষ্টিত ও পরাজিত করার কাজে অংশগ্রহণ করেছিল। তার ১ম ব্রিগেডের জাহাজগুলি নদীপথে রণাঙ্গনের সামনের দিকে এগিয়ে এসে পারিচিতে সেতুর কাছে পৌঁছিয়ে শত্রুর নদী পারাপারে বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং বব্রুইস্কের কাছে চলে এসেছিল। তিন দিনে এই নৌবহর ৬৬,০০০ সৈন্যকে পার করে বেরেজিনার ডান তীরে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের হাতে বব্রুইস্কে, এবং সংলগ্ন রণাঙ্গনগুলির হাতে ভিতেবস্ক — ওরশা আর মগিলেভে শত্রু ছত্রভঙ্গ হওয়ায় নতুন আঘাতের পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হল।

২৮ জুন সাধারণ সদরদপ্তর প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনকে তার সৈন্যবলের কিছু অংশ নিয়ে মিনস্কের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিল, আর প্রধান সৈন্যবল শত্রুর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পশ্চাদপসরণের পথ রোধ করে, তার পরে তৃতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে শত্রুর মিনস্ক-স্থিত সৈন্যদলকে দ্রুত ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলল স্লুৎস্ক, বারানভিচির দিকে।

এই সমস্ত তৎপরতায় আমাদের চলমান সৈন্যদলগুলির অধিনায়করা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার পরিচয় দেন। ২ জুলাই জেনারেল পানভের ১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর মধ্যস্থলে জোরালো আঘাত হেনে জার্মান ১২শ ডিভিশনের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করল, তার পর ৮২তম ডিভিশনের পদাতিক

সৈন্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে পুখোভিচি এলাকা দখল করে নিল। জেনারেল প্লিয়েভের অশ্বারোহী ও মেকানাইজড গোষ্ঠীটি ইতিমধ্যে স্লুৎস্কে একটা হানা দিল। ২ জুলাই ভোরবেলায় এই গোষ্ঠী স্তলব্ৎসি, গোরদাজিয়া ও নেসভিজ দখল করে নিল, আর বারানভিচি, ব্রেস্ত্, লুনিনেৎসের দিকে শত্রুর মিনস্ক-স্থিত সৈন্যদলটির সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে দিল।

৩য় সেনাবাহিনীর ৮৫তম পদাতিক কোরের ইউনিটগুলি পোগস্ত, চের্ভেন লাইনে পৌঁছে দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সৈন্যদের সঙ্গে যুক্ত হল।

মিনস্কের দক্ষিণ দিকে ঘুরে যাওয়ার জন্য পাঠানো জেনারেল বাখারভের ট্যাঙ্ক কোর ২ জুলাই লিউবিয়াচের পথসন্ধি অধিকার করে স্লুৎস্ক — মিনস্ক সড়ক ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে চলতে থাকল। সেই দিনই তৃতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলি স্মোলেভিচি দখল করে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে মিনস্কের দিকে এগোতে লাগল, বেলোরুশিয়ার রাজধানীর পূর্ব দিকে শত্রুর ৪র্থ সেনাবাহিনীকে বেষ্টিত করার কাজ সম্পূর্ণ করল।

মগিলেভ — মিনস্ক বড় সড়ক আর তার দু-পাশের ছোটখাট পথ ধরে শত্রু তাড়াহুড়ো করে বিশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণ করছিল। পার্টিজানরা সেতু আর পারাপারের ব্যবস্থা উড়িয়ে দিয়েছিল বলে অনেক জায়গাতেই গাদাগাদি ভীড় জমে যাচ্ছিল। আমাদের বৈমানিকরা শত্রু সৈন্যের সারিগুলির উপরে ক্রমাগত বোমাবর্ষণ চালাতে লাগল।

৩ জুলাই শেষের দিকে তুমুল লড়াইয়ের পর বেলোরুশিয়ার রাজধানী শত্রুর কবল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হল।

মুক্তিদাতাদের চোখের সামনে দেখা দিল এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। মিনস্ক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সামান্য যে কটা বাড়ি টিকেছিল, সেগুলিতে মাইন লাগানো ছিল। কিন্তু আমাদের অগ্রগতির দ্রুততার দরুন সেগুলি সৌভাগ্যবশত রক্ষা পেল। উল্লেখযোগ্য, সরকারের ভবন আর বেলোরুশীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বাড়িটিকে সফলভাবে মাইনমুক্ত করা হল।

দখলদারির সময়ে এখানকার যে অধিবাসীরা বলতে গেলে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেছিল, আমাদের বীরদের তারা স্বাগত-সম্ভাষণ জানাল উৎসাহভরে; মিনস্কের মুক্তিকে অভিনন্দন জানাল গোটা জাতি।

মিনস্কে নাৎসি সৈন্যদের ছেঁকে তুলে খতম করার ভার দেওয়া হল

আমাদের কাছ থেকে গৃহীত ৩য় সেনাবাহিনীকে দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি-করা দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের উপরে।

প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের ডান অংশের সৈন্যরা পশ্চিম দিকে দ্রুত অগ্রগতি চালিয়ে গেল। ভিতেবস্ক, বব্রুইস্ক ও মিনস্কে শত্রুর পরাজয়ের ফলে জার্মান রণাঙ্গনে ৪০০ কিলোমিটারের একটা ফাটল দেখা দিল, নাৎসি কম্যান্ড সেটাকে ভরাট করতে পারল না। ৪ জুলাই সাধারণ সদরদপ্তর দাবি করল এই অনুকূল অবস্থাকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। আমরা স্থির করলাম শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন চালিয়ে গিয়ে সাধারণভাবে বারানভিচির দিকে ৪৮তম ও ৬৫তম সেনাবাহিনীর সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে শত্রুর বারানভিচি-স্থিত সৈন্যদলটিকে ঘিরে ফেলব তার পর সেটিকে নিশ্চিহ্ন করব। দুই পার্শ্বদেশে তৎপরতা চালিয়ে জেনারেল প্লিয়েভের চলমান সৈন্যদল আর জেনারেল ফিরসোভিচের মেকানাইজড কোর শত্রুকে পিষে ধরবে।

এর পরে দুটি বাহিনীই ব্রেস্তের দিকে দুটি সমান্তরাল বড় সড়ক ধরে (স্লনিম — প্রুজানি আর বারানভিচি — ব্রেস্ত্ সড়ক) এই সাফল্যটাকে বাড়িয়ে নিয়ে যাবে, উদ্দেশ্য থাকবে গভীরে পিষে ধরার একটা অভিযান চালানো এবং আমাদের বাঁ অংশের ইউনিটগুলির সঙ্গে একত্রে জার্মানদের পিনস্ক-স্থিত সৈন্যদলকে ঘিরে ফেলা।

৮ জুলাই বারানভিচি মুক্ত হল, এবং ১৬ তারিখের মধ্যে আমাদের সৈন্যদলগুলি পেঁছে গেল স্ভিসলচ, প্রুজানি লাইনে, ১২ দিনে এগিয়ে গেল ১৫০-১৭০ কিলোমিটার।

বারানভিচিতে এবং শারা নদীতে শত্রুর পরাজয় তাদের পিনস্ক-স্থিত সৈন্যদলকে বিপন্ন করে তুলেছিল, এই দলটি সরে যেতে শুরু করল। এতে প্রিপিয়াৎ নদীর উত্তর তীর ধরে জেনারেল প. আ. বেলভের ৬১তম সেনাবাহিনীর অগ্রগতি আরও ত্বরিত হল।

রণাঙ্গনের রণনৈতিক অবস্থান এখন উন্নত হয়ে উঠল অনেকখানি। বেলোরুশীয় তৎপরতার শুরুতে আমাদের পার্শ্বদেশস্থিত সৈন্যদলগুলিকে আলাদা করে রেখেছিল বিশাল বিশাল জলাভূমি। এখন পোলেসিয়ে অঞ্চল পড়ে রইল অনেক পিছনে, আমাদের মোট সম্মুখভাগটা সংকুচিত হয়ে আগেকার প্রায় অর্ধেকে এসে দাঁড়াল।

এবারে সময় এল আমাদের সৈন্যদের বাঁ অংশ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, সেখানে আমাদের ছিল পাঁচটি ফিল্ড বাহিনী, একটি বিমান বাহিনী, একটি

ট্যাঙ্ক বাহিনী আর দুটি অশ্বারোহী কোর।* জুলাই মাসের গোড়ার দিকেই ডান অংশ থেকে বাঁ অংশে রণাঙ্গনের শক্তিবৃদ্ধির উপায়গুলিকে স্থানান্তরিত করার জন্য পুনর্বিন্যাস ঘটানোর ব্যবস্থা শুরু করে দিলাম।

শত্রু আর জায়গাটা সম্পর্কে আমাদের কাছে যত তথ্য ছিল সব আমরা খতিয়ে দেখলাম। শত্রু সৈন্যের অবস্থান বা আচরণে সম্প্রতি কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় নি বটে, তা সত্ত্বেও অগ্রবর্তী ব্যাটেলিয়নগুলির সাহায্যে লড়াইয়ের মধ্যেই সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ চালিয়ে আক্রমণাভিযান শুরু করার ব্যবস্থা কিছুটা অস্বাভাবিক হলেও, আমরা গ্রহণ করলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল রণাঙ্গনের সামনের দিকে শুধু আড়াল যোগানোর সৈন্যদের রেখে দিয়ে শত্রু তাদের প্রধান সৈন্যবলকে আরও ভিতরের দিকের কোনো ব্যূহে সরিয়ে নিয়ে গেছে কি না সেটা দেখা। তাই যদি হয়, তা হলে প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহ চূর্ণ করার জন্য যে গোলাবারুদ দরকার সেটা অযথা অপচয় করা হবে।

এই রকম অস্বাভাবিকভাবে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করার চিন্তাটা স্থির করা হয়েছিল সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পপোভ, গুসেভ, চুইকভ আর কলপাকচির সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আলোচনা করে। চিন্তাটা ছিল এই যে লড়াইয়ের মধ্যে সন্ধানী-পর্যবেক্ষণের ফলে যদি প্রকাশ পায় যে প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয় নি, তা হলে আলাদা আলাদা কাজ নির্দিষ্ট করার জন্য না থেমে আমাদের সমস্ত সৈন্যবল আর সাজসরঞ্জামকে যুদ্ধে লাগানো হবে।

ব্যাটেলিয়নগুলি আক্রমণ শুরু করল ১৮ জুলাই। জেনারেলদের ছোট একটা দলের সঙ্গে আমি একটা অগ্রবর্তী পর্যবেক্ষণ চৌকিতে থাকলাম (রণাঙ্গনের প্রধান কম্যান্ড পোস্ট ছিল রাদোশিনে), সেখান থেকে রণক্ষেত্র ভালোভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। কামানের জোরালো গোলাবর্ষণের সমর্থন নিয়ে এবং সঙ্গে ট্যাঙ্ক নিয়ে ব্যাটেলিয়নগুলি দ্রুত এগিয়ে গেল শত্রুর

* এই সৈন্যদলগুলি ছিল: লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ভ. স. পপোভের ৭০তম সেনাবাহিনী, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ন. ই. গুসেভের ৪৭তম সেনাবাহিনী, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ভ. ই. চুইকভের ৮ম গার্ডস বাহিনী, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ভ. ইয়া. কলপাকচির ৬৯তম সেনাবাহিনী, কর্নেল-জেনারেল স. ই. বগদানভের ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনী, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ফ. প. পলিনিনের ৬ষ্ঠ বিমান বাহিনী, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ম. প. কনস্তান্তিনভের ৭ম গার্ডস অশ্বারোহী কোর, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ভ. ভ. ক্রিউকভের ২য় গার্ডস অশ্বারোহী কোর, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জিগমুন্ড বেরলিংয়ের পোলিশ ১ম সেনাবাহিনী।

অবস্থানের দিকে। কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চালিয়ে জার্মানরা তার জবাব দিল। আমাদের বিমানের ছোট ছোট দল আক্রমণ চালাল কামান আর মর্টারের অবস্থানগুলির উপরে। আকাশে তাদের মোকাবিলা করল শত্রুর জঙ্গী বিমানগুলি। ক্রমে ক্রমে শত্রু আরও বেশি কামান ব্যবহার করতে লাগল।

কোনো কোনো জায়গায় আমাদের পদাতিক সৈন্যরা ও আলাদা কিছু কিছু ট্যাঙ্ক ঝাঁপিয়ে পড়ল অগ্রবর্তী ট্রেঞ্চগুলির উপরে। লড়াইয়ের তীব্রতা বেড়ে উঠতে লাগল। সন্দেহের কোনো অবকাশ রইল না যে আমরা প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহেরই সম্মুখীন হয়েছি। আর অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না, তাই আমি আক্রমণাভিযানের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাই অনুসরণ করার আদেশ দিলাম সৈন্যদের।

জেনারেল কাজাকভ গোলন্দাজদের আদেশ দিলেন গোলাবর্ষণ চালাতে, সব ধরনের শক্তির কামানের নির্ঘোষে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল।

রণাঙ্গনের বাঁ অংশে আক্রমণাভিযানটা ছিল বব্রুইস্ক ক্ষেত্রে আরব্ধ তৎপরতারই অনুসৃতি। তার মানে অবশ্য এই নয় যে ডান অংশে যেখানে আমাদের সৈন্যরা এগিয়ে চলেছিল ব্রেস্ত্-এর সুরক্ষিত এলাকার দিকে সেখানে তৎপরতা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল। বরং, ব্রেস্ত্ রক্ষার জন্য শত্রুকে তাদের প্রধান সংরক্ষিত সৈন্যবলকে যুদ্ধে নামাতে বাধ্য করে তারা এখনকার নিয়ামক কোভেল ক্ষেত্রে যুদ্ধে লিপ্ত সৈন্যদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

৪৭তম, ৬৯তম ও ৮ম গার্ডস বাহিনীর উপরে দায়িত্ব ছিল, তারা কোভেলের পশ্চিমে শত্রুর রণাঙ্গনের সামনের দিকটা ভেদ করবে, তার পরে ট্যাঙ্ক আর অশ্বারোহী ইউনিটগুলির সহযোগিতায় সেদলেৎস ও লিউব্লিন আক্রমণাভিযান বাড়িয়ে তুলবে। ৬ষ্ঠ বিমান বাহিনী স্থলবাহিনীগুলিকে সমর্থন যুগিয়েছিল ১,৪৬৫টি বিমান নিয়ে।

১৮ জুলাই সকালে আমাদের ইউনিটগুলি ৩০ কিলোমিটার সম্মুখভাগ জুড়ে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করে ১৩ কিলোমিটার এগিয়ে গেল, আর ২০ জুলাই বাঁ পাশের আক্রমণকারী সৈন্যদলগুলি পশ্চিম বুগ্-এ এসে পেঁছিল, তিন জায়গায় সেখানটা পার হয়ে পোল্যান্ডে এসে ঢুকল।

আমাদের বাঁ দিকের প্রতিবেশী প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গন এক সপ্তাহ আগে যে আক্রমণাভিযান শুরু করেছিল তার সঙ্গে মিলে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের বাঁ অংশে জুলাই মাসের লড়াই সংলগ্ন দুই পার্শ্বদেশে দুটি রণাঙ্গনের একটা সুসমন্বিত অভিযানে পরিণত হল। আমাদের সাফল্য অনেকখানি সহজ হয়েছিল এই জন্য যে প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনের

আক্রমণাভিযান শত্রুকে লিউব্লিন ক্ষেত্রে সৈন্যদের শক্তিবৃদ্ধি করার সুযোগ দেয় নি; আবার প্রতিদানে, আমাদের লড়াই শত্রুকে প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনের বিরুদ্ধে সৈন্য স্থানান্তরিত করে নিয়ে যেতে দেয় নি। বেলোরুশীয় অভিযানের যুক্তিসংগত অনুসৃতি এই গোটা তৎপরতার পরিকল্পনা আগে থেকে করে রেখেছিল সাধারণ সদরদপ্তর।

পাঁচটি রণাঙ্গনকে জড়িত করে লাল ফৌজের জুলাই মাসের প্রকান্ড আক্রমণাভিযানের ফলে জার্মান সেনাবাহিনীর 'উত্তর' (১৬শ সেনাবাহিনী), 'কেন্দ্র' (৪র্থ, ৯ম ও ২য় ফিল্ড এবং ৩য় প্যানজার বাহিনী) এবং 'উত্তর ইউক্রেন' (৪র্থ ও ১ম প্যানজার বাহিনী আর হাঙ্গেরীয় ১ম সেনাবাহিনী) সৈন্যদলগুলি ছত্রভঙ্গ ও পর্যুদস্ত হয়ে গেল। শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহে ফাটল ধরল বিশাল এক সম্মুখভাগ জুড়ে।

অবশেষে সেই সময় এল, যখন যুদ্ধের শুরুতে লাল ফৌজ যে অভিজ্ঞতা ভোগ করেছিল, সে অভিজ্ঞতা ভোগ করতে শুরু করল যুদ্ধ যারা বাধিয়েছিল সেই শত্রুরাই। একটা তফাৎ যদিও ছিল, কারণ আমরা আমাদের দুর্যোগ-দুর্বিপাক সহ্য করেছিলাম এই কথা জেনে যে তার জন্য শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের আকস্মিকতা অনেকখানি দায়ী। আমরা জানতাম এই সব বিপর্যয় সাময়িক, তাই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফল — আমাদের জয় সম্পর্কে কখনোই আমরা বিশ্বাস হারাই নি। শত্রুর পরাজয়গুলি এসেছিল তাদের অর্জিত সমস্ত জয়গুলির পরে। যে যুদ্ধের আগুন তারা নিজেরাই জ্বালিয়েছিল সেই যুদ্ধের অল্পবিস্তর অনুকূল পরিণতি সম্পর্কেও তাদের আর কোনো আশা ছিল না। চূড়ান্ত হিসাবনিকাশ মেটানোর সময় এগিয়ে আসছিল অমোঘভাবে। নাৎসি কম্যান্ড বৃথাই তাদের সেনাপতিদের অদলবদল ঘটিয়ে গতির মোড় ফেরাবার চেষ্টা করছিল। গোয়েন্দা বিভাগের খবর থেকে আমরা জানতে পারলাম যে দুর্ভাগা ফিল্ড-মার্শাল বুশ্ সেনাবাহিনীর 'কেন্দ্র' সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব পরিত্যাগ করে তা ছেড়ে দিয়েছেন সেনাবাহিনীর 'উত্তর ইউক্রেন' সৈন্যদলের অধিনায়ক মোডেলের হাতে। আমাদের অফিসাররা মন্তব্য করলেন, 'মোডেল? মোডেলকেও আমরা এক হাত দেখে নিতে পারব।'

আমাদের রণাঙ্গনের ডান অংশটা ব্রেস্তে ঢোকার পথের স্‌ভিসলচ, প্রুজানি লাইনে পৌঁছে শত্রুর ব্রেস্ত্-স্থিত সৈন্যদলকে পিষে ধরার ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। এই কাজের ভার দেওয়া হল ৭০তম ও ২৮তম সেনাবাহিনীর উপরে।

৪৭তম সেনাবাহিনীকে আদেশ দেওয়া হল বুগ্ নদী পার হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে সেদলেৎসের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রতিরোধ চূর্ণ করতে এবং

সেদলেৎস, লুকুভ লাইনের পূর্ব দিকে রাখা জার্মানদের কোনো সৈন্যদল যাতে আবার ওয়ারশর দিকে সরে যেতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে। জেনারেল ক্রিউকভের ২য় গার্ডস অশ্বারোহী কোরও এই ক্ষেত্রটিতে লড়াই করছিল।

এই সেনাবাহিনীগুলির অগ্রগতি চুইকভ, বগদানভ, বেরলিং আর কলপাকচির নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীগুলির সাফল্য অর্জনে সাহায্য করেছিল, তাদের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীগুলি বুগ্ নদী পার হওয়ার পর ধেয়ে চলেছিল পশ্চিম দিকে। শত্রুর প্রতিরোধ চূর্ণ করে তারা হেল্ম আর ভ্লোদাওয়া নিয়ে নিয়েছিল, মুক্ত করেছিল অন্য অনেক জনবসতি।

২৩ জুলাই ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনী লিউব্লিনকে মুক্ত করল, এবং ২৫ তারিখ দেমব্লিনে ভিস্টুলা নদীতে এসে পেঁছিল। আহত স. ই. বগদানভের স্থান যিনি গ্রহণ করেছিলেন, সেই জেনারেল আ. ই. রাদজিয়েভস্কি (১১১) এখানে তাঁর ক্ষেত্রটিকে তুলে দিলেন ট্যাঙ্ক বাহিনীর পিছনে পিছনে এগিয়ে-আসা পোলিশ ১ম সেনাবাহিনীর হাতে। ট্যাঙ্ক-সৈনিকদের দেওয়া হল নতুন কাজের ভার — ভিস্টুলা নদীর ডান তীর ধরে উত্তর দিকে সবেগে এগিয়ে গিয়ে ওয়ারশর প্রাগা উপকণ্ঠ দখল করে নিয়ে ৪৭তম সেনাবাহিনী এসে পেঁছনো পর্যন্ত সেখানটাকে আগলে রাখতে হবে। পোলিশ ১ম সেনাবাহিনীকে দেমব্লিন ক্ষেত্রে ভিস্টুলা পার হয়ে পশ্চিম তীরে একটা সেতুমুখ স্থাপন করতে হবে।

২৮ জুলাই নাগাদ, শত্রুর দুর্দান্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ার পর ব্রেস্ত্, সেদলেৎস, ওৎভোৎস্ক লাইনে রণাঙ্গনের প্রধান সৈন্যবল তাদের সম্মুখভাগটাকে উত্তর দিকে মুখ করে রাখতে বাধ্য হল। এই ক্ষেত্রটিতে জার্মান কম্যাণ্ড বিপুল সৈন্যবল জড়ো করে রেখেছিল, স্পষ্টতই তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিস্টুলার পূর্ব দিকে একটা দক্ষিণাভিমুখী পাল্টা আঘাত হানবে যাতে আমাদের সেনাবাহিনীগুলি নদী পার হতে না পারে।

শত্রুর প্রধান সৈন্যদল কেন্দ্রীভূত ছিল ওয়ারশর পূর্ব দিকে, সুতরাং রণাঙ্গনের বাঁ অংশের ইউনিটগুলি ভিস্টুলার দিকে তাড়াতাড়ি এগোতে পারল। ২৭ জুলাই জেনারেল কলপাকচির ৬৯তম সেনাবাহিনী নদী তীরে এসে পেঁছিল, পুলাভাতে তা সোজাসুজি পার হয়ে ২৯ তারিখের মধ্যে পশ্চিম তীরে পা-রাখার মতো একটা জায়গা করে নিল। ৩১ জুলাই পোলিশ ১ম সেনাবাহিনী লড়াই করে নদী পেরোবার একটা অসফল চেষ্টা চালাল। অবশ্য, ইতিমধ্যে আমরা পশ্চিম তীরের জন্য লড়াইয়ে গোটা ৮ম গার্ডস বাহিনীকে নামাতে পেরেছিলাম, এবং ১ অগস্ট সকালে এই

বাহিনী পিলিৎসা নদীর মুখে মাগনুশেভের কাছে নদী পার হতে শুরু করল।

সেই দিনের মধ্যেই জেনারেল চুইকভের সৈন্যরা পশ্চিম তীরে একটা সেতুমুখ স্থাপন করল, যার বিস্তৃতি ১৫ কিলোমিটার আর গভীরতা ১০ কিলোমিটার। ৪ অগস্টের মধ্যে সেনাবাহিনী নদীর উপরে কয়েকটা ১৬-টনের বহনক্ষমতার ভাসমান সেতু আর একটি ৬০-টনী সেতু তৈরি করে ফেলেছিল। চুইকভ তাঁর ট্যাংকগুলি আর সমস্ত কামানকে সেতুমুখে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেগুলিকে ব্যবহার করলেন। ইঞ্জিনিয়াররা খুঁটির উপরে একটা কাঠের সেতু তৈরি করার কাজে মন দিল।

আমাদের রণাঙ্গনের কম্যান্ড পোস্ট সেনাবাহিনীর পিছনে এগিয়ে আসতে থাকল। সাধারণত রণাঙ্গনের সমস্ত সৈন্যবলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পরেই সেটা নতুন একটা জায়গায় সরিয়ে আনা হত।

এবারে সেটি স্থাপিত হল পশ্চিম বুগের পশ্চিম তীরবর্তী ছোট শহর ভ্লোদাভাতে, কিন্তু মালিনিন আর মাক্সিমেঙ্কো ইতিমধ্যেই পরের কম্যান্ড পোস্টটাকে সেদলেৎসের অদূরবর্তী কন্‌কোলেভিৎসা গ্রামে বসাবার তোড়জোড় করছিলেন, সেদলেৎসে তখনও লড়াই চলছিল।

আমরা রাতের অন্ধকারের আড়ালে সবে রাদোশিন থেকে বেরিয়ে পড়তে চলেছি, এমন সময় শত্রু বিমান হানা দিল। সৌভাগ্যবশত আহত হল না কেউ। এই ঘটনাটি আমি উল্লেখ করলাম এই বিষয়টার উপরে জোর দেওয়ার জন্য যে শত্রু বিমানের উপরে দায়িত্ব ছিল আমাদের সৈন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটগুলি কোথায় তা খুঁজে বার করে তার উপরে আক্রমণ চালানোর। - আমরাও এর জবাব দিয়েছিলাম, ১৬শ বিমান বাহিনীর বিমানগুলো যাতে শত্রুর অধিনায়কত্বদায়ক সংস্থাগুলির উপরে প্রচণ্ড আঘাত হানে সেই ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য জেনারেল রুদেঙ্কো যথাসাধ্য করেছিলেন। এবারে অবশ্য তাঁর বিমানগুলি ভিস্টুলা নদী পার হওয়ার জন্য আকাশ থেকে আড়াল যোগানোর কাজে ব্যস্ত ছিল।

আমাদের ডান দিকে দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সৈন্যরা বেলস্তোকের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল অতি ধীরে। তাদের সামনে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এক শত্রু সৈন্যদল। শত্রু তাদের আক্রমণ সহ্য করতে পারলেও, আমাদের ডান অংশের উপরে আঘাত করার ক্ষমতা ছিল না, আর এর জন্য একমাত্র কৃতিত্ব প্রাপ্য দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনেরই; এই সাহায্য আমরা ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম।

শত্রু যখন তাদের সামনের বিপদটা টের পেল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মাগনুশেভ সেতুমুখ দৃঢ়ভাবে আগলে ছিল ৮ম গার্ডস সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি, আর পুলাভার দক্ষিণের সেতুমুখটিও সমান দৃঢ়তার সঙ্গে দখল করে রেখেছিল ৬৯তম সেনাবাহিনী। আমাদের সেতুমুখগুলিকে আক্রমণ করার জন্য জার্মান কম্যান্ড ওয়ার্শর পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকের ক্ষেত্রগুলি থেকে সৈন্য স্থানান্তরিত করতে শুরু করল। আমাদের বীর সৈনিকরা প্রতিহত করল প্রচণ্ড আক্রমণগুলি।

গোয়েন্দা বিভাগ, বিমান ও রেডিওর সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া খবরে শত্রু সৈন্যের মাগনুশেভ সেতুমুখে দ্রুত স্থানান্তরণের কথা প্রতিপন্ন হল। চুইকভের গার্ডস সৈনিকদের সাহায্যের দরকার ছিল। আমাদের সহযোদ্ধা পোলদের কাছে আমরা আবেদন জানালাম। ভিস্টুলা তীরের ব্যূহটির ভার একটি অশ্বারোহী কোরের উপরে ছেড়ে দিয়ে জিগমুণ্ড বেরলিং চটপট তাঁর সৈন্যদের নিয়ে গেলেন সেতুমুখে. সেখানে গিয়ে তারা ৮ম গার্ডস বাহিনীর ডান পাশে আত্মরক্ষাত্মক অবস্থান গ্রহণ করল। সেই সঙ্গে. ২য় ট্যাংক বাহিনীর একটা ট্যাংক কোরকেও আমরা ওপারে পাঠিয়ে দিতে পারলাম।

ঠিক সময়মতোই আমরা ব্যবস্থা নিতে পেরেছিলাম। সেতুমুখের উপরে শত্রু ভয়ংকর এক আঘাত হানল। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা. দেখা গেল. অজেয়। বেশ কয়েক দিনের প্রচণ্ড আক্রমণে নাৎসিরা ফল পেল না কিছুই, বরং তাদেরই ক্ষয়ক্ষতি হল প্রচুর।

সেতুমুখ আর পারাপার ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে শত্রু নিযুক্ত করল তাদের সমস্ত বিমান। কিন্তু রুদেংকোর বিমান বাহিনী শত্রুর শত শত বোমারু বিমানের মোকাবিলা করার জন্য উড়ে এল। রণাঙ্গনের বিমানবিধ্বংসী কামানগুলিও পারাপার ব্যবস্থাগুলিকে রক্ষা করতে যথেষ্ট সাহায্য করল।

সোভিয়েত ও পোলিশ ইউনিটগুলির মৈত্রী বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে উঠল তুমুল লড়াইয়ের মধ্যে। পোলিশ ১ম সেনাবাহিনীর সৈনিকরা নাৎসি হানাদারদের বিরুদ্ধে সাহসিক লড়াই চালিয়ে যথার্থই মর্যাদা অর্জন করল।

ভিস্টুলা ও নারেভে এসে পেঁছনোর আগে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনকে দেড় মাস ধরে ক্রমাগত তুমুল আক্রমণাত্মক লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছিল. জনবল আর মালমশলা দুদিক দিয়েই বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার।

আমাদের সেনাবাহিনীগুলির প্রবল আঘাতে পশ্চাদপসরণরত শত্রু ধ্বংস

করে ফেলেছিল সেতু, রেলপথ আর রাস্তা, সেগুলিকে আবার আগেকার অবস্থায় আনতে সময় লেগেছিল।

আমাদের সরবরাহ ব্যবস্থা ছড়িয়ে ছিল শত শত কিলোমিটার জুড়ে, আমাদের সফল অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রয়োজনমতো সব কিছু তা যোগাতে পারে নি। তাই আমাদের সৈন্যদের পুনর্বিন্যস্ত হওয়ার একটা সুযোগ দেওয়া এবং আসন্ন নিয়ামক তৎপরতাগুলির জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় এখন দেওয়া দরকার।

সাধারণ সদরদপ্তরের সামগ্রিক নির্দেশনায় আমাদের রণাঙ্গনগুলি চমৎকারভাবে যে বেলোরুশীয় অভিযান সম্পন্ন করেছিল, এখন আমরা গভীর সন্তোষের সঙ্গে সেই কথা স্মরণ করতে পারি। এর ফলে শত্রুর সেনাবাহিনীর 'কেন্দ্র' সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ ও উৎখাত হয়েছিল, সেনাবাহিনীর 'উত্তর ইউক্রেন' সৈন্যদল বড় ধরনের পরাজয় ভোগ করেছিল, এবং মুক্ত হয়েছিল বেলোরুশিয়া, লিথুয়ানিয়ার একটা বড় অংশ আর ভিস্টুলার পূর্ব দিকে পোল্যাণ্ডের অনেকগুলি এলাকা। নেমান ও নারেভ নদী পেরিয়ে সোভিয়েত সৈন্যরা এসে পেঁছেছিল পূর্ব প্রাশিয়ার সীমান্তে। নাৎসিদের এই পরাজয় ছিল বিপুল, আর প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের অবদান তাতে কোনো অংশেই কম নয়।

আমি মনে করি, বেলোরুশীয় তৎপরতার সাফল্য ঘটেছিল অনেকাংশে সাধারণ সদরদপ্তরের সঠিক সময় বাছার দরুনই। রণনৈতিক উদ্যোগ তখন পুরোপুরি নিজের হাতে থাকায় সোভিয়েত কম্যাণ্ড সেনাবাহিনীর চারটি দলের সমন্বয় সুনিশ্চিত করে এই তৎপরতা প্রস্তুত করতে পেরেছিল পুঙখানুপুঙখভাবে।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণের বীরোচিত প্রচেষ্টার কল্যাণে রণাঙ্গন গোটা অভিযানের সময়টায় পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত সাজসরঞ্জাম পেয়েছিল।

সাধারণ সদরদপ্তরের নির্দেশগুলিকে কাজে পরিণত করার জন্য রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড আর সদরদপ্তর বিভিন্ন সেনাদল ও কৃত্যক বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের অংশগ্রহণে তৎপরতার বিশদ পরিকল্পনা রচনা করেছিল, স্থির করেছিল আক্রমণের প্রধান প্রধান অঞ্চল, সুনির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দিয়েছিল প্রতিটি দলকে।

জঙ্গলাকীর্ণ, জলাময় এলাকাটা সৈন্যদের গতিবিধির পক্ষে প্রচণ্ড অন্তরায়

হয়েছিল, অভিযানের জন্য তাই দরকার হয়েছিল প্রচুর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজকর্ম ও যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের কাজ।

সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ বিভাগ রণাঙ্গনের যা কিছু দরকার সে সবই যথাসময়ে এনে দিতে পেরেছিল, সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল সামরিক সাজসরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আর খাদ্যের অত্যাবশ্যক মজুত। আক্রমণাভিযান চলাকালীন, বিশেষত প্রারম্ভিক পর্যায়গুলিতে, মাল সরবরাহে কোনো ছেদও পড়ে নি।

গোটা তৎপরতার সময়ে রণাঙ্গনের সদরদপ্তর আর সেনাবাহিনী ও ইউনিটগুলির অধিনায়করা ভালোভাবে সংযোগ রক্ষা করেছিলেন, কাজ করেছিলেন ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রক্ষা করে।

বড় ধরনের কৌশলগত ব্যাপারে সেনাবাহিনীর অধিনায়করা অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, বড় বড় শত্রু সৈন্যদলকে ঘিরে ফেলার কাজে বেষ্টন ও সাঁড়াশি অভিযানের কৌশল ব্যবহার করেছিলেন ব্যাপকভাবে।

আগেকার লড়াইয়ে পোড়-খাওয়া সর্ব স্তরের অধিনায়করাই তাঁদের সৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিরাট যোগ্যতার সঙ্গে।

অভিযানের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়েছিল আমাদের সৈনিকদের দক্ষতা, সাহস, সহ্যশক্তি আর বীরত্বের জন্য। তারা ছিল দুঃসাহসী ও অদম্য, শত্রুর অগ্নিবর্ষণ, কিংবা জলাভূমি আর অসংখ্য নদী ও স্রোতস্বিনী তাদের দমাতে পারে নি। স্যাপার ও ইঞ্জিনিয়াররা কঠিন অবস্থায় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাজ করেছিলেন।

রাজনৈতিক বিভাগগুলি এবং পার্টি ও কমসোমল সংগঠনগুলি কমিউনিস্ট আর কমসোমল সদস্যদের একত্রে দৃঢ়সংবদ্ধ করেছিল, সামগ্রিকভাবে সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করেছিল সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে।

এ কথা আমাকে বলতেই হবে যে গোটা বেলোরুশীয় অভিযানের সময়টায় সাধারণ সদরদপ্তর আমাদের প্রস্তাব-পরামর্শ আর অনুরোধের প্রতি খুবই মনোযোগী ছিল, সমর্থন করেছিল আমাদের প্রতিটি উপযোগী উদ্যোগকে। এ সমস্ত কিছুই তৎপরতার সাফল্যে সাহায্য করেছিল।

ওয়ারশ

পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বহুবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলাম আমরা। ভিস্টুলা নদী পর্যন্ত প্রসারিত মুক্তাঞ্চলে ছিল অনেকগুলি সশস্ত্র পোলিশ দল যারা দখলদার সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল: গ্ভার্দিয়া লুদোভা (১১২), আর্মিয়া লুদোভা (১১৩), আর্মিয়া ক্রায়োভা (১১৪), বাতালিয়োনি খ্লোপ্স্কি (১১৫)। এছাড়াও ছিল শত্রু-অধিকৃত এলাকায় আটকে-পড়া বা নিয়ে-আসা সোভিয়েত অফিসারদের নেতৃত্বাধীন মিশ্র পার্টিজান দলগুলি। বিভিন্ন দলের মধ্যে ছিল অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে একত্র-হওয়া সম্ভাব্য সব রকম রাজনৈতিক দলমতের লোক।

এখন আমাদের সৈন্যরা এসে পড়ায় তারা একসঙ্গে মিশে একটা বলিষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পেল।

পোলিশ অসামরিক জনসাধারণ লাল ফৌজকে অত্যন্ত আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল। তারা স্পষ্টতই আমাদের দেখে আনন্দিত হয়েছিল এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাৎসি হানাদারদের উৎখাতে সাহায্য করতে তাদের যথাসাধ্য তারা করল। এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে পোলিশ ১ম সেনাবাহিনী দ্রুত দলভারী হতে লাগল স্থানীয় জনসাধারণের মধ্য থেকে আসা স্বেচ্ছাব্রতীদের দিয়ে। গ্ভার্দিয়া লুদোভা, আর্মিয়া লুদোভা ও অন্যান্য প্রতিরোধ বাহিনী তার সঙ্গে যোগ দিল। দূরে সরে রইল শুধু আর্মিয়া ক্রায়োভা। এই সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতাটা প্রীতিকর হয় নি। আর্মিয়া ক্রায়োভার ৭ম ডিভিশন নামে নিজেদের অভিহিত করছে এমন একটা পোলিশ সৈন্যদল লিউব্লিনের উত্তরের জঙ্গলগুলি অধিকার করে আছে, এই খবর পেয়ে আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য কয়েকজন স্টাফ সংযোগকারী অফিসারকে পাঠানোর

সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পোলিশ উর্দি পরিহিত আর্মিয়া ক্রায়োভার অফিসাররা আলোচনায় নিজেদের আলাদা রাখার ভাব দেখালেন এবং নাৎসিদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত তৎপরতার জন্য আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করলেন যে আর্মিয়া ক্রায়োভা শুধু লন্ডন-স্থিত পোলিশ সরকার আর তার দূতদের কাছ থেকেই আদেশ গ্রহণ করে থাকে। আমাদের প্রতি তাঁদের মনোভাব তাঁরা বর্ণনা করলেন এই বলে, 'লাল ফৌজের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র ব্যবহার করব না, তবে আমরা কোনো যোগাযোগ রাখতে চাই না।' গোলমেলে অবস্থা, বলাই বাহুল্য।

ইতিমধ্যে লিউব্লিনের পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটি জনগণের সরকারের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব হিসেবে নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করল, আর সেই সঙ্গে নিল এই ধরনের সমস্ত গোলমেলে সামলানোর দায়িত্ব।

পোলিশ সরকারের আমন্ত্রণে আমি লিউব্লিন গেলাম, সেখানে নতুন সরকারের বেশির ভাগ সদস্যের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হল। তাঁরা সবাই ছিলেন দেশপ্রেমিক, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদী বিপ্লবীও। তাঁরা গুরুভার কাঁধে নিলেও আশাবাদী ছিলেন, তাঁদের মেজাজ ছিল প্রাণবন্ত। পোলিশ ১ম সেনাবাহিনীর একটি কুচকাওয়াজ আর লিউব্লিনের শ্রমজীবী জনগণের একটি মিছিল আমি দেখলাম। সেই সময় থেকেই আমরা পোলিশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ বজায় রেখেছি।

২ অগস্ট আমাদের গোপন সংবাদ সংগ্রহ সংস্থাগুলি খবর পেল যে ওয়ারশয় নাৎসি দখলদারির বিরুদ্ধে একটা অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়ে গেছে। খবরটায় চমকিত হয়ে রণাঙ্গনের সদরদপ্তর অভ্যুত্থানের পরিসর আর চরিত্র বোঝার জন্য আরও খবর জোগাড় করার চেষ্টা করতে লাগল। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক ছিল যে আমরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম, প্রথমে ভেবেছিলাম যে জার্মানরাই গুজবটা ছড়িয়ে থাকতে পারে, যদিও তার উদ্দেশ্যটা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, অভ্যুত্থানের সময়টা ছিল সেই পরিস্থিতিতে যতদূর সম্ভব খারাপ হতে পারে ততদূর খারাপ। যেন তার নেতারা ইচ্ছা করেই এমন একটা সময় বেছে নিয়েছিলেন যাতে পরাজয় অবধারিত। এই চিন্তাগুলি স্বতই মাথায় এল। সেই সময়ে আমাদের ৪৮তম ও ৬৫তম সেনাবাহিনী ওয়ারশর একশো কিলোমিটারেরও বেশি পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে লড়াই করছিল। দুটি সেনাবাহিনীকে সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবলের মধ্যে নিয়ে নেওয়ার ফলে আমাদের ডান অংশটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, অথচ তখনও আমাদের প্রবল প্রতিরোধ কাটিয়ে নারেভে

পৌঁছে তার পশ্চিম তীরে পা রাখার মতো একটা জায়গা করে নেওয়া বাকি। ৭০তম সেনাবাহিনী সবে ব্রেস্ত্ দখল করেছে, সেই অঞ্চলে সেই বাহিনী ছেঁকে তুলে শত্রু সৈন্য খতম করার কাজে লিপ্ত। ৪৭তম সেনাবাহিনী লড়ছিল সেদলেৎসে, তার রণাঙ্গনের সামনের দিকটা ছিল উত্তরে মুখ করে। ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনী আটকে পড়েছিল ভিস্টুলার পূর্ব তীরে ওয়ার্শের উপকণ্ঠ প্রাগায়, জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করছিল। পোলিশ ১ম সেনাবাহিনী, ৮ম গার্ডস ও ৬৯তম সেনাবাহিনী ওয়ার্শের দক্ষিণে মাগনুশেভ ও পুলাভায় ভিস্টুলা পার হয়ে এসে পশ্চিম তীরে সেতুমুখগুলিকে প্রসারিত করছিল: এটাই ছিল আমাদের বাঁ অংশের প্রধান কাজ, এ কাজ ছিল তাদের সাধ্যায়ত্ত এবং তা সম্পন্ন করা ছিল তাদের কর্তব্য।

অভ্যুত্থান যখন শুরু হয় তখন এই ছিল আমাদের সৈন্যদলগুলির অবস্থা।

পশ্চিমি পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু ছিদ্রান্বেষী সমালোচক এক সময়ে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনকে, এবং অবশ্যই তার কম্যান্ডার হিসেবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে ওয়ার্শের অভ্যুত্থানীদের আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই সমর্থন দিতে ব্যর্থ হয়েছি এবং তার দ্বারা তাদের ঠেলে দিয়েছি মৃত্যু আর বিনাশের দিকে।

পরিসরে আর গভীরতায় বেলোরুশীয় যুদ্ধাভিযানটা ছিল অতুলনীয়। রণাঙ্গনের ডান অংশে অগ্রগতি হয়েছিল ৬০০ কিলোমিটারের বেশি। সারা পথটা লড়াই করতে আমাদের সৈন্যরা সাধারণ সদরদপ্তরের নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিল। ওয়ার্শ মুক্ত করা যেত একটা নতুন বড় ধরনের আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালিয়েই — যেটা পরে করা হয়েছিল। অগস্ট ১৯৪৪-এ এমন কি একটা বড় সেতুমুখ হিসেবেও ওয়ার্শ দখল করার জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হত।

আসল ব্যাপারটা এই যে ওয়ার্শের জনগণকে যারা অভ্যুত্থান ঘটানোর উস্কানি দিয়েছিল, এগিয়ে আসা সোভিয়েত ও পোলিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মেলানোর কোনো অভিপ্রায়ই তাদের ছিল না। বরং তারা এতে ভীত ছিল। তাদের মাথায় ছিল অন্য সব চিন্তা। তাদের কাছে অভ্যুত্থানটা ছিল একটা রাজনৈতিক চাল, তার উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ফৌজ ঢোকার আগেই পোল্যান্ডের রাজধানীতে ক্ষমতো দখল করা। এটাই ছিল লণ্ডন-স্থিত লোকজনের কাছ থেকে তাদের প্রতি আদেশ।

আমাদের রণাঙ্গনের সৈন্যরা তাদের চলার পথে শত্রুর তোলা সমস্ত বাধা

ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জোর কদমে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের কাজ সুসম্পন্ন করেছিল তো বটেই, বরং তার চাইতেও বেশি কিছু করেছিল নতুন একটা তৎপরতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে পা রাখার মতো জায়গা দখল করে। কিন্তু সে তৎপরতা আরম্ভ করার জন্য সময় দরকার ছিল।

সত্যিই, ওয়ার্শ ছিল কাছেই, আমরা তুমুল লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলাম প্রাগায় ঢোকার পথে। কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য দরকার হচ্ছিল প্রচণ্ড প্রচেষ্টা।

একটা লম্বা কারখানার চিমনির উপরে একটা পর্যবেক্ষণ চৌকি থেকে একদল অফিসারের সঙ্গে আমি ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনীর তৎপরতা লক্ষ করেছিলাম। আমরা ওয়ার্শ দেখতে পাচ্ছিলাম। শহরের উপরে জমে ছিল ধোঁয়ার একটা পর্দা, বোমা আর গোলার আগুনের ঝলকের মধ্যে পুড়ছিল ঘরবাড়ি। স্পষ্টতই শহরে ঘোরতর লড়াই চলছিল।

কিন্তু তখনও পর্যন্ত অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে কোনোই যোগাযোগ হয় নি, যদিও আমাদের গুপ্তচর সংস্থাগুলি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সব রকম চেষ্টাই করেছিল।

লিউব্লিন থেকে আসা পোলিশ কমরেডরা ওয়ার্শর ঘটনাবলীর জট-ছাড়ানোর ব্যাপারে অনেক সাহায্য করলেন। অচিরেই আমরা জানতে পারলাম যে অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছিল আর্মিয়া ক্রায়োভার একদল অফিসার এবং তা শুরু করা হয়েছিল ১ অগস্ট, লণ্ডন-স্থিত পোলিশ দেশান্তরী সরকারের কাছ থেকে সংকেত পেয়ে। অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল বুর-কমরোভস্কি ও তাঁর সহকারী, ওয়ার্শ সামরিক জেলার অধিনায়ক জেনারেল মন্তের। আর্মিয়া ক্রায়োভা একটা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিল, তার ইউনিটগুলিই ছিল সংখ্যাগতভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে ভালোভাবে সশস্ত্র এবং সংগঠিত। ওয়ার্শর সমস্ত দেশপ্রেমিক অধিবাসী, নাৎসি হানাদারদের প্রতি ঘৃণায় যারা ছটফট করছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অত্যাচারীদের বিতাড়িত করার জন্য ব্যগ্র ছিল, তারা এই অভ্যুত্থানে যোগ দিয়েছিল। অস্ত্র হাতে নিয়ে ওয়ার্শর জনগণ চেষ্টা করেছিল শত্রুকে চূর্ণ করতে। সেটাই ছিল তাদের একমাত্র চিন্তা।

পোলিশ কমরেডদের কাছ থেকে এবং রণাঙ্গনের সদরদপ্তরে যেটুকু খবর পৌঁছেছিল তা থেকে যেটুকু আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলাম তা থেকে এই সিদ্ধান্তটাই টানা যায় যে অভ্যুত্থানের নেতারা যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন যাতে লাল ফৌজের সঙ্গে অভ্যুত্থানকারীদের কোনোরকম সংযোগ না ঘটতে পারে। কিন্তু, যতই সময় যেতে লাগল, লোকে বুঝতে শুরু করল

যে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। ওয়ার্‌শয় পরিস্থিতির অবনতি ঘটল, অভ্যুত্থানীদের মধ্যে বাধল বিবাদ-বিসংবাদ, শুধু তখনই আর্মিয়া ক্রায়োভার নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত কম্যান্ডের কাছে আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিল — লন্ডন মারফৎ।

জেনারেল স্টাফ প্রধান আ. ই. আন্তনভ অনুরোধ-বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের আর অভ্যুত্থানীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তার পরে দ্বিতীয় দিনে, ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে, বি. বি. সি. জেনারেল বুর-কমরোভস্কির কাছ থেকে এই মর্মে একটি খবর প্রচার করল যে অভ্যুত্থানীদের কাজকর্মের সমন্বয়সাধন করা হচ্ছে রকস্‌সভস্কির সদরদপ্তরের সঙ্গে এবং সোভিয়েত বিমানগুলি থেকে তাদের জন্য ক্রমাগত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আর খাদ্য ফেলা হচ্ছে।

প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের কম্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আদৌ কোনো অসুবিধা ছিল না। দরকার ছিল শুধু ইচ্ছার। কিন্তু অভ্যুত্থানীদের বিমান থেকে জিনিসপত্র সরবরাহ করে সাহায্য করার জন্য ব্রিটিশদের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরেই বুর-কমরোভস্কি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে মনস্থ করেছিলেন। এক দিন 'মুস্‌টাং' জঙ্গী বিমানের প্রহরায় ৮০টি 'ফ্লাইং ফোর্টরেস' ওয়ার্‌শর আকাশে আবির্ভূত হল। সেগুলি ঝাঁক বেধে ৪,৫০০ মিটার উচ্চতায় উড়ে যেতে যেতে তাদের মালপত্রের বোঝা নিচে ফেলে দিল। স্বভাবতই, এত উঁচু থেকে ফেলা মালপত্র ছড়িয়ে পড়ল অনেকটা এলাকা জুড়ে, অভ্যুত্থানীদের হাতে গিয়ে পৌঁছল না। জার্মান বিমান বিধ্বংসী কামান দুটি বিমানকে ভূপাতিত করল। তার পরে মিত্রপক্ষ আর কোনো চেষ্টা করে নি।

এই সব কথা বলতে গিয়ে আমাকে কিছুটা পরের কথা বলতে হচ্ছে। ওয়ার্‌শর ঘটনাবলীতে আবার ফিরে আসার সুযোগ পাব। এখন আমি আমাদের সৈন্যরা যে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল সেই প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই।

প্রাগা আর সেদলেৎসের মাঝামাঝি আমাদের অবস্থানে একটা দুর্বল জায়গা লক্ষ্য করতে পেরে শত্রু সেখান থেকে পোলিশ রাজধানীর দক্ষিণে ভিস্টুলা পেরিয়ে আসা সৈন্যদের পার্শ্বদেশে ও পশ্চাদ্ভাগে আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রাগা এলাকায় পূর্ব তীরে শত্রু কেন্দ্রীভূত করেছিল বেশ কয়েকটি ডিভিশনকে, বিশেষ করে ৪র্থ প্যানজার, ১ম 'হেরমান গোয়েরিং' প্যানজার, ১৯শ প্যানজার ও ৭৩তম পদাতিক ডিভিশনকে। ২ অগস্ট জার্মানরা পাল্টা আক্রমণ করল, কিন্তু প্রাগায় ঢোকার পথে তাদের

মোকাবিলা করল দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে আসা আমাদের ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনীর ইউনিটগুলি। চলল তুমুল মুখোমুখি লড়াই। শক্তিশালী ওয়ারশ প্রতিরক্ষা এলাকা পিছনে থাকায় জার্মান সৈন্যরা ছিল অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থায়।

পরিস্থিতিটা এমনই ছিল যেখানে ওয়ারশর অভ্যুত্থানীরা ভিস্টুলার উপরকার সেতুগুলি দখল করে পশ্চাদ্ভাগে নাৎসিদের আক্রমণ করে প্রাগা অধিকার করার চেষ্টা করতে পারত। আমাদের ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনীর তা হলে সাহায্য হত অনেকখানি, এবং তা হলে ঘটনার গতি কোন ধারায় বইত তাই বা কে জানে। কিন্তু, ওয়ারশয় যার তিনজন প্রতিনিধি ছিল সেই লন্ডন-স্থিত পোলিশ সরকারের পরিকল্পনা আর জেনারেল বুর-কমরোভস্কি ও মন্তেরের পরিকল্পনা ছিল তার উল্টো। তাঁরা অশুভ কাজটি সেরে সরে পড়েছিলেন, এই জুয়াখেলায় যে জনগণকে তাঁরা প্ররোচিত করেছিলেন তাদের ফেলে রেখে গিয়েছিলেন তার দাম দেওয়ার জন্য।

বগদানভ আহত হওয়ার পর ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনীর অধিনায়কত্ব করছিলেন স্টাফ প্রধান, যোগ্য ও কর্মতৎপর জেনারেল রাদজিয়েভস্কি; এই বাহিনী ৪৭তম সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় প্রাগা এলাকা থেকে শত্রুর আঘাত প্রতিহত করে চলছিল; ৪৭তম সেনাবাহিনী এর মধ্যে সেদলেৎস মুক্ত করে শত্রুকে সেই শহর থেকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল উত্তর-পশ্চিম দিকে। প্রাগা এলাকায় দেখা দিয়েছিল অসুবিধাজনক পরিস্থিতি; দুটি সেনাবাহিনীর সৈন্যরা উত্তর-মুখো একটা রণাঙ্গন বরাবর ফাঁক-ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাদের সর্বশেষ সংরক্ষিত সৈন্যবলকেও নামানো হয়েছিল যুদ্ধে, রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবলও নিঃশেষে ব্যবহৃত হয়েছিল। তাই দরকার ছিল ব্রেস্ত্ থেকে ৭০তম সেনাবাহিনীর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং জেনারেল বাতভ আর রমানেঙ্কোর সেনাবাহিনী দুটিকে বেলোভেজা অরণ্য থেকে বার করে আনা।

আমাদের ডান দিকে দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গন কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল, আর ৬৫তম সেনাবাহিনী শত্রুর উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন না-হওয়ায় তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়েছিল বেলোভেজা অরণ্যে — সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তারা একটা ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল, দু দিক থেকে আক্রান্ত হয়েছিল দুটি প্যানজার ডিভিশনের ইউনিটগুলির হাতে। এই ইউনিটগুলি সেনাবাহিনীর একেবারে মধ্য দিয়ে যেন স্টিমরোলার চালিয়ে তাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছিল এবং অধিনায়ক বেশ কিছুক্ষণের জন্য বেশির

ভাগ সৈন্যদলগুলি থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এমন অবস্থাও হয়েছিল যখন আমাদের ইউনিটগুলি জার্মানদের সঙ্গে এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে নিয়েছিল যে মিত্র সৈন্যরাই বা কোথায় আর শত্রু সৈন্যরাই বা কোথায় তা বলা মুশকিল ছিল। লড়াই চলছিল অসংখ্য ছোট ছোট জায়গায়।

আমার মনে পড়ে গেল ১৯১৪ সালের শেষ দিকে লোদ্‌জ — ব্র্‌জেজিনি এলাকায় একটা যুদ্ধের কথা, সেই সময়ে বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে-আসা বেষ্টিত একটা জার্মান কোর অনেকগুলি রুশ ইউনিটকে ঘিরে ফেলেছিল। ৫ম অশ্বারোহী ডিভিশনের ৫ম কারগোপোল ড্র্যাগুন রেজিমেণ্টে কাজ করার সময়ে আমি যে জট-পাকানো অবস্থা দেখেছিলাম তা অবিশ্বাস্য।

এই তালগোল-পাকানো অবস্থায় ৬৫তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি ও ছোট ছোট দল উপস্থিত বুদ্ধি আর সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়েছিল। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য লড়াই করতে করতে তারা চট্‌পট পরিসীমার প্রতিরক্ষা সংগঠিত করল। জেনারেল বাতভ আর তাঁর স্টাফ জরুরী ব্যবস্থা নিলেন, উদ্ধারের জন্য রণাঙ্গন থেকে পাঠানো হল একটি পদাতিক কোর ও ট্যাঙ্ক ব্রিগেড। অবস্থা সামাল দেওয়া গেল, শত্রুর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল, সেই জট থেকে কোনোক্রমে ছাড়া পেল তারা। যদিও বাতভের ভাগ্যেও দেখা দিয়েছিল কিছু অপ্রীতিকর মুহূর্ত।

সেই সঙ্গে, আরও পশ্চিমে ৪র্থ গার্ডস অশ্বারোহী কোর ব্রেস্তের উত্তর-পশ্চিমে বুগ্‌ নদী পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, সেখানে তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছিল। এলাকাটা ছিল সুরক্ষিত, এবং জেনারেল প্লিয়েভ চটপট পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করে সমস্ত আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করছিলেন। রাতের অন্ধকারে গোলাবারুদ ফেলে দেওয়া হল পো-২ (প্রাক্তন উ-২) হেজহপারের সাহায্যে। ৭০তম ও ৬৫তম সেনাবাহিনী কাছে এসে পড়ায়, এই কোর অপসরণরত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে সাহসিক, অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাদের যথেষ্ট হয়রান করল।

শত্রুর ক্রিয়াকলাপের ধরনধারন বিচার করে মনে হল শত্রু বুগ্‌ ব্যূহ আর ওয়ার্‌শ ক্ষেত্রের লড়াইয়ে পরাজয় অবধারিত বলে মেনে নিয়ে যত বেশি সম্ভব সৈন্যবলকে নারেভ নদীর লাইনে সরিয়ে নেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করছিল। এর সমর্থন মিলল সন্ধানী-পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য আর যুদ্ধবন্দীদের জবানবন্দীতে, এবং নারেভে আমরা যে নিবিড় আত্মরক্ষামূলক ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করেছি, তা থেকেও।

শত্রুর পরিকল্পনা বানচাল করা দরকার, তাই ৪৮তম, ৬৫তম ও ৭০তম

সেনাবাহিনীকে আদেশ দেওয়া হল শক্তিশালী চলমান সৈন্যদলগুলিকে সংগঠিত করে জোরালো ঘাঁটিগুলোর পাশ কাটিয়ে গিয়ে দ্রুত নারেভের দিকে এগিয়ে যেতে, শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে ঢুকে পড়ে পশ্চাদপসরণরত সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন করে নারেভের পশ্চিম তীরে পা রাখার জায়গা করে নিতে এবং প্রধান সৈন্যবল এসে পেঁছনো অবধি সেই ঘাঁটিগুলো আগলে রাখতে।

এই কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে সবচেয়ে সফল হল ৬৫তম সেনাবাহিনী। ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ম. ফ. পানভের অধিনায়কত্বাধীন দন ট্যাংক কোর পুলতুস্কের কাছে ও দক্ষিণ দিকে পদাতিক ডিভিশনগুলির সহযোগিতায় নারেভ নদী পার হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম তীরে বেধে গেল তুমুল লড়াই, সৈন্যদের আবার নদীতে ঠেলে ফেলার চেষ্টায় শত্রু আরও বেশি নতুন ইউনিটকে যুদ্ধে নামাল। কিন্তু সেনাবাহিনীর অধিনায়ক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন শুধু সেতুমুখটাকে আগলে রাখার জন্যই নয়, বরং তাকে আরও প্রসারিত করার জন্যও; আমাদের আসন্ন আক্রমণাভিযানের পক্ষে সেটা ছিল অত্যন্ত জরুরী।

৬৫তম সেনাবাহিনীর নারেভ দখলের ফলে সাধারণভাবে সকোলুভ, রাদজিমিন, মদলিন (ওয়ারশর উত্তরে)-এর দিকে আক্রমণ চালিয়ে ৭০তম সেনাবাহিনীর অগ্রগতি এবং ৪৮তম সেনাবাহিনীর অগ্রগতিও সহজতর হল, ৪৮তম সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত রোজানিতে নারেভ নদী পার হয়ে সেখানে একটা সেতুমুখ দখল করল।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধে চলল বিস্তীর্ণ, দীর্ঘায়িত লড়াই, প্রায়শই সে সব লড়াই চলল গভীর রাত পর্যন্ত। ভিস্টুলা ও নারেভ নদীর তীরে আমাদের সেতুমুখগুলিকে শত্রু যেন-তেন প্রকারেণ ধ্বংস করতে চেষ্টা করছিল। যথারীতি তারা সদলে ট্যাংকগুলিকে ব্যবহার করল, ঢেউয়ের পর ঢেউ আক্রমণ চালাল ভিস্টুলা তীরে চুইকভের সৈন্যদের উপরে আর নারেভ নদী তীরে বাতভের সৈন্যদের উপরে। কিন্তু সে সবই ব্যর্থ হল, প্রতিহত হল তাদের আক্রমণ। শত শত ট্যাংক আর স্বচালিত কামান আর হাজার হাজার সৈন্য খুইয়ে জার্মান কম্যান্ড পরাজয় স্বীকার করে আত্মরক্ষাত্মক অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হল। আমাদের গৌরবদীপ্ত ১৬শ বিমান বাহিনী এই লড়াইগুলিতে আকাশে পরিপূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, শুধু ইতস্তত বিচ্ছিন্ন শত্রু বিমান ঢুকে পড়ে 'আঘাত-করে-পালিয়ে-যাও' গোছের হানা দিতে পেরেছিল।

ভিস্টুলা — নারেভ লাইনে ব্যূহভেদ করলেই খাস জার্মানির মধ্যে

ঢোকার পথ খুলে যেত। সেই জন্যই জার্মান কম্যান্ড সৈন্যবল ও সহায়সামর্থ্য জড়ো করার কাজ চালিয়ে গেল, আঘাত হানতে লাগল আমাদের সেতুমুখগুলির উপরে আর ভিস্টুলার ডান তীরে তাদের ব্যূহগুলি রক্ষা করতে লাগল অদম্যভাবে, মাঝে মাঝে করল পাল্টা আক্রমণ। পরিস্থিতিটা ছিল জটিল। শত্রুর একটা শক্তিশালী সৈন্যদল কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল ওয়ারশর সামনে, তার মধ্যে ছিল ৫ম 'ভাইকিং' এস-এস প্যানজার ডিভিশন, ৩য় 'টটেনকফ' এস-এস প্যানজার ডিভিশন, ১৯শ প্যানজার ডিভিশন এবং দুটি পদাতিক ডিভিশন। এই বিপদের অস্তিত্ব থাকতে দেওয়ার উপায় আমাদের ছিল না, তাই ৭০তম সেনাবাহিনী যখন এসে পৌঁছল তখন স্থির করা হল যে ওয়ারশর সামনের অঞ্চলটাকে আগলে-রাখা শত্রু সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে উপকণ্ঠ প্রাগা দখল করার চেষ্টা করা হবে। ৪৭তম ও ৭০তম সেনাবাহিনী, পোলিশ ১ম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি, ১৬শ বিমান বাহিনী এবং রণাঙ্গনের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে শক্তিবৃদ্ধির যতরকম উপায় পাওয়া সম্ভব সে সবকেই এই তৎপরতায় নামানো হল।

১১ সেপ্টেম্বর লড়াই শুরু হল, আর ১৪ তারিখের মধ্যে সৈন্যরা শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করে প্রাগা দখল করে নিল। পদাতিক সৈন্য, ট্যাঙ্ক সৈন্য, কামান সৈন্য, ইঞ্জিনিয়ার ও বৈমানিকরা, পোলিশ ১ম সেনাবাহিনীর বীর সৈনিকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অসীম সাহসে লড়াই করেছিল। রাস্তার লড়াইয়ে আমরা প্রাগার জনগণের কাছ থেকেও প্রচুর সাহায্য পেয়েছিলাম, তাদের অনেকেই অভিন্ন কর্মব্রতে প্রাণ দিয়েছিলেন।

পোল্যাণ্ডের রাজধানীতে অভ্যুত্থান শুরু করা উচিত ছিল এই সময়টাতেই। পূর্ব দিক থেকে সোভিয়েত ফৌজ আর সেতুগুলো দখল করে ওয়ারশ থেকে অভ্যুত্থানীদের সম্মিলিত আঘাত ওয়ারশ মুক্ত করে দখলে রাখার কাজে সফল হতে পারত, যদিও অনুকূলতম অবস্থাতেও রণাঙ্গনের সৈন্যরা শুধু সেইটুকুই করতে পারত।

আমাদের সৈন্যরা প্রাগাকে শত্রুমুক্ত করে বেরিয়ে এল ভিস্টুলার পূর্ব তীরে। ওয়ারশর সঙ্গে তার উপকণ্ঠকে যতগুলি সেতু সংযুক্ত করেছিল, সবগুলিই তখন নিশ্চিহ্ন।

রাজধানীতে তখনও লড়াই চলছিল।

লড়াই চলছিল প্রাগার উত্তরে মদলিন ক্ষেত্রেও। নারেভের সেতুমুখগুলিতে নেমে এসেছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাব, কিন্তু ভিস্টুলার পশ্চিম তীরে বেধে গিয়েছিল তুমুল লড়াই। মাগনুশেভ সেতুমুখটি যারা আগলে রেখেছিল,

সেই সৈন্যদের উপরে বিশেষ চাপ পড়েছিল। আমাকে বলতেই হবে যে সেটিকে আমরা আগলে রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম অনেকখানি এই কারণে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ৮ম গার্ডস বাহিনীর অধিনায়ক, জেনারেল ভ. ই. চুইকভ, গোটা লড়াইটা ধরে তিনি ছিলেন সেই আগুনের একেবারে মাঝখানে। তবে, রণাঙ্গনের কম্যান্ডও শক্তিবৃদ্ধির উপায় আর বিমান দিয়ে সময়োপযোগী সাহায্য করার জন্য সাধ্যমতো সব কিছুই করেছিল।

ওয়ার্শর দুরবস্থা আমাকে পীড়া দিচ্ছিল, বড় ধরনের কোনো উদ্ধারকার্য চালানো যে অসম্ভব এই উপলব্ধিটা ছিল যন্ত্রণাদায়ক।

টেলিফোনে আমি স্তালিনের সঙ্গে কথা বললাম, রণাঙ্গনের পরিস্থিতি আর ওয়ার্শর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই জানালাম তাঁকে। স্তালিন জানতে চাইলেন ওয়ার্শ মুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তখনই একটা তৎপরতা চালানোর ক্ষমতা রণাঙ্গনের আছে কি না। জবাবে আমি যখন বললাল সে ক্ষমতা নেই, তিনি আমাদের নির্দেশ দিলেন অভ্যুত্থানীদের সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে, যাতে তাদের দুর্দশা লাঘব করা যায়। কীভাবে আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি সে বিষয়ে আমার সমস্ত প্রস্তাবই তিনি অনুমোদন করলেন।

উল্লেখ্য যে ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে আমরা অভ্যুত্থানীদের বিমান থেকে সরবরাহ করতে শুরু করেছিলাম অস্ত্র, গোলাবারুদ, খাদ্য আর ওষুধপত্র। এ কাজটা করেছিল আমাদের পো-২ নৈশ বোমারু বিমানগুলি, নিচু দিয়ে উড়ে যেতে যেতে তারা তাদের মাল নামিয়ে দিয়েছিল অভ্যুত্থানীদের দেখানো সব জায়গায়। ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর, ১৯৪৪ — এই সময়টার মধ্যে রণাঙ্গনের বিমান অভ্যুত্থানীদের সাহায্য করার জন্য ৪৮২১ বার আকাশে উঠেছিল, তার মধ্যে ২,৫৩৫ বার নানান ধরনের মাল নিয়ে। আমাদের বিমান অভ্যুত্থানীদের দেখিয়ে দেওয়া এলাকাগুলির উপরেও আকাশ থেকে আড়াল যুগিয়েছিল, শহরে জার্মান সৈন্যদের উপরে বোমাবর্ষণ করেছিল, গুলি চালিয়েছিল।

রণাঙ্গনের বিমানবিধ্বংসী কামানও অভ্যুত্থানীদের সাহায্য করেছিল শত্রুর বিমান আক্রমণ থেকে আড়াল যুগিয়ে, আর আমাদের ভূমিস্থিত গোলন্দাজরা দমন করেছিল শত্রুর কামান আর মর্টার ব্যাটারিগুলিকে। যোগাযোগ আর অগ্নিবর্ষণের স্থানকাল ঠিক করার জন্য আমরা প্যারাশুটে করে কয়েকজন অফিসারকে শহরের মধ্যে নামিয়ে দিয়েছিলাম এবং অভ্যুত্থানীদের অবস্থানগুলির উপরে শত্রুর বিমান আক্রমণ বন্ধ করতে সফল হয়েছিলাম।

যে সমস্ত পোলিশ কমরেড আমাদের কাছে চলে আসতে পেরেছিলেন তাঁরা সপ্রশংসভাবে আমাদের বিমান আর কামানের তৎপরতার কার্যকরতার কথা বলেছিলেন।

বিভিন্ন অভ্যুত্থানী সংগঠন আমাদের সংযোগকারী অফিসার আর অগ্নিবর্ষণ নিয়ন্ত্রণকারীদের সানন্দে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু পোলিশ দেশপ্রেমিকরা আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে আর্মিয়া ক্রায়োভা আমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতেই রাজী নয়, তাদের নেতৃত্ব অত্যন্ত সন্দেহজনক আচরণ করছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে, লিউব্লিন-স্থিত পোলিশ সরকার আর পোলিশ ১ম সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট মনোভাব জাগিয়ে তুলছে। বুর-কমরোভস্কি যে কখনও রণাঙ্গনের সদরদপ্তরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করেন নি, সেটাও আশ্চর্য ব্যাপার, যদিও জেনারেল স্টাফ তাঁকে সংকেতবাক্য জানিয়ে দিয়েছিল। স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে রাজনীতিকরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা ছাড়া আর সব কিছুই করতে তৈরি ছিলেন, এবং অচিরেই তার প্রমাণও পাওয়া গেল।

অভ্যুত্থানীদের আরও সাহায্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা একটা জোরদার সৈন্যদলকে ভিস্টুলা পার করে ওয়ারশয় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এই তৎপরতা সংগঠনের ভার নিয়েছিল পোলিশ ১ম সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর। অবতরণের স্থানকাল, বিমান ও কামান থেকে সমর্থনের পরিকল্পনা আর অভ্যুত্থানীদের সঙ্গে সমন্বয়ের ব্যাপারে অভ্যুত্থানের নেতাদের সঙ্গে আগে থেকে সব কিছু স্থির করা হয়েছিল।

১৬ সেপ্টেম্বর, পোলিশ সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি ভিস্টুলা পার হতে লাগল। তারা অবতরণ করল তীরের সেই সব জায়গায়, যেগুলি অভ্যুত্থানী ইউনিটগুলিরই দখলে থাকার কথা ছিল। কিন্তু দেখা গেল, সেই জায়গাগুলো রয়েছে নাৎসিদের হাতে!

তৎপরতা চলল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। প্রথম আক্রমণে অনেক কষ্টে একটা পা রাখার জায়গা পাওয়া গেল। লড়াইয়ে নামাতে হল আরও বেশি সৈন্যবল, হতাহতের সংখ্যা বেড়ে উঠতে লাগল। অথচ অভ্যুত্থানের নেতারা আক্রমণকারী সৈন্যদের সাহায্য করা তো দূরের কথা, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না।

এই অবস্থায় পশ্চিম তীর আগলে রাখা অসম্ভব, তাই আমি এই তৎপরতা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আক্রমণকারী দলটিকে ফিরে আসতে আমরা সাহায্য করলাম, এবং ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে পোলিশ ১ম সেনাবাহিনীর

তিনটি পদাতিক রেজিমেণ্টের এই ইউনিটগুলি আবার এসে প্রধান সৈন্যবলের সঙ্গে যোগ দিল।

পোলিশ সৈনিকরা তাদের বীরত্বপূর্ণ অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ে সচেতনভাবেই তাদের স্বদেশবাসীদের সাহায্য করার জন্য আত্ম-বলিদানের এক কর্মব্রত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু 'ক্ষমতাসীনদের' স্বার্থকে যারা দেশের স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিল, সেই সব লোকেরা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। অচিরেই আমরা জানতে পারলাম যে বুর-কমরোভস্কি ও মন্তেরের নির্দেশে আর্মিয়া ক্রায়োভার ইউনিটগুলিকে নদী তীরের রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে শহরের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাদের স্থান অধিকার করেছিল নাৎসি সৈন্যরা। যারা দুর্ভোগে পড়েছিল তাদের মধ্যে ছিল আর্মিয়া লুদোভার ইউনিটগুলি, আর্মিয়া ক্রায়োভার কম্যাণ্ড তাদের নদী তীর থেকে সরে যাওয়ার অভিপ্রায়ের কথা জানায় নি।

সেই মুহূর্ত থেকেই আর্মিয়া ক্রায়োভার নেতৃত্ব আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি হতে শুরু করেছিল, মহাফেজখানার রীতিমত বিস্তারিত তথ্যাদি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ওয়ার্শ থেকে যারা ডান তীরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছুক ছিল তাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের প্রস্তাবে কর্ণপাত করা হয় নি। আত্মসমর্পণের পর মাত্র কয়েক ডজন অভ্যুত্থানী কোনমতে ভিস্টুলা পেরিয়ে আমাদের দিকে চলে আসতে পেরেছিল।

ওয়ার্শ অভ্যুত্থানের মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছিল এইভাবে।

জার্মানির ভিতরে

গোটা রণাঙ্গন জুড়ে শত্রু আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করায় ওয়ার্‌শয় একটা স্তিমিতভাব দেখা দিয়েছিল। শুধু মদলিন ক্ষেত্রে, যেখানে ভিস্টুলা ও নারেভ নদীর পূর্ব তীরে শত্রুর দখলে ছোট একটা ত্রিভুজাকার সেতুমুখ ছিল, যে ত্রিভুজের শীর্ষভাগটা ছিল দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে, সেখানে আমরা লিপ্ত ছিলাম তুমুল অথচ নিষ্ফল লড়াইয়ে। এই নিম্নভূমি ক্ষেত্রটিতে সম্ভব ছিল শুধু সামনাসামনি লড়াই। আমাদের সৈন্যদের যে জমিটায় হানা দিয়ে জয় করতে হবে, নদীর দুই বিপরীত তীর থেকে তা দেখা যাচ্ছিল। জার্মানরা দুটি নদীর তীর থেকে এবং ত্রিভুজের শীর্ষ স্থিত মদলিন দুর্গের কামান থেকে সব কটি এগোবার পথের উপরে গোলাবর্ষণ করছিল।

৭০তম ও ৪৭তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি সেতুমুখ আক্রমণ করেছিল, কিন্তু প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি আর বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ খরচ হওয়া সত্ত্বেও শত্রুকে তারা স্থানচ্যুত করতে পারে নি। কিন্তু আদেশ ছিল, পূর্ব তীরে শত্রুকে পা রাখার কোনো জায়গা করে নিতে দেওয়া চলবে না। আমি অকুস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেব বলে স্থির করলাম। পরের দিন সকালে যে আক্রমণাভিযান শুরু করার কথা তার পরিকল্পনা আমি সন্ধ্যাবেলা খুঁটিয়ে বিচার করলাম, তার পর দুজন স্টাফ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ৪৭তম সেনাবাহিনীর একটি অগ্রবর্তী ব্যাটেলিয়নে গেলাম। একটা টেলিফোন আর একটা মশালাগ্নিবর্ষী পিস্তল নিয়ে আমরা একটা ট্রেঞ্চের মধ্যে আস্তানা গাড়লাম। বন্দোবস্ত হল যে লাল রকেট ছুঁড়ে আক্রমণ শুরু করার সংকেত দেওয়া হবে, আর সবুজ রকেট ছুঁড়ে বোঝানো হবে যে আক্রমণ বাতিল করা হল।

নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের কামান, মর্টার আর রকেট উৎক্ষেপকগুলো

অগ্নিবর্ষণ শুরু করল। শত্রুর উপরে তারা প্রবল আঘাত হানল বটে, কিন্তু শত্রুর পাল্টা আঘাত হল প্রবলতর। নারেভ আর ভিস্টুলার ওপার থেকে এবং দুর্গ থেকে হাজার হাজার গোলা এসে পড়তে লাগল আমাদের সৈন্যদের উপরে। দুর্গের ভারী কামান, মর্টার আর ছ-নলা রকেট উৎক্ষেপক সমেত সব রকম শক্তির কামান একটা আগুনের ঝড় বইয়ে দিল। শত্রু গোলা ব্যবহার করতে লাগল অকৃপণভাবে, এখনও তারা কী করতে পারে সেটা দেখাতে যেন তারা বদ্ধপরিকর। এই কামানের আক্রমণের ব্যবস্থাটাকে ভাঙতে না পারলে শত্রুর সেতুমুখটাকে নিশ্চিহ্ন করার আশা ছিল না। বর্তমানে এই রকম একটা কাজ করার মতো সহায়সামর্থ্য আমাদের নিশ্চয়ই ছিল না, আর সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যতখানি প্রচেষ্টা দরকার লক্ষ্যটা তত মূল্যবান ছিল না।

আক্রমণ বন্ধ করার সংকেত দেওয়ার আদেশ দিলাম, আর টেলিফোনে জেনারেল গুসেভ (১১৬) ও পপোভকে বলে দিলাম যে আক্রমণাভিযান বন্ধ করা হল।

রণাঙ্গনের কম্যান্ড পোস্টে ফিরে এসে আমি মস্কোয় টেলিফোন করলাম এবং আক্রমণাভিযান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত জানালাম। স্তালিন তখনই কোনো উত্তর দিলেন না, আমাকে বললেন অপেক্ষা করতে। আবার যখন তিনি আমাকে টেলিফোনে ডাকলেন, তখন তিনি বললেন যে আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত। তিনি আদেশ দিলেন, আক্রমণাভিযান বন্ধ রাখতে হবে এবং রণাঙ্গনের সৈন্যদের দৃঢ় প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করে নতুন একটা আক্রমণাত্মক তৎপরতার জন্য প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।

মাগনুশেভ সেতুমুখটাকে যে সৈন্যরা আগলে রেখেছিল, শত্রু তখনও তাদের হয়রান করে চলছিল মাঝে মাঝে, কিন্তু নারেভের তীরে সব রকম সক্রিয়তা বন্ধ রেখেছিল। ব্যাপারটা মনে হল সন্দেহজনক। আমাদের বৈমানিকরা লক্ষ করল যে কোনো কারণে জার্মান জঙ্গী বিমানগুলো ওয়ারশর পশ্চিম দিকের এলাকা থেকে উত্তর দিকে বিস্তৃত সরবরাহ পথটির উপরে আড়াল যোগাতে খুবই উৎসাহী। শত্রুর যে প্যানজার দলগুলোর কথা আমরা ভালো করেই জানতাম, রেডিও থেকে সন্ধানী-পর্যবেক্ষণে জানা গেল সেগুলোও সেই দিকেই চলেছে। শত্রুর সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে রণাঙ্গনের সদরদপ্তর জেনারেল বাতভ আর রমানেঙ্কোকে হুঁশিয়ারি জানাল, কিন্তু দুই সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর তাদের ক্ষেত্রগুলিতে নিষ্ক্রিয়তার দরুন

শৈথিল্য দেখে তাতে কোনো উদ্বেগ বোধ করল না। তার উপরে, বাতভ এমন কি আসন্ন আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতিতে রণক্ষেত্রের মহড়া চালানোর জন্য কিছু ইউনিটকে সামনের সারি থেকে দ্বিতীয় ধাপে সরিয়ে আনারও সিদ্ধান্ত নিলেন।

ঝড়ের ঝাপটা যখন এল, ৬৫তম সেনাবাহিনী তখন পুরোপুরি হতচকিত হয়ে গেল। শত্রু বিশাল ট্যাঙ্ক বাহিনী গভীরে এনে জড়ো করে ফেলেছিল, ৪ অক্টোবর তারা একটা মারাত্মক আঘাত হানল। গোলন্দাজদের শক্তিশালী আক্রমণ চলল প্রায় এক ঘণ্টা ধরে, তার ঠিক পরেই এল প্যানজারের আক্রমণের অনেকগুলো ঢেউ। আক্রমণে বিপুল সৈন্যবলকে নামিয়ে শত্রু সেতুমুখ আগলে-রাখা আমাদের সৈন্যদের উপরে চরম আঘাত হানার আশা করেছিল।

শত্রু দৃঢ়পণে আক্রমণ চালাল, প্রথম দিন কোনো কোনো জায়গায় আমাদের সৈন্যদের ঠেলে নিয়ে গেল একেবারে নদী পর্যন্ত, সেখানে তারা কোনোক্রমে অবস্থান বজায় রাখতে পারল শুধু পূর্ব তীর থেকে সরাসরি কামানবর্ষণের সমর্থনের কল্যাণেই।

সেতুমুখটা দারুণ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। তেলেগিন, কাজাকভ, ওরিওল আর আমাদের রণাঙ্গনের ইঞ্জিনিয়ারদের প্রধান প্রোশলিয়াকভকে সঙ্গে নিয়ে আমি চটপট বাতভের সদরদপ্তরে গেলাম। রণাঙ্গনের শক্তিবৃদ্ধির উপায়গুলি, বিশেষত ট্যাঙ্কবিধ্বংসী ইউনিট আর ট্যাংক ব্রিগেডগুলিকে তাড়াতাড়ি পাঠানো হল ৬৫তম সেনাবাহিনীতে। আবহাওয়া খারাপ থাকায় আকাশে কাজকর্ম সীমিত হয়ে পড়েছিল।

সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ড পোস্টে আমরা জেনারেল বাতভের সঙ্গে আলোচনা করলাম — কী সাহায্য দরকার, কোন দিকে তা পাঠানো হবে। ঠিক কীভাবে তা ব্যবহার করা হবে, সেটা স্থির করার ভার ছেড়ে দেওয়া হল সেনাবাহিনীর অধিনায়কের হাতে।

বিকেলবেলায় রণাঙ্গনের শক্তিবৃদ্ধি করা সৈন্যবল লড়াইয়ে যোগ দিল, ক্রমে সেতুমুখের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটল। শত্রুর আক্রমণ দুর্বল হয়ে পড়ল, তার পর যখন আমাদের ট্যাঙ্কের দলগুলি সেতুমুখে এসে হাজির হল, তখন নাৎসিদের থামানো গেল, তার পর তাদের পিছনে ঠেলে দেওয়া হল। লড়াইয়ের তৃতীয় দিনে আমাদের বিমান আকাশে উড়তে সক্ষম হল, উদ্যোগটা আবার ফিরে এল আমাদের হাতে। অচিরেই ৬৫তম সেনাবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে সেতুমুখটিকে প্রসারিত করল। এবারে আমরা সেখানে ৭০তম সেনাবাহিনীকেও রাখতে পারলাম, এবং শুধু আত্মরক্ষার কথাই

নয় (যদিও আমরা যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছিলাম), সেতুমুখটিকে আমাদের সৈন্যদের জার্মানিতে প্রবেশের একটা যাত্রারম্ভস্থল হিসেবে প্রস্তুত করার কথাও চিন্তা করতে পারলাম।

প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গন কোন দিকটায় তৎপরতা চালাবে সে সম্পর্কে সাধারণ সদরদপ্তর থেকে আমরা মোটামুটি কিছু তথ্য পেলাম, তাই নতুন আক্রমণাভিযানের পরিকল্পনা বিশদ করার কাজে স্টাফ মনোনিবেশ করল। মূল চিন্তাটা ছিল নারেভ নদীর তীরে পুলতুস্ক সেতুমুখ থেকে আসল আঘাতটা হানা উত্তর দিক থেকে ওয়ার্‌শ ঘুরে গিয়ে, তার সঙ্গে ওয়ার্‌শের দক্ষিণে মাগনুশেভ ও পুলাভা সেতুমুখ থেকে পজ্‌নানের দিকে অনেক গভীরে অনুপ্রবেশ করা। রণাঙ্গনের সৈন্যবলকে তদনুযায়ী পুনর্বিন্যস্ত করা হবে। আমার স্টাফ প্রধান ম. স. মালিনিন জেনারেল স্টাফের কাছে আমাদের চিন্তার কথা জানালেন। সাধারণ সদরদপ্তর তা অনুমোদন করল এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়করা আর তাঁদের স্টাফ তৎপরতার খুঁটিনাটি বিষয় স্থির করার কাজে লেগে গেলেন।

রণাঙ্গনের লক্ষ্য সম্বন্ধে এখন একটা পরিষ্কার ধারণা থাকায়, আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে তার প্রস্তুতি আর রূপায়ণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। তবে, এই তৎপরতায় আমি প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সৈন্যদের নেতৃত্ব দিতে পারি নি।

ভিস্টুলার পশ্চিম তীরে পুলাভা সেতুমুখ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম, সেতুমুখটি আগলে ছিল জেনারেল কলপাকচির অধীনস্থ ৬৯তম সেনাবাহিনী। কলপাকচি ছিলেন সংস্কৃতিবান ও জ্ঞানী সৈনিক, তাঁকে আমি চিনতাম ১৯৩০-১৯৩১ সালে বেলোরুশীয় সামরিক জেলায় আমার কাজের সময় থেকে, তখন আমি ৭ম সামারা অশ্বারোহী ডিভিশনের অধিনায়কত্ব করেছিলাম আর কল্পাকচি ছিলেন একটি পদাতিক কোরের স্টাফ প্রধান। তাঁর সঙ্গে পুলাভা সেতুমুখ থেকে ৬৯তম সেনাবাহিনীর তৎপরতার নানান রকমফের আলোচনা করতে করতে দিনটা কেটে গেল।

রণাঙ্গনের কম্যান্ড পোস্টে আমি ফিরে এলাম সন্ধ্যাবেলায়। আমরা সবে মেস্‌-এ জড়ো হয়েছি, এমন সময় ডিউটি অফিসার জানালেন যে টেলিফোনে সাধারণ সদরদপ্তর আমাকে চাইছে। অপর প্রান্তে ছিলেন স্তালিন, তিনি আমাকে বললেন যে আমাকে দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হচ্ছে। ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে কিছু না ভেবেচিন্তেই আমি বলে ফেললাম:

'কী আমি করেছি যে আমাকে প্রধান ক্ষেত্র থেকে একটা গৌণ ক্ষেত্রে বদলি করা হল?'

স্তালিন বললেন যে আমি ভুল করছি, এই ক্ষেত্রটা সাধারণ পশ্চিম ক্ষেত্রের একটা অংশ, সেই সাধারণ ক্ষেত্রে তৎপরতা চালাবে তিনটি রণাঙ্গন — দ্বিতীয় বেলোরুশীয়, প্রথম বেলোরুশীয় আর প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গন। এই নিয়ামক তৎপরতার সাফল্য নির্ভর করছে এই রণাঙ্গনগুলির ঘনিষ্ঠতম সমন্বয়ের উপরে, সেই জন্যই সাধারণ সদরদপ্তর অধিনায়কদের বেছে নেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে।

স্তালিন আরও বললেন যে জুকভকে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হচ্ছে, তাঁর প্রার্থীপদ সম্পর্কে আমার মতামতও জানতে চাইলেন।

আমি বললাম যে কাজটার জন্য তিনিই উপযুক্ততম ব্যক্তি, আর সর্বোচ্চ অধিনায়ক তো সর্বদাই তাঁকে সাহায্য করার জন্য যোগ্যতম ও উপযুক্ততম জেনারেলদেরই বেছে নেন, আর জুকভ নিশ্চিতভাবেই তাঁদের একজন। স্তালিন বললেন যে আমার জবাবে তিনি সন্তুষ্ট, তার পর বন্ধুত্বের স্বরে আরও বললেন যে দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের ভার পেতে চলেছে, তার শক্তিবৃদ্ধি করা হবে বাড়তি সৈন্যদল আর সহায়সামর্থ্য দিয়ে।

তিনি বললেন, 'আপনি আর কোনেভ যদি না এগোন, জুকভও এগোতে পারবেন না।'

সব শেষে স্তালিন বললেন যে আমি আগে যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি আমার স্টাফের সেই সমস্ত সদস্যদের আমি যদি আমার সঙ্গে করে আমার নতুন পদে নিয়ে যেতে চাই তা হলে তিনি আপত্তি করবেন না। তাঁর সযত্ন মনোভাবের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বললাম যে আমার নতুন পদে আমি যোগ্য কর্মী আর ভালো কমরেডদের পাব বলেই আশা করি। স্তালিন সংক্ষিপ্তভাবে বললেন:

'এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

এই কথাবার্তা হয়েছিল, যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, ১২ নভেম্বর; আর তার পরদিন আমি চলে গেলাম আমার নতুন পদ গ্রহণ করতে। মার্শাল জুকভ তখনও এসে পৌঁছন নি। কয়েক দিন পরে স্থির করলাম, গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব, সেই সঙ্গে আমার পুরনো কমরেডদের কাছ থেকেও বিদায় নিয়ে আসব।

সেদিন ছিল গোলন্দাজ দিবস, তাই সন্ধ্যাটা আমরা কাটালাম অফিসার আর জেনারেলদের এক বন্ধুত্বপূর্ণ সমাবেশে। চার পাশে প্রচুর শুভেচ্ছা বিনিময় হল। জুকভ আর আমার পুরনো সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খুশী মেজাজে ফিরে এলাম দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনে, আমার পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আসার লোভ যে সংবরণ করতে পেরেছি সেজন্য মনে মনে সন্তোষ বোধ করলাম। আমার নতুন পদেও চমৎকার অফিসারদের পেলাম রণাঙ্গনের সদরদপ্তরে, আবার কর্মক্ষেত্রেও, আমাদের মধ্যে শিগগিরই একটা যোগসূত্র গড়ে উঠল।

দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের কম্যাণ্ড পোস্টটা ছিল একটা ছোট গ্রামের ভিতরে একটা খোলা জায়গায়, নিঃসঙ্গ দু-একটা জার্মান বিমান সেখানে বেশ কয়েকবার বোমাবর্ষণ করেছিল। বোঝা যায় শত্রু সেখানে কোনো এক ধরনের সদরদপ্তরের উপস্থিতি সন্দেহ করেছিল। তৎপরতার প্রস্তুতিতে প্রচুর কাজ করার ছিল, যার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপেই সদরদপ্তরের চারদিকে গতিবিধি বেড়ে যাবে, শত্রুর চোখে তা না পড়েই যায় না, তাই আমরা স্থির করলাম কম্যাণ্ড পোস্টটাকে রণক্ষেত্রের আরও কাছে, দ্‌লুগোসেদলোর কাছে একটা জঙ্গলের মধ্যে সরিয়ে আনা হবে। ইঞ্জিনিয়াররা নতুন কম্যাণ্ড পোস্টে সাজসরঞ্জাম যোগানোর কাজে ব্যস্ত রইলেন, আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকলাম।

আমি কাজের ভার নিয়েছিলাম জেনারেল গ. ফ. জাখারভের (১১৭) কাছ থেকে। বলতেই হবে, আমার বেশ অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল: তিনি একজন ভালো অধিনায়ক ছিলেন, আর আমি কিনা তাঁর জুতোয় পা গলাচ্ছি। আমার পক্ষে সবই ঠিক ছিল, কারণ আমি গ্রহণ করছিলাম একই ধরনের পদ, কিন্তু জাখারভকে নিযুক্ত করা হয়েছিল প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনে অধিনায়কত্বের ব্যাপারে গ. ক. জুকভের পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে। আমার সহকারী হওয়ার কথা ছিল প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গন থেকে বদলি-করা কর্নেল-জেনারেল ক. প. ত্রুবনিকভ। আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি একজন ভালো, অভিজ্ঞ অধিনায়ক আর চমৎকার লোক জানতাম বলে আমি সন্তুষ্টই ছিলাম।

জেনারেল জাখারভের কাছ থেকে কাজের ভার বুঝে নিতে আমার মাত্র এক দিন লাগল। তিনি সৈন্যদের অবস্থা সম্পর্কে আমাকে ওয়াকিবহাল

করলেন, স্টাফ কর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তার পরের দিন তিনি চলে গেলেন তাঁর নতুন কাজের ভার নিতে।

আমিও সেদিন সাধারণ সদরদপ্তরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম, সেখানে সর্বোচ্চ অধিনায়ক ব্যক্তিগতভাবে আমার কাজের ভার ব্যাখ্যা করলেন। আমাদের এগোতে হবে উত্তর-পশ্চিম দিকে। স্তালিন বললেন যে শত্রুর পূর্ব প্রুশীয় সৈন্যদলটি সম্পর্কে আমাদের ভাবনা করার দরকার নেই, সেটার মোকাবিলা করবে তৃতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গন। আমাদের ডান দিকের প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনো সমন্বয় ঘটানোর কথা আদৌ উল্লেখই করা হল না, যদিও পরবর্তী ঘটনায় আমরা বাধ্য হয়েছিলাম আমাদের সৈন্যদের বেশ বড় একটা অংশকে উত্তরে পাঠিয়ে দিতে।

পক্ষান্তরে, বিশেষ জোর দেওয়া হল প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সঙ্গে সমন্বয়ের উপরে। আমার এও মনে আছে যে আমাদের মানচিত্রটা দেখতে দেখতে স্তালিন শত্রুর পশ্চাদ্ভাগ নির্দেশ করে লাল পেনসিল দিয়ে একটা তীর চিহ্ন এ'কে মন্তব্য করলেন:

'প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের অগ্রগতি যদি মন্থর হয়ে যায়, তা হলে আপনি এইভাবে জুকভকে সাহায্য করবেন।'

পরে এক কথাবার্তার সময়ে স্তালিন বলেছিলেন যে আমাকে একটা গৌণ ক্ষেত্রে নিযুক্ত করা হয় নি, বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নিযুক্ত করা হয়েছে, তার পর তিনি এই অনুমানও করেছিলেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গন আর প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনের উপরেই সম্ভবত নির্ভর করছে পশ্চিমে যুদ্ধের অবসান ঘটানোর ভার।

সাধারণ সদরদপ্তরে আমাকে বলা হল যে রণাঙ্গনের সীমানা দক্ষিণ দিকে সরিয়ে নারেভ আর ভিস্টুলার সঙ্গমস্থলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর এই ক্ষেত্রটিকে যারা আগলে রেখেছিল সেই সৈন্যদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের কাছে। তার মানে জেনারেল বাতভের ৬৫তম সেনাবাহিনী আমাদের সঙ্গেই থাকবে, এতে আমি খুবই সন্তোষ বোধ করলাম। ৬৫তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমি ছিলাম সেই স্তালিনগ্রাদ থেকে, তার সৈন্যদের, অধিনায়কদের এবং অবশ্যই সর্বোপরি সাহসী ও প্রতিভাবান সৈনিক পাভেল বাতভের চমৎকার যোদ্ধাসুলভ গুণ লক্ষ করার যথেষ্ট সুযোগ আমার হয়েছিল। জেনারেল ভ. স. পপোভের যে ৭০তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমি কুর্স্ক স্ফীতাংশ থেকে নারেভ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলাম, সেটাও আমার কাছে ফিরে আসছে। এই বাহিনীটি এখন নারেভের পশ্চিম তীরে রণাঙ্গনের চরম

বাঁ অংশটাকে আগলে রেখেছিল, তার বাঁ পার্শ্বদেশটা ছিল ভিস্টুলার দিকে। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন অনেক লড়াইয়ে পোড়-খাওয়া প্রবীণ সৈনিক, প্রাক্তন অশ্বারোহী, নিজের সেনাবাহিনীকে তিনি নেতৃত্ব দিতেন প্রশান্ত আস্থার সঙ্গে। এ কথা সত্যি যে মাঝে মাঝে মনে হত তিনি এত বেশি ধীরস্থির, নিরুত্তেজিত যে একজন অশ্বারোহী সৈনিকের পক্ষে তা বেমানান, অশ্বারোহী বলতে সাধারণত এমন একজনকে আশা করা হয় যিনি তেজস্বী, প্রবল শক্তিমান, যে কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। জেনারেল পপোভ বরং ছিলেন রীতিমত ধীরগতি, কিন্তু চিন্তাপূর্ণ আর অধ্যবসায়ী, আর যে কাজের ভার তিনি নিতেন তা একেবারে শেষ পর্যন্ত পালন করতেন, যদিও মাঝে মাঝে আরেকটু দ্রুত চলার জন্য তাঁকে খোঁচা দিতে হত।

সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে রণাঙ্গন পেল জেনারেল ই. ই. ফেদিউনিনস্কির অধীনস্থ ২য় জঙ্গী বাহিনী, জেনারেল ই. ত. গ্রিশিনের (১১৮) (এঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল এই প্রথম) অধীনস্থ ৪৯তম সেনাবাহিনী, জেনারেল ভ. ত. ভোলস্কির (১১৯) অধীনস্থ ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনী। ভোলস্কিকে আমি চিনতাম ১৯৩০ সাল থেকে, তখন তিনি ৭ম সামারা অশ্বারোহী ডিভিশনের একটি রেজিমেণ্টের অধিনায়কত্ব করতেন। পরে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি ট্রান্স-বৈকাল আর্মি গ্রুপে, সেখানে তিনি একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন চমৎকার অধিনায়ক, উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান, চতুর ও সাহসী, তাই আমি স্থিরনিশ্চিত হলাম যে তাঁর সেনাবাহিনী উপযুক্ত হাতেই রয়েছে।

তৎপরতা শুরু হওয়ার আগে আমাদের হাতে ছিল, ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের অন্তর্ভুক্ত ৩য়, ৪৮তম ও ৫০তম সেনাবাহিনী সহ সাতটি ফিল্ড বাহিনী, একটি ট্যাঙ্ক বাহিনী, একটি বিমান বাহিনী (এর অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল ক. আ. ভেরশিনিন (১২০), তিনি যে বিমান বাহিনীর একজন অসামান্য অধিনায়ক সে পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, তাঁর যে অসাধারণ সংগঠনী ক্ষমতা ছিল তাই নয়, ছিল অফুরন্ত উদ্যোগও) এবং তদতিরিক্ত, একটি অশ্বারোহী কোর, ট্যাঙ্ক কোর, মেকানাইজড কোর আর শক্তিশালী কামান বহর। এই সৈন্যবল বিপুল ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের সামনের কাজটাও ছিল তেমনই বিপুল।

আমাদের তৎপরতা চালাতে হবে প্রায় ২৫০ কিলোমিটারের একটা সম্মুখভাগ জুড়ে। সারা জায়গাটা ধরে আমাদের সৈন্যরা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার ভাব দেখাল, একটা দীর্ঘকালীন আত্মরক্ষার জন্য খোঁড়াখুঁড়ির

ভান করল, আর অন্য দিকে আসলে পুরোদমে প্রস্তুতি চালিয়ে গেল আক্রমণাভিযানের।

আমাদের অত্যন্ত বিচিত্র ধরনের জমির উপরে তৎপরতা চালানোর কথা। ডান দিকে, আভগুস্তোভ থেকে লোমজা পর্যন্ত, ছিল জঙ্গল আর হ্রদে ভরা অঞ্চল, সৈন্য চলাচলের পক্ষে তা ছিল খুবই অসুবিধাজনক। বাঁ দিকে জমিটা ছিল কৌশলী গতিবিধির পক্ষে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত, কিন্তু এখানে অনেক বছর ধরে তৈরি আর সুদৃঢ় করে তোলা শত্রুর অনেকগুলি প্রতিরক্ষাব্যূহ আমাদের অতিক্রম করতে হবে।

পূর্ব প্রাশিয়া সব সময়েই ছিল এমন একটা যাত্রারম্ভস্থল, যেখান থেকে জার্মানি তার পূর্ব দিকের প্রতিবেশীদের আক্রমণ করেছে; প্রত্যেক দস্যুই একটা হানা শুরু করার আগে নিজের জন্য একটা শক্তিশালী আশ্রয়স্থল তৈরি করে রাখে, সেই হানা ব্যর্থ হলে সেটা ব্যবহার করার আশায়। বহু যুগ ধরে প্রাশিয়ার পূর্বাংশে দুর্গের একটা ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছিল আক্রমণের যাত্রারম্ভস্থল হিসেবে অথবা দরকার হলে আশ্রয় হিসেবে। এই যে দেয়ালটাকে খাড়া করতে শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগেছিল, সেটাকে ভেঙে ফেলাই এখন আমাদের কাজ। আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতি চালানোর সময়ে রণক্ষেত্রের অত্যন্ত প্রতিকূল আপেক্ষিক অবস্থানের কথাও আমাদের বিবেচনা করতে হচ্ছিল. শত্রু উদ্যত হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের ডান পার্শ্বদেশে। আমাদের আসল আক্রমণটা আমাদের বাঁ অংশে চালানো হবে বলে ডান পার্শ্বদেশের কাজ ছিল উত্তর দিক থেকে শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে প্রধান সৈন্যবলকে রক্ষা করা. এবং সেই সঙ্গে, তাদের সঙ্গে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাওয়া। আমাদের ডান পার্শ্বদেশটা ইতিমধ্যেই ফাঁক ফাঁক করে ছড়িয়ে গিয়েছিল। আমাদের প্রতিবেশীর অগ্রগতি মন্থর হয়ে গেলে কী ঘটবে? তার উপরে ভেঙে পড়ার মতো চাপও হয়তো পড়তে পারে। তৃতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সঙ্গে সীমান্তটা গিয়েছিল পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে আভগুস্তোভ থেকে হেইলসবের্গ পর্যন্ত। সাধারণ সদরদপ্তর মনে হয় আশা করেছিল আমাদের প্রতিবেশী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এগোবে। কিন্তু তৃতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের অধিনায়ক ই. দ. চের্নিয়াখভস্কি তাঁর আসল আক্রমণটা কোথায় চালাবেন, আমাদের তাও জানানো হয় নি, এবং আগেই যে কথা বলেছি, সাধারণ সদরদপ্তর ডান দিকে সমন্বয় সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলে নি, মনে হয় ধরে নেওয়া হয়েছিল যে আমাদের উত্তর পার্শ্বদেশে কোনো জটিলতা দেখা দেওয়ার আশা নেই।

সাধারণ সদরদপ্তরের নির্দেশ অনুসারে আমরা আমাদের প্রধান সৈন্যবলকে কেন্দ্রীভূত করলাম বাঁ অংশে। আমাদের এই কথাটা গণ্য করতে হয়েছিল যে নারেভ নদীর তীরে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করার পর আমাদের প্রধান সৈন্যদলের গোটা আক্রমণের এলাকাটা পার হয়ে উত্তর দিকে তীব্র বাঁক-নেওয়া ভিস্টুলা নদী সবলে পেরিয়ে যেতে হবে। নারেভের ব্যূহগুলি ভেদ করার পর আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগোতে হবে, যাতে জার্মানরা সৈন্যদের ঘুরিয়ে এনে এই জায়গাটা অধিকার করতে না-পারে। সেই সঙ্গে, আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বাঁ অংশে আমাদের জঙ্গী সৈন্যদলটাকে যথেষ্ট শক্তিশালী রাখতে, যাতে দরকার হলে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা যায়। ডান দিকে সমন্বয় রক্ষার প্রশ্নটা উল্লেখ পর্যন্ত না করলেও সাধারণ সদরদপ্তর প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সঙ্গে সমন্বয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল। ব্যাপারটা বোধগম্য ছিল। আমাদের মধ্যেকার সীমারেখা গিয়েছিল পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভিস্টুলা নদী ধরে ব্রমবের্গ (বিদগশ্চ) পর্যন্ত; এই সীমারেখাটাই আমাদের দুটি রণাঙ্গনকে পরস্পর-নির্ভরশীল করে রেখেছিল: আমাদের কাজ ছিল আমাদের প্রতিবেশীকে উত্তর দিক থেকে শত্রুর আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করা এবং তার পশ্চিমাভিমুখী অগ্রগতিকে সহজতর করা।

আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতি চালানোর সময়ে তৎপরতার বিশেষ দিকগুলিকেও আমরা গণ্য করলাম। আমাদের যথেষ্ট সময় ছিল, তাই পরিকল্পনাটা রচনা করা হল পুঙখানুপুঙখভাবে, সে কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন রণাঙ্গনের কম্যান্ড আর সদরদপ্তরের কর্মীরা, এবং তার পরে সেনাবাহিনীর অধিনায়করা ও স্টাফ প্রধানরা, রাজনৈতিক প্রধানরা, অস্ত্র, সাজসরঞ্জাম চলাচল ও কৃত্যক বিভাগীয় প্রধানরা। প্রাসঙ্গিক সমস্ত অভিমত আর প্রস্তাব-পরামর্শ বিবেচনা করা হল। বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হল সেনাবাহিনীগুলির সীমান্তে সমন্বয়সাধনের প্রশ্নের দিকে এবং রণাঙ্গনের চলমান সৈন্যদলগুলিকে আর দ্বিতীয় ধাপগুলিকে লড়াইয়ে নামানোর পদ্ধতির দিকে। পরিকল্পনায় সৈন্য আর কামান বহরের পার্শ্বীয় ব্যবহারের সংস্থানও রাখা হল, সেই সঙ্গে আকাশ থেকে সমর্থনের বিশদ ব্যবস্থা।

মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চওড়া নদী ভিস্টুলা জোর করে পার হয়ে যাওয়া, তাই আমরা এই ব্যবস্থা করলাম যাতে নারেভ নদীর তীরে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভিস্টুলা অভিমুখে অগ্রসরমান সৈন্যদের পিছনে পিছনে নদী পার হওয়ার সমস্ত চলমান উপায় পাঠানো

হয়। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা সেতুমুখগুলিতে যেসব স্থায়ী কাঠের সেতু নির্মাণ করেছিলেন, শুধু সেইগুলিই থাকবে নারেভ নদীর উপরে। বেলোরুশিয়ায় অগ্রগতির বেলায় যেমন করা হয়েছিল, জঙ্গলাকীর্ণ ও জলাভূমিতে ভর্তি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গতিবিধি সহজতর করার জন্য আমাদের সৈন্যদের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপায় যোগানোর ব্যবস্থাও রাখলাম আমরা। সৌভাগ্যবশত, রণাঙ্গনের প্রায় সব সৈন্যদলই পোলেসিয়ে এলাকায় যুদ্ধ করেছে এবং সকলেরই সেই রকম অবস্থায় লড়াইয়ের যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও হয়েছিল।

সৈনিকরা, অফিসাররা এবং রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ উৎসাহে ভরপুর ছিলেন, কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। ইতিমধ্যে আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম ভালো তালিম পাওয়া একদল অফিসারকে, যাঁদের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। পদাতিক বাহিনীর অধিনায়করা সব ধরনের লড়াইয়ে তাঁদের ইউনিটগুলিকে উৎকর্ষের সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে শিখেছিলেন, বিভিন্ন সেনাদল ও কৃত্যক বিভাগীয় অধিনায়করাও — কামান, ট্যাঙ্ক, বিমান, ইঞ্জিনিয়ার ও যোগাযোগ অফিসাররা — ছিলেন উপযুক্ত। সারা জাতি সৈন্যদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন পর্যাপ্ত পরিমাণে আধুনিকতম সামরিক যন্ত্র আর সাজসরঞ্জাম। বেশির ভাগ নন্ কমিশন্ড অফিসার আর নিচুতলার সাধারণ সৈনিক ছিল পোড়-খাওয়া, লড়াইয়ে অভিজ্ঞ, যুদ্ধের কঠোরতা আর কষ্টভোগের মধ্যে পরীক্ষিত। এখন তাদের মনে একমাত্র বাসনা ছিল শত্রুর পরাজয়কে সম্পূর্ণ করা।

অসুবিধা আর বিপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত ছিল তারা, কিন্তু আমাদের কর্তব্য ছিল এই চমৎকার সৈনিকদের জীবন রক্ষার জন্য আমাদের যথাসাধ্য করা। যুদ্ধে লোককে মরতে দেখাটা সব সময়েই একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা, কিন্তু বিজয়ের একেবারে দ্বারপ্রান্তে তাদের হারানো, যারা ভয়ঙ্কর সব অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছে, অগ্নিবর্ষণের মধ্যে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ চলেছে, নিজেদের দেশের জন্য শান্তি জয় করে নিতে সাড়ে তিন বছর জীবন বিপন্ন করেছে, সেই বীরদের হারানো সীমাহীনভাবে আরও বেশি তিক্ত হত। অধিনায়কদের ও রাজনৈতিক অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হল ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করার জন্য, প্রত্যেকের জীবন রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য করতে!

রণাঙ্গন ও সেনাবাহিনীগুলির সামরিক পরিষদ, রাজনৈতিক বিভাগ, পার্টি ও কমসোমল সংগঠন সৈন্যদের মনোবল আরও উঁচুতে তুলে তাদের

কাছে যে বীরত্ব প্রত্যাশিত ছিল তা পালন করতে তাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য সব কিছু করেছিল। লড়াইয়ে উদ্যোগের উপরে বিরাট গুরুত্ব আরোপ করে আমরা অতীতের লড়াইগুলির বীরদের দেখানো প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দৃষ্টান্ত প্রচার করলাম। রণাঙ্গনের সংবাদপত্র, প্রচারপত্র এবং প্রচারকারীদের আলোচনাকে ব্যবহার করা হল যত ব্যাপকভাবে সম্ভব লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে। আমাকে বলতেই হবে যে সর্বশেষ, চূড়ান্ত লড়াইয়ে আমাদের জনগণ সত্যিকার গণবীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। বীরত্ব হয়ে উঠেছিল আচার-ব্যবহারের একটা মানদণ্ড, বিজয় অর্জনে তা এক প্রকাণ্ড ভূমিকা পালন করেছিল, চিরকালের জন্য মহিমান্বিত করেছিল সোভিয়েত সৈনিকের মহত্ত্ব, তার জনগণের প্রতি, সোভিয়েত স্বদেশভূমির প্রতি তার নিঃসীম আনুগত্যকে।

আগেকার মতোই, আমাদের বেশির ভাগ ইউনিটেরই লোকবলে ঘাটতি ছিল। একমাত্র সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আসা ২য় জঙ্গী বাহিনী, ৪৯তম ফিল্ড ও ৫ম ট্যাংক বাহিনীর লোকবল মোটামুটি সম্পূর্ণ ছিল। অন্যান্য সেনাবাহিনী আর পৃথক পৃথক সৈন্যদলের স্থানপূরণ করা হয়েছিল প্রধানত রণাঙ্গন ও সেনাবাহিনীর হাসপাতাল এবং মেডিকাল ব্যাটেলিয়ন থেকে প্রায় আরোগ্য সৈনিক ও অফিসারদের দিয়ে। আহতদের আবার সুস্থ করে তাদের সৈন্যদের মধ্যে ফিরে আসতে সক্ষম করে তোলার জন্য আমাদের চিকিৎসা কর্মীরা সত্যিই বীরত্বের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তাঁরা যা করেছেন তার জন্য তাঁদের প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমরা জানতাম আমাদের সামনে রয়েছে এক প্রবল শত্রু, আর তার এলাকায় যত গভীরে আমরা ঢুকব তার অনমনীয়তা তত বেড়ে যাবে। আমাদের আক্রমণাভিযান যাতে নষ্ট হয়ে দীর্ঘায়িত লড়াইয়ে পর্যবসিত না-হয়, যাতে তা দ্রুত ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, যাতে শত্রু সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণ করতে অপারগ হয় এবং সুবিধাজনক জায়গাগুলি আঁকড়ে থাকতে না-পারে, সেই ব্যবস্থা করা জরুরী ছিল। আমরা তাই শত্রুর প্রতিরক্ষার অগ্রবর্তী ব্যূহগুলিতে তথা গভীরের যে ব্যূহগুলিকে নাৎসিরা পশ্চাদপসরণের সময়ে ব্যবহার করতে পারে সেখানেও সন্ধানী-পর্যবেক্ষণের উপরে বিশেষ মনোযোগ দিলাম। আকাশ থেকে বার বার অঞ্চলটার ফোটো তোলা হল, যে জমিতে তাঁদের ইউনিটগুলি লড়াই করবে আকাশ থেকে তোলা সেই জমির ফোটো দেওয়া হল অধিনায়কদের। শত্রুর প্রতিরক্ষা

ব্যবস্থার গভীরে ও রণাঙ্গনের লাইনের পিছনে যে এলাকাগুলোকে আমাদের প্রধান সৈন্যবল এসে পেঁছনোর আগেই দখল করে নিতে হবে, সেগুলোকে আলাদা করে চিহ্নিত করে দিলাম। বিশেষভাবে ভার-দেওয়া চলমান সৈন্যদলগুলিকে বলা হল শত্রুর জোরালো ঘাঁটিগুলির পাশ কাটিয়ে ব্যূহভেদ করে শত্রুর পথের উপরে গিরিসংকট, পারাপার ব্যবস্থা আর সেতুগুলি দখল করে নিতে এবং আমাদের সৈন্যরা এসে পেঁছনো পর্যন্ত সেগুলি আগলে রাখতে। রণাঙ্গনের বিমান বহরকে আদেশ দেওয়া হল এই দলগুলির সমর্থনে আঘাত হানতে।

ডিভিশনগুলিতে নৈশ তৎপরতার জন্য সংগঠিত করা হল শক্তিশালী অগ্রবর্তী সৈন্যদল। তাদের কাজ হবে রাতের অন্ধকারে শত্রু যাতে আমাদের সৈন্যদের কাছ-ছাড়া হতে না-পারে সেই ব্যবস্থা করা। এই দলগুলি সন্ধ্যায় শত্রু সৈন্যদের হয়রান করবে, আর সারারাত তাদের তটস্থ করে রাখবে।

রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান, জেনারেল আ. ক. সোকলস্কির নেতৃত্বে আমাদের গোলন্দাজরা আক্রমণের এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুগুলিকে বেছে নেওয়া ও সেগুলির পাল্লা স্থির করার জন্য প্রচুর কাজ করল।

আগেই বলা হয়েছে, রণাঙ্গনকে তার আসল আক্রমণ চালাতে হবে বাঁ অংশে। এর জন্য দায়িত্ব দেওয়া হল চারটি ফিল্ড বাহিনী আর একটি ট্যাঙ্ক বাহিনীকে। তাদের ৮০ কিলোমিটার চওড়া ক্ষেত্র এগোতে হয়েছিল দুই ধাপে: প্রথম ধাপে ৪৮তম, ২য় জঙ্গী, ৬৫তম ও ৭০তম বাহিনী, আর দ্বিতীয় ধাপে ৫ম ট্যাঙ্ক বাহিনী। প্রধান ক্ষেত্রটিতে, মারিয়েনবুর্গ ক্ষেত্রটিতে সাফল্যকে কাজে লাগাবার জন্য ৪৮তম ও ২য় জঙ্গী বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা হল ট্যাঙ্ক কোরকে, আর রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবলে রাখা হল একটি অশ্বারোহী কোর।

উত্তর দিক থেকে শত্রুর সম্ভাব্য পাল্টা আক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য রাখা হল দুটি সেনাবাহিনীকে -- আভগুস্তোভ থেকে লোমজা পর্যন্ত আভগুস্তোভ খাল বরাবর একটা বিস্তীর্ণ সম্মুখভাগে ৫০তম সেনাবাহিনী আর রোজানির উত্তরে আরও ঘনভাবে বিন্যস্ত ৩য় সেনাবাহিনী। তাদের কাজ হবে শত্রু সৈন্যদের আটকে রাখা এবং তাদের যাতে অগ্রগতি আসল লাইনে স্থানান্তরিত করা না-যায় সেই ব্যবস্থা করা। ৪৯তম সেনাবাহিনীকে রাখা হল দ্বিতীয় ধাপে, তাকে দেওয়া হল আমাদের

সৈন্যরা যখন এখানে চলাচল করতে শুরু করবে তখন সাফল্যকে কাজে লাগানোর ভার।

এই সমস্ত প্রস্তুতিতেই আমি প্রয়োগ করেছিলাম স্টাফভিত্তিক কাজের ব্যবস্থা, অতীতে এতে আমি ভালো ফল পেয়েছি। তৎপরতার প্রস্তুতি করা হয়েছিল কর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টায়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সদরদপ্তরে আমরা সমস্ত পরিকল্পনা আলোচনা করেছি, বিভিন্ন সেনাদল ও কৃত্যক বিভাগের সদ্ব্যবহার ও সমন্বয় সম্পর্কে মত বিনিময় করেছি, বিভিন্ন সৈন্যদলের অফিসারদের রিপোর্ট শুনেছি ও আলোচনা করেছি। এইভাবে রণাঙ্গনের সমস্ত অধিনায়ককেই ঘটনাবলী সম্পর্কে সর্বদা অবহিত রাখা হয়েছে এবং তাঁরাও দ্রুত সাড়া দিতে পেরেছেন। এইভাবে আমরা, বিভিন্ন সেনাদল ও কৃত্যক বিভাগীয় প্রধানদের তলব করে, দীর্ঘ, ক্লান্তিকর রিপোর্ট শুনে সময় নষ্ট করা এড়াতে পেরেছি। যে রীতিপদ্ধতি শান্তির সময়ে উপযুক্ত মনে হয়েছিল, যুদ্ধের সময়ে তার যাথার্থ্য ছিল না। রণাঙ্গনের স্টাফ প্রধান একজন ভালো স্টাফ অফিসারের যেমন হওয়া উচিত তেমন পণ্ডিতসুলভ মানুষ, জেনারেল আ. ন. বগোলিউবভ প্রচলিত রীতিপদ্ধতি আমরা আপাতদৃষ্টিতে লঙ্ঘন করেছিলাম বলে প্রথমে একটু ভ্রূকুঞ্চিত করেছিলেন বটে, তবে পরে তিনি মেনে নিয়েছিলেন যে আমার ব্যবস্থাটা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে উপযুক্ততর।

যেমন আশা করেছিলাম, রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডিং অফিসাররা ছিলেন যথোপযুক্ত ব্যক্তি। স্টাফ প্রধান বগোলিউবভের স্টাফ সংক্রান্ত কাজের চমৎকার জ্ঞান ছিল, নিজের কাজ তিনি করতেন ত্রুটিহীনভাবে, যদিও মাঝে মাঝে তিনি তাঁর অধীনস্থদের প্রতি রীতিমত কঠোর ও আগ্রহহীন হয়ে পড়তেন। সামরিক পরিষদের সদস্য জেনারেল ন. ইয়ে. সুব্বোতিন ও আ. গ. রুস্‌স্কিখ যোগ্যতার সঙ্গে রণাঙ্গনের রাজনৈতিক কর্মীদের কাজ পরিচালনা করেছিলেন। রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান, জেনারেল আ. দ. অকরোকভের মানসিক দিগন্ত ছিল সত্যিই প্রসারিত, তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও একজন চমৎকার সংগঠক, সৈন্যদের মধ্যে তিনি যথার্থভাবেই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান, জেনারেল আ. ক. সোকলস্কি ছিলেন পোড়-খাওয়া অধিনায়ক, নিজের কাজ সম্বন্ধে চমৎকার জ্ঞানসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞ। আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই এবং বিশেষত তৎপরতার প্রস্তুতিপর্বে আমি তাঁকে দেখতে পেয়েছি একজন চিন্তাশীল, কর্মশক্তিপূর্ণ ও উদ্যোগী নেতা হিসেবে। রণাঙ্গনের

ইঞ্জিনিয়ারদের প্রধান, জেনারেল ব. ভ. ব্লাগোস্লাভভ সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, যোগাযোগ বিভাগীয় প্রধান, জেনারেল ন. আ. বরজভও তাই। এই রকম একটা সঙ্গীদলের মধ্যে কাজ করা আনন্দের বিষয়, আমি স্থিরনিশ্চিত ছিলাম যে আমার কমরেডদের মধ্যে প্রত্যেকেই সাফল্যের সঙ্গে তাঁর কাজ সম্পন্ন করবেন। পরে এই আস্থার যাথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয়েছিল।

যে কাজ করা হয়েছে সে সম্পর্কে ভাব বিনিময়ের জন্য, অমীমাংসিত প্রশ্নগুলি আলোচনা করার জন্য প্রত্যেক সন্ধ্যায় আমরা সদরদপ্তরে জড়ো হতাম, দোষত্রুটি দূর করার কিংবা অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে যা খাপ খায় না সেগুলো বদলানোর উপায় প্রস্তাব করতাম। এই সমস্ত বৈঠকে ও কথাবার্তায় আমরা পরস্পরকে আরও ভালোভাবে জানতে পেরেছিলাম।

তৎপরতা শুরু করার তারিখটি দ্রুত এগিয়ে আসছিল, আমাদের হাতেও ছিল প্রচুর কাজ। আমরা স্থানপূরণের জন্য নতুন সৈন্যবল আশা করছিলাম, কিন্তু রেলপথে গাড়ি চলাচলের প্রচণ্ড চাপের দরুন পথে তারা কোথাও আটকে পড়েছিল। হঠাৎ আমরা সাধারণ সদরদপ্তরের কাছ থেকে নির্দেশ পেলাম এই মর্মে যে আমাদের মিত্রপক্ষের অনুরোধে আক্রমণের তারিখ ছ দিন এগিয়ে আনা হল, মিত্রপক্ষ আর্দেন্-এ অসুবিধায় পড়েছে।

মিত্র হিসেবে নিজের দায়দায়িত্ব অনুসারে সোভিয়েত সরকার মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যদের অসুবিধার সময়ে তাদের সাহায্য করার জন্য তার সেনাবাহিনীগুলিকে আক্রমণাভিযান শুরু করার আদেশ দিয়েছিল। অথচ আমাদের প্রস্তুতি শেষ করার জন্য ঐ ছটা দিন আমাদের কী দরকারই না ছিল! কিন্তু উপায় নেই, আমাদের এগোতেই হবে। খাবাপ আবহাওয়া পরিস্থিতির অবনতি ঘটাল। ঘন কুয়াশায় জমি ঢাকা পড়ল, বিমানের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হলাম আমরা, অথচ জোরালো আঘাত হেনে শত্রুর প্রতিরোধ দমিয়ে তা আমাদের অনেকখানি সাহায্য করতে পারত। আমাদের আক্রমণাভিযানের পরিকল্পনায় আমূল অদলবদল ঘটাতে হল আমাদের, সমর্থনের জন্য নির্ভর করতে হল শুধু কামানের উপরে। তবে, দরকারের সময়ে পরিত্রাণের জন্য গোলন্দাজদের এগিয়ে আসার ব্যাপারে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম।

সাধারণ সদরদপ্তর আক্রমণাভিযানের নির্দিষ্ট দিন স্থির করে দিল: প্রথম ও দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের জন্য ১৪ জানুয়ারি সকালবেলা, আর প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনের জন্য দুদিন আগে — ১২ জানুয়ারি।

হাতের সময় কমে যাওয়া সত্ত্বেও সৈন্যদের তৎপরতার জন্য প্রস্তুত করতে কম্যান্ডের কর্মীরা চেষ্টার ত্রুটি করল না; কিন্তু স্থানপূরণের জন্য প্রত্যাশিত সৈন্যবল যথাসময়ে এসে পেঁছিতে পারল না।

পরিকল্পনা করা হয়েছিল আক্রমণের আগে নব্বই মিনিট চলবে কামানের প্রস্তুতিমূলক অগ্নিবর্ষণ, আসল প্রচেষ্টার ক্ষেত্রটিতে সম্মুখভাগের প্রতিটি কিলোমিটারে তার ঘনত্ব হবে ২০০-২৪০টি কামান আর মর্টার। পদাতিক সৈন্যদের আক্রমণের সঙ্গে চলবে অগ্রসরমান সৈন্যদের সামনে শত্রুর বিরুদ্ধে গোলা আর বোমার একটা বেড়ার মতো অগ্নিবর্ষণ আর ট্যাঙ্কগুলি এগিয়ে চলবে পদাতিক রণব্যূহে।

আগেকার আক্রমণাভিযানগুলিতে, কামানের প্রস্তুতিমূলক গোলাবর্ষণের ঠিক আগে শত্রু কখনও কখনও তাদের সৈন্যবলকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল একেবারে গভীরে, যাতে ফাঁকা অবস্থানগুলির উপরে আমরা আমাদের গোলাবারুদ অপচয় করতে বাধ্য হই। যদিও এবারে তারা এই রকম কৌশল গ্রহণ করবে, সেটা আমরা বড় একটা প্রত্যাশা করছিলাম না। শত্রুর ছিল শক্তিশালী সব অবস্থান, তাতে জোরালো ঘাঁটি, স্থায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আর দুর্গ ছিল প্রচুর, যেগুলি সেকেলে ধরনের হলেও প্রতিরক্ষার কাজে ভালোভাবেই মানানসই ছিল। এই রকম অবস্থান থেকে শত্রুর স্বতঃপ্রবৃত্ত অপসারণ আমাদের কাজকেই সহজতর করে তুলত শুধু, তাই এরকম কিছু না করাই তাদের পক্ষে বেশি সম্ভব ছিল। তার মানে, নাৎসিদের তাদের কংক্রীটের গর্ত থেকে খুঁজে খুঁজে বার করে আনতে হবে আমাদের। সেটা করার মতো যথেষ্ট শক্তি আমাদের ছিল, আর বিজয় ত্বরান্বিত করার জন্য সোভিয়েত জনগণ তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাতে যে বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, তার কল্যাণে এখন কামানের গোলাবারুদের সরবরাহও আমরা পেয়েছিলাম পর্যাপ্ত। আমাদের সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগের কর্মীরা কামানের অবস্থানগুলিতে কামান আর মর্টারের গোলার স্বাভাবিক সরবরাহের দ্বিগুণেরও বেশি যোগানোর জন্য প্রচণ্ড কাজ করেছিল।

১৪ জানুয়ারি, আক্রমণের আগে কামানের গোলাবর্ষণ শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে সামরিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও রণাঙ্গনের কামান, সাঁজোয়া অস্ত্র, বিমান ও ইঞ্জিনিয়ার বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে নিয়ে আমি পর্যবেক্ষণ চৌকিতে এসে পেঁছিলাম। ভোর হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভূখণ্ডটা ঢাকা পড়েছিল কুয়াশা আর তুষার-বৃষ্টির আবরণে, আবহাওয়া দপ্তরের লোকেরা

কোনো উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিতে পারল না। ইতিমধ্যে শত্রুর সামনের সারির উপরে বোমারু বিমানগুলির আঘাত হানার নির্ধারিত সময় এগিয়ে আসছিল। ক. আ. ভেরশিনিনের সঙ্গে ত্বরিত পরামর্শের পর আমি বিমান থেকে সমস্ত তৎপরতা বন্ধ রাখার আদেশ দিলাম। সৌভাগ্যবশত, ভালো আবহাওয়ার উপরে আমরা খুব বেশি নির্ভর করি নি, যদিও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা বিমান থেকে সমর্থনের আশা অবশ্যই করেছিলাম।

সংশ্লিষ্ট অধিনায়কদের পরিকল্পনায় পরিবর্তনের কথা যথাযথভাবে জানানো হল এবং বিমান থেকে সমর্থনের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না, এই রকম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দেওয়া হল।

কুয়াশা আর তুষার তখনও অবস্থানগুলিকে ঝাপসা করে রেখেছিল, কিন্তু আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার সার্বিক মেজাজটা তাতে মোটেই নষ্ট হয় নি।

নির্দিষ্ট সময়ে আমি সংকেত দিলাম, কয়েক হাজার কামান আর মর্টার এবং শয়ে শয়ে রকেট-উৎক্ষেপক অগ্নি উদ্গীরণ করতে লাগল।

একটা আক্রমণাভিযানের জন্য কামানের প্রস্তুতিমূলক আক্রমণ সংগঠিত করা যেতে পারে বিভিন্ন উপায়ে, তা নির্ভর করে পরিস্থিতি আর সংশ্লিষ্ট সৈন্যদের সামনের কাজের উপরে। অবশ্য, আসল জিনিসটা হল আক্রমণের প্রারম্ভিক পর্যায়ে কামানের গোলায় শত্রুকে আচ্ছন্ন করে ফেলা, তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে চুরমার করে প্রতিরক্ষাকারী সৈন্যদের মনোবল নষ্ট করে দেওয়া। গোলাবর্ষণের বেড়ার পিছনে আক্রমণরত পদাতিক সৈন্যদের আর ট্যাঙ্কগুলির কাজ হয় গভীরে ঢুকে পড়া, চূড়ান্তভাবে ব্যূহভেদ করতে হয় সেনাবাহিনীর স্তরের দ্বিতীয় ধাপগুলিকে আর চলমান সৈন্যদলগুলিকে।

কুয়াশা আরও ঘন হয়ে উঠল, তুষার পড়তে লাগল আরও নিবিড়ভাবে। রণক্ষেত্র থেকে শোনা যাচ্ছিল অন্তহীন গুরুগুরু ধ্বনি। অগ্রবর্তী ও দ্বিতীয় ধাপের সমস্ত সেনাবাহিনীর সঙ্গে, এবং রণাঙ্গনের অধীনস্থ সৈন্যদলগুলির সঙ্গেও পর্যবেক্ষণ চৌকির যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল। ঘটনার গতি সম্বন্ধে যে কোনো সময়ে প্রয়োজনীয় সব খবরই আমরা পেতে পারতাম, কিন্তু লড়াইয়ের প্রারম্ভিক পর্যায়ে নিজেদের সৈন্য নিয়ন্ত্রণের কাজ থেকে অধিনায়কদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত না-করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ — অভিজ্ঞতা থেকে একথা জানতাম বলে আমি বারণ করে দিয়েছিলাম কেউ যেন তাঁদের টেলিফোনে বা টেলিগ্রাফে না-ডেকে পাঠায়। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে কোনো অধিনায়কের সাহায্য দরকার হলে অথবা কেউ বড়

ধরনের সাফল্য অর্জন করলে তিনি নিজেই আমাকে টেলিফোনে ডাকবেন।

তা হলেও, ঘটনার গতি সম্বন্ধে আমরা অনবহিত থাকলাম না। খবর এসে পেঁছতে থাকল বিভিন্ন সূত্র থেকে, সম্ভবত সবচেয়ে বাঙ্ময় তথ্য আসছিল গোলন্দাজেদর কাছ থেকে, তারা পদাতিক সৈন্যদের অনুরোধক্রমে তাদের অগ্নিবর্ষণের দিক স্থির করছিল। সাধারণ ছবিটা সম্পর্কে মোটামুটি পরিষ্কার একটা ধারণা আমরা পেলাম। শত্রুর মরীয়া বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের সৈন্যরা সারা রণাঙ্গন জুড়ে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ফাটল ধরিয়েছিল। সুদৃঢ় রক্ষণ ব্যবস্থাযুক্ত এলাকাগুলো আর প্রতিরোধের কেন্দ্রগুলো থেকে নাৎসিদের হঠানো সবচেয়ে কঠিন হয়ে উঠল, তাই সমস্ত সেনাবাহিনীর অধিনায়করাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এই ধরনের এলাকাগুলোর পাশ কাটিয়ে গেলেন, পিছনে কিছু সৈন্যদের রেখে গেলেন সেগুলোকে আটকানোর জন্য।

শেষ পর্যন্ত অগ্রবর্তী লাইনগুলিতে সক্রিয় সেনাবাহিনীগুলির কাছ থেকে খবর আসতে লাগল, আসল প্রচেষ্টাটার গোটা সম্মুখভাগ জুড়ে সাফল্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। কামানের প্রস্তুতিমূলক আক্রমণের শুরু হওয়ার মাত্র পনের মিনিটের মধ্যে পদাতিক সৈন্যরা প্রায় কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই শত্রুর সামনের সারির ট্রেঞ্চগুলি দখল করে নিয়েছিল। তাদের লড়তে হয়েছিল দ্বিতীয় সারির ট্রেঞ্চগুলির জন্য, তবে সেগুলিও দখলে চলে এল। অগ্রগতিটা অনেক গভীরে গেলেও শত্রুর প্রতিরোধ বেড়েই চলল।

ঘন কুয়াশায় কামানের সমর্থনকে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগানো গেল না, পদাতিক সৈন্যরা আক্রমণ চালাল প্রধানত ট্যাঙ্ক আর কাছ থেকে সমর্থন যোগানো কামানের সহযোগিতায়। দিনের শেষার্ধে শত্রু পাল্টা আক্রমণ শুরু করল ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে, কিন্তু আমাদের সৈন্যরা সব কটি ক্ষেত্রেই এগিয়ে চলল। অগ্রগতির আসল লাইনে তুমুল লড়াইয়ের মধ্যে অগ্রবর্তী ধাপের সেনাবাহিনীগুলি — ৪৮তম, ২য় জঙ্গী, ৬৫তম ও ৭০তম সেনাবাহিনী — দিনের সমস্ত লক্ষ্য অর্জন করতে অপারগ হল, শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করল মাত্র ৫ থেকে ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত। বাতভের সৈন্যরা অপেক্ষাকৃত বেশি সফল হল: দ. ফ. আলেক্সেয়েভের কোর আর ক. ম. এরাস্তভের কোর শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহের প্রথম সারি সম্পূর্ণরূপে ভেদ করে নাসেল্‌স্ক জোরালো ঘাঁটি দখল করল এবং সুদৃঢ় রক্ষণ ব্যবস্থাযুক্ত পুলতুস্ক এলাকা ঘিরে ধরল। আক্রমণ চলল সারা রাত ধরে। প্রাথমিক সাফল্যের সীমিত চরিত্রের কারণ ছিল আমাদের বিমানের মাটিতে থাকা, কামান নিয়ন্ত্রণের

অসুবিধা আর ঘন কুয়াশার মধ্যে ট্যাঙ্কের তৎপরতার সীমাবদ্ধ সম্ভাবনা। তাই, কামানের প্রস্তুতিমূলক আক্রমণ যখন শেষ হল, তখন লড়াইয়ের আসল ধাক্কাটা পড়েছিল পদাতিক সৈন্যদের উপরে, সমর্থনদাতা কামানের সাহায্য নিয়ে তারা প্রতিরক্ষাব্যূহগুলিকে আঘাতের পর আঘাত হেনে চূর্ণ করে চলেছিল। বিশেষভাবে কাজে লেগেছিল স.উ.-৭৬ স্বচালিত কামানগুলি।

রণাঙ্গনের ডান অংশে ৫০তম সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রটিতে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ই. ভ. বোলদিন জানালেন যে শত্রু তখনও আভগুস্তোভ খাল বরাবর তাদের লাইনটি দৃঢ়তার সঙ্গে দখলে রেখেছে এবং তাদের স্থানচ্যুত করার সমস্ত চেষ্টা প্রতিহত করছে।

৩য় সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রটিতে, কামানের প্রস্তুতিমূলক আক্রমণের পর, সৈন্যরা খুব সামান্য ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে দুই সারি ট্রেঞ্চ দখল করে নিতে সফল হয়েছিল। দিনের শেষে তারা শত্রুর ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের সামনে ৩ থেকে ৭ কিলোমিটার এগিয়েছিল।

প্রথম দিনের লড়াইয়ে যে সব ত্রুটিবিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছিল সেগুলি গণ্য করে রণাঙ্গনের সদরদপ্তরে আমরা এবং সেনাবাহিনীগুলির অধিনায়করা তৎপরতার পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় কিছু অদলবদল ঘটালাম। আমাদের প্রধান সৈন্যবলকে লড়াইয়ে নামানো থেকে আমরা বিরত থাকলাম, তাদের আলাদা করে রাখা হয়েছিল সাফল্যকে কাজে লাগানোর জন্য। সামনে পড়ে ছিল ভিস্টুলা নদীর নিম্নভাগ পার হওয়ার দুষ্কর কাজ, সেখানে নদীতীরস্থ জোরালো ঘাঁটি ছিল টর্ন (টোরুন), ব্রমবের্গ (বিদগশচ), গ্রাউডেনৎস (গ্রুডজেঞ্জ), মারিয়েনবুর্গ (মালবর্ক) আর এলবিং-এ (এল্ব্লোং)।

পরদিন সকালে শত্রু শুরু করল প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ। বোলদিন জানালেন যে শত্রু তখনও আভগুস্তোভ খাল বরাবর লাইনটি দৃঢ়ভাবে দখলে রেখেছে (বস্তুতপক্ষে, ৫০তম সেনাবাহিনীকে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করার দায়িত্ব দেওয়া হয় নি, তার কাজটা ছিল বিস্তীর্ণ একটা রণক্ষেত্রে সক্রিয়তা চালিয়ে শত্রু সৈন্যদের আটকে রাখা)। ৩য় সেনাবাহিনীর বিপরীত দিকে, নাৎসিরা আক্রমণ করল, রাতে তারা সেখানে বিপুল সৈন্যবল নিয়ে এসেছিল; শক্তিশালী কামান আর মর্টারের গোলাবর্ষণের সমর্থন নিয়ে 'বৃহৎ জার্মানি' প্যানজার ডিভিশনের ইউনিটগুলিকে আর নতুন কিছু পদাতিক ইউনিটকে লড়াইয়ে নামাল তারা। আ. ভ. গরবাতভের হাতে যেটুকু সৈন্যবল ছিল, তাই দিয়েই এই আঘাত প্রতিহত করার দুরূহ দায়িত্ব পড়ল তাঁর উপরে। যে ক্ষেত্রটি তিনি আগলে ছিলেন সেটা যেমন আমাদের কাছে তেমনি শত্রুর

কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শত্রু যদি এখানে ব্যূহভেদ করতে পারত তা হলে আমাদের গোটা আক্রমণকারী সৈন্যবলের পার্শ্বদেশে ও পশ্চাদ্ভাগে তারা চলে আসত, তাই তারা ৩য় সেনাবাহিনীর ব্যূহগুলির উপরে উন্মত্তের মতো আঘাত হানতে লাগল। সেনাবাহিনীর অফিসার আর সৈনিকদের কৃতিত্ব এখানেই যে তারা অদম্যভাবে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল, তাদের ব্যূহগুলি ভেদ করার জন্য শত্রুর সমস্ত প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করেছিল। এই লড়াইগুলিতে আলেক্সান্দর গরবাতভ চমৎকারভাবে নিজের বিশিষ্টতা দেখিয়েছিলেন, পরিচয় দিয়েছিলেন সৈন্যদের নেতৃত্বদানে তাঁর দক্ষতার ও তাঁর অধস্তন সৈন্যরাও বিরাট সংগ্রামী ক্ষমতা আর সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।

৪৮তম, ২য় জঙ্গী, ৬৫তম ও ৭০তম সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রগুলিতে শত্রু তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহগুলির ফাটলে জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টায় হাতের কাছের সমস্ত সৈন্যবলকে লড়াইয়ে নামিয়েছিল। ক্রমবর্ধমান হিংস্রতায় নাৎসিরা একের পর এক পাল্টা আক্রমণ চালাল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাধ্য হল একের পর এক তাদের জোরালো ঘাঁটি আর প্রতিরক্ষা এলাকাগুলি পরিত্যাগ করতে।

আবহাওয়ার উন্নতি হল না, তাই আমাদের পদাতিক ও ট্যাঙ্ক বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য আমরা এমন কি একক কিছু বিমানকেও ব্যবহার করতে পারলাম না।

আমাদের বাঁ দিকের প্রতিবেশীর কাছ থেকে আমরা সুসংবাদ পেলাম, প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের স্টাফ প্রধান ম স. মালিনিন তাঁর রিপোর্ট শেষ করলেন এই বলে:

‘এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছেন কেন? আমাদের ট্যাঙ্কগুলো তো ইতিমধ্যেই বার্লিনের কাছাকাছি চলেছে!’

অবশ্য বার্লিন কথাটা ঠাট্টা মাত্র, তবে আক্রমণাভিযানের দ্বিতীয় দিনের শেষে ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলি সত্যিই অনেক এগিয়ে গিয়েছিল।

এর বিপরীতে, আমাদের ডান দিকের প্রতিবেশীর ক্ষেত্রটিতে অবস্থা সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনোই খবর ছিল না। শুধু বোলদিন জানিয়েছিলেন যে তৃতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সংলগ্ন বাঁ পাশের সেনাবাহিনী আভগুস্তোভ থেকে উত্তর দিক পর্যন্ত তার আগেকার লাইনে তখনও প্রতিরক্ষাব্যূহগুলি আগলে আছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি বাধ্য হলাম শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করার কাজ

ত্বরান্বিত করার জন্য ৪৮তম, ২য় জঙ্গী, ও ৬৫তম সেনাবাহিনীর এলাকায় ট্যাঙ্ক কোরগুলিকে লড়াইয়ে নামাতে। পাল্টা আক্রমণে শত্রুর শক্তি ক্ষয়ে এসেছিল, এই আঘাতে তারা ভেঙে পড়ল। অগ্রগতির প্রধান লাইনে তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহে ফাটল ধরল, আর আমাদের সৈন্যরা সেই ফাঁকের মধ্যে দলে দলে ঢুকে পড়ে ব্রমবের্গ, গ্রাউডেনৎস আর মারিয়েনবুর্গ অভিমুখে চলতে লাগল।

তৎপরতার তৃতীয় দিনে দেখা গেল ৩য় সেনাবাহিনী তখনও নাৎসিদের আক্রমণ ঠেকিয়ে চলেছে, এই ক্ষেত্রে যে কোনো মূল্যে নিজেদের লক্ষ্য হাসিল করার জন্য নাৎসিরা হন্যে হয়ে উঠেছিল। ১৬ জানুয়ারি বিকেলে আবহাওয়ার উন্নতি হতে শুরু করল, আমরা আমাদের বিমান বহরকে নিয়ে আসতে পারলাম, শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে সেনাবাহিনীকে তারা যথেষ্ট সমর্থন যোগাল। ৪৯তম সেনাবাহিনীর কিছু সৈন্যকে ৫০তম ও ৩য় সেনাবাহিনীর মধ্যবর্তী সীমানায় লড়াইয়ে নামানো হল, তাতে সেই ক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটল যথেষ্ট, গরবাতভের সৈন্যরা আক্রমণাভিযান চালিয়ে যেতে সাহায্য পেল; সন্ধ্যার মধ্যে তারা চমৎকারভাবে তাদের কাজ সম্পন্ন করে পাঁচ কিলোমিটার এগিয়ে গেল।

তিন দিনের তীব্র লড়াইয়ে দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সৈন্যরা লোমজা থেকে নারেভ নদীর মুখ পর্যন্ত গোটা রণক্ষেত্রে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করেছিল, বাকি ছিল শুধু ৫০তম সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রটি, সেখানে শত্রু পাল্টা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। পরিকল্পনা মতো, ১৭ জানুয়ারি সকালে ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনীকে রণাঙ্গনের দ্বিতীয় ধাপ থেকে সামনে নিয়ে এসে ৪৮তম সেনাবাহিনীর অগ্রগতির এলাকায় ফাটলের মধ্যে লড়াইয়ে নামানো হল। বিশেষভাবে ভারপ্রাপ্ত বোমারু ও জঙ্গী বিমানদলগুলির সমর্থন নিয়ে ট্যাঙ্কগুলি দ্রুতবেগে চলল মারিয়েনবুর্গ অভিমুখে, শত্রুর যে সব ইউনিট তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল তাদের ঝেঁটিয়ে দু পাশে সরিয়ে ধ্বংস করে চলল। একই সঙ্গে, পোড়-খাওয়া উৎসাহী জেনারেল ন. স. অস্লিকভস্কির অধিনায়কত্বাধীনে ৩য় গার্ডস অশ্বারোহী কোর আল্লেনস্টাইনের (ওলস্তিন) দিকে ফাঁকা জায়গাটায় প্রবেশ করল।

ভিস্টুলার অপর তীরে শত্রু ঘাঁটি গেড়ে বসার সুযোগ পাওয়ার আগেই ভিস্টুলা নদী পার হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ৪৮তম ও ২য় জঙ্গী বাহিনী ট্যাঙ্কগুলির পিছনে পিছনে এগিয়ে চলল।

সাধারণ সদরদপ্তরের নির্দেশের সঙ্গে পুরোপুরি সংগতি রেখে তৎপরতা এগিয়ে চলছিল।

দুই রণাঙ্গনে

২০ জানুয়ারি, ১৯৪৫ তারিখে, আমাদের সৈন্যরা যখন ভিস্টুলা নদীর কাছে এসে পড়েছিল, প্রস্তুত হচ্ছিল দ্রুত নদী পেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে, সাধারণ সদরদপ্তর তখন ৩য়, ৪৮তম ও ২য় জঙ্গী বাহিনী ও ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনীকে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে গতি ঘুরিয়ে পূর্ব প্রাশিয়ার শত্রু সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যাওয়ার আদেশ দিল।

আদেশটা একেবারে অভাবিত, বিস্ময়কর। তার মানে আমাদের পরিকল্পনায় আগাগোড়া পবিবর্তন; অথচ এই পরিকল্পনার ভিত্তি ছিল সাধারণ সদরদপ্তরের ২৮ নভেম্বর, ১৯৪৪ তারিখের নির্দেশ, তাতে দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের নিম্নলিখিত কাজ নির্ধারিত করা হয়েছিল:

'আক্রমণাত্মক অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুর স্লাভা-স্থিত সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করা; আক্রমণাভিযানের অন্তত ১০ম-১১শ দিনে মিশ্নিনেৎস, ভিলেনবের্গ, নাইডেনবুর্গ, জিয়ালদোভো, বেজুন, বেলস্ক, প্লৎস্ক লাইন দখল করা এবং সাধারণভাবে নোভে মিয়াস্তো, মারিয়েনবুর্গের দিকে এগিয়ে চলা।

'চারটি ফিল্ড সেনাবাহিনী, একটি ট্যাঙ্ক বাহিনী, একটি ট্যাঙ্ক কোর ও একটি মেকানাইজড কোর নিয়ে রোজানি সেতুমুখ থেকে সাধারণভাবে প্শাসনিশ, স্লাভা, লিদ্‌জবার্কের দিকে আসল আক্রমণ চালানো। উত্তর দিকে প্রধান সৈন্যবলের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে একটি ফিল্ড বাহিনীর মিশিনেৎসে অগ্রগতি ঘটিয়ে।

'দুটি ফিল্ড সেনাবাহিনী ও একটি ট্যাঙ্ক কোরের সৈন্যবল নিয়ে সেরোৎস্ক সেতুমুখ থেকে সাধারণভাবে নাসেল্‌স্ক, বেলস্কের দিকে অপ্রধান আক্রমণ চালানো, শত্রুর ওয়ার্‌শ-স্থিত সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করতে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনকে সাহায্য করার জন্য দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনকে

পশ্চিম থেকে মর্দালিনকে ঘিরে ধরে একটা আঘাতের জন্য সৈন্যবল বিন্যস্ত করতে হবে।'

গোটা নির্দেশটাতে, সর্বোচ্চ অধিনায়কের ব্যক্তিগত পরামর্শের মতোই, দ্বিতীয় ও প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এখন যা ভিস্টুলা — ওডের তৎপরতা নামে পরিচিত সেই তৎপরতায় দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল। অথচ যুদ্ধের সমস্ত ইতিহাস রচনা কোনো কারণে এই তৎপরতায় আমাদের রণাঙ্গনের অংশগ্রহণের বিষয়ে নীরব, ব্যাপারটা এমনভাবে উপস্থিত করা হয় যেন আক্রমণাভিযানের একেবারে শুরু থেকেই, অর্থাৎ ১৪ জানুয়ারি, ১৯৪৫ থেকেই দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনকে শত্রুর পূর্ব প্রাশিয়া-স্থিত সৈন্যদলকে আক্রমণ ও পরাস্ত করার ভার দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের প্রধান সৈন্যবলকে যে ২০ জানুয়ারি উত্তর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটা সাধারণ সদরদপ্তরের নমনীয়তারই প্রমাণ। তাঁরা যেই দেখতে পেয়েছিলেন যে তৃতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গন পিছিয়ে রয়েছে, তখনই তাঁরা মূল পরিকল্পনার অদলবদল করেছিলেন।

উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে মোড় নিয়ে আমরা বেশ তাড়াতাড়িই এগিয়ে গেলাম সমুদ্রের দিকে। আমাদের গতিরোধ করার জন্য শত্রু আভগুস্তোভ খাল বরাবর তাদের প্রতিরক্ষাব্যূহের দক্ষিণ ক্ষেত্র থেকে সৈন্যদের স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসতে শুরু করল, খালটা রেখে দিল শুধু একটা দুর্বল আড়াল-যোগানোর মতো সৈন্যবলের দায়িত্বে। ৫০তম সেনাবাহিনীর কম্যান্ড এই চালটা যথাসময়ে ধরতে না পেরে রণাঙ্গনের সদরদপ্তরকে রিপোর্ট করে চলল যে শত্রু এখনও দৃঢ়ভাবে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। দু দিন পরে লড়াই চলাকালীন এক সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ থেকে প্রকাশ পেল যে ৫০তম সেনাবাহিনীর উল্টো দিকে বিরোধিতা করার মতো কেউ নেই, সর্বশেষ ছোট ছোট নাৎসি সৈন্যদল চটপট উত্তর দিকে সরে যাচ্ছে। সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পক্ষে এটা ছিল ক্ষমার অযোগ্য ত্রুটি, তাই স্টাফ প্রধান, জেনারেল ফ. প. ওজেরভকে অধিনায়কত্ব গ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হল। এই সব কথা আমি উল্লেখ করছি কারণ অন্যান্য কিছু রচনায় তা ভুলভাবে উপস্থিত করা হয়েছে।

সেই বেঠিক খবরের জন্য আমাদের মূল্য দিতে হয়েছিল অনেক। যে ৪৯তম সেনাবাহিনীকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগানো যেত, তাকে লড়াইয়ে নামাতে হয়েছিল অনেক আগে। আর আমাদের কাছ-ছাড়া শত্রুর নাগাল ধরার জন্য ৫০তম সেনাবাহিনীকে অযথা দ্রুতপায়ে যাত্রা করতে হল।

২০ জানুয়ারি ৩য় সেনাবাহিনী শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে পোল্যাণ্ডের সীমান্ত অতিক্রম করে পূর্ব প্রাশিয়ায় প্রবেশ করল, সেখানে তারা ঝড়ের মতো হানা দিয়ে দখল করে নিল যুদ্ধের অনেক আগেই বানানো একটা শক্তিশালী রক্ষণ ব্যবস্থাযুক্ত ব্যূহ। সেখানে আমরা দেখতে পেলাম পূর্ণ আকৃতি সিমেণ্টের দেয়ালওয়া ট্রেঞ্চ, বাঙ্কার, তারের জাল, পিলবক্স, কামান বসানোর ঢাকা পরিখা, আশ্রয়স্থল। কিন্তু আমাদের সৈন্যদের অগ্রগতি এত দ্রুত ছিল যে শত্রু সেই ব্যূহে এসে সেটাকে আগলে রাখার সময় পর্যন্ত পায় নি, তাই ৩য় সেনাবাহিনীর সৈন্যরা বলতে গেলে বিশেষ কোনো চেষ্টা ছাড়াই সেটা দখল করে নিয়েছিল। ৪৮তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিও, শত্রু যেখানে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করতে পেরেছিল, সেই সব এলাকার পাশ কাটিয়ে বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অগ্রসর হচ্ছিল।

ন. স. অস্‌লিকভস্কির অশ্বারোহী কোর অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল আল্লেনস্টাইনে (ওলস্তিন), সেখানে কয়েক ট্রেন-বোঝাই প্যানজার আর কামান এসে পৌঁছেচ্ছিল সবেমাত্র। দুঃসাহসিকতার সঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে (ঘোড়ার পিঠে চেপে নয় অবশ্য!) কামান আর মেশিনগানের অগ্নিবর্ষণের ঝড় বইয়ে শত্রুকে হতচকিত করে অশ্বারোহীরা ট্রেনগুলো দখল করে নিল, দেখা গেল আমাদের সৈন্যরা যে ফাটল সৃষ্টি করেছিল সেটা ভরাট করার জন্য পূর্ব দিক থেকে সরিয়ে আনা শত্রু সৈন্যের ইউনিটগুলিতে সে সব ট্রেন ভর্তি।

পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে শত্রু সৈন্যের যে ইউনিটগুলি শহরের দিকে আসতে লাগল, তাদের সঙ্গে তুমুল লড়াই চলল। আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যরা আর তাদের যারা সমর্থন যোগাচ্ছিল সেই ট্যাঙ্ক সৈন্যরা রীতিমত বিপদে পড়ত ৪৮তম সেনাবাহিনী সময়মতো এসে না পৌঁছলে। শত্রুকে পর্যুদস্ত করে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যরা অনেক সাজসরঞ্জাম দখল করল, বন্দী করল কয়েক হাজার শত্রু সৈন্যকে। আল্লেনস্টাইনে রণাঙ্গনের সৈন্যরা সুরক্ষিত এলাকার দ্বিতীয় লাইনটির বাধা অতিক্রম করল, খুলে গেল পূর্ব প্রাশিয়ায় যাওয়ার পথ।

৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনী সেই ফাটলে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রু সৈন্যের ইউনিটগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে এবং তাদের গেড়ে বসার সময় না দিয়ে ভীমবেগে এগিয়ে চলল সমুদ্রের দিকে। জোরালো ঘাঁটিগুলিকে ট্যাঙ্ক পাশ কাটিয়ে গেল, সেগুলিকে ছেড়ে দিল তাদের পিছনে পিছনে আসা ৪৮তম ও ২য় জঙ্গী বাহিনীর ইউনিটগুলির হাতে। ২৫ জানুয়ারি ট্যাঙ্ক বাহিনীর অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি ফ্রিশেস হাফ্-এ এসে পেঁছিল তলকেমিতো (তলক্মিৎসকো)-তে। তাদের পিছনে পিছনে তার পরের দিন এল প্রধান সৈন্যবল, পূর্ব প্রাশিয়া থেকে পশ্চিম দিকে শত্রুর পশ্চাদপসরণের পথ বিচ্ছিন্ন করে তারা এলবিং আটকে রাখল।

মারিয়েনবুর্গে ঢোকার পথে ২য় জঙ্গী বাহিনী শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি দখল করে নিল, সেটি ছিল টিউটনিক নাইটদের একটি প্রাচীন দুর্গ। ২৫ জানুয়ারি এই বাহিনী ভিস্টুলা ও নোগাত নদীতে এসে পেঁছিল, অনেকগুলি জায়গায় নদী দুটি পার হয়ে গিয়ে অপর তীরে ঘাঁটি গেড়ে বসল। কিন্তু সৈন্যরা এক ধাক্কায় এলবিং দখল করে নিতে অপারগ হল। শহরের মধ্যে ঢুকে পড়া একটি ট্যাঙ্ক ইউনিট ঘেরাও হয়ে পড়েছিল, তাদের উদ্ধার করা গেল না। সৈন্যরা শেষ গোলাটি পর্যন্ত, শেষ বুলেটটি পর্যন্ত লড়াই করল বীরত্বের সঙ্গে, তার পর সবাই সেখানে মৃত্যু বরণ করল বীরের মতো।

জেনারেল ফেদিউনিনস্কি পুরোদমে আক্রমণ চালাতে বাধ্য হলেন, লড়াই চলল বেশ কয়েক দিন ধরে, তার পরে ২য় জঙ্গী বাহিনী শহরটি অধিকার করতে সফলকাম হল।

৬৫তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি সাফল্যকে কাজে লাগাচ্ছিল, অসংখ্য নদীনালার দরুন যে সমস্ত সুবিধাজনক জায়গা ছিল সেখানে শত্রুকে ঘাঁটি গেড়ে বসার সময় না দিয়ে তারা ভিস্টুলায় এসে পেঁছিল এবং জোর করে নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। নদীর কোনো কোনো ক্ষেত্রে শত্রু তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করারই সুযোগ পায় নি, সামান্য কিছু সৈন্য ব্যূহগুলি আগলে ছিল। তার কারণ এই যে — নৈশ ক্রিয়াকলাপের জন্য বিশেষভাবে তালিম-দেওয়া খণ্ডবাহিনীগুলি সংগঠিত করার কল্যাণে — শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন চালানো হয়েছিল দিনে-রাতে অবিশ্রান্তভাবে।

যেমন আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম, স্থায়ী একটি গ্যারিসনবিশিষ্ট দুর্গ গ্রাউডেনৎস ৬৫তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির প্রথম দিকের আক্রমণ

প্রতিহত করল। শত্রুর দখলে ছিল ভিস্টুলার পূর্ব তীরে একটা বড় সেতুমুখ, আর আমাদের সৈন্যরা শহরের উত্তরে দ্রুত লাফ দিয়ে নদী পার হয়ে আসতে পারে নি বলে লড়াই করে পার হওয়ার পথ করে নিতে হচ্ছিল।

নিচের দিকে ভিস্টুলা নদী ৪০০ মিটারের বেশি চওড়া, গভীরতা ছ মিটার ও তারও বেশি। বরফ গলার পালা শুরু হয়েছিল, বরফ হয়ে পড়ছিল ভঙ্গুর। তার উপর দিয়ে তখনও পদাতিক সৈন্যদের যাওয়া চলত, কিন্তু কামান আর অন্য যন্ত্রপাতির জন্য দরকার ছিল বিশেষ পারাপারের ব্যবস্থা, পশ্চিম তীরে পা রাখার জায়গা করে নিতে না পারলে সেই ব্যবস্থা তৈরি করা যাচ্ছিল না। বাতভের সৈন্যরা এই রকম পা রাখার জায়গার জন্য লড়াই করতে এগিয়ে গেল।

তাদের সমান্তরালে ও বাঁ দিকে অগ্রসরমান ৭০তম সেনাবাহিনী শত্রু সৈন্যের ইউনিটগুলিকে পিছনে হঠিয়ে দিয়ে ভিস্টুলার উত্তর তীরে শক্তিশালী দুর্গব্যবস্থাযুক্ত শহর টর্নের পাশ ঘিরে ছিল, তারাও পার হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

স্পষ্টতই, শত্রু স্থির করেছিল যে কোনো মূল্যে ভিস্টুলা লাইনে আমাদের গতিরোধ করার চেষ্টা করবে। বিমান থেকে আমাদের সন্ধানী-পর্যবেক্ষণে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে সৈন্যদের প্রচুর গতিবিধি লক্ষ করা গিয়েছিল। তার সত্যতা প্রতিপন্ন হল ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধে।

এই অবস্থায়, টর্ন-এ আটকে থাকা শত্রু সৈন্যদের ব্যাপারে আমি কিছুটা উদ্বিগ্নই ছিলাম। ৭০তম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, ভ. স. পপোভের খবর অনুযায়ী, এই সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫,০০০-এর মতো এবং তারা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেছে। যখন আমি জানতে পারলাম যে শহরটাকে অবরোধ করে রেখেছে একটিমাত্র ডিভিশন — এর মধ্যে আমাদের ডিভিশনগুলিতে লোকবল কমে গিয়েছিল শোচনীয়ভাবে — পপোভকে পরামর্শ দিলাম শত্রু সম্পর্কে সতর্ক থাকতে। টর্ন ছিল আমাদের পশ্চাদ্ভাগে বেশ কিছু দূরে, তাই এই ভীমরুলের বাসাটাকে ভেঙে ফেলা দরকার। পপোভকে আমি আদেশ দিলাম — নাৎসি গ্যারিসনটা যদি আত্মসমর্পণ করতে সম্মত না হয় তা হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে।

নৈশভোজের পরে এক দল জেনারেল আমাদের সদরদপ্তরে জড়ো হলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ন. ইয়ে. সুব্বোতিন, আ. গ. রুস্‌স্কিখ, আ. ক. সোকলস্কি, প. ই. কোতভ-লেগনকভ আর ন. আ. বরজভ।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগীয় প্রধান ই. ম. লাগুনভ এসে পেঁছিলেন। এসেই তিনি টর্নের প্রশ্নটা তুললেন — আমাদের সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগকে এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটা কাঁটার মতো পীড়া দিচ্ছিল।

তিনি বললেন, 'কয়েকজন অসামরিক অধিবাসী আমাদের কাছে চলে এসেছে। তারা বলছে শহরটা হাজার হাজার সৈন্য, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি আর কামানে গিজগিজ করছে।'

'এদের কোথায় আটক করেছিলেন?'

'কেউই তাদের আটক করে নি। আমাদের হাসপাতালটা যেখানে রয়েছে সেই গ্রামে তারা নিজেরাই এসেছিল। তারা বলল পথে তারা কোনো সোভিয়েত সৈন্যের দেখা পায় নি। হাসপাতালের প্রধান আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। তিনি বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।'

খবরটা শুনে আমরা মিইয়ে গেলাম, আলোচনা করতে শুরু করলাম শহরটা ধ্বংস না করে কীভাবে গ্যারিসনটাকে নির্মূল করা যায়।

সেই মুহূর্তে টেলিফোনে আমাকে জরুরী তলব জানালেন পপোভ, তিনি খবর দিলেন যে শত্রু বেষ্টনী ভেদ করেছে, এগিয়ে চলেছে গ্রাউডেনৎসের দিকে, সেখানে পারাপার ব্যবস্থাগুলি রয়েছে নাৎসিদের দখলে। জার্মানদের রয়েছে বিরাট সৈন্যবল, অথচ পপোভের হাতের কাছে কিছুই নেই। শত্রু তাঁর কম্যান্ড পোস্টের কাছাকাছি এসে পড়ছিল বলে তিনি সেটি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার অনুমতি চাইলেন। কোথায়? পপোভ তাঁর সৈন্যদের থেকে কিছুটা দূরে একটা গ্রামের নাম করলেন। অর্থাৎ, পরিস্থিতি সত্যিই গুরুতর। আমি তাঁকে নিকটতম ডিভিশনে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলাম এবং শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিলাম।

'ইতিমধ্যে আমি বাতভকে বলব দুটো ডিভিশনকে পার করে ভিস্টুলার পূর্ব তীরে নিয়ে যেতে। ব্লাগোস্লাভভ তাঁর স্যাপার আর পনটুন ইউনিটকে সতর্ক করে রাখবেন।'

এই কথাবার্তা চলতে চলতেই বাতভকে ডেকে পাঠালাম। নির্দেশ পাওয়ার পর তিনি বললেন যে দুটো ডিভিশনের সঙ্গে তিনি পূর্ব তীর থেকে একটি রেজিমেন্ট আর রকেট উৎক্ষেপকদের দুটি ব্যাটেলিয়ন দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করবেন।

সেই সঙ্গে লাগুনভও পশ্চাদ্ভাগে তাঁর ইউনিটগুলিকে সতর্ক থাকার

এবং শত্রুর প্রবেশের দিকে সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

এখন আমাদের যা করণীয় রইল তা হল আদেশগুলি যথাযথভাবে পালিত হওয়ার ব্যাপারটা ভালো করে দেখা, আমাদের স্টাফ সেই কাজেই মন দিল। শত্রুর যে সৈন্যদলটি টর্ন থেকে বার হয়ে এসেছিল, নাৎসি কম্যান্ডের সঙ্গে তার নিশ্চয়ই যোগাযোগ ছিল, কারণ গ্রাউডেনৎস এলাকায় জার্মান ইউনিটগুলি একই সঙ্গে তৎপরতা শুরু করে ভিস্টুলায় আমাদের সৈন্যদের আক্রমণ করল।

নদী থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে আমরা শত্রুর গতিরোধ করলাম। লড়াই চলল বেশ কয়েক দিন ধরে। বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে আসা শত্রু সৈন্যদলের সংখ্যা ছিল অস্ত্রে সুসজ্জিত অফিসার আর সৈনিক সহ ৩০,০০০-এর বেশি, সঙ্গে সাঁজোয়া গাড়ি, সৈন্যবাহী গাড়ি, বেশ কিছু প্যানজার আর কামান।

এই ঘটনাটা ভবিষ্যতের জন্য আমাদের কাছে দারুণ শিক্ষা হিসেবে কাজ করেছিল। শত্রুকে এত খাটো করে দেখেছিলেন বলে ভাসিলি পপোভ এর দীর্ঘকাল পরেও নিজেকে ক্ষমা করতে পারেন নি।

আমাদের ইউনিটগুলিকে পশ্চিম তীর থেকে ভিস্টুলা নদীর মধ্যে ঠেলে ফেলে দেওয়ার জন্য শত্রুর চেষ্টা ব্যর্থ হল। সেতুমুখগুলি তারা দৃঢ়তার সঙ্গে আগলে রইল, নতুন সৈন্যবল নদী পার হয়ে আসাতে সেগুলিকে প্রসারিতও করল।

পশ্চিম তীরে ৬৫তম সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেছিল যে নাৎসিরা তাদের প্রতিহত করার কাজে ৪৯তম সেনাবাহিনীর একটি কোরও অংশগ্রহণ করে বাতভকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের ডান অংশ যখন এলবিং-এ (২য় জঙ্গী বাহিনী) এবং ফ্রিশেস হাফ্ আর তলকেমিতোয় (৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনী) এসে পেঁছিল, শত্রুর পূর্ব প্রাশিয়ার সৈন্যদলটি তখন জার্মানির বাকি অংশের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ২৬ জানুয়ারি রাতে, অন্ততপক্ষে সাতটি পদাতিক ও একটি প্যানজার ডিভিশনকে জড়ো করে শত্রু হেইলসবের্গের কাছ থেকে আঘাত হানল এলবিং-এর দিকে, সেখানে তখনও লড়াই চলছিল। প্রচুর মূল্য দিয়ে শত্রু ৪৮তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিকে প্রায় ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে ঠেলে দিতে সমর্থ হল।

সেই রাতটার কথা আমার বেশ মনে আছে। সন্ধ্যাবেলায় আরম্ভ

হয়েছিল প্রবল হিমঝঞ্ঝা, হাওয়ার ঝাপটা থেকে থেকে হয়ে উঠছিল তুফানের মতো। আমরা সবাই জড়ো হয়েছিলাম সদরদপ্তরে, এমন সময়ে একজন সিগন্যালার একটি টেলিগ্রাম নিয়ে এল ৪৮তম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ন. ই. গুসেভের কাছ থেকে এই খবর নিয়ে যে শত্রুর শক্তিশালী সৈন্যবল এগিয়ে আসছে, তাঁর নিজের সৈন্যরা শত্রুর পশ্চিমমুখী চাপ ঠেকাতে পারবে কি না যে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ আছে। গুসেভকে একজন বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ জেনারেল হিসেবে ভালো করে জানতাম বলেই আমরা উপলব্ধি করলাম যে তিনি যখন বিপদ সংকেত ধ্বনিত করেছেন তখন বিপদটা খুবই বাস্তব। তৎক্ষণাৎ আমরা কাজে লেগে গেলাম, ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনী, ৮ম ট্যাঙ্ক কোর ও ৩য় গার্ডস অশ্বারোহী কোরের সৈন্যবলের একটা অংশকে কালবিলম্ব না-করে পাঠিয়ে দিলাম ফাটলের জায়গাটাতে। সেই সঙ্গে ২য় জঙ্গী বাহিনীর অধিনায়ককে নির্দেশ দেওয়া হল এলবিং-এ ও তার দক্ষিণে ছড়ানো তার সৈন্যবলের একাংশকে পূর্ব দিকে পাঠিয়ে দিতে, তাদের কাজ হবে শত্রু যদি কোনো জায়গায় আমাদের ব্যূহভেদ করতে সফলকাম হয়, তা হলে তাদের ভিস্টুলার কাছে আসার পথ আটকানো।

৫ম ট্যাঙ্ক বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ভোলস্কি টেলিফোন করে খবর দিলেন যে শত্রু তাঁর কম্যান্ড পোস্টের কাছে চলে আসছে, তাঁর সদরদপ্তর তিনি ২য় জঙ্গী বাহিনীর অবস্থানগুলির ভিতরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চান। আমি তাঁকে পরামর্শ দিলাম তিনি যেন তাঁর ইউনিটগুলি থেকে বেশি দূরে না যান, তার বদলে বরং ফেদিউনিনস্কির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে শত্রুর উপরে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হন। আর বাক্যব্যয় না করে ভোলস্কি আদেশ পালন করতে প্রবৃত্ত হলেন। এর কিছু পরে ৩য় গার্ডস অশ্বারোহী কোরের ইউনিটগুলি আমাদের কম্যান্ড পোস্টের পাশ দিয়ে চলে গেল ফাটলের জায়গাটার দিকে। এই গার্ডস অশ্বারোহী সৈন্যদের আগেই সতর্ক করে রাখা হয়েছিল, তারা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল আল্লেনস্টাইনের উত্তর থেকে। অস্‌লিকভস্কি হঠাৎ ঢুকে খবব দিলেন যে তাঁর সৈন্যরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত, তারা শত্রুর মহড়া নিতে ব্যগ্র। অগ্রবর্তী রেজিমেণ্টটি ইতিমধ্যেই তৎপরতার ক্ষেত্রে চলে গিয়ে ৪৮তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। আমরা অস্‌লিকভস্কির সৌভাগ্য কামনা করলাম, তিনি দ্রুতবেগে চলে গেলেন তাঁর সৈন্যদের নেতৃত্ব দিতে।

খবর এল যে ৮ম ট্যাঙ্ক কোর তার অবস্থান গ্রহণ করছে।

যদি দরকার হয়, তাই আমাদের কম্যাণ্ড পোস্টকে আমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত রাখলাম। সার্ভিস ইউনিটগুলির সৈনিক আর অফিসাররা পরিসীমা প্রতিরক্ষার অবস্থান গ্রহণ করলেন আমাদের চার পাশের পাথরের বাড়িগুলিতে। লড়াই করার পক্ষে আমাদের অবস্থানটা বেশ ভালোই ছিল।

এদিকে হিমঝঞ্ঝা চলছিল। আরও তুষার পড়ছিল, আর হাওয়া জড়ো করছিল বিরাট বিরাট সব তুষারপুঞ্জ। এই অবস্থায় পদাতিকদের চাইতে অশ্বারোহীদের সুবিধা হল বেশি, তারা পদাতিক সৈন্যদের অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

কিন্তু এই হিমঝঞ্ঝা আমাদের পক্ষে যেমন খারাপ ছিল, শত্রুর পক্ষেও তেমনি, শত্রুর তৎপরতা এতে বিরাটভাবে বিঘ্নিত হল। তারা ৪৮তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলির আগলে-রাখা গ্রামগুলির ভিতর দিয়ে আসার পথ করে উঠতে পারল না এবং যেখানে তারা সেই গ্রামগুলিকে পাশ কাটিয়ে আসার চেষ্টা করল, সেখানেই তাদের সব যন্ত্র আর কামান আটকে গেল তুষারে। ৪৮তম সেনাবাহিনীর একটি ডিভিশনের অধিনায়ক মূল্যবান উদ্যোগ দেখিয়েছিলেন। এই ডিভিশন একটা শহরকে আগলে রেখেছিল, কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এই শহরের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। শত্রু এগিয়ে আসছে এই খবর পেয়ে ডিভিশনটির অধিনায়ক সমস্ত পথ জুড়ে সর্বাঙ্গীণ একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করেছিলেন। হতাশা থেকে জন্মানো মরীয়া উন্মত্ততায় শত্রু শহরের উপরে হানা দিল, কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারল না। ভোর বেলা গভীর তুষারের মধ্যে সব যন্ত্র আর কামান ছেড়ে রেখে তারা চেষ্টা করল শহরে প্রান্ত-ঘেঁষে যেতে। ইতিমধ্যে আমাদের প্রধান সৈন্যবল এসে পড়েছিল। তিন দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে শত্রু পর্যুদস্ত হল। আমাদের সৈন্যরা প্রচুর পরিমাণ সাজসরঞ্জাম দখল করল, বন্দী করল ২০,০০০ জনের বেশিকে। সমস্ত বিভাগই এই লড়াইয়ে বিশিষ্ট কীর্তি স্থাপন করেছিল, কিন্তু সর্বোচ্চ সম্মান অবশ্যই পাওয়া উচিত ন. স. অস্‌লিকভস্কির ৩য় গার্ডস অশ্বারোহী কোরের সৈন্যদের, যারা ৪৮তম সেনাবাহিনীর অবরুদ্ধ ইউনিটগুলিকে ঠিক সময়ে এসে উদ্ধার করেছিল।

জার্মান ভূখণ্ডে প্রবেশ করার অনেক আগেই রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদ জার্মান ভূমিতে আমাদেব লোকেদের আচরণের প্রশ্নটি আলোচনা করেছিল। নাৎসি দখলদার সৈন্যরা সোভিয়েত জনগণের উপরে এত দুঃখকষ্টের বোঝা চাপিয়েছিল, তারা এমন সব ভয়ঙ্কর দুষ্কৃতি করেছিল যে আমাদের

সৈনিকদের মনে শত্রুর প্রতি ন্যায়সংগত ও বোধগম্যভাবেই প্রচন্ড ঘৃণা ছিল। কিন্তু এই ন্যায়সংগত ঘৃণা যাতে সমগ্র জার্মান জাতির বিরুদ্ধে অন্ধ প্রতিহিংসার স্তরে নেমে না যায় সেটা দেখা ছিল আমাদের কর্তব্য। আমাদের যুদ্ধ ছিল হিটলারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে, জার্মানির অসামরিক জনসমষ্টির বিরুদ্ধে নয়। তাই আমাদের সৈন্যরা যখন জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করল তখন রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদ এই শুভ ইঙ্গিতবহ ঘটনায় আমাদের সৈনিক আর অধিনায়কদের অভিনন্দন জানিয়ে একটি 'দিবসের কর্মাদেশ' প্রচার করল, তাতে তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে জার্মানিতেও আমরা প্রবেশ করছি মুক্তিদাতা হিসেবে। লাল ফৌজ এসেছে জার্মান জনগণকে নাৎসি দুষ্টচক্র আর তার বিষাক্ত প্রচার থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করার জন্য।

সামরিক পরিষদ আমাদের সমস্ত অফিসার আর সৈনিককে সর্বাধিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার ও সোভিয়েত সৈনিকের মর্যাদা সুউন্নত রাখার আহ্বান জানাল।

অফিসার ও রাজনৈতিক অফিসাররা, সমস্ত পার্টি ও কমসোমল কর্মী সৈনিকদের কাছে ক্রমাগত ব্যাখ্যা করে চললেন সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মুক্তিদান ব্রতের সারমর্ম, জার্মানির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার দায়িত্ব, এবং নাৎসি নাগপাশ থেকে আমরা অন্য যে সব দেশকে মুক্ত করব তাদের সকলের ভাগ্য সম্পর্কে আমাদের দায়িত্ব।

এ কথা আমাকে বলতেই হবে যে জার্মান ভূমিতে আমাদের লোকেরা সত্যিকার মানবিক সদয়তা আর মহানুভবতা দেখিয়েছিল।

জানুয়ারি ১৯৪৫-এ যার আরম্ভ, সেই সোভিয়েত আক্রমণাভিযান এগিয়ে চলেছিল সফলভাবে এবং দ্রুতগতিতে। কোনো একটি ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিলে, আরেকটি ক্ষেত্রে তৎপরতা বৃদ্ধি করে তা পুষিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। বাল্টিক সাগর থেকে কার্পেথীয় পর্বতমালা পর্যন্ত বিশাল রণাঙ্গনের গোটাটাকেই সচল করা হয়েছিল।

বেশ কয়েক বছর ধরে তৈরি শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহের ১,২০০ কিলোমিটার চূর্ণ করে সোভিয়েত সেনাবাহিনী শত্রুর উপরে মারাত্মক আঘাত হেনেছিল।

যুদ্ধে নাৎসি জার্মানির আর কোনো আশা নেই, পরাজয় অনিবার্য — একমাত্র অন্ধ লোক ছাড়া আর সকলেই তা দেখতে পাচ্ছিল, হিটলার আর তাঁর সহচররাও তা অন্য সকলের মতো বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তারা

তখনও এই আশা পোষণ করছিল যে রাজনৈতিক চালবাজি করে কিছুটা সুবিধা আদায় করে নিতে পারবে, তাই শেষ বিচারের দিনটিকে স্থগিত রাখার জন্য তারা পারতপক্ষে সব কিছুই করছিল। যুদ্ধ শুরু করার সময়ে যেখানে নাৎসি কম্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় ভয়টা ছিল সেই যুদ্ধ দীর্ঘতর হয়ে ওঠার আশঙ্কা, সেখানে এখন সেটাই হয়ে দাঁড়াল তাদের প্রধান লক্ষ্য। হিটলারের জারী করা বিশেষ আদেশে সৈন্যদের পক্ষে প্রতিটি জায়গা, প্রতিটি শহর শেষ বুলেটটি থাকা পর্যন্ত দখলে রাখা, এমন কি ঘেরাও হয়ে পড়লেও পশ্চাদপসরণ না করে যত বেশি সম্ভব সোভিয়েত সৈন্যকে আটকে রাখা বাধ্যতামূলক করা হল। হুমকি দেওয়া হল, এই আদেশ যারা লঙ্ঘন করবে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। নাৎসি উন্মাদরা এই আদেশকে কীভাবে কাজে পরিণত করেছিল, তা দেখার যথেষ্ট সুযোগ আমাদের হয়েছিল, কিন্তু আসন্ন বিপর্যয় থেকে এখন আর কোনো কিছুই তাদের রক্ষা করতে পারত না।

আমাদের সৈন্যরা পূর্ব পমিরানিয়ায় পেঁছে গিয়েছিল মরীয়া প্রতিরোধের মোকাবিলা করে। শত্রু এখানে কেন্দ্রীভূত করেছিল প্রচুর সৈন্যবল।

নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ জেনারেল ই. ভ. ভিনোগ্রাদভের নেতৃত্বাধীন রণাঙ্গনের গোপন সংবাদ সংগ্রহ বিভাগের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, পূর্ব পমিরানিয়ায় ছড়িয়ে রাখা জার্মান সৈন্যদের একত্র করে হিমলারের অধিনায়কত্বাধীনে গঠন করা হয়েছিল সেনাবাহিনীর গ্রুপ 'ভিস্টুলা'। তার সংখ্যাগত শক্তি ছিল ৩০ ডিভিশনের বেশি, তার মধ্যে আটটি প্যানজার ডিভিশন।

শত্রু তাদের সামুদ্র পার্শ্বদেশে তটবর্তী ও নৌ বাহিনীর কামানগুলিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছিল স্থল বাহিনীকে সমর্থন দেওয়ার জন্য। আমাদের কাছে খবর ছিল যে নাৎসি কম্যাণ্ড কুরল্যাণ্ডে ও পূর্ব প্রাশিয়ার সৈন্যদলগুলি থেকে সমুদ্র পথে পূর্ব পমিরানিয়ায় সৈন্য স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছে।

শত্রু তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করার জন্য অনুকূল ভূভাগটাকে কাজে লাগিয়ে ছিল, সেখানে ছিল প্রচুর জঙ্গল, জলা, ছোট-বড় হ্রদ আর নদী, সেগুলির বেশির ভাগই খাল দিয়ে সংযুক্ত।

আমাদের সৈন্যরা অতি কষ্টে একটার পর একটা সারি ভেঙে এগোচ্ছিল।

বরফ গলার পালা শুরু হওয়ায় তৎপরতায় আরও ব্যাঘাত ঘটল। কিন্তু আসল অসুবিধাটা ছিল আমাদের সৈন্যদের সংখ্যাল্পতা।

আমরা যত সৈন্যকে ময়দানে নামাতে পেরেছিলাম, শত্রু নামাতে পেরেছিল তার চাইতে বেশি, আর তা সত্ত্বেও আমরা যে এগিয়ে যেতে সফল হয়েছিলাম তার একমাত্র কারণ হল অধিনায়কদের দক্ষতা আর সৈনিকদের গণ-বীরত্ব। আমাদের ইউনিটগুলি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল এক মাস ধরে। গোড়াতেই লোকবলের ঘাটতি ছিল। এখন সেগুলি প্রতীকী সৈন্যবলের চাইতে বেশি কিছু ছিল না। তাদের নিয়ে যত ভোজ-বাজিই আমরা দেখাই না কেন, এক একটা আলাদা ক্ষেত্রে শক্তিতে এবং লড়াইয়ের উপায়-উপকরণে আমরা প্রাধান্য অর্জন করতে পারি নি। অথচ তা না হলে আমরা শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে পারতাম না। লড়াই হয়েছিল দৃঢ়পণে, কিন্তু আমরা যেটুকু করতে সফল হয়েছিলাম তা হল শত্রুকে এখানে-ওখানে পিছনে ঠেলে দেওয়া, আর এইভাবে আমাদের সম্মুখভাগকে আরও প্রসারিত করা। আমাদের সৈন্যবল আরও বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু তখনও আমরা আমাদের বাঁ অংশ আর প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের ডান অংশের মধ্যেকার ফাঁকটা ভরাট করতে পারি নি।

তুমুল লড়াইয়ের ফলে রণাঙ্গনের বাঁ পাশের ইউনিটগুলি এগিয়েছিল ৬০ কিলোমিটার, তার পর সেখানেই তাদের গতিরোধ করা হয়। শত্রু আরও ঘন ঘন পাল্টা আক্রমণ করতে লাগল, আমরা অনেক কষ্টে তাদের প্রতিহত করে চললাম।

রণাঙ্গনের সৈন্যদের একার্ধ পূর্ব প্রাশিয়ার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে পূর্ব দিকে মুখ করে থাকায় এবং অপরার্ধ পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলায় সামগ্রিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল। আমরা আমাদের বাঁ দিকের প্রতিবেশীর পাশাপাশি থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই ক্যুস্ট্রিনের দিকে ওডেরের কাছে চলে এসেছিল, আমরা তাদের নাগাল ধরে রাখতে পারি নি। লড়াই তখনও চলছিল সেই অবস্থায় আমরা কিছু সৈন্যকে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে নতুন করে মোতায়েন করলাম, আরও সামান্য কিছু দূর কোনমতে এগিয়ে গেলাম, তার পর পুরোপুরি শ্রান্ত হয়ে থেমে পড়লাম।

১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনে পরিস্থিতি ছিল এই রকম: তিনটি সংলগ্ন সুরক্ষিত এলাকা নিয়ে ২য় জঙ্গী বাহিনী নোগাত আর ভিস্টুলা নদী বরাবর অবস্থানগুলি আগলে ছিল, এবং সেই

সঙ্গে শত্রুর যে সৈন্যরা ভিস্টুলা ব্যূহ রক্ষা করছিল তাদের বিরুদ্ধে উত্তর দিকে ঠেলে এগিয়ে গিয়ে গ্রাউডেনৎস দুর্গ আর সেখানকার বিশাল গ্যারিসনের উপরে হানা দিয়েছিল। বাঁ দিকে, উত্তর দিকে মুখ করে ৬৫তম সেনাবাহিনী এগিয়ে গিয়েছিল, ৪৯তম সেনাবাহিনী ছিল আরও অনেক বাঁয়ে এবং সব শেষে, একটি ট্যাঙ্ক কোর ও একটি মেকানাইজড কোর দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি-করা ৭০তম সেনাবাহিনী উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছিল প্রশস্ত একটা রণক্ষেত্রে। সাধারণ সদরদপ্তরের কাছে আমরা স্থানপূরণের জন্য জরুরী আবেদন জানালাম, প্রতিশ্রুতি পেলাম একটি ফিল্ড সেনাবাহিনীর আর একটি ট্যাঙ্ক কোরের। এটা খুব বেশি না হলেও, আমরা অধীর হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম, পরিকল্পনা করলাম — আমাদের বাঁ পার্শ্বদেশে একটা আঘাত হানার জন্য তাদের ব্যবহার করা হবে। কিন্তু তাদের আসা বিলম্বিত হল।

ইতিমধ্যে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের প্রধান সৈন্যবল ওডের নদীর সেতুমুখগুলির জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, উত্তর দিক থেকে, পূর্ব পমিরানিয়ার দিক থেকে তারা ছিল প্রায় অরক্ষিত।

খোইনিৎসের কাছে বন্দী করা জার্মান অফিসাররা জানাল যে ওডেরে এসে পেঁাছনো সোভিয়েত সৈন্যদের পার্শ্বদেশে নাৎসি কম্যান্ড বিরাট সৈন্যবল নিয়ে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই বিপদের কথা মনে রেখে ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় আমরা আমাদের বাঁ পার্শ্বদেশটার অনেকখানি শক্তিবৃদ্ধি করেছিলাম, যাতে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনকে সাহায্য করতে পারার মতো অবস্থায় থাকা যায়। ৪৯তম সেনাবাহিনীকে ডান অংশ থেকে সরিয়ে বাঁ অংশে নিয়ে এসেছিলাম, আর রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে নিয়ে এসেছিলাম ৩৩০তম ও ৩৬৯তম পদাতিক ডিভিশনকে। ৩য় গার্ডস অশ্বারোহী কোরকেও ডান পাশ থেকে সরিয়ে বাঁ পাশে আনা হয়েছিল, কিন্তু সেটিকে রেখে দেওয়া হয়েছিল রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবলের মধ্যে। গোলন্দাজদেরও নতুন করে বিন্যস্ত করা হয়েছিল, বাঁ অংশে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল দুটি জঙ্গী গোলন্দাজ ডিভিশন, রকেট উৎক্ষেপকদের একটি ডিভিশন ও তিনটি পৃথক ব্রিগেড, দুটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী ব্রিগেড, দুই কোর গোলন্দাজ ব্রিগেড, দুটি বিমানবিধ্বংসী গোলন্দাজ ডিভিশন ও অন্যান্য ইউনিটকে। এইসব কামান যাতে লড়াইয়ের জন্য তৈরি থাকে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন জেনারেল সোকলস্কি আর তাঁর সহকারীরা।

আমাদের ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলির অবস্থা ছিল আরও খারাপ। কঠিন, দীর্ঘ লড়াইয়ে তাদের অনেক যন্ত্র বিনষ্ট হয়েছিল, যেগুলি ছিল সেগুলির মেরামত দরকার ছিল। রণাঙ্গনের সাঁজোয়া বাহিনীর প্রধান, জেনারেল চের্নিয়াভস্কি আর তাঁর স্টাফ ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাঙ্কগুলির মেরামতের ব্যবস্থা করলেন। অগ্নিবর্ষণের মধ্যে কাজ করে, ট্যাঙ্ক-সৈনিক আর মেরামতি-কর্মীরা সেগুলিকে সরিয়ে আনল রণক্ষেত্র থেকে। তাদের অক্লান্ত শ্রম নতুন জীবন দিল কয়েক শত ট্যাঙ্ক আর লড়াইয়ের অন্যান্য যন্ত্রকে, সেগুলিকে আমরা ব্যবহার করলাম বাঁ অংশের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য পাঠানো ট্যাঙ্ক আর মেকানাইজড কোরের শূন্যস্থান পূরণ করতে।

১০ ফেব্রুয়ারি, আমাদের পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ করার আগেই আমরা সাধারণ সদরদপ্তর থেকে একটি নির্দেশ পেলাম, তাতে আমাদের বলা হল ৫০তম, ৩য় ও ৪৮তম সেনাবাহিনী আর ৫ম গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনীকে তৃতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের হাতে তুলে দিতে। পূর্ব প্রাশিয়ার শত্রু সৈন্যদলের বিরুদ্ধে তৎপরতায় অংশগ্রহণ করা থেকে দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনকে অব্যাহতি দেওয়া হল এবং তার প্রাথমিক কাজ চালিয়ে গিয়ে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সহযোগিতায় সাধারণভাবে বুবলিৎসের (বোবোলিৎসে) দিকে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হল।

সিদ্ধান্তটা নিঃসন্দেহেই সঠিক ছিল। পূর্ব প্রাশিয়ার সৈন্যদলটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায়, এখন আর তার বিরুদ্ধে দুটি সেনাদলকে রাখার কোনো মানে ছিল না। তৃতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গন একাই কাজটা সামলাতে পারত, তাই প্রাশিয়ায় যত সৈন্যকে লড়াইয়ে নামানো হয়েছিল তাদের সবাইকে তার হাতে তুলে দেওয়াই ঠিক ছিল।

কিন্তু এখন আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াল? এমনিতেই তো আমাদের উপরে বেশ চাপ ছিল; এখন আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল আমাদের শক্তির অর্ধেকই, তার মধ্যে চলে গেল ৫ম ট্যাঙ্ক বাহিনীর মতো অমন প্রবল একটা আঘাত হানার শক্তি!

পূর্ব পমিরানিয়া

লড়াই তীব্রতর হয়ে উঠল। ১৯ ফেব্রুয়ারি নাগাদ ৬৫তম, ৪৯তম ও ৭০তম সেনাবাহিনী শত্রুকে উত্তর দিকে ও উত্তর-পশ্চিম দিকে মাত্র ১৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার পিছনে ঠেলে দিয়ে মেনে, চেরেক, খোইনিৎসে লাইন পর্যন্ত পেঁছিতে পেরেছিল, তার পর সেখানেই থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনও আর বেশি দূর এগোতে পারল না। তার ২য় গার্ডস অশ্বারোহী কোর ছিল আমাদের কাছাকাছি, তারা থেমে গিয়েছিল লান্‌ড্‌স্ক, রেডেরিৎস লাইনে। পোলিশ ১ম সেনাবাহিনী লড়াই করছিল ডয়েট্‌শ. ফুলবেক, কাল্কে লাইনে, তার পশ্চাদ্ভাগে চলছিল তুমুল লড়াই, শত্রু সৈন্যের ইউনিটগুলি বেষ্টিত হয়ে পড়েছিল শ্‌নেইডেমুল, ডয়েট্‌শ-ক্রোন ও আর্নস্‌ভাল্ডেতে। পমিরানিয়াকে শত্রু দৃঢ়ভাবে দখলে রেখেছিল।

আমাকে টেলিফোন করলেন জেনারেল স্টাফ প্রধান আ. ম. ভাসিলেভস্কি, প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের পার্শ্বদেশের বিপদ দূর করার উদ্দেশ্যে শত্রুর পূর্ব পমিরানীয় সৈন্যদলের বিরুদ্ধে জুকভ একটা আক্রমণাভিষান চালাতে চান — এই কথা বলে তিনি জানতে চাইলেন এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গন কী কাজের দায়িত্ব নিতে পারবে। আমি বললাম যে সবচেয়ে ভালো হবে আমাদের প্রতিবেশীর আসল আক্রমণের সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের বাঁ পাশ থেকে একটা আঘাত হানা। এতে সমুদ্রের দিকে যাওয়ার পথ খুলে যাবে, শত্রুর সৈন্যদল দুভাগে ভাগ হয়ে যাবে, তার পরে আমাদের রণাঙ্গন মহড়া নিতে পারবে পূর্ব দিকের ভাগটার আর আমাদের প্রতিবেশী পশ্চিম দিকের ভাগটার।

ভাসিলেভস্কি বললেন যে অভিযান সম্পর্কে তাঁর চিন্তার সঙ্গে এটা পুরোপুরি মেলে। আমি মন্তব্য করলাম যে দুটি রণাঙ্গনের পক্ষেই একযোগে

আঘাত হানাটা সবচেয়ে ভালো হবে; ভাসিলেভস্কি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি সেটা দেখবেন।

পূর্ব পমিরানীয় শত্রু সৈন্যদলের কেন্দ্রস্থলে দুটি রণাঙ্গনের সৈন্যবলের সম্মিলিত আঘাতের এই ব্যবস্থাটাই ছিল উত্তর দিক থেকে বিপদাশঙ্কা দূর করার উপযুক্ততম উপায় এবং তাতে বার্লিন তৎপরতার সূত্রপাতও ত্বরান্বিত করা যেত।

আমাদের রণাঙ্গনের সৈন্যদের বিন্যাসটা এমনই ছিল যে সাধারণ সদরদপ্তরের সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে যে একটি ট্যাঙ্ক কোর আর ১৯শ সেনাবাহিনীকে পাওয়ার কথা, সে দুটিকে আমাদের বাঁ পাশে স্থানান্তরিত করা ছাড়া আর কোনো বাড়তি পুনর্বিন্যাস দরকার হল না। স্টাফ সঙ্গে সঙ্গে সে কাজে মনোনিবেশ করল।

গত যুদ্ধের ঘটনাবলীর বিবরণে আমরা প্রায়শই যেন রণাঙ্গন ও সেনাবাহিনীর সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগের কর্মীদের বিরাট ভূমিকার কথা ভুলে যাই। এই সমস্ত ক্লান্তিহীন কর্মীদের সম্পর্কে এখন কয়েকটি কথা অবশ্যই বলা দরকার, বিশেষ করে অত্যন্ত জটিল এই তৎপরতাটার কথা মনে রেখে।

লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ই. ম. লাগুনভ এবং তাঁর অধিনায়কত্বাধীনে রণাঙ্গনের সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগের সমস্ত অফিসারের কর্মশক্তি দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারি নি। আমাদের সরবরাহের পথ ছিল বিশ্রীভাবে প্রসারিত, রণাঙ্গনের পশ্চাদ্ভাগের ধাপগুলি ছিল প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পিছনে ছড়ানো। রণাঙ্গনের বেশির ভাগ ডিপোই ছিল এমন কি এই এলাকাও পেরিয়ে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে অসুবিধা হচ্ছিল রুশ আর জার্মান রেলপথের গেজের তফাতের দরুন। তার পর ভিস্টুলা আর অজস্র ছোট ছোট নদী তো ছিলই। নাৎসিরা সমস্ত সেতু ভেঙে দিয়েছিল, তাই সমস্ত মাল পার করে নিতে হচ্ছিল সাময়িক পারাপার-ব্যবস্থার উপর দিয়ে। বরফ ভেঙে যাওয়ায় এবং বসন্তের বন্যার জল বেড়ে ওঠায় সেতু পুনরুদ্ধার ও নির্মাণ করাও কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। গোলা আর বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত রাস্তাগুলি বসন্তকালের বরফ গলার ফলে একেবারে দুর্গম হয়ে পড়েছিল।

ইতিমধ্যে আক্রমণাভিযান চলছিল অব্যাহতভাবে, সমস্ত মাল ক্রমাগতই সরবরাহ করে চলা দরকার ছিল। পশ্চাদ্ভাগের কৃত্যকগুলি প্রচণ্ড অসুবিধা সত্ত্বেও রণাঙ্গনকে প্রয়োজনীয় সব কিছুর যোগান দিয়ে চলছিল

অব্যাহতভাবে। তাদের কর্মীদের উদ্ভাবনী শক্তি ছিল অফুরন্ত। ভিস্টুলা পেরিয়ে জ্বালানি সরবরাহ ত্বরান্বিত করার জন্য তারা একটা পাইপলাইন পেতেছিল। রেল ও মোটর পরিবহণের কাজকে তারা সমন্বিত করতেও সমর্থ হয়েছিল। রণাঙ্গন ও সেনাবাহিনীর ডিপো ও হাসপাতালগুলিকে তারা দ্রুত এখানে ওখানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুব্যবস্থা করেছিল এবং রণাঙ্গনের পরিবর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী সাজসরঞ্জাম চলাচলের কাজ পুনর্বিন্যস্ত করেছিল সঙ্গে সঙ্গে। তাদের প্রচেষ্টার কল্যাণেই, গোটা তৎপরতার সময়টায় সরবরাহে কোনো ছেদ পড়ে নি।

প্রধান ক্ষেত্রটিতে আক্রমণাভিযান সাময়িকভাবে থামিয়ে রেখে আমরা ১৯শ সেনাবাহিনী ও ৩য় ট্যাঙ্ক কোর এসে পেঁছনোর অপেক্ষা করছিলাম, অবসরটাকে ব্যবহার করছিলাম গোলাবারুদ আর জ্বালানি নিয়ে আসার কাজে।

আমাদের বিপরীতে শত্রুর সৈন্যবল কতটা, তা জানার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হল। এই সৈন্যবলের মধ্যে ছিল ২য় ফিল্ড সেনাবাহিনীর কতকগুলি সৈন্যদল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি প্যানজার ও ১৪টি পদাতিক ডিভিশন, চারটি পদাতিক ব্রিগেড, দুটি জঙ্গী সৈন্যদল, চারটি পৃথক পদাতিক রেজিমেণ্ট এবং ১৫টি পৃথক পদাতিক ব্যাটেলিয়ন। তাদের মোট শক্তি এই রকম: প্রায় ২,৩০,০০০ অফিসার ও সৈনিক, ৭০০ ট্যাঙ্ক ও স্বচালিত কামান, ৩০০টি সৈন্যবাহী সাঁজোয়া গাড়ি, ২০টি সাঁজোয়া ট্রেন, ৩,৩৬০ কামান ও মর্টার (উপকূল প্রতিরক্ষা ও দুর্গের কামান বাদ দিয়ে) এবং নানান ধরনের ৩০০-র বেশি জঙ্গী বিমান। তদুপরি, কুরল্যান্ড থেকে পাঁচটি পর্যন্ত পদাতিক ডিভিশনকে নাৎসিরা স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসতে পারে, এমন আশাও করা যায়; সন্ধানী-পর্যবেক্ষণে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, 'কুরল্যান্ড' সেনাবাহিনীর গ্রুপ থেকে ১২৬তম, ২৯০তম, ২২৫তম ও ৯৩তম পদাতিক ডিভিশনের ইউনিটগুলি ইতিমধ্যেই চলার পথে রয়েছে।

প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সদরদপ্তর আমাদের খবর দিল যে উত্তর দিকে মুখ ফেরানো তাদের ডান অংশের মুখোমুখি রয়েছে শত্রুর ১১শ সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি, তাদের মধ্যে আছে আটটি পদাতিক, তিনটি মোটরবাহিত, চারটি প্যানজার ও একটি ফিল্ড বিমান ডিভিশন, দুটি প্যানজার ব্রিগেড আর সমর্থন যোগানোর উপায় সহ চারটি পৃথক প্যানজার ব্যাটেলিয়ন — সব মিলিয়ে প্রায় ২,০০,০০০ অফিসার ও সৈনিক, ৭০০

ট্যাঙ্ক আর স্বচালিত কামান, ২,৫০০ কামান আর মর্টার এবং ৩০০টি পর্যন্ত বিমান।

শত্রুর শক্তি সম্পর্কে এই খবরে — সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ আর যুদ্ধবন্দীদের জবানবন্দীতেও তার সমর্থন মিলেছিল — আমরা এই সিদ্ধান্তে পেঁছিলাম যে পূর্ব পমিরানিয়ায় শত্রুর সৈন্যবল বেশ প্রচুর, এবং রোজই তা বাড়বে বলে আশা করা যায়।

শত্রু আগে থাকতেই যে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছিল সেই পমিরানীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ব্যূহগুলিকে আমাদের সৈন্যরা এর মধ্যে ভেদ করেছিল, কিন্তু ভূভাগটা এমনই ছিল যে নাৎসিরা মাথা খাটিয়ে নতুন নতুন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করে ফেলতে সক্ষম হল, পাথরের বাড়িগুলিকে এবং গোটা একেকটা গ্রামকে পরিণত করল প্রতিরোধের শক্তিশালী কেন্দ্রে।

মাটির অবস্থা আর বসন্তকালের কাদা আক্রমণরত সৈন্যদের সুকৌশলী গতিবিধির সম্ভাবনাকে সঙ্কুচিত করে ফেলেছিল, তাদের চলাফেরা সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল শক্ত রাস্তায়। সেই রাস্তাগুলিতে শত্রু মাইন পেতে রেখেছিল, রাস্তা আটকে রেখেছিল কাটা গাছ, ব্যারিকেড আর অন্যান্য বাধা দিয়ে।

পরিষ্কার বোঝা গেল যে নাৎসি কম্যান্ড স্থির করেছে আমাদের বার্লিন অভিমুখে অগ্রগতি রোধ করার জন্য পূর্ব পমিরানীয় সৈন্যদলটিকে ব্যবহার করবে। ইতিমধ্যে আমরা জেনে গিয়েছিলাম যে নাৎসি নেতৃত্ব পশ্চিম রণাঙ্গনকে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বল করার বিনিময়ে সোভিয়েত ফৌজের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করছে এবং ইতিমধ্যেই তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর গ্রেট ব্রিটেনের সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার ও পৃথক এক শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ফন্দিফিকির খুঁজছে।

পূর্ব পমিরানীয়ায় জার্মানদের পরাজয় ত্বরান্বিত করা এবং বার্লিনের বিরুদ্ধে নিয়ামক আঘাতটির জন্য যথাসম্ভব বেশি সৈন্যবল হাতে পাওয়া আমাদের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য ছিল। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সাধারণ সদরদপ্তর পূর্ব পমিরানীয় সৈন্যদলটির বিরুদ্ধে দুই রণাঙ্গনের প্রচেষ্টাকে একত্রে মেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল: সাধারণ সদরদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, দ্বিতীয় ও প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গন তাদের সংলগ্ন পার্শ্বদেশগুলিকে ঠেলে নিয়ে যাবে উত্তর দিকে, লিন্‌ডে, নয়স্টেট্টিন, কোলবের্গের (কোলব্‌জেগের) ভিতর দিয়ে যাওয়া রণাঙ্গনগুলির সীমানায় মোটামুটি কোলবের্গ অভিমুখে। শত্রুর সৈন্যদল দুভাগে ভাগ হয়ে গেলে দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের কাজ

হবে পূর্ব দিকের অবরোধটাকে সাফ করা, ডান্‌জিগ (গ্‌দানস্ক) ও গ্‌দিনিয়া দখল করা নিয়ে গ্‌দানস্ক উপসাগরের কাছে চলে আসা, আর প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গন পমিরানিয়ার পশ্চিমাংশে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে এগিয়ে যাবে ওডের নদীর দিকে। বল্টিক উপকূলে পেঁছে একটি রণাঙ্গনের সৈন্যরা যাবে পূর্ব দিকে, অন্য রণাঙ্গনের সৈন্যরা যাবে পশ্চিম দিকে।

নির্দেশ অনুযায়ী, আমাদের রণাঙ্গনের ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে আক্রমণাভিযান শুরু করার কথা বাঁ পাশ থেকে। এতে আমাদের বাড়তি অসুবিধা সৃষ্টি হল। সাধারণ সদরদপ্তর তার সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে ১৯তম সেনাবাহিনী ও ৩য় ট্যাঙ্ক কোরকে আমাদের কাছে স্থানান্তরিত করার সময়ে নিশ্চয়ই জানত যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা আমাদের কাছে এসে পেঁছতে না-ও পারে, তা হলে তৎপরতার জন্য তাদের প্রস্তুত করার সময়ও পাওয়া যাবে না।

তবুও, যথাসময়ে তৎপরতা শুরু করার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করলাম না আমরা। ১৯শ সেনাবাহিনীর সৈন্যরা চলার পথে থাকতে থাকতেই তার অধিনায়কত্বদানের ব্যক্তিরা যেখানে সেই সেনাবাহিনীর তৎপরতা চালানোর কথা সেই ক্ষেত্রটিতে এসে পেঁছলেন (ক্ষেত্রটি তখনও ছিল প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের ইউনিটগুলির হাতে)। অকুস্থলে বসেই খুঁটিনাটি বিষয়গুলি স্থির করা হল এবং ৩য় ট্যাঙ্ক কোর আর শক্তিবৃদ্ধিকারী ইউনিটগুলির সঙ্গে সমন্বয়সাধনের উপায়-পদ্ধতি সম্পর্কে একমত হওয়া গেল। রণাঙ্গনের নানা ধরনের ফৌজের প্রধান সোকলস্কি, চের্নিয়াভস্কি, বরজভ এবং ৪র্থ বিমান বাহিনীর অধিনায়ক ভেরশিনিনও এই কাজে অংশগ্রহণ করলেন।

২১ ফেব্রুয়ারি রাতে ১৯শ সেনাবাহিনী এসে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের ডান পাশের ইউনিটগুলির স্থান গ্রহণ করল, প্রস্থান-স্থলটিতে অধিষ্ঠিত হয়ে আক্রমণাভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। বিশোফসভাল্ডে, শ্‌টেগেরে, বালডেনবের্গের দিকে তারই আসল আক্রমণ চালানোর কথা ছিল। শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহগুলিকে দুর্বল করে ফেলার জন্য সম্মুখভাগের প্রতি কিলোমিটারে অন্ততপক্ষে ১৫০ টিউব হিসাবে কামানের একটা একত্রীকরণ ঘটানো দরকার ছিল — রকেট উৎক্ষেপকের সংখ্যা এই হিসাবের বাইরে। এটা করা গিয়েছিল রণাঙ্গন থেকে সেনাবাহিনীর পাওয়া শক্তিবৃদ্ধির উপায়গুলির কল্যাণে। আক্রমণে সমর্থন যুগিয়েছিল ৪র্থ বিমান বাহিনীর প্রধান সৈন্যবল, তাদের প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছিল ১৯শ সেনাবাহিনীর

অধিনায়কের সঙ্গে এবং অন্য যেসব সৈন্যদলের সঙ্গে বিমান বাহিনীর সহযোগিতা করার কথা সেগুলির অধিনায়কদের সঙ্গে।

আমাদের সৈন্যদের ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে আক্রমণ শুরু করার কথা থাকলেও, লড়াই বস্তুত আরম্ভ হয়ে গেল ২২ তারিখেই, শত্রু আগে থেকেই আমাদের বাধা দিয়ে সমস্ত রণাঙ্গন জুড়ে আক্রমণ চালাল এই আশায় যে আমাদের ইউনিটগুলিকে তারা স্থানচ্যুত করতে পারবে। সব কটি ক্ষেত্রে বেধে গেল তুমুল লড়াই, তবে সৌভাগ্যবশত ১৯শ সেনাবাহিনী যেখানে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের ইউনিটগুলির স্থানগ্রহণ করছিল সেই ক্ষেত্রটিকে বাদ দিয়ে।

শত্রু একটু একটু করে চাপ বাড়িয়ে তুলল, কিন্তু আমাদের ডান অংশে ২য় জঙ্গী বাহিনী তার অবস্থান আগলে রইল অটলভাবে। ইতিমধ্যে ই. ই. ফেদিউনিনস্কি গ্রাউডেন্‌ৎস শহরে ও দুর্গে বেষ্টিত শত্রু সৈন্যদলের উপরে তাঁর সৈন্যদের একটা অংশকে দিয়ে আঘাত হেনে চলছিলেন। যুদ্ধবন্দীদের জবানবন্দী অনুযায়ী, সেই দুর্গে ছিল ১৫,০০০-এর মতো অফিসার ও সৈনিক। প. ই. বাতভের ৬৫তম সেনাবাহিনী শত্রুর সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করল বটে, কিন্তু ৪৯তম সেনাবাহিনীকে শত্রু পিছনে ঠেলে দিতে সক্ষম হল, এমন কি ওস্‌সোভো দখল করে নিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর অধিনায়ককে আমরা দোষ দিতে পারি না, কারণ এখান থেকে আমরা একটা পদাতিক কোরকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম আমাদের বাঁ পাশের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য, ফলে তাঁর সৈন্যবলকেও সেই হিসাবে দুর্বল করা হয়েছিল। এই কোর বর্তমানে ৭০তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে একত্রে খোইনিৎসের কাছে শত্রুর আক্রমণ ঠেকাচ্ছিল, এবং প্রস্তুত হচ্ছিল আক্রমণাভিযানের জন্য।

আসলে, শত্রুর এই সক্রিয়তা প্রদর্শনে আমরা বেশ খুশিই হয়েছিলাম, কারণ যে এলাকাটায় আমরা আমাদের প্রধান আক্রমণের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলাম সেখান থেকে কিছুটা দূরে তারা আক্রমণ করছিল। তারা যত বেশি সৈন্যকে সেখানে টেনে নিয়ে যায়, আমাদের পক্ষে আসল প্রচেষ্টার জায়গাটায় তাদের উৎখাত করা ততই সহজ হবে। তাই সমস্ত সেনাবাহিনীকে শত্রুর বিরুদ্ধে চাপ বাড়িয়ে তোলার আদেশ দেওয়া হল।

আমাদের সৈন্যদের মন্থর হলেও, ক্রমাগত অগ্রগতি শত্রুকে শক্তিশালী সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করার অবকাশ দেয় নি বলে, আমরা একটা জোরালো কামানের আঘাতের সমর্থন নিয়ে শুধু পদাতিক

ডিভিশনগুলিকে দিয়েই সেই প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করার উপরে ভরসা করলাম। আমাদের ট্যাঙ্ক ছিল সামান্য কয়েকটি। আমাদের একমাত্র সত্যিকার পূর্ণ-শক্তির ট্যাঙ্কবল ছিল ৩য় ট্যাঙ্ক কোর, তাকে আমরা আক্রমণাভিযানের দ্বিতীয় দিনে অগ্রগতির প্রধান পথে যুদ্ধে নামাব বলে স্থির করেছিলাম।

২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে, ৪০ মিনিটের কামানের প্রস্তুতিমূলক হানার পরে ১৯শ সেনাবাহিনী শত্রুকে আক্রমণ করল। অগ্রবর্তী অবস্থানগুলি তারা চটপট অধিকার করে নিল এবং শত্রুর প্রতিরোধ কাটিয়ে এগিয়ে গেল, ফাটলটাকে প্রসারিত করল গভীরতায় আর প্রস্থে।

প্রতিটি জোরালো ঘাঁটির জন্য নাৎসিরা লড়াই চালাল, পাল্টা আক্রমণ করল, কিন্তু কোনো দিক দিয়েই তারা এঁটে উঠতে পারল না।

১৯শ সেনাবাহিনী এগিয়ে যেতে থাকায় তার বাঁ পাশটা অনাবৃত হয়ে পড়ল, আর শত্রু চেষ্টা করল সেটাকে কাজে লাগাতে। আমরা ৩য় গার্ডস অশ্বারোহী কোরকে সেখানে পাঠাতে বাধ্য হলাম, তারা আক্রমণরত সৈন্যদের বাঁ দিকে থেকে তাদের বাঁ পাশটাকে রক্ষা করতে লাগল।

শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে ঢুকে পড়ার জন্য সব সময়েই দরকার হয় অনমনীয়তা আর সাহস। আমাদের সৈনিকরা ও তাঁদের অধিনায়করা সেদিন বীরত্বের হাজার হাজার কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। বীরত্ব, উদ্যোগ আর পারস্পরিক সাহায্য তাঁদের সমর্থ করেছিল শত্রুর সুদৃঢ় রক্ষণ ব্যবস্থাগুলি চূর্ণ করতে এবং পাল্টা-আক্রমণকারী প্যানজার আর পদাতিক সৈন্যদের ধ্বংস করতে। দিনের শেষে ১৯শ সেনাবাহিনী এগিয়ে গিয়েছিল ১০-১২ কিলোমিটার, ফাটলটাকে চওড়ায় ২০ কিলোমিটার প্রসারিত করেছিল।

আমাদের সাফল্য ছিল অনেকখানি, যদিও পদাতিক সৈন্যরা ট্যাঙ্কের সমর্থন পেলে সাফল্য হতে পারত আরও বেশি। লড়াইয়ে দেখা গেল যে ট্যাঙ্কের সমর্থন ছাড়া পদাতিক সৈন্যরা যথেষ্ট তাড়াতাড়ি এগোতে পারে না; তাই আমি স্থির করলাম, আমাদের ইউনিটগুলি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবার আগেই ৩য় ট্যাঙ্ক কোরকে লড়াইয়ে নামানো হবে।

২৫ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় জেনারেল আ. প. পানফিলভ তাঁর ট্যাঙ্কগুলিকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে গেলেন ১৯শ সেনাবাহিনীর আক্রমণের এলাকায়, উদ্দেশ্য ছিল উত্তর দিকে গেগ্‌লেনফেল্ড, ফের্নহাইডে অভিমুখে আঘাত হেনে এগিয়ে যাওয়া, পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করার কাজ সম্পূর্ণ করা এবং দিনের শেষে আইকভির-শেনাউ লাইনে পৌঁছে যাওয়া। ৩১৩তম পদাতিক ডিভিশনকে

এই কোরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল, আর অগ্রবর্তী ধাপের প্রতিটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের সঙ্গে একটি করে পদাতিক রেজিমেন্ট এগোতে লাগল।

ট্যাঙ্ক-বাহিত সাবমেশিন-গানধারী সহ ৩য় ও ১৮শ গার্ডস ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি পদাতিক সৈন্যদের নাগাল ধরে তাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল ঘর্ঘর শব্দে। দুপুর ২টো নাগাদ তারা এলজেনাউ, বেরেনহুট্টে লাইনে পৌঁছে শত্রুর কৌশলগত প্রতিরক্ষা এলাকা ভেদ করার কাজ সম্পূর্ণ করল। ট্যাংকগুলির দ্রুত অগ্রগতি সহজতর হয়েছিল সিনিয়র লেফটেন্যান্ট নেসেনের নেতৃত্বে একটি অগ্রবর্তী টহলদার সৈন্যদলের সাহস আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। একটা দ্রুত, দুঃসাহসী আঘাত দিয়ে এই সাঁজোয়া টহলদার দলটি জলাময় এক নদীর উপরে একটি সেতু দখল করে নিয়ে গোটা ব্রিগেডের সাফল্য সুনিশ্চিত করেছিল। লেফটেন্যান্ট নেসেনের সৈনিকরা যে সমস্ত সাহসিক উদ্যোগ দেখিয়েছিল, এটি তার একটি মাত্র উদাহরণ।

ব্যূহভেদ করার পর ট্যাঙ্কগুলি তাদের অগ্রগতির দ্রুতি বাড়িয়ে তুলল। শত্রুর নিরাপত্তামূলক ইউনিটগুলিকে কাবু করে জোরালো ঘাঁটিগুলির পাশ কাটিয়ে তারা এক দিনে ৪০ কিলোমিটার এগিয়ে গেল, শক্তিশালী জায়গাগুলি ধ্বংস করার ভার ছেড়ে দেওয়া হল সঙ্গের পদাতিক সৈন্যদের হাতে। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে কোরের অগ্রবর্তী খণ্ডবাহিনীগুলি বাল্ডেনবের্গ এবং শেনাউ শহর ও রেলস্টেশন দখল করে নিল, সেখানে শত্রুর এক বিরাট সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করে প্রচুর পরিমাণ সাজসরঞ্জাম দখল করল, বন্দী করল অনেককে।

সুদক্ষ অধিনায়ক, জেনারেল আ. প. পানফিলভের নেতৃত্বে ট্যাঙ্ক-সৈনিকদের দ্রুত ও দৃঢ়পণ তৎপরতা ১৯শ সেনাবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করেছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত সেনাবাহিনী এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে পারে নি, দু দিনে এগিয়েছিল মাত্র ২৫ কিলোমিটার। ট্যাঙ্কগুলি যে সমস্ত জোরালো ঘাঁটি ছেড়ে রেখে গিয়েছিল, সেখান থেকে শত্রুকে জোর করে বার করে আনার জন্য লড়াইয়ে অনেক সময় আর শক্তি লেগে গেল। নিঃসন্দেহে এর প্রতিকূল প্রভাব পড়েছিল অগ্রগতির দ্রুততার উপরে, কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ ছিল না, অনুপযুক্ত নেতৃত্বও দায়ী ছিল। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, গ. ক. কোজলভ একাধিকবার তাঁর সৈন্যদলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করতে অপারগ হয়েছিলেন, অত্যন্ত জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেরি করেছিলেন। দু দিনের লড়াইয়ে প্রকাশ পেল যে একটা

সেনাবাহিনীর মতো বিরাট দলকে সামলাতে তিনি অক্ষম, সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত শক্তিবৃদ্ধি করার ইউনিটগুলির কথা তো বলাই বাহুল্য। আক্রমণাভিযানের জটিল ও অত্যন্ত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছিলেন এবং ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

তাই রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদ বাধ্য হল, সর্বোচ্চ অধিনায়কের অনুমোদন নিয়ে সেনাবাহিনীর অধিনায়কের স্থলে ভ. জ. রোমানভস্কিকে (১২১) অধিষ্ঠিত করতে; ইনি ছিলেন পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞ জেনারেল, সব দিক দিয়ে সুযোগ্য।

আক্রমণাভিযানের প্রথম দিনে খারাপ আবহাওয়ার দরুন আমরা বিমানের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হলাম, কিন্তু ২৫ ফেব্রুয়ারি জেনারেল ভেরশিনিন তাঁর জঙ্গী বিমান আর বোমারু বিমানগুলিকে নিয়ে এলেন, সেগুলি আমাদের সৈন্যদের, বিশেষত ট্যাংকগুলিকে বিরাট সাহায্য করল। ১৯শ সেনাবাহিনী ও গার্ডস ট্যাংক কোরের এলাকার উপরে এক দিনের তৎপরতায় তারা ৯৬০ বার বিমান হানা চালিয়েছিল।

গোটা রণাঙ্গন জুড়ে লড়াই বেধে গেল। শত্রুর প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করে ৭০তম সেনাবাহিনী (ডান দিকে ১৯শ সেনাবাহিনীর প্রতিবেশী) আক্রমণাভিযান শুরু করল এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় তার বাঁ পাশে ৬ কিলোমিটার এগিয়ে গেল। ৪৯তম সেনাবাহিনী তখনও আক্রমণরত শত্রুকে প্রতিরোধ করে চলছিল, ওস্‌সোভো থেকে শত্রু যাতে আর এগোতে না পারে সেই ব্যবস্থা করছিল। ৬৫তম সেনাবাহিনী তার পুরনো জায়গাগুলির উপরে শত্রুর আক্রমণ ঠেকাচ্ছিল। ২য় জঙ্গী সেনাবাহিনীর এলাকায় পরিস্থিতি অপরিবর্তিতই থেকে গেল, সেখানে শত্রু সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করেছিল; গ্রাউডেনৎসে অবরুদ্ধ গ্যারিসনকে সেনাবাহিনী তখনও পর্যন্ত কবজা করতে পারে নি।

একটানা লড়াইয়ে প্রমাণ পাওয়া গেল যে শত্রু যে কোনো মূল্যে পূর্ব পমিরানিয়াকে আগলে রাখতে চায়। রণাঙ্গনের সদরদপ্তরে আমাদের কাছে যেসব খবর এসেছিল তাতে বোঝা গেল যে কোনো ক্ষেত্রেই শত্রু সৈন্যরা দুর্বল হয়ে পড়ার কোনো লক্ষণ দেখায় নি। বরং, ই. ই. ফেদিউনিনস্কি আর ই. ত. গ্রিশিন জানালেন যে শত্রু সৈন্যের নতুন নতুন ইউনিট তাঁদের সেনাবাহিনীগুলির বিপরীত দিকে আবির্ভূত হয়েছে। এতে অবশ্য

আমরা হতোদ্যম হয়ে পড়ি নি, কারণ এ থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে আমাদের আঘাত-হানার সৈন্যদল যে বিপদ উপস্থিত করেছিল, শত্রু তার বিরাটত্ব তখনও উপলব্ধি করতে পারে নি। বস্তুতপক্ষে আমরা অত্যন্ত আনন্দিতই হলাম এবং সমুদ্রের দিকে আমাদের বাঁ পার্শ্বদেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের সমস্ত সৈন্যবলকেই লড়াইয়ে নামানো হয়েছিল, তাই এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটির শক্তিবৃদ্ধি আমরা করতে পারলাম না। রণাঙ্গনের অধিনায়ক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতায় এই সর্বপ্রথম আমার হাতে কোনো সংরক্ষিত সৈন্যবল ছিল না, এবং আমাকে বলতেই হবে যে ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগে নি।

ইতিমধ্যে, বাঁ অংশে দেখা দিতে শুরু করেছিল ভীতিজনক পরিস্থিতি। আমাদের ইউনিটগুলি উত্তর দিকে এগিয়ে চলায় আমাদের বাঁ পার্শ্বদেশটা অনাবৃত হয়ে পড়ছিল, কারণ আমাদের প্রতিবেশী, প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গন তখনও পর্যন্ত একটুও নড়ে নি। শত্রু আরও বেশি ঘন ঘন আমাদের অগ্রসরমান ইউনিটগুলির পার্শ্বদেশে ও পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ করছিল। নয়স্টেটিন শহরের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করতে লাগলাম শঙ্কাভরে। আমাদের রণাঙ্গনের সীমারেখার পশ্চিমে সেই শহরটা শত্রু সৈন্যে গিজগিজ করছিল, যে কোনো মুহূর্তে তারা আমাদের অরক্ষিত পার্শ্বদেশে আক্রমণ করতে পারত। সাধারণ সদরদপ্তরকে আমি একথা জানালাম। একটু পরে আমাকে টেলিফোনে ডেকে পাঠালেন সর্বোচ্চ অধিনায়ক। আমি সাধারণভাবে আমাদের রণাঙ্গনের পরিস্থিতি এবং বিশেষভাবে আমাদের বাঁ পার্শ্বদেশের পরিস্থিতি জানালাম।

'আপনি বলতে চাইছেন জুকভের কিছু একটা মতলব আছে?' স্তালিন বললেন।

আমি বললাম যে আমি মনে করি না তাঁর কোনো মতলব আছে, তবে ঘটনা এই যে তাঁর সৈন্যরা এগোচ্ছে না, ফলে আমার অনাবৃত পার্শ্বদেশে বিপদ দেখা দিয়েছে। আমার সংরক্ষিত সৈন্যবল সব কাজে লাগানো হয়ে গেছে বলে এখানটা রক্ষা করার মতো সৈন্য আমার নেই। তাই আমার অনুরোধ, হয় রণাঙ্গনের শক্তিবৃদ্ধি করা হোক, না হয় প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনকে নির্দেশ দেওয়া হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আক্রমণাভিযান শুরু করতে।

নয়স্টেটিন এলাকার পরিস্থিতিও মোটামুটি বর্ণনা করলাম।

'আপনি কি আপনার নিজস্ব সৈন্যবল নিয়ে নয়স্টেটিন নিয়ে নিতে

পারবেন?' স্তালিন প্রশ্ন করলেন। 'যদি পারেন, তবে আপনাদের সম্মানে আমরা কামান দেগে অভিবাদন জানাব।'

আমি জবাব দিলাম যে আমরা চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু তাতে পরিস্থিতির লক্ষণীয় কোনো উন্নতি হবে না। স্তালিন বললেন যে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের আক্রমণাভিযান তিনি ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা করবেন। এই বলে তিনি লাইন ছেড়ে দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল ঘটনা যে ধারায় এগোচ্ছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট।

আমি তখনই জেনারেল অসলিকভস্কির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে আদেশ দিলাম নয়স্টেটিন দখল করতে, সেই সঙ্গে রণাঙ্গনের জঙ্গী সৈন্যদলের বাঁ পার্শ্বদেশ ও পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করে চলতে।

১৯শ সেনাবাহিনীর নতুন অধিনায়ক সমস্ত সৈন্যদলের সঙ্গে সংযোগ ও যোগাযোগ স্থাপন করে, সৈন্যদের পুনর্বিন্যস্ত করে তাঁর সৈন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃসংগঠিত করলেন দৃঢ়তা ও দক্ষতার সঙ্গে। এ কাজে তাঁকে প্রচুর সাহায্য করলেন অফিসার ন. ই. ত্রুজেন্নিকভ, ম. ই. পোভালি এবং আমার সহকারী, জেনারেল ক. প. ত্রুবনিকভের নেতৃত্বাধীন রণাঙ্গনের স্টাফের অন্য অফিসাররা। আক্রমণাভিযান আরও সফলভাবে এগিয়ে চলল, যদিও শত্রু প্রতিটি গ্রাম আঁকড়ে ধরে নাছোড় প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে লাগল। সৈন্যদের অবস্থামতো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কাজে লাগাতে জেনারেল রোমানভস্কি দক্ষতার পরিচয় দিলেন। যখন তিনি সামনাসামনি আক্রমণ চালিয়ে এগোতে পারছিলেন না, তখনই পার্শ্বদেশে বা পশ্চাদ্ভাগে সৈন্যদের ঘুরিয়ে আনছিলেন, পদাতিক সৈন্যদলগুলির সঙ্গে এগিয়ে-আসা গোলন্দাজ সৈন্যদের ব্যাপকভাবে কাজে লাগাচ্ছিলেন। কামানধারীরা আর পদাতিকরা খুব তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলল: গোলন্দাজ সৈন্যরা পদাতিকদের সাহায্য করল সামনে এগিয়ে যেতে, প্রতিরোধের এলাকাগুলিতে হানা দিয়ে জয় করতে এবং প্যানজারের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে। ট্র্যাক্টর দিয়ে যেখানে কামান টেনে নিয়ে যাওয়া গেল না, পদাতিক সৈন্যরা সেখানে সেগুলিকে নিয়ে গেল গড়িয়ে গড়িয়ে। সু-৭৬ স্বচালিত কামানগুলি খুব তাড়াতাড়ি সৈন্যদের প্রিয় হয়ে গেল। এই হালকা, চটপটে যন্ত্রগুলি সব সময়ে ঠিক জায়গাটিতে গিয়ে হাজির হত, পদাতিক সৈন্যদের সাহায্য করত অগ্নিবর্ষণ করে অথবা চাকার ট্র্যাক দিয়ে শত্রু ব্যূহগুলিকে নিষ্পেষিত করে; আবার প্রতিদানে পদাতিক সৈন্যরাও শত্রুর আক্রমণ থেকে সেগুলিকে রক্ষা করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকত।

সুখবর এল অস্লিকভস্কির কাছ থেকে, তাঁর ৩য় গার্ডস অশ্বারোহী কোর আমাদের আশার সম্পূর্ণ মর্যাদা রেখেছিল। সংযুক্ত কামান ও সমর্থনদায়ক বিমানের সহযোগিতায় অস্লিকভস্কি নয়স্টেটিন গ্যারিসনের পার্শ্বদেশগুলিতে ও পশ্চাভাগে সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়েছিলেন। এক তুমুল লড়াইয়ে নাৎসিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, বীর সৈনিকরা শহরটি দখল করে নিল ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। পার্শ্বদেশটি রক্ষা করার জন্য একটি ডিভিশনকে রেখে দিয়ে অস্লিকভস্কি তাঁর প্রধান সৈন্যবলের গতি ঘুরিয়ে উত্তর দিকে নিয়ে গেলেন, তৎপরতা চালাতে লাগলেন ১৯শ সেনাবাহিনীর বাঁ পার্শ্বদেশে। অস্লিকভস্কির কাছ থেকে এই খবর পেয়েও আমরা আনন্দিত হলাম যে নয়স্টেটিনের পশ্চিমে তাঁর সন্ধানী-পর্যবেক্ষণের টহলদাররা প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের ২য় গার্ডস অশ্বারোহী কোরের একটা সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ টহলদার দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল; জানা গেল, জুকভ ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে এই রণাঙ্গনকে উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন আমাদের পার্শ্বদেশ রক্ষা করার জন্য। এটা স্পষ্টতই সর্বোচ্চ অধিনায়কের সঙ্গে আমার কথাবার্তার ফল। সত্যি বলতে কি, ২য় কোর তখনও আমাদের বাঁ পার্শ্বদেশের অনেক দূরে থাকলেও সংকটকালে তারা আমাদের সাহায্য করতে পারবে। ইতিমধ্যে আমাদের নিজেদের সহায়সামর্থ্য নিয়েই আমাদের যথাসাধ্য করতে হচ্ছিল, কখনও বা প্রধান সৈন্যবলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ঝুঁকি দেখা দিলে ট্যাঙ্ক কোরের অগ্রগতি মন্থর পর্যন্ত করে দিতে হচ্ছিল। এই বিপদটা ছিল প্রায় সর্বদাই, কারণ ৩য় প্যানজার বাহিনীর সৈন্যদলগুলি পশ্চিমে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা ছিল প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের মুখোমুখি, লড়াইয়ে তখনও যোগ দেয় নি।

ইতিমধ্যে, পানফিলভের ট্যাঙ্ক কোর আমাদের পদাতিক বাহিনীর প্রায় ৪০ কিলোমিটার সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আদেশ দিলাম বুবলিৎস, ৎসেহেণ্ডর্ফ লাইনে গিয়ে সুসংহত হয়ে আমাদের প্রধান সৈন্যবলের পৌঁছনোর অপেক্ষা করতে। একই সঙ্গে, রোমানভস্কিকে নির্দেশ দিলাম তাঁর ইউনিটগুলির অগ্রগতি দ্রুত করে তুলতে।

নয়স্টেটিন দখল করার জন্য স্তালিন যে কামান-অভিবাদনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা যথাসময়ে পালিত হল, এবং সর্বোচ্চ অধিনায়কের 'দিবসের কর্মাদেশে' প্রশংসা করা হল জেনারেল অস্লিকভস্কির অশ্বারোহী সৈনিকদের, জেনারেল পানফিলভের ট্যাঙ্ক-সৈনিকদের, জেনারেল ভেরশিনিনের বৈমানিকদের এবং সেই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ কেন্দ্র ও শত্রুর জোরালো

ঘাঁটি এই শহরটির জন্য লড়াইয়ে যারা অংশগ্রহণ করেছিল সেই সমস্ত কামানধারী, ইঞ্জিনিয়ার আর সিগন্যালারদেরও।

আমার আদেশ অনুসারে পানফিলভের ট্যাঙ্ক কোর বুবলিৎসের কাছে এসে থামল, এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করে সামনে ও পার্শ্বদেশে শক্তিশালী সৈন্যদল পাঠাল অধিকৃত ক্ষেত্রগুলি দখলে রাখা আর শত্রুর উপরে সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ চালানোর নির্দেশ দিয়ে। নাৎসিরা রুম্মেলস্‌বুর্গ থেকে কোরের পার্শ্বদেশে ও পশ্চাদ্ভাগে আঘাত হানার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ১৯শ সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি ঠিক তখনই এসে পড়ায় সামনাসামনি তুমুল লড়াই বেধে গেল, তাতে অংশগ্রহণ করল আমাদের ট্যাঙ্কগুলিও। শত্রুকে পিছনে হঠিয়ে দেওয়া হল।

৭০তম সেনাবাহিনী তার বাঁ পার্শ্বদেশে নিজের প্রচেষ্টাকে সন্নিবিষ্ট করে শত্রুর প্রতিরোধ কাটিয়ে উঠে ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম দিকে ১২ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়েছিল, তার পুরোভাগে ছিল ফিরসোভিচের ৮ম মেকানাইজড কোর। ক্রমাগত লড়াইয়ে কোরের শক্তিক্ষয় হয়েছিল বটে, কিন্তু সাহসিক ও দৃঢ়পণ কর্মতৎপরতা দেখালে সেটি গুরুত্বপূর্ণ সুফল অর্জন করতে পারত। কিন্তু দীর্ঘসূত্রতা করে এই কোর সময় নষ্ট করল, পদাতিক সৈন্যরা তার একেবারে ঘাড়ে এসে পড়তে শুরু করল। রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদ বাধ্য হয়ে এক বিশেষ আদেশ জারী করল, তাতে বলা হল যে কোরের অধিনায়কত্বকে নির্ধারিত দায়িত্বপালনে আরও বেশি অধ্যবসায় দেখাতে হবে।

উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে-চলা অস্‌লিকভস্কির অশ্বারোহী সৈনিকরা রণাঙ্গনের জঙ্গী সৈন্যদলের পার্শ্বদেশে আঘাত হানতে সচেষ্ট শত্রু সৈন্যের ইউনিটগুলির সঙ্গে বার বার লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হল। অশ্বারোহীদের শত্রুর আসার হুঁশিয়ারি দিয়ে, অত্যন্ত যথাযথতায় শত্রুর অবস্থানগুলির উপরে বোমাবর্ষণ করে ভেরশিনিনের বৈমানিকরা কোরকে বিরাট সাহায্য করল।

কঠিন লড়াইয়ের পর ৪৯তম সেনাবাহিনী আবার ওস্‌সোভো দখল করে নিল।

শত্রু যাতে আমাদের অগ্রগতির প্রধান স্থানে সৈন্যবল স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসতে না-পারে সেই জন্য সারা রাত ধরে আমরা আক্রমণাভিযান চালিয়ে গেলাম। সৈনিকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, রাত্রিকালীন লড়াইয়ে সকলের উপরে চাপও পড়ছিল বিস্তর, কিন্তু অন্য কোনো উপায় ছিল না। রাতেই আমাদের স্কাউটরা রুম্মেলস্‌বুর্গের কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি দেখতে

পেয়েছিল। দেখা গেল, শত্রু এখানে আবার বিরাট সৈন্যবল জড়ো করেছে। রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে কয়েক ডজন ট্যাঙ্ক আর হাজার হাজার পদাতিক সৈন্য ১৯শ সেনাবাহিনীর অরক্ষিত পার্শ্বদেশের উপরে আঘাত হানার জন্য ময়দানে নেমেছিল।

যাই হোক, শত্রু অতর্কিত আক্রমণ করতে অপারগ হল, তাদের রোধ করার জন্য রোমানভস্কি ৪০তম পদাতিক কোরের উপরে ভার দিলেন। আকাশ থেকে সমর্থন নিয়ে পদাতিক সৈন্যরা মারাত্মক আঘাত হানল, ফলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ভোগ করে শত্রু পিছিয়ে গেল উত্তর-পূর্ব দিকে।

বলা দরকার যে শত্রু খুব মন দিয়েই এই আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল, তাতে দুই পার্শ্বদেশেই একসঙ্গে আমাদের প্রধান সৈন্যবলের বিরুদ্ধে আঘাত হানার ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব দিক থেকে আক্রমণকারী নাৎসিদের প্রতিহত করতে না করতেই লড়াই শুরু হয়ে গেল পশ্চিম দিকে। বুবলিৎসের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসছিল শত্রুর বেশ বড় সৈন্যবল — ১৫শ ও ৩২তম পদাতিক ডিভিশন, দুটি বিশেষ রেজিমেণ্ট, ছটি পৃথক ব্যাটেলিয়ন এবং ৪০-এর বেশি প্যানজার আর স্বচালিত কামান। এই আঘাতও আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে নি, শত্রু সৈন্যদের আসার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল ২৭২তম পদাতিক ডিভিশন — এটিকে এখানে পাঠিয়েছিলেন সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ভ. জ. রোমানভস্কি — এবং ন. স. অস্‌লিকভস্কির সর্বাগ্রগামী অশ্বারোহী সৈন্যরা, আর তাদের সমর্থন যোগাচ্ছিল ৪র্থ বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমান।

অগ্রসরমান শত্রু সৈন্যদল সংখ্যাগতভাবে রোমানভস্কি ও অস্‌লিকভস্কির সৈন্যবলের চেয়ে প্রবলতর ছিল। কিন্তু অধিনায়করা এই তৎপরতা ভালোভাবে সংগঠিত করলেন, আর সৈনিকরা লড়াই করল বীরত্বের সঙ্গে। ট্যাঙ্কবিধ্বংসী গোলন্দাজ ইউনিটগুলির সাহস আর দক্ষতা যুদ্ধে নিয়ামক ভূমিকা পালন করল। পুরোপুরি শত্রুর দৃষ্টিগোচর অবস্থায় বিন্যস্ত হয়ে তারা একেবারে কাছ থেকে শত্রুর ট্যাঙ্কগুলির উপরে গোলাবর্ষণ করল, কেস-শটে (কামান থেকে ছোঁড়া বুলেট-ভর্তি লোহার খাপ) পদাতিক সৈন্যদের খতম করল। তুমুল লড়াই হল। নানা ধরনের ফৌজের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা, সৈনিকদের অদম্য দৃঢ়তা আর সাথীদের সাহায্য করার জন্য নিজেদের প্রাণ বিসর্জনে তাদের কুণ্ঠাহীনতার কল্যাণে আমরা জয়লাভ করলাম। শত্রু ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছনে হঠে গেল।

আমাদের জঙ্গী সৈন্যদলের পার্শ্বদেশগুলিতে যখন এই লড়াই চলছিল, তখন আ. প. পানফিলভের ট্যাঙ্ক-সৈনিকরা ঘা মেরে মেরে পথ করে এগিয়ে চলেছিল সমুদ্রের দিকে। ৩ মার্চ তারিখে তারা এসে পেঁছিল কোরের তৎপরতার এলাকায় শত্রুর সর্বশেষ জোরালো ঘাঁটি কোজলিন শহরের (কোশালিন) কাছে — এটি ছিল ডান্‌জিগ ও স্টেট্টিন যাওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র, সেখানে একটা শক্তিশালী গ্যারিসন বল্টিক সাগরে যাওয়ার পথ আগলে রেখেছিল।

আমি পানফিলভের রিপোর্ট শুনলাম, তার পর জানতে চাইলাম এর পর তিনি কী করতে চান।

'শহরটা দখল করে নিতে চাই।'

'আপনার যথেষ্ট সৈন্যবল আছে তো?'

'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে কিছু পদাতিক সৈন্যও আছে।'

তাঁর জবাবে আমি খুশি হলাম, কারণ এতে বোঝা গেল যে ট্যাঙ্ক সৈন্য আর কোরের সঙ্গে যুক্ত পদাতিক ডিভিশনের সৈনিকদের মধ্যে সত্যিকার বন্ধুত্ব রয়েছে।

'ঠিক আছে,' আমি বললাম। 'এগিয়ে যান, কিন্তু আক্রমণের প্রস্তুতিটা নেবেন পুঙখানুপুঙখভাবে।'

আক্রমণটা পানফিলভ সংগঠিত করেছিলেন চমৎকারভাবে। সেদিন আমরা সাফল্যলাভ করেছিলাম ট্যাঙ্ক আর পদাতিক সৈন্যদের সুচতুর কৌশল, তার সঙ্গে কামানের বিধ্বংসী গোলাবর্ষণ (পানফিলভের সঙ্গে ছিল কয়েকটা যুক্ত গোলন্দাজ ইউনিট) আর বৈমানিকদের অসাধারণ কৃতিত্বের দরুন। ৫ মার্চ সকালে আমাদের সৈন্যরা শহর দখল করে নিল, আর জার্মান গ্যারিসনের অবশিষ্ট সৈন্যসামন্ত আত্মসমর্পণ করল। কোজলিন গ্যারিসনের প্রধান, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ফন ৎসিলোভ ও তাঁর স্টাফ সমেত অনেককে বন্দী করা হল। শহর রক্ষাকারী সৈন্যবল সম্পর্কে আমাদের খবরের যাথার্থ্য তারা প্রতিপন্ন করল: শত্রুর হাতে ছিল ১ম এস-এস পদাতিক ডিভিশন, ১৫শ ও ৩২তম পদাতিক ডিভিশন, একটি ট্যাঙ্ক ডিভিশন আর একটি পুলিস ডিভিশন।

সাহস, শৌর্য আর উদ্যোগ এই দুর্গটি অধিকার করে নিতে আমাদের অফিসার আর সৈনিকদের সাহায্য করেছিল। ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরের ইউনিটগুলি শত্রুর পূর্ব পমিরানীয় সৈন্যদলকে আধাআধি দু খণ্ডে ভাগ করে বল্টিক সাগরে পেঁছে গিয়েছিল।

একজন বার্তাবহ দু বোতল টলটলে তরল পানীয় নিয়ে রণাঙ্গনের সদরদপ্তরে এসে পেঁছিল — পানফিলভের ট্যাঙ্ক-সৈনিকদের কাছ থেকে রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদকে উপহার। আমরা তার স্বাদ গ্রহণ করলাম। জল, সমুদ্র-শৈবালের গন্ধমেশা ঈষৎ লোনা জল। বল্টিক সাগরের জল! সৈনিকদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম তাদের এই প্রতীকী উপহারের জন্য।

আমাদের জঙ্গী সৈন্যদলটি উপকূলে পেঁছিবার পর পূর্ব দিকে ডান অংশের সেনাবাহিনীগুলির দিকে মোড় নিল। পশ্চিম দিকে অগ্রসরমান সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করছিল ১৯শ সেনাবাহিনীর ১৩৪তম পদাতিক কোর। শত্রুকে ঘিরে এখন সাঁড়াশি আরও সজোরে এঁটে বসছিল।

সন্ধানী-পর্যবেক্ষণের তথ্য অনুযায়ী, তখনও আমাদের বিপরীত দিকে ছিল সেনাবাহিনীর 'ভিস্টুলা' গ্রুপের সৈন্যবল: ৭ম ও ৪৬তম প্যানজার, ১৮শ আলপাইন ডিভিশন এবং ২০শ, ২৩শ ও ২৭শ ও ৫৫তম সেনাবাহিনীর কোর। তাদের শক্তি অবশ্য লড়াইয়ে কমে গিয়েছিল, কিন্তু তবুও শত্রু তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

নাৎসি কম্যান্ড তার সৈনিকদের প্রতি ছিল নির্দয়, প্রতিরোধের নিষ্ফলতা যখন স্পষ্ট তখনও তাদের লড়াই করতে বাধ্য করছিল! গ্রাউডেনৎস গ্যারিসন জার্মান সৈন্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় শেষ পর্যন্ত লড়াই করল; অবশেষে ৬ মার্চ, বেশ কয়েক দিনের রাস্তার লড়াইয়ের পর কর্নেল গ. ল. সন্নিকভের ১৪২তম পদাতিক ডিভিশনের ইউনিটগুলি এবং মেজর-জেনারেল স্যাবির উমর-অগলি রখিমভের ৩৭তম গার্ডস পদাতিক ডিভিশন (বাতভের সেনাবাহিনী থেকে ২য় জঙ্গী সেনাবাহিনীকে ধার দেওয়া হয়েছিল এই তৎপরতার জন্য) শহরটি দখল করে নিল।

বেষ্টিত শত্রুকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খতম করে ফেলার জন্য আমরা ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু চলমান সৈন্যদলের নিদারুণ অভাব ছিল আমাদের। আমি স্থির করলাম সাধারণ সদরদপ্তরকে অনুরোধ করব প্রথম বেলোরুশীয় রণাজনের দুটি ট্যাঙ্ক বাহিনীর একটিকে অল্প সময়ের জন্য আমাদের হাতে তুলে দিতে। আমার যুক্তি ছিল খুবই প্রত্যয়জনক: নাৎসিদের আমরা যত তাড়াতাড়ি পূর্ব পমিরানিয়ায় খতম করে ফেলতে পারব, আসন্ন বার্লিন তৎপরতার জন্য আমাদের সৈন্যদের তত তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে। স্তালিন একমত হলেন এবং বললেন যে আমাদের ১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনীকে সাময়িকভাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে তখনই

নির্দেশ জারী করা হচ্ছে — দুটি ট্যাঙ্ক বাহিনীর মধ্যে এটিই ছিল আমাদের রণাঙ্গনের বেশি কাছে।

প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গন আক্রমণাভিযানে নেমেছিল ১ মার্চ তারিখে, এই রণাঙ্গনের সৈন্যরা ইতিমধ্যে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করে সাফল্যের সঙ্গে উত্তরে এগিয়ে চলেছিল দুই দিকে: কোলবের্গ আর কাম্মিনের দিকে। জুকভ তাঁর প্রধান আক্রমণ চালাচ্ছিলেন কেন্দ্রস্থলে। আমাদের পার্শ্বদেশে আমাদের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল পোলিশ ১ম সেনাবাহিনী আর ২য় গার্ডস অশ্বারোহী কোর, তারা চালাচ্ছিল গৌণ আক্রমণ। তারা একটু ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল বলে আমাদের বাঁ পার্শ্বদেশের উপরে সতর্ক নজর রাখতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রতিবেশীরা সমুদ্রের ধারে এসে পেঁছিল, সেখানে আমাদের পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যরা কোলবের্গের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় বেষ্টিত শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে পোলিশ ইউনিটগুলিকে সাহায্য করল।

সাধারণ সদরদপ্তরের আদেশক্রমে, ৮ মার্চ আমরা ১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনীকে পেলাম, তার অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল ম. ইয়ে. কাতুকভ। তৎপরতা শেষ হয়ে গেলে এটি প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনকে ফেরৎ দিতে হবে। এ বিষয়ে জুকভ আমাকে টেলিফোন করলেন।

'আমি আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি,' বললেন তিনি 'যে অবস্থায় এই বাহিনীকে আপনি পেয়েছেন সেই অবস্থাতেই ফেরৎ দিতে হবে কিন্তু!'

আমি সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললাম যে আমি আশা করছি এটি বেশ ভালো লড়াকু অবস্থাতেই থাকবে।

আমাদের অগ্রগতিতে বিন্দুমাত্র বিলম্বকে শত্রু প্রতিরোধ সংগঠিত করার জন্য কাজে লাগাবে, এ কথা উপলব্ধি করে আমরা আক্রমণাভিযানের গতিবেগ বজায় রাখার জন্য যথাসাধ্য করেছিলাম। এই জন্যই পুনর্বিন্যাস ঘটানোর সমস্ত মহড়া আমরা বাদ দিয়েছিলাম, সেটা না করলে আমাদের অগ্রগতি সংক্ষিপ্তকালের জন্য হলেও অবশ্যই মন্থর হয়ে যেত।

আমাদের ইউনিটগুলি সবেগে সামনে এগিয়ে চলায় সম্মুখভাগটা সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল, আমরা কিছু সৈন্যকে দ্বিতীয় ধাপে টেনে আনতে পারতাম। কিন্তু সময় নষ্ট করা অহেতুক মনে হল, তাই আমরা শুধু অগ্রবর্তী ধাপের দলবিন্যাসকে সংকুচিত করেছিলাম। তা ছাড়া, ডিভিশনগুলি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, এই রকম সংকুচিত না করলে আমাদের গতিবেগ বজায় রাখতে পারতাম না। অফিসার আর রাজনৈতিক অফিসাররা সৈনিকদের

মনোবল আগেকার মতোই উঁচুতে রেখেছিলেন। এর জন্য অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হয় রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগকে। এই বিভাগের প্রধান, সুদক্ষ রাজনৈতিক অফিসার জেনারেল আ. দ. অকরোকভ তাঁর সমস্ত কর্মীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সৈন্যদের কাছে। পার্টি আর কমসোমল সংগঠন যত্নবান হয়েছিল যাতে প্রত্যেক সৈনিক তার লড়াইয়ের কাজটা সম্বন্ধে অবহিত থাকে এবং তা অকাতরে পালন করতে সক্ষম হয়। রণাঙ্গনের, সেনাবাহিনীর ও ডিভিশনাল সংবাদপত্রগুলি, এবং প্রচারকরা তাদের বক্তৃতায়, সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করে চলেছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শত্রুকে পরাজিত করার আহ্বান জানিয়েছিল।

কিন্তু তবুও, যতটা হলে আমরা খুশি হতাম আমাদের অগ্রগতি হচ্ছিল তার চেয়ে ধীরগতিতে। ৬ মার্চ তারিখে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯ শ সেনাবাহিনী এগোল পূর্ব দিকে মাত্র ১২ কিলোমিটার। সামনেই ছিল স্টল্প -- স্টেটিনের পর পূর্ব পমিরানিয়ায় দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, যে শহরে ঢোকার পথগুলি ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত। জেনারেল পানফিলভকে আমি ডেকে পাঠালাম।

‘পদাতিক সৈন্যদের সাহায্য করা দরকার।’ তাঁকে বললাম আমি।

আমার মনের কথা তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝে নিলেন। ‘আপনি চান আমি স্টল্প দখল করে নিই?’

‘হ্যাঁ।’

‘কতটা সময় আমায় দেবেন আপনি?’

‘চব্বিশ ঘণ্টা।’

‘তাই হবে।’

সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয়েছিল পানফিলভ বুঝি একটু বেশি আস্থাশীল। স্টল্প ছিল বিরাট শিল্প কেন্দ্র, সেখানে ছিল বিমান কারখানা ও অন্যান্য সামরিক কারখানা। শত্রু যে শহরটাকে প্রাণপণ শক্তিতে আগলে রাখবে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না।

কিন্তু পানফিলভ আর তাঁর গার্ডস সৈনিকদের শৌর্য ও উদ্ভাবনদক্ষতার জন্য যে খ্যাতি, সেটা ছিল উপযুক্ত কারণেই। তাঁর ট্যাঙ্কগুলি ধীরে ধীরে এগিয়ে-চলা পদাতিক সৈন্যদের সারিগুলির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বনের রাস্তা ধরে সংগোপনে শহরের প্রান্ত ঘেঁষে চলে হঠাৎ পার্শ্বদেশ আর পশ্চাদ্ভাগ থেকে শহরটিকে আক্রমণ করল। রাস্তায় রাস্তায় আমাদের ট্যাঙ্কগুলির আকস্মিক আবির্ভাবে নাৎসিরা হতবুদ্ধি হয়ে গেল, কার্যকর

প্রতিরক্ষা সংগঠিত করতে পারল না। জার্মান গ্যারিসনটি আত্মসমর্পণ করল। জয়লব্ধ সমস্ত জিনিসপত্র আর বন্দীদের সমেত অধিকৃত শহরটিকে পানফিলভ তুলে দিলেন পদাতিক বাহিনীর হাতে, তার পর তাঁর কোরকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে চললেন পূর্ব দিকে, পথে শত্রু সৈন্যদের পংক্তির পর পংক্তিকে ছত্রভঙ্গ আর বিধ্বস্ত করতে করতে — শত্রু সৈন্যরা আসল অবস্থা কিছুই জানত না, তারা তখনও উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আসছিল স্টল্‌পের দিকে। ট্যাঙ্ক-বাহিত পদাতিক সৈন্য সমেত ট্যাঙ্কের শক্তিশালী খন্ডবাহিনীগুলি সবেগে এগিয়ে চলল, বেড়-দিয়ে আসা গতিতে লুপোভ-ফ্‌লিয়েস নদীর উপরকার সেতুগুলি দখল করে নিল অক্ষত অবস্থায় এবং শত্রুর পাল্টা আঘাত প্রতিহত করে সেগুলিকে আগলে রাখল কোরের প্রধান সৈন্যবল এসে পড়া অবধি। এই সুবিধাজনক জায়গাটায় শত্রু প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার চেষ্টা করছিল, ট্যাঙ্ক-সৈনিকরা নদী পার হয়ে এসে তাদের পিছনে হটিয়ে দিল।

১৯শ সেনাবাহিনীর পদাতিক সৈন্যরা ট্যাঙ্কগুলির পিছনে পিছনে দ্রুত এগিয়ে চলল। অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য জেনারেল রোমানভস্কি ব্যবহার করলেন তাঁর হাতের কাছের সমস্ত উপায় --- তাঁর নিজের মোটরগাড়ি আর অধিকৃত শত্রুর ট্রাক থেকে শুরু করে ঘোড়ায় টানা গাড়ি পর্যন্ত। গাড়িতে এগিয়ে চলার ফলে পদাতিক সৈন্যরা ট্যাঙ্কগুলির নাগাল বজায় রাখতে পারছিল, আবার সেই সঙ্গে ট্যাঙ্কগুলির ছেড়ে-যাওয়া শত্রুর প্রতিরোধের ছোটখাট জায়গাগুলিকে সাফও করতে পারছিল।

রণাঙ্গনের বাঁ অংশের দ্রুত অগ্রগতিতে শত্রু তাড়াতাড়ি তাদের সৈন্যদের পিছনে সরিয়ে নিতে বাধ্য হল। পশ্চাদ্ভাগের শক্তিশালী প্রহরাব্যবস্থার আড়ালে তারা আমাদের ইউনিটগুলির কাছ থেকে হঠে যেতে চাইছিল, যাতে তাদের প্রধান সৈন্যবলকে সরিয়ে নিয়ে ভালোভাবে তৈরি গ্‌দিনিয়া-ডান্‌জিগ প্রতিরক্ষা এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে বসা যায়। আমাদেব দেরি করিয়ে দেওয়া আর এই জায়গাটায় দীর্ঘ সময়ের জন্য যথাসম্ভব বড় সৈন্যবলকে আটকে রাখার উপরেই নাৎসি কম্যান্ড ভরসা করছিল। কিন্তু আমরা তা ঘটতে দিতে পারি না, তাই শত্রু যাতে সংগঠিতভাবে পশ্চাদপসরণ করতে না-পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম।

তৎপরতার শুরুতে সেনাবাহিনীর ও বড় বড় ইউনিটের অধিনায়করা তাঁদের কাজ স্থির করে নিয়েছিলেন এবং সেগুলি পালন করার ব্যাপারে কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। আক্রমণাভিযান চলাকালে যাতে চটপট

দরকারমতো অদলবদল করা যায় সে জন্য রণাঙ্গনের সদরদপ্তর ঘটনাবলীর দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখেছিল। বৈমানিকরা আমাদের বিরাট সাহায্য করেছিল, ঘড়ির কাঁটা ধরে দিনরাত তারা শত্রুর উপরে, তাদের গতিবিধির উপরে নজর রেখেছিল এবং তারা কী দেখতে পেয়েছে সে বিষয়ে রণাঙ্গনের সদরদপ্তরকে আর নিচের ধাপগুলিকে খবর দিয়ে চলেছিল। ৪র্থ বিমান বাহিনীর বিমানগুলি স্থলবাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রেখে শত্রুর উপরে হানা দিয়েছিল। ইয়েভদোকিয়া বেরশানস্কায়ার অধিনায়কত্বে নৈশ বোমারু রেজিমেন্টের মেয়ে পাইলটদের সাহস আর দক্ষতা আমাদের সকলের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল। তাদের ছোট, ধীরগতি পো-২ বিমানগুলিতে তারা অন্ধকারে শত্রুর উপরে নেমে আসত আর বোমা ফেলত সৈন্যদের পংক্তিগুলির উপরে আর সৈন্যদের জমায়েতের উপরে।

শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল ৮ম ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজড কোর। আগেকার তুমুল লড়াইয়ে তাদের যথেষ্ট শক্তিক্ষয় হলেও, যুদ্ধে তারা ছিল দৃঢ়পণ এবং যন্ত্রচালনা করেছিল সাহসের সঙ্গে। তাদের সাহায্য নিয়েই পদাতিক ইউনিটগুলি পশ্চাদ্ভাগের বাহিনীগুলিকে পিছনে হঠিয়ে দিয়ে শত্রুর প্রধান সৈন্যবলক আমাদের অগ্রসরমান ইউনিটগুলির কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে সরে যেতে দেয় নি। সমস্ত ট্যাঙ্ক সৈন্যদলকে, যে সব সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রগুলিতে তারা কাজ চালাচ্ছিল তাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ছাড়াও, নিজেদের মধ্যে সংযোগ ও যোগাযোগ রাখার জন্য, পরস্পরকে নিজ নিজ ক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

কেন্দ্রস্থলে শত্রু চটপট পিছিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ডান পার্শ্বদেশে তারা প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিল অদম্যভাবে; ফেদিউনিনস্কি আর বাতভের সৈন্যদের প্রতি কিলোমিটার জমির জন্য লড়াই করতে হয়েছিল।

৮ ও ৯ মার্চে রণাঙ্গনের সৈন্যরা এগিয়েছিল ২০ থেকে ৬০ কিলোমিটার, মুক্ত করেছিল ৭০০-র বেশি শহর আর গ্রাম।

১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনী এসে পৌঁছল; তাদের উপরে ১৯শ সেনাবাহিনীর নাগাল ধরে এগিয়ে যাওয়া, লেবা নদী ও ব্রেঙ্কেনহফ খালের উপরকার সেতুগুলি দখল করা, বাধাদানকারী শত্রু সৈন্যের ইউনিটগুলিকে পর্যুদস্ত করা এবং অন্তত ১২ মার্চের মধ্যে ডানজিগ উপসাগরের উপকূলে গিয়ে পৌঁছনোর দায়িত্ব দেওয়া হল।

২য় জঙ্গী বাহনী ডানজিগে এগিয়ে আসছিল দক্ষিণ দিক থেকে।

কয়েক ডজন প্যানজারের সমর্থনে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে শত্রু মরীয়া হয়ে লড়াই করতে লাগল। ফেদিউনিনস্কির সেনাবাহিনীকে প্রতিটি পা এগোতে হল অতি কষ্টে। ৬৫তম সেনাবাহিনী এগিয়ে গিয়েছিল অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে। লাম্পিন, ৎসুকাউ লাইনে পেঁাছে বাতভ তাঁর সৈন্যদের গতি ঘুরিয়ে দিয়েছিল, এখন তিনি ডান্‌জিগের দিকে আসছিলেন পশ্চিম থেকে। তাদের মদত যোগাচ্ছিল তাদের প্রতিবেশী ৪৯তম ও ৭০তম সেনাবাহিনী, এরা উত্তর দিকে এগিয়ে চলছিল ৎসপ্‌পোটের (সোপোত) দিকে।

ৎসুকাউ, কার্থাউসে, ভিৎসকভ, শুরোভ, শ্‌মোলজিন লাইনে বাঁ পার্শ্বদেশে এবং কেন্দ্রস্থলে আমাদের ইউনিটগুলিকে দেরি করিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা শত্রু করেছিল তা ব্যর্থ হল, জায়গাটা দখল করা হল ট্যাঙ্কের একটা আক্রমণ ও তার পিছনে পদাতিক সৈন্যদের আক্রমণ চালিয়ে। শত্রুর পিছন পিছন ধাওয়া করে আমাদের ট্যাঙ্কগুলি এগিয়ে চলল ডান্‌জিগ উপসাগরের দিকে। পানফিলভের ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরের ইউনিটগুলি এই সমস্ত লড়াইয়ে আবারও বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিল। তারাই সর্বপ্রথম লাউয়েনবুর্গের কাছে লেবা নদী পার হয়েছিল, আর তখন গতি মন্থর না করে তারা শত্রুর অনেকগুলি বড় বড় পংক্তির নাগাল ধরে ফেলে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল, বহু সাজসরঞ্জাম দখল করল এবং বন্দী করল অনেককে। ১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনীও লেবা নদী ও তার পরে ব্রেঙ্কেনহফ খাল পার হয়ে ডান্‌জিগের দিকে চলছিল।

পশ্চাদপসরণরত শত্রু কোনোমতে গ্‌দিনিয়া-ডান্‌জিগ সুরক্ষিত এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করতে সমর্থ হল। এতে তাদের সাহায্য করেছিল জমির অবস্থা আর বসন্তকালীন বানের জল। পশ্চাদপসরণ করার সময়ে নাৎসিরা রাস্তা ভেঙে দিয়েছিল, মাইন দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল এবং বাঁধ খুলে গোটা একেকটা এলাকাকে প্লাবিত করেছিল। শরণার্থীদের দরুনও আমরা ভীষণ অসুবিধায় পড়েছিলাম। গোয়েবলসের প্রচারযন্ত্র সোভিয়েত সৈনিকদের সম্পর্কে এমন সব কুৎসা জার্মানদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে আমাদের অগ্রগতির সম্পর্কে প্রথম কানাঘুষোতেই লোকে আতঙ্কে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে নিয়ে, কখনও একা, কখনও সপরিবারে। সড়ক আর শাখাপথগুলি গিজগিজ করছিল লোকের ভীড়ে, তারা সব ক্লান্ত পায়ে চলেছিল পশ্চিম দিকে এবং পূর্ব দিকে। তার উপরে, রাস্তাগুলো ছিল শত্রুর ফেলে যাওয়া সাজসরঞ্জামে আকীর্ণ, তাই আমাদের সৈন্যদের পথ করে নিতে হচ্ছিল সেই বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে।

যদিও শিগগিরই শরণার্থীরা আবিষ্কার করল যে কেউই তাদের উৎপীড়ন করছে না, গোয়েবলসের প্রচার নির্ভেজাল মিথ্যা; তাই আশ্বস্ত হয়ে তারা আবার ফিরে চলল তাদের বাড়িতে, আবার রাস্তায় রাস্তায় ভীড় করে — তবে এবারে বিপরীত মুখে।

এগিয়ে আসা ট্যাঙ্ক সৈন্যদলগুলি অগ্রবর্তী সারির প্রতিরক্ষা কাটিয়ে এগিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু ডানজিগ আর গদিনিয়ার কাছে ঘেঁষতে পারল না — দুটো জায়গা ছিল শক্তিশালী সুরক্ষিত এলাকায়, তাদের রক্ষা করছিল মোট প্রায় ২০টি ডিভিশন।

ডানজিগ ছিল মজবুত দুর্গ। শক্তিশালী, ভালোভাবে গোপন-করা দুর্গগুলি সামনের গোটা এলাকাটাকে রেখেছিল কামানের গোলার আওতায়। শহর ঘিরে একটা প্রাচীন গড় ছিল। তার সামনে ছিল আধুনিক রক্ষণ ব্যবস্থার এক বহির্বেষ্টনী, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উঁচু জায়গাতে ছিল ফেরো-কংক্রীট আর সিমেণ্ট-পাথরে তৈরি ছোট ছোট কেল্লা। স্থায়ী কামান বসানোর জায়গাগুলির সঙ্গে সেই ব্যবস্থাকে পরিপূরণ করছিল রণক্ষেত্রের অবস্থানগুলি, আর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে শহরের সংলগ্ন জমিকে প্লাবিত করা যেত।

গদিনিয়া ছিল প্রথম শ্রেণীর দুর্গ, সেখানে ঢোকার পথেও দুর্গব্যবস্থা ছিল সেইরকমই শক্তিশালী।

ভূমিস্থিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সমর্থন যোগানোর জন্য ছিল সমুদ্র থেকে অগ্নিবর্ষণের ব্যবস্থা: ডানজিগ উপসাগরে নোঙর করে দাঁড়িয়েছিল ছটি ক্রুজার, ১৩টি ডেস্ট্রয়ার আর কয়েক ডজন অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজ।

আর আমরা যদি সমস্ত রক্ষণ ব্যবস্থাযুক্ত অবস্থান কাটিয়ে আসতে পারি, তা হলেও শহর দুটির উপরে জোরালো আক্রমণ চালিয়েই দখল করতে হবে, কারণ সেখানে প্রত্যেকটি বাড়িকে অস্ত্র বসানোর জায়গায় পরিণত করা হয়েছিল।

শত্রু যাতে প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার সময় না পায় সেই জন্য আমি স্থির করলাম সৈন্য পুনর্বিন্যস্ত করার জটিল মহড়া বাদ দিয়ে, রক্ষণ ব্যবস্থাগুলির উপর আক্রমণ চালানো হবে সেনাবাহিনীগুলি সেখানে পেঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে। একটা অনুকূল বিষয় ছিল এই যে আমাদের অগ্রগতির সম্মুখভাগটা সংকুচিত হয়েই চলেছিল: পূর্ব পমিরানীয় অভিযানের শুরুতে যেটা ছিল ২৪০ কিলোমিটার, এখন তা সংকুচিত হয়ে ৬০ কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছিল। অগ্রগতির প্রধান স্থলে যুদ্ধরত প্রতিটি

সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগ ১০-১২ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি ছিল না, তাতে তাদের আঘাত অনেক বেশি জোরালো হতে পেরেছিল।

আসল আঘাতটা প্রথমে চালানো হল ৎসপ্‌পোটের দিকে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রে, উদ্দেশ্য ছিল দুর্গগুলির মাঝখান দিয়ে একটা কীলক প্রবেশ করানো।

রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান শত্রুর যুদ্ধজাহাজগুলিকে লড়াইয়ে লিপ্ত রাখার জন্য এক বিশেষ দূর-পাল্লা কামানের গোলন্দাজ সৈন্যদলকে দায়িত্ব দিলেন, কিন্তু অচিরেই তাদের লক্ষ্যবস্তুগুলি পাল্লার বাইরে চলে গেল। ভেরশিনিনের বৈমানিকরা সমস্যাটা সমাধান করে আমাদের সন্তোষবিধান করল। তাঁর বোমারু ও জঙ্গী বিমানগুলি যুদ্ধজাহাজগুলিকে এমন নাজেহাল করল যে সেগুলি নোঙর তুলে তড়িঘড়ি পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল।

রণাঙ্গনের সেনাবাহিনীগুলি তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভিতরে সুসমন্বিত অগ্রগতি চালিয়ে গেল। ট্যাঙ্কের দলবিন্যাসগুলি কাছ থেকে পদাতিকদের সমর্থন যোগানোর জন্য অনেকগুলো ট্যাঙ্ককে দায়িত্ব দিল। শত্রুর যে বিমান ক্ষেত্রে ১০০টা পর্যন্ত বিমানের ঘাঁটি ছিল, বৈমানিকরা সেই বিমান ক্ষেত্রটিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে পদাতিক ইউনিটগুলিকে সাহায্য করল। জেনারেল ব্লাগোস্লাভভের অধীনে ইঞ্জিনিয়ার ইউনিটগুলি পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে শত্রুর অস্ত্র বসানোর জায়গাগুলিকে অকেজো করে দিতে লাগল, ভেঙে ফেলল দুর্গব্যবস্থা এবং পদাতিক সৈন্য আর ট্যাঙ্কের গতিবিধি আড়াল করে দিল ধূম্রজাল সৃষ্টি করে। জার্মানদের গোলাবারুদের গাদায় প্রচুর পরিমাণে দখল করা ভারী গোলা শত্রুর ব্যূহগুলির ভিতরে ছুঁড়ে মারার জন্য ব্লাগোস্লাভভ এমন কি গুলতি জাতীয় জিনিসও নির্মাণ করেছিলেন।

আক্রমণ শুরু হল ১৪ মার্চ। প্রথম দিনেই আমাদের বিমান ডান্‌জিগ বিমান ক্ষেত্রে সমস্ত শত্রুবিমান ধ্বংস করে ফেলল, আকাশে সুনিশ্চিত হল আমাদের একচ্ছত্র প্রাধান্য। সব কটি ক্ষেত্রেই আমরা চাপ বজায় রেখে চললাম, তবে আমাদের আসল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করলাম ৎসপ্‌পোট — অলিভার দিকে। বেধে গেল তুমুল লড়াই, শত্রু প্রতিটি ট্রেঞ্চ মরীয়া হয়ে আঁকড়ে রাখতে চাইল।

শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ চটপট ভেদ করব বলে আমাদের যে আশা ছিল তা বাস্তবে পরিণত হল না। অবশ্য আমাদের আক্রমণের অতর্কিততা থেকে আমরা কিছু ফয়দা উঠিয়েছিলাম, শত্রুকে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

যথোপযুক্তভাবে সংগঠিত করার সুযোগ দিই নি, কিন্তু মজবুত রক্ষণ ব্যবস্থাযুক্ত এলাকা ভেদ করাটা ছিল কঠিন কাজ।

কামানের গর্জন সমানে চলতে লাগল দিন-রাত। লড়াই চলতে চলতেই অফিসার আর সৈনিকরা নানান বাধা কাটিয়ে ওঠার উপায়-পদ্ধতি বার করল। পদাতিক, গোলন্দাজ, ট্যাঙ্ক-সৈনিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে সংগঠিত করা হল আক্রমণের দল। মাথার উপরে বিমান গুঞ্জন করে চলল ক্রমাগত, আক্রমণে সমর্থন যোগানোর জন্য কখনও সদলে, কখনও বা ছোট ছোট দলে হানা দিতে লাগল। একটু একটু করে ঢুকতে লাগলাম শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহের মধ্যে।

সোভিয়েত সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী ও আত্ম-বিসর্জনকারী। আহত সৈনিকরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে গ্রেনেড হাতে হামাগুড়ি দিয়ে শত্রুর কেল্লায় আক্রমণ চালাল। কিন্তু আমরা আমাদের অধিনায়কদের আর রাজ-নৈতিক অফিসারদের বার বার মনে করিয়ে দিলাম যে তাঁদের জীবন রক্ষা করতে হবে এবং জয়লাভ করতে হবে রক্ত দিয়ে নয়, দক্ষতা দিয়ে!

সৈনিকরা শৌর্য, দৃঢ়তা আর উপায়-উদ্ভাবনদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। সব সময়কার মতোই, কমিউনিস্টরা আর কমসোমলসদস্যরা ছিল পুরোভাগে। তারা সমস্ত কার্যকর উদ্যোগকে বিলম্ব না করে কাজে লাগিয়েছিল এবং নিজেরা দেখিয়েছিল অফুরন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আর উদ্ভাবন দক্ষতা। একটা জঙ্গী দল কোনো সাফল্য লাভ করলেই তার অভিজ্ঞতাটা সমস্ত সৈন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শত্রুর মরীয়া পাল্টা আক্রমণে কোনো ফল হচ্ছিল না। এমন কি সেই পাল্টা আক্রমণগুলি তাদের শক্তিকেই খর্ব করছিল। ডজন ডজন সৈন্যকে হারাবার পর তারা পিছিয়ে পড়ছিল এবং তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে চলা হচ্ছিল তাদের অবস্থানগুলি পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে ১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনী শত্রুর আড়াল-যোগানো খণ্ডবাহিনীগুলিকে উচ্ছেদ করে পুট্‌জিগার-ভিক উপসাগরে এসে পেঁছিল। ম. ইয়ে. কাতুকভ তাঁর ট্যাঙ্কগুলিকে নিয়ে তটভূমি বরাবর এগিয়ে গেলেন উত্তর দিক থেকে গ্‌দিনিয়ার উপরে আঘাত হানার জন্য, ট্যাঙ্ক-সৈনিকদের সঙ্গে এগিয়ে চলল ১৯শ সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি। রণাঙ্গনের ডান পার্শ্বদেশে ২য় জঙ্গী বাহিনী ধীর-নিশ্চিত গতিতে শত্রুকে পিছনে ঠেলে নিয়ে চলল। তাদের আঘাত হানার সৈন্যবলটা ইতিমধ্যেই ডান্‌জিগের দক্ষিণ উপকণ্ঠ থেকে আট কিলোমিটার দূরে এসে পড়েছিল।

আমাদের ডান দিকে তৃতীয় বেলোরুশীয় ফ্রন্ট ভিস্টুলার পূর্ব তীরে এসে পোঁছল, সেখানে ৪৮তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি আমাদের ২য় জঙ্গী বাহিনীর ডান পার্শ্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল, তাদের মধ্যে একটা ছোট ত্রিকোণাকার ভূখণ্ডের মধ্যে শত্রুকে আটকে রেখে; শত্রু এই জায়গাটাকে আঁকড়ে ছিল মরীয়াভাবে, কারণ এই জায়গাটাই ফ্রিশে-নেরুং সংকীর্ণ স্থলভূমি ধরে সামল্যান্ড উপদ্বীপে তার সরবরাহের পথটাকে খোলা রেখেছিল। জেনারেল চের্নিয়াখভস্কি যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করার পর যিনি তৃতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সেই মার্শাল আ. ম. ভাসিলেভস্কি একদিন আমাকে ফোন করলেন।

'আমাদের ক্ষেত্রটার ভেতরে আপনারা শত্রু সৈন্যদের ঠেলে দিচ্ছেন কেন?' জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

'আপনাদের তো আনন্দিত হওয়া উচিত,' আমি পাল্টা জবাব দিলাম। 'আপনারা আরও বেশি বন্দী পাবেন।'

আসলে তটরেখার এই ছোট অংশটা নিয়ে আমরা খুব একটা উদ্বিগ্ন ছিলাম না, কারণ ডান্‌জিগ — গ্‌দিনিয়া তৎপরতা তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করছিল।

শত্রুর রক্ষণ ব্যবস্থার তিনটি সারি ভেদ করার পর, ২৫ মার্চ সকালে ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর ও ৪৯তম সেনাবাহিনীর কয়েকটি ইউনিটের সঙ্গে ৭০তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি ৎসপ্‌পোটে ঢুকে পড়ল, তুমুল রাস্তার লড়াইয়ে শহরটা শত্রুমুক্ত করে এগিয়ে চলল ডান্‌জিগের উপকণ্ঠ অলিভা অভিমুখে।

শত্রুর সৈন্যদলকে তিনভাগে খণ্ডিত করে আমাদের সৈন্যরা ডান্‌জিগ উপসাগরে এসে পোঁছল — শত্রু সৈন্যদলের একটা অংশ থাকল ডান্‌জিগে, আরেকটা অংশ গ্‌দিনিয়ায় এবং তৃতীয় অংশটা পুটজিগার-নেরুং (খেল) স্থলভূমিতে।

গ্‌দিনিয়া-স্থিত শত্রু সৈন্যদলকে ছেঁকে তুলে খতম করার ভার দেওয়া হল ১৯শ সেনাবাহিনী আর ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরকে। ইতিমধ্যে ১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনীকে সমাবেশের এলাকায় সরিয়ে আনা হচ্ছিল প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের হাতে প্রত্যর্পণ করার উদ্দেশ্যে। শত্রুর রক্ষণ ব্যবস্থার বাধা অতিক্রম করে পদাতিক সৈন্যরা আর ট্যাঙ্কগুলি শহরের কাছে এসে পড়ল, লিপ্ত হল রাস্তার লড়াইয়ে। ২৮ মার্চ আমরা গ্‌দিনিয়া দখল করে

নিলাম, শত্রু সৈন্যের বাদবাকি অংশ আহতদের আর সামরিক সাজসরঞ্জাম ফেলে রেখে পশ্চাদপসরণ করল শহরের উত্তর দিকের তটভূমিতে।

গ্দিনিয়া দখলের লড়াইয়ে পর্যুদস্ত হয়েছিল শত্রু সৈন্যের চারটি ডিভিশন, আটটি পৃথক রেজিমেণ্ট আর ২০টি নানা ধরনের ব্যাটেলিয়ন। এই সৈন্যদলের যে অবশিষ্টাংশ উত্তর দিকে পালিয়ে যেতে পেরেছিল (একটি ট্যাংক ডিভিশন, মোটরবাহিত ও পদাতিক ডিভিশনের কয়েকটি ইউনিট, একটি গোলন্দাজ ব্রিগেড এবং ছটি নাবিক ব্যাটেলিয়ন), তা খতম হয়েছিল কয়েক দিন পরে। গ্দিনিয়ার লড়াইয়ে শত্রুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এই রকম: নিহত ৫০,০০০ জন, আর বিধ্বস্ত — ২২৯টি প্যানজার ও স্বচালিত কামান, ৩৮৭টি ফিল্ড গান এবং ৩,৫০০-র বেশি মোটরগাড়ি। আমাদের সৈন্যরা বন্দী করেছিল ১৮,০০০ জনকে, দখল করেছিল প্রায় ২০০ প্যানজার ও স্বচালিত কামান, ৬০০ কামান, ৭১টি বিমান এবং ৬,২৪৬টি মোটরগাড়ি।

২৬ মার্চ তারিখে, প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর ২য় জঙ্গী বাহিনী ও ৬৫তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি শত্রুর গোটা প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করে ডান্‌জিগ অবরোধ করল। অনাবশ্যক প্রাণহানি এড়াবার জন্য আমরা গ্যারিসনের কাছে আত্মসমর্পণের একটা চরমপত্র পাঠালাম, কারণ আরও প্রতিরোধ করা তখন নিষ্ফল ছিল। চরমপত্রটি প্রত্যাখ্যাত হলে অসামরিক জনসমষ্টিকে শহর ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হল।

নাৎসি কম্যাণ্ড আমাদের প্রস্তাবের জবাব দিল না। আক্রমণ শুরু করার আদেশ দেওয়া হল।

পোলিশ সেনাবাহিনীর একটি পৃথক ট্যাংক ব্রিগেড প্রাচীন পোলিশ শহর গ্দানস্ককে মুক্ত করার লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করল সোভিয়েত সৈন্যদের পাশে দাঁড়িয়ে এবং অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করল বীরত্বের সঙ্গে।

আক্রমণ শুরু হল একসঙ্গে তিন দিক থেকে। তুমুল লড়াই চলল, বড় বড় বাড়ি আর কারখানার কর্মশালাগুলিতে নাৎসিরা প্রতিরোধ চালিয়ে গেল নাছোড়বান্দা হয়ে, প্রতিটি বাড়িতে তাদের মেরে বার করতে হল।

আক্রমণ চলাকালে শত্রুর যুদ্ধজাহাজগুলি পুনরাবির্ভূত হল উপসাগরে, তাদের ভারী কামানগুলি আমাদের ইউনিটগুলিকে যথেষ্ট বেগ দিল। বেশ কতগুলি দূর-পাল্লার কামান, বেশির ভাগই ১২২ মিলিমিটার ও ১৫২ মিলিমিটার কামান, আক্রমণ থেকে সরিয়ে এনে তটভূমি বরাবর বসাতে হল। আমাদের গোলন্দাজরা এর আগে কখনও নৌবিভাগীয়

লক্ষ্যবস্তুতে গোলা না দাগলেও তারা মোটামুটি অব্যর্থই ছিল, তাদের গোলাবর্ষণ নাৎসি জাহাজগুলিকে বাধ্য করল দূরত্ব বজায় রাখতে, ফলে সেই জাহাজগুলির অগ্নিবর্ষণের কার্যকরতা অনেক কমে গেল। তার পর এল ভেরশিনিনের বিমান। জঙ্গী বিমানগুলো সমস্ত দিক থেকে জাহাজগুলির উপরে ছোঁ মারতে লাগল, আর বোমারু বিমানগুলো উপর থেকে খালাশ করতে লাগল তাদের প্রাণঘাতী বোঝা। বৈমানিকরা সাফল্যের সঙ্গে তাদের কাজ সম্পন্ন করল, শত্রুর জাহাজগুলি বাধ্য করল ডান্‌জিগ উপসাগর ছেড়ে চলে যেতে, এবার চিরকালের মতো।

৩০ মার্চ, ডান্‌জিগ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হল, শত্রু সৈন্যের বাদবাকি অংশ পালিয়ে গেল ভিস্টুলার জলাময় মোহানায়, সেখানেও অচিরেই তাদের সবাই বন্দী হল। আবার যেটা পোলিশ শহর গ্‌দানস্ক হতে চলেছিল, সেখানে পোলিশ সেনাবাহিনীর সৈন্যরা উত্তোলন করল তাদের জাতীয় পতাকা।

গ্‌দানস্ক দখলের লড়াইয়ে আমরা বন্দী করেছিলাম ১০,০০০ জনের বেশি, দখল করেছিলাম ১৪০টি ট্যাঙ্ক আর স্বচালিত কামান, ৩৫৮টি ফিল্ড গান আর প্রচুর পরিমাণ অন্যান্য সামরিক মালমশলা।

পূর্ব পমিরানীয় অভিযানের কথা পর্যালোচনা করে যথার্থভাবেই বলা চলে যে এটি ছিল প্রচন্ড রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন।

যে দ্রুততা আর অবিচ্ছিন্নতা শত্রুকে সংরক্ষিত সৈন্যবল গড়ে তোলা বা সৈন্যবলকে পুনর্বিন্যস্ত করার মতো এক মুহূর্তেরও অবকাশ দেয় নি, সেটাই মুখ্যত এই কৌতূহলোদ্দীপক, জটিল আক্রমণাভিযানের সাফল্য আনতে সাহায্য করেছিল। দুর্দান্ত গতিতে সম্পাদিত এই তৎপরতার ফলে দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সৈন্যদের যথাসময়ে বার্লিন তৎপরতার জন্য পাওয়া গিয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে জার্মান আগ্রাসকরা যে সমস্ত প্রাচীন পোলিশ ভূমি বলপ্রয়োগে দখল করে নিয়েছিল, সোভিয়েত সৈন্যদের বীরোচিত কৃতিত্বের ফলে সেগুলি মুক্ত হল। বিরাট বিরাট শহর আর বল্টিক সাগরের বন্দরগুলি সহ গোটা পমিরানিয়া ফিরে এল পোলিশ জনগণের হাতে।

আমরা যেমন আশা করেছিলাম, শত্রুর পূর্ব পমিরানীয় সৈন্যদলটি নিশ্চিহ্ন হবার পর আমাদের বার্লিন তৎপরতায় অংশগ্রহণ করতে হবে, সেই রকমেই স্থির হল। সাধারণ সদরদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, আমাদের রণাঙ্গনকে অবিলম্বে নতুন করে স্থান গ্রহণ করতে হবে পশ্চিমে স্টেটিন—রস্টকের দিকে, এবং প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের ইউনিটগুলিকে প্রতিস্থাপিত করতে হবে কোলবের্গ থেকে, ওডেরের মোহনা পেরিয়ে ওডেরের পূর্ব তীর ধরে শ্‌ভেড্‌ট পর্যন্ত একটা লাইনে। তিনটি সেনাবাহিনীকে নিয়ে গঠিত প্রধান সৈন্যদলটিকে রাখতে হবে আল্টডাম্‌—শ্‌ভেড্‌ট এলাকায়।

আমাদের প্রাথমিক কাজ ছিল অতি তাড়াতাড়ি সৈন্যদের আমাদের প্রস্থানস্থলে স্থানান্তরিত করা। গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিকল্পনা করা এবং ত্রুটিহীনভাবে তা পালন করা দরকার ছিল।

এই গতকালও সৈন্যরা এগিয়ে চলেছিল পূর্ব দিকে; এখন তাদের পশ্চিম মুখে ঘুরতে হবে এবং সাম্প্রতিক ঘোরতর লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত এলাকার উপর দিয়ে পদযাত্রার পংক্তিবিন্যাসে পাড়ি দিতে হবে ৩০০-৩৫০ কিলোমিটার; অগ্নিদগ্ধ বাড়িগুলি থেকে ধোঁয়া তখনও মিলিয়ে যায় নি, পথঘাট পরিষ্কার করা আর অসংখ্য ছোটবড় নদী ও খালের উপরে পারাপার ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করার কাজ শুরু হয়েছিল সবেমাত্র। রেলপথে যথেষ্ট রেলগাড়ি আর ইঞ্জিন ছিল না, রেললাইন আর সেতুগুলি এমন অবস্থায় ছিল যে ট্রেন ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলত প্রায় হাঁটার গতিতে। এই অবস্থায় আমাদের নতুন করে মোতায়েন করতে হচ্ছিল লক্ষ লক্ষ সৈন্য, হাজার

হাজার কামান, কয়েক হাজার টন গোলাবারুদ আর বিপুল পরিমাণ অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার।

যথারীতি, পুনর্বিন্যাস ঘটানোর পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে অংশগ্রহণ করল বহু লোক: রণাঙ্গনের স্টাফ, রাজনৈতিক বিভাগ ও সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগের শীর্ষস্থানীয় অফিসাররা, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশ ও কৃত্যকের প্রধানরা, এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়করা। এমন কি পরিকল্পনাটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়ার আগেই প্রচুর সংখ্যক লোককে জড়িত করে প্রাথমিক নির্দেশাদি জারী করতে হয়েছিল। সৈন্যরা চলার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগে বিশেষ খণ্ডবাহিনীগুলি এগিয়ে গেল তাদের যাত্রাপথ ধরে, সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ ও রাস্তা পুনরুদ্ধারের জন্য, বাধা অপসারিত করা আর ঘোরা-পথ তৈরি করার জন্য। সেতুগুলিতে ও নদী পারাপারের জায়গাগুলিতে যানবাহন চলাচল বিভাগ সংগঠিত করা হল এবং রাস্তার মোড়গুলিতে তৈরি করা হল যানবাহনের চেক-পয়েন্ট।

রেলপথের বহনক্ষমতা খুবই শোচনীয় ছিল বলে আমরা তাকে শুধু ট্যাঙ্ক আর অন্যান্য ট্র্যাকযুক্ত যান বহন করার জন্য ব্যবহার করব বলে স্থির করলাম। সৈন্যদের বড় অংশটা এগিয়ে চলল অগ্রযাত্রার পংক্তিবিন্যাসে, ট্রাক থেকে ঘোড়ার গাড়ি পর্যন্ত হাতের কাছের সমস্ত চাকাওয়ালা যানবাহন ব্যবহার করল। আমাদের আসল ভাবনা ছিল পথচলার সময়ে নির্ধারিত দিনক্ষণ আর শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলা।

অধিনায়করা, রাজনৈতিক কর্মীরা, পার্টি ও কমসোমল সংগঠন ঠিক সময়ে নির্ধারিত অবস্থানগুলিতে পৌঁছনোর গুরুত্ব সৈনিকদের ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সামনে ছিল চূড়ান্ত, নিয়ামক লড়াই; প্রশ্নটা নিছক একটা পদযাত্রা সম্পূর্ণ করারই ছিল না, সৈনিকদের প্রস্তুত করতে হবে নতুন লড়াইয়ের জন্য। অতীতের লড়াইয়ের প্রবীণ সৈনিকরা একেবারে কাঁচা সদ্য-আসা সৈনিকদের নিজেদের অভিজ্ঞতা জানালেন। জলের বাধা, জঙ্গলাকীর্ণ ও জলাময় এলাকার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলার সমস্যার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হল। এর আগেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ তুমুল লড়াই করে এলেও সৈনিকদের মনোবল ছিল উঁচু, তারা শ্রান্তির কোনো লক্ষণ দেখাল না।

পদযাত্রার জন্য প্রথমেই প্রস্তুত হল ৪৯তম ও ৭০তম সেনাবাহিনী, তারা যাত্রা শুরু করল ৪ ও ৫ এপ্রিল। ৬ তারিখে তাদের পিছনেই চলল ৬৫তম সেনাবাহিনী, তারা সবে ক্রোকাউয়ের কাছে শত্রু সৈন্যের ইউনিটগুলিকে

খতম করে এসেছিল। ২য় জঙ্গী বাহিনী ৮ এপ্রিলের আগে ময়দানে নামার অবস্থায় ছিল না, ৫ম ট্যাঙ্ক বাহিনী তাদের জায়গায় এসে স্থানগ্রহণ করার পরেই তারা লড়াইয়ে নামতে পারবে।

১৯শ সেনাবাহিনীর তখনও গ্দানস্কের উত্তরে প্যুট্জিগার-নেরুং স্থলভাগে শত্রুকে খতম করার কাজ বাকি ছিল, তারা সেখানেই থাকবে তাদের সঙ্গে যুক্ত ৯৩তম ও ১৫৩তম সুরক্ষিত অঞ্চলগুলির সহযোগিতায় ওডের নদীর মোহনা পর্যন্ত বল্টিক তটভূমি রক্ষা করার জন্য।

রণাঙ্গনের ও সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরগুলি, বিভিন্ন সেনাবিভাগ, কৃত্যক ও সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগের স্টাফরা দিনরাত কর্মব্যস্ত রইল। নিয়মশৃঙ্খলা, গতিবিধির সময়-সারণি মেনে চলা আর সৈন্যবল মোতায়েনের পরিকল্পনার যথাযথ রূপায়ণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল তাদের। সামরিক পরিষদের সদস্যরা এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলির কর্মীরা সমস্ত সময় কাটালেন চলমান সৈন্যদের সঙ্গে। রাজনৈতিক কাজ চলতে লাগল অবিরাম, প্রত্যেকটি সাময়িক বিশ্রামস্থলকে ব্যবহার করা হল সৈনিকদের সঙ্গে আলোচনার জন্য।

পরিকল্পনায় একটি মিশ্রিত বিভাগীয় পংক্তির জন্য দিনে ৪০-৪৫ কিলোমিটার পথ চলার ব্যবস্থা ছিল। লভ্য সমস্ত যানবাহনকে জড়ো করা হয়েছিল। লরিগুলো বহন করল সৈনিকদের, রেজিমেণ্টাল ও ব্যাটেলিয়নের কামান, মর্টার, গোলাবারুদ, খাদ্য আর রন্ধনশালা। মোটরের সারিগুলি ধাপে ধাপে বিভক্ত করা হল। প্রতি ৩০-৪০ কিলোমিটার অন্তর স্থাপন করা হল যানবাহন নিয়ন্ত্রণ চৌকি। মোটরের সারিগুলির চলার গতি ছিল দিনে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার আর রাতে ২০-৩০ কিলোমিটার। ঘোড়ায় টানা গাড়ির চলার গতি ছিল দিনে ৩৫-৪৫ কিলোমিটার, আর পায়ে-হাঁটা সৈন্যদের ৩০-৩৫ কিলোমিটার।

এপ্রিল মাসের গোড়ায়, দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের কাজ সম্পর্কে চূড়ান্ত শলাপরামর্শের জন্য আমাকে সাধারণ সদরদপ্তরে ডেকে পাঠানো হল।

বার্লিন তৎপরতার পরিকল্পনা করার সময়ে সোভিয়েত কম্যান্ড সেই সময়কার রাজনৈতিক ও রণনৈতিক পরিস্থিতিকে গণ্য করেছিল। যুদ্ধে পরাজয় অবধারিত হলেও নাৎসি নেতৃত্ব নিরাশার মধ্যেও অসম্ভব কিছু আশা করছিল। জার্মানরা মিত্রপক্ষদের প্রতিরোধ করা প্রায় বন্ধই করেছিল বলা চলে, তারা তাদের সৈন্যবলের বৃহত্তর অংশটাকে কেন্দ্রীভূত করছিল সোভিয়েত ফৌজের বিরুদ্ধে। হিটলার আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা তখনও

জুয়ার বাজি ফেলে চলছিল টিকে থাকার কোনো সুযোগের উপরে। সে আশা পণ্ড করা দরকার, তাই আমাদের উপরে ন্যস্ত কর্তব্যভার ছিল শত্রুর বার্লিনস্থিত সৈন্যদলকে উৎখাত করে জার্মান রাজধানী দখল করে নেওয়া এবং এল্‌ব নদী অধিকারে আনা।

এই কাজ রূপায়ণ করার ভার দেওয়া হল তিনটি রণাঙ্গনের উপরে: প্রথম বেলোরুশীয়, প্রথম ইউক্রেনীয় ও দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গন। তৎপরতার সামগ্রিক পরিকল্পনা ছিল এই যে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গন সাধারণভাবে বার্লিনের দিকে আঘাত হানবে, সেই সঙ্গে তার সৈন্যদের কিছু অংশের সাহায্যে শহরটাকে উত্তর দিক থেকে ঘিরে থাকবে; প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গন বার্লিনের দক্ষিণে একটা ফাটল ধরানোর মতো আঘাত হানবে, শহরটাকে ঘিরে ফেলবে দক্ষিণ দিক থেকে। আমাদের দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গন বার্লিনের উত্তরে ফাটল ধরানোর মতো আঘাত হানবে, উত্তর দিক থেকে সম্ভাব্য পাল্টা আক্রমণ থেকে প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের ডান পার্শ্বদেশকে রক্ষা করবে, আর শত্রু সৈন্যদলকে সমুদ্রের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বার্লিনের উত্তর দিকে তাদের নিশ্চিহ্ন করবে।

প্রথম বেলোরুশীয় ও প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনের জন্য আক্রমণ শুরুর দিন নির্ধারিত হল ১৬ এপ্রিল, আর আমাদের জন্য ২০ এপ্রিল। (আমাদের সৈন্যদের নতুন করে উত্তর থেকে পশ্চিমে এনে বিন্যস্ত করতে হচ্ছি বলে আমরা তার আগে শুরু করতে পারতাম না।)

বলা দরকার যে আমাদের সামনে যত অসুবিধা ছিল সে সব বুঝিয়ে বলার পরেই আমরা এই চার দিনের দেরি করার অনুমতি পেয়েছিলাম। কার্যত রণাঙ্গন পূর্ব পমিরানীয় তৎপরতা সম্পূর্ণ করতে-না-করতেই তাকে একটা নতুন ক্ষেত্রে স্থাপন করা হচ্ছিল। পুনর্বিন্যাস ঘটাবার জন্য আমাদের অবিশ্বাস্য কম সময় দেওয়া হয়েছিল, যদিও আমাদের সৈন্যদের পাড়ি দিতে হচ্ছিল ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি পথ। নতুন করে সৈন্যদের সাজানোর এই দুরূহ কাজটা সম্পন্ন করার জন্য আমি সাহায্য চেয়েছিলাম, কিন্তু বাড়তি কোনো মোটর পরিবহণ আমরা পাই নি। ওডের নদীর ভাঁটির দিকের মতো বড় ধরনের জলের বাধা অতিক্রম করার গুরুতর তৎপরতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় তাই খুব কমই পাওয়া গেল। অধিকন্তু, রণাঙ্গনের সৈন্যদের আক্রমণে নামাতে হবে সরাসরি মার্চ-করা অবস্থা থেকেই। পরে দেখতে পাব, এতে যথেষ্ট জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল।

আমি মস্কো থেকে ফিরে আসতে আসতেই সৈন্যরা চলতে শুরু করে দিয়েছিল। তাদের আসার জন্য অপেক্ষা না করে আমি সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের নিয়ে এবং তাঁদের স্টাফ প্রধানদের নিয়ে অকুস্থলে গিয়ে জমির অবস্থা বিশদভাবে পরিদর্শন করলাম এবং শত্রুর অবস্থানগুলির উপরে সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ চালানোর ব্যবস্থা সংগঠিত করলাম।

দুর্ভাগ্যবশত, প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের যে ইউনিটগুলির জায়গা আমাদের গ্রহণ করার কথা ছিল, তারা শত্রু সম্পর্কে দরকারি কোনো খবর দিতে পারল না। সে খবর জোগাড় করার সময়ই ছিল না তাদের। ৬১তম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, জেনারেল প. আ. বেলভ তাঁর ক্ষেত্রটিকে আমাদের তিনটি সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিচ্ছিলেন, আমার সঙ্গে এক কথোপকথনে তিনি আমাকে শত্রু সম্পর্কে এমন কিছুই বলতে পারলেন না যা আমি আগে থেকে জানতাম না।

তাই আমি বাধ্য হয়েই প্রচলিত রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের নিজ নিজ কাজের দায়িত্ব দিলাম যথেষ্ট তথ্য না পেয়েই: আর কিছু করার ছিল না, কারণ আমাদের নির্ধারিত সময় দ্রুত এগিয়ে আসছিল এবং সেনাবাহিনীর অধিনায়করা যাতে নিম্নতর সৈন্যদল বিন্যাসগুলির অধিনায়কদের সঙ্গে বসে নিজেদের কাজ ঠিক করে নিতে পারেন সে জন্য তাঁদেরও সময় দেওয়া দরকার ছিল।

১০ এপ্রিল আমরা অকুস্থলে গিয়ে পরিদর্শন করতে লাগলাম, শুরু করলাম ৬৫তম সেনাবাহিনীর এলাকাটা দিয়ে। আমার সঙ্গে ছিলেন রণাঙ্গনের সদরদপ্তর ও কম্যাণ্ডের জেনারেল আর অফিসাররা এবং ৪র্থ বিমান বাহিনী ও ৪৯তম সেনাবাহিনীর অধিনায়করা। প. ই. বাতভ তাঁর একদল অফিসারকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। জায়গাটা বেছে নেওয়া হয়েছিল চমৎকার, আমাদের সামনে বেশ কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত জমিটা দেখা যাচ্ছিল।

সে দৃশ্য থেকে আমরা মোটেই সন্তোষ লাভ করলাম না, অন্তত রণকৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে। আমাদের আর শত্রু ব্যূহগুলির মাঝখানে ছিল নদী, সেটা এখানে ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুটো চওড়া খালে — পূর্ব ও পশ্চিম ওডেরে। দুটো খালের মাঝখানের জমি বছরের এই সময়টাই ছিল প্লাবিত, তাই আমাদের সামনে ছিল পাঁচ কিলোমিটার চওড়া টানা একটা জলের বাধা। উঁচু পশ্চিম তীরটা প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। সবটাই যদি নদী হত তা হলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হত, কারণ আমরা তা হলে সেটা

পার হতে পারতাম নৌকোয় অথবা পনটুনগুলি দিয়ে। কিন্তু জলপ্লাবিত জমিটা তার পক্ষে ছিল খুবই অগভীর।

বাতভ চিন্তিতভাবে বললেন, 'আমাদের সৈনিকরা এটার নাম দিয়েছে 'দুটি নীপার আর তার মাঝখানে একটা প্রিপিয়াৎ।' আমার মনে হয় খুবই লাগসই।'

বাধাটা নিশ্চিতভাবেই দুর্লঙ্ঘ্য, আরও বেশি করে এই জন্য যে উল্টো দিকের তীরটা উচ্চতার দিক দিয়ে আমাদের চাইতে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল।

আমরা ঠিক করলাম তিনটি সেনাবাহিনীর এলাকাতেই একসঙ্গে বিস্তৃত একটা সম্মুখভাগ জুড়ে নদী পেরোনো হবে। একটি ক্ষেত্রে কোনো সাফল্য ঘটলে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে দ্রুত সৈন্যবল ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে এসে সেই সাফল্যকে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো হবে। তাই, রণক্ষেত্র বরাবর ব্যাপক সুকৌশল গতিবিধির ব্যবস্থা রাখা খুবই দরকার। সৌভাগ্যবশত, এর সম্ভাবনাও ছিল।

প্লাবিত সেই জলাভূমি বলতে গেলে অগম্যই ছিল, কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় আধ-ভাঙা বাঁধের অংশ জলের উপরে মাথা উঁচু করে ছিল, বিশেষ করে ৬৫তম সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রটিতে (একটা জাঙ্গালের অবশেষ) এবং ৪৯তম সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রটিতে, আমরা স্থির করলাম সেগুলোকে কাজে লাগাব।

তিনটি সেনাবাহিনীর আসন্ন আক্রমণাভিযানের গোটা এলাকার সেনাবাহিনীগুলির অধিনায়কদের সঙ্গে যুক্তভাবে অকুস্থলে এই সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ চালানোটা খুবই কাজে লেগেছিল। মূল পরিকল্পনাগুলির প্রয়োজনীয় অদলবদল করা হল এবং কর্মভার নির্দিষ্ট করা হল। সেনাবাহিনীর অধিনায়করা তৎপরতার প্রস্তুতিতে মগ্ন হলেন।

সৈন্যরা এসে পৌঁছতে লাগল। ১৩ এপ্রিল, বাতভের ৬৫তম সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি এসে পৌঁছল এবং আল্টডাম্-ফের্ডিনান্ডস্টাইন লাইনে অবস্থান গ্রহণ করল; দক্ষিণে ভ. স. পপোভের ৭০শ সেনাবাহিনী এসে উপস্থিত হল ১৬ তারিখে; আরও দক্ষিণে, ই. ত. গ্রিশিনের ৪৯তম সেনাবাহিনী ক্রানৎসফেল্ডে, নীপারভিজে ক্ষেত্রটির ভার নিয়েছিল তার আগের দিন। তিনটি সেনাবাহিনীই প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের ৬১তম সেনাবাহিনীর স্থানগ্রহণ করছিল।

১৫ এপ্রিল সকালের মধ্যে ই. ই. ফেদিউনিনস্কির ২য় জঙ্গী বাহিনীর ইউনিটগ্নলি পোলিশ ১ম সেনাবাহিনীর স্থানগ্রহণ করে ৬৫তম সেনাবাহিনীর উত্তর দিকে কাম্মিন, ইনাম্ন্যণ্ডে লাইন দখল করে ছিল। সেই দিনই ভ. জ. রোমানভস্কির ১৯শ সেনাবাহিনীর ইউনিটগ্নলি বল্টিক তটভূমিতে জায়গা নিয়ে দাঁড়াল, আমাদের যে ৩য় গার্ডস অশ্বারোহী কোরের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে শ্‌ভেড্‌টে যাওয়ার কথা ছিল, তারই স্থান গ্রহণ করল তারা।

১৭ এপ্রিলের মধ্যে, আমাদের চলমান সৈন্যদলগ্নলি — ১ম, ৩য় ও ৮ম গার্ডস ট্যাঙ্ক বাহিনী আর ৮ম মেকানাইজড কোর নতুন করে তাদের সৈন্য সাজানোর কাজ শেষ করে ফেলেছিল।

ক. আ. ভেরশিনিনের ৪র্থ বিমান বাহিনীও তৎপরতা শ্নর্ন্ন হওয়ার মধ্যে প্ননর্বিন্যস্ত হয়ে গেল।

আমাদের সবারই মনোবল ছিল খ্নব উ'চু। সৈন্যরা তাদের অবস্থানগ্নলিতে পে'ৗছেই আক্রমণাভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে সৈনিকরা সবে দীর্ঘ, ক্লান্তিকর পথযাত্রা শেষ করেছে, মাঝে মাঝে শ্নধ্ন স্বল্পকালের বিরতি পেয়েছে খোলা আকাশের নিচে স্যাঁতসেতে মাটির উপরে একটুখানি ঘ্নমিয়ে নেওয়ার জন্য। তাদের বিজয়োল্লাসপ্নর্ণ মেজাজ ছিল অদম্য। প্রত্যেকেই কাজটার গ্নর্ন্ত্ব উপলব্ধি করেছিল বলে তা সম্পন্ন করার জন্য সব কিছ্ন করেছিল।

সৈন্যরা প্রস্থানস্থলে এসে পে'ৗছবার আগেই রণাঙ্গন ও সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডের সঙ্গে প্রারম্ভিক কাজ শেষ করা হয়েছিল, এবারে প্রস্তুতি চালানো হল ডিভিশনাল্ন ও রেজিমেণ্টাল স্তরে। আমাকে বলতেই হবে যে যত ইউনিটে আমি গিয়েছি, সর্বত্রই দেখেছি যে কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা স্থির করা হয়েছিল যোগ্যতার সঙ্গে এবং উদ্দেশ্যময়ভাবে। য্নদ্ধের মধ্যে আমাদের অধিনায়করা আর রাজনৈতিক অফিসাররা অর্জন করেছিলেন গভীর জ্ঞান এবং প্রচুর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতিতে তা দেখা গিয়েছিল। বহ্ন ম্নল্যবান প্রস্তাব-পরামর্শ করা হয়েছিল এবং সেগ্নলি সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরও করা হয়েছিল। যে সৈন্যরা অরণ্যময় আর জলাভূমিতে ভর্তি এলাকায় লড়াই করেছে, কষ্ট করে বহ্ন নদী পার হয়েছে, তারা হাতের কাজ সমাধা করার জন্য তাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছিল।

ভেরশিনিনের বৈমানিকরা আকাশ থেকে শত্র্নর সমগ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ফোটো তুলল। আমাদের বিমান ও ভূমিস্থিত সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ বিভাগ

কাজ করে চলল অক্লান্তভাবে। আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম যে পশ্চিম ওডের নদীর পশ্চিম তীরে শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষাব্যূহ ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর, এবং তাতে ছিল দু-তিনটি ব্যূহ, প্রত্যেকটায় ট্রেঞ্চের একটি অথবা দুটি ধারাবাহিক সারি। নদী তীরে প্রত্যেক দশ বা পনের মিটার অন্তর ছিল সৈন্যদের আত্মরক্ষার জন্য খোঁড়া গর্ত আর মেশিন-গান বসানোর জায়গা, যোগাযোগ রক্ষার ট্রেঞ্চ দিয়ে সেগুলি প্রধান ট্রেঞ্চগুলির সঙ্গে যুক্ত।

বন্দীরা জানাল যে ওডের থেকে ৪০ কিলোমিটার গভীরের সমস্ত গ্রামকে প্রতিরক্ষার উপযুক্ত করে নেওয়া হয়েছে এবং পরিণত করা হয়েছে জোরালো ঘাঁটিতে। একথা বিশ্বাস্য ছিল, কারণ পূর্ব পমিরানিয়ায় আমরা অনেকটা এই রকম জিনিসই দেখেছিলাম।

আমরা এও আবিষ্কার করলাম যে আমাদের ক্ষেত্রটিতে শত্রু ওডের থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে রানদোভ নদীর পশ্চিম তীরে দ্বিতীয় একটা প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করেছে। আরওএগিয়ে আমাদের বৈমানিক সন্ধানী-পর্যবেক্ষণে দেখা গেল তৃতীয় একটা প্রতিরক্ষাব্যূহ। ভাবে-গতিকে বোঝা গেল যে শত্রু প্রবল প্রতিরোধ খাড়া করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

রণাঙ্গনের গোপন সংবাদ সংগ্রহ বিভাগীয় তথ্য অনুযায়ী আমাদের সামনে ছিল শত্রুর বিশাল সৈন্যবল। ভাল্‌ড-ডিভেনোভর সমুদ্র তট থেকে জাগের পর্যন্ত যোজকটি (৩০ কিলোমিটারের সম্মুখভাগ) আগলে ছিল জেনারেল ফ্রেইলিখ-এর অধিনায়কত্বাধীন 'সুইনেম্যুন্ডে' কোর গ্রুপ, সামনের ধাপে ছিল দুটি মেরিন ব্যাটেলিয়ন, একটি বিমান বিভাগীয় স্কুল, একটি মেরিন রেজিমেণ্ট ও পাঁচটি দুর্গ রেজিমেণ্ট আর সংরক্ষিত অবস্থায় ছিল একটি পদাতিক প্রশিক্ষণ ডিভিশনের ইউনিটগুলি।

দক্ষিণ দিকে, পশ্চিম ওডেরের পশ্চিম তীর পর্যন্ত রণক্ষেত্রের ৯০ কিলোমিটার একটা ক্ষেত্র আগলে ছিল কর্নেল-জেনারেল মানটেইফেলের অধিনায়কত্বাধীন ৩য় প্যানজার বাহিনী, ৩২তম সেনাবাহিনী কোর আর 'ওডের' সেনাবাহিনী কোর। সামনের ধাপে ছিল তিনটি পদাতিক ডিভিশন, দুটি দুর্গ রেজিমেণ্ট, দুটি পৃথক পদাতিক রেজিমেণ্ট, একটি ব্যাটেলিয়ন ও একটি জঙ্গী সৈন্যদল। দ্বিতীয় ধাপে ছিল তিনটি পদাতিক ও দুটি মোটরবাহিত ডিভিশন, দুটি পদাতিক ও দুটি গোলন্দাজ ব্রিগেড, তিনটি পৃথক রেজিমেণ্ট, চারটি ব্যাটেলিয়ন, দুটি লড়াকু সৈন্যদল ও একটি অফিসারদের স্কুল। তদুপরি, ৩য় প্যানজার বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা

হয়েছিল তিনটি গোলন্দাজ রেজিমেন্ট, ৪০৬তম ফোলক্স গোলন্দাজ কোর আর ১৫শ বিমানবিধ্বংসী ডিভিশনকে দিয়ে।

অতএব, যে ক্ষেত্রটিতে আমরা আসল আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছিলাম, শত্রু সেখানেই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু অবস্থা এমনই যে আক্রমণের পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব ছিল না। সাধারণ সদরদপ্তরের নির্দেশ অনুসারে আমরা স্টেটিন আর শ্‌ভেড্‌টের মধ্যে ৪৫ কিলোমিটারের একটি সম্মুখভাগে আসল আক্রমণটা চালানোর পরিকল্পনা করলাম, তাতে রণাঙ্গনের বাঁ অংশে জড়িত থাকবে তিনটি সেনাবাহিনী (৬৫তম, ৭০তম ও ৪৯তম), তিনটি ট্যাঙ্ক কোর, একটি মেকানাইজড কোর ও একটি অশ্বারোহী কোর। পশ্চিম ওডেরের পশ্চিম তীরে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করে আমরা আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাব সাধারণভাবে নেইস্ট্রেলিৎস দিকে এবং তৎপরতার ১২ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছব নয়েনকির্খেন, ডেম্মিন, মালহেন, ভারেন, ভিট্টেনবের্গে (এল্‌ব নদীর তীরে) লাইন।

শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করার পর, প্রতিটি ফিল্ড সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা হবে একটি ট্যাঙ্ক কোর দিয়ে (৪৯তম সেনাবাহিনীর বেলায় একটি মেকানাইজড কোর দিয়ে)। ৩য় গার্ডস অশ্বারোহী কোর থাকবে রণাঙ্গনের সংরক্ষিত সৈন্যবলে এবং প্রস্তুত রাখা হবে ৪৯তম সেনাবাহিনীর বাঁ পার্শ্বদেশের পিছনে।

গোলন্দাজরা কাজ করবে সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের পরিকল্পনা অনুযায়ী। আসল আঘাতের দিকে কামানের ঘনত্ব হবে সম্মুখভাগের প্রতি কিলোমিটারে অন্তত ১৫০ টিউব (৪৫ মিলিমিটার ও ৫৭ মিলিমিটার কামানের হিসাব বাদ দিয়ে)। গোলন্দাজদের কাজ হবে ওডের নদী পার হয়ে গোটা রণকৌশলগত গভীরতা পর্যন্ত শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে পদাতিক সৈন্যদের সাহায্য করা। পরে এই সাফল্যকে যারা কাজে লাগাবে সেই পদাতিক সৈন্যদের আর ধাপগুলিকে তারা সঙ্গে করে এগোবে।

ট্যাঙ্ক কোরের বেলায়, তৎপরতার প্রথম পর্যায়ে রণাঙ্গনের কম্যান্ড স্থির করবে কখন তাদের ফাটলটার মধ্যে ঢোকানো হবে। পরে, যে সমস্ত সেনাবাহিনীর সঙ্গে তারা যুক্ত তাদের অধিনায়কদের অধীনস্থ হবে তারা।

আক্রমণাভিযানের প্রাক্কালে ৪র্থ বিমান বাহিনী পশ্চিম ওডেরের পশ্চিম

তীরে কামান বসানোর জায়গা, সদরদপ্তর, যোগাযোগ কেন্দ্র আর কামানের অবস্থানগুলির উপরে আঘাত হানবে।

আক্রমণ চলাকালে বাঁ অংশের প্রতিটি ফিল্ড বাহিনী এক ডিভিশন জঙ্গী বিমান পাবে।

তৎপরতার প্রথম পর্যায়ে বিমান বাহিনীকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেওয়া হল। ওডের নদীর তীরবর্তী জমি প্লাবিত ছিল, পূর্ব তীরে ছিল তার জলাভূমি — সব মিলিয়ে ওডের ছ কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া ছিল। তার মানে, নদীর এপার থেকে কামানের প্রস্তুতিমূলক অগ্নিবর্ষণ আর নদী পেরিয়ে পদাতিকদের আক্রমণের সময়ে কামানের গোলাবর্ষণ করতে হবে বেশ দূর পাল্লা থেকে, তার ফলে স্বভাবতই তার কার্যকরতা কমে যাবে। কামানগুলিকে আমরা তাড়াতাড়ি পশ্চিম তীরে সরিয়ে আনতেও পারব না, কারণ তার জন্য দরকার হবে পার হওয়ার ব্যবস্থা খাড়া করা। সুতরাং, প্রারম্ভিক পর্বে পদাতিক সৈন্যদের গোলন্দাজদের সহায়তা ছাড়াই লড়াই করতে হবে, অগ্নিবর্ষণের সমর্থন যোগানোর দায়িত্বটা অতএব পড়বে বিমান বাহিনীর উপরে। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তারা তাদের কাজ সম্পন্ন করেছিল চমৎকারভাবে, পদাতিকদের আক্রমণের সময় আঘাত হেনে আর বোমাবর্ষণ চালিয়ে ভালোভাবেই আড়াল যুগিয়েছিল। তা সহজ হয়েছিল বিমান আর ভূমিস্থিত তৎপরতাকে একসঙ্গে মেলানোর জন্য প্রচুর প্রস্তুতিমূলক কাজের ফলে। সংক্ষেপে, আমাদের বিমান বাহিনীর উপরে আমরা অনেক আশা ন্যস্ত করেছিলাম, ৪র্থ বিমান বাহিনী সেই আশাকে সার্থক করেছিল।

ইঞ্জিনিয়ারদের সমর্থনের দিকেও যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছিল। জেনারেল ব্লাগোস্লাভভের ইঞ্জিনিয়াররা বিস্ময়কর প্রচুর কাজ করেছিলেন। যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ততম সময়ে তাঁরা ডজন-ডজন পন্টুন, শত শত নৌকো আর অবতরণ স্থল ও সেতু বানাবার জন্য কাঠের চালান নিয়ে এসে সংগোপন অবস্থায় রেখেছিলেন, তাঁরা অনেকগুলি ভেলা তৈরি করেছিলেন, তীরের জলাময় অংশগুলিতে কাঠের তক্তা পেতে বানিয়েছিলেন রাস্তা।

১৬ এপ্রিল দক্ষিণ দিক থেকে আমাদের কানে আসে পৌঁছল কামানের গুরুগুরু ধ্বনি: প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গন আক্রমণাভিযান শুরু করে দিয়েছে। আমাদেরও শিগগিরই যোগ দেওয়ার পালা।

সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের উদ্যোগে, কতকগুলো ইউনিটকে নদীর পূর্ব দিকের স্রোতোধারা পার করিয়ে প্লাবিত জমিতে স্থানান্তরিত করা হল

রাতের অন্ধকারে এবং তারা সেখানকার বাঁধগুলি অধিকার করল। উদ্যোগটা ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসিক, তাতে প. ই. বাতভ বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিলেন। ডিভিশন অধিনায়ক প. আ. তেরেমভ তাঁর অগ্রবর্তী ব্যাটেলিয়নগুলিকে নিয়ে জাঙ্গালের অক্ষত অংশগুলি দখল করলেন, সেগুলো যারা আগলে ছিল সেই নাৎসিদের স্থানচ্যুত করে।

প্লাবিত ভূমির মাঝখানে এইভাবে সৃষ্টি হল মধ্যবর্তী সেতুমুখ, আমাদের সৈন্যরা সেখানে ক্রমে ক্রমে তাদের শক্তি বাড়িয়ে তুলল। পরে, নদী পেরিয়ে আক্রমণকে তা অনেক সহজ করে তুলেছিল।

পশ্চিম ওডেরের পশ্চিম তীরে আমাদের স্কাউটদের দুঃসাহসী নৈশ টহলদারী সম্পর্কে অনেক কথা বলা যায়। তারা সাঁতার দিয়ে ওপারে চলে গেছে, নাৎসিদের একেবারে নাকের ডগাতেই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু দখল করে নিয়ে অনেক গুণ প্রবল সৈন্যবলের বিরুদ্ধে সেগুলিকে আগলে রেখেছে।

অবশেষে সেই সময় এল, যখন আমরা সম্পন্ন কাজের পর্যালোচনা করে এই কথা ঘোষণা করার অবস্থায় এলাম যে রণাঙ্গনের সৈন্যরা আক্রমণাভিযানের জন্য প্রস্তুত।

রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদ সদস্য জেনারেল ন. ইয়ে. সুব্বোতিন ও আ. গ. রুস্‌স্কিখ, রণাঙ্গনের রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান জেনারেল অ. দ. অকরোকভ রণাঙ্গনের সদরদপ্তর, নানা ধরনের ফৌজ ও কৃত্যক বিভাগীয় প্রধানরা এবং সাজসরঞ্জাম চলাচল বিভাগীয় প্রধান সম্পূর্ণ যাথার্থ্যের সঙ্গে বলতে পারলেন যে তৎপরতার সাফল্যের জন্য সব কিছু করা হয়েছে।

১৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় আমি টেলিফোনে সর্বোচ্চ অধিনায়ককে জানালাম যে সাধারণ সদরদপ্তরের স্থিরীকৃত সময়ে আক্রমণ শুরু করতে রণাঙ্গনের সৈন্যরা প্রস্তুত। সাফল্য সম্পর্কে আমি রীতিমত আস্থাবান ছিলাম।

আক্রমণাভিযানের প্রাক্কালে আমাদের বোমারু বিমানগুলি সারা রাত শত্রুর অবস্থানগুলির উপরে বোমাবর্ষণ চালাল। ইয়েভদোকিয়া বেরশানস্কায়ার অধিনায়কত্বাধীন নারী নৈশ বোমারু রেজিমেণ্ট রেকর্ড সংখ্যক হানা দিয়েছিল। এই তরুণী বৈমানিকদের সাহসী ইউনিটটির কথা আমি আগেই বলেছি। উত্তর ককেশাস রক্ষার দিনগুলি থেকে তারা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে আসছিল। তাদের অনেককেই খেতাব দেওয়া

হয়েছিল, ২৩ জন পেয়েছিল 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' উপাধি, পুরো রেজিমেণ্টটাই পেয়েছিল 'লাল নিশানের অর্ডার' আর 'সুভোরভের অর্ডার, ৩য় শ্রেণী'। রণাঙ্গন আমাদের বীর নারীদের সম্পর্কে সংগত কারণেই গর্ববোধ করত, কারণ তারা তাদের দুঃসাহসিক নৈশ হানায় শত্রুকে যথেষ্ট অসুবিধায় ফেলেছিল।

পশ্চিম ওডেরের পশ্চিম তীরে পা-রাখার জায়গাগুলি বিস্তৃত করার জন্য এবং প্লাবিত জমিটার নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হাতে পাওয়ার জন্য বিশেষ ইউনিটগুলি সারা রাত প্রচণ্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হল। নদীর দুটি ধারার মাঝখানে বাঁধগুলির উপরে গড়ে তোলা হল সৈন্যবল। আল্টডাম্ থেকে শ্ভেড্ট পর্যন্ত গোটা নদী বরাবর প্রচণ্ড কাজ চলল। পন্টুনগুলি প্রস্তুত করে সেগুলিকে ভাসানো আর জলাভূমির উপর দিয়ে কাঠের তক্তার পথ তৈরি করার জন্য। বহু হাল্কা পরিবহণযোগ্য নৌকো তৈরি রাখা হল।

শত্রুকে বিপথচালিত করার উদ্দেশ্যে আমরা স্টেট্টিনের উত্তর দিকে নদী পার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি — এমন ভাব দেখালাম। ধূম্রজালের আড়ালে ১৯তম সেনাবাহিনী আর ২য় জঙ্গী বাহিনীর ইউনিটগুলো প্রচণ্ড হট্টগোল তুলল। আসলে তারা কিন্তু ডিভেনোভ প্রণালী পার হয়ে অবতরণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কারণ বিপরীত তীরে একটা পা রাখার জায়গা পেলে খুবই ভালো হত।

আল্টডাম্ আর শ্ভেড্ট-এর মাঝখানে ৪৭ কিলোমিটার সম্মুখভাগ জুড়ে রণাঙ্গন তিনটি সেনাবাহিনীকে দিয়ে প্রধান আক্রমণটা চালাল, কিন্তু প্রত্যেকটি সেনাবাহিনী ব্যূহভেদের জন্য তার সম্মুখভাগের একটা সংকীর্ণ ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল — ৪ কিলোমিটারের বেশি নয়।

কামানের প্রস্তুতিমূলক গোলাবর্ষণ সকাল ৭টায় শুরু হয়ে ৬০ মিনিট ধরে চলার কথা হল।

সেই রাতে প. ই. বাতভ টেলিফোন করে এক ঘণ্টা আগে আক্রমণ শুরু করার অনুমতি চাইলেন, কারণ হঠাৎ জোর হাওয়া বইতে শুরু করায় প্লাবিত উপত্যকাটায় নতুন করে জল ঢুকতে শুরু করেছিল, জলের স্তর বেড়ে যাচ্ছিল, তার দরুন পার হওয়ার ব্যাপারে ঝামেলা হতে পারত। তদুপরি, পশ্চিম ওডেরের পশ্চিম তীরে যে সব খণ্ডবাহিনী সেতুমুখগুলি আগলে ছিল, শত্রু তাদের উপরে চাপ বাড়িয়ে তুলছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের মদত দেওয়া দরকার। বাতভ আরও বললেন যে প্রয়োজনীয়

আদেশ তিনি জারী করে দিয়েছেন এবং তাঁর সৈন্যরা এক ঘণ্টা আগে লড়াইয়ে নামতে তৈরি। তাঁর উদ্যোগ অনুমোদন করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না।

অন্য সেনাবাহিনীগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। দুই অধিনায়ক ভ. স. পপোভ আর ই. ত. গ্রিশিন গোড়ার সিদ্ধান্তেই অটল রইলেন, আক্রমণের সময় বদলালেন না। তাঁরা আমাকে এই আশ্বাসও দিলেন যে সব কিছু যাচাই করে দেখা হয়েছে, সৈন্যরা তৈরি।

২০ এপ্রিল সকালে রণাঙ্গনের প্রধান সৈন্যদলের তিনটি সেনাবাহিনীই প্রায় একই সময়ে পশ্চিম ওডের পার হওয়ার কাজ শুরু করল।

নদী পেরোনো হল ধূম্রজালের আড়ালে। আমাদের কামান আর মর্টার থেকে ছোঁড়া হল ধোঁয়াভর্তি গোলা, শত্রুর পর্যবেক্ষণ চৌকি আর কামান বসানোর জায়গাগুলি থেকে ধোঁয়ার জন্য কিছু দেখা গেল না।

সবচেয়ে প্রথম পার হতে শুরু করল ৬৫তম সেনাবাহিনীর সৈন্যরা। কামানের প্রস্তুতিমূলক গোলাবর্ষণ শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নৌকো আর ভেলা চালিয়ে দেওয়া হল; বাতভ স্থির করেছিলেন সেই প্রস্তুতিমূলক গোলাবর্ষণ চলবে ৪৫ মিনিট। এই নৌকোগুলোর মধ্যে ছিল অনেকগুলি হাল্কা নৌকো, জলাময় তীরভূমিবিশিষ্ট নদী পার হওয়ার পক্ষে সেগুলি ছিল খুবই সুবিধাজনক, মাঝ-নদীতে চড়ায় আটকে গেলে সৈনিকরা সেগুলিকে সহজেই হাতে বয়ে এনে পরে আবার জলে ভাসাতে পারত। বাতভ মেশিন-গান, মর্টার আর ৪৫ মিলিমিটার কামানসহ পদাতিকদের একটা বড় খণ্ডবাহিনীকে পশ্চিম ওডেরের পশ্চিম তীরে অবতরণ করাতে সমর্থ হলেন, আগেই রাত থেকে সেখানে যে ছোট ছোট ইউনিটগুলি দখল বজায় রেখেছিল তাদের শক্তিবৃদ্ধি করলেন। আক্রমণ বাহিনীর নতুন নতুন ঢেউ আসতে লাগল, এবারে পনটুনগুলি ব্যবহার করার মতো অবস্থা হল।

পশ্চিম তীরে জাঙ্গালগুলির জন্য শুরু হল তুমুল লড়াই; সেগুলি আমাদের দরকার ছিল অবতরণ স্থল হিসেবে এবং পনটুনগুলির উপর দিয়ে পার করে আনা ট্যাঙ্ক আর কামানের তীরে নামার কেন্দ্র হিসেবে। শত্রু তা পুরোপুরি বুঝেই প্রাণপণে জাঙ্গালগুলিকে আঁকড়ে রইল। আর ভাগ্যও এমন যে, ঘন প্রভাতী কুয়াশা ধূম্রজালের দরুন আরও ঘন হয়ে ওঠায় শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহে ঢুকে-পড়া আমাদের সৈন্যদের জন্য বিমান থেকে সমর্থন যোগানো কষ্টকর হয়ে উঠল। অবশ্য, সকাল ৯টায় আবহাওয়ার উন্নতি

ঘটল, আমাদের বিমানবহর পূর্ণ ক্ষমতায় এগিয়ে এল।

পশ্চিম তীরে লড়াইয়ের তীব্রতা ধীরে ধীরে বেড়ে চলল। আমাদের সৈন্যবল বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হতে লাগল লড়াইয়ের এলাকা। প্রতিটি অধিকৃত নতুন ক্ষেত্রে সৈন্যরা চটপট ঘাঁটি গেড়ে বসল, শত্রুর সেখানে ফিরে অসার সমস্ত চেষ্টা প্রতিহত করা হল। নতুন করে এসে পৌঁছনো ইউনিটগুলি শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহগুলিতে আক্ষরিকভাবেই একটু একটু করে কামড় বসিয়ে সেতুমুখটাকে বিস্তৃত করে চলল। অটলভাবে, অদম্যভাবে এগিয়ে চলল তারা, তাদের গতিরোধ করার জন্য শত্রুর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো পাল্টা আক্রমণ সত্ত্বেও, একটি আক্রমণ থেকে পরের আক্রমণটা তীব্রতর হওয়া সত্ত্বেও।

পদাতিক ইউনিটগুলির সহায়তায় ইঞ্জিনিয়াররা পন্টুন সেতু আর ফেরি পারাপারের ব্যবস্থা তৈরি করতে লেগে গেলেন। প্রণালীতে নোঙর-করা শত্রুর যুদ্ধ জাহাজগুলি থেকে অগ্নিবর্ষণের দরুন তাঁদের কাজে খুবই ব্যাঘাত হচ্ছিল; আবহাওয়ার উন্নতি যতক্ষণ না হল ততক্ষণ এমনিই চলল, তার পরে ভেরশিনিনের বিমানগুলি তাদের উপরে গুলিবর্ষণ ও বোমাবর্ষণ চালিয়ে বাধ্য করল সমুদ্রে সরে যেতে।

বাতভের ক্ষেত্রটিতে আক্রমণাভিযান এগিয়ে চলল সফলভাবে। পশ্চিম তীরে আমাদের সৈন্যদের সংখ্যা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়তে লাগল, শত্রু বাধ্য হল তাদের সংরক্ষিত সৈন্যবলকে পাঠাতে। আমাদের ইউনিটগুলির নিয়ে-নেওয়া জমি আবার দখল করে নিতে অক্ষম হলেও শত্রু চেষ্টা করছিল এই ক্ষেত্রটিতে আমাদের অগ্রগতি অন্তত রোধ করতে। এর মধ্যেই পাল্টা আক্রমণে অংশগ্রহণ করছিল ২৭তম এস-এস পদাতিক ডিভিশন 'লাঙ্গেমার্ক' আর ২৮তম এস-এস পদাতিক ডিভিশন 'ভাল্লোনি'-র ইউনিটগুলি, এরা ছিল ৩য় প্যানজার বাহিনীর সংরক্ষিত সৈন্যবল। আসলে কিন্তু লড়াই তখন সবে আরম্ভ হচ্ছিল। পশ্চিম তীরে আমাদের অগ্রবর্তী সৈন্যরাই শুধু লড়াই করছিল ট্যাঙ্কের সমর্থন ছাড়া এবং বলতে গেলে কামানের সমর্থন ছাড়াই। এই ইউনিটগুলি যে দৃঢ়তা দেখিয়েছিল তার দরুনই শত্রু বাধ্য হয়েছিল তাদের সংরক্ষিত সৈন্যবলকে লড়াইয়ে নামাতে। আমাদের সৈনিকরা পিছন ফিরে তাকায় নি। সামনেই এগিয়ে যাক, অথবা সর্বশেষ শক্তি দিয়ে অধিকৃত লক্ষ্যগুলিকে আঁকড়েই থাক, তারা কখনও হার মানে নি।

বেলা ১টা নাগাদ, ৬৫তম সেনাবাহিনীর এলাকায় দুটি ১৬-টন ফেরি

পারাপার ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল। সন্ধ্যার দিকে পঞ্চাশটা ৪৫ মিলিমিটার কামান, সত্তরটা ৮২ মিলিমিটার ও ১২০ মিলিমিটার মর্টার আর পনেরোটা সু-৭৬ স্বচালিত কামানসহ ৩১টি ব্যাটেলিয়নকে পার করে নিয়ে আসা হল পশ্চিম ওড়েরের পশ্চিম তীরে। একদিনের লড়াইয়ে বাতভের সৈন্যরা দখল করল ৬ কিলোমিটারের বেশি চওড়া ও দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর একটা সেতুমুখ, সেখানে লড়াই করছিল ক. ম. এরাস্তভ আর ন. ইয়ে. চুভাকভের পদাতিক কোরগুলির চারটি ডিভিশন। সৈন্যদের পার হয়ে সেতুমুখে আসা চলতে থাকল।

রণাঙ্গনের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান আ. ক. সোকলস্কি, ৪র্থ বিমান বাহিনীর অধিনায়ক ক. আ. ভেরশিনিন ও ইঞ্জিনিয়ারদের প্রধান ব. ভ. ব্লাগোস্লাভভ-কে সঙ্গে নিয়ে আমি বাতভের পর্যবেক্ষণ চৌকিতে পেঁছিলাম, সেখান থেকে অপর তীরের ক্ষেত্রগুলি দেখা যাচ্ছিল, যদিও আমাদের পর্যবেক্ষণ চৌকির চাইতে এটা বেশি উঁচু হওয়ায় খুব বেশি গভীরে দেখা যাচ্ছিল না। তা হলেও, যথেষ্ট দেখতে পেলাম আমরা। বিশেষ করে, ক. ইয়ে. গ্রেবেন্নিকের ৩৭তম গার্ডস পদাতিক ডিভিশনের এলাকায় প্রায় এক ব্যাটেলিয়ন পদাতিক সৈন্য আর সাতটা প্যানজার নিয়ে শত্রুর একটা পাল্টা আক্রমণ দেখলাম। দেখতে দেখতে সাতটা প্যানজারই সরাসরি আসা কামানের গোলার আঘাতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, পদাতিক সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করল চটপট।

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আমি স্থির করলাম ৬৫তম সেনাবাহিনীর সাফল্যকে কাজে লাগানো হবে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে স্টেটিন ঘিরে ধরার লক্ষ্য নিয়ে ২য় জঙ্গী বাহিনীকে পশ্চিম ওড়েরের পশ্চিম তীরে সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে আসার জন্য বাতভের পারাপার ব্যবস্থাগুলির একটিকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। অবশ্য, ৬৫তম সেনাবাহিনী পার হওয়ার কাজ শেষ করার পরেই এই তৎপরতা চালানো যেতে পারে।

বাতভের আরও সাফল্য কামনা করে আমি ম. ফ. পানভের দন গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরটি দিয়ে তাঁর সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দিলাম, এই কোরটির সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি আগেও লড়াই করেছেন। বাতভ খুব খুশি হলেন।

আমরা এবারে গেলাম ভ. স. পপোভের ৭০তম সেনাবাহিনীতে, সেখানেই প্রারম্ভিক সাফল্য অর্জিত হয়েছিল।

বাতভের মতো পপোভেরও সম্মুখভাগটা ছিল ১৪ কিলোমিটারের। দুটি সেনাবাহিনীরই শক্তি ছিল মোটামুটি সমান (জনশক্তির ঘাটতি ছিল, ডিভিশনগুলিতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩,৫০০ থেকে ৫,০০০-এর মধ্যে)।

তবে, আক্রমণাভিযানের অবস্থাটা ৬৫তম সেনাবাহিনীর তুলনায় ৭০তম সেনাবাহিনীর এলাকায় অনেক ভালো ছিল, কারণ ৬৫তম সেনাবাহিনীর পার্শ্বদেশটা দুর্গ-শহর স্টেট্টিনের সামনে অনাবৃত ছিল, আর সেই শহরে ছিল শক্তিশালী গ্যারিসন, ভারী কামান আর যুদ্ধ জাহাজ, সেগুলি প্রচুর বেগ দিতে পারত।

পপোভের পর্যবেক্ষণ চৌকিটিও ভালো সাজসরঞ্জামযুক্ত ছিল, সেখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছিল।

সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিকে কামানের প্রস্তুতিমূলক গোলাবর্ষণের আড়ালে নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই গোলাবর্ষণ এখানে শুরু করা হয়েছিল বাতভের ক্ষেত্রটির চেয়ে দেরিতে, এবং চলেছিল ৬০ মিনিট। পশ্চিম ওডেরের পূর্ব তীরে আগে থেকে নিয়ে আসা অনেক নৌকোর সাহায্যে একটা বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে নদী পেরোনোর ব্যবস্থা হল। ব্যূহ ভেদ করা ৪ কিলোমিটার একটা ক্ষেত্রের উপরে সেনাবাহিনী আসল আক্রমণটা চালাল, সেখানে কামান আর মর্টারের ঘনত্ব ছিল প্রতি কিলোমিটারে ২০০-২২০। কামান-মর্টারের গোলাবর্ষণের আড়ালে হাতের কাছের সমস্ত ভাসমান যান রওনা হল অপর তীরের উদ্দেশে, দাঁড়ীরা ছাড়া আর সবাই ক্ষুদ্র-আগ্নেয়াস্ত্র থেকে অনর্গল গুলিবর্ষণ চালিয়ে গেল।

শত্রু প্রাণপণ প্রতিরোধ চালিয়েছিল। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পরে জানিয়েছিলেন যে সেতুমুখের সৈন্যরা সকালবেলাতেই ১৬টা পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করেছিল। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তার মধ্যে মেশিন-গান, মর্টার আর কয়েকটি ৪৫ মিলিমিটার কামানসহ ১২টি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন নদী পার হয়ে পশ্চিম তীরে চলে এসেছিল। সেতুমুখের উপরে কামানের সংখ্যাল্পতার সুযোগ নিয়ে শত্রু প্যানজার আক্রমণ চালিয়ে আমাদের সৈন্যদের শক্তিক্ষয় করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের পিছনে ঠেলে দিতে পদাতিক সৈন্যদের সাহায্য করল আমাদের বিমান বহর।

লড়াই চলল তুমুলভাবে, সৈন্যেরা বীরের মতো লড়ল, পরিচয় দিল বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক সাহায্য আর প্রবল জিগীষার। শত্রুর সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করল তারা।

একটা পারাপার ব্যবস্থা স্থাপন করার সময়ে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারদের

দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের। তাঁরা কাজ করছিলেন বরফের মতো ঠান্ডা জলে আকণ্ঠ ডুবে, চার দিকে কামান আর মর্টারের গোলার বিস্ফোরণের মাঝে। মৃত্যু অনবরত তাঁদের দিকে ভ্রূকুটি হানছিল, কিন্তু সৈনিক হিসেবে নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন এই ইঞ্জিনিয়ারদের একমাত্র চিন্তা ছিল কী করে পশ্চিম তীরে সাথীদের সাহায্য করা যায়, বিজয় ত্বরান্বিত করা যায়। তাঁদের কাছে সবার উপরে ছিল কর্তব্য!

লড়াইয়ের আগুন আর ধোঁয়ার মধ্যে আমি অধিনায়কদের আর রাজনৈতিক অফিসারদের দেখেছি। সেই অগ্নিকুন্ডের মধ্যেও তাঁরা মাথা ঠান্ডা রেখেছিলেন, সংগঠন আর শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন। তাঁরা ছিলেন তাঁদের কাজের উপযুক্ত লোক। তাঁদের সাহস ছিল তাঁদের অধীনস্থদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁরা শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। সর্বত্র তা টের পাওয়া যেত।

এই প্রথম আমি পপোভকে দেখলাম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নির্লিপ্ত শান্তভাব নাড়া খেয়েছে। তিনি বেশ বিচলিত ও অস্থির। কারণটা এই যে পশ্চিম ওডেরের উপরে একটা ভাঙা সেতুর বিপরীতে গ্রেইফেনহাগেনের কাছাকাছি শত্রুর জোরালো ঘাঁটি আমাদের গোলন্দাজরা অকেজো করে দিতে পারছিল না; বহুসংখ্যক মেশিন-গান আর ট্যাঙ্কবিধ্বংসী রকেট উৎক্ষেপক (ফাউস্টপাট্রোনেন) থেকে শত্রুর অগ্নিবর্ষণের ফলে আমাদের সৈন্যরা জাঙ্গাল ধরে এগোতে পারছিল না, সেটাকে ব্যবহার করতে পারছিল না কামান আর অন্যান্য ভারী সাজসরঞ্জাম বসানোর কাজে।

যে অনবধানতার দরুন এটা সম্ভব হয়েছিল তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক তলব করেছিলেন, আমি যদি হস্তক্ষেপ করে তাঁকে শান্ত না করতাম তা হলে তাঁদের ভাগ্যে খুব সম্ভবত রীতিমত দুর্ভোগ ছিল। ইতিমধ্যে জঙ্গী বিমানের সমর্থনে পদাতিক বাহিনীর মিলিত আক্রমণ শত্রুকে অকেজো করে দিতে পেরেছিল। ইঞ্জিনিয়াররা তৎক্ষণাৎ তাঁদের পন্টুনগুলিকে নিয়ে এলেন জাঙ্গালের কাছে। দিন শেষ হবার মধ্যে পূর্ব ওডেরের নদীর উপরে চালু হয়ে গেল নটি আক্রমণমূলক ও চারটি পন্টুন পারাপার ব্যবস্থা এবং একটি ৫০-টন সেতু। উভচর ট্রাকের সাহায্যে টানা ছটি ফেরি পশ্চিম ওডের-এর পারাপার ব্যবস্থা কাজ চালাতে লাগল। সেতুমুখে যে সৈন্যরা লড়াই করছিল তাদের প্রয়োজনীয় কামান পশ্চিম তীরে এসে পেঁাছতে আরম্ভ করল।

পপোভ আর তাঁর সহকারীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবং তাঁদের

সাফল্য কামনা করে (এখন সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ ছিল না) আমরা রণাঙ্গনের কম্যান্ড পোস্টের দিকে রওনা হলাম।

৪৯তম সেনাবাহিনীর তৎপরতার এলাকায় ঘটনা যে খাতে বইছিল তাতে আমরা গুরুতর উদ্বেগ বোধ করছিলাম। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক গ্রিশিনের রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, ৭০তম সেনা-বাহিনীর সঙ্গে একত্রে তাঁর যে-সৈন্যরা আক্রমণ চালিয়েছিল, তারা কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। তাদের পশ্চিম ওডের পেরোবার সমস্ত চেষ্টাই শত্রু প্রতিহত করেছে।

৪৯তম সেনাবাহিনীর উপরে আমরা অনেক আশা পোষণ করেছিলাম। তার কাজ ছিল প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের — এই রণাঙ্গন এর আগেই আক্রমণ শুরু করেছিল — ডান পার্শ্বদেশের সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করা, শত্রুর বিরুদ্ধে ফাটল ধরানোর মতো একটা আঘাত হেনে ৩য় প্যানজার বাহিনীকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ঠেলে দেওয়া, সেখানে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে ৭০তম সেনাবাহিনী। কাজটির গুরুত্ব হেতু, ৪৯তম সেনাবাহিনী শক্তিবৃদ্ধির উপায় পেয়েছিল অন্যদের চাইতে বেশি। অথচ এখন গ্রিশিন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কালক্ষেপ করছিলেন।

এই বিপত্তির কারণ আমরা বিশ্লেষণ করলাম। প্রধান কারণটা ছিল সেনাবাহিনীর সন্ধানী-পর্যবেক্ষণ দলের একটা ভুল। এই ক্ষেত্রটিতে দুটি খালের মধ্যেকার প্লাবিত দ্বীপটি বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল অনেকগুলি ছোট-বড় খাল, স্কাউটরা তার একটাকে পশ্চিম ওডেরের মূলধারা বলে ভুল করেছিল। ফলে, কামানের সমস্ত অগ্নিবর্ষণই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এই খালটির তীরের উপরে, যেখানে শত্রুর সৈন্যবল ছিল যৎসামান্য। আমাদের পদাতিক সৈন্যরা যখন খাল পেরিয়ে পশ্চিম ওডেরে গিয়ে পৌঁছল, তখন তাদের অভ্যর্থনা জানাল শত্রুর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ, আর তারা নদী পার হতে পারল না।

গ্রিশিন একটা নতুন আক্রমণ প্রস্তুত করার ব্যবস্থা নিলেন এবং ২১ এপ্রিল তারিখে আবার আক্রমণ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি যদি আক্রমণ থামিয়ে দেন, শত্রু তা হলে এই ক্ষেত্র থেকে সৈন্যবল সরিয়ে আনতে পারবে আমরা যেখানে সফল হয়েছি সেই ক্ষেত্রগুলিতে — এই কথা মাথায় রেখে আমি গ্রিশিনকে আক্রমণ পুনরারম্ভ করার আদেশ দিলাম।

অগ্রবর্তী ধাপটির জন্য প্রস্থান-স্থল নির্ধারণে ৪৯তম সেনাবাহিনীর ভুল আমাদের মোক্ষম শিক্ষা দিয়েছিল। আক্রমণের সমস্ত এলাকাটার বিমান

থেকে তোলা ফোটো সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরের হাতে ছিল বলে ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। অবশ্য, রণাঙ্গনের কম্যাণ্ডেরও কিছুটা দোষ ছিল, কারণ সেনাবাহিনী তৎপরতার জন্য কতখানি প্রস্তুত সেটা যাচাই করে দেখতে স্পষ্টতই আমাদের কোথাও ত্রুটি হয়েছিল। গ্রিশিনের মনোভাব কী হয়েছিল, তা আর আমার বলার দরকার নেই। আমরা সবাই বিব্রত আর অপ্রস্তুত বোধ করছিলাম, প্রত্যেকেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিল এটা ঘটল কী করে, সে নিজে ভুলটা কোথায় করেছে। এই ধরনের আত্ম-সমালোচনা খুবই সহায়ক হতে পারে; আমি আশ্বস্ত বোধ করলাম যে আমার সাথীরা এরকম ব্যাপার আর ঘটতে দেবেন না।

গ্রিশিনের ক্ষেত্রটিতে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আমরা একটা বিকল্প পরিকল্পনাও তৈরি করেছিলাম—যদি তিনি আবারও পশ্চিম ওডেরের পশ্চিম তীরে পা রাখার জায়গা করে নিতে অপারগ হন। তেমনটা হলে সেনাবাহিনীর কতকগুলি সমর্থনদায়ক ইউনিটকে দ্রুত পাঠানো হবে বাতভ আর পপোভের কাছে। তৎপরতা চলাকালীন এই রকম একটা পুনর্বিন্যাসের সম্ভাবনা আমরা ভেবে রেখেছিলাম এবং পথগুলো বিচার-বিবেচনা করে প্রস্তুত করে রেখেছিলাম, তাই কোনো ঝামেলার আশঙ্কা ছিল না।

প্রথম দিনের লড়াইয়ের ফলাফল পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখলাম যে আমরা যতটা আশা করেছিলাম, ফল পাওয়া গেছে তার চাইতে কম। তা হলেও, বাঁ পার্শ্বদেশের দুটি সেনাবাহিনী পশ্চিম ওডেরের পশ্চিম তীরে বেশ শক্তভাবেই গেড়ে বসেছিল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহে কীলকের মতো ঢুকে গিয়েছিল দুই কিলোমিটার পর্যন্ত। সবচেয়ে বড় সাফল্য অর্জিত হয়েছিল ৬৫তম সেনাবাহিনীর এলাকায়। প্রস্থে ও গভীরতায় সেতুমুখগুলিকে প্রসারিত করার জন্য লড়াই চলল সারারাত। আরও বেশি বেশি সৈন্যকে পার করে এদিকে নিয়ে আসা হল, আমাদের অবস্থার উন্নতি হল সেখানে।

লড়াইয়ে বিরাট সমর্থন যুগিয়েছিল ৪র্থ বিমান বাহিনী, তারা সেদিন ৩,২৬০ বার আক্রমণ চালিয়েছিল। আকাশে আমাদের শক্তিপ্রাবল্য ছিল প্রকট, শত্রু বিমান নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল শুধু সন্ধানী-পর্যবেক্ষণমূলক উড্ডয়নে, তাই সারা দিনে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম মাত্র ৬৯টি শত্রু বিমান, তার মধ্যে ১০টিকে গুলিবিদ্ধ করে ভূপাতিত করা হয়েছিল।

আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা যে সেতুগুলি নির্মাণ করছিলেন, রাতে শত্রু টর্পেডো আর ভাসমান মাইনের সাহায্যে সেগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করল। ৭০তম সেনাবাহিনীর এলাকায় পারাপার ব্যবস্থা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য পাঠানো শত্রু ডুবুরীরা ধরা পড়ল।

ভেরশিনিনের বোমারু বিমানগুলি, বিশেষত নারী রেজিমেণ্ট সারারাত ৪৯তম সেনাবাহিনীর বিপরীতে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অগ্রবর্তী ব্যূহগুলির উপরে আক্রমণ চালিয়ে গেল।

২১ এপ্রিল, ঘোরতর লড়াই চলতে লাগল আমাদের গোটা রণাঙ্গন ধরে। বাতভের এলাকায় শত্রু নিয়ে এল ২৮১তম পদাতিক ডিভিশনকে; যুদ্ধবন্দীদের দেওয়া খবর অনুযায়ী, তারা যাচ্ছিল বার্লিন অভিমুখে, কিন্তু তাদের ফিরিয়ে এনে লড়াইয়ে নামানো হয়েছিল ৬৫তম সেনাবাহিনীর অধিকৃত কুরোভে।

এ পর্যন্ত সব কটি ক্ষেত্রেই আমরা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপরে ছোটখাট কামড় বসানো ছাড়া আর কিছু করছিলাম না এবং সেতুমুখগুলি থেকে নিয়ামক আঘাত হানার পক্ষে আমাদের সৈন্যবল পর্যাপ্ত ছিল না। শত্রু তা টের পেয়ে আমাদের নদীতে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল। বৃথা চেষ্টা! আমাদের বীর সৈনিকরা এক পাও পেছোতে রাজী হল না। বরং বিপরীতপক্ষে, তারা তাদের অধিকৃত অংশগুলিকে আরও বাড়ানোর সমস্ত সুযোগকে কাজে লাগাল।

যে ক্ষেত্রটিতে সাফল্য হয়েছিল বেশি, সেই বাতভের ক্ষেত্রটিতে আমরা পশ্চাদ্ভাগের কৃত্যকগুলি সহ দুটি মোটরবাহিত পন্টুন ব্যাটেলিয়নকে মোতায়েন করলাম। গোড়ায় এ দুটি নির্ধারিত ছিল ৪৯তম সেনাবাহিনীর জন্য। সন্ধ্যার মধ্যে বাতভের এলাকায় পূর্ব ওড়ের নদীর উপরে একটি ৩০-টন ও একটি ৫০-টন সেতু আর একটি ৫০-টন ফেরি তৈরি হয়ে গেল। পশ্চিম ওডেরে কাজ করছিল দুটি বড় ১৬-টন ফেরি সমেত ছটি ফেরি।

৭০তম সেনাবাহিনীর সাফল্য কিছুটা কম ছিল, কিন্তু তার সৈন্যরাও তাদের সেতুমুখটিকে চওড়া করতে সমর্থ হয়েছিল, বিশেষ করে পারগোভের উত্তরে তারা একটা ঝোপ দখল করে নিয়েছিল, সেটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা জলাময় জায়গার উপর দিয়ে সৈন্য আর সামরিক সাজসরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত একটা জাঙ্গালকে শত্রু ক্রমাগত গোলাবর্ষণের লক্ষ্য করে রেখেছিল, ৭০তম সেনাবাহিনী শত্রুর সেই

জোরালো ঘাঁটিটাকেও ধ্বংস করেছিল। পশ্চিম ওডের নদীর উপরে নতুন পারাপার ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছিল, সেখানে এখন চালু হয়ে গিয়েছিল ১৩টি আক্রমণমূলক আর পাঁচটি ফেরি পারাপার ব্যবস্থা। এর ফলে, এক দিনে আরও নটি ব্যাটেলিয়নকে এবং যেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, ডিভিশনাল গোলন্দাজ বাহিনীকে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল।

৩৯তম সেনাবাহিনীর সৈন্যরা পশ্চিম ওডেরের পশ্চিম তীরে একটা নড়বড়ে পা রাখার জায়গা পেয়েছিল, সারা দিন কেটে গেল ছোট ছোট সামান্য কটি সেতুমুখ আগলে রাখার লড়াইয়ে, শত্রুরা ক্রমাগত পাল্টা আক্রমণ করে চলল। এখানে অগ্রগতিটা তেমন ভালো ছিল না বলে যত বেশি সম্ভব শত্রু সৈন্যকে আটকে রাখার জন্য আমরা আমাদের যথাসাধ্য করলাম, ডান দিকে ৭০তম সেনাবাহিনীর পারাপার ব্যবস্থাগুলিকে ব্যবহার করলাম প্রধান সৈন্যবলকে নিয়ে আসার জন্য। ৪৯তম সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত রণাঙ্গনের শক্তিবৃদ্ধির উপায়গুলি স্থানান্তরিত করা হল বাতভ আর পপোভের কাছে। ভাষান্তরে, আমরা আমাদের আসল আক্রমণটাকে ডান পার্শ্বদেশে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

২২ এপ্রিল তারিখে ৬৫তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি কতকগুলি ক্ষেত্রে দুই কিলোমিটার পর্যন্ত এগিয়ে গেল, শত্রুর প্রতিরক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করা বেশ কয়েকটা গ্রাম দখল করে নিল। শত্রুর প্রতিরোধ কমা তো দূরের কথা, বেড়েই চলল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সেনাবাহিনীর সমস্ত পদাতিক সৈন্যদল, একটি ট্যাঙ্কবিধ্বংসী গোলন্দাজ ব্রিগেড আর একটি মর্টার রেজিমেন্টকে নিয়ে যাওয়া হল অপর তীরে। সন্ধ্যাবেলায় ৬০-টন একটা ভাসমান সেতু টেনে আনা হল, আর রাতে সেটাকে পশ্চিম ওডেরের এপার ওপার জুড়ে লাগানো হল। এটা একটা বিরাট কৃতিত্ব, কারণ এখন আমরা আমাদের সমস্ত ভারী যন্ত্র সেতুমুখে নিয়ে যেতে পারব।

৭০তম সেনাবাহিনীও নিরন্তর ধারায় তার সৈন্যদের পশ্চিম তীরে স্থানান্তরিত করে চলল। প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করে আমাদের সৈন্যরা শত্রুকে ঠেলে নিয়ে চলল এক পা এক পা করে, সারা দিনে এগিয়ে গেল তিন কিলোমিটার। পশ্চিম ওডেরের পশ্চিম তীরে স্থানান্তরিত করা হল ১১টি ব্যাটেলিয়ন।

প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও, ৪র্থ বিমান বাহিনীর বিমানগুলি সেতুমুখগুলির উপরকার সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য সব কিছুই করল: ২৪ ঘণ্টায় তারা চালাল ৩,০২০টা আক্রমণ, তার মধ্যে, ১,৭৪৫টা ৬৫তম

সেনাবাহিনীর সমর্থনে। তাদের সাহসিক তৎপরতা বহু জটিল পরিস্থিতিতে, বিশেষত প্যানজারের আক্রমণ প্রতিহত করতে ভূমিস্থিত সৈন্যদের সাহায্য করেছিল (সেতুমুখগুলিতে তখনও যথেষ্ট ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী কামান ছিল না)।

প্রচণ্ড লড়াইয়ের ফলে পশ্চিম ওডেরের পশ্চিম তীরে আমাদের সেতুমুখটা বেড়ে গেল চওড়ায় ২৪ কিলোমিটার আর গভীরতায় তিন কিলোমিটার, সৈন্যদের নদী পার হওয়ার অনুকূলতর অবস্থা সৃষ্টি হল।

আসল ঝামেলাটা ছিল এই যে ভারী সাজসরঞ্জামগুলিকে প্লাবিত উপত্যকা পার করে নিয়ে আসা যেত একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত না-হওয়া জাঙ্গাল আর বাঁধগুলোর উপর দিয়েই, সে রকম জাঙ্গাল প্রত্যেকটি সেনাবাহিনীর এলাকায় দুটোর বেশি ছিল না। এতে আমাদের অগ্রগতির বেগ মন্থর হয়ে গেল, আরও বেশি করে এই জন্য যে শত্রু এই সমস্ত ভীড়-জমে-যাওয়া সংকীর্ণ জায়গাগুলোর উপরে কামানের গোলাবর্ষণ চালিয়ে যেতে লাগল। দরকার হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের নদী থেকে এতটা দূরে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার, যেখান থেকে পারাপার ব্যবস্থাগুলির উপরে নিশানা করে গোলাবর্ষণ সম্ভব হবে না।

রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদ, রাজনৈতিক বিভাগ, বিভিন্ন বাহিনী ও কৃত্যক বিভাগীয় প্রধানরা এই কাজটা সমাধা করার দিকে মনোনিবেশ করলেন। সেতুমুখে নিয়ে আসা প্রতিটি কামানের মূল্য যে কী বিরাট, সে বিষয়ে আমরা সচেতন ছিলাম, যতগুলো সম্ভব কামানকে নিয়ে আসার জন্য আমরা সাধ্যমত সব কিছুই করলাম।

২৫ এপ্রিলের মধ্যে, রণাঙ্গনের শক্তিবৃদ্ধির উপায়গুলি পেয়ে বলীয়ান ৬৫তম ও ৭০তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল, যদিও বাতভ বাধ্য হয়েছিলেন শত্রুর স্টেটিন-স্থিত সৈন্যদলের বিরুদ্ধে তাঁর সৈন্যদের একটা অংশকে উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড় করাতে। তাঁকে সাহায্য করার জন্য আমরা জেনারেল ফেদিউনিনস্কিকে বললাম তাঁর দুটি কোরকে সেতুমুখে দ্রুত স্থানান্তরিত করতে, আর তাঁর উপরে দেওয়া হল ৬৫তম সেনাবাহিনীর ডান পার্শ্বদেশের পারাপার ব্যবস্থাগুলির দায়িত্ব।

৭০তম সেনাবাহিনী রাডেখোভ, পিটার্সহাগেন, গার্টজ লাইনে পৌঁছে গেল, তখন পপোভ তাঁর সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত সৈন্যবলকে — একটি পদাতিক কোর — স্থানান্তরিত করলেন পশ্চিম তীরে। সন্ধ্যাবেলায় ৭০তম

সেনাবাহিনীর পারাপার ব্যবস্থাগুলি ব্যবহার করে ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর সেতুমুখে চলে এল, তার পরে ৪৯তম সেনাবাহিনী তার প্রধান সৈন্যবলকে এই পারাপার ব্যবস্থার কাছে নিয়ে আসতে শুরু করল।

সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের মনোবল ছিল চমৎকার: তাঁদের দখলে এখন এমন একটা সেতুমুখ যার আয়তন ৩৫×১৫ কিলোমিটার। শিগগিরই সৈন্যরা শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে পারবে। সবচেয়ে কঠিন অংশটা এর মধ্যেই পিছনে ফেলে আসা হয়েছে। আগেকার বাধাবিপত্তির কথা ভুলে গেছে সবাই। সৈনিকরা এগিয়ে চলার জন্য ছটফট করছিল, আমরা ভাবতে শুরু করলাম বিস্তারিত পুনর্বিন্যাসের জন্য না থেমে, ভেরশিনিনের বিমান বহরকে সর্বাধিক মাত্রায় ব্যবহার করে রানডোভ নদীর তীরে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ দ্রুত ভেদ করার কথা। সমস্ত ট্যাঙ্ক কোরকে আমরা সেনাবাহি-নীর অধিনায়কদের অধীনস্থ করলাম, নিজেদের লক্ষ্য সবচেয়ে ভালোভাবে কী করে অর্জন করা যাবে তা স্থির করার অবাধ অধিকার দিলাম তাঁদের। আসল জিনিসটা হল শত্রু যেন দ্বিতীয় প্রতিরক্ষাব্যূহ আগলে থাকতে না পারে।

ঠিক ভোর হওয়ার মুখে নাৎসিরা আমাদের জঙ্গী সৈন্যদলটির গোটা সামনের দিকটায় পাল্টা আক্রমণ পুনরারম্ভ করল, লড়াইয়ে নামাল তাদের সংরক্ষিত সৈন্যবলের একটা বড় অংশকে: স্টেট্টিনের কাছ থেকে এস-এস ১০৩তম ব্রিগেড, ১৭১তম ট্যাঙ্ক আক্রমণরোধী ব্রিগেড ও ৫৪৯তম পদাতিক ডিভিশন, প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের এলাকায় স্টল্‌প থেকে ১ম মেরিন ডিভিশন, এবং প্রায় পুরোপুরি ফাউস্টপাট্রোনেন দিয়ে সজ্জিত আর এক ব্যাটেলিয়ন কামান দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করা 'ফ্রিডারিখ' ট্যাঙ্কবিধ্বংসী ব্রিগেড।

কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আমরা শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিম ওডেরের পশ্চিম তীরে যথেষ্ট সৈন্যবল জড়ো করে ফেলেছিলাম, বিশেষ করে ৬৫তম সেনাবাহিনীর তিনটি কোর — আলেক্সেয়েভের, এরাস্তভের আর চুভাকভের; এই তিন জনই ছিলেন ভালো, পোক্ত অধিনায়ক। তাদের পাশাপাশি লড়াই করছিল পপোভের সেনাবাহিনীর দুটি কোর, তৃতীয় কোরটি প্রস্তুত হয়ে ছিল লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। সুদক্ষ দুই জেনারেল আ. প. পানফিলভ ও ম. ফ. পানভের নেতৃত্বে ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর আর ১ম দন গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর নদী পার হওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করছিল।

শত্রুর সমস্ত পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করা হল, ৬৫তম ও ৭০তম সেনাবাহিনী ফাঁকটা বাড়িয়েই চলল। শত্রুর পাল্টা আক্রমণের একমাত্র ফল্গ হল তাদের নিজেদেরই সৈন্যবলের দুর্বলতা বৃদ্ধি, কারণ তাদের প্রচুর সৈন্য হতাহত হয়েছিল বলে পলায়মান সৈন্যদের পিছনে পিছনে ধাওয়া করে তাদের রক্ষণ ব্যবস্থাগুলিতে হানা দিয়ে দখল করে নেওয়া আমাদের সৈন্যদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

২৫ এপ্রিল সন্ধ্যার মধ্যে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহে ভাঙন ধরানো হয়েছিল ২০ কিলোমিটারের একটা সম্মুখভাগ জুড়ে আর আমাদের সৈন্যরা চলে এসেছিল রানডোভ নদীর কাছে। ওডেরের পশ্চিম তীরে লড়াইয়ের ফলে, শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ যারা রক্ষা করছিল শুধু সেই ইউনিটগুলিই নয়, তারা যত সংরক্ষিত সৈন্যবল নিয়ে এসেছিল সে সবই পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে, আমাদের বাঁ দিকের প্রতিবেশী, প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গন বার্লিনে শত্রুকে যুদ্ধে লিপ্ত করে রেখেছিল, তার ডান পার্শ্বদেশের সৈন্যদলগুলি জার্মান রাজধানীকে ঘিরে ধরেছিল উত্তর দিক থেকে। আমাদের আক্রমণাভিযান শত্রুকে বার্লিনে সৈন্য সরিয়ে যাওয়ার অবকাশ থেকে বঞ্চিত করে আমাদের প্রতিবেশীর সাফল্যে কিছুটা সাহায্য করেছিল।

ওডের নদীকে পিছনে রেখে আমাদের রণাঙ্গন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ৩য় প্যানজার বাহিনীর প্রধান সৈন্যবলকে ঘিরে ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে একটা কৌশলী অভিযান চালানোর দিকে মন দিলাম, -- তারা শুধু যে বার্লিন-স্থিত সৈন্যদলটাকে সাহায্য করার সুযোগ পাবে না তাই নয়, পশ্চিমে পশ্চাদপসরণও করতে পারবে না। ৬৫তম সেনাবাহিনী আর ১ম গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরকে দায়িত্ব দেওয়া হল শত্রুর যে সৈন্যরা সমুদ্র তটভূমি বরাবর স্টেট্টিন, নয়ব্রান্ডেনবুর্গ, রস্টক লাইনের উত্তর-পূর্ব দিকে তৎপরতা চালাচ্ছিল তাদের আটকে রেখে উত্তর-পশ্চিম দিকে আঘাত হানার।

স্থির হল, ২য় জঙ্গী বাহিনী দুটি কোর নিয়ে সাধারণভাবে আংক্লাম, স্ট্রালজুন্ডের দিকে এগিয়ে যাবে, আর তার সৈন্যবলের একটা অংশ উজেডম ও রুগেন দ্বীপের শত্রুদের খতম করতে থাকবে। ফেদিউনিনস্কিকে বলা হল বাতভের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে, যদিও তিনি একজন পোক্ত, অভিজ্ঞ সৈনিক — সে কথা জানতাম বলে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না যে তিনি নিজেই তাঁর প্রতিবেশীদের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা করবেন। তাঁর কাজের দুঃসাধ্যতা হেতু, তাঁকে আমরা দিলাম ১৯শ সেনাবাহিনীর ৪০তম গার্ডস পদাতিক কোর।

৭০তম সেনাবাহিনী ও ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর সাধারণভাবে ভারেন, ক্রাকোভ, ভিসমারের দিকে এগোতে থাকল।

৪৯তম সেনাবাহিনী, ৮ম মেকানাইজড কোর আর অস্‌লিকভস্কির ৩য় গার্ডস অশ্বারোহী কোর সম্পন্ন করতে লাগল এল্‌বের পশ্চিম দিকে সবেগে ধেয়ে চলার মূল কাজটা।

রোমানভস্কির ১৯শ সেনাবাহিনী এখন সমুদ্র তীর ধরে সুইনেমুণ্ডের দিকে এগিয়ে গিয়ে গ্রেইফসভাল্ড-এ যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে চলতে শুরু করেছিল।

২৬ এপ্রিল তারিখে ৬৫তম সেনাবাহিনীর সৈন্যরা প্রবল হানা দিয়ে স্টেটিন দখল করে নিল, রানডোভ নদী তীরে শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করে চলতে লাগল উত্তর-পশ্চিম দিকে।

তাদের গতিরোধ করার চেষ্টায় নাৎসি কম্যান্ড নতুন সংরক্ষিত সৈন্যবল নিয়ে এল: তথাকথিত 'ওস্ট সী' জঙ্গী গ্রুপ, একটি অফিসারদের স্কুল ও ১ম মেরিন ডিভিশন। এই সৈন্যবল ও তার সঙ্গে ৫০তম এস-এস পুলিস ব্রিগেড আর ৬১০তম ডিভিশনের সংরক্ষিত সৈন্যবলের বাদবাকি অংশ একত্রে মরীয়া পাল্টা আক্রমণ চালাল। তারা সবাই শেষ পর্যন্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল তাদের, আমাদের গতিরোধ তারা করতে পারল না।

শত্রু তাদের সৈন্যদের ক্রমেই বেশি বেশি গালভরা নাম দিতে লাগল: 'ওস্ট্ সী', 'ভিস্টুলা', 'পমিরানিয়া', 'ভাল্লোনি'... কিন্তু সবই বৃথা! শুধু নামই তো যথেষ্ট নয়।

পপোভের সৈন্যরা রানডোভ নদী তীরে প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করল, এবং শত্রুকে পর্যুদস্ত করে এগিয়ে চলতে থাকল। ৭০তম সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি পর্যুদস্ত করল তিনটি ফোলক্সস্টুর্ম ব্যাটেলিয়নকে: 'হামবুর্গ', 'ব্রাণ্ডেনবুর্গ' ও 'গ্রাইফেনহাগেন'।

গ্রিশিনের ৪৯তম সেনাবাহিনীর লড়াই করার শক্তি তুঙ্গে গিয়ে পেঁছিল। ৭০তম সেনাবাহিনীর পারাপার ব্যবস্থাগুলি ব্যবহার করে তাদের প্রধান সৈন্যবল চলে এসেছিল পশ্চিম ওডেরের পশ্চিম তীরে, এবং এই ক্ষেত্রটিকে আগলে রাখা শত্রু সৈন্যদের পার্শ্বদেশে ও পশ্চাদ্ভাগে প্রচণ্ড আঘাত হেনে শত্রুকে তারা পরাস্ত করল।

২৬ এপ্রিল লড়াই চলতে থাকল আগেকার মতোই প্রচণ্ডভাবে। শত্রু আরও বেশি করে সংরক্ষিত সৈন্যবল নিয়ে আসতে লাগল, সেগুলির মধ্যে

ছিল তাড়াহুড়ো করে চালু করা সব ফোল্‌ক্সস্টুর্ম ব্যাটেলিয়ন, যে সমস্ত শহর থেকে তাদের সংগ্রহ করা হয়েছিল, ব্যাটেলিয়নগুলির নামকরণ হয়েছিল সেই সব শহরের নামে। কিন্তু, এ সবই ছিল মৃত্যুকালীন আক্ষেপ। মারাত্মক আহত পশু যেমন উন্মত্ত হতাশায় কামড় দিয়ে চলে, তেমনি নাৎসিরাও শেষ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মনে তখনও আশা ছিল যে ব্রিটিশ আর আমেরিকানরা এসে পেঁছনো পর্যন্ত তারা লড়াই চালিয়ে যাবে, তার পরে আত্মসমর্পণ করবে তাদের কাছে, সোভিয়েত ফৌজের কাছে নয়। বড় জোর এইটুকুর উপরেই তারা ভরসা করতে পারত, তাই আত্মহত্যাকারীর হিংস্রতা নিয়ে তারা লড়ছিল।

আমাদের সেনাবাহিনীগুলির সব স্তরে পাওয়া গিয়েছিল বীরত্বের পরিচয়। আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছিল একটিমাত্র কামনা — শত্রুকে এক মুহূর্তেরও স্বস্তি না দেওয়া, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের খতম করে ফেলা। পদাতিক সৈন্যদের পাশে পাশে চলেছিল গোলন্দাজরা, বড়-নলের শক্তিমান কামানের গোলায় পথ অগ্নিদীপ্ত করে তারা শত্রুর জোরালো ঘাঁটিগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করছিল আর বিখ্যাত 'কাত্যুশা' রকেট উৎক্ষেপক পাল্টা আক্রমণকারী নাৎসিদের আক্ষরিকভাবেই ঝেঁটিয়ে সাফ করছিল।

ভেরশিনিনের বৈমানিকরা শত্রুর নিয়ে আসা সংরক্ষিত সৈন্যবল আর প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলির উপরে আঘাত হানছিল, আমাদের সৈন্যদের আড়াল যোগাচ্ছিল আকাশ থেকে।

আমাদের কম্যাণ্ড পোস্ট স্টের্ট্রিনে চলে এল। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করছিলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির অগ্রবর্তী ইউনিটগুলির আড়াই থেকে চার কিলোমিটার পিছনে অবস্থিত পর্যবেক্ষণ চৌকি থেকে। এই প্রসঙ্গে আমাদের সিগন্যালারদের শৌর্য আর নিষ্ঠার কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। বিভিন্ন সৈন্যদল ও ইউনিটগুলির সঙ্গে রণাঙ্গনের ও সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডের সব সময়েই চমৎকার যোগাযোগ ছিল।

প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সৈন্যরা ডান পার্শ্বদেশে একটা মোড় ঘুরে উত্তর দিক থেকে বার্লিনকে ঘিরে ধরেছিল এবং জার্মান রাজধানীর পশ্চিমে প্রথম ইউক্রেনীয় রণাঙ্গনের ইউনিটগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। শত্রুর বার্লিন-স্থিত সৈন্যদল ফাঁদে আটকা পড়েছিল। তুমুল লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত সৈন্যরা এগিয়ে যাচ্ছিল শহরের কেন্দ্রস্থল অভিমুখে।

এই পরিস্থিতিতে, উত্তর দিক থেকে কোনো আঘাতের সাহায্যে বার্লিন-

স্থিত সৈন্যদলের দুর্দশা লাঘব করার যে কোনো চেষ্টা আটকানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের কাছে এই খবর ছিল যে নাৎসিরা সামল্যান্ড উপদ্বীপ আর খেল স্থলভূমি থেকে সমুদ্র পথে গ্দানস্ক উপসাগরে সৈন্য নিয়ে আসছিল। তাই, ৮ম মেকানাইজড ও ৩য় গার্ডস অশ্বারোহী কোরের সঙ্গে পশ্চিম দিকে এগিয়ে-চলা ৪৯তম সেনাবাহিনীর দিকে আমরা মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলাম। তাদের কাজ হবে বার্লিনের দিকে গমনোদ্যত নাৎসি ইউনিটগুলির পথ রোধ করে বিচ্ছিন্ন করা এবং উত্তর দিকে, ৭০তম সেনাবাহিনীর নাগালের মধ্যে তাদের ঠেলে দেওয়া।

২৭ এপ্রিল তারিখেও আক্রমণাভিযান চলতে থাকল। ২য় জঙ্গী বাহিনী গ্রিস্টোভ দ্বীপ শত্রুমুক্ত করল, তার ডান পার্শ্বদেশটা হল সুইনেমুণ্ডের কাছাকাছি। তার প্রধান সৈন্যবল স্টেটিন বন্দরের দক্ষিণ তীর ধরে তৎপরতা চালাতে চালাতে এগিয়ে চলল আংক্লাম, স্ট্রালজুণ্ডে। স্টেটিনের উত্তরে ব্যূহরেখাটি যারা রক্ষা করছিল সেই স্টেটিন গ্যারিসনের আর ৪র্থ রেজিমেণ্ট 'পমিরানিয়ার' ইউনিটগুলিকে তারা পথে উৎখাত করল।

রণাঙ্গনের সব কটি সেনাবাহিনীর আক্রমণাভিযান এগিয়ে চলল সফলভাবে। ২৭ এপ্রিলের পর শত্রুর কোনো ব্যূহ আগলে থাকার ক্ষমতা আর রইল না, তাদের পলায়মান ইউনিটগুলির পিছনে আমরা দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন শুরু করলাম; অবশ্য পলায়মান ইউনিটগুলি কিছু কিছু কামড় বসাবার সুযোগ ছাড়ল না।

পশ্চাদপসরণরত শত্রু সেতু ভেঙে ফেলল, পথে পথে মাইন পেতে রাখল, ধ্বংস করল বহু পথ, প্রতিরক্ষার পক্ষে উপযুক্ত প্রত্যেকটি শহরে আর গ্রামে লড়াই চালাবার চেষ্টা করল। তা সত্ত্বেও আমাদের অগ্রগতির হার ছিল দিনে প্রায় ২৫-৩০ কিলোমিটার। সমস্ত বাধা দু পাশে সরিয়ে দিয়ে, প্রতিরোধকারী শত্রু সৈন্যদের নির্মূল করে আমাদের সৈন্যরা এগিয়ে চলল অপ্রতিরোধ্য গতিতে। অচিরেই ফেদিউনিনস্কির ২য় জঙ্গী বাহিনী আর বাতভের ৬৫তম সেনাবাহিনী উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়ে এবং পশ্চাদপসরণরত শত্রু সৈন্যের ইউনিটগুলিকে ধ্বংস করতে করতে বল্টিক সাগরের তীরে এসে পৌঁছল।

নয়স্ট্রেলিৎস, ভারেন, ফ্যুর্স্টেনবের্গ-এর জঙ্গলাকীর্ণ হ্রদ অঞ্চলে রাখা শত্রুর সংরক্ষিত সৈন্যবলের মোকাবিলা করল পপোভের ৭০তম সেনাবাহিনী আর গ্রিশিনের ৪৯তম সেনাবাহিনী। গ্দানস্ক উপসাগর থেকে সমুদ্র পথে নিয়ে আসা ৭ম জার্মান প্যানজার ডিভিশনের ইউনিটগুলি, হাই কম্যাণ্ডের

সংরক্ষিত সৈন্যবল থেকে ১০২তম বিশেষ ডিভিশন ও 'শ্‌লাগিটের' পদাতিক ডিভিশন, পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে ৫ম ছত্রী ডিভিশন এবং প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের ডান পার্শ্বদেশের আঘাতে পিছিয়ে-আসা ২৫তম মোটরবাহিত, ৫ম হাল্কা পদাতিক, ৩য় মেরিন, ১৫৬তম পদাতিক ও ৬০৬তম বিশেষ ডিভিশনের অবশিষ্টাংশ আর একটি ফোলক্সগ্রেনাডিয়ের গোলন্দাজ দল এখানে ঘাঁটি গেড়ে বসার চেষ্টা করেছিল। এই সমস্ত ইউনিটকেই পানফিলভের ট্যাঙ্ক কোর, ৮ম মেকানাইজড কোর আর ভেরশিনিনের বিমানের সহযোগিতায় পপোভ আর গ্রিশিনের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ ও ধ্বংস করল, বাদবাকিদের বন্দী করল। ৪৯তম ও ৭০তম সেনাবাহিনীর অগ্রগতি চলতে লাগল অব্যাহতভাবে।

৩ মে তারিখে পানফিলভের ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক কোর ভিসমারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ব্রিটিশ ২য় সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী ইউনিটগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল।

৪ মে, ৭০তম ও ৪৯তম সেনাবাহিনী, ৮ম মেকানাইজড ও ৩য় গার্ডস অশ্বারোহী কোরের ইউনিটগুলি মিত্রপক্ষের সৈন্যদের সঙ্গে সীমান্তরেখায় এসে পৌঁছল (অশ্বারোহীরা পৌঁছেছিল এল্‌ব নদীতে)। রোমানভস্কির ১৯তম আর ফেদিউনিনস্কির ২য় জঙ্গী বাহিনীর ইউনিটগুলি আরেক দিন তৎপরতা চালিয়ে গিয়ে ভোল্লিন, উজেডম আর রুগেন দ্বীপের উপরে নাৎসিদের খতম করল। এই দ্বীপগুলি দখলের মধ্য দিয়েই শেষ হল দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক তৎপরতা, যদিও নাৎসিদের ছোট ছোট দল পশ্চাদ্ভাগের যে সব জায়গায় ছিল সেখানে তাদের ছেঁকে তুলে খতম করার কাজ চলতে লাগল।

ডেনমার্কের বর্নহোল্ম দ্বীপটি নিয়ে আমরা কিছুটা ঝামেলায় পড়েছিলাম। নাৎসি কম্যান্ড দ্বীপটিকে পরিণত করেছিল একটা নৌ ঘাঁটিতে এবং খেল স্থলভূমিতে, গ্দানস্ক উপসাগরে এবং কুরল্যান্ডের বিচ্ছিন্ন সব জায়গায় আটকে পড়া সৈন্যদের উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে যাওয়ার পরিবহণ কেন্দ্রে। এই দ্বীপে জার্মান সৈন্যদের অধিনায়ক জেনারেল ভুট্‌মান এবং তাঁর নৌ বিভাগীয় সহকারী, কমোডর ফন কেমেৎস আত্মসমর্পণ করার জন্য আমাদের চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করলেন, আমরা স্থির করলাম বলপ্রয়োগে সেখানে অবতরণ করব। ১৯শ সেনাবাহিনীর দুটি পদাতিক ডিভিশন রওনা হল। রণাঙ্গনের তৎপরতা বিভাগের প্রধান, জেনারেল প. ই. কোতভ-লেগনকভকে এই অবতরণ সংগঠিত করার আদেশ

দিলাম। তাঁকে সাহায্য করলেন কোলবের্গ নৌ ঘাঁটির অধিনায়ক। পরে, বর্নহোল্মে অবতরণ করানো সৈন্যদের খাদ্য আর অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করার কাজ সামলাতেই আমাদের হিমশিম খেতে হল। বল্টিক সাগরে জার্মানরা এবং মিত্রপক্ষরাও অজস্র মাইন পেতে রেখেছিল। কোনো দলিলপত্রের ব্যবস্থা ছিল না, পথের মাইন সরানোর কাজ শুরু হয়েছিল সবেমাত্র। তাই দ্বীপটিতে প্রত্যেক বারের যাওয়া আসাতেই বেশ ঝুঁকি ছিল।

বর্নহোল্ম দ্বীপে ১২,০০০-এর বেশি জার্মান অফিসার আর সৈনিককে নিরস্ত্র করে বন্দী করা হল, দখল করা হল প্রচুর সামরিক সাজসরঞ্জাম। ড্যানিশ জনসমষ্টি আর আমাদের সৈন্যদের মধ্যে গোড়া থেকেই গড়ে উঠল হার্দ্য সম্পর্ক। সেখানকার অধিবাসীরা মুক্তিদাতাদের স্বাগত জানাল উচ্ছ্বসিতভাবে। আমাদের সৈন্যরা যতদিন সেই দ্বীপে ছিল ততদিনই সেখানকার সমস্ত মানুষের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা পেয়েছিল।

আমরা এখন জার্মানিতে। আমাদের চারপাশে রয়েছে সেই সমস্ত লোকের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা, সেই সমস্ত লোকের পিতামাতারা, এই গতকালও যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে অস্ত্র হাতে। অল্প কিছুকাল আগেই, সোভিয়েত সৈন্যরা আসছে, এই খবর শোনামাত্র এরাই আতঙ্কে পালিয়ে গিয়েছিল। এখন কেউ পালাচ্ছে না। নাৎসি প্রচারের মিথ্যাভাষণ প্রত্যেকে এখন নিজেই বুঝতে পেরেছে। তারা বুঝেছে, সোভিয়েত সৈনিককে ভয় করার কোনো কারণ নেই। সে কোনো ক্ষতি করবে না। বরং, দুর্বলকে সে রক্ষা করবে, সাহায্য করবে গরিবকে। ফ্যাশিবাদ জনগণের ভাগ্যে ডেকে এনেছিল লজ্জা, দুর্ভাগ্য আর সমস্ত মানবজাতির চোখে নৈতিক অধঃপতন। কিন্তু সোভিয়েত সৈনিক গুণান্বিত আর মহৎ, যারা দৃষ্টিহীন হয়েছিল, বিপথচালিত হয়েছিল তাদের সকলের দিকে সে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। জার্মানরা এ কথা খুবই তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পেরেছিল। আমাদের ইউনিটগুলি যেখানেই সাময়িকভাবে থামতে লাগল, সেখানেই সৈন্যদের রন্ধনশালা ঘিরে ধরে ভীড় জমাতে লাগল ক্ষুধার্ত জার্মান শিশুরা। তার পরে এগিয়ে আসতে লাগল প্রাপ্তবয়স্করা। তারা জানত, সত্যিকার রুশ ঔদার্যে আর বহু দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে যাওয়া, জীবনকে বুঝতে আর মূল্য দিতে শেখা মানুষের সহানুভূতি নিয়ে সোভিয়েত সৈনিকরা তাদের সব কিছু ভাগ করে নেবে।

সৈনিকের সুখ

বল্টিক সাগরের তীর থেকে বার্লিনের উপকণ্ঠ পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে ছড়ানো সৈন্যদের পরিদর্শন-সফরে বেরোলাম।

ভোরবেলা আমি রওনা হলাম পপোভের ৭০তম সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরের উদ্দেশে। পথটা গিয়েছিল একটা ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়ে। হঠাৎ পরিচিত গাঢ়-সবুজ উর্দি-পরা সৈন্যদের একটা পংক্তি পথ আটকে দিল। জার্মান! নিজের অজান্তেই আমার পিস্তলটা ধরতে গেলাম। তার পরেই খেয়াল হল। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে! আমার প্রথম ভঙ্গিটাকে গোপন করার জন্য আমার পকেটে হাত দিয়ে একটা সিগারেট কেস বার করে আনলাম।

সৈন্যদের পংক্তিটা দাঁড়িয়ে গেল আমাদের গাড়িটাকে চলে যেতে দেওয়ার জন্য। শত শত জার্মানের চোখ তাকিয়ে ছিল আমাদের দিকে, কেউ ঔৎসুক্যভরে, বেশির ভাগই শূন্য উদাসীনতায়। এরা এক সময়ে কতটা অন্যরকম ছিল! বিজয়সাফল্যে আত্মহারা হয়ে তারা ইউরোপের শহরগুলির মধ্য দিয়ে এগিয়েছিল, লুঠ করেছিল বন্দী জাতিগুলিকে। আমাদের দেশে তারা যে পথচিহ্ন রেখে গিয়েছিল সেটা ছিল রক্তের, ছাইয়ের আর ধ্বংসস্তূপের। তাদের অজেয়তা নিয়ে তারা বড়াই করত, অন্য অনেকের মনেও সেই অজেয়তা সম্পর্কে বিশ্বাসোৎপাদন করতে সফলও হয়েছিল — যতদিন পর্যন্ত না আমাদের সৈনিকের সঙ্গে তারা পাঞ্জা কষেছে। তার পরে লড়াই হয়েছে মস্কোয়, স্তালিনগ্রাদে, কুর্স্কে, নীপারে, ওয়ারশয়, ওডেরে আর এল্‌বে। এখন হিটলারের সেনাবাহিনীর সেই আগেকার পরাক্রমের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। শুধু সারি সারি বন্দী: জীর্ণ সবুজ উর্দি-পরা হতবুদ্ধি, মনমরা সব মানুষ, তাদের অনেকে এই সর্বপ্রথম ভেবে দেখতে

আরম্ভ করেছে, আলো দেখতে শুরু করেছে। তারা আরও ভাবুক, চিন্তা করুক আরও গভীরভাবে! পরাজয়ও কাজে লাগতে পারে, মানুষকে তা শিক্ষা দিতে পারে, এমন কি সবচেয়ে সংকীর্ণমনা মানুষকেও স্থিরমস্তিষ্কে জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে, ইতিহাসে তাদের অপরাধের পরিমাপ, তাদের দায়িত্বের পরিমাপ হৃদয়ঙ্গম করতে শেখাতে পারে।

সোভিয়েত সৈনিকদের যে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার বন্দীদের সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তাদের গন্তব্যস্থলের কথা জানালেন। সেই আপাত-অন্তহীন সারিটিকে পিছনে ফেলে গাড়ি এগিয়ে গেল।

অতি সম্প্রতিও তারা সবাই ছিল সশস্ত্র। তাদের হাত থেকে অস্ত্রগুলো খসিয়ে ফেলার জন্য, আর হত্যা করা, দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে লুণ্ঠন করার জন্য তাদের যারা পাঠিয়েছিল সেই নাৎসি শাসনের উচ্ছেদ ঘটানোর জন্য দরকার হয়েছিল কী প্রচেষ্টা আর কত বলিদান! সে কাজটা করেছি আমরা, সোভিয়েত ভূমির সৈনিকরা।

এক বিপুল সংগ্রামে যারা শত্রুকে নতজানু হতে বাধ্য করতে সফলকাম হয়েছে আমাদের সেই সৈনিকদের জন্য, আমাদের জনগণের জন্য এক গর্ববোধে আমার বুক ফুলে উঠল। গর্ববোধ — এই মহাপরাক্রান্ত জনগণেরই একজন হওয়ার জন্য, গর্ববোধ এই জন্য যে আমার প্রচেষ্টার একটি কণা এই বিজয়ে সাহায্য করেছে। তা আত্মতৃপ্তি নয় কোনোমতেই। সত্যিই তা গর্ববোধ।

জার্মানির রাস্তায় রাস্তায়, শুধু যে বন্দীদের বিষণ্ণ সারিই চলছিল তা নয়। এই সব রাস্তায় মানুষের সত্যিকার আনন্দও উপচে পড়ছিল। মানুষের ভীড় সানন্দ চীৎকারে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছিল, অভিনন্দন জানাচ্ছিল পৃথিবীর নানা ভাষায়। এই জনসমুদ্র, নানান জাতির এই মিশ্রণ দেখে আমাদের হৃদ্‌স্পন্দন আবেগে যেন রুদ্ধ হয়ে এল। জীর্ণ পোশাক পরা, ভয়ঙ্কর শীর্ণ সব মানুষ, অনেকের দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই, পরস্পরকে আঁকড়ে আছে ভর দেওয়ার জন্য। কিন্তু সকলের চোখেই আনন্দ।

এরা সবাই নাৎসি বন্দী শিবিরগুলির গতকালকার বন্দী। এদের ভাগ্যে মৃত্যু ছিল অবধারিত আর আমরা, সোভিয়েত সৈনিকরা তাদের মুক্ত করেছি, তাদের জীবন ফিরিয়ে এনেছি।

এরা সবাই ইউরোপের সমস্ত দেশ থেকে জার্মানিতে টেনে-হিঁচড়ে আনা মানুষ। সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত এই ক্রীতদাসদের ভাগ্যে ছিল অত্যাচারীদের জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি, যতদিন পর্যন্ত না অনাহার, রোগ

আর শ্রান্তিতে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এখন তারা আবার মুক্ত, স্বাধীন মানুষ, ফিরে চলেছে নিজেদের বাড়িতে নিজেদের পরিবারের কাছে, এ জন্য তারা আমাদের কাছে, সোভিয়েত সৈনিকদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এদের মধ্যে ছিল কল্পনীয় সব রকম জাতি-অধিজাতির মানুষ — পোল, চেক, সারবীয়, মন্তের্নেগ্রিন, ফরাসী, বেলজিয়ান — প্রতিটি জাতির নাম বলাও দুরূহ। কথায়, ভাবভঙ্গিতে, চেহারায় আর প্রচুর আনন্দাশ্রুতে প্রকাশিত তাদের উৎফুল্লতা, আনন্দ, সীমাহীন কৃতজ্ঞতা বর্ণনা করা আরও কঠিন। তারা আমাদের অভিনন্দন জানাল তাদের নিজেদের ভাষায় গান গেয়ে, তাদের দেশের পরিচয়বাহী পতাকা আর পোস্টার হাতে নিয়ে। নানান ভাষায় তারা সোভিয়েত সৈনিকদের শৌর্যকীর্তির জন্য আন্তরিক প্রশংসা ব্যক্ত করল, সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মানে স্লোগান তুলল। সেই সব মর্মস্পর্শী ঘটনা আমার স্মৃতিতে চিরকালের মতো ছাপ রেখে গিয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে নাৎসিদের হাতে বন্দী বহু ফরাসী, ব্রিটিশ, মার্কিন, বেলজিয়ান, ওলন্দাজ অফিসার আর সৈনিকও ছিল। তাদের বেশির ভাগই মনে হল প্রাক্তন বৈমানিক। মুক্ত সৈনিকদের মধ্যে এমন কি বেলজিয়ান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন জেনারেল স্টাফ প্রধানও ছিলেন, সেই সঙ্গে ছিল জেনারেল আর অফিসারদের বেশ বড় একটা দল।

রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদের ধরাবাঁধা কাজ ছাড়াও, অজস্র নতুন সমস্যা তার ঘাড়ে এসে পড়ল। ফাশিস্ত দাসত্ব থেকে মুক্ত হাজার হাজার মানুষের দেখাশোনার ভার নিতে হল আমাদের। পরে বিভিন্ন সরকার আর সংগঠনের কাছ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতাসূচক শত শত চিঠি পেয়েছিলাম তাদের স্বদেশবাসীদের মুক্ত করার জন্য এবং তাদের যত্ন করার জন্য।

৮ মে তারিখে সমস্ত নাৎসি জার্মানির সশস্ত্র বাহিনীর সম্পূর্ণ, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হল।

সৈন্যদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শুরু হয়ে গেল, সৈন্যরা সব রকম অস্ত্র দিয়ে আকাশে গুলিবর্ষণ করতে লাগল, তাদের ভিতরে যে আনন্দ টগবগ করে ফুটছিল তা প্রকাশ করার জন্য আমাদের সৈন্যরা আমাদের মিত্রপক্ষের সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিল। সেই রাতে আমি গাড়ি করে শহরের মধ্যে এসেছিলাম, সেখানেই ছিল আমাদের সদরদপ্তর। হঠাৎ রাস্তায় উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল, জানালাগুলি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতায়। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক যে আমি হতচকিত হয়ে গিয়েছিলাম। একটু পরেই

অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম যে নিষ্প্রদীপ অবস্থা এবারে শেষ হল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে! তখনই আমি অন্তহীন গুলির আওয়াজের অর্থ উপলব্ধি করলাম। এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিবাদন বন্ধ করার সময় হয়েছে। আমি গুলিবর্ষণ বন্ধ করার আদেশ দিলাম।

জেনারেল আ. প. পানফিলভের ৩য় গার্ডস ট্যাঙ্ক কোরই সর্বপ্রথমে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল; তিনি ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারির কাছ থেকে একটি আমন্ত্রণপত্র আমার হাতে দিলেন। তার পর দিন, এক দল জেনারেল আর অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে আমি গাড়ি চালিয়ে ভিসমারে এলাম। শহরের বাইরে আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করলেন ব্রিটিশ অফিসাররা, তাদের পরনে সাধারণ লড়াইয়ের পোশাক, শুধু হেলমেটের বদলে 'বেরে' পরা। সংক্ষিপ্ত সৌজন্য বিনিময়ের পর তাঁরা আমাদের নিয়ে এলেন তাঁদের সর্বাধিনায়কের বাসস্থলে। আমি অনুভব করলাম, ব্রিটিশরা এই সাক্ষাৎকে যতটা সম্ভব হার্দ্য করার চেষ্টা করছে, তাই আমরা তার প্রতিদান দিলাম।

আমাদের অভিবাদন জানাবার জন্য গার্ড অব অনার দেখানো হল। ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারির সঙ্গে আমি করমর্দন করলাম, আমাদের বিজয়ে অভিনন্দন বিনিময় করলাম। নিখুঁতভাবে শিষ্টাচারের রীতি মেনে ব্রিটিশরা কামান দেগে অভিবাদন জানাল। অনুষ্ঠানের পর, আমাদের জেনারেল আর অফিসাররা ব্রিটিশ জেনারেল আর অফিসারদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতে লাগলেন, দোভাষীর সাহায্য নিয়ে এবং তাদের সাহায্য ছাড়াই প্রাণবন্ত কথাবার্তা চলতে লাগল। পরিব্যাপ্ত মেজাজটার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মণ্টগোমারিও খুবই সজীব আর স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলেন।

স্বভাবতই, ছিলেন ফোটোগ্রাফার, শিল্পী আর সংবাদদাতারাও — আমার মনে হয়, সংখ্যায় খুবই বেশি। কিন্তু সেটা খুব একটা বিস্ময়কর নয়, কারণ আমাদের অভিন্ন শত্রু, নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে চার বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমাদের মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনীগুলির দুই শীর্ষস্থানীয় অধিনায়কের মধ্যে এটাই প্রথম সাক্ষাৎ।

আমরা কিছুক্ষণ মেলামেশা করার পর, মণ্টগোমারি আমাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন একটি প্রশস্ত কক্ষে। সেখানে পানীয় আর আহার্য পরিবেশন করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু আমন্ত্রণকর্তা আর আমন্ত্রিতরা তাদের কথাবার্তায় এতই তন্ময় ছিলেন যে সেগুলি তাঁরা লক্ষ্যই করেন নি।

দেয়ালে টাঙানো একটা মানচিত্রের সামনে মণ্টগোমারি আর আমার ছবি তুললেন ফোটোগ্রাফাররা; চারি দিকে তোলা হল আরও অনেক ছবি, কিছু সদলে, কিছু আলাদা-আলাদাভাবে।

প্রীতি সম্মিলনটা বেশ ভালোই কাটল, খুব ভালো মেজাজে বিদায় নিলাম আমরা। দেখা গেল ব্রিটিশ অফিসাররা আর মণ্টগোমারি নিজে, আমরা যেমন ভেবেছিলাম তার চাইতে অনেক সহজ-সরল আর খোশমেজাজী। আন্তরিক পরিবেশে আমরা বিদায় গ্রহণ করলাম, যাঁরা আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন সেই অফিসাররাই আমাদের এগিয়ে দিলেন; তাঁদের নেতা ছিলেন একটি বিমানবাহিত ডিভিশনের অধিনায়ক, জেনারেল বোলস।

এই সহৃদয় আমন্ত্রণের প্রতিদানে আমরা ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারি আর তাঁর সহযোদ্ধাদের আমন্ত্রণ জানালাম আমাদের কাছে আসার জন্য। আমরা স্থির করলাম, সংবর্ধনা জানানো হবে খাঁটি রুশ আতিথেয়তার সঙ্গে।

অস্‌লিকভস্কির ৩য় গার্ডস অশ্বারোহী কোর থেকে বেছে নেওয়া পুরো কসাক উর্দি পরা কুবান কসাকদের নিয়ে তৈরি একটা গার্ড অব অনারের আয়োজন করলাম। মণ্টগোমারি আর তাঁর অফিসারদের মনে তা বিরাট ছাপ ফেলল, ঘোড়া চালিয়ে চলে-যাওয়া ঘোড়সওয়ারদের তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগলেন। অভিবাদন অনুষ্ঠানের পর অভ্যাগতদের আমন্ত্রণ জানানো হল বিরাট একটা হলঘরে, সেখানে পরিবেশন করা হল প্রচুর আহার্য। খাবারে-ভর্তি টেবিলের সামনে বসে (ব্রিটিশরা দাঁড়ানো অবস্থায় ককটেল পার্টির আয়োজন করেছিল) আমাদের অতিথিরা অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন। কথাবার্তা বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। মণ্টগোমারি প্রথমে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি খুব অল্প সময়ের জন্য থাকতে পারবেন, কিন্তু তিনিও ঘড়ির দিকে তাকানো বন্ধ করলেন, তার পর সাগ্রহে যোগ দিলেন সকলের সঙ্গে কথাবার্তায়।

সংবর্ধনা শেষ হল আমাদের রণাঙ্গনের শিল্পীদের একটি কনসার্ট দিয়ে। আমাকে বলতেই হবে যে আমাদের শিল্পীদলটি ছিল খুবই চমৎকার, আর এই সর্বশেষ ঘটনাটি ব্রিটিশদের হৃদয় পুরোপুরি জয় করে নিল। প্রতিটি অনুষ্ঠানকে তাঁরা এমন প্রচণ্ড হাততালি আর হর্ষধ্বনি দিয়ে সাধুবাদ জানালেন যে দেয়ালগুলো কেঁপে উঠল। মণ্টগোমারি বেশ কিছুক্ষণ তাঁর প্রশংসা প্রকাশ করার মতো ভাষা খুঁজে পেলেন না।

ফিল্ড মার্শাল আর তাঁর অফিসাররা অবশেষে যখন আমাদের কাছ থেকে হার্দ্য, আন্তরিক বিদায় গ্রহণ করলেন, তখন অনেক রাত।

এই সাক্ষাৎটা সত্যিই স্মরণীয়। তা আমাদের এই আস্থায় পূর্ণ করেছিল যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ, এমন কি বিভিন্ন ভাবাদর্শের প্রতি অনুগত মানুষ ইচ্ছা থাকলে বন্ধুত্বের পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে এবং পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে পারে।

আমাদের সৈনিকরা ছিল বিজয়গৌরবদীপ্ত। তাদের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে আমিও তাদের সঙ্গে আনন্দোল্লাস করতে লাগলাম।

বিজয়! একজন সৈনিকের সবচেয়ে বড় সুখ হল এই উপলব্ধি যে শত্রুকে পরাভূত করতে, তার দেশের স্বাধীনতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে সেখানে শান্তি নিয়ে আসতে সে তার জনগণকে সাহায্য করেছে। এই উপলব্ধি যে সে সম্পন্ন করেছে তার কর্তব্য, সৈনিকের কঠোর অথচ অনুপ্রেরণাদায়ক কর্তব্য, পৃথিবীতে যে কর্তব্যের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই!

একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জাতিসমূহকে যে শত্রু দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল সে পরাস্ত হয়েছে।

আমাদের দেশ দুঃখকষ্টে ভরা অনেকগুলি বছরের মধ্য দিয়ে গেছে। এ যুদ্ধটা এমনই ছিল যেখানে জাতির ভাগ্য, আমাদের প্রত্যেকের ও সকলের জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে দোলায়মান ছিল। সোভিয়েত জনগণ তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল, তাই পার্টির ডাকে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সমুত্থিত হয়েছিল তাদের সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি, তাদের সোভিয়েত সামাজিক ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, তাদের অর্জিত সমস্ত বৈপ্লবিক সাফল্য রক্ষার জন্য। সে যুদ্ধ হয়ে উঠেছিল সত্যিকার জনযুদ্ধ।

আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচয় দিল যে নাৎসি জার্মানির চেয়ে সে বেশি পরাক্রান্ত।

আমাদের দেশের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় যে জীবন-মরণ সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তাতে সোভিয়েত জনগণের মহত্ত্ব আর অলঙ্ঘনীয় ঐক্য, তাদের দেশের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা আর লেনিনের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা সম্পূর্ণভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মনীতি জনগণ বুঝেছিল এবং গ্রহণ করেছিল নিজেদের বলে, আর তা সমর্থন করে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

লেনিনের এই অমর কথাগুলির যাথার্থ্য আবার প্রমাণিত হল যে

সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক ও কৃষক যেখানে অনুভব করেছে এবং দেখেছে যে তারা তাদের নিজেদের সোভিয়েত ক্ষমতাকে — মেহনতি মানুষের ক্ষমতাকে রক্ষা করছে, ঊর্ধ্বে তুলে ধরছে এমন এক আদর্শকে যার বিজয় তাদের ও তাদের সন্তানদের সংস্কৃতির সমস্ত সুফল, মানব প্রয়াসের সমস্ত কৃতিত্ব উপভোগ করার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত করবে, সে জাতি কখনও বিজিত হবে না।

কঠোর পরীক্ষায় সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সৈনিকরা তাদের জনগণের প্রতি, তাদের সরকার আর পার্টি প্রতি নিঃসীম আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছে। আমাদের প্রত্যেকেই অটলভাবে মনে রেখেছিল পার্টির এই স্লোগান: 'আমাদের আদর্শ ন্যায়সংগত, জয় আমাদের হবেই!' বিজয় সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা, এমন কি সংকটের মুহূর্তগুলিতেও — সে রকম মুহূর্ত এসেছিল অনেক — আমাদের কখনও নষ্ট হয় নি।

জনগণ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য আর ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল রণক্ষেত্রের অসংখ্য বীরত্বের কীর্তিতে। লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়ে উঠেছিল বীর। সৈনিকরা দাঁড়িয়েছিল মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও, অন্তিম সময় পর্যন্ত, তাদের শরীর দিয়ে তারা শত্রুর কামান বসানোর পিল্‌বাক্সগুলির ছিদ্র আটকেছে, বৈমানিক আর ট্যাঙ্ক-সৈনিকরা দরকার হলে তাদের প্রতিপক্ষকে সরাসরি ধাক্কা মেরে নিজেরাও মৃত্যুবরণ করতে ইতস্তত করে নি। তারা সবাই বীর: যারা শিলাবৃষ্টির মতো অগ্নিবর্ষণের মধ্যে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যারা গোলাবর্ষণের মধ্যে সেতু নির্মাণ করেছিল, যারা টেলিফোনের লাইন পেতে কম্যান্ড পোস্টগুলিতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। মহান সোভিয়েত জনগণ, জয় হোক তোমাদের! ওই ক'বছর আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পেরে আনন্দিত। আর আমি যদি কোনো কৃতিত্ব অর্জনে সফল হয়ে থাকি, তবে তা তোমাদেরই কল্যাণে।

আমাদের সেনাবাহিনী লড়াইয়ে পরিপক্ব ও শক্তিশালী হয়েছিল। অধিনায়ক আর রাজনৈতিক কর্মীদের এক চমৎকার বাহিনী গড়ে উঠেছিল। সশস্ত্র বাহিনীর রণকৌশলগত ও রণনীতিগত নেতৃত্ব উন্নত হয়েছিল ক্রমাগত।

আমাদের দেশের উপরে যে গুরুতর বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল, সেই বছরগুলিতে সমগ্র সোভিয়েত জনগণ কমিউনিস্ট পার্টি আর সোভিয়েত সরকারের চারপাশে সমবেত হয়েছিল আরও ঘনিষ্ঠভাবে। রণাঙ্গনের সৈন্যদের বীরত্বকে পরিপুষ্ট ও অনুপ্রাণিত করেছিল শ্রমিক, কৃষক আর

বুদ্ধিজীবীদের, আমাদের বীর নারী ও যুবসমাজের বীরত্বপূর্ণ কীর্তি। এরাই, এই লক্ষ লক্ষ অক্লান্ত মেহনতি মানুষই রণাঙ্গনের জন্য অস্ত্র তৈরি করেছিল, সৈনিকদের আহার্য আর পোশাক যুগিয়েছিল, তাদের মধ্যে উত্তাপ ছড়িয়েছিল নিজেদের উদ্বেগময় ভালোবাসা আর হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে।

সোভিয়েত সমাজের নেতৃত্বদায়ক ও পথপ্রদর্শক শক্তি, সোভিয়েত জনগণের অগ্রবাহিনী, লড়াইয়ে পোক্ত ও পরীক্ষিত কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল জাতীয় সংগ্রামের অন্তরাত্মা ও অনুপ্রেরণাদাতা।

দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ, আর শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় জনগণেরই বিজয়। সেনাবাহিনী আর জনগণ তা উদ্‌যাপন করেছে একটি ঐক্যবদ্ধ পরিবার হিসেবে, আর এই উপলব্ধিই অসীমভাবে বাড়িয়ে তুলেছে আমাদের সৈনিকের সুখ।

শ্রমিক, সৈনিক, পুরনো সেনাবাহিনীর নন কমিশন্ড অফিসার, লাল ফৌজের সেনাধিনায়ক — অতি সাধারণ মানুষের স্তর থেকে বেরিয়ে এসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায় শিক্ষালাভ করে ভবিষ্যতে সোভিয়েত সেনাধিনায়ক রূপে নাম করেছেন এমন অনেকেরই জীবনে এই হল অতি স্বাভাবিক নানা পর্যায়। 'সৈনিকের ব্রত' গ্রন্থের রচয়িতা, সুপ্রসিদ্ধ সোভিয়েত সেনানায়ক, সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল কনস্তান্তিন কনস্তান্তিনভিচ রকস্‌সভস্কিও এর ব্যতিক্রম নন।

১৮৯৬ সালের ২১ ডিসেম্বর ভেলিকিয়ে লুকি শহরে এক রেলকর্মী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পর ক.ক. রকস্‌সভস্কি লাল ফৌজের অধিনায়ক পদে উন্নীত হন এবং গৃহযুদ্ধের বিভিন্ন রণাঙ্গনে বীরত্বের সঙ্গে সোভিয়েত রাজের শত্রুদের মোকাবিলা করেন। সে সময়ে তাঁর অধীনে ছিল পুরো একটি স্কোয়াড্রন, আলাদা একটি ব্যাটেলিয়ন ও অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট। লড়াইগুলিতে তিনি অপূর্ব নৈপুণ্য ও অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে লড়াইগুলিতে তিনি নিজে যে অসীম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন তার জন্য তাঁকে দু-দু'বার 'লাল পতাকা' অর্ডারে ভূষিত করা হয়।

গৃহযুদ্ধের পর ক. ক. রকস্‌সভস্কি বেশ কয়েকটি ইউনিট ও ডিট্যাচমেণ্টের ভার নেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফাশিস্ত জার্মানির আক্রমণের সময় তিনি ছিলেন ইউক্রেনে, সেখানে তখন তিনি এক মেকানাইজড কোরের অধিনায়ক হিসেবে কাজ করছিলেন।

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে ক. ক. রকস্‌সভস্কি ইয়ার্ৎসেভো এলাকায়

তৎপরতা সেনাবাহিনীর গ্রুপ এবং আগস্ট মাসে ১৬শ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন। মস্কোর লড়াইয়ে এই সেনাবাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ইউনিটগুলি ভলকলামস্কের দিক থেকে শত্রুর আক্রমণের মোকাবিলা করে। ঠিক এই দিক থেকেই সোভিয়েত রাজধানীতে প্রবেশ করার জন্য জার্মান-ফাশিস্ত বাহিনীগুলি জীবন-মরণ সংগ্রাম চালিয়েছিল। কিন্তু তাদের পথে অনতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি করেছিল এই ১৬শ সেনাবাহিনীর সৈন্যরা। প্রথমে প্রতিরক্ষা ও পরে প্রতি-আক্রমণের সময় ১৬শ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক রকস্‌সভস্কি সেনানায়ক হিসেবে চূড়ান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। অচিরেই তিনি ব্রিয়ান্‌স্ক রণাঙ্গনের অধিনায়কের পদ লাভ করেন।

১৯৪২-১৯৪৩ সালে স্তালিনগ্রাদ লড়াইয়ের সময় ক. ক. রকস্‌সভস্কি দন রণাঙ্গনের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক রূপে কাজ করেন। বেষ্টনীর মধ্যে থাকা জার্মান-ফাশিস্ত বাহিনীর একটি গ্রুপের উৎখাতসাধনের জন্য স্তালিনগ্রাদ অঞ্চলে তাঁর পরিচালনায় একটি তৎপরতা সুসম্পন্ন করা হয়। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে তাঁর পরিচালনাধীন মধ্য রণাঙ্গনের সেনাবাহিনী সাফল্যের সঙ্গে শত্রুপক্ষের ব্যাপক আক্রমণের মোকাবিলা করে, পরে চূড়ান্ত আক্রমণ চালায় এবং শত্রুর ছিন্নভিন্ন ইউনিটগুলিকে বিতাড়িত করে, না থেমে নীপার নদী পেরিয়ে, এইভাবেই তারা ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের কাছাকাছি আসে। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে বেলোরুশীয় স্ট্র্যাটেজিক তৎপরতার সময় ক. ক. রকস্‌সভস্কির পরিচালনাধীন প্রথম বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সেনাবাহিনী শত্রুপক্ষের 'কেন্দ্র' সেনাবাহিনীর গ্রুপকে ছত্রভঙ্গ করতে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে এবং ওয়ারশর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে এই আক্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

ফাশিস্ত জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ক. ক. রকস্‌সভস্কি দ্বিতীয় বেলোরুশীয় রণাঙ্গনের সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পদে আসীন ছিলেন। পূর্ব প্রাশিয়া, পূর্ব পমিরানিয়া এবং বার্লিন অঞ্চলে জার্মান সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ করার কাজে তাঁর সেনাবাহিনী অংশ নেয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যুদ্ধ শেষে মার্শাল ক. ক. রকস্‌সভস্কি সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে আসীন ছিলেন। পোলিশ সরকারের অনুরোধ রক্ষার্থে তিনি ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পোল্যান্ড গণপ্রজাতন্ত্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁকে পোল্যান্ডের মার্শাল নামক

সামরিক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৮ সালের ৩ আগস্ট ক.ক. রকস্‌সভস্কির জীবনাবসান হয়। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় মস্কোর রেড স্কোয়ারে, ক্রেমলিনের প্রাচীরের কাছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত সোভিয়েত স্মরণ সাহিত্যমালায় রকস্‌সভস্কির 'সৈনিকের ব্রত' গ্রন্থটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। সোভিয়েত পাঠক দরবারে এটি বিপুল আগ্রহ সঞ্চার করে এবং বিশেষ সমাদৃত হয়। প্রমাণস্বরূপ বলা চলে যে ১৯৬৮ সালে প্রথম প্রকাশের পর বইটি অসংখ্য কপি সহ সোভিয়েত ইউনিয়নে আরও তিনবার প্রকাশিত হয়েছে। বহু বিদেশী ভাষায়ও প্রকাশিত হয়েছে, যেমন, ইংরেজি, স্প্যানিশ, পোলিশ, ইত্যাদি।

এই ধরনের অন্যান্য স্মৃতিচারণ গ্রন্থের থেকে ক. ক. রকস্‌সভস্কির বইটির বিশেষত্ব হল এই যে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীতে তাঁর পুরো কর্মজীবনের কাহিনী বর্ণিত হয় নি, বলা হয়েছে শুধু দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ও যুদ্ধের সময়কার ক্রিয়াকলাপের কথা।

যুদ্ধের বহুল ঘটনাবলী থেকে একেবারে মূলকে বেছে নিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এ ব্যাপারে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন কয়েকটি ঘটনাকে: যুদ্ধের প্রথম পর্বে প্রতিরক্ষামূলক ভয়ঙ্কর লড়াইকে, যুদ্ধের আমূল দিক-পরিবর্তনের ঘটনাকে, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিজয় অভিযানকে এবং ফাশিস্ত জার্মানির সশস্ত্র বাহিনীগুলির সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গের ঘটনাকে। এ ক্ষেত্রে তিনি শুধু সাদামাঠা যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, বরং রণাঙ্গন জীবনের এক উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন, আগ্রহজনক তথ্য ও ঘটনা, ছোটবড় বিশেষ ধরনের অনেক ঘটনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়েছেন, যুদ্ধ রীতি সম্পর্কে, সেনাধিনায়কের কর্তব্য, ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা নিয়ে তাদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করেছেন। যুদ্ধের সমস্ত পর্বের সামরিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণের সময় ক. ক. রকস্‌সভস্কি একেবারে কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন মানুষকে — সৈন্য, অধিনায়ক ও রাজনৈতিক কর্মীকে। তাঁদের পেশাগত সামরিক নিপুণতা যে দিনে দিনে কীভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে তা বইটি পড়লেই ভালোভাবে বোঝা যায়। বহু সোভিয়েত সেনাধিনায়ক প্রসঙ্গে গ্রন্থকার উজ্জ্বল ও লক্ষ্যভেদী মন্তব্য করেছেন, তাঁর অধীনস্থ ভূতপূর্ব বহু অফিসার ও জেনারেল প্রসঙ্গে আন্তরিক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

'সৈনিকের ব্রত' গ্রন্থে অন্যতম কেন্দ্রীয় স্থানের অধিকারী হল যুদ্ধের

সময় সেনাবাহিনী পরিচালনের প্রশ্ন, সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ সদরদপ্তর ও জেনারেল স্টাফ এবং তৎসহ ফরমেশনের সদরদপ্তর ও অধিনায়কদের ভূমিকা ও কর্মপদ্ধতির প্রশ্ন। গ্রন্থকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন বিভিন্ন ধরনের সেনাবাহিনী, সর্বাগ্রে বিমান বাহিনী, গোলন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়ার বাহিনীকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে। সেনাবাহিনীর সম্মুখে উত্থাপিত বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সৈন্যবৃন্দ প্রস্তুত করার কাজে পার্টি ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলি যে বিপুল ভূমিকা পালন করেছে সুনির্দিষ্ট উদাহরণ সহ রকস্‌সভস্কি তা দেখিয়েছেন।

জার্মান-ফাশিস্ট হানাদারদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম চালানোর জন্য যুদ্ধরত সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করার কাজে রণাঙ্গন লাইনের পিছনে যারা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন, সেইসব সোভিয়েত কর্মীর জীবনও ক. ক. রকস্‌সভস্কি এ'কেছেন অতি উষ্ণ অনুভূতি নিয়ে। বেলোরুশিয়া, ব্রিয়ানস্ক ও ইউক্রেনের পার্টিজান বাহিনীগুলি সেনাদলকে যে প্রভূত সাহায্যদান করেছিল তা তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। সোভিয়েত জনগণ ও সেনাবাহিনীর সুউচ্চ নৈতিক গুণটি এখানে বর্ণিত হয়েছে যথাযোগ্যভাবে, বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে।

সামগ্রিকভাবে বলা চলে, যে ঘটনাবলীর এক প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলেন রক্‌সসভস্কি, তারই এক সঠিক ও প্রামাণ্য চিত্র এ'কেছেন তাঁর 'সৈনিকের ব্রত' গ্রন্থে। বইটিতে লেখকের যেসব ভুল বিষয়ীগত চিন্তাভাবনা স্থানলাভ করেছে সেগুলি উল্লেখ করা হয়েছে টীকা ও ভাষ্যতে।

এই টীকা ও ভাষ্য রচনাকালে 'সৈনিকের ব্রত' গ্রন্থে বর্ণিত সব সোভিয়েত সামরিক কর্মীর জীবন প্রসঙ্গে বলা হয় নি অথবা সমস্ত সংজ্ঞা ও ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানুষ ও ঘটনা সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে মাত্র।